শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত



মূল্য ৯৲ নয় টাকা।

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত
শ্রীমদনগোপাল গুপ্ত
'জেনারেল লাইব্রেরী'
১১৫ এ, অপার চিৎপুর রোড,
কলিকাতা—৬

বিরচিত—
[illegible]

[illegible]
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত
'জেনারেল প্রিন্টি [illegible]'
১৪১ বি, অপার চিৎপুর রোড
কলিকাতা ৫

[illegible]
শ্রী[illegible]
শ্রী[illegible]

[illegible]
১৩৬৮ সাল।



ভূমিকা

ভারত-ইতিহাসে মহাপ্রভু

শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর কড়চায় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সম্বন্ধে বলছেন, রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ !

যিনি পরম-চৈতন্যের স্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণ আর দিব্যভাব ও কান্তির নিত্য আধার যিনি শ্রীমতী রাধা, সেই কৃষ্ণ ও রাধা এক দেহে প্রকট হয়েছেন যে কৃষ্ণ-চৈতন্যের মধ্যে, তাঁকে প্রণাম করি।

মহাপ্রভু সম্বন্ধে এই হলো ভক্ত বৈষ্ণবদের চরম কথা।

ঐতিহাসিকেরা সম্পূর্ণ আলাদা দৃষ্টি নিয়ে শ্রীচৈতন্যদেবকে দেখেছেন। তাঁরা দেখেছেন তাঁর মধ্যে এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব, তাঁরা দেখেছেন তাঁর মধ্যে ইতিহাস-নায়ক এক প্রচণ্ড সমাজ-বিপ্লবী যিনি বাংলার তথা ভারতের আত্মিক জীবনে শক্তির ও শুদ্ধির একটা নব প্রেরণা দিয়ে গিয়েছেন।

মূলত এই দুটি দৃষ্টি-ভঙ্গীর ভেতর একটা মহাসত্যই প্রকট হয়ে আছে। ভক্তের কাছে তিনি ভগবান, অর্থাৎ তাঁর জীবনের ভেতর দিয়ে ভগবৎ-শক্তিই প্রকাশিত হয়েছে। ঐতিহাসিকের কাছে তিনি মহাপুরুষ, কিন্তু সেই শ্রেণীর মহাপুরুষ যাঁদের ভেতর দিয়ে ভগবৎ-শক্তিই প্রকাশিত হয়।

সুতরাং যে দৃষ্টি-ভঙ্গী দিয়েই দেখি না, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ভারত-ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় দিব্য ঘটনা।

চৈতন্য-চরিতের সমধর্মী অন্য সব গ্রন্থ

সাহিত্যের ইতিহাসের দিক থেকেও মহাপ্রভুর আবির্ভাবের একটা বিশেষ তাৎপর্য্য ও সার্থকতা দেখা যায়। তাঁর তিরোধানের পর তাঁকে কেন্দ্র করে এক অপরূপ জীবনী-সাহিত্য গড়ে ওঠে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে এবং সেই সময়কার সংস্কৃত সাহিত্যেও এই অপরূপ জীবনী-গ্রন্থগুলি এক অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে।

তাঁর চরিত্রের এমনি প্রভাব ছিল যে, তাঁর তিরোধানের একশো বছর ধরে নানা কবি, নানা সাহিত্যিক, তাঁকে কেন্দ্র করে নানা জীবনী, কাব্য, নাটক ও ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করেন, সংস্কৃত এবং বাংলায়। এই বিপুল সাহিত্যের মধ্যে কাল-জয়ী হ'য়ে যে কয়েকখানি চরিত-গ্রন্থ অমর হয়ে আছে তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো--

(১) মুরারী গুপ্তের লেখা, চৈতন্য-চরিতম্, বাংলায় যা মুরারীগুপ্তের কড়চা নামে পরিচিত। কড়চা মানে হলো ডায়েরী, প্রতিদিনের ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। চৈতন্য-চরিতম্ গ্রন্থে মুরারী গুপ্ত প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের রীতি অনুযায়ী একটি শ্লোকে রচনা-কালের নির্দ্দেশ দিয়েছেন, "চতুর্দ্দশ শকাব্দান্তে পঞ্চ-ত্রিংশতি বৎসরে" অর্থাৎ ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে, মহাপ্রভুর বয়স যখন সাতাশ বছর। দিনের পর দিন মুরারী গুপ্ত স্বচক্ষে মহাপ্রভুর জীবনের যে সব ঘটনা দেখেছেন, এই কড়চায় তা লিপিবদ্ধ করেছেন।

(২) লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল। মুরারী গুপ্তের কড়চার ওপর প্রধানত নির্ভর করে লোচনদাস এই মঙ্গল-কাব্য লেখেন।

(৩) শ্রীবৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবত। মহাপ্রভুর তিরোধানের ১৪ বৎসর পরে ভক্ত-শ্রেষ্ঠ শ্রীবৃন্দাবন দাস এই অপরূপ চৈতন্য-জীবনী রচনা করেন। মহাপ্রভুকে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে দেখেছিলেন, তাঁদের অনেকেই তখন জীবিত ছিলেন, ভক্ত বৃন্দাবন দাস সেই প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ

থেকে সযত্নে বিবরণ সংগ্রহ করে এই অমর গ্রন্থ রচনা করেন। প্রত্যেক বৈষ্ণবের মতন শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের লেখক কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামীও এই গ্রন্থখানিকে ভাগবত-গ্রন্থের মতই শ্রদ্ধা করতেন। বৃন্দাবন দাসের কাছে তাঁর ঋণ-স্বীকার করে তিনি লিখেছেন—

"নিত্যানন্দ কৃপাপাত্র বৃন্দাবন দাস
চৈতন্য-লীলার তেঁহো হয় আদি-ব্যাস।
বৃন্দাবন দাস যে লীলা বর্ণিল
সেই সব লীলার আমি সূত্রমাত্র কৈল।
তাঁর ত্যক্ত অবশেষ সংক্ষেপে কহিল
লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ তথাপি বাড়িল।"

(৪) কবি কর্ণপূর রচিত চৈতন্য-চন্দ্রোদয়। মহাপ্রভুর জীবন কবি কর্ণপূর সংস্কৃত ভাষায় নাটক আকারে লিখেন। চৈতন্য-ভাগবতের পঁচিশ বছর পরে এই নাটক লেখা হয়। এই এই নাটকখানিও কৃষ্ণদাস গোস্বামীকে বিশেষ সাহায্য করে। কৃষ্ণদাস গোস্বামী তাঁর চরিতামৃতে বহু স্থলে কবি কর্ণপূরের বহু শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন।

(৫) চৈতন্য-চন্দ্রামৃত নামে সংস্কৃতে আর একখানি অমূল্য বই আছে। এই বইখানির বিশেষত্ব হলো, এই বইখানি এমন একজনের লেখা যিনি ধর্মমতের দিক থেকে মহাপ্রভুর বিরোধী ছিলেন। তার নাম হলো, শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী। ইনি বারাণসীর বিখ্যাত অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত ছিলেন এবং মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ বাদানুবাদ হয়। বাদানুবাদের ফলে ইনি পরাজিত হয়ে স্বেচ্ছায় মহাপ্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং পূর্ব্বনাম পরিবর্ত্তিত করে শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী নাম গ্রহণ করেন। এই গ্রন্থখানিও কৃষ্ণদাস কবিরাজকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করে।

(৬) রঘুনাথ দাসের স্তব-মালা। মহাপ্রভুর শেষ জীবনের দিব্য-ভাবের যারা প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, রঘুনাথ তাঁদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ভক্ত ও পার্ষদ ছিলেন। তার স্তব-মালায় তিনি মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার মহিমা বর্ণনা করেছেন। এই রঘুনাথ দাসের প্রেরণাতেই কৃষ্ণদাস তাঁর অমর গ্রন্থ রচনা করেন। সে অপূর্ব্ব কাহিনী যথাস্থানে বলছি।

(৭) স্বরূপ দামোদরের কড়চা। ইনিও মহাপ্রভুর পার্ষদ ছিলেন। এই অমূল্য গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আর পাওয়া যায় না। কিন্তু কৃষ্ণদাস যখন তার চরিতামৃত লেখেন তখন স্বরূপ দামোদরের পুঁথি থেকে তিনি বিশেষ সাহায্য গ্রহণ করেন। তাই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভেতরই তাঁর কড়চার বহু উদ্ধৃত অংশ বেঁচে আছে।

(৮) সর্ব্বশেষ হলো কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখা এই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। সময়ের দিক থেকে এই বই উপরি-উল্লিখিত বইগুলির বহু পরে লিখিত হয় কিন্তু সকল দিক দিয়ে বিচার করলে এ রকম একখানি গ্রন্থ বাংলাভাষায় আর লিখিত হয় নি। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর লেখা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত জগতে অতুলনীয় এক গ্রন্থ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাছে এই মহাগ্রন্থ হলো মহাপ্রভু এবং তাঁর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সর্ব্বোত্তম প্রকাশ ও ব্যাখ্যা। রামায়ণ ও মহাভারতের পর যদি আর কোন গ্রন্থকে নিঃসংশয় সম্মানের আসন দিতে হয়, তাহলে সে গ্রন্থ হলো শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বৈশিষ্ট্য

মহাপ্রভুর জীবনী নিয়ে যে সব গ্রন্থ আছে, তার মধ্যে কেন শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকে এই সম্মান দেওয়া হয়, তা বুঝতে হলে, মহাপ্রভুর জীবনের রহস্যকে ভাল করে বোঝা দরকার। কারণ কৃষ্ণদাস কবিরাজ, প্রত্যক্ষভাবে মহাপ্রভুকে না দেখলেও, যে-ভাবে মহাপ্রভুকে বুঝেছেন এবং বুঝিয়েছেন, মহাপ্রভুর এ-রকম সম্পূর্ণ চিত্র আর কোথাও নেই। তুলনা হিসাবে বলা যায়, শ্রীম যদি রামকৃষ্ণকথামৃত না লিখতেন, তাহলে আজকের মানুষ দক্ষিণেশ্বরের সেই পূজোরী ব্রাহ্মণকে যে ভাবে চেনেন, কিছুতেই সেভাবে চিনতে পারতো না; সেইরকম মহাপ্রভুকে আজ বিশ্বজগৎ যে বিরাট মূর্ত্তিতে চেনে, তা কখনই সম্ভব হতো না যদি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত না লেখা হতো। ভক্তের অন্তরের সুগভীর দীনতায় কৃষ্ণদাস তাঁর গ্রন্থের শেষে লিখেছেন,

"আকাশ অনন্ত তাতে যৈছে পক্ষিগণ
যার যত শক্তি তত করে আরোহণ।
ঐছে মহাপ্রভুর লীলা নাহি ওর পার
জীব হঞা কেবা সম্যক পারে বর্ণিবার।
যাবৎ বুদ্ধির গতি তাবৎ বর্ণিল
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইল।"

—"আকাশ অনন্ত... সব খানি আকাশে কোন্ পাখী বিচরণ করতে পারে? যার ডানায় যতখানি শক্তি, সে ততদূর পর্য্যন্ত যায়... তেমনি অনন্ত অপার মহাপ্রভুর লীলা, কে পারে তার সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে? সামান্য শক্তি আমার, সীমাবদ্ধ বুদ্ধি, তাই দিয়ে আমি সেই মহাসমুদ্রের একটা কণামাত্র স্পর্শ করলাম—"

সত্যিকারের ভক্ত ও রসগ্রাহী কবির মতনই তিনি এই বিনয়-উক্তি করেছেন কিন্তু মহাসমুদ্রের সেই একটি কণাকেই তাঁর অন্তর-স্পর্শে তিনি যে ভাবে প্রকাশ করেছেন, তার ভেতরই মহাসমুদ্রের বিশালতা, গভীরতা ও বৈচিত্র্য সত্য হয়ে উঠেছে।

মহাপ্রভুর জীবনের এত বিভিন্ন দিক যে, তার মধ্যে সাধারণ মানুষ সেই বিরাট ঐতিহাসিক পুরুষের মর্ম্ম-কেন্দ্রকে খুঁজে পায় না।

নবদ্বীপে যতক্ষণ তিনি নিমাই পণ্ডিত ছিলেন, তখন তাঁর চরিত্রের একরকম প্রকাশ, দেব-কান্তি তরুণ-যুবা, মেধার আলোয় চোখ মুখ ঝলমল করছে, কিছু চঞ্চল, কিছু প্রাণাবেগপূর্ণ, কিছু নিজের অসাধারণ পাণ্ডিত্যে সচেতন, সেই বিস্ময়কর তরুণ প্রতিভাকে কেন্দ্র করে নবদ্বীপে ন্যায়ের, শাস্ত্রের, তর্কের, বিচারের, কাব্যের ও সাহিত্যের নতুন এক আন্দোলন গড়ে উঠছে···সেই দিব্য-দর্শন অসামান্য তরুণ পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের দরুণ নবদ্বীপ ভারতের সব শিক্ষা-কেন্দ্রের আকর্ষণ করছে, দিগ্বিজয়ী সব পণ্ডিত নবদ্বীপে আসছেন নিমাই পণ্ডিতকে পরাস্ত করবার জন্যে কিন্তু তরুণ নিমাই পণ্ডিত অবলীলাক্রমে ভারতখ্যাত সেই সব বৃদ্ধ পণ্ডিতদের দম্ভ নির্ম্মমভাবে ভেঙ্গে নবদ্বীপবাসী তরুণদের অন্তরে নব নব উল্লাস জাগিয়ে তুলছেন···সে হেন নিমাই পণ্ডিত সহসা গয়া থেকে ফিরে এসে একেবারে আলাদা লোক হয়ে গেল। শান্ত, নীরব, জগতে কারুর সঙ্গে তার কোন তর্ক নেই, কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। লোকে বিহ্বল হয়ে ভাবে, এ কি হলো? দিগ্বিজয়ীর দম্ভ খর্ব্বকারী নিমাই পণ্ডিত টোল বন্ধ করে দিলেন, ডুরি দিয়ে পুঁথি বন্ধ করে রাখলেন, আর পুঁথি পড়বেন না···

এলো তাঁর জীবনে সম্পূর্ণ নতুন এক অধ্যায়, নবদ্বীপের পথের ধূলায় কেঁদে বেড়ান নিমাই পণ্ডিত, হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! উদ্ধত নিমাই পণ্ডিতের দু'চোখ ভেসে নামে জলের প্লাবন, যাঁরা দেখেছেন তারা বলেন, অশ্রুবিন্দু নয়, পিচকারী থেকে বেগে যেমন জলের ধারা বেরোয় তেমনি জলের ধারা তাঁর চোখ থেকে বেরুতো! সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত নিমাই বলেন, শাস্ত্র নয়, যজ্ঞ নয়, তপস্যা নয়, যোগ নয়, ত্রিতাপক্লিষ্ট কলির জীবের পক্ষে শুধু নাম, কৃষ্ণ-নাম উচ্চারণ, কৃষ্ণ-নাম-কীর্ত্তন সর্ব্ব সাধনার সার,···নামেই তৃপ্তি, নামেই মুক্তি, নামেই সর্ব্বশক্তি, সর্ব্ব আনন্দ। সারা নবদ্বীপ টলমল করে উঠলো এক নতুন শক্তির আবির্ভাবে। নিমাই হলেন শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই একদিন প্রভাতে নবদ্বীপবাসীরা শুনলো, নবদ্বীপ ত্যাগ করে, বাংলা ত্যাগ করে চলে গিয়েছে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য! শচীমার কান্নায় কেঁদে উঠলো গঙ্গার দুই তীর, বিষ্ণু-প্রিয়ার নীরব অশ্রুজলে ভিজে গেল নবদ্বীপের মাটি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর ফিরলেন না। তিনি এলেন নীলাচলে, বাহ্য-জ্ঞানহীন অর্দ্ধউন্মাদ। সুরু হলো নীলাচলে জীবনের এক সম্পূর্ণ,

নতুন অধ্যায়, এবং এই নীলাচলেই তাঁর অপরূপ জীবন-লীলার অবসান ঘটে। নীলাচলকে কেন্দ্র করে তিনি পায়ে হেঁটে সারা দক্ষিণ-ভারত, উত্তর ভারত ঘুরে বেড়ালেন, এবং পাপী, তাপী অস্পৃশ্য, যাদের সমাজ দূরে রেখেছিল সেই অপমানিত মানুষদের সমাজেই নতুন প্রাণের আশ্বাস নিয়ে এলেন···ব্রাহ্মণ-শাসিত ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত এই একটি লোক তাঁর অলৌকিক প্রভাবে সমাজের অবজ্ঞাত নিম্ন-স্তর থেকে এক নতুন সমাজ-চেতনা জাগিয়ে তুল্লেন···তার ফলে, এক শ্রেণীর অভিজাত, যাঁরা সমাজ-নায়ক ও রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন তাঁরা চৈতন্য-দেবের এই নতুন আন্দোলনকে ভয়ের চোখে দেখতে লাগলেন এবং এই আন্দোলনকে বিনস্ট করবার জন্য সর্ব্বশক্তি সংহত করলেন। মহাপ্রভুর বিস্ময়কর বিচিত্র জীবনে আবার তাঁকে দেখলাম, আর এক নব-রূপে। সেই ধূলায়-লুটানো কোমল-মূর্ত্তি থেকে দেখলাম নির্গত হচ্ছে বজ্র-শক্তির তেজ···এক বিচিত্র কৌশলে তিনি সেই সময়কার দুর্দ্ধর্ষ সব রাজা, সমাজ-নেতা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের, যাঁরা সমাজের শীর্ষ-স্থানীয় ছিলেন তাঁদের সর্ব্ব গর্ব্ব ধূলায় লুটিয়ে নিজের শিষ্যে পরিণত করলেন···

আবার তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ে তাঁকে দেখলাম, বিচিত্র আর একরূপে। তার এই জীবন গম্ভীরা-লীলা নামে খ্যাত। গম্ভীরা মানে হলো নিভৃত ছোট ঘর। এই গম্ভীরার ছোট ঘরে তিনি থাকতেন। কাশীমিশ্রের বাড়ীর সেই ছোট্ট গম্ভীরা ঘর আজ মানবতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ। যে মহাতেজস্বীকে দেখেছি পায়ে হেঁটে ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর প্রান্ত পর্য্যন্ত অতি সাধারণ মানুষদের জীবনে নব-জীবনের জোয়ার আনতে, যাঁকে দেখেছি উদ্ধত শক্তিশালী রাজশক্তিকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে পথের ধূলায় সাধারণ মানুষের পাশে টেনে আনতে তাঁকেই আবার এই গম্ভীরা-লীলায় দেখছি, সম্পূর্ণ আলাদা আর এক মানুষ, নিজের একান্ত পার্শ্বচরদের ও আর তিনি চিনতে পারেন না, দেশকালপাত্র ছাড়িয়ে চলে গিয়েছেন এক ভাবলোকে, কৃষ্ণ-সুরভিময় চির-বৃন্দাবনে, সেখানে তিনি আর শুধু তাঁর প্রিয়তম···যে-কৃষ্ণ-বিরহে একদিন শ্রীমতী রাধা উন্মাদ হয়েছিলেন, সেই কৃষ্ণ-বিরহ তাঁর সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে···পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় নীল সমুদ্র দেখে, মনে জেগে ওঠে কৃষ্ণের নীলকান্ত রূপ···ঝাঁপ দিয়ে পড়েন কৃষ্ণ-সাগরে···

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কৃষ্ণদাস গোস্বামী মহাপ্রভুর এই বিচিত্র জীবন-লীলার ভেতর থেকে, শুধু তাঁর বাইরের রূপ নয়, তাঁর মর্ম্মের রূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি শুধু মহাপ্রভুর জীবনের ঘটনাগুলিকেই বর্ণনা করেন নি, প্রত্যেক ঘটনার অন্তরালে মহাপ্রভুর বিচিত্র মর্ম্ম-লীলারও ব্যাখ্যা করেছেন। মহাপ্রভুকে বুঝতে হলে, তাঁর প্রচারিত ধর্ম্মকে বুঝতে হলে, মহা-প্রভুর অন্তরকে জানা দরকার···গম্ভীরা-লীলা না বুঝলে মহাপ্রভুর অন্তরকে বোঝা যায় না···কবি

কৃষ্ণদাস তাঁর জীবনের তপস্যা দিয়ে এই গম্ভীরা-লীলাকে আমাদের কাছে প্রকট করেছেন, এইখানেই তাঁর চরম দান। তিনি মহাপ্রভুকে চোখে দেখেন নি কিন্তু তাঁর তপস্যার ভেতর দিয়ে যেভাবে মহাপ্রভুকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন, বিশ্বের সাহিত্যে তার তুলনা নেই। শ্রীশ্রীচরিতামৃত পাঠে আমরা জানতে পারি, মহাপ্রভুর এই শেষ-লীলা ব্যাখ্যা করবার জন্যেই বৃন্দাবনের বৈষ্ণব প্রধানগণ কৃষ্ণদাসকে অনুরোধ করেন। কৃষ্ণদাসের বৃন্দাবন আসাও এক বিচিত্র কাহিনী।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের বৃন্দাবন-আগমন

বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার অন্তর্গত ঝামটপুর গ্রামে সম্ভবত ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণদাস জন্ম-গ্রহণ করেন। শিশুকালেই তিনি মা এবং বাবা দুজনকেই হারান। তাই পিসীর কাছে তিনি মানুষ হয়েছিলেন। সেই সময়কার প্রথা অনুযায়ী তিনি ছেলেবেলাতেই ফার্সী শেখেন এবং সেই সঙ্গে সংস্কৃত ভাষাও শিখতে আরম্ভ করেন। বড় হ'য়ে তিনি কবিরাজী পড়তে আরম্ভ করলেন এবং যথারীতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। কবিরাজী পড়বার জন্যেই তাঁকে সংস্কৃত শিখতে হয় কিন্তু সংস্কৃত শেখার ফলে বিরাট ভারতীয় শাস্ত্র তার মনকে আকর্ষণ করে এবং একান্ত নিষ্ঠাসহকারে সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বশাস্ত্র ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। চৈতন্যচরিতামৃত পড়লে বোঝা যায় কৃষ্ণদাস কি গভীর ভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ আয়ত্ত করেছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্য, শাস্ত্র ও অলংকার তত্ত্বে তার সুগভীর জ্ঞান চৈতন্য-চরিত্র-ব্যাখ্যানে দীপশিখার মতন কাজ করেছে।

জীবনের যাত্রামুখে হঠাৎ এক বিচিত্র ঘটনায় তাঁর জীবনের ধারা সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়, ব্যাধির চিকিৎসা করবার জন্যে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন কিন্তু বিধাতা তাঁকে টেনে নিয়ে এলেন কাব্যের স্বর্গে, বৃন্দাবনে। একদিন দুপুরে তাদের বাড়ীতে হঠাৎ এক সাধু ভিক্ষাপ্রার্থী হয়ে এলেন। কথায় কথায় সেই সাধুর সঙ্গে কৃষ্ণদাসের ছোট ভায়ের ঘোরতর বিবাদ বেঁধে যায়। রেগে কৃষ্ণদাসের ভাই সাধুটিকে তাড়িয়ে দেয়। সাধু অভিশাপ দিতে দিতে চলে যায়। কৃষ্ণদাস এই খবর শুনে বিশেষ মর্ম্মাহত হলেন এবং ভাইকে কঠোরভাবে ভৎসনা করলেন। সাধুকে যদি পাওয়া যায়, এই আশায় বহু খোঁজ করলেন কিন্তু সাধুর দেখা আর পেলেন না। কিন্তু সেই দিন রাত্রিতে তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন। দেখলেন, নিত্যানন্দ প্রভু নিজে এসে তাঁকে ডাকছেন। কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দ প্রভুকে দেখে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। নিত্যানন্দ সাদরে

তাঁকে বুকে তুলে নিয়ে বল্লেন, তোর জন্যে ওরা বৃন্দাবনে অপেক্ষা করে আছে, তুই বৃন্দাবনে যা। এই বলে কৃষ্ণদাসের কাণে নাম-মন্ত্র দিলেন।

প্রভাতে ঘুম থেকে উঠে কৃষ্ণদাস দেখেন, রাত্রির স্বপ্নের প্রভাব তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে···তাঁর মনের ভেতর থেকে কে যেন বলছে, এখানে আর নয়, সব ফেলে চল বৃন্দাবনে! সেই দিনই অপরাহ্নের দিকে কৃষ্ণদাস সারাজীবনের মত গৃহত্যাগ করে বৃন্দাবনের দিকে রওয়ানা হলেন।

চরিতামৃত রচনার পটভূমিকা

মানুষের যেমন চেতনা আছে, এক-একটা জায়গারও তেমনি চেতনা থাকে···অদৃশ্যভাবে সে-স্থান মানুষকে আকর্ষণ করে···ঐতিহাসিক ভবিতব্যতা এক বিচিত্র অদৃশ্য উপায়ে সেই স্থানকে আশ্রয় করে ফুটে ওঠে। হিন্দুরা একেই বলেছেন, স্থানমাহাত্ম্য। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বৃন্দাবন তেমনি অদৃশ্য শক্তির আকর্ষণে এক শ্রেণীর লোকদের আকর্ষণ করে আনে।

মহাপ্রভু নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তাঁকে আকর্ষণ করেছিল নীলাচল আর বৃন্দাবন। নীলাচলে ছিলেন নীলাচল-নাথ জগন্নাথদেব, যাঁর হস্ত-পদ-হীন দারুমূর্ত্তির মধ্যে তিনি দেখা পেলেন দ্বিভুজ মুরলীধর মদনমোহন শ্যামের, নীলাচল বাসের প্রায় প্রতিদিন তিনি জগন্নাথ মন্দিরে গিয়ে একটা নির্দ্দিষ্ট জায়গা থেকে বিভোর হয়ে সেই মূর্ত্তিকে দেখতেন। সেই সঙ্গে জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁর মন পড়ে থাকতো বৃন্দাবনে, যে-বৃন্দাবনে একদিন তাঁর প্রিয়তম দেহধারণ করে আনন্দ-লীলা করে গিয়েছেন। যে-বৃন্দাবনে চিরকিশোর শ্যামসুন্দর আনন্দ-বিহার করেছিলেন, সে-বৃন্দাবন কালের গর্ভে হারিয়ে গিয়েছে, তার স্মৃতি বহন করে পড়ে আছে ঐতিহাসিক বৃন্দাবন। যে-সময় চৈতন্যদেব আবির্ভূত হন, সে-সময় বৃন্দাবন সৌন্দর্য্যহীন ধূলি-মলিন অবজ্ঞাত পড়েছিল। কিন্তু মহাপ্রভু এই ধূলি-মলিন অবজ্ঞাত বৃন্দাবনের আড়ালে দেখতে পেতেন সেই কৃষ্ণ-সুরভি-ময় চির-আনন্দ-ধাম বৃন্দাবনকেই। তাই তিনি চেয়েছিলেন তাঁর প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের কেন্দ্র স্বরূপ আবার বৃন্দাবনকে গড়ে তুলতে। তাই তাঁর জীবনে আমরা দেখি, যখন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নি, তখন থেকেই বৃন্দাবনের দিকে চেয়ে আছেন। সেই সময় বৃন্দাবনের বহু ঘাট, বহু মন্দির সংস্কার অভাবে জীর্ণ হয়ে পড়েছিল, বহু মন্দিরে সন্ধ্যারতি পর্য্যন্ত হতো না। তিনি সেই সময় নবদ্বীপ থেকে লোকনাথ চক্রবর্ত্তী নামে এক তরুণ ভক্তকে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছিলেন। লোকনাথকে বলেছিলেন, তুমি গিয়ে সেই লুপ্ত তীর্থকে উদ্ধার কর, আমি যাচ্ছি তোমার পিছনে পিছনে।

মহাপ্রভুর দূত হিসাবে লোকনাথ সঙ্গে আর একজন তরুণ ব্রাহ্মণকে নিয়ে বৃন্দাবনে আসেন। উপবাস, অনশন, বহু উপেক্ষা সহ্য করে তাঁরা মহাপ্রভুর অপেক্ষায় বৃন্দাবনে বসে থাকেন। তারপর মহাপ্রভু তাঁর দুই পরমভক্ত রূপগোস্বামী ও সনাতনকে বৃন্দাবনে পাঠান। এই দুই বৈষ্ণব-প্রধানের প্রেরণায় বৃন্দাবনে আবার নতুন প্রাণের জোয়ার দেখা দিল। মহাপ্রভুর নির্দ্দেশ অনুযায়ী রূপ-গোস্বামী বৈষ্ণব-শাস্ত্রের পুনরুদ্ধারে আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর ভক্তি ও পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হয়ে বাংলাদেশ থেকে বহু ভক্ত বৃন্দাবনে এসে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। এই নতুন ভক্তদের মধ্যে প্রধানতম হলেন শ্রীজীব গোস্বামী, রূপ-গোস্বামীরই ভ্রাতুষ্পুত্র। শ্রীজীবগোস্বামীর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের ফলে ভক্তিশাস্ত্র নতুন করে লিপিবদ্ধ হলো। এই পণ্ডিত ও ভক্তের দলে এলেন ভক্ত-প্রবর রঘুনাথ দাস। রঘুনাথ নীলাচলে মহাপ্রভুর পাশে থেকে তাঁর অন্ত্য-লীলার অপরূপ মাহাত্ম্য স্বচক্ষে দেখেছিলেন এবং নিজের অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। মহাপ্রভুর তিরোধানের পর তিনিও বৃন্দাবনে চলে আসেন।

কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে এসে রঘুনাথের কৃপালাভ করেন এবং তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। রঘুনাথের মুখে রাতদিন একই কথা ছিল, তা হলো মহাপ্রভুর কথা। রাতদিন তাঁর মুখ থেকে মহাপ্রভুর কথা শুনতে শুনতে কৃষ্ণদাসের অন্তর চৈতন্য-ময় হয়ে ওঠে। কৃষ্ণদাস বুঝলেন, সেই অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর প্রচারিত ধর্ম্মকে বুঝতে হলে, ভারতের তাবৎ ভক্তি-শাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় থাকা দরকার। শ্রীরূপ আর শ্রীজীব গোস্বামীর কাছ থেকে তিনি নিষ্ঠা সহকারে সেই বিরাট শাস্ত্র আয়ত্ত করলেন। ভক্তি ও রস-শাস্ত্র তিনি কি ভাবে আয়ত্ত করেছিলেন তা চৈতন্যচরিতামৃত পাঠে যে কেউ বুঝতে পারেন। মহাপ্রভুর সুগভীর ও জটিল ব্যক্তিত্বকে বোঝবার এবং বোঝাবার জন্যে যে বিরাট মানসিক প্রস্তুতি দরকার, এইভাবে সকল দিক থেকে কৃষ্ণদাস তা আয়ত্ত করলেন। কিসের প্রেরণায় কেন এই মহাগ্রন্থ রচনায় তিনি প্রবৃত্ত হলেন সেকথা তিনি সরল অন্তরে তাঁর গ্রন্থের এক অধ্যায়ে নিজেই বলে গিয়েছেন।

সেই সময় বৃন্দাবনে বাংলা থেকে যে সব বৈষ্ণব আচার্য্য ও ভক্তগণ সমবেত হয়েছিলেন, প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাঁদের নিত্য-কর্ম্ম ছিল, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবত পাঠ। কৃষ্ণদাসও এই সান্ধ্য-আসরের শ্রোতা ছিলেন। প্রত্যেক বৈষ্ণবই বৃন্দাবন দাসের এই চৈতন্য-ভাগবতকে মহাপ্রভুর জীবনের প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে পরম শ্রদ্ধা করেন। কৃষ্ণদাস তাঁর লেখায় বারম্বার বৃন্দাবন দাসকে স্মরণ করে বলেছেন, তিনিই হলেন চৈতন্য-জীবনের আদি ব্যাস। কিন্তু বৃন্দাবনের সেই আদি বৈষ্ণবমণ্ডলী একটা বিষয়ে এই গ্রন্থ থেকে চরম তৃপ্তি পেতেন না, সে বিষয়টি হলো বৃন্দাবন দাস মহাপ্রভুর অন্ত্য-লীলার কাহিনী বিশদ ভাবে লেখেন নি, অথচ এই অন্ত্যলীলার মধ্যেই মহাপ্রভুর আসল রূপ ও তত্ত্ব প্রকট হয়ে আছে। মহাপ্রভুর জীবনের পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ

করতে হলে, তাঁর অন্ত্যলীলা ভাল করে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। এই দুরূহ কাজ কার দ্বারা সম্ভব হতে পারে ? তখন রঘুনাথ তাঁর প্রিয় শিষ্য কৃষ্ণদাসকে আদেশ করলেন, তুমি এই ব্রতের ভার গ্রহণ কর !

কৃষ্ণদাস সেই আদেশ শুনে বিচলিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁকে আশ্বাস দিলেন, প্রত্যেক বৈষ্ণব-আচার্য্য তাঁকে আশ্বাস দিলেন ভীত হয়ো না কৃষ্ণদাস, যত অক্ষমই তুমি হও, তাঁর কাজ তিনি তোমাকে দিয়েই করিয়ে নেবেন। তুমি শুধু লেখনী ধারণ কর !

আচার্য্যদের আদেশ পেয়ে কৃষ্ণদাস মদনগোপালের মন্দিরে গিয়ে ধর্ণা দিলেন, হে গোবিন্দ, তুমি দাও আশ্বাস !

পূজারী গোঁসাই দাস তখন বিগ্রহের সেবা করছিলেন। কৃষ্ণদাস মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম করার সঙ্গে সঙ্গে পূজারী গোঁসাই দাস দেখলেন মদনগোপালের গলার মালা আপনা থেকে খসে মাটিতে পড়ে গেল।

উল্লাসে সে মালা তুলে নিয়ে গোঁসাই দাস কৃষ্ণদাসের হাতে দিলেন, আর কিসের কুণ্ঠা কৃষ্ণদাস ? স্বয়ং প্রভু তোমাকে আশীর্ব্বাদ করছেন !

কৃষ্ণদাসের দুই চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ে, সেইদিনই তিনি চরিতামৃত লেখবার জন্যে লেখনী নিয়ে বসলেন।

আজ জগৎ জানে মদনগোপালের আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হয় নি। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আজ বিশ্বের অপরূপ একখানি গ্রন্থ।

কেন চরিতামৃতকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠের আসন দেওয়া হয়

মহাপ্রভুর অন্য সমস্ত জীবনী থেকে কেন শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠের আসন দেওয়া হয় ?

এই প্রশ্নের উত্তরে একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ লেখা যায় কিন্তু ভূমিকায় সে স্থান নেই।

চরিতামৃত পড়ে প্রথম যে কথা মনে জাগে, তা হলো, প্রত্যেক বৈষ্ণবই চৈতন্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ মনে করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর বইতে সেকথা প্রমাণ করেছেন, প্রমাণ করেছেন পদে পদে ভক্তি এবং রস-শাস্ত্র থেকে যোগ্য উদ্ধৃতির সাহায্যে, এবং এই দৃষ্টি-ভঙ্গী থেকে তিনি মহাপ্রভুর সমগ্র জীবনকে দেখেছেন। তাই চরিতামৃতের ভেতর আমরা শুধু নবদ্বীপ-

চন্দ্রকেই দেখি না, আমরা সেই সঙ্গে দেখতে পাই বৃন্দাবনচন্দ্রকেও। তাঁর বিরাট কবি-চিত্তে আমরা দেখি একসঙ্গে যুগল-ভানুর উদয়।

গ্রন্থের আরম্ভে মঙ্গলাচরণে আমরা দেখি, এই তত্ত্বকেই তিনি সর্ব্বপ্রথম পাঠকদের সামনে ধরেছেন।

"ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য
ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং ন চৈতন্যাৎ
কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।"

"যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যবান্ বলে পূর্ণভগবান, সেই শ্রীকৃষ্ণই এই শ্রীচৈতন্য…"

এইখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, যদি তাই হয়, তা হলে শ্রীকৃষ্ণ-লীলার পর চৈতন্য-লীলার নতুন সার্থকতা কোথায় ? কৃষ্ণলীলায় সব তত্ত্বই তো প্রকট হয়েছে, চৈতন্য-লীলা তবে কি কৃষ্ণ-লীলার পুনরাবৃত্তি ? ভক্তের অন্তরের কোন্ অতৃপ্ত ক্ষুধাকে তৃপ্ত করবার জন্যে আবার প্রয়োজন হলো চৈতন্য-অবতারের ?

সেই একান্ত গূঢ় প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চরিতামৃতে এবং সেই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে আমরা দেখতে পাই মহাপ্রভুর আবির্ভাবের মূল উদ্দেশ্য। মহাপ্রভুর মর্ম্মকে এমন ভাবে ফুটিয়ে তুলতে আর কোন চরিতকারকে দেখা যায় না।

সারা গ্রন্থের মধ্যে যেখানে সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এবং পুরাণ, ভাগবত এবং অলঙ্কার-শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি চয়ন করে তাঁর ব্যাখ্যাকে অভ্রান্ত ও সুন্দরতম করে তুলেছেন। বিশেষ করে মধ্যলীলার ১৯শ পরিচ্ছেদে।

গ্রন্থের গোড়াতেই তিনি রূপ গোস্বামীর লেখা থেকে এই উত্তরের প্রধান সূত্র-স্বরূপ প্রণাম-মন্ত্র উদ্ধৃত করেছেন—

"রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মাদে
কান্তানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ
তৌ। চৈতন্যাখ্যাং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈ-
ক্যমাপ্তং, রাধা ভাবদ্যুতি সুবলিতং
নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।"

অর্থাৎ, বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলায় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী রাধা একাত্ম হয়েও ভিন্ন দেহ ধারণ করে ছিলেন।

কিন্তু অধুনা চৈতন্যলীলায় সেই দেহ-ভেদ চলে গিয়েছে…শ্রীচৈতন্যের মধ্যে এক দেহেই কৃষ্ণ-রাধা একীভূত হয়েছেন…

এই হলো মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বিশেষ সার্থকতা এবং তাঁর লীলার মর্ম্ম-কথা। বৃন্দাবনে যিনি ছিলেন শ্যাম, নবদ্বীপে তিনি শ্রীমতী রাধার স্বর্ণ-দ্যুতি নিয়ে হয়েছেন গৌরাঙ্গ।

যে-প্রেম আর যে-একমুখী শরণাগতি নিয়ে শ্রীমতী আর ব্রজগোপাঙ্গনারা কুলশীল, লাজ-লজ্জা-ভয় সর্ব্বত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণ-শরণ নিয়েছিলেন, কাল-ক্রমে মানুষ সে-প্রেমের স্বরূপ ভুলে গিয়েছিল, তাই মহাপ্রভু শুধু উপদেশ দিয়ে নয়, তাঁর নিজের জীবনে প্রত্যক্ষভাবে সেই প্রেমধর্ম্ম আচরণ করে মানুষকে নতুন করে দেখিয়ে গেলেন সেই প্রেম-পূজার বেদনা, আর্ত্তি আর আনন্দ। রাধার সেই একান্ত প্রেম ছাড়া কৃষ্ণ-মিলন সম্ভব নয়। জীবনের অন্ত্যলীলায় মহাপ্রভুকে আচ্ছন্ন করে ফেলে সেই রাধা-ভাব। কৃষ্ণদাস চরিতামৃত গ্রন্থে মহাপ্রভুর এই মহা-ভাবের যে পরিচয় দিয়েছেন ও যে ব্যাখ্যা করেছেন তার তুলনা হয় না। এইখানেই এই গ্রন্থের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য

চরিতামৃতের রচনা প্রণালী

চরিতামৃতের অপর অনন্যসাধারণ স্বকীয়তা হলো, তার রচনা প্রণালী। অন্য সব চরিত-কাহিনী যে পদ্ধতিতে লেখা হয়, কৃষ্ণদাস সেই সাধারণ পদ্ধতি ত্যাগ করে সম্পূর্ণ নতুন এক পদ্ধতি গ্রহণ করেন, যার ফলে এই চরিত-কাহিনী শুধু মহাপ্রভুর জীবনী নয়, এই চরিত-কাহিনী হলো বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উপনিষৎ, রস-শাস্ত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা, ভাগবত ও ভক্তিতত্ত্বের গঙ্গোত্রী ধারা। সর্ব্বোপরি এমন নিপুণ ও প্রাণ-উজ্জ্বল লেখনীতে এই ঘটনা আর তত্ত্বের সংমিশ্রণ করা হ'য়েছে যে, কোথাও ঘটনা তত্ত্বের শুষ্ক বালুতে হারিয়ে যায় নি, সারা বই-এর মধ্যে তত্ত্ব দীপ-শিখার মতন ঘটনাকেই আগিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। শুধু ধার্ম্মিক বৈষ্ণব হিসাবে নয়, প্রকৃত নিপুণ শিল্পীর মতন এই গ্রন্থে কৃষ্ণদাস যে লিপিকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন, তাও অতুলনীয়। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব-দর্শন ও রস-শাস্ত্রের যা কিছু সুন্দরতম প্রকাশ লিপিবদ্ধ হয়েছিল, কৃষ্ণদাস নিপুণ মালাকরের মতন তা সমস্তই চয়ন করে মহাপ্রভুর জীবন-মালিকার সঙ্গে গেঁথে দিয়েছেন। কথিত আছে, লেখা শেষ করে কৃষ্ণদাস যখন বৃন্দাবনে বৈষ্ণব আচার্য্যমণ্ডলীর সামনে তাঁর পুঁথি পড়েন, অনেকেই আশঙ্কা করে ছিলেন যে কৃষ্ণদাসের এই বই-এর দরুণ হয়ত লোকে বৈষ্ণব-দর্শন আর তত্ত্বের বইগুলি পড়বে না। এ আশঙ্কা অমূলক নয়। যে কোন সাধারণ পাঠক যদি নিষ্ঠাসহকারে চৈতন্যচরিতামৃত পড়েন, তাহলে মহাপ্রভুর জীবনের সঙ্গে সঙ্গে ভাগবত-শাস্ত্র ও রস-তত্ত্ব সম্পর্কেও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে যায়। এক তীর্থ-দর্শনে বহু তীর্থের পুণ্যলাভ হয়।

বৈষ্ণব রসশাস্ত্র ও কৃষ্ণদাস

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত পড়তে পড়তে প্রত্যেক পরিচ্ছেদে সাধারণ পাঠক এক নতুন শাস্ত্রের নানা উদ্ধৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার অবকাশ পান। সেই নতুন-শাস্ত্রের নাম হলো রস-শাস্ত্র। এই রস-শাস্ত্র হলো বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিস্ময়কর অবদান। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম তথা মহাপ্রভুর জীবন ভাল করে উপলব্ধি করতে হলে এই রস-শাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার। কৃষ্ণদাস কবিরাজ অপূর্ব্ব কবি-প্রতিভায় এই রস-শাস্ত্রের প্রধান সূত্রগুলি মহাপ্রভুর জীবনের ব্যাখ্যায় নিখুঁত ভাবে প্রয়োগ করেছেন। মহাপ্রভু নিজে রস-শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ছিলেন। কৃষ্ণ-কথা প্রচারের কালে তিনি নিজে বুঝতে পারলেন লোকে কৃষ্ণ-লীলার বাহ্য ঘটনাগুলোকে মনে রেখেছে কিন্তু সেই সব ঘটনার আড়ালে যে-ভাব-রস তার কথা ভুলে গিয়েছে। লৌকিক আচরণে লোকে যেভাবে প্রেম, বিরহ, মান, অভিমান প্রভৃতি কথা ব্যবহার করে ঠিক সেই সব পরিভাষাই যখন কৃষ্ণ-লীলায় দেখতে পায়, তারা সেই সব পরিভাষার লৌকিক মানেই ধরে নেয় এবং তার ফলে কৃষ্ণ-রাধার প্রেমকে কেউ কেউ অশ্লীল মনে করেন, কেউ কেউ মনে করেন সেই প্রেম সাধারণ লৌকিক-প্রেমই। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সঙ্গে পরিচিত না হলে যেমন বিজ্ঞান বোঝা যায় না, তেমনি রস-বিজ্ঞানের পরিভাষার সঙ্গে পরিচিত না হলে লোকে কৃষ্ণ-কথা বুঝতে পারে না। যে-প্রেমে কৃষ্ণ-মিলন ঘটে, সে-প্রেমের তত্ত্ব সম্পূর্ণ আলাদা। সাহিত্য ও কাব্যে রসের চর্চ্চা একান্ত প্রয়োজনীয়। এই রস-চর্চ্চার আলাদা বিজ্ঞান বা শাস্ত্র আছে, তার নাম অলংকার-শাস্ত্র। প্রাচীন আলংকারিকেরা এই কাব্য-রসের ওপর অনেক গ্রন্থ লিখেছেন। কিন্তু যে রসের ওপর ভাগবত-তত্ত্ব নির্ভর করেছে, যার কথা উল্লেখ করে উপনিষদকার বলেছেন, তিনি রস-স্বরূপ, সে-রস-তত্ত্বের ওপর কোন সদ্‌-গ্রন্থ নেই। মহাপ্রভু এই অভাব অনুভব করেছিলেন বলে তিনি রূপ-গোস্বামীকে সেই রস-শাস্ত্র লিখবার জন্যে অনুপ্রাণিত করেন। মহাপ্রভুর অনুপ্রেরণায় শ্রীরূপ-গোস্বামী তাঁর অমর গ্রন্থ উজ্জ্বলনীলমণি লেখেন। প্রাচীন আলংকারিকেরা কাব্য-বিচারে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ ইত্যাদি নয় প্রকার রসের অবতারণা করেন। কিন্তু মহাপ্রভু বল্লেন, এ ছাড়া আর একটি রস আছে, যে-রস ভগবৎ-উপাসনায় একান্ত প্রয়োজনীয়, সে হলো উজ্জ্বল রস অর্থাৎ ভক্তি রস, এখানে ভক্তি ও প্রেম একত্র হয়ে হয়েছে আদি রস বা শৃঙ্গার। শ্রীরূপ গোস্বামী মহাপ্রভুর প্রেরণায় এই আদি রসের বিজ্ঞান বা শাস্ত্র রচনা করেন, উজ্জ্বলনীলমণি। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চরিতামৃত গ্রন্থে মহাপ্রভুর জীবনীর ব্যাখ্যায় এই রসতত্ত্বকে যেভাবে প্রয়োগ করেছেন, তার তুলনা নেই। মহাপ্রভুর জীবনে যে দিব্য-প্রেম মূর্ত্ত হয়ে ওঠে, তাকে বুঝতে হলে এই রস-তত্ত্বের দীপশিখা হাতে থাকা চাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ পাঠকের হাতে এই দীপশিখ

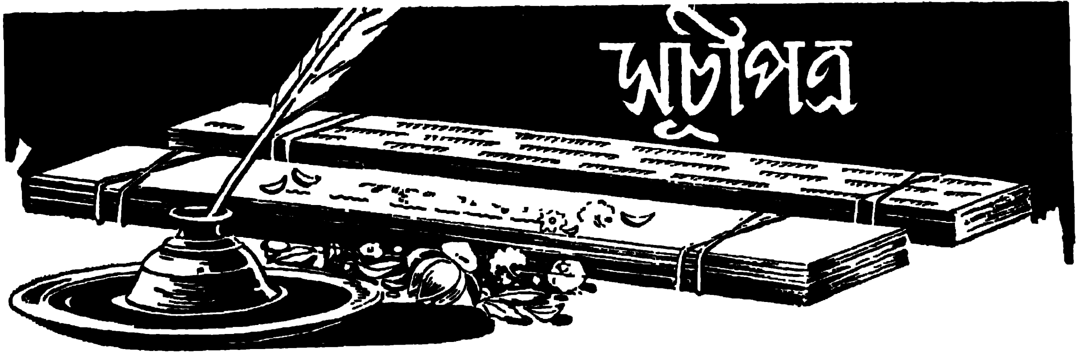
তুলে দিয়েছেন, যার আলোয় মহাপ্রভুর মর্ম্মের মর্ম্ম পর্য্যন্ত স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। তাই কৃষ্ণদাসের এই চরিতামৃত গ্রন্থে আমরা শুধু মহাপ্রভুকেই সম্পূর্ণ ও সুগভীরভাবে পাই, তাই নয়, সেই সঙ্গে তাঁর যুগ, তাঁর ধর্ম্ম, তার অন্তরালে তার দর্শন ও রস-তত্ত্ব সমস্তই একসঙ্গে একজায়গায় পাই। এ যেন মহোৎসবের ভোজ।

পরিশেষে

এক ধরণের বই আছে, যা পাতা উলটে গেলেই চলে···আর এক ধরণের বই আছে যা অবসর সময়ে ঘুম আনবার জন্যে পড়া যেতে পারে···আবার আর এক ধরণের বই আছে আনন্দ আর জ্ঞানের জন্যে যা নিষ্ঠাসহকারে অক্ষর ধরে ধরে পড়া উচিত। সর্ব্বশেষে, আঙ্গুলে গোণা যায় এমন গুটিকতক বই আছে, যা পড়ে শেষ করা যায় না, যা প্রতিদিনের জীবনের সাথী, সান্ত্বনা ও আশ্রয়···যাকে ঘরের পবিত্রতম স্থানে রেখে জীবনের নিত্য ও পরম বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে হয়··· সংশয়ের মুহূর্ত্তে, নিরানন্দের অন্ধকারে, প্রতিদিনের প্রয়োজনে ক্ষণে ক্ষণে যার কাছে যেতে হয়, যার স্পর্শমাত্রেই পাওয়া যায় আলোর আশ্বাস, আনন্দের অমৃত, জীবনের নিত্যসঙ্গী তারা। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত জগতে সেই স্বল্প-সংখ্যক গ্রন্থের একটি। এই বই-এর যিনি গ্রন্থকার তিনি একাধারে পণ্ডিত, রসিক ও ভক্ত। তাঁকে প্রণাম।

ইতি

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়



আদিলীলা

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

একাদশ পরিচ্ছেদ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

মধ্যলীলা

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

একাদশ পরিচ্ছেদ

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অন্ত্যলীলা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

একাদশ পরিচ্ছেদ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সূচীপত্র সমাপ্ত



শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈত-শ্রীপাদপদ্মেভ্যো নমঃ।

আদিলীলা

প্রথম পরিচ্ছেদ

মঙ্গলাচরণ

বন্দে গুরূনীশ-ভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্য-সংজ্ঞকং ॥১॥*

দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুগণকে, শ্রীবাসাদি ঈশ্বরের ভক্তগণকে, শ্রীঅদ্বৈতাদি ঈশ্বরের অবতারগণকে, শ্রীনিত্যানন্দাদি ঈশ্বরের প্রকাশগণকে, শ্রীগদাধর-পণ্ডিতাদি ঈশ্বরের শক্তিগণকে এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামক ঈশ্বরকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

"শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"—যে গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের অমৃতময় চরিত্র বা লীলা-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তাহার নাম "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"।

* গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকার ভক্তিভাবে গুরুগণ, ঈশ্বর-ভক্তগণ, পরমব্রহ্ম, দেহধারী অংশাবতারগণ, অবতারগণের শক্তিরূপে অবতীর্ণগণকে এবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামধারী পূর্ণ ভগবানকে প্রণাম করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দ বন্দন।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥২॥

গৌড়দেশ বা বঙ্গদেশ-রূপ উদয়-গিরিতে অর্থাৎ গৌড়দেশস্থ নবদ্বীপ-রূপ উদয়াচলে এককালে আশ্চর্য্য-রূপে উদিত অর্থাৎ প্রকাশিত সূর্য্য-চন্দ্র-রূপ পরম-মঙ্গল-দাতা ও অজ্ঞান-তিমির-বিনাশকারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি বন্দনা করি ॥ ২ ॥

বস্তুনির্দ্দেশ-রূপ মঙ্গলাচরণ

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশ-বিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥৩॥

বেদে যাঁহাকে অদ্বয় ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন, তিনি হইলেন এই কৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গকান্তি; যোগশাস্ত্রে যাঁহাকে সর্ব্বভূতের

অন্তর্যামী পরমাত্মা পুরুষ বলিয়া থাকেন, তিনি হইলেন এই কৃষ্ণচৈতন্যের অংশ-স্বরূপ ; আর যিনি ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ ভগবান্ শ্রীনারায়ণ, তিনি হইলেন এই কৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ং অর্থাৎ তিনি এই কৃষ্ণচৈতন্যের স্বরূপ বা বিলাস ; অতএব কৃষ্ণচৈতন্য হইতে পরতত্ত্ব আর কেহই নাই অর্থাৎ তিনিই পরতত্ত্ব সুতরাং স্বয়ং ভগবান্ ; তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব বা শ্রেষ্ঠ বস্তু অন্য আর কেহই নাই ॥ ৩ ॥

(বিদগ্ধমাধব ১/২)

আশীর্ব্বাদ-রূপ মঙ্গলাচরণ

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল-রসাং স্বভক্তি-শ্রিয়ং ।
হরিঃ পুরট-সুন্দর-দ্যুতি-কদম্ব-সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়-কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥৪॥

চিরকাল অর্থাৎ পূর্ব্ব কল্পের গৌরাবতারের পর হইতে বর্ত্তমান গৌরাবতার পর্য্যন্ত এই বহুদিন ধরিয়া, তথা পূর্ব্বে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণাবতারেও যাহা বিতরিত হয় নাই, সেই সর্ব্ব-প্রধান স্বসম্পত্তি অর্থাৎ নিজের প্রতি প্রদর্শিত প্রেমভক্তিরূপ পরম ধন বা ব্রজমধুরপ্রেম-মহানিধি সকলকে প্রদান করিবার নিমিত্ত, যিনি কৃপা করিয়া এই কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই কনক-সুন্দর-কান্তি সমুজ্জ্বল শচীনন্দন হরি সর্ব্বদা আপনাদিগের হৃদয়-গহ্বরে বিরাজিত হউন ॥ ৪ ॥

(শ্রীস্বরূপ গোস্বামী কড়চা)

শ্রীগৌরাঙ্গাবতারের মূল প্রয়োজন

রাধা কৃষ্ণ-প্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহ-ভেদং গতৌ তৌ ।
চৈতন্যাখ্যং-প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধা-ভাব-দ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ-স্বরূপং ॥৫॥

শ্রীরাধিকা হইলেন শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের বিকাররূপ হ্লাদিনী বা আহ্লাদিনী অর্থাৎ আনন্দদায়িনী-শক্তি-স্বরূপিণী। ক্ষীর যেমন দুগ্ধের ঘনীভূত ও উৎকৃষ্টতর বিকৃতি বা রূপান্তর, হ্লাদিনী-শক্তিও তদ্রূপ কৃষ্ণ-প্রেমের সারভূত ও উৎকৃষ্টতর বিকৃতি বা রূপান্তর ; বস্তুতঃ ক্ষীর যেমন দুগ্ধ হইতে পৃথক নহে, হ্লাদিনী-শক্তিও তদ্রূপ কৃষ্ণপ্রেম হইতে পৃথক নহে। এই সারভূত-কৃষ্ণপ্রেম-রূপ-হ্লাদিনী-শক্তি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া শ্রীরাধিকা হইয়াছেন ; তন্নিমিত্ত হ্লাদিনী-শক্তি-স্বরূপিণী শ্রীরাধিকা হইলেন কৃষ্ণ-প্রেমময়ী—তিনি কৃষ্ণপ্রেম হইতে বা প্রেমময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক বস্তু নহেন। শক্তি ও শক্তিমানে যেমন পৃথক নহে, তদ্রূপ কৃষ্ণশক্তি-রূপিণী শ্রীরাধিকা শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ হইতেও পৃথক্ বস্তু নহেন। সুতরাং তাঁহারা পরস্পর একাত্মা বা একদেহ হইয়াও, অনাদি কাল হইতে পৃথিবীতে অর্থাৎ ভূতলস্থ শ্রীবৃন্দাবনে (লীলা সাধনের নিমিত্ত) ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধারণ করিয়া ছিলেন ; অধুনা কলিযুগে সেই দুই মিলিত অর্থাৎ এক হইয়া (নবদ্বীপে) শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকট হইয়াছেন। শ্রীরাধিকার ভাবযুক্ত অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমরস-ভাবযুক্ত ও তদীয় অঙ্গকান্তি-বিশিষ্ট অর্থাৎ সমুজ্জ্বল-গৌরবর্ণ-বিশিষ্ট কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীচৈতন্যদেবকে প্রণাম করি ॥৫ ॥

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত-মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে তিনটি বাঞ্ছার উদ্ভব হইল—(১) শ্রীরাধিকা যে প্রেম দ্বারা আমার অদ্ভুত মধুরিমা আস্বাদন করেন, সেই প্রেমের মহিমাই বা কিরূপ, (২) সেই প্রেম দ্বারা শ্রীরাধিকা কর্ত্তৃক আস্বাদিত আমার অদ্ভুত মাধুর্য্য ও তাহার আস্বাদনই বা কিরূপ এবং (৩) আমাকে অনুভব করিয়া অর্থাৎ বিবিধ প্রকারে উপভোগ করিয়া শ্রীরাধিকার সুখই বা কিরূপ—এই তিনটি বিষয়ে লোভ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেই শ্রীরাধিকার ভাবযুক্ত হইয়া শ্রীশচীগর্ভ-সমুদ্রে প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥ ৬ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব

সঙ্কর্ষণঃ কারণ-তোয়-শায়ী
গর্ভোদ-শায়ী চ পয়োব্ধি-শায়ী ।
শেষশ্চ যস্যাংশ-কলাঃ স নিত্যা-
নন্দাখ্য-রামঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৭ ॥

পরব্যোমপতিব দ্বিতীয়-ব্যূহ শ্রীসঙ্কর্ষণ, কারণার্ণবশায়ী প্রথম-পুরুষ শ্রীমহাবিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী ব্রহ্মান্তর্যামী সহস্রশীর্ষ বিরাট পুরুষ, ক্ষীরোদকশায়ী চতুর্ভুজ শ্রীবিষ্ণু এবং শ্রীঅনন্তদেব ইঁহাদের মধ্যে কেহ বা যাঁহার অংশ এবং কেহ বা কলা অর্থাৎ অংশের অংশ, সেই বলরামরূপী শ্রীনিত্যানন্দ আমাব আশ্রয় হউন, আমি তাঁহার শরণাগত হইতেছি ॥ ৭ ॥

মায়াতীতে ব্যাপি-বৈকুণ্ঠলোকে
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্ব্যূহ-মধ্যে ।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দ-রামং প্রপদ্যে ॥ ৮ ॥

যে স্থান মায়াব পাবে অবস্থিত অর্থাৎ যেখানে মায়া যাইতেই পাবে না এবং যে স্থান সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যপবিপূর্ণ, সেই শ্রীবৈকুণ্ঠধামে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহ মধ্যে যিনি দ্বিতীয় ব্যূহ শ্রীসঙ্কর্ষণ-রূপে বিরাজমান রহিয়াছেন, আমি সেই বলরামরূপী শ্রীনিত্যানন্দের শরণাগত হইতেছি ॥ ৮ ॥

মায়া-ভর্ত্তাজাণ্ড-সংঘাশ্রয়াঙ্গঃ
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধি-মধ্যে ।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দ-রামং প্রপদ্যে ॥ ৯ ॥

যিনি মায়ার প্রভু বা পতি অর্থাৎ মায়াব প্রতি দৃষ্টিকর্ত্তা, যাঁহাব দেহ হইতে ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের উৎপত্তি হইয়াছে, যিনি কারণসমুদ্র-মধ্যে শয়ন করিয়া আছেন, সেই আদিদেব প্রথম পুরুষ মহাবিষ্ণু যে বলরামের একটি অংশ, আমি সেই বলরামরূপী শ্রীনিত্যানন্দের শরণাগত হইতেছি ॥ ৯ ॥

যস্যাংশাংশঃ শ্রীল-গর্ভোদশায়ী
যন্নাভ্যব্জং লোক-সংঘাত-নালং ।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধাম ধাতু-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দ-রামং প্রপদ্যে ॥ ১০ ॥

যাঁহার নাভিপদ্ম লোক-সমূহের আশ্রয়স্থল এবং পিতামহ ব্রহ্মার জন্মস্থান, সেই গর্ভোদকশায়ী পুরুষ যাঁহার অংশের অংশ, আমি সেই বলরাম-রূপী শ্রীনিত্যানন্দের শরণাগত হইতেছি ॥ ১০ ॥

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী ।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দ-রামং প্রপদ্যে ॥ ১১ ॥

নিখিল জীবের অন্তর্য্যামী ও সমস্ত জগতের পালনকর্ত্তা ক্ষীরোদশায়ী শ্রীবিষ্ণু যাঁহাব অংশের অংশেরও অংশ এবং ধরণীধর শ্রীঅনন্তদেব যাঁহার কলা বা অংশের অংশ, আমি সেই বলরামরূপী শ্রীনিত্যানন্দের শরণাগত হইতেছি ॥ ১১ ॥

শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥ ১২॥ *

যে জগৎপতি মহাবিষ্ণু মায়াব সাহায্যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃজন করেন, তাঁহাবই অবতাব হইলেন এই ঈশ্বর অদ্বৈতাচার্য্য ॥ ১২ ॥

অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তি-শংসনাৎ ।
ভক্তাবতারমীশন্তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥ ১৩ ॥

শ্রীহরির সহিত দ্বৈত-রহিত (অভিন্ন বা একই) বলিয়া যিনি হইলেন অদ্বৈত ও লোক-সকলকে ভক্তি-শিক্ষা দেন বলিয়া যিনি হইলেন আচার্য্য এবং ভক্তাবতার হইয়াও যিনি ঈশ্বর, আমি সেই অদ্বৈতাচার্য্যের শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ১৩ ॥

পঞ্চতত্ত্ব-নির্ণয়

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্ত-রূপ-স্বরূপকং ।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্ত-শক্তিকং ॥১৪॥

যে শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন (১) স্বয়ংই ভক্তরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, (২) ভক্তস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ, (৩) ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য,

* এই শ্লোক ও পরের শ্লোকে শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন।

(৪) ভক্তনামধারী শ্রীশ্রীবাসাদি এবং (৫) ভক্তশক্তি শ্রীগদাধর পণ্ডিত—এই পঞ্চতত্ত্ব স্বরূপ, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ১৪ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের বন্দনা

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী ।
মৎসর্ব্বস্ব-পদাম্ভোজৌ রাধা-মদনমোহনৌ ॥ ১৫ ॥

পঙ্গু কিনা স্থানান্তর গমনে অসমর্থ অর্থাৎ অন্যদেবাদির আশ্রয় গ্রহণে প্রবৃত্তিহীন যে আমি এবং অজ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞানাদি অন্য পথাবলম্বনে প্রবৃত্তিহীন যে আমি, সেই আমার একমাত্র গতি পরম দয়াময় শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন জয়যুক্ত হউন; তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মই আমার সর্ব্বস্ব-ধন অর্থাৎ সেই শ্রীচরণ বই আমি অন্য আর কিছুই জানি না ॥ ১৫ ॥

দিব্যদ্‌বৃন্দারণ্য-কল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগার-সিংহাসনস্থৌ ।
শ্রীমদ্রাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ১৬ ॥

পরম মনোহর শ্রীবৃন্দাবনে কল্পতরু-মূলস্থ রত্নমন্দির-মধ্যে রত্নসিংহাসনোপরি বিরাজিত এবং প্রিয়সখীগণ-পরিবেষ্টিত শ্রীমতী রাধিকা ও শ্রীমান্ গোবিন্দদেবকে আমি স্মরণ করিতেছি ॥ ১৬ ॥

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবট-তট-স্থিতঃ ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ
শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥ ১৭ ॥

যিনি সর্ব্বাভীষ্ট-পূর্ণকারী শ্রীভগবান্, যিনি বংশীবটের মূলে অবস্থিত এবং যিনি রাসক্রীড়াভিলাষী হইয়া স্বীয় বংশী-ধ্বনিতে পরমানুরাগিণী গোপসুন্দরীগণকে আকর্ষণ করিতেছেন, সেই শ্রীগোপীনাথদেব আমাদের মঙ্গল বিধান করুন ॥ ১৭ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।

এ তিন ঠাকুর গৌড়ীয়াকে করিয়াছেন আত্মসাথ ।
এ তিনের চরণ বন্দোঁ তিনে মোর নাথ ॥ ১৮ ॥*
গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ ।
গুরু বৈষ্ণব ভগবান্—তিনের স্মরণ ॥ ১৯ ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন ।
অনায়াসে হয় নিজ-বাঞ্ছিত-পূরণ ॥ ২০ ॥
সে মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার ।
বস্তু-নির্দ্দেশ আশীর্ব্বাদ নমস্কার ॥ ২১ ॥
আদি দুই শ্লোকে ইষ্টদেবে নমস্কার ।
সামান্য-বিশেষ-রূপে দুই ত প্রকার ॥ ২২ ॥
তৃতীয় শ্লোকেতে করি বস্তুর নির্দ্দেশ ।
যাহা হৈতে জানি পরতত্ত্বের উদ্দেশ ॥ ২৩ ॥
চতুর্থ শ্লোকেতে করি জগতে আশীর্ব্বাদ ।
সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য-প্রসাদ ॥ ২৪ ॥
সেই শ্লোকে কহি বাহ্য-অবতার-কারণ ।
পঞ্চ ষষ্ঠ শ্লোকে কহি মূল প্রয়োজন ॥ ২৫ ॥
এই ছয় শ্লোকে কহি চৈতন্যের তত্ত্ব ।
আর পঞ্চ শ্লোকে নিত্যানন্দের মহত্ত্ব ॥ ২৬ ॥
আর দুই শ্লোকে কহি অদ্বৈত-তত্ত্বাখ্যান ।
আর এক শ্লোকে পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান ॥ ২৭ ॥
এই চৌদ্দ শ্লোকে করি মঙ্গলাচরণ ।
তহি মধ্যে কহি সব বস্তু-নিরূপণ ॥ ২৮ ॥
সব শ্রোতা বৈষ্ণবেরে করি নমস্কার ।
এই সব শ্লোকের করি অর্থ-বিচার ॥ ২৯ ॥
সকল বৈষ্ণব শুন করি এক মন ।
চৈতন্য-কৃষ্ণের শাস্ত্রমত নিরূপণ ॥ ৩০ ॥

* "এ তিন ঠাকুর"—শ্রীবৃন্দাবনের এই শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহন।

এ তিনের…নাথ—এই তিন ঠাকুর হইলেন আমার প্রাণপতি। যেমন পতির বন্দনা ও আনুগত্য ব্যতীত স্ত্রীলোকের কোনও কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না বলিয়া স্ত্রীগণ পতির বন্দনা করেন, তদ্রূপ আমিও আমার প্রাণপতির বন্দনা করিতেছি।

কৃষ্ণ গুরুদ্বয় ভক্ত অবতার প্রকাশ ।
শক্তি—এই ছয়-রূপে করেন বিলাস ॥ ৩১ ॥
এই ছয় তত্ত্বের করি চরণ বন্দন ।
প্রথমে সামান্যে করি মঙ্গলাচরণ ॥ ৩২ ॥

তথাহি (প্রথমঃ শ্লোকঃ)—

বন্দে গুরূনীশ-ভক্তানীশমীশাবতারকান্ ।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্য-
সংজ্ঞকং ॥ ৩৩ ॥ *

মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ ।
তাঁদের চরণ আগে করিয়ে বন্দন ॥ ৩৪ ॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ ।
শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥ ৩৫ ॥
এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার ।
ইঁহা-সবার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার ॥ ৩৬ ॥
ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাস-প্রধান ।
তাঁ-সবার পাদপদ্মে সহস্র প্রণাম ॥ ৩৭ ॥
অদ্বৈত্য-আচার্য্য প্রভুর অংশ-অবতার ।
তাঁর পাদপদ্মে কোটি প্রণতি আমার ॥ ৩৮ ॥
নিত্যানন্দ-রায় প্রভুর স্বরূপ-প্রকাশ ।
তাঁর পাদপদ্ম বন্দোঁ মুই যাঁর দাস ॥ ৩৯ ॥
গদাধর-পণ্ডিতাদি প্রভুর নিজ-শক্তি ।
তাঁ-সবার চরণে মোর সহস্র প্রণতি ॥ ৪০ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভু স্বয়ং-ভগবান্ ।
তাঁহার পদারবিন্দে অনন্ত প্রণাম ॥ ৪১ ॥
সাবরণে মহাপ্রভুকে করি নমস্কার ।
এই ছয় তিঁহো যৈছে করিয়ে বিচার ॥ ৪২ ॥
যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস ।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥ ৪৩ ॥
গুরু কৃষ্ণ-রূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে ।
গুরু-রূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥ ৪৪ ॥

* ইহার অনুবাদ ২৫ পৃষ্ঠায় ১ দাগে দ্রষ্টব্য ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।১৭।২২ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং —

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব ! শ্রীগুরুদেবকে আমারই স্বরূপ অর্থাৎ 'আমারই প্রকাশ' বা 'স্বয়ং আমি' বলিয়াই জানিবে ; গুরুকে কদাচ অবজ্ঞা বা তাঁহার অবমাননা করিও না, অথবা মনুষ্য-জ্ঞানে তাঁহার প্রতি দ্বেষ অর্থাৎ তাঁহার হিংসা বা দোষদৃষ্টি অর্থাৎ নিন্দাদি করিও না । তিনি হইলেন সর্ব্বদেবময় ॥ ৪৫ ॥

শিক্ষাগুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ ।
অন্তর্য্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ ॥ ৪৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।২৯।৬ শ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি শ্রীমদুদ্ধববাক্যং—

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্য-চৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥ ৪৭ ॥

শ্রীউদ্ধবমহাশয় শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, হে ঈশ ! বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ ব্রহ্মার পরমায়ু পাইলেও তোমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন না, যেহেতু তাঁহারা তোমার কৃত উপকার স্মরণ করিয়া সদাই পরমানন্দ উপভোগ করেন । ঐ উপকার কি ? না—তুমি বাহিরে গুরুরূপে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিয়া ও অন্তরে অন্তর্য্যামি-রূপে অবস্থানপূর্ব্বক শিষ্যগণের বিষয়-বাসনা দূর করিয়া তাহাদের নিকট স্বীয় রূপ প্রকট করিয়া থাক ॥ ৪৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ১০।১০ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং—

তেষাং সতত-যুক্তানাং ভজতাং প্রীতি-পূর্ব্বকং ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥৪৮॥

শ্রীভগবান্ শ্রীঅর্জ্জুনমহাশয়কে কহিলেন, যাহারা আমাতে আসক্তচিত্ত হইয়া প্রীতি সহকারে আমার ভজনা করে, আমি তাহাদিগের সম্বন্ধে এরূপ উপায় করিয়া দিই, যাহাতে তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৮ ॥

যথা ব্রহ্মণে ভগবান্ স্বয়মুপদিশ্যানু-
ভাবিতবান্ ॥ ৪৯ ॥

শ্রীভগবান ব্রহ্মাকে স্বয়ং উপদেশ দিয়া স্বীয় তত্ত্ব অনুভব করাইয়াছিলেন, ইহা নিম্নে ৫০ হইতে ৫৬ দাগ দ্রষ্টব্য ॥ ৪৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ২।৯।৩০-৩৬ শ্লোকেষু ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং—

জ্ঞানং পরম-গুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞান-সমন্বিতং।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ ৫০ ॥

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি তোমাকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান হইতেও শ্রেষ্ঠ যে শাস্ত্র-সম্ভূত ভগবতত্ত্ব জ্ঞান, বিজ্ঞান (ঐ জ্ঞানের অনুভব), রহস্য (প্রেমভক্তি) ও অঙ্গ (ঐ প্রেমভক্তির সাধন)—এই চারিটি বিষয়ে উপদেশ করিতেছি তুমি তাহা গ্রহণ কর ॥ ৫০ ॥

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপ-গুণ-কর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ব-বিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥ ৫১ ॥

হে ব্রহ্মন্! আমার স্থূল ও দীর্ঘাদি যে পরিমাণ অবয়ব, আমার শ্যামবর্ণ ও চতুর্ভুজ দ্বিভুজাদি যে প্রকার রূপ, আমার ভক্ত-বাৎসল্যাদি যে সমস্ত গুণ এবং আমার বিবিধ লীলা—এই সমস্তের যথার্থ অনুভব আমার কৃপায় তোমার হউক ॥ ৫১ ॥

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎ পরং।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত
সোঽস্ম্যহং ॥ ৫২ ॥

হে ব্রহ্মন্! সৃষ্টির পূর্ব্বে অর্থাৎ মহাপ্রলয়-কালে একমাত্র আমিই থাকি অন্য কোনরূপ স্থূল-সূক্ষ্ম বা ঐ স্থূল-সূক্ষ্মের কারণ-স্বরূপ প্রকৃতি বা অন্য আর কিছুই থাকে না। আবার সৃষ্টিকালে ও তৎপরেও আমি, আর এই যে বিশ্ব দেখিতেছ ইহাও আমি, আর প্রলয়ে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাও আমি। আমি অনাদি, অনন্ত ও অদ্বিতীয়; সুতরাং আমি পূর্ণ-স্বরূপ ॥ ৫২ ॥

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো
যথা তমঃ ॥ ৫৩ ॥

সত্য বস্তু যে আমি, সেই আমার প্রতীতি না হইলে যাহার প্রতীতি হয়, পরন্তু আমার প্রতীতি হইলে আর যাহার প্রতীতি হয় না, তাহাকেই আমার মায়া বলিয়া জানিবে; সে কিরূপ?—না, জ্যোতির্বিম্ব (আলোক) ও অন্ধকার যেরূপ, অর্থাৎ কোথাও আলোক থাকিলে সেখানে যেমন আর অন্ধকার থাকে না, বা অন্ধকার থাকিলে সেখানে যেমন আর আলোক থাকে না, তদ্রূপ যেখানে আমার অনুভূতি থাকে, সেখানে মায়া থাকে না, আর যেখানে মায়া থাকে সেখানে মদ্বিষয়ক অনুভূতি থাকে না ॥ ৫৩ ॥

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহং ॥৫৪॥

যেমন ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই মহাভূতগণ সর্ব্বজীবের অন্তরেও রহিয়াছে, আবার বাহিরেও রহিয়াছে, তদ্রূপ আমিও ভক্তগণের হৃদয়ে সতত অবস্থান করিয়াও, আবার বাহিরেও সর্ব্বত্রই অবস্থান করিতেছি ॥ ৫৪ ॥

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥৫৫॥

যাহারা আমার তত্ত্ব অবগত হইতে ইচ্ছা করে, তাহারা যেন শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে এমন একটি বস্তু শিক্ষা করে যে, সর্ব্বাবস্থাতেই শাস্ত্রোক্ত বিধি ও নিষেধসমূহ প্রতিপালন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা আমার সাধন করিলে সিদ্ধিলাভ অর্থাৎ আমার পাদপদ্ম সেবা লাভ হয়। সেই বস্তুটি কি? —না, তাহা হইতেছে 'ভক্তি' ॥ ৫৫ ॥

এতন্মতং সমাতিষ্ঠ পরমেণ সমাধিনা।
ভবান্ কল্প-বিকল্পেষু ন বিমুহ্যতি কর্হিচিৎ ॥৫৬॥

হে ব্রহ্মন্! তুমি একাগ্র-চিত্তে আমার এই মতের অনুসরণ কর অর্থাৎ মদ্বিষয়ে একমাত্র ভক্তিযোগ-সাধনার অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে তুমি কল্পে কল্পে বিবিধ সৃষ্টি করিয়াও, কদাচ মুগ্ধ হইবে না অর্থাৎ "আমি কর্ত্তা" এই অভিমান তোমার কদাচ আসিবে না ॥ ৫৬ ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে প্রথমঃ শ্লোকঃ—

চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছ-মৌলিঃ।
যৎপাদ-কল্পতরু-পল্লব-শেখরেষু
লীলা-স্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীঃ ॥ ৫৭ ॥

চিন্তামণি-সদৃশ অর্থাৎ সর্ব্বাভীষ্টপূর্ণকারী সোমগিরি-নামে আমার দীক্ষাগুরু জয়যুক্ত হউন। আর যাঁহার শ্রীপদনখাগ্রে ক্রীড়া করিয়া শ্রীরাধিকা সুখ লাভ করিতেছেন, সেই শিখিপুচ্ছ বিভূষিত আমার শিক্ষাগুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণও জয়যুক্ত হউন ॥ ৫৭ ॥

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্য-রূপে।
শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্ত-স্বরূপে ॥ ৫৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।২৬।২৬ শ্লোকে দেবহূতিং
প্রতি শ্রীকপিলদেববাক্যং—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥৫৯॥

অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ করিবেন, যেহেতু সাধুগণই ভক্তি-বিষয়ে সদুপদেশ প্রদান দ্বারা মনের দুর্ব্বাসনাসমূহ দূরীভূত করিয়া দেন ॥ ৫৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩।২৫।২২ শ্লোকে উদ্ধবং
প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্য-সংবিদো
ভবন্তি হৃৎ-কর্ণ-রসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ-বর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ৬০ ॥

কপিলদেব কহিলেন, মাতঃ! সাধু-সঙ্গে আমার মহিম-সূচক কথা-সমূহ উপস্থিত হয়; উহা হৃদয় ও কর্ণের তৃপ্তি-দায়ক। ঐ সকল পবিত্র কথা শুনিতে শুনিতে অবিদ্যা-বিনাশকারী আমাতে শ্রদ্ধা, রতি ও প্রেমভক্তি ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৬০ ॥

ঈশ্বর-স্বরূপ ভক্ত—তাঁর অধিষ্ঠান।
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম ॥ ৬১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৯।৪।৬৮ শ্লোকে দুর্ব্বাসং
প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ ৬২ ॥

শ্রীভগবান্ দুর্ব্বাসাকে বলিলেন:—সাধুগণ হইলেন আমার হৃদয়-স্বরূপ অর্থাৎ প্রাণতুল্য প্রিয় এবং আমিও হইলাম সাধুগণের হৃদয় অর্থাৎ তাহাদের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়। সাধুরা আমা ভিন্ন আর কিছুই জানে না, আমিও তাহাদের ছাড়া আর কাহাকেও জানি না ॥ ৬২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১।১৩।১০ শ্লোকে
বিদুরং প্রতি যুধিষ্ঠিরবাক্যং—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো!।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন
গদাভৃতা ॥ ৬৩ ॥

শ্রীবিদুর-মহাশয় নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আসিলে মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন, হে প্রভো! আপনার ন্যায় ভগবদ্ভক্তগণ স্বয়ংই তীর্থস্বরূপ অর্থাৎ তীর্থ হইতেও পবিত্র: সুতরাং আপনাদের তীর্থ-পর্য্যটনে কোনও প্রয়োজন নাই; তবে পাপিগণের সংস্পর্শে তীর্থ পাপ-মলিন হইলে, আপনারা তীর্থে গমন পূর্ব্বক, আপনাদের অন্তর্বর্ত্তিত গদাধারী শ্রীভগবানের দ্বারা ঐ তীর্থগুলিকে পবিত্র করিয়া থাকেন ॥ ৬৩ ॥

সেই ভক্তগণ হয় দ্বিবিধ প্রকার।
পারিষদগণ এক সাধকগণ আর ॥ ৬৪ ॥
ঈশ্বরের অবতার এ তিন প্রকার।
অংশ-অবতার এক গুণাবতার আর ॥ ৬৫ ॥ *
শক্ত্যাবেশ অবতার তৃতীয় এমত। †
অংশ-অবতার পুরুষ মৎস্যাদিক যত ॥ ৬৬ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব—তিন গুণাবতারে গণি।
শক্ত্যাবেশ—সনকাদি পৃথু ব্যাসমুনি ॥ ৬৭ ॥
দুইরূপে হয় ভগবানের প্রকাশ।
এক ত প্রকাশ হয়, আর ত বিলাস ॥ ৬৮ ॥
একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ।
আকারেও ভেদ নাহি—একই স্বরূপ ॥ ৬৯ ॥
মহিষী-বিবাহে যৈছে, যৈছে কৈল রাস।
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ ॥ ৭০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৬৯।২ শ্লোকে
নারদবাক্যং—

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥ ৭১ ॥

মহর্ষি নারদ বলিলেন, কি আশ্চর্য্য! শ্রীকৃষ্ণ একাকী একই রূপ দেহ ধারণ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ গৃহে একই কালে ষোল হাজার রমণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন ॥ ৭১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩৩।৩ শ্লোকে পরীক্ষিতং
প্রতি শ্রীশুকদেববাক্যং—

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডল-মণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ ॥
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।
যং মন্যেরন্ ॥ ৭২ ॥

রাসলীলা আরম্ভ হইলে, গোপীমণ্ডলমণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ দুই দুই জন গোপীর মধ্যে একরূপভাবে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের কণ্ঠ ধারণ পূর্ব্বক রহিলেন যে, প্রত্যেক গোপীই মনে করিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণ আমারই পার্শ্বে রহিয়াছেন ॥ ৭২ ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে প্রকাশ-লক্ষণং—

অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা।
সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে ॥ ৭৩ ॥

আকার, গুণ ও লীলার কোনরূপ পার্থক্য না থাকিয়া, একই বিগ্রহের একই সময়ে বহু স্থানে একই রূপে বহু বিগ্রহ ধারণ করার নাম 'প্রকাশ' ॥ ৭৩ ॥

একই বিগ্রহ কিন্তু আকারে হয় আন।
অনেক প্রকাশ হয়—বিলাস তার নাম ॥ ৭৪ ॥

তথাহি শ্রীলঘুভাগবতামৃতে বিলাস-লক্ষণং—

স্বরূপমন্যাকারং যত্তস্য ভাতি বিলাসতঃ।
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাস নিগদ্যতে ॥ ৭৫ ॥

লীলা করিবার অভিপ্রায়ে স্বয়ং-রূপের যে স্বরূপ ভিন্নাকারে প্রকটিত হন, কিন্তু শক্তিতে প্রায় স্বয়ংরূপেরই তুল্য, তাঁহাকে 'বিলাস' বলে ॥ ৭৫ ॥

যৈছে বলদেব, পরব্যোমে নারায়ণ।
যৈছে বাসুদেব প্রদ্যুম্নাদি সঙ্কর্ষণ ॥ ৭৬ ॥
ঈশ্বরের শক্তি হয় এ তিন প্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর ॥ ৭৭ ॥

* "অংশ-অবতার"—যিনি স্বর রূপেরই অংশ, পরন্তু স্বয়ং-রূপ অথবা বিলাস-রূপ হইতে ন্যূন-শক্তি সম্পন্ন।

"গুণাবতার"—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব হইলেন গুণাবতার। সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের নিমিত্ত ইহারা যথাক্রমে রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণে মণ্ডিত। এই গুণসমূহের অধীশ্বর দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদশায়ী হইতে এই গুণাবতারগণ আবির্ভূত হইয়াছেন।

† 'শক্ত্যাবেশ অবতার'—শ্রীভগবান, জ্ঞান ও শক্ত্যাদি প্রদানপূর্ব্বক যে সমস্ত মহত্তম জীবে আবিষ্ট হন, তাঁহাদিগকে শক্ত্যাবেশ অবতার বলে।

ব্রজে গোপীগণ আর—সবাতে প্রধান।
ব্রজেন্দ্রনন্দন যাতে স্বয়ং ভগবান্ ॥ ৭৮ ॥
স্বয়ংরূপকৃষ্ণ-কায়ব্যূহ তাঁর সম। *
ভক্ত-সহিত সব হয় আবরণ ॥ ৭৯ ॥ †
ভক্ত আদি ক্রমে কৈল সবার বন্দন।
এ সবার বন্দন—সর্ব্ব শুভের কারণ ॥ ৮০
প্রথম শ্লোকে কৈল সামান্য মঙ্গলাচরণ।
দ্বিতীয় শ্লোকেতে করি বিশেষ বন্দন ॥ ৮১ ॥

তথাহি (দ্বিতীয় শ্লোকঃ)—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ
তমোনুদৌ ॥ ৮২ ॥ ‡

ব্রজে যে বিহরে পূর্ব্বে কৃষ্ণ বলরাম।
কোটি সূর্য্য-চন্দ্র জিনি দোঁহার নিজ-ধাম ॥৮৩ ॥
সেই দুই জগতেরে হইয়া সদয়।
গৌড়দেশ-পূর্ব্বশৈলে করিল উদয় ॥ ৮৪ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব্ব-জগত-আনন্দ ॥ ৮৫ ॥
সূর্য্য চন্দ্র হরে যেন সব অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার ॥ ৮৬ ॥
এইমত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান-।
তমো নাশ করি কৈল বস্তু-তত্ত্ব জ্ঞান ॥ ৮৭ ॥

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছা আদি সব ॥ ৮৮ ॥
তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান ॥ ৮৯ ॥*

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।২)

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো
নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ ৯০ ॥

মহামুনি (স্বয়ং শ্রীনারায়ণ)-বিরচিত এই শ্রীমদ্ভাগবতে ফললাভের বাসনাযুক্ত কপট ধর্ম্মের উচ্ছেদ পূর্ব্বক, সর্ব্বজীবের হিতাকাঙ্ক্ষী রাগদ্বেষ-পরিশূন্য সাধুগণের আচরিত ভগবদারাধন-রূপ পরম ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে। ইহা হইতে আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপ-বিনাশকারী পরমানন্দ-প্রদ পরমার্থ-মূলক সত্য-বস্তু অবগত হওয়া যায়। অন্য শাস্ত্র দ্বারা কি ঈশ্বরকে শীঘ্র হৃদয়ে অবরুদ্ধ অর্থাৎ বশীভূত করা যায়? তাহা যায় না, পরন্তু সুকৃতিশালী ব্যক্তিগণ শ্রীমদ্ভাগবত শুনিতে ইচ্ছা করিবামাত্রই ঈশ্বর তাঁহাদিগের হৃদয়ে আবদ্ধ হইয়া থাকেন ॥ ৯০ ॥

ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীধরস্বামি-চরণৈঃ—

উজ্ঝিত-কৈতবঃ ফলানুসন্ধান-রহিতঃ।
প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ ॥ ৯১ ॥

উপরোক্ত শ্লোকে প্র শব্দ দ্বারা মোক্ষাভি-সন্ধিকে পর্য্যন্তও নিরস্ত করিতেছেন অর্থাৎ মোক্ষ-লাভের বাসনাকেও বর্জ্জন করিতে বলিতেছেন, কেননা উহাও হইল কৈতব ॥ ৯১ ॥

---

* যাঁহার রূপ অন্য কাহারও অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই প্রকাশিত হয়, তাঁহাকে স্বয়ংরূপ বলে। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ হইলেন স্বয়ংরূপ।

† শ্রীকৃষ্ণশক্তি তিন প্রকার, যথা—লক্ষ্মীগণ, দ্বারকার মহিষীগণ এবং শ্রীবৃন্দাবনে গোপীগণ; এই তিন শক্তির মধ্যে ব্রজধামস্থিত ব্রজেন্দ্রনন্দনই স্বয়ং ভগবান। তাৎপর্য্য এই যে, নিত্য ব্রজধামেই শ্রীকৃষ্ণ নিজরূপ এবং অন্যত্র তাঁহার শরীরব্যূহ হইলেও তত্তুল্য জানিবে।

‡ ইহার অনুবাদ ২৫ পৃষ্ঠায় ২ দাগে দ্রষ্টব্য।

* ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই তিনটি পুরুষার্থ। এই পুরুষার্থত্রয় হইতেই শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির উদয় হয়; কিন্তু যাহারা মোক্ষ কামনা করেন, তাঁহাদিগের সে ভক্তি জন্মিবার কোন সম্ভাবনা নাই।

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেহো এক জীবের অজ্ঞানতমো-ধর্ম্ম ॥ ৯২ ॥
যাঁহার প্রসাদে এই তম হয় নাশ।
তম নাশ করি করে তত্ত্বের প্রকাশ ॥ ৯৩ ॥
তত্ত্ব-বস্তু—কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি প্রেমরূপ।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন—সবার আনন্দ-স্বরূপ ॥ ৯৪ ॥
সূর্য্য চন্দ্র বাহিরের তম সে বিনাশে।
বহির্ব্বস্তু ঘট-পট-আদি সে প্রকাশে ॥ ৯৫ ॥
দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই-ভাগবত-সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার ॥ ৯৬ ॥
এক ভাগবত বড় ভাগবত-শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরস-পাত্র ॥ ৯৭ ॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাহার হৃদয়ে তবে প্রেমে হয় বশ ॥ ৯৮ ॥
এক অদ্ভুত সমকালে দোঁহার প্রকাশ।
আর অদ্ভুত চিত্ত-গুহার তম করে নাশ ৯৯ ॥
এই দুই সূর্য্য চন্দ্র পরম সদয়।
জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিল উদয় ॥ ১০০ ।
সেই দুই প্রভুর করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ন-নাশ অভীষ্ট-পূরণ ॥ ১০১ ॥
এই দুই শ্লোকে কৈল মঙ্গল-বন্দন।
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ শুন সর্ব্বজন ॥ ১০২ ॥
বক্তব্য বাহুল্য, গ্রন্থ-বিস্তারের ডরে।
বিস্তারি না বর্ণি সারার্থ কহি অল্পাক্ষরে ॥১০৩॥

উক্তঞ্চ—

মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগ্মিতেতি ॥ ১০৪ ॥

অল্পাক্ষবে সাব কথা বলাই হইল বাগ্মিতা ॥ ১০৪ ॥

শুনিলে খণ্ডিবে চিত্তের অজ্ঞানাদি-দোষ। *
কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম হবে—পাইবে সন্তোষ ॥১০৫॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-মহত্ত্ব।
তাঁর ভক্ত-ভক্তি-নাম-প্রেম-রস-তত্ত্ব ॥ ১০৬ ॥
ভিন্ন ভিন্ন লিখিয়াছি করিয়া বিচার।
শুনিলে জানিবে সব বস্তুতত্ত্ব-সার ॥ ১০৭ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১০৮ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে গুর্ব্বাদিবন্দন-মঙ্গলচারণং
নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

তীয় পরিচ্ছেদ

বস্তু-নির্দ্দেশ, শ্রীমঙ্গলাচরণ, শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্ব-নির্ণয়াত্মক
৩য় শ্লোকের অর্থ-প্রকাশ

শ্রীচৈতন্য-প্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ।
তরেন্নানামত-গ্রাহ-ব্যাপ্তং সিদ্ধান্ত-সাগরং ॥ ১ ॥

যাঁহার কৃপায় অজ্ঞ ব্যক্তিও কত ভিন্ন-ভিন্ন মত-রূপ কুম্ভীর-পরিপূর্ণ অর্থাৎ অতি ভীষণ সিদ্ধান্ত-সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে, সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে আমি নমস্কার করি ॥ ১॥

কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন-গান-নর্ত্তন-কলাপাথোজনি-ভ্রাজিতা,
সদ্ভক্তাবলিহংসচক্রমধুপ-শ্রেণী-বিলাসম্পদং।
কর্ণানন্দি-কলধ্বনির্ব্বহতু মে জিহ্বামরু-প্রাঙ্গণে।
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে তব লসল্লীলাসুধা-স্বর্ধুনী ॥২॥

* 'অজ্ঞানাদি দোষ'—অজ্ঞান, বিপর্য্যাস, ভেদ, ভয় ও শোক—এই পাঁচটি হইল অজ্ঞানাদি দোষ। স্বরূপের অপ্রকাশ অর্থাৎ সত্যবস্তু জানিতে না পারার নাম 'অজ্ঞান'; দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ দেহাদি আমার এইরূপ বুদ্ধির নাম বিপর্য্যাস, 'ভেদ' হইল ভোগ-বাসনা; 'ভয়' কি না—পাছে আমার ভোগের ব্যাঘাত হয় এইরূপ মনোভাব; আর ভোগের বস্তু নাশ-জনিত দুঃখের নাম 'শোক'।

হে কৃপাময় শ্রীচৈতন্যদেব! উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন, কৃষ্ণগুণ-গান ও নৃত্যের ভঙ্গিমা-রূপ পদ্ম-সমূহ দ্বারা যাহা পরিশোভিত, যাহা সদ্ভক্তমণ্ডলীরূপ হংস, চক্রবাক ও ভ্রমর-সমূহের বিহার-স্থান এবং যাহা শ্রবণ-সুখকর অস্ফুট ও মধুর ধ্বনিতে পরিপূর্ণ, তোমার সেই লীলামৃত-মন্দাকিনী আমার জিহ্বারূপ মরুভূমিতে প্রবাহিত হউক অর্থাৎ আমি যেন তোমার অমৃতময়-লীলা-কাহিনী কীর্ত্তন করিতে পারি ॥ ২ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ৩ ॥
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ করি বিবরণ।
বস্তুনির্দ্দেশ-রূপ মঙ্গলাচরণ ॥ ৪ ॥

তথাহি (তৃতীয়ঃ শ্লোকঃ)—

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশ-বিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়মযং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহং ॥ ৫ ॥ *

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্—অনুবাদ তিন।
অঙ্গপ্রভা অংশ স্বরূপ—তিন বিধেয়-চিন ॥ ৬ ॥
অনুবাদ আগে, পাছে বিধেয়-স্থাপন।
সেই অর্থ কহি শুন শাস্ত্র-বিবরণ ॥ ৭ ॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব ॥ ৮ ॥
নন্দসুত বলি যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য-গোঁসাই ॥ ৯ ॥
প্রকাশ-বিশেষে তেঁাহো ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম পরমাত্মা আর পূর্ণ ভগবান্ ॥ ১০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১।২।১১ শ্লোকে
শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ১১ ॥

অদ্বিতীয় অর্থাৎ অখণ্ড জ্ঞানকেই পণ্ডিতগণ তত্ত্ব বলেন; সেই তত্ত্বই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই তিন নামে কথিত হন ॥ ১১ ॥

তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ-মণ্ডল। *
উপনিষদ্ কহে তারে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল ॥ ১২ ॥ †
চর্ম্ম-চক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ।
জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ ॥ ১৩ ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ম অঃ ৪০ শ্লোকে—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষ-বসুধাদি-বিভূতি-ভিন্নং।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৪ ॥

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যিনি অসংখ্য পৃথিবী প্রভৃতি বিভূতি দ্বারা অন্য সমস্ত হইতে ভিন্ন অর্থাৎ পৃথক্‌ভাবাপন্ন এবং যিনি পূর্ণ, অবিচ্ছিন্ন ও অশেষ-স্বরূপ, সেই ব্রহ্ম হইতেছেন প্রভাবশালী যে গোবিন্দের প্রভা অর্থাৎ অঙ্গকান্তি, সেই আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ১৪ ॥

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি।
সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গ-কান্তি ॥ ১৫ ॥
সেই গোবিন্দ ভজি আমি—তেঁহো মোর পতি।
তাঁহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টি-শক্তি ॥ ১৬ ॥

* এই শ্লোক দ্বারা বস্তুনির্দ্দেশ রূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন, ইহার অনুবাদ ২৫ পৃষ্ঠায় ৩ দাগে দ্রষ্টব্য।

* "শুদ্ধ কিরণ-মণ্ডল"—নির্ম্মল জ্যোতি।

† 'উপনিষদ'—বেদান্ত; এখানে ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বেদ-বিশেষকে বুঝাইতেছেন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৬।৪৭ শ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি শ্রীমদুদ্ধববাক্যং—

মুনয়ো বাত-বসনাঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসি-
নোঽমলাঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, হে ভগবন্! যাঁহারা দিগম্বর ও পরমার্থ-বিষয়ে ক্লেশ-পরায়ণ, উদ্ধরেতা অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গ-বাসনা-হীন, সংযতেন্দ্রিয়, সংসার ত্যাগী ও নির্ম্মল-চিত্ত, সেই মুনিগণও তোমার ব্রহ্ম নামক তেজ বা অঙ্গকান্তি প্রাপ্ত হন ॥১৭॥

আত্মান্তর্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেহো গোবিন্দের অংশ-বিভূতি যে হয় ॥ ১৮ ॥
অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে ॥ ১৯ ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১০।২০ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো
জগৎ ॥ ২০ ॥

শ্রীভগবান বলিলেন, হে অর্জ্জুন! তোমার আর একটি একটি করিয়া আমার বিভূতি জানিবার কি দরকার? তুমি কেবল এইটি জানিয়া রাখ যে, আমিই এক অংশে অর্থাৎ পরাত্মা-রূপে এই সমগ্র জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছি ॥ ২০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১।৯।৪২ শ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি ভীষ্মবাক্যং—

তমিমমহমজং শরীর-ভাজাং
হৃদি হৃদিধিষ্ঠিতমাত্ম-কল্পিতানাং।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং
সমধিগতোঽস্মি বিধূত-ভেদ-মোহঃ ॥ ২১ ॥

ভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া বলিতেছেন, সূর্য্য যেমন বৃক্ষাদির উপর অথবা শূন্যে অবস্থিত থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন লোকের চক্ষে কোথাও বা সম্পূর্ণ, কোথাও বা অসম্পূর্ণ—এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ পরাত্মারূপ নিজাংশ দ্বারা জীবগণের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাদিগের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিদৃষ্ট হইলেও, সেই কৃষ্ণেরই কৃপায় আমার ভেদ-রূপ মোহ দূরীভূত হওয়ায়, আমি আমার সম্মুখে উপবিষ্ট এই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলাম অর্থাৎ তাঁহার মহিমা অনুভব করিতে সমর্থ হইলাম ॥ ২১ ॥

সেই ত গোবিন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্য-গোঁসাই।
জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাই ॥২২॥
পরব্যোমেতে বৈসে 'নারায়ণ' নাম।
ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্ ॥ ২৩ ॥
বেদ ভাগবত আর উপনিষদ্ আগম।
পূর্ণতত্ত্ব যাঁরে কহে—নাহি যাঁর সম ॥ ২৪ ॥
ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁর দরশন।
সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ ॥ ২৫ ॥
জ্ঞান-যোগ-মার্গে তাঁরে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম-আত্মা-রূপে তাঁরে করে অনুভব ॥ ২৬ ॥
উপাসনা-ভেদে জানি ঈশ্বর-মহিমা।
অতএব সূর্য্য তাঁর দিয়ে ত উপমা ॥ ২৭ ॥
সেই নারায়ণ কৃষ্ণের স্বরূপ-অভেদ।
একই বিগ্রহ—মাত্র আকার-বিভেদ ॥ ২৮ ॥
এহোঁ ত দ্বিভুজ, তেহোঁ ধরে চারি হাত।
এহোঁ বেণু ধরে, তেহোঁ চক্রাদিক সাথ ॥ ২৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।১৪।১৪ শ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি ব্রহ্মাবাক্যং—

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিল-লোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ৩০ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে নন্দনন্দন, হে কৃষ্ণ! তুমি কি নারায়ণ নও? তুমি নিশ্চয়ই নারায়ণ, কেন না তুমি সমস্ত জীবের আত্মা; এবং হে প্রভো! তুমি সমস্ত লোকের সাক্ষী

অর্থাৎ তাহাদিগের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্ত কর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়া থাক। আর জীবগণ ও জল যাঁহার আশ্রয়, সেই প্রসিদ্ধ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণও তোমারই অংশ অর্থাৎ মূর্ত্তিবিশেষ এবং ঐ মূর্ত্তিও সত্যবস্তু—উহা মায়িক নহে ॥ ৩০ ॥

শিশু বৎস হরি ব্রহ্মা করি অপরাধ।
অপরাধ ক্ষমাইতে মাগেন প্রসাদ ॥ ৩১ ॥
তোমার নাভিপদ্ম হৈতে মোর জন্মোদয়।
তুমি পিতা মাতা—আমি তোমার তনয় ॥ ৩২ ॥
পিতা মাতা বালকের না লয় অপরাধ।
অপরাধ ক্ষমি মোরে করহ প্রসাদ ॥ ৩৩ ॥
কৃষ্ণ কহেন—ব্রহ্মা তোমার পিতা নারায়ণ।
আমি গোপ তুমি কৈছে আমার নন্দন ॥ ৩৪ ॥
ব্রহ্মা বলে—তুমি কি না হও নারায়ণ।
তুমি নারায়ণ শুন তাহার কারণ ॥ ৩৫ ॥
প্রাকৃতাপ্রাকৃত-সৃষ্ট্যে যত জীব-রূপ।
তাহার যে আত্মা তুমি মূল-স্বরূপ ॥ ৩৬ ॥
পৃথ্বী যৈছে ঘটকুলের কারণ আশ্রয়।
জীবের নিদান তুমি, তুমি সর্ব্বাশ্রয় ॥ ৩৭ ॥
নার শব্দে কহে সর্ব্ব-জীবের নিচয়।
অয়ন শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয় ॥ ৩৮ ॥
অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ।
এই এক হেতু, শুন দ্বিতীয় কারণ ॥ ৩৯ ॥
জীবের ঈশ্বর পুরুষাদি অবতার।
তাঁহা-সবা হৈতে তোমার ঐশ্বর্য্য অপার ॥৪০॥
অতএব অধীশ্বর তুমি সর্ব্ব-পিতা।
তোমার শক্তিতে তারা জগত-রক্ষিতা ॥ ৪১ ॥
নারের অয়ন যাতে করহ পালন।
অতএব হও তুমি মূল নারায়ণ ॥ ৪২ ॥
তৃতীয় কারণ শুন শ্রীভগবান্।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বহু বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥ ৪৩ ॥
ইথে যত জীব তার ত্রৈকালিক কর্ম্ম।
তাহা দেখ সাক্ষী তুমি জান সর্ব্ব মর্ম্ম ॥ ৪৪ ॥
তোমার দর্শনে সর্ব্ব জগতের স্থিতি।
তুমি না দেখিলে কারো নাহি স্থিতি-গতি ॥৪৫॥
নারের অয়ন যাতে কর দরশন।
তাহাতেও হও তুমি মূল নারায়ণ ॥ ৪৬ ॥
কৃষ্ণ কহেন—ব্রহ্মা তোমার না বুঝি বচন।
জীব-হৃদি জলে বৈসে সেই নারায়ণ ॥ ৪৭ ॥
ব্রহ্মা কহে—জলে জীবে যেই নারায়ণ।
সে সব তোমার অংশ—এ সত্য বচন ॥ ৪৮ ॥
কারণাব্ধি-গর্ভোদক-ক্ষীরোদকশায়ী।
মায়া-দ্বারে সৃষ্টি করে তাতে সব মায়ী ॥ ৪৯ ॥
সেই তিন জলশায়ী সর্ব্ব-অন্তর্য্যামী।
ব্রহ্মাণ্ড-বৃন্দের আত্মা যে পুরুষ-নামী ॥ ৫০ ॥
হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদকশায়ী।
ব্যষ্টিজীব-অন্তর্য্যামী ক্ষীরোদকশায়ী ॥ ৫১ ॥
ইঁহা সবার দর্শনাদ্যে আছে মায়া-গন্ধ।
তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ ॥ ৫২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৫।১৬)
শ্রীধরস্বামিপাদকৃত-টীকায়াং—

বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণঞ্চেত্যুপাধয়ঃ।
ঈশস্য যৎ ত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎ প্রচক্ষতে ॥৫৩॥

স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ ও মায়া—এই তিনটি হইল ঈশ্বরের উপাধি। এই তিনটি রহিত হইলে অর্থাৎ যিনি এ তিনের অতীত তাঁহাকে তুরীয় বলে ॥ ৫৩ ॥

যদ্যপি এ তিনের মায়া লৈয়া ব্যবহার।
তথাপি তৎস্পর্শ নাহি—সবে মায়া-পার ॥ ৫৪ ॥

তথাপি শ্রীমদ্ভাগবতে ১।১১।৩৯ শ্লোকে
শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবচনং—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥ ৫৫ ॥

ভগবদাত্মিকা বুদ্ধি যেমন আত্মার বা দেহের আশ্রয়ে থাকিয়াও উহার সুখ-দুঃখাদি গুণের সহিত যুক্ত হয় না

তদ্রূপ ঈশ্বরও মায়াতে থাকিয়াও উহার সুখ-দুঃখাদি গুণের সহিত যুক্ত হন না—এইটিই হইল তাঁহার ঐশ্বরিক শক্তি ॥ ৫৫ ॥

সেই তিন পুরুষের তুমি পরম আশ্রয় ।
তুমি মূল নারায়ণ—ইথে কি সংশয় ॥ ৫৬ ॥
সেই তিনের অংশী পরব্যোম-নারায়ণ ।
তেঁহো তোমার বিলাস তুমি মূল নারায়ণ ॥ ৫৭ ॥
অতএব ব্রহ্ম-বাক্যে পরব্যোম-নারায়ণ ।
তেঁহো কৃষ্ণের বিলাস—এই তত্ত্ব-বিবরণ ॥ ৫৮ ॥
এই শ্লোক-তত্ত্ব-লক্ষণ ভাগবত-সার ।
পরিভাষা-রূপে ইহার সর্ব্বত্রাধিকার ॥ ৫৯ ॥
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্—কৃষ্ণের বিহার ।
এ অর্থ না জানি মূর্খ অর্থ করে আর ॥ ৬০ ॥
অবতারী নারায়ণ—কৃষ্ণ অবতার ।
তেঁহো চতুর্ভুজ, ইঁহো মনুষ্য-আকার ॥ ৬১ ॥
এইমতে নানারূপ করে পূর্ব্বপক্ষ ।
তাহারে নির্জ্জিতে ভাগবত-পদ্য দক্ষ ॥ ৬২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।১১)—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥৬৩॥*

শুন ভাই ! এই শ্লোকের করহ বিচার ।
এক মুখ্যতত্ত্ব, তিন তাহার প্রচার ॥ ৬৪ ॥
অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ ।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্—তিন তাঁর রূপ ॥ ৬৫ ॥
এই শ্লোকের অর্থে তুমি হৈলা নির্ব্বাচন ।
আর এক শুন ভাগবতের বচন ॥ ৬৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১।৩।২৮ শ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং ।
ইন্দ্রারি-ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥৬৭॥

শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধে ৩য় অধ্যায়ে ২৮শ শ্লোকে বলিতেছেন :—শ্রীসূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণকে বলিলেন, পূর্ব্বে যে সমস্ত অবতারের নাম করা হইয়াছে এবং যাঁহাদের নাম করা হয় নাই, তাঁহারা সকলেই প্রথম পুরুষ মহাবিষ্ণুর কেহ বা অংশ, কেহ বা কলা অর্থাৎ অংশের অংশ, পরন্তু একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই হইলেন স্বয়ং ভগবান্—তিনি ঐ প্রথম পুরুষেরও অবতারী। প্রতি যুগে ঐ অংশ-কলাদি অবতারগণ অসুর-পীড়িত লোক সকলকে সুখী করেন ॥৬৭॥

সর্ব্ব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ ।
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন ॥ ৬৮ ॥
তবে সূত গোঁসাই মনে পাইয়া বড় ভয় ।
যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয় ॥ ৬৯ ॥
অবতার সব পুরুষের কলা অংশ ।
কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্—সর্ব্ব-অবতংস ॥ ৭০ ॥
পূর্ব্বপক্ষ কহে—তোমার ভাল ত ব্যাখ্যান ।
পরব্যোম-নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্ ॥ ৭১ ॥
তেঁহো আসি কৃষ্ণ-রূপে করেন অবতার ।
এই অর্থ শ্লোকে দেখি—কি আর বিচার ॥৭২॥
তারে কহি—কেন কর কুতর্কানুমান ।
শাস্ত্র-বিরুদ্ধার্থ কভু না হয় প্রমাণ ॥ ৭৩ ॥

তথাহি কাব্যপ্রকাশ-টীকায়াং একাদশীতত্ত্বে চ—

অনুবাদমনুক্ত্বৈব ন বিধেয়মুদীরয়েৎ ॥ ৭৪ ॥

আগে অনুবাদ অর্থাৎ জ্ঞাত-বস্তুর উল্লেখ না করিয়া আগে বিধেয় অর্থাৎ অজ্ঞাত-বস্তুর উল্লেখ করা উচিত নহে, করিলে অলঙ্কার-শাস্ত্রাদির মতে উহা দোষের হইয়া থাকে ॥ ৭৪ ॥

অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয় ।
আগে অনুবাদ কহি, পাছে সে বিধেয় ॥ ৭৫ ॥
বিধেয় কহিয়ে তারে যে বস্তু অজ্ঞাত ।
অনুবাদ কহি তারে যেই হয় জ্ঞাত ॥ ৭৬ ॥
যৈছে কহি—এই বিপ্র পরম পণ্ডিত ।
বিপ্র অনুবাদ, ইহার বিধেয় পাণ্ডিত্য ॥ ৭৭ ॥

* ইহার অনুবাদ ৩৫ পৃষ্ঠায় ১১ দাগে দ্রষ্টব্য ।

বিপ্রত্ব বিখ্যাত—তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত।
অতএব বিপ্র আগে, পাণ্ডিত্য পশ্চাত ॥ ৭৮ ॥
তৈছে ইঁহা অবতার সব—হৈল জ্ঞাত।
কার অবতার—সেই বস্তু অবিজ্ঞাত ॥ ৭৯ ॥
এতে শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ।
পুরুষের অংশ পাছে—বিধেয়-সংবাদ ॥ ৮০ ॥
তৈছে কৃষ্ণ অবতার-ভিতরে—হৈল জ্ঞাত।
তাহার বিশেষ-জ্ঞান—সেই অবিজ্ঞাত ॥ ৮১ ॥
অতএব কৃষ্ণ শব্দ আগে—অনুবাদ।
স্বয়ং ভগবত্ত্ব পিছে—বিধেয়-সংবাদ ॥ ৮২ ॥
কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ত্ব—ইহা হৈল সাধ্য।
স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব হৈল বাধ্য ॥ ৮৩ ॥
কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত অংশী নারায়ণ।
তবে বিপরীত হৈত সূতের বচন ॥ ৮৪ ॥
নারায়ণ অংশী যেহোঁ স্বয়ং ভগবান্।
তেঁহো শ্রীকৃষ্ণ ঐছে করিত ব্যাখ্যান ॥ ৮৫ ॥
ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব। *
আর্য্য-বিজ্ঞ-বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥ ৮৬ ॥
বিরুদ্ধার্থ কহ তুমি কহিতে কর রোষ।
তোমার অর্থে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ-দোষ ॥৮৭॥ †
যার ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
স্বয়ং ভগবান শব্দের তাহাতেই সত্তা ॥ ৮৮ ॥
দীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ তাঁহা করিয়ে গণন ॥ ৮৯ ॥
তৈছে সব ভগবানের কৃষ্ণ সে কারণ।
আর এক শ্লোক শুন কুব্যাখ্যা-খণ্ডন ॥ ৯০ ॥

* একবস্তুতে অন্যরূপ বুদ্ধির নাম ভ্রম, যেমন রজ্জুতে সর্প-বুদ্ধি।

মনোযোগ না থাকায় একবস্তু অন্যরূপ অর্থবোধ করার নাম প্রমাদ।

বঞ্চনা করিবার ইচ্ছার নাম বিপ্রলিপ্সা।

ইন্দ্রিয়ের অপুটতাই করণাপাটব।

† যে স্থানে প্রাধান্যরূপে বিধেয়াংশ হয়, তথায় সেই বর্ণিত বিষয়কেই অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ বলে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ২।১০।১২ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকদেববাক্যং—

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥ ৯১ ॥
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণং।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানং শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা ॥ ৯২ ॥

এই শ্রীমদ্ভাগবতে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়—এই দশটি পদার্থ পরিলক্ষিত হয়।

মহাত্মাগণ ইহার মধ্যে দশমটির অর্থাৎ 'আশ্রয়' বস্তুটির তত্ত্বগণের নিমিত্ত অন্য নয়টি বস্তুর স্বরূপকে কোথাও বা বেদাদি দ্বারা, কোথাও বা তাৎপর্য্যের দ্বারা এবং কোথাও বা সাক্ষাদ্ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ৯১-৯২ ॥

আশ্রয় জানিতে কহি এ নব পদার্থ।
এ নবের উৎপত্তি-হেতু সেই আশ্রয়ার্থ ॥ ৯৩ ॥
কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয়—কৃষ্ণ সর্ব্ব-ধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ব বিশ্বের বিশ্রাম ॥ ৯৪ ॥

তথাহি দশমস্য ব্যাখ্যা-প্রারম্ভে শ্রীস্বামীপাদেনোক্তং—

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহং।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥৯৫॥

যাঁহার শ্রীবিগ্রহ সঙ্কর্ষণাদি অনুগতগণের একমাত্র আশ্রয় এবং যিনি নিখিল জগতের আশ্রয় অর্থাৎ উপরোক্ত সর্গাদি নব পদার্থের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু, দশম-স্কন্ধের লক্ষ্য-স্বরূপ সেই পরমাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ নামক দশম পদার্থকে অর্থাৎ আশ্রয়-পদার্থকে আমি প্রণাম করি ॥ ৯৫ ॥

কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয়-জ্ঞান।
যার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান ॥ ৯৬ ॥
কৃষ্ণের স্বরূপ হয় ষড়্বিধ বিলাস।
প্রভাব-বৈভব-রূপে দ্বিবিধ প্রকাশ ॥ ৯৭ ॥

অংশ-শক্ত্যাবেশ-রূপে দ্বিবিধাবতার।
বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম্ম দুই ত প্রকার ॥ ৯৮ ॥
কিশোর-স্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী।
ক্রীড়া করে এই ছয়রূপে বিশ্ব ভরি ॥ ৯৯ ॥
এই ছয়রূপে হয় অনন্ত বিভেদ।
অনন্তরূপে একরূপে নাহি কিছু ভেদ ॥ ১০০ ॥
চিচ্ছক্তি স্বরূপ-শক্তি অন্তরঙ্গা নাম।
তাহার বৈভবানন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥ ১০১ ॥
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগত-কারণ।
তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥ ১০২ ॥
জীবশক্তি তটস্থাখ্যা—নাহি যার অন্ত।
মুখ্য তিন শক্তি তার বিভেদ অনন্ত ॥ ১০৩ ॥
এই ত স্বরূপগণ আর তিন শক্তি।
সবার আশ্রয় কৃষ্ণ—কৃষ্ণে সবার স্থিতি ॥ ১০৪ ॥
যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ডগণের পুরুষ আশ্রয়।
সেই পুরুষাদি সবার কৃষ্ণ মূলাশ্রয় ॥ ১০৫ ॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম-ঈশ্বর কৃষ্ণ—সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥ ১০৬ ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ম-অধ্যায়ে
১ম-শ্লোকঃ—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্ব-কারণ-কারণ ॥১০৭॥

শ্রীকৃষ্ণই হইলেন পরমেশ্বর; তাঁহার বিগ্রহ সচ্চিদানন্দ-ময়; তিনি অনাদি; তিনি সকলের আদি; তিনি গোবিন্দ; তিনি সমস্ত মূলের মূল ॥ ১০৭ ॥

এ সব সিদ্ধান্ত তুমি জান ভালমতে।
তবু পূর্ব্বপক্ষ কর আমা চালাইতে ॥ ১০৮ ॥
সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্র-কুমার।
আপনে চৈতন্য-রূপে কৈল অবতার ॥ ১০৯ ॥
অতএব চৈতন্য-গোঁসাই পরতত্ত্ব-সীমা।
তাঁরে ক্ষীরোদশায়ী কহি কি তাঁর মহিমা ॥১১০॥
সেহো ত ভক্তের বাক্য নহে ব্যভিচারী।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে, যাতে অবতারী ॥ ১১১ ॥
অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।
কেহ কোনরূপে কহে যেন যার মতি ॥১১২॥
কৃষ্ণকে কহয়ে কেহো—নর-নারায়ণ।
কেহো কহে—কৃষ্ণ হয় সাক্ষাত বামন ॥ ১১৩ ॥
কেহো কহে, কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ি-অবতার।
অসম্ভব নহে—সত্য বচন সবার ॥ ১১৪ ॥
কেহো কহে—পরব্যোম-নারায়ণ করি।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে, যাতে অবতারী ॥ ১১৫ ॥
সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
এ সব সিদ্ধান্ত শুন করি একমন ॥ ১১৬ ॥
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস ॥ ১১৭ ॥
চৈতন্য-মহিমা জানি এ সব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হৈয়া লাগে মহিমা-জ্ঞান হৈতে ॥১১৮॥
চৈতন্য-প্রভুর মহিমা কহিবার তরে।
কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়া বিস্তারে ॥ ১১৯ ॥
চৈতন্য-গোঁসাইর এই তত্ত্ব-নিরূপণ—।
স্বয়ং ভগবান্ তেঁহো ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১২০ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১২১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে বস্তুনির্দ্দেশ-মঙ্গলাচরণে শ্রীচৈতন্য-তত্ত্ব-নিরূপ নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আশীর্ব্বাদ, মঙ্গলাচরণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারের সামান্য-কারণ বর্ণনাত্মক ৪র্থ শ্লোকের অর্থ-প্রকাশ

শ্রীচৈতন্য-প্রভুং বন্দে যৎপাদাশ্রয়-বীর্য্যতঃ।
সংগৃহ্ণাত্যাকরব্রাতাদজ্ঞঃ সিদ্ধান্ত-সন্মণীন্ ॥ ১ ॥

যাঁহার চরণ আশ্রয় করিলে তৎপ্রভাবে অজ্ঞ ব্যক্তিও শাস্ত্ররূপ খনি-সমূহ হইতে সিদ্ধান্তরূপ মূল্যবান্ মণি-মাণিক্যাদি সংগ্রহ করিতে পারে, সেই শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ শুন ভক্তগণ ॥ ৩ ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে ১ম-অধ্যায়ে ২য়-শ্লোকঃ—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল-রসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরটসুন্দর-দ্যুতিকদম্ব-সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়-কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ৪ ॥*
পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-কুমার।
গোলোক ব্রজের সহ নিত্য বিহার ॥ ৫ ॥
ব্রহ্মার এক দিনে তেঁহো একবার।
অবতীর্ণ হৈয়া করেন প্রকট বিহার ॥ ৬ ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারিযুগ জানি।
সেই চারিযুগে দিব্য একযুগ মানি ॥ ৭ ॥
একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস-ভিতর ॥ ৮ ॥
বৈবস্বত নাম এই সপ্তম মন্বন্তর।
সাতাইশ চতুর্যুগ গেল তাহার অন্তর ॥ ৯ ॥
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিত হয় কৃষ্ণের প্রকাশে ॥ ১০ ॥

* ইহার অনুবাদ ২৬ পৃষ্ঠায় ৪ দাগে দ্রষ্টব্য

দাস্য সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গার চারি রস।
চারি ভাবের ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ ॥ ১১ ॥
দাস সখা পিতামাতা কান্তাগণ লৈয়া।
ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ ১২ ॥
যথেষ্ট বিহরি কৃষ্ণ করে অন্তর্দ্ধান।
অন্তর্দ্ধান করি মনে করে অনুমান ॥ ১৩ ॥
চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান।
ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান ॥ ১৪ ॥
সকল জগতে মোরে করে বিধিভক্তি।
বিধিভক্ত্যে ব্রজের ভাব পাইতে
নাহি শক্তি ॥ ১৫ ॥
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে সব জগত মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥ ১৬ ॥
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে বিধিমার্গে ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠেতে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাইয়া ॥ ১৭ ॥
সার্ষ্টি সারূপ্য আর সামীপ্য সালোক্য।
সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম ঐক্য ॥ ১৮ ॥
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নাম-সংকীর্ত্তন।
চারিভাব-ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন ॥ ১৯ ॥
আপনে করিমু ভক্ত-ভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখাইমু সবারে ॥ ২০ ॥
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এই ত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায় ॥ ২১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ৪।৮ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ২২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে অর্জ্জুন! সাধু অর্থাৎ সজ্জন বা ভক্তগণের রক্ষার নিমিত্ত এবং ভক্তদ্রোহী ও দুষ্টগণের বিনাশের নিমিত্ত, তথা ধ্যানাদি যুগধর্ম্ম সম্যকরূপে স্থাপন

করিবার নিমিত্ত, আমি যুগে যুগে (যুগাবতার-রূপে) অবতীর্ণ হইয়া থাকি ॥ ২২ ॥

তত্রৈব ৩।২৪ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি
শ্রীভগবদ্বাক্যং —

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহং।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! আমি যদি ধর্ম্মকর্ম্ম না করি, তবে আমার দেখাদেখি কেহই ধর্ম্মকর্ম্ম করিবে না; সুতরাং তখন ধর্ম্মাধর্ম্মের অর্থাৎ পরস্ত্রী-পরপুরুষ গমনাদি-রূপ বিবিধ পাপের ও পুণ্যের কোনও বিচার থাকিবে না, তন্নিমিত্ত লোকসকল পাপ করিয়া উচ্ছন্ন যাইবে ও বর্ণ-সঙ্করের সৃষ্টি হইবে, তাহা হইলে মূলে আমিই এই বর্ণ-সঙ্করোৎপত্তির ও লোকসকলকে পাপী করিয়া তুলিবার কারণ হইব ॥ ২৩ ॥

তত্রৈব ৩।২১ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি
শ্রীভগবদ্বাক্যং —

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২৪ ॥

বিষ্ণুদূত যমদূতকে বলিলেন, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেরূপ আচরণ করেন, সাধারণ লোকেও তদ্রূপ করিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে সমস্ত শাস্ত্রবিধি মানিয়া চলেন, সাধারণেও সেইরূপ চলে ॥ ২৪ ॥

যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজ-প্রেম দিতে ॥ ২৫

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ৯৩-অঙ্ক-ধৃত শ্লোক :—

সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতো ভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো
ভবতি ॥ ২৬ ॥

পদ্মনাভ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বহু বহু অবতার আছেন সত্য, কিন্তু তিনি ব্যতীত অন্য আর কে আছেন, যিনি লতাকে পর্য্যন্তও প্রেম দিয়াছেন? ॥ ২৬ ॥

তাহাতে আপন-ভক্ত লৈয়া সব সঙ্গে।
পৃথিবীতে অবতরি করিব নানা রঙ্গে ॥ ২৭ ॥
এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়।*
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনে নদীয়ায় ॥ ২৮ ॥
চৈতন্য-সিংহের নবদ্বীপে অবতার।
সিংহগ্রীব সিংহবীর্য্য সিংহের হুঙ্কার ॥ ২৯ ॥
সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয়-কন্দরে।
কল্মষ-দ্বিরদ নাশে যাঁহার হুঙ্কারে ॥ ৩০ ॥
প্রথম লীলায় তাঁর বিশ্বম্ভর নাম।
ভক্তি-রসে ভরিল ধরিল ভূতগ্রাম ॥ ৩১ ॥
ডুভৃঞ্ ধাতুর অর্থ ধারণ পোষণ।
ধরিল পোষিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন ॥ ৩২
শেষ-লীলায় নাম ধরে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।
কৃষ্ণ জানাইয়া সব বিশ্ব কৈল ধন্য ॥ ৩৩ ॥
তাঁর যুগাবতার জানি গর্গ-মহাশয়।
কৃষ্ণের নামকরণে করিয়াছে নির্ণয় ॥ ৩৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৮।১৩ শ্লোকে
নন্দং প্রতি গর্গবাক্যং —

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং
কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ৩৫ ॥

গর্গমুনি বলিলেন, হে মহারাজ নন্দ! চারি যুগের প্রত্যেক যুগেই দেহধারণকারী তোমার এই পুত্রের তিনটি বর্ণ হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে দ্বাপরে ইঁহার কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে ॥ ৩৫ ॥

* যুগ চারিটি, যথা—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশের সহিত এই চারিটি যুগের পরিমাণ দৈবপরিমাণে দ্বাদশসহস্র বৎসর অর্থাৎ মানব পরিমাণে ৪৩২০০০০ বৎসর।

শুক্ল রক্ত পীতবর্ণ এই তিন দ্যুতি।
সত্য ত্রেতা কলিকালে ধরেন শ্রীপতি ॥ ৩৬
ইদানীং দ্বাপরে তিঁহো হৈলা কৃষ্ণবর্ণ।
এই সব শাস্ত্রাগম পুরাণের মর্ম্ম ॥ ৩৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৫।২৭ শ্লোকে জনক প্রতি যোগেন্দ্রবাক্য —

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥ ৩৮ ॥

মহাযোগীন্দ্র করভাজন জনক রাজাকে বলিলেন, দ্বাপর-যুগে ভগবান শ্যামবর্ণ, পীতবসন ও চক্রাদি-ধারী হইয়া এবং শ্রীবৎসাদি-চিহ্নাঙ্কিত ও কৌস্তুভাদি পরিশোভিত হইয়া অবতীর্ণ হন ॥ ৩৮ ॥

কলিকালে যুগধর্ম্ম—নামের প্রচার।
তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার ॥ ৩৯ ॥
তপ্তহেম-সম কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
নবমেঘ জিনি কণ্ঠধ্বনি যে গম্ভীর ॥ ৪০ ॥
দৈর্ঘ্যে বিস্তারে যেই আপনার হাতে।
চারি হস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে ॥ ৪১ ॥
ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডল হয় তার নাম।
ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডল-তনু চৈতন্য গুণধাম ॥ ৪২ ॥
আজানুলম্বিত-ভুজ কমল-লোচন।
তিলফুলসম-নাসা সুধাংশু-বদন ॥ ৪৩ ॥
শান্ত দান্ত কৃষ্ণভক্তি-নিষ্ঠা-পরায়ণ।
ভক্তবৎসল সুশীল সর্ব্বভূতে সম ॥ ৪৪ ॥
চন্দনের অঙ্গদ বালা চন্দন ভূষণ।
নৃত্যকালে পরি করে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৪৫ ॥
এই সব গুণ লৈয়া মুনি বৈশম্পায়ন।
সহস্র-নামে কৈল তাঁর নাম-গণন ॥ ৪৬ ॥
দুই লীলা চৈতন্যের—আদি আর শেষ।
লীলায় চারি চারি নাম বিশেষ ॥ ৪৭ ॥

তথাহি মহাভারতে দানধর্ম্মে ১৪৯ অধ্যায়ে বিষ্ণুসহস্রনাম স্তোত্রে—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। *
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তি-পরায়ণঃ ॥ ৪৮ ॥

সহস্র নামের মধ্যে সুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ, বরাঙ্গ, চন্দনাঙ্গদী, সন্ন্যাসকৃৎ, শম, শান্ত ও নিষ্ঠা-শান্তিপরায়ণ—এগুলি তাঁহার (শ্রীবিষ্ণুর) এক একটি নাম ॥ ৪৮ ॥

ব্যক্ত করি ভাগবতে কহে আরবার।
কলিযুগে কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন সার ॥ ৪৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৫।২৮-২৯ শ্লোকে জনকং প্রতি করভাজনবাক্যং—

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ! স্তুবন্তি জগদীশ্বরং।
নানাতন্ত্র-বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ॥ ৫০ ॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ৫১ ॥

করভাজন জনকরাজাকে বলিলেন, হে রাজন! ভগবান দ্বাপরে অবতীর্ণ হইলে লোকে এমন নানা তন্ত্রের বিধান দ্বারা তাঁহার স্তব ও পূজা করে, তদ্রূপ কলিতেও তিনি অবতীর্ণ হইলে লোকে যেরূপে তাঁহার স্তব ও পূজা করে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। কলিযুগে যিনি সর্ব্বদাই মুখে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিতেছেন এবং যাঁহার দেহের বর্ণ পীত, সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ তাঁহার অঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত, উপাঙ্গ শ্রীশ্রীবাসাদি, অস্ত্র শ্রীহরিনাম ও পার্ষদ শ্রীগদাধরাদির সহিত সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান যজ্ঞ দ্বারা অর্থাৎ সঙ্কীর্ত্তনাদিসহযোগে সেই গৌরবর্ণ পুরুষের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন ॥ ৫০-৫১ ॥

শুন ভাই এই সব চৈতন্য-মহিমা।
এই শ্লোকে কহে তাঁর মহিমার সীমা ॥ ৫২ ॥

* সু উত্তম বর্ণ অক্ষর আছে যাহাতে, তাহা হইল সুবর্ণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ; তাঁহাকে যিনি বর্ণনা অর্থাৎ কীর্ত্তন করেন, তিনি হইলেন সুবর্ণবর্ণ অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ।

'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তেঁহো বর্ণে নিজ-সুখে ॥ ৫৩ ॥
কৃষ্ণবর্ণ শব্দের অর্থ দুই ত প্রমাণ।
কৃষ্ণ বিনা তাঁর মুখে নাহি আইসে আন ॥ ৫৪ ॥
কেহো তাঁরে বলে যদি কৃষ্ণ-বরণ।
আর বিশেষণে তার করে নিবারণ ॥ ৫৫ ॥
দেহ-কান্ত্যে হয় তেঁহো অকৃষ্ণ-বরণ।
অকৃষ্ণ-বরণে কহে পীত-বরণ ॥ ৫৬ ॥

অতএব শ্রীরূপগোস্বামি-পাদেন স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্য দ্বিতীয়াষ্টকে নির্ণীতমস্তি—

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভরা-
দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্ত্তনময়ৈঃ।
উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিল-চতুর্থাশ্রম-জুষাং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৫৭ ॥

কলিযুগে পণ্ডিতব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞ দ্বারা যাঁহার সাক্ষাৎ অর্চ্চনা করেন, যিনি ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় শ্যামবর্ণ হইয়াও স্বীয় অঙ্গ কান্তিতে গৌরবর্ণ এবং বিদ্বান্‌গণ যাঁহাকে সমস্ত সন্ন্যাসীদিগের উপাস্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব আমাদিগকে অতীব কৃপা করুন ॥ ৫৭ ॥

প্রত্যক্ষ তাঁহার তপ্ত-কাঞ্চনের দ্যুতি।
যাহার ছটায় নাশে অজ্ঞান-তমস্ততি ॥ ৫৮ ॥
জীবের কল্মষ-তমো নাশ করিবারে।
অঙ্গ উপাঙ্গ নাম নানা অস্ত্র ধরে ॥ ৫৯ ॥
ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম—ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম।
তাহার কল্মষ নাম—সেই মহাতমঃ ॥ ৬০ ॥
বাহু তুলি 'হরি' বলি প্রেমদৃষ্ট্যে চায়।
করিয়া কল্মষ-নাশ প্রেমেতে ভাসায় ॥ ৬১ ॥

তথাহি তত্রৈব—

স্মিতালোকঃ শোকং হরতি জগতাং যস্য পরিতো
গিরাস্তু প্রারম্ভঃ কুশল-পটলীং পল্লবয়তি।
পদালম্ভঃ কং বা প্রণয়তি ন হি প্রেম-নিবহং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতি তরাং
নঃ কৃপয়তু ॥ ৬২ ॥

যাঁহার মৃদুমধুর-হাস্যকটাক্ষ জগজ্জীবের সর্ব্ববিধ দুঃখ হরণ করে, যাঁহার কথা অর্থাৎ নাম, গুণ বা লীলাকথা বলিবার উদ্যোগ করিবামাত্রই নিখিল মঙ্গল লাভ হয় এবং যাঁহার পাদাশ্রয় করিলে কেই বা কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত না হয় অর্থাৎ সকলেই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করে, সেই শ্রীচৈতন্যদেব আমাদিগকে সাতিশয় কৃপা করুন ॥ ৬২ ॥

শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন।
তার পাপ ক্ষয় হয়—পায় প্রেমধন ॥ ৬৩ ॥
অন্য অবতারে সব সৈন্য শস্ত্র সঙ্গে।
চৈতন্য-কৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ উপাঙ্গে ॥ ৬৪ ॥
অঙ্গোপাঙ্গ-অস্ত্রে করে স্বকার্য্য সাধন।
অঙ্গ শব্দের আর অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ৬৫ ॥
অঙ্গ শব্দে অংশ কহে—শাস্ত্র-পরমাণ।
অঙ্গের অবয়ব তার উপাঙ্গ-ব্যাখ্যান ॥ ৬৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।১৪)—

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিল-লোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ৬৭ ॥ *

অস্যার্থঃ।

জলশায়ী অন্তর্যামী যেই নারায়ণ।
সেহো তোমার অংশ—তুমি মূল কারণ ॥ ৬৮ ॥
অঙ্গ শব্দে অংশ কহে সেহো সত্য হয়।
মায়া-কার্য্য নহে—সব চিদানন্দময় ॥ ৬৯ ॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ চৈতন্যের দুই অঙ্গ।
অঙ্গের অবয়বগণ কহিয়ে উপাঙ্গ ॥ ৭০ ॥

* অনুবাদ ৩৬ পৃষ্ঠায় ৩০ দাগে দ্রষ্টব্য।

অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রভুর সহিতে।
সেই সব অস্ত্র হয় পাষণ্ড দলিতে ॥ ৭১ ॥
নিত্যানন্দ-গোঁসাই সাক্ষাত হলধর।
অদ্বৈত-আচার্য্য-গোঁসাই সাক্ষাত ঈশ্বর ॥ ৭২ ॥
শ্রীবাসাদি পারিষদ-সৈন্য সঙ্গে লৈয়া।
দুই সেনাপতি বুলে কীর্ত্তন করিয়া ॥ ৭৩ ॥
পাষণ্ডদলন-বানা নিত্যানন্দ-রায়। *
আচার্য্য-হুঙ্কারে পাপ-পাষণ্ডী পলায় ॥ ৭৪ ॥
সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য ॥ ৭৫ ॥
সেই ত সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্ব যজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনাম-যজ্ঞ সার ॥ ৭৬ ॥
কোটি অশ্বমেধ এক-কৃষ্ণনাম-সম।
যেই কহে সে পাষণ্ডী—দণ্ডে তারে যম ॥ ৭৭
ভাগবতসন্দর্ভ-গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে।
এই শ্লোক জীবগোঁসাই করেছেন ব্যাখ্যানে ॥ ৭৮

তথাহি ভাগবতসন্দর্ভে মঙ্গলাচরণে ২য়-শ্লোকঃ—

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদি-বৈভবং।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণ-
চৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥ ৭৯

যাঁহার বর্ণ অন্তরে কৃষ্ণ ও বাহিরে গৌর অর্থাৎ যিনি ভিতরে নন্দনন্দন শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ ও বাহিরে শচীনন্দন গৌরসুন্দর গৌরাঙ্গ এবং যিনি শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত-শ্রীবাসাদি স্বপার্ষদ-রূপ অঙ্গাদি দ্বারা স্বীয় প্রেমবিতরণ-রূপ অদ্ভুত মহিমা প্রকট করিয়াছেন, আমি সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান অর্চ্চনা দ্বারা সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আশ্রয় লইলাম ॥ ৭৯ ॥

উপপুরাণেহ শুনি শ্রীকৃষ্ণ-বচন।
কৃপা করি ব্যাস-প্রতি কহিয়াছেন কথন ॥ ৮০ ॥

তথাহি উপপুরাণে—

অহমেব ক্বচিদ্ব্রহ্মন্! সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্ ॥৮১॥

শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবকে বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি কোনও কলিযুগে সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক পাপহত লোকদিগকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইব ॥ ৮১ ॥

ভাগবত ভারত শাস্ত্র আগম পুরাণ—।
চৈতন্য কৃষ্ণ-অবতার প্রকট প্রমাণ ॥ ৮২ ॥
প্রত্যক্ষ দেখহ নানা প্রকট প্রভাব।
অলৌকিক কর্ম্ম অলৌকিক অনুভাব ॥ ৮৩ ॥
দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলূকে না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ ॥ ৮৪ ॥

তথাহি যামুনাচার্য্যস্তোত্রে ১৫শ-শ্লোকঃ—

ত্বাং শীল-রূপ-চরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাত-দৈব-পরমার্থবিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুর-প্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুং ॥ ৮৫ ॥

হে ভগবন্! তোমার পরমোৎকৃষ্ট স্বভাব, রূপ ও লীলা এবং শুদ্ধসত্ত্ব জনিত তোমার অলৌকিক বীর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াও, শাস্ত্রোক্ত উপদেশ ও তোমার গুণকীর্ত্তনাদি শ্রবণ করিয়াও এবং শুভাশুভ ও পরমার্থতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মত পর্য্যালোচনা করিয়াও, অসুর-প্রকৃতি লোকে অর্থাৎ অভক্তেরা তোমাকে জানিতে পারে না ॥ ৮৫ ॥

আপনা লুকাইতে প্রভু নানা যত্ন করে।
তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে ॥ ৮৬ ॥

তথাহি তত্রৈব ১৮শ-শ্লোকঃ—

উল্লঙ্ঘিত-ত্রিবিধসীম-সমাতিশায়ি-
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িম-স্বভাবং।
মায়া-বলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্য-ভাবাঃ ॥ ৮৭

তোমার প্রভুত্বের স্বভাব দেশ, কাল ও

* পাষণ্ড-দলনই হইতেছে বানা অর্থাৎ পতাকা বা চিহ্ন যাঁর অর্থাৎ যিনি পাষণ্ডদলন-রূপ চিহ্নে পরিশোভিত

অর্থাৎ তোমার মত এরূপ অপরিমিত বা তদধিক প্রভাব কোনও স্থানেও নাই, কোনও কালেও হয় নাই বা হইবেও না এবং অন্য কাহাতেও নাই; কিন্তু তুমি যোগমায়ার শক্তিতে আত্মগোপন করিলেও, তোমার ঐকান্তিক ভক্তগণ তোমাকে ধরিয়া ফেলেন ॥ ৮৭ ॥

অসুর-স্বভাবে কৃষ্ণে কভু নাহি জানে। *
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজনস্থানে ॥ ৮৮ ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসধৃতবিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-
বচনং—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥ ৮৯॥

ইহজগতে দুই প্রকার লোক সৃষ্ট হইয়াছে—দৈব অর্থাৎ দেব-প্রকৃতি ও আসুর অর্থাৎ অসুর-প্রকৃতি। বিষ্ণুভক্তগণ হইলেন দৈব ও অভক্তগণ হইল আসুর ॥ ৮৯ ॥

আচার্য্য-গোঁসাই প্রভুর ভক্ত-অবতার।
কৃষ্ণ-অবতার হেতু যাঁহার হুঙ্কার ॥ ৯০ ॥
কৃষ্ণ যদি পৃথিবীতে করেন অবতার।
প্রথমে করেন গুরুবর্গের সঞ্চার ॥ ৯১ ॥
পিতা মাতা গুরু আদি যত মান্যগণ।
প্রথমে করেন সবার পৃথিবীতে জনম ॥ ৯২ ॥
মাধব-ঈশ্বর-পুরী শচী জগন্নাথ। †
অদ্বৈত-আচার্য্য প্রকট হৈলা সেই সাথ ॥ ৯৩ ॥
প্রকটিয়া দেখে আচার্য্য সকল সংসার।
কৃষ্ণভক্তি-গন্ধহীন বিষয়-ব্যবহার ॥ ৯৪ ॥
কেহো পাপে কেহো পুণ্যে করে বিষয় ভোগ।
ভক্তি-গন্ধ নাহি যাতে যায় ভবরোগ ॥ ৯৫ ॥

লোক-গতি দেখি আচার্য্য করুণ-হৃদয়।
বিচার করেন লোকের কৈছে হিত হয় ॥ ৯৬ ॥
আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার।
আপনি আচরি ভক্তি করেন প্রচার ॥ ৯৭ ॥
নাম বিনে কলিকালে ধর্ম্ম নাহি আর।
কলিকালে কৈছে হবে কৃষ্ণ-অবতার ॥ ৯৮ ॥
শুদ্ধভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন।
নিরন্তর সদৈন্যে করিব নিবেদন ॥ ৯৯ ॥
আনিয়া কৃষ্ণেরে করোঁ কীর্ত্তন প্রচার।
তবে সে 'অদ্বৈত'-নাম সফল আমার ॥ ১০০ ॥
কৃষ্ণ বশ করিবেন কোন্ আরাধনে।
বিচারিতে এক শ্লোক আইল তাঁর মনে ॥ ১০১ ॥

তথাহি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ১১শ-বিলাসে
গৌতমীয়-তন্ত্রোক্ত-নারদ-বচনং—

তুলসীদল-মাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো
ভক্তবৎসলঃ ॥ ১০২ ॥

ভক্ত একটিমাত্র তুলসীপত্র ও এক গণ্ডূষ জল দিলেই, ভক্ত-বৎসল ভগবান্ ভক্তের নিকট আত্মবিক্রয় করেন অর্থাৎ তাহার অধীন বা বশীভূত হইয়া পড়েন ॥ ১০২ ॥

এই শ্লোকার্থ আচার্য্য করেন বিচারণ।
কৃষ্ণকে তুলসী জল দেয় যেই জন ॥ ১০৩ ॥
তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন।
জল-তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন ॥ ১০৪ ॥
তবে আত্মা বেচি করে ঋণের শোধন।
এত ভাবি আচার্য্য করেন আরাধন ॥ ১০৫ ॥
গঙ্গাজল তুলসী-মঞ্জরী অনুক্ষণ।
কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ভাবি করে সমর্পণ ॥ ১০৬ ॥
কৃষ্ণের আহ্বান করেন করিয়া হুঙ্কার।
এইমতে কৃষ্ণেরে করাইল অবতার ॥ ১০৭ ॥
চৈতন্যের অবতারে এই মুখ্য হেতু।
ভক্তের ইচ্ছায় অবতরে ধর্ম্মসেতু ॥ ১০৮ ॥

* অসুর-স্বভাবে অর্থাৎ দৈত্যভাবাপন্ন লোকে বা অভক্তেরা।

† মাধব-ঈশ্বর-পুরী—মাধবেন্দ্র-পুরী ও ঈশ্বরপুরী। ঈশ্বর-পুরী হইলেন মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু ও মাধবেন্দ্র-পুরী হইলেন ঈশ্বর-পুরীর দীক্ষাগুরু বা মহাপ্রভুর পরমগুরু।

তথাহি শ্রীমদ্‌ভাগবতে ৩।৯।১১ শ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি ব্রহ্মস্তুতিবচনং—

ত্বং ভক্তিযোগ-পরিভাবিত-হৃৎসরোজ
আস্‌সে শ্রুতেক্ষিত-পথো নানু নাথ ! পুংসাং ।
যদ্‌যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি,
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥ ১০৯ ॥

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, হে নাথ! শাস্ত্রাদি শ্রবণ দ্বারা, যে তোমাকে পাইবার পথ অবগত হওয়া যায় এবং যে তুমি ভক্তি যোগ পরিপূরিত ভক্তের হৃৎ-কমলে বাস কর, সেই তোমার ভক্তগণ, ঐরূপ শ্রবণাদি না করিয়াও, স্বেচ্ছাক্রমে তোমার যে যে রূপ চিন্তা করেন, তুমি তোমার ঐ সমস্ত ভক্ত বা সাধুগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া, তাঁহাদের নিকট সেই সেই রূপানুযায়ী মূর্ত্তি সকল প্রকট করিয়া থাক ॥ ১০৯ ॥

এই শ্লোকের অর্থ সংক্ষেপের সার—
"ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব্ব অবতার" ॥ ১১০ ॥
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ হৈল সুনিশ্চিতে ।
অবতীর্ণ হৈলা গৌর প্রেম প্রকাশিতে ॥ ১১১ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১১২ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে আশীর্ব্বাদ-মঙ্গলাচরণে চৈতন্যাবতার-সামান্যকারণং নাম তৃতীযঃ পরিচ্ছেদ ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যাবতারের মূ।-প্রয়োজন কথনাত্মক ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্লোকের অর্থ-প্রকাশ

শ্রীচৈতন্য-প্রসাদেন তদ্রূপস্য বিনির্ণয়ং ।
বালোহপি কুরুতে শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা ব্রজ-
বিলাসিনঃ ॥ ক ॥

শ্রীচৈতন্য-প্রসাদে অজ্ঞ ব্যক্তিও শাস্ত্রালোচনা করিয়া ব্রজ-বিহারী শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্যরূপের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় ॥ ক ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১ ॥
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ ।
পঞ্চম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ২ ॥
মূল শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ ।
অর্থ লাগাইতে আগে কহিয়ে আভাস ॥ ৩ ॥
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ এই কৈল সার ।
প্রেম নাম প্রচারিতে এই অবতার ॥ ৪ ॥
সত্য এই হেতু, কিন্তু এহো বহিরঙ্গ ।
আর এক হেতু শুন—আছে অন্তরঙ্গ ॥ ৫ ॥
পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে ।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা শাস্ত্রের প্রচারে ॥ ৬ ॥
স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার-হরণ ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগত পালন ॥ ৭ ॥
কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার-কাল ।
ভারহরণ-কাল তাতে হৈল মিশাল ॥ ৮ ॥
পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে ।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে ॥ ৯ ॥
নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার । *
যুগ-মন্বন্তরাবতার যত আছে আর ॥ ১০ ॥
সবে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ ।
ঐছে অবতারে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ ॥ ১১ ॥

* চতুর্ব্যূহ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ।
মৎস্যাদ্যবতার—মৎস্য-কূর্মাদি দশটি লীলাবতার ।

অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণু-দ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর সংহারে ॥ ১২ ॥
আনুষঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর-মারণ।
যে লাগি অবতার—কহি সে মূল কারণ ॥ ১৩ ॥
প্রেমরস-নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥ ১৪ ॥
রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু দুই ইচ্ছার উদ্গম ॥ ১৫ ॥
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥ ১৬ ॥
আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥ ১৭ ॥
আমারে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥ ১৮ ॥

তথাহি শ্রীগীতায়াং ৪র্থ অঃ ১১শ-শ্লোকঃ—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! আমাকে যে ভক্ত যে ভাবে ভজনা করে, আমিও তাহাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করি। মনুষ্যগণ সর্ব্ব-প্রকারে আমাকে পাইবার পথেরই অনুসরণ করিতেছে ॥ ১৯ ॥

মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধ-রতি ॥ ২০ ॥
আপনারে বড় মানে, আমারে সম হীন।
সর্ব্বভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥ ২১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৮২।৩১ শ্লোকঃ—

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎ-স্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥২২॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে গোপীগণ! শ্রবণকীর্ত্তনাদি নববিধ সাধন ভক্তির মধ্যে যে কোনও একটি অথবা আমার প্রতি ভক্তিমাত্রই জীবগণকে সংসার-মুক্ত করিয়া আমার পার্ষদ হইবার যোগ্য করে। অতএব, আমাকে প্রাপ্ত করান এইরূপ যে স্নেহ আমার প্রতি তোমাদের রহিয়াছে, তাহা অতীব কল্যাণকর ॥ ২২ ॥

মাতা মোরে পুত্র-ভাবে করেন বন্ধন।
অতি-হীন-জ্ঞানে করে লালন-পালন ॥ ২৩ ॥
সখা শুদ্ধ-সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড় লোক—তুমি আমি সম ॥ ২৪ ॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে সেই হরে মোর মন ॥ ২৫ ॥
এই শুদ্ধিভক্তি লৈয়া করিমু অবতার।
করিব বিবিধ ভাতি অদ্ভুত বিহার ॥ ২৬ ॥
বৈকুণ্ঠাদ্যে যে যে লীলার নাহিক প্রচার।
সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার ॥ ২৭ ॥
মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি-ভাবে। *
যোগমায়া করিবেক আপন-প্রভাবে ॥ ২৮ ॥
আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ। †
দোঁহার রূপ-গুণে দোঁহার নিত্য হরে মন ॥ ২৯ ॥
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দোঁহে করায় মিলন।
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন ॥ ৩০ ॥
এই সব রস-নির্য্যাস করিব আস্বাদ।
এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ ॥ ৩১ ॥
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ। ‡
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম ॥ ৩২ ॥

---

* যে ব্যক্তি অনুরাগবশতঃ নিজধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরকীয়া রমণীতে আসক্ত হইয়া থাকে এবং সেই রমণীর প্রেমকেই সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করে, শাস্ত্রমতে সেই ব্যক্তিই উপপতি।

† ভাগবতের দশমস্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন গোপীরা কৃষ্ণের নিকট গমন করিত, তখন যোগমায়া-সৃষ্ট গোপীমূর্ত্তিগণ গোপীগণের গৃহে অবস্থান করিত। সুতরাং ব্রজবাসীরা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া স্ব স্ব স্ত্রীগণকে নিজ গৃহ মধ্যে বিদ্যমানা বলিয়া মনে করিত ও নিশ্চিন্ত চিত্তে অবস্থান করিত। এ জন্য তাহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষ-ভাব পোষণ করেন নাই।

‡ যে স্নেহের মধ্যে সুখ ও দুঃখ বিশেষভাবে আত্ম-প্রকাশ করে, তাহাকে রাগ বলে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩৩।৩৬ শ্লোকঃ—

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো
ভবেৎ ॥ ৩৩ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপ্তকাম হইয়াও ভক্তবর্গের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্তই মনুষ্যশরীর ধারণপূর্ব্বক বিবিধ লীলাবিস্তার করিয়া থাকেন। ঐ সকল লীলাও আবার বহির্দৃষ্টিতে নিন্দনীয়রূপে প্রতিভাত হইলেও উহাদিগের শ্রবণে, মুক্ত ও মুমুক্ষুর কথা দূরে থাকুক, বহির্ম্মুখ বিষয়ী পর্য্যন্ত সকলকেই ভগবৎপরায়ণ করিয়া দেয় ॥ ৩৩ ॥

ভবেৎ ক্রিয়া বিধিলিঙ্, সেই ইহা কয়—। *
কর্ত্তব্য অবশ্য এই, অন্যথা প্রত্যবায় ॥ ৩৪ ॥
এই বাঞ্ছা যৈছে কৃষ্ণের প্রাকট্য-কারণ।
অসুর-সংহার আনুষঙ্গ-প্রয়োজন ॥ ৩৫ ॥
এইমতে চৈতন্য-কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্।
যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম ॥ ৩৬ ॥
কোনো কারণে যবে হৈল অবতারে মন।
যুগধর্ম্ম-কালের হৈল সে কালে মিলন ॥ ৩৭ ॥
দুই হেতু অবতরি লৈয়া ভক্তগণ।
আপনে আস্বাদে প্রেম নাম-সংকীর্ত্তন ॥ ৩৮ ॥†
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে।
নাম-প্রেম-মালা গাঁথি পরাইল সংসারে ॥ ৩৯ ॥
এইমত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার।
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার ॥ ৪০ ॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।
চারি ভাবের চতুর্ব্বিধ ভক্ত সে আধার ॥ ৪১ ॥
নিজ-নিজ-ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে।
নিজ-ভাবে করে কৃষ্ণসুখ-আস্বাদনে ॥ ৪২ ॥
তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি। *
সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী ॥ ৪৩ ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণ-বিভাগে
স্থায়িভাব-লহর্য্যাং ২১শ-শ্লোকঃ—

যথোত্তরমসৌ স্বাদ-বিশেষোল্লাসময্যপি।
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ ॥৪৪॥

শান্ত, দাস্যাদি পঞ্চবিধ রতি পর পর অধিকতর স্বাদু হইলেও, ভক্তের বাসনাভেদে কোন রতি কাহারও পক্ষে অধিক স্বাদু হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

অতএব মধুর-রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া-পরকীয়া-ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান ॥ ৪৫ ॥†
পরকীয়া-ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥ ৪৬ ॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি ॥ ৪৭ ॥

---

* 'ভূ' ধাতুর বিধিলিঙের ১ম পুরুষের এক বচনে 'ভবেৎ' এই ক্রিয়াপদ হয়। ভবেৎ ক্রিয়াপদটি বিধিলিঙ হওয়ায়, উহাতে ইহাই বলিতেছে যে, কৃষ্ণলীলাকথা শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণপরায়ণ বা তদীয় লীলা-কথায় শ্রদ্ধাবান হওয়া সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য অর্থাৎ সকলেই যেন লীলা-কথা অবশ্যই শ্রবণ করেন ও তদ্বিষয়ে নিষ্ঠাবান হন, নতুবা অমঙ্গল ও পাপের কারণ হইবে।

† দুই হেতু—দুই কারণে অর্থাৎ (১) নিজে প্রেমরস আস্বাদন করিবার জন্য ও (২) জগতে উহা বিতরণ করিবার জন্য।

* তটস্থ হইয়া—তীরে থাকিয়া অর্থাৎ কোনও রসে মগ্ন না হইয়া, সুতরাং অর্থ হইল—নিরপেক্ষভাবে।

† হরি এবং হরিণলোচনা নারীর স্মরণ-কীর্ত্তনাদি অষ্টপ্রকার সম্ভোগের আদি কারণকেই মধুর-রস কহে।

স্বকীয়া—শাস্ত্রবিধি-অনুসারে বিবাহিতা যে স্ত্রী, যথা দ্বারকার রুক্মিণী, সত্যভামাদি শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া।

পরকীয়া—যাহারা ইহলোক পরলোকের অপেক্ষা না করিয়া কেবল অনুরাগ ভরে পর-পুরুষে আত্ম-সমর্পণ করে এবং যাহারা বিবাহবিধি অনুসারে স্ত্রী-রূপে গৃহীতা নহে, তাহাদের নাম পরকীয়া, যেমন ব্রজে গোপীগণ হইলেন শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া।

গৌঢ় নির্ম্মল ভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম। *
কৃষ্ণের মাধুরী-আস্বাদনের কারণ ॥ ৪৮ ॥
অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি।
সাধিলেন নিজ-বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥ ৪৯ ॥

তথাহি স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্য
১ম-স্তবে ২য়-শ্লোকঃ—

সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণত-পটলীনাং মধুরিমা।
বিনির্যাসঃ প্রেম্নো নিখিল-পশুপালাম্বুজ-দৃশাং
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশো-
র্যাস্যতি পদং ॥ ৫০ ॥

যিনি ইন্দ্রাদি দেবতাগণের অভয়-দাতা, যিনি নিখিল-উপনিষৎ-সমূহের লক্ষ্যস্থান অর্থাৎ বেদাদি সমস্ত শাস্ত্র যাঁহাকে উপাস্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যিনি মুনি-গণের ঐহিক পারত্রিকের সর্ব্বস্ব-ধন, যিনি ভক্তবৃন্দের পক্ষে সাক্ষাৎ-মাধুর্য্য-স্বরূপ এবং যিনি নিখিল ব্রজসুন্দরীগণের প্রেমের সার, সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে কি পুনরায় আমি দেখিতে পাইব ? ॥ ৫০ ॥

তথাহি স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্য
২য়-স্তবে ৩য়-শ্লোকঃ—

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্,
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥৫১॥

যিনি নিজ-প্রণয়িজনসমূহের অর্থাৎ প্রণয়িনী ব্রজ-সুন্দরীগণের মধ্যে কোনও একজনের অর্থাৎ শ্রীরাধিকার অনির্ব্বচনীয় মধুর-প্রেমরসরাশি হরণ করিয়া, স্বয়ং উহা উপভোগের নিমিত্ত, ইহজগতে নিজ-দেহে সেই শ্রীরাধিকার কান্তি প্রকট করিয়া স্বীয় শ্যামকান্তিকে আচ্ছাদিত করিয়াছেন, সেই দেব শ্রীকৃষ্ণ, যিনি এখন শ্রীচৈতন্যরূপে দেহ ধারণ করিয়াছেন অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি আমাদিগকে সাতিশয় কৃপা করুন ॥ ৫১ ॥

ভাব-গ্রহণ-হেতু কহিল ধর্ম্ম-স্থাপন।
মূল হেতু আগে শ্লোকে করি বিবরণ ॥ ৫২ ॥
ভাব-গ্রহণের এই শুনহ প্রকার।
তা লাগি পঞ্চম শ্লোকের করিয়ে বিচার ॥ ৫৩ ॥
এই ত পঞ্চম শ্লোকের কহিল আভাস।
এবে করি এই শ্লোকের অর্থ পরকাশ ॥ ৫৪ ॥

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়াং শ্লোকঃ—

রাধা কৃষ্ণ-প্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধা-ভাবদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি
কৃষ্ণ-স্বরূপং ॥ ৫৫ ॥ *

রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি ॥ ৫৬ ॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য-গোসাই।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই ॥ ৫৭ ॥
ইথি লাগি আগে কহি তার বিবরণ।
যাহা হৈতে হয় গৌরের মহিমা-কথন ॥ ৫৮ ॥
রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।
'স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনী' নাম যাঁহার ॥ ৫৯ ॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দ আস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ ॥ ৬০ ॥

* শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকার চরমোৎকর্ষ-প্রাপ্ত স্বসুখ-বাসনা-স্পর্শহীন বিশুদ্ধ-পরকীয়া-ভাবময় যে প্রেম, তাহাই হইল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীব্রজগোপীগণের অবশ্য সকলেরই এই ভাবের প্রেম, তার মধ্যে শ্রীরাধিকার প্রেমভাবই হইল সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ—এরূপ শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি অন্য আর কাহারও নাই বা হইতেও পারে না।

* অনুবাদ ২৬ পৃষ্ঠায় ৫ দাগে দ্রষ্টব্য

সচ্চিদানন্দ-পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ ॥ ৬১ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ—যারে জ্ঞান করি মানি ॥ ৬২ ॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে ১ম-অংশে ১২-অঃ ৬৯-শ্লোকঃ—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্ব-সংস্থিতৌ।
হ্লাদ-তাপ-করী মিশ্রা ত্বয়ি নো
গুণ-বর্জ্জিতে ॥ ৬৩ ॥

হে ভগবন্! হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ আপনার এই তিনটি স্বরূপ শক্তি সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত একমাত্র আপনাতেই আছে, জীবে নাই; পরন্তু হ্লাদকরী অর্থাৎ চিত্তানন্দ দায়িনী সাত্ত্বিকী শক্তি, তাপকরী অর্থাৎ বিয়োগাদিজনিত-ক্লেশ-দায়িনী তামসিকী শক্তি এবং আনন্দ ও দুঃখ মিশ্রিত-রূপে প্রদায়িনী রাজসিকী শক্তি—এই তিন প্রকারের প্রাকৃত সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক শক্তি প্রাকৃত সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণাতীত তোমাতে নাই, কিন্তু জীবে আছে ॥ ৬৩ ॥

সন্ধিনীর সার অংশ—শুদ্ধতত্ত্ব নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥ ৬৪ ॥
মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধতত্ত্বের বিকার ॥ ৬৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৪।৩।২৩ শ্লোকঃ—

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে ॥ ৬৬ ॥

শ্রীমহাদেব বলিলেন, শুদ্ধসত্ত্বের নাম বসুদেব অর্থাৎ বসুদেব হইলেন শুদ্ধসত্ত্ব, যেহেতু তাঁহাতে সর্ব্ববিধ আবরণ অর্থাৎ উপাধিহীন পুরুষ শ্রীবাসুদেব প্রকাশ পাইয়াছেন। সেই বিশুদ্ধসত্ত্বভাবাপন্ন বাসুদেব প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া, আমি তাঁহাকে মন দ্বারা বিশেষরূপে চিন্তা করিতেছি ॥ ৬৬ ॥

কৃষ্ণে ভগবত্তা-জ্ঞান সম্বিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥ ৬৭ ॥
হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেম-সার ভাব। *
ভাবের পরমকাষ্ঠা—নাম মহাভাব ॥ ৬৮ ॥
'মহাভাব'-স্বরূপা শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণ-খনি কৃষ্ণ-কান্তা-শিরোমণি ॥ ৬৯ ॥

তথাহি শ্রীউজ্জ্বলনীলমণৌ রাধা-প্রকরণে
২য়-অঙ্কে—

তয়োরপ্যুভয়োর্ম্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাব-স্বরূপেয়ং গুণৈরতি-বরীয়সী ॥ ৭০ ॥

শ্রীরাধা ও শ্রীচন্দ্রাবলী এই দুইয়ের মধ্যে শ্রীরাধিকা হইলেন রূপ গুণ মাধুর্য্যাদি সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠা, যেহেতু তিনি হইলেন মহাভাব-স্বরূপিণী ও দয়াদাক্ষিণ্যাদি সর্ব্বগুণে সর্ব্ব প্রধানা ॥ ৭০ ॥

কৃষ্ণপ্রেমে ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়।
কৃষ্ণের নিজ-শক্তি রাধা—ক্রীড়ার সহায় ॥ ৭১ ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ম-অঃ ৩৭শ শ্লোক :—

আনন্দ-চিন্ময়-রস-প্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৭২ ॥

যিনি সমস্ত গোলোকবাসী ও অন্যান্য প্রিয়বর্গের আত্ম-স্বরূপ অর্থাৎ অত্যন্ত প্রিয়, যাহার প্রিয়তমা ব্রজদেবীগণ আনন্দ-চিন্ময়-রসে অর্থাৎ পরম-প্রেমময় মধুর-রসে সংগঠিত এবং যিনি হ্লাদিনীশক্তিরূপা সেই প্রেয়সীবর্গের সহিত গোলোক-ব্রজে বিরাজ করিতেছেন, আমি সেই আদি-পুরুষ শ্রীগোবিন্দকে ভজনা করি ॥ ৭২ ॥

* অনুরাগ যখন আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও নিজ ভাবের বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হয়, তখন তাহাকে ভাব বলে।

কৃষ্ণেরে করায় যৈছে রস আস্বাদন।
ক্রীড়ার সহায় যৈছে শুন বিবরণ ॥ ৭৩ ॥
কৃষ্ণ-কান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার।
লক্ষ্মীগণ নাম এক, মহিষীগণ আর ॥ ৭৪ ॥
ব্রজাঙ্গনা-রূপ আর—কান্তাগণ-সার।
শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তা-গণের বিস্তার ॥ ৭৫ ॥
অবতারী যৈছে কৃষ্ণ করে অবতার। *
অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের বিস্তার ॥৭৬॥†
লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব-বিলাসাংশ-রূপ।
মহিষীগণ বৈভব-প্রকাশ-স্বরূপ ॥ ৭৭ ॥
আকার-স্বভাব-ভেদে ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহ-রূপ তাঁর—রসের কারণ ॥ ৭৮ ॥
বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহু ত প্রকাশ ॥ ৭৯ ॥
তার মধ্যে ব্রজে নানা-ভাব-রস-ভেদে।
কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক-লীলাস্বাদে ॥ ৮০ ॥
গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দ-মোহিনী।
গোবিন্দ-সর্ব্বস্ব কান্তা সর্ব্ব-শিরোমণি ॥ ৮১ ॥

তথাহি বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রে—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥৮২॥

শ্রীরাধা হইলেন দেবী, কৃষ্ণময়ী, রাধিকা, পরদেবতা সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, সর্ব্বকান্তি, সম্মোহিনী ও পরা ॥ ৮২ ॥

অস্যার্থ ঃ।

দেবী কহি দ্যোতমানা পরমাসুন্দরী।
কিম্বা কৃষ্ণ-ক্রীড়া-পূজার বসতি-নগরী ॥ ৮৩ ॥
কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে ॥ ৮৪ ॥
কিম্বা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি—তাঁর সহ হয় একরূপ ॥ ৮৫ ॥
কৃষ্ণ-বাঞ্ছা-পূর্ত্তি-রূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে ॥ ৮৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩০।২৮ শ্লোকঃ—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥৮৭॥

রাসলীলায় শ্রীরাধা সহ শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে, গোপীগণ কৃষ্ণান্বেষণ করিতে করিতে এক স্থানে শ্রীরাধিকার পদচিহ্ন দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—এই রমণী নিশ্চয়ই সর্ব্ব-দুঃখাপহারী ও সর্ব্ববাঞ্ছা পূর্ণকারী ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা করিয়াছে, নতুবা গোবিন্দ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রীত-চিত্তে ইহাকেই এই নির্জ্জন স্থানে কেন আনয়ন করিবেন ? ॥ ৮৭ ॥

অতএব সর্ব্বপূজ্য পরম-দেবতা।
সর্ব্বপালিকা সর্ব্ব-জগতের মাতা ॥ ৮৮ ॥
সর্ব্বলক্ষ্মী শব্দ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের তিঁহো হয় অধিষ্ঠান ॥ ৮৯ ॥
কিংবা সর্ব্বলক্ষ্মী কৃষ্ণের ষড়বিধ ঐশ্বর্য্য।
তাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি—সর্ব্ব-শক্তি-বর্য্য ॥ ৯০ ॥
সর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-কান্তি বসয়ে যাঁহাতে।
সর্ব্ব-লক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে ॥ ৯১ ॥
কিংবা কান্তি শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে ॥ ৯২ ॥
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ।
সর্ব্বকান্তি শব্দের এই অর্থ-বিবরণ ॥ ৯৩ ॥
জগত-মোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী ॥ ৯৪ ॥
রাধা পূর্ণশক্তি—কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি—শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ ৯৫ ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ ॥ ৯৬ ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলা-রস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥ ৯৭ ॥

---

* অবতারী—যাহা হইতে সমস্ত অবতার হয়।
† অংশিনী—যাহা হইতে সমস্ত অংশ প্রকাশ হয়।

প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরি।
রাধা-ভাব-কান্তি দুই অঙ্গীকার করি ৯৮ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রূপে কৈল অবতার।
এই ত পঞ্চম শ্লোকের অর্থ-পরচার ॥ ৯৯ ॥
ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ।
প্রথমে কহিয়ে সেই শ্লোকের আভাস ॥ ১০০ ॥
অবতরি প্রভু প্রচারিলা সঙ্কীর্ত্তন।
এহো গৌণ হেতু—পূর্ব্বে করিয়াছি সূচন ॥১০১॥
অবতারের আর এক আছে মুখ্য-বীজ।
রসিক-শেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য নিজ ॥ ১০২ ॥
অতি গূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার।
দামোদর-স্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার ॥ ১০৩ ॥
স্বরূপ-গোঁসাই প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এ সব প্রসঙ্গ ॥ ১০৪ ॥
রাধিকার ভাব-মূর্ত্তি প্রভুর অন্তর।
সেই ভাবে সুখ দুঃখ উঠে নিরন্তর ॥ ১০৫ ॥
শেষ-লীলায় প্রভুর কৃষ্ণ-বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ ॥ ১০৬ ॥
রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
সেই ভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রিদিনে ॥ ১০৭ ॥
রাত্রে বিলাপ করে স্বরূপের কণ্ঠ ধরি।
আবেশে আপন-ভাব কহয়ে উঘাড়ি ॥ ১০৮ ॥
যবে যেই ভাব উঠে প্রভুর অন্তর।
সেই গীত শ্লোকে সুখ দেন দামোদর ॥ ১০৯ ॥
এবে কার্য্য নাহি কিছু এসব বিচারে।
আগে ইহা বিবরিব করিয়া বিস্তারে ॥ ১১০ ॥
পূর্ব্বে ব্রজে কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম্ম।
কৌমার পৌগণ্ড আর কৈশোর অতিমর্ম্ম ॥১১১॥*
বাৎসল্য-আবেশে কৈল কৌমার সফল।
পৌগণ্ড সফল কৈল লৈয়া সখাবল ॥ ১১২ ॥
রাধিকাদি লৈয়া কৈল রাসাদি-বিলাস।
বাঞ্ছা ভরি আস্বাদিল রসের নির্য্যাস ॥ ১১৩ ॥
কৈশোর-বয়স, কাম, জগত সকল।
রাসাদি লীলায় তিন করিল সফল ॥ ১১৪ ॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৫।১৩।৫৫)—

সোঽপি কৈশোরক-বয়ো মানয়ন্মধুসূদনঃ।
রেমে স্ত্রীরত্ন-কূটস্থঃ ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ ॥ ১১৫ ॥

মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ শারদীয় নিশায় কামিনীকুল শিরোমণি গোপীগণের মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক, তাঁহাদিগের সহিত বিহার-করতঃ, স্বীয় কৈশোর বয়স সফল করিয়াছিলেন ও তৎসঙ্গে সঙ্গে জগতের অমঙ্গল-সমূহ ধ্বংস করিয়াছিলেন ॥ ১১৫ ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণ-বিভাগে প্রথম লহর্য্যাং ১২৪শ-শ্লোকঃ—

বাচা সূচিত-শর্ব্বরী-রতিকলা-প্রাগল্‌ভ্যয়া রাধিকাং
ব্রীড়া-কুঞ্চিত-লোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ।
তদ্‌বক্ষোরুহ-চিত্রকেলিমকরী-পাণ্ডিত্যপারং গতঃ
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে
বিহারং হরিঃ ॥ ১১৬ ॥

নিশাকালীন রতিক্রীড়াচাতুর্য্য প্রকাশক উদ্ধত বাক্যে শ্রীরাধিকাকে সখীগণের সম্মুখে লজ্জায় মুদ্রিত-নয়না করতঃ, তদীয় স্তন-যুগলে বিচিত্র চিত্র সমূহ রচনা করিয়া কুঞ্জে বিহার-পূর্ব্বক এই শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় কৈশোর বয়সকে সফল করিতেছেন ॥ ১১৬ ॥

তথাহি শ্রীবিদগ্ধমাধবে ৭ম-অঙ্কে ৫ম-শ্লোকঃ—

হরিরেষ ন চেদবাতরিষ্যন্মথুরায়াং মধুরাক্ষি
রাধিকা চ।
অভবিষ্যদিয়ং বৃথা বিসৃষ্টির্মকরাঙ্কস্তু
বিশেষতস্তদাত্র ॥ ১১৭ ॥

* জন্ম হইতে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সকে কৌমার বা বাল্য, ছয় হইতে দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পৌগণ্ড এবং এগার হইতে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত বয়সকে কৈশোর বলে।

শ্রীপৌর্ণমাসী দেবী বলিলেন, হে মধুর-নয়নি বৃন্দে! এই কৃষ্ণ ও রাধিকা যদি মথুরামণ্ডলে অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে বিধাতার সমস্ত সৃষ্টিই ব্যর্থ হইত এবং কাম অর্থাৎ কন্দর্পদেবও ব্যর্থ হইত ॥ ১১৭ ॥

এইমত পূর্ব্বে কৃষ্ণ রসের সদন।
যদ্যপি করিল রস-নির্য্যাস চর্ব্বণ ॥ ১১৮ ॥
তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছিত-পূরণ।
তাহা আস্বাদিতে যদি করিল যতন ॥ ১১৯ ॥
তাঁহার প্রথম বাঞ্ছা করিয়ে ব্যাখ্যান।
কৃষ্ণ কহে—আমি হই রসের নিধান ॥ ১২০ ॥
পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার-প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত ॥ ১২১ ॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কোন্ বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল ॥ ১২২ ॥
রাধিকার প্রেম গুরু, আমি শিষ্য নট।
সদা আমায় নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥ ১২৩ ॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ৮ম-সর্গে ৭৭-শ্লোকঃ —

কস্মাদ্‌বৃন্দে প্রিয়সখি হরেঃ
পাদমূলাৎ কুতোঽসৌ,
কুণ্ডারণ্যে কিমিহ কুরুতে নৃত্যশিক্ষাং গুরুঃ কঃ।
তং ত্বন্মূর্ত্তিঃ প্রতিতরুলতাং দিগ্বিদিক্ষু স্ফুরন্তী
শৈলূষীব ভ্রমতি পরিতো নর্ত্তয়ন্তী
স্বপশ্চাৎ ॥ ১২৪ ॥

শ্রীরাধিকা বলিলেন, হে প্রিয়-সখিবৃন্দে! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? বৃন্দাদেবী বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সমীপ হইতে শ্রীরাধা বলিলেন, তিনি কোথায়? বৃন্দা বলিলেন, রাধাকুণ্ড-তীরস্থ বনে। শ্রীরাধা বলিলেন, সেই বনে তিনি কি করিতেছেন? বৃন্দা বলিলেন, নৃত্য-শিক্ষা করিতেছেন। শ্রীরাধা বলিলেন, নৃত্যশিক্ষার গুরু কে? বৃন্দা বলিলেন, যে তোমার মূর্ত্তি প্রতি তরুলতায় স্ফুরিত হইতেছে, তাহাই প্রধানা নর্ত্তকীর ন্যায় গুরু হইয়া নিজের পিছনে পিছনে কৃষ্ণকে নাচাইতে নাচাইতে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে ॥ ১২৪ ॥

নিজ-প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ।
তাহা হৈতে কোটিগুণ-রাধাপ্রেমাস্বাদ ॥ ১২৫ ॥
আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়।
রাধাপ্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধ-ধর্ম্মময় ॥ ১২৬ ॥
রাধা-প্রেম বিভু যার বাঢ়িতে নাহি ঠাঁই।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়য়ে সদাই ॥ ১২৭ ॥
যাহা হৈতে গুরুবস্তু নাহি সুনিশ্চিত।
তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরব-বর্জ্জিত ॥ ১২৮ ॥
যাহা বহি সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর ॥
তথাপি সর্ব্বদা বাম্য বক্র ব্যবহার ॥ ১২৯ ॥ *

তথাহি শ্রীদানকেলিকৌমুদ্যাং ২য়-শ্লোকঃ—

বিভুরপি কলয়ন্ সদাভিবৃদ্ধিং
গুরুরপি গৌরব-চর্য্যয়া বিহীনঃ।
মুহুরুপচিত-বক্রিমাপি শুদ্ধো
জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ ॥ ১৩০ ॥

যাহা পরিপূর্ণ হইয়াও অনুক্ষণ বর্দ্ধনশীল, যাহা সর্ব্বোত্তম হইয়াও শ্রেষ্ঠত্বাভিমান-হীন এবং যাহা মুহুর্মুহু বক্রভাব ধারণ করিলেও, উহা পরম নির্ম্মল বা সর্ব্বদোষ-পরিশূন্য, শ্রীরাধিকার সেই কৃষ্ণপ্রেম জয়যুক্ত হইতেছে ॥ ১৩০ ॥

সেই প্রেমের শ্রীরাধিকা পরম আশ্রয়।
সেই প্রেমের আমি হই কেবল বিষয় ॥ ১৩১ ॥
বিষয়-জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ ॥ ১৩২ ॥
আশ্রয়-জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি কি করি উপায় ॥ ১৩৩ ॥
কভু যদি এই প্রেমের হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয় ॥ ১৩৪ ॥
এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরম-কৌতুকী।
হৃদয়ে বাঢ়য়ে প্রেম-লোভ ধকধকি ॥ ১৩৫ ॥
এই এক, শুন আর লোভের প্রকার।
স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার ॥ ১৩৬ ॥

* বাম্য—প্রতিকূল।

অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহো নাহি পায় সীমা ॥১৩৭॥
এই প্রেম-দ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি ॥ ১৩৮ ॥
যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎপ্রেম-দর্পণ।
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণে ॥ ১৩৯ ॥*
আমার মাধুর্য্যের নাহি বাঢ়িতে অবকাশে।
এ দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে ॥ ১৪০ ॥
মোর মাধুর্য্য রাধাপ্রেম দোঁহে হোড় করি।†
ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে দোঁহে কেহো নাহি হারি ॥১৪১॥
আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়।
স্বস্ব-প্রেম-অনুরূপ ভক্ত আস্বাদয় ॥ ১৪২ ॥
দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন-মাধুরী।
আস্বাদিতে হয় লোভ, আস্বাদিতে নারি ॥১৪৩॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ-উপায়।
রাধিকা-স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায় ॥ ১৪৪ ॥

তথাহি ললিতমাধবে ৮ম-অঙ্কে ৩২ শ্লোকঃ—

অপরিকলিত-পূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্য-পূরঃ।
অয়মহপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥ ১৪৫ ॥

মণি-নির্ম্মিত দেওয়ালে নিজ-প্রতিবিম্ব দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সবিস্ময়ে বলিতে লাগিলেন, আমার মাধুর্য্য যে এরূপ অপূর্ব্ব ও এত চমৎকার, তাহা ত আমি পূর্ব্বে আর কখন বুঝি নাই ; এখন যে ইহা দেখিয়া আমার চিত্তে লোভ হইতেছে বলিয়া শ্রীরাধিকার মত করিয়া উহা উপভোগ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে ॥ ১৪৫ ॥

* এখানে রাধিকার প্রেমকে নির্ম্মল দর্পণের সহিত তুলনা করা হইতেছে। দর্পণের স্বচ্ছতা অর্থাৎ প্রেমের নির্ম্মলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

† হোড়—আমার মাধুর্য্য ও রাধিকার প্রেম, এই দুইয়ে পরস্পর জয়াভিলাষী হইয়া প্রতিক্ষণে বাঢ়িতে লাগিল, কিন্তু কেহই পরাজিত হইল না।

কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণ-আদি নর-নারী করয়ে চঞ্চল ॥ ১৪৬ ॥
শ্রবণে দর্শনে আকর্ষয়ে সর্ব্ব-মন।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করয়ে যতন ॥ ১৪৭ ॥
এ মাধুর্য্যামৃত সদা যেই পান করে।
তৃষ্ণা-শান্তি নহে—তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তরে ॥১৪৮॥
অতৃপ্ত হইয়া করে বিধিরে নন্দন।
অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে সৃজন ॥ ১৪৯ ॥
কোটি নেত্র নাহি দিল সবে দিল দুই।
তাহাতে নিমেষ—কৃষ্ণ কি দেখিব মুই ॥ ১৫০ ॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৮২।৩৭ শ্লোকঃ—

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং
যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি।
দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বা-
স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপং ॥ ১৫১ ॥

গোপীগণ, যাহার দর্শনের বাধাজনক নিমেষের কর্ত্তা বিধাতাকে শাপ প্রদান করিয়া থাকেন, সেই পরমাভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে বহুকালের পর প্রাপ্ত হইয়া, নয়নপথে হৃদয় মধ্যে প্রবেশিত করিয়া আলিঙ্গন-পূর্ব্বক মহিষীগণ দুর্লভ ভাব লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১৫১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩১।১৫ শ্লোকঃ—

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং ত্রুটি-
র্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাং।
কুটিল-কুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড় উদীক্ষতাং
পক্ষ্মকৃদ্দৃশাং ॥ ১৫২ ॥

গোপীগণ কহিলেন, হে কৃষ্ণ! দিবাভাগে তুমি যখন বৃন্দাবনে ভ্রমণ কর, তখন তোমাকে না দেখিয়া মনোদুঃখে ব্রজবাসিগণের নিকট ক্ষণার্দ্ধকালও একটি যুগ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, আবার যখন দিবাবসানে প্রত্যাগমন কর, তখন তোমার কুঞ্চিত-কুন্তলাবৃত মুখ শোভা দর্শন করিয়া পরমানন্দবশতঃ পলক-মাত্রের ব্যবধানও তাঁহাদের পক্ষে অসহ্য হওয়ায়, তাঁহারা চক্ষুর ভ্রূ-নির্ম্মাণকারী বিধাতাকে মন্দ বলিতে থাকেন ॥ ১৫২ ॥

কৃষ্ণাবলোকন বিনা নেত্রে ফল নাই আন।
যেই জন কৃষ্ণ দেখে সেই ভাগ্যবান ॥ ১৫৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।২১।৭ শ্লোকঃ—

অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ
সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্ব্বয়স্যৈঃ।
বক্ত্রং ব্রজেশ-সুতয়োরনুবেণু-জুষ্টং-
যৈর্ব্বা নিপীতমনুরক্ত-কটাক্ষ-মোক্ষং ॥ ১৫৪ ॥

পূর্ব্বরাগবতী বিবাহিতা ব্রজদেবীগণ বংশী-ধ্বনি-শ্রবণে মুগ্ধা হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে সখীগণ! রামকৃষ্ণ যখন সখাগণের সহিত গবাদি পশু-চারণের নিমিত্ত বৃন্দাবনে প্রবেশ করেন, তখন যাহারা তাঁহাদের বেণুবাদন-পরায়ণ ও অনুরক্তের প্রতি স্নিগ্ধ-কটাক্ষ-বিস্তারী মুখ-শোভা আশানুরূপ দর্শন করে, তাহাদেরই চক্ষু-ধারণ সফল; ইহা ব্যতীত চক্ষু-ধারণের আর যে কি ফল আছে, তাহা ানি না ॥ ১৫৪

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৪৪।১৩-শ্লোকঃ—

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্য-সারমসমোর্দ্ধমনন্য-সিদ্ধং।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥ ১৫৫ ॥

কংস মহারাজের রঙ্গমঞ্চে মথুরা-নাগরীগণ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণের যে রূপ হইল সর্ব্ববিধ লাবণ্যের সারভূত এবং যাহার সমান বা যার চেয়ে বেশী রূপ আর কুত্রাপি নাই, যাহা অলঙ্কারাদি দ্বারা সিদ্ধ নহে বা হয়ও না অর্থাৎ যাহা নিত্যসিদ্ধ, যাহা প্রতিক্ষণই নূতন, যাহা যশ, সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের আকর-স্বরূপ এবং যাহা লক্ষ্মীগণেরও দুর্লভ, সেই এই রূপ গোপিকারা নিয়ত দর্শন করিয়া থাকেন; অতএব না জানি গোপীগণ কি তপস্যাই করিয়াছিলেন; আহা! আমরা যদি তাহা জানিতে পারিতাম, তবে আমরাও সেই তপস্যা করিতাম ॥ ১৫৫ ॥

অপূর্ব্ব মাধুরী কৃষ্ণের অপূর্ব্ব তার বল।
যাহার শ্রবণে মন হয় টলমল ॥ ১৫৬ ॥

কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণে উপজয় লোভ।
সম্যক্ আস্বাদিতে নারে মনে রহে ক্ষোভ ॥১৫৭॥
এই ত দ্বিতীয় হেতুর কৈল বিবরণ।
তৃতীয় হেতুর এবে শুনহ লক্ষণ ॥ ১৫৮ ॥
অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।
স্বরূপ-গোঁসাই মাত্র জানেন একান্ত ॥ ১৫৯ ॥
যেবা কেহো অন্যে জানে সেহো তাঁহা হৈতে।
চৈতন্য-গোঁসাইর তেঁহো অত্যন্ত মর্ম্ম যাতে ॥১৬০॥
গোপীগণের প্রেম—'অধিরূঢ়-ভাব' নাম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম কভু নহে কাম ॥ ১৬১ ॥*

তথাহি গৌতমীয়তন্ত্রে—

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি
ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ ১৬২ ॥

গোপীগণের প্রেমই কাম এই সংজ্ঞা বা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ তাঁহাদের সম্বন্ধে কাম বলিলেই তাহা প্রেম বলিয়া বুঝিতে হইবে. তন্নিমিত্ত উদ্ধবাদি ভগবৎ প্রিয়গণও এই কাম অর্থাৎ প্রেম পাইতে বাসনা করেন ॥ ১৬২ ॥

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ ॥ ১৬৩ ॥
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা—তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা—ধরে প্রেম নাম ॥ ১৬৪ ॥
কামের তাৎপর্য্য—নিজ-সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য—হয় প্রেম মহাবল ॥ ১৬৫ ॥
লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ-মর্ম্ম ॥ ১৬৬ ॥

* গোপীগণের প্রেম যে সে বস্তু নহে, ইহা হইল অধিরূঢ় ভাব। প্রেম বা প্রগাঢ় প্রীতির সর্ব্বোচ্চ দশাকে ভাব বলে, ভাবের সর্ব্বোচ্চ দশার নাম মহাভাব। মহাভাব দ্বিবিধ—রূঢ় ও অধিরূঢ়। মহাভাবে সাত্ত্বিক ভাবসমূহ যখন অধিকরূপে প্রকাশ পায়, তখন তাহাকে রূঢ় মহাভাব বলে। অনুভাবের অতিরিক্ত কোন একটি অতি অপূর্ব্ব বিশিষ্ট যে অনুভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহার নাম অধিরূঢ় মহাভাব।

দুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ-পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন ॥ ১৬৭ ॥
সর্ব্ব ত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ-সুখ-হেতু করে প্রেম-সেবন ॥ ১৬৮ ॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যৈছে নাহি কোনো দাগ ॥১৬৯॥
অতএব কাম প্রেমে বহু ত অন্তর।
কাম—অন্ধতম, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর ॥ ১৭০ ॥
অতএব গোপীগণে নাহি কাম-গন্ধ।
কৃষ্ণ-সুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ ॥ ১৭১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩১।১৯ শ্লোকঃ—

যত্তে সুজাত-চরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় ! দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ১৭২ ॥

রাসে বিহার করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান করিলে গোপীগণ তাহার অন্বেষণ করিতে করিতে তাঁহাকে না পাইয়া অবশেষে প্রেম-বিহ্বলা হইয়া রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, হে প্রাণাধিক ! তোমার যে শ্রীচরণে বিন্দুমাত্রও ব্যথা লাগিবার ভয়ে আমরা উহা আমাদের কঠিন স্তনের উপর অতি সাবধানে ধীরে ধীরে ধারণ করিতাম, তুমি সেই কোমল চরণে এখন বন-ভ্রমণ করিতেছ, বনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর ও কণ্টকাদি দ্বারা তোমার সেই চরণে ব্যথা লাগিতেছে না কি ? অবশ্যই লাগিতেছে ; তাই ভাবিয়া আমরা মনো-দুঃখে হতবুদ্ধি হইয়াছি। আমরা এখন করি কি ?—তুমি যে আমাদের জীবন ॥ ১৭২ ॥

আত্ম-সুখ-দুঃখ গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখ-হেতু চেষ্টা মনোব্যবহার ॥ ১৭৩ ॥
কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখ-হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ ॥ ১৭৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩২।২১ শ্লোকঃ—

এবং মদর্থোজ্ঝিত-লোক-বেদ-
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাসূয়িতুং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ ॥ ১৭৫ ॥

রাসে অন্তর্দ্ধানের পর পুনর্মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপী-গণকে বলিলেন, হে অবলাগণ ! তোমরা আমার জন্য ভাল মন্দ বিচার না করিয়া লোকাচার ত্যাগ করিয়াছ, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা না করিয়া বেদাচার বিসর্জ্জন দিয়াছ এবং স্নেহে জলাঞ্জলি দিয়া আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করিয়াছ ; পরন্তু আমিও ঈদৃশ তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যাই নাই—আমার প্রতি তোমাদিগের অনুরাগ বৃদ্ধি করাইবার জন্যই আমি অন্তর্হিত হইয়া তোমাদের অদৃশ্যভাবে এইস্থানেই ছিলাম ও তোমাদের প্রেমার্ত্তি দেখিতেছিলাম। হে প্রিয়াগণ ! আমিও তোমাদের যেমন প্রিয়তম, তোমরাও আমার তদ্রূপ প্রিয়তমা ; তোমরাও যেমন আমা বই জান না, আমিও তেমনি তোমাদের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী ; অতএব তোমরা আমার উপর কোনও দোষারোপ করিতে পার না ॥ ১৭৫ ॥

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে।
যে যৈছে ভজে, তৈছে তাহারে ভজিতে ॥১৭৬॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং ৪ অঃ ১১ শ্লোকঃ—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ ! সর্ব্বশঃ ॥১৭৭॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে অর্জ্জুন ! যে ব্যক্তি যেরূপ ফল-লাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়া আমার ভজনা করে, আমিও তাহাকে সেইরূপ ফল প্রদান পূর্ব্বক অনুগৃহীত করি। মানবগণ সর্ব্ব প্রকারে অর্থাৎ যে মানব যে ভাবেই উপাসনা করুক এবং যাহারই উপাসনা করুক, তাহারা আমারই ভজনমার্গের অনুসরণ করিতেছে জানিতে হইবে ॥ ১৭৭ ॥

সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল গোপীর ভজনে।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ-শ্রীমুখ-বচনে ॥ ১৭৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩২।২২ শ্লোকঃ—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্য-সংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জর-গেহ-শৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ১৭৯ ॥

রাসে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে গোপীগণ! তোমরা দুশ্ছেদ্য গৃহ শৃঙ্খল সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করিয়া, সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক, পবিত্র অর্থাৎ নিষ্কামভাবে একমাত্র আমাকে আশ্রয় করিয়াছ; আমি কোনও কালে তোমাদের এই সাধু কার্য্যের প্রতিদান দিতে পারিব না—তোমাদের এই ঋণ আমি কদাচ পরিশোধ করিতে পারিব না। অতএব আমি তোমাদের নিকট ঋণী হইয়াই রহিলাম, তবে তোমাদের এই সাধু কার্য্যের দ্বারাই আমার ঋণ পরিশোধ হউক ॥ ১৭৯ ॥

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ-দেহে প্রীত।
সেহো ত কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত ॥১৮০॥
এই দেহ কৈল আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন—তাঁর এই সম্ভোগ-সাধন ॥ ১৮১ ॥
এ দেহ-দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণের সন্তোষণ।
এই লাগি করে দেহের মার্জ্জন ভূষণ ॥ ১৮২ ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে শ্রীকৃষ্ণবাক্য—

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ! নিগূঢ়-প্রেম-
ভাজনং ॥ ১৮৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! যে গোপীগণ তাহাদের দেহকে আমারই (কৃষ্ণেরই) জিনিষ ভাবে ও তাহা সুসজ্জিত দেখিলে আমি সুখ পাইব বলিয়াই তাহাতে ভূষণাদি পরে, পরন্তু নিজ সুখের জন্য নহে, সেই গোপীগণ ভিন্ন আমার নিগূঢ়-প্রেমের পাত্র আর কেহ নাই ॥ ১৮৩ ॥

আর এক অদ্ভুত গোপী-ভাবের স্বভাব।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব ॥ ১৮৪ ॥
গোপীগণ করেন যবে কৃষ্ণ-দরশন।
সুখ-বাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ ॥ ১৮৫ ॥
গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয় ॥ ১৮৬ ॥
তাঁ-সবার নাহি নিজসুখ-অনুরোধ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ—পড়িল বিরোধ ॥ ১৮৭ ॥
এ বিরোধের একমাত্র দেখি সমাধান।
গোপিকার সুখ কৃষ্ণ-সুখে পর্য্যবসান ॥ ১৮৮ ॥
গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা।
সে মাধুর্য্য বাড়ে যার নাহি সমতা ॥ ১৮৯ ॥
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ ॥ ১৯০ ॥
গোপী-শোভা দেখি কৃষ্ণ-শোভা বাড়ে যত।
কৃষ্ণ-শোভা দেখি গোপী-শোভা বাড়ে তত ॥১৯১॥
এইমত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি।
পরস্পরে বাড়ে, কেহ মুখ নাহি মুড়ি ॥১৯২॥*
কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপী-রূপ-গুণে।
তাঁর সুখে সুখ-বৃদ্ধি হয় গোপীগণে ॥ ১৯৩ ॥
অতএব এই সুখ কৃষ্ণ-সুখ পোষে।
এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কাম-দোষে ॥১৯৪॥

যথোক্তং শ্রীরূপগোস্বামিনা স্তবমালায়াং কেশবাষ্টকে
৮ম-শ্লোকে—

উপেত্য পথি সুন্দরীততিভিরভ্যর্চ্চিতং
স্মিতাঙ্কুর-করম্বিতৈর্নটদপাঙ্গ-ভঙ্গীশতৈঃ।
স্তন-স্তবক-সঞ্চরন্নয়ন-চঞ্চরীকাঞ্চলং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ
কেশবং ॥ ১৯৫ ॥

* এই প্রকারে গোপিনীগণের শোভা ও কৃষ্ণের শোভা পরস্পর হুড়াহুড়ি অর্থাৎ পাল্লাপাল্লি করিয়া বাড়িতে লাগিল, কেহই হারিতে চায় না।

যে শ্রীকৃষ্ণের বন হইতে গৃহে প্রত্যাগমনকালে ব্রজসুন্দরী-গণ অট্টালিকার উপর আরোহণ করিয়া মন্দ-মধুর হাস্য ও কটাক্ষ-ভঙ্গীর দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিতেছেন এবং যে শ্রীকৃষ্ণের নয়ন-রূপ ভ্রমর দুইটি সেই সুন্দরীগণের স্তন-রূপ পুষ্পগুচ্ছে (ফুলের তোড়ায়) বিচরণ করিতেছে, আমি সেই কেশবকে ভজনা করি ॥ ১৯৫ ॥

আর এক আছে প্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন ।
যে প্রকারে হয় প্রেম কামগন্ধ-হীন ॥ ১৯৬ ॥
গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের পুষ্টি ।
মাধুর্য্য বাড়ায় প্রেম হইয়া মহাতুষ্টি ॥ ১৯৭ ॥
প্রীতি-বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ ।
তাঁহা নাহি নিজসুখ-বাঞ্ছার সম্বন্ধ ॥ ১৯৮ ॥
নিরুপাধি প্রেম যাঁহা, তাঁহা এই রীতি ।
প্রীতি-বিষয়ের সুখে আশ্রয়ের প্রীতি ॥ ১৯৯ ॥
নিজ-প্রেমানন্দে যবে কৃষ্ণ-সেবা বাধে ।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয়
মহাক্রোধে ॥ ২০০ ॥ *

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিম-বিভাগে
২য় লহর্য্যাং ২৪শ শ্লোক—

অঙ্গস্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং
প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ ।
কংসারাতের্বীজনে যেন সাক্ষা-
দক্ষোদীয়ানন্তরায়ো ব্যধায়ি ॥ ২০১ ॥

দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সারথি শ্রীদারুক মহাশয় একদিন নিজ-প্রভুকে চামর ব্যজন করিতেছিলেন, এমন সময়ে প্রেমানন্দের উদয় হওয়ায় তাঁহার অঙ্গে জড়ভাব আসিল, তাহাতে আর ব্যজন করিতে না পারায়, তিনি সেই সেবা-বিঘ্নকারী প্রেমানন্দকে অনাদর করিলেন ॥ ২০১ ॥

তত্রৈব দক্ষিণ-বিভাগে ৩য় লহর্য্যাং ৩২শ-শ্লোকঃ—

গোবিন্দ-প্রেক্ষণাক্ষেপি বাষ্পপূরাভিবর্ষিণং ।
উচ্চৈরনিন্দদানন্দমরবিন্দ-বিলোচনা ॥ ২০২ ॥

চন্দ্রকান্তি-নাম্নী গন্ধর্ব্ব-কন্যার ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দর্শন দিলে, পরমানন্দে তাঁহার নয়ন-যুগল হইতে অবিরল অশ্রুধারা নিপতিত হইতে লাগিল; কিন্তু ঐ প্রেমানন্দ কৃষ্ণদর্শনের প্রতিবন্ধক হইল বলিয়া, তখন তিনি উহার অত্যন্ত নিন্দা করিতে লাগিলেন ॥ ২০২ ॥

আর শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণ-প্রেমসেবা বিনে ।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে ২০৩

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৯।১১-১২)—

মদ্‌গুণ-শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে ।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতং ।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥২০৪॥

শ্রীকপিলদেব স্বীয় জননী দেবহূতিকে বলিলেন, মা! আমার গুণ শ্রবণমাত্রেই সকলের অন্তরে অবস্থিত আমাতে সমুদ্রাভিমুখী গঙ্গা-সলিলের গতির ন্যায় অবচ্ছিন্না, ফল-লাভের বাসনা-পরিশূন্যা ও জ্ঞান-কর্ম্মাদি-স্পর্শ-রহিতা যে মনোগতি হয়, তাহাই নির্গুণ অর্থাৎ নিষ্কাম বা অহেতুক ভক্তিযোগের লক্ষণ ॥ ২০৪ ॥

সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত ।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥২০৫॥

তিনি আরও বলিলেন, মা! আমার ভক্ত আমার সেবা ব্যতীত সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য এই পঞ্চবিধ মুক্তি আমি দিতে চাহিলেও তাহা লয় না ॥ ২০৫ ॥

তত্রৈব ৯।৪।৬৭ শ্লোকঃ —

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি-চতুষ্টয়ং ।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ
কাল-বিপ্লুতং ॥ ২০৬ ॥

* নিজের প্রেমের আনন্দের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসেবার আনন্দ বাধা পাইলে নিজ প্রেমের আনন্দের উপর ভক্তের রোষ হইয়া থাকে।

বৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীভগবান্ দুর্ব্বাসাকে বলিলেন, আমার সেবানন্দ পরিপূর্ণ ভক্তগণ যখন, আমার সেবা দ্বারা অনায়াস-লভ্য যে সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয়, তাহাও গ্রহণ করে না, তখন কালক্রমে ধ্বংসশীল যে স্বর্গাদি, তাহা তাহারা কেন গ্রহণ করিবে ? ॥ ২০৬ ॥

কামগন্ধ-হীন স্বাভাবিক গোপী-প্রেম।
নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ-হেম ॥ ২০৭ ॥
কৃষ্ণের সহায় গুরু বান্ধব প্রেয়সী।
গোপিকা হয়েন প্রিয়া শিষ্যা সখী দাসী ॥২০৮॥
গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত।
প্রেমসেবা-পরিপাটি ইষ্ট-সমীহিত ॥ ২০৯ ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তর-খণ্ডে গোপীপ্রেমামৃতে ৩২শ-শ্লোকঃ—

সহায়াঃ গুরুবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে
ভবন্তি ন ॥ ২১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জ্জুন ! আমি সত্য বলিতেছি, গোপীগণ আমার সহায়, গুরু, শিষ্যা, ভোগ্যা, বন্ধু ও স্ত্রী ; তাহারা যে আমার কি নয়, তা আমি বলিতেই পারি না অর্থাৎ তাহারা আমার যথা সর্ব্বস্ব ॥ ২১০ ॥

তত্রৈব ৩৫শ-শ্লোকঃ—

মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মৎশ্রদ্ধাং মন্মনোগতং।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি
তত্ত্বতঃ ॥ ২১১ ॥

হে পার্থ ! গোপীগণ আমার মাহাত্ম্য, আমার সেবা, আমার বাঞ্ছা ও আমার মনোভিপ্রায়—ইহা সমস্তই জানেন, অন্য কেহ জানে না ॥ ২১১ ॥

সেই গোপীগণ-মধ্যে উত্তমা রাধিকা।
রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ব্বাধিকা ॥২১২॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে ভক্তামৃতে ৪১শ-শ্লোক-ধৃত-পদ্মপুরাণ-বাক্যং—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্ত-বল্লভা ॥২১৩॥

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ প্রিয়, শ্রীরাধাকুণ্ডও তাঁহার তদ্রূপ প্রিয়। সমস্ত গোপীগণের মধ্যে একমাত্র শ্রীরাধিকাই হইলেন শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় ॥ ২১৩ ॥

তত্রৈব ৪৩শ-শ্লোক-ধৃতং আদিপুরাণ-বাক্যং—

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী।
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ ! যত্র
রাধাভিধা মম ॥ ২১৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জ্জুন ! স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই ত্রিভুবনের মধ্যে পৃথিবী (মর্ত্ত্য) হইল ধন্য, যেহেতু তাহাতে বৃন্দাবনধাম রহিয়াছে, সেই বৃন্দাবনের মধ্যে আবার গোপিকারা ধন্যা, কেন না তাহাদের মধ্যে আমার পরম-প্রিয়া শ্রীরাধা রহিয়াছেন ॥ ২১৪ ॥

রাধা সহ ক্রীড়ারস-বৃদ্ধির কারণ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ ॥ ২১৫ ॥
কৃষ্ণের বল্লভা রাধা—কৃষ্ণ-প্রাণধন।
তাঁহা বিনু সুখ-হেতু নহে গোপীগণ ॥ ২১৬ ॥

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে ৩য়-সর্গে ১ম-শ্লোকে শ্রীজয়দেব-বাক্যং—

কংসারিরপি সংসার-বাসনা-বদ্ধ-শৃঙ্খলাং।
রাধামাদায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥ ২১৭ ॥

কংসরিপু শ্রীকৃষ্ণ তদীয় সম্যক্ সারভূত বাসনা অর্থাৎ রাসলীলার বাসনা সম্যকরূপে পূর্ণ করিবার জন্য, তদ্বিষয়ে সহায়-রূপিণী শ্রীরাধিকাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, অন্য ব্রজ-সুন্দরীগণকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ২১৭ ॥

সেই রাধার ভাব লৈয়া চৈতন্যাবতার।
যুগধর্ম্ম—নাম, প্রেম কৈল পরচার ॥ ২১৮ ॥
সেই ভাবে নিজ-বাঞ্ছা করিল পূরণ।
অবতারের এই বাঞ্ছা মূল কারণ ॥ ২১৯ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-গোঁসাই ব্রজেন্দ্রকুমার।
রসময়-মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাত শৃঙ্গার ॥ ২২০ ॥
সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার।
আনুষঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার ॥ ২২১ ॥

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে ১ম-সর্গে ১১শ শ্লোকে
শ্রীজয়দেব-বাক্য—

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণী-শ্যামল-কোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবং।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ
ক্রীড়তি ॥ ২২২ ॥

হে সখি! প্রীতি দ্বারা গোপীগণের চিত্তে আনন্দ জন্মাইয়া এবং নীলপদ্মরাজী হইতেও শ্যামবর্ণ ও সুকোমল অঙ্গ দ্বারা তাহাদের হৃদয়ে মদনানন্দ উদয় করিয়া, তথা তাহাদের অঙ্গ দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আলিঙ্গিত হইয়া, মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গাররস-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ প্রমত্ত হইয়া বসন্তকালে ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ২২২ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-গোঁসাই রসের সদন।
অশেষ-বিশেষে কৈল রস আস্বাদন ॥ ২২৩ ॥
সেই দ্বারে প্রবর্ত্তাইল কলিযুগ-ধর্ম্ম।
চৈতন্যের দাসে জানে এই সব মর্ম্ম ॥ ২২৪ ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য নিত্যানন্দ শ্রীনিবাস।
গদাধর দামোদর মুরারি হরিদাস ॥ ২২৫ ॥
আর যত চৈতন্য-কৃষ্ণের ভক্তগণ।
ভক্তিভাবে শিরে ধরি সবার চরণ ॥ ২২৬ ॥
ষষ্ঠ শ্লোকের এই কহিল আভাস।
মূল শ্লোকের অর্থ শুন করিয়ে প্রকাশ ॥ ২২৭ ॥

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামিনঃ শ্লোকঃ—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত-মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ
হরীন্দুঃ ॥ ২২৮ ॥*

এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ় কহিতে না জুয়ায়।
না কহিলে কেহো ইহার অন্ত নাহি পায় ॥২২৯॥
অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ়।
বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ় ॥ ২৩০ ॥
হৃদয়ে ধরয়ে যেই চৈতন্য নিত্যানন্দ।
এ সব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ ॥ ২৩১ ॥
এ সব সিদ্ধান্ত-রস আম্রের পল্লব।
ভক্তগণ-কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ ॥ ২৩২ ॥
অভক্ত-উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ ॥ ২৩৩ ॥
যে লাগি কহিতে ভয় সে যদি না জানে।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে ॥ ২৩৪ ॥
অতএব ভক্তগণে করি নমস্কার।
নিঃশঙ্কে কহিয়ে—সবার হৌক চমৎকার ॥২৩৫॥
কৃষ্ণের বিচার এক আছয়ে অন্তরে—।
'পূর্ণানন্দ-পূর্ণরস-স্বরূপ' কহে মোরে ॥ ২৩৬ ॥
আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন।
আমারে আনন্দ দিবে ঐছে কোন্ জন ॥২৩৭॥
আমা হইতে যার হয় শত শত গুণ।
সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর মন ॥২৩৮॥
আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব।
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব ॥ ২৩৯ ॥
কোটি কাম জিনি রূপ যদ্যপি আমার।
অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য—সাম্য নাহি যার ॥ ২৪০ ॥
মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন ॥ ২৪১ ॥

* অনুবাদ ২৮ পৃষ্ঠায় ৬ দাগে দ্রষ্টব্য।

মোর বংশী-গীতে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন।
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ ॥ ২৪২ ॥
যদ্যপি আমার গন্ধে জগত সুগন্ধ।
মোর চিত্ত প্রাণ হরে রাধা-অঙ্গগন্ধ ॥ ২৪৩ ॥
যদ্যপি আমার রসে জগত সুরস।
রাধার অধর-রসে আমা করে বশ ॥ ২৪৪ ॥
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু-শীতল।
রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল ॥ ২৪৫ ॥
এইমত জগতের সুখে আমি হেতু।
রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবাতু ॥ ২৪৬ ॥*
এইমত অনুভব আমার প্রতীত।
বিচারি দেখিয়ে যদি সব বিপরীত ॥ ২৪৭ ॥
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন।
আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান ॥ ২৪৮ ॥
পরস্পর-বেণু-গীতে হরয়ে চেতন।
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন ॥ ২৪৯ ॥
কৃষ্ণ-আলিঙ্গন পাইনু জনম সফলে।
সেই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে ॥ ২৫০ ॥
অনুকূল-বাতে যদি পায় মোর গন্ধ।
উড়িয়া পড়িতে চাহে, নেত্রে হয় অন্ধ ॥ ২৫১ ॥
তাম্বুল-চর্ব্বিত যবে করে আস্বাদনে।
আনন্দ-সমুদ্রে ডুবে কিছুই না জানে ॥ ২৫২ ॥
আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ।
শত মুখে কহি যদি নাহি পাই অন্ত ॥ ২৫৩ ॥
লীলা-অন্তে সুখে ইহার যে অঙ্গ-মাধুরী।
তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাসরি ॥ ২৫৪ ॥
দোঁহার যে সম রস ভরত-মুনি মানে।
আমার ব্রজের রস সেহো নাহি জানে ২৫৫ ॥
অন্যোন্য-সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই।
তাহা হৈতে রাধা-সুখ শত অধিকাই ॥ ২৫৬ ॥

তথাহি ললিতমাধবে ৯ম-অঙ্কে ৯ম-শ্লোকঃ—

নির্ধৌতামৃত-মাধুরী-পরিমলঃ কল্যাণি বিম্বাধরো!
বক্ত্রং পঙ্কজ-সৌরভং কুহুরুত-শ্লাঘা-ভিদস্তে গিরঃ।
অঙ্গং চন্দন-শীতলং তনুরিয়ং সৌন্দর্য্য-সর্ব্বস্ব-ভাক্
ত্বামাস্বাদ্য মমেদমিন্দ্রিয়-কুলং রাধে
মুহুর্মোদতে ॥ ২৫৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে কহিলেন, হে কল্যাণি! তোমাকে ভোগ করিয়া আমার পঞ্চেন্দ্রিয়ই হর্ষান্বিত হইতেছে, কেননা তোমার বিম্বফল সদৃশ বক্তাধর অমৃতের মাধুরী ও সুগন্ধকেও পরাভূত করিতেছে, তোমার বদন পদ্ম হইতেও অধিক সুগন্ধ-যুক্ত; তোমার বচন কোকিলের স্বর হইতেও সুমিষ্ট; তোমার অঙ্গ চন্দন অপেক্ষাও সুশীতল, আর তোমার দেহ সর্ব্বসৌন্দর্য্যশালী ॥ ২৫৭ ॥

তথাহি শ্রীরূপ গোস্বামিপাদোক্ত শ্লোকঃ—

রূপে কংসহরস্য লুব্ধ-নয়নাং স্পর্শেঽতি-হৃষ্যত্ত্বচং
বাণ্যামুৎকলিত-শ্রুতিং পরিমলে হৃষ্ট-নাসাপুটাং।
আরজ্যদ্রসনাং কিলাধর-রসে ন্যঞ্চন্মুখাম্ভোরুহাং
দম্ভোদ্গীর্ণ-মহাধৃতিং বহিরপি প্রোদ্যদ্বিকারা-
কুলাং ॥ ২৫৮ ॥

যে শ্রীরাধার নয়ন যুগল শ্রীকৃষ্ণ-রূপে লুব্ধ, ত্বক শ্রীকৃষ্ণ স্পর্শে উৎফুল্ল, কর্ণ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য-শ্রবণে উৎকণ্ঠিত, নাসিকা কৃষ্ণাঙ্গ-সৌরভে প্রফুল্লিত এবং জিহ্বা শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত পানে অনুরাগিণী, সেই শ্রীরাধা আত্মগোপন করিয়া অতীব ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক অধোমুখে থাকিলেও, তিনি অবশ্যই অন্তরে উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক বিকারসমূহ দ্বারা আকুল হইয়াছেন ॥ ২৫৮ ॥

তাতে জানি মোতে আছে কোন এক রস।
আমার মোহিনী রাধা তারে করে বশ ॥ ২৫৯ ॥
আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥ ২৬০ ॥

* জীবাতু—জীবন-রক্ষার উপায়-স্বরূপ ; যাহা না হইলে প্রাণ বাঁচে না।

নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে।
সেই সুখ-মাধুর্য্য-ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিতে ॥২৬১॥
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেম-রস আস্বাদিল বিবিধ প্রকার ॥ ২৬২ ॥
রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে।
তাহা শিখাইল লীলা-আচরণ-দ্বারে ॥ ২৬৩ ॥
এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয়-ভাবে নহে তাহা আস্বাদন ॥ ২৬৪ ॥
রাধিকার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে ॥ ২৬৫ ॥
রাধা-ভাব অঙ্গীকরি ধরি তার বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ ॥ ২৬৬ ॥
সর্ব্বভাবে কৈল কৃষ্ণ এই ত নিশ্চয়।
হেনকালে আইল যুগাবতার-সময় ॥ ২৬৭ ॥
সেই কালে শ্রীঅদ্বৈত করেন আরাধন।
তাঁহার হুঙ্কারে হৈল কৃষ্ণ-আকর্ষণ ॥ ২৬৮ ॥
পিতা মাতা গুরুগণে আগে অবতারি।
রাধিকার ভাব-বর্ণ অঙ্গীকার করি ॥ ২৬৯ ॥
নবদ্বীপে শচী-গর্ভ শুদ্ধ দুগ্ধ-সিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ-ইন্দু ॥ ২৭০ ॥

এই ত ষষ্ঠ শ্লোকের করিল ব্যাখ্যান।
স্বরূপ-গোঁসাইর পাদপদ্ম করি ধ্যান ॥ ২৭১ ॥
এই দুই শ্লোকের আমি যে করিল অর্থ।
শ্রীরূপ-গোঁসাইর শ্লোক প্রমাণ-সমর্থ ॥ ২৭২ ॥

তথাহি স্তবমালায়াং ২য়-স্তবে ৩য়-শ্লোকঃ—

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজন-বৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং
নঃ কৃপয়তু ॥ ২৭৩ ॥*

মঙ্গলাচরণং কৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্ব-লক্ষণং।
প্রয়োজনঞ্চাবতারে শ্লোকষট্‌কৈর্নিরূপিতং ॥২৭৪॥

মঙ্গলাচরণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্ব ও তদীয় অবতারের প্রয়োজন—এই গুলি ছয়টি শ্লোকে নিরূপিত হইল ॥ ২৭৪ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৭৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রী[illegible]-প্রয়োজনং
নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ।

* ইহার অনুবাদ ৫০ পৃষ্ঠায় ৫১ দাগে দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্বাত্মক ৭ম হইতে ১১শ শ্লোকের অর্থ-প্রকাশ।

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরং।
যস্যেচ্ছয়া তৎস্বরূপমজ্ঞেনাপি নিরূপ্যতে॥ ১॥

যাঁহার কৃপায় অজ্ঞজনেও তাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারে, সেই অপার ও অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যময় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি বন্দনা করি॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ২॥
ছয় শ্লোকে কহিল কৃষ্ণচৈতন্য-মহিমা।
পঞ্চ শ্লোকে কহি নিত্যানন্দ-তত্ত্ব-সীমা॥ ৩॥
সর্ব্ব-অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার দ্বিতীয়-দেহ শ্রীবলরাম॥ ৪॥
একই স্বরূপ দোঁহে—ভিন্ন মাত্র কায়।
আদ্য-কায়ব্যূহ-কৃষ্ণলীলার সহায়॥ ৫॥*
সেই কৃষ্ণ নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র।
সেই বলরাম সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ॥ ৬॥

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামি কড়চায়াং শ্লোকঃ—

সঙ্কর্ষণঃ কারণ-তোয়-শায়ী-
গর্ভোদ-শায়ী চ পয়োব্ধি-শায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশ-কলাঃ স নিত্যা-
নন্দাখ্য-রামঃ শরণং মমাস্তু॥ ৭॥†

শ্রীবলরাম-গোঁসাই মূল সঙ্কর্ষণ।
পঞ্চ রূপ ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন॥ ৮॥
আপনে করেন কৃষ্ণ-লীলার সহায়।
সৃষ্টিলীলা-কার্য্য করে ধরি চারি কায়॥ ৯॥*
সৃষ্ট্যাদিক কার্য্য তাঁর আজ্ঞার পালন।
শেষ-রূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন॥ ১০॥
সর্ব্ব-রূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণ-সেবানন্দ।
সেই রাম চৈতন্যের সঙ্গে নিত্যানন্দ॥ ১১॥
সপ্তম শ্লোকের অর্থ করি চারি শ্লোকে।
যাতে নিত্যানন্দ-তত্ত্ব জানে সর্ব্বলোকে॥ ১২॥

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়াং শ্লোকঃ—

মায়াতীতে ব্যাপি-বৈকুণ্ঠলোকে
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহ-মধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দ-রামং প্রপদ্যে॥ ১৩॥†

প্রকৃতির পার পরব্যোম-নামে ধাম।
কৃষ্ণ-বিগ্রহ যৈছে বিভুত্বাদি গুণবান্॥ ১৪॥
সর্ব্বগ অনন্ত বিভু বৈকুণ্ঠাদি ধাম।‡
কৃষ্ণ কৃষ্ণ-অবতারের তাঁহাই বিশ্রাম॥ ১৫॥
তাহার উপরিভাগে কৃষ্ণলোক-খ্যাতি।
দ্বারকা, মথুরা, গোকুল—ত্রিবিধত্বে স্থিতি॥১৬॥
সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল-ব্রজলোকধাম।
শ্রীগোলোক, শ্বেতদ্বীপ, বৃন্দাবন-নাম॥ ১৭॥

---

* সৈন্যাধ্যক্ষ যেরূপে ব্যূহের ভিতর অবস্থান করিয়া বিনা বাধায় কাজ সমাপ্ত করে, সেরূপ কৃষ্ণও বলরামের কায়স্বরূপ ব্যূহের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অবাধে লীলা করিয়া থাকেন।

† ইহার অনুবাদ ২৬ পৃষ্ঠায় ৭ দাগে দ্রষ্টব্য।

* ইহার অর্থ, এই যে নিজে কৃষ্ণের লীলা সম্পাদনে সহায়তা করেন, আর কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী, পয়োব্ধিশায়ী ও শেষ দেব এই চারি মূর্ত্তিতে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করেন।

† ইহার অনুবাদ ২৭ পৃষ্ঠায় ৮ দাগে দ্রষ্টব্য।

‡ প্রকৃতির মায়ার, পরব্যোম বৈকুণ্ঠ, বিভুত্বাদি সর্ব্বব্যাপকত্বাদি, সর্ব্বগ সর্ব্বত্রগামী, অনন্ত অপরিচ্ছেদ্য বিভু সর্ব্বব্যাপক।

সর্ব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনু-সম।
উপর্য্যধো ব্যাপি আছে—নাহিক নিয়ম ॥ ১৮ ॥
ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তার—নাহি দুই কায় ॥ ১৯ ॥
চিন্তামণি ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম ॥ ২০ ॥
প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ-প্রকাশ।
গোপ-গোপী-সঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস ॥ ২১ ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে ২৯শ শ্লোকঃ—

চিন্তামণি-প্রকর-সদ্মসু-কল্পবৃক্ষ-
লতাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তং।
লক্ষ্মীসহস্রশত-সম্ভ্রম-সেব্যমানং
গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২২ ॥

যে স্থানের গৃহসমূহ চিন্তামণি-নির্ম্মিত ও যে স্থান লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষে পরিবেষ্টিত, সেই অসাধারণ গোকুল নামক পীঠস্থলে যিনি কামধেনুগণকে সস্নেহে প্রতিপালন করিতেছেন এবং গোপসুন্দরী রূপিণী শত সহস্র লক্ষ্মীগণ পরমাদরে যাহার সেবা করিতেছেন, সেই আদি-পুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ২২ ॥

মথুরা দ্বারকায় নিজ-রূপ প্রকাশিয়া।
নানারূপে বিলসয়ে চতুর্ব্যূহ হৈয়া ॥ ২৩ ॥
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ।
সর্ব্ব-চতুর্ব্যূহ-অংশী—তুরীয় বিশুদ্ধ ॥ ২৪ ॥
এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময়।
নিজ-গণ লৈয়া খেলে অনন্ত সময় ॥ ২৫ ॥
পরব্যোম-মধ্যে করি স্বরূপ-প্রকাশ।
নারায়ণ-রূপে করে বিবিধ বিলাস ॥ ২৬ ॥
স্বরূপ-বিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভুজ।
নারায়ণ-রূপে সেই তনু চতুর্ভুজ ॥ ২৭ ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম মহৈশ্বর্য্যময়।
শ্রী-ভূ-লীলা শক্তি যাঁর চরণ সেবয় ॥ ২৮ ॥

যদ্যপি কেবল তাঁর ক্রীড়ামাত্র ধর্ম্ম।
তথাপি জীবের কৃপায় করে এত কর্ম্ম ॥ ২৯ ॥
সালোক্য সামীপ্য সার্ষ্টি সারূপ্য প্রকার।
চারি মুক্তি দিয়া করে জীবের নিস্তার ॥ ৩০ ॥
ব্রহ্মসাযুজ্য-মুক্তের তাঁহা নাহি গতি।
বৈকুণ্ঠ-বাহিরে হয় তাঁ-সবার স্থিতি ॥ ৩১ ॥
বৈকুণ্ঠ-বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময়-মণ্ডল।
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা—পরম উজ্জ্বল ॥ ৩২ ॥
সিদ্ধলোক নাম তার প্রকৃতির পার।
চিৎস্বরূপ—তাঁহা নাহি চিচ্ছক্তি-বিকার ॥ ৩৩
সূর্য্য-মণ্ডল যেন বাহিরে নির্ব্বিশেষ।
ভিতরে সূর্য্যের রথ আদি সবিশেষ ॥ ৩৪ ॥
তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তি-বিলাস।
নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্বিম্ব বাহিরে প্রকাশ ॥ ৩৫ ॥
নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়।
সাযুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয় ॥ ৩৬ ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।১৩৬)—

যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেকমিবোদিতং।
তদ্ব্রহ্ম-কৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণা-
র্কোপমা-জুষোঃ ॥ ৩৭ ॥

কৃষ্ণের শত্রু ও ভক্তগণের প্রাপ্য একই বলিয়া শাস্ত্রে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সূর্য্য-কিরণ ও সূর্য্যের সহিত যাহাদের উপমা, সেই ব্রহ্ম ও কৃষ্ণ স্বরূপতঃ একই বলিয়া শাস্ত্রে ঐরূপ বলিয়াছেন অর্থাৎ সূর্য্যকিরণ ও সূর্য্য যেমন স্বরূপতঃ একই, তদ্রূপ কৃষ্ণ-জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম ও স্বয়ং কৃষ্ণ স্বরূপতঃ একই বস্তু, শত্রুগণ কৃষ্ণের অঙ্গ-জ্যোতি ব্রহ্ম স্বরূপে সাযুজ্য মুক্তিলাভ করেন, আর ভক্তগণ স্বয় সেই কৃষ্ণকে লাভ করিয়া থাকেন, সুতরা স্বরূপতঃ উভয়ের প্রাপ্তি একই হইল তবে অবশ্য সুখের বিশেষ তারতম্য আছে ॥ ৩৭ ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ সাধনভক্তি লহর্য্যাং
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচনং —

সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ ॥ ৩৮ ॥

মায়া বা জীবের পারে সিদ্ধলোক অর্থাৎ ব্রহ্মধাম বা মোক্ষ-ধাম অবস্থিত; নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাকারী সিদ্ধগণ ও কৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত দৈত্যগণ ব্রহ্ম-সুখে মগ্ন হইয়া তথায় অবস্থান করেন ॥ ৩৮ ॥

সেই পরব্যোমে নারায়ণের চারি পাশে।
দ্বারকাদি চতুর্ব্যূহ দ্বিতীয়-প্রকাশে ॥ ৩৯ ॥
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
দ্বিতীয়-চতুর্ব্যূহ এই—তুরীয় বিশুদ্ধ ॥ ৪০ ॥
তাঁহা যে রামের রূপ মহাসঙ্কর্ষণ।
চিচ্ছক্তি-আশ্রয় তেঁহো, কারণের কারণ ॥ ৪১ ॥
চিচ্ছক্তি-বিলাস এক শুদ্ধসত্ত্ব-নাম।
শুদ্ধসত্ত্বময় যত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥ ৪২ ॥
ষড়বিধ ঐশ্বর্য্য তাঁহা সকল চিন্ময়। *
সঙ্কর্ষণের বিভূতি সব—জানিহ নিশ্চয় ॥ ৪৩ ॥
জীব নাম তটস্থাখ্য এক শক্তি হয়।
মহাসঙ্কর্ষণ সর্ব্বজীবের আশ্রয় ॥ ৪৪ ॥
যাঁহা হৈতে বিশ্বোৎপত্তি যাঁহাতে প্রলয়।
সেই পুরুষের সঙ্কর্ষণ সমাশ্রয় ॥ ৪৫ ॥
সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বোদ্ভুত, ঐশ্বর্য্য অপার।
অনন্ত কহিতে নারে মহিমা যাঁহার ॥ ৪৬ ॥
তুরীয় বিশুদ্ধ-সত্ত্ব সঙ্কর্ষণ নাম।
তেঁহো যার অংশ সেই নিত্যানন্দ-রাম ॥ ৪৭ ॥
অষ্টম শ্লোকের কৈল সংক্ষেপে বিবরণ।
নবম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ৪৮ ॥

* প্রভুত্ব, পরাক্রম, যশঃ, সম্পৎ, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টিকে ষড়ৈশ্বর্য্য বলা হয়।

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়াঃ শ্লোকঃ —

মায়াভর্ত্তাজাণ্ড-সঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধি-মধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দ-রামং প্রপদ্যে ॥ ৪৯ ॥*

বৈকুণ্ঠ-বাহিরে যেই জ্যোতির্ম্ময় ধাম।
তাহার বাহিরে 'কারণার্ণব' নাম ॥ ৫০ ॥
বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি।
অনন্ত অপার—তার নাহিক অবধি ॥ ৫১ ॥
বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময়।
মায়িক ভূতের তথি জন্ম নাহি হয় ॥ ৫২ ॥
চিন্ময় জল সেই—পরম কারণ।
যার এক কণা গঙ্গা জগত-পাবন ॥ ৫৩ ॥
সেই ত কারণার্ণবে সেই সঙ্কর্ষণ।
আপনার এক অংশে করেন শয়ন ॥ ৫৪ ॥
মহৎস্রষ্টা পুরুষ তেঁহো জগত-কারণ।
আদ্য-অবতার করে মায়ার ঈক্ষণ ॥ ৫৫ ॥
মায়াশক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে।
কারণ-সমুদ্র মায়া পরশিতে নারে ॥ ৫৬ ॥
সেই ত মায়ার দুই বিধ অবস্থিতি।
জগতের উপাদান—প্রধান, প্রকৃতি ॥ ৫৭ ॥
জগৎ-কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করেন কৃপা ॥ ৫৮
কৃষ্ণ-শক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ।
অগ্নি-শক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥ ৫৯ ॥
অতএব কৃষ্ণ মূল জগত-কারণ।
প্রকৃতি কারণ যৈছে অজা-গলস্তন ॥ ৬০ ॥
মায়া-অংশে কহি তারে নিমিত্ত কারণ।
সেহো নহে যাতে কর্ত্তা-হেতু নারায়ণ ॥ ৬১ ॥
ঘটের নিমিত্ত হেতু যৈছে কুম্ভকার।
তৈছে জগতের কর্ত্তা পুরুষাবতার ॥ ৬২ ॥

* ইহার অনুবাদ ২৭ পৃষ্ঠায় ৯ দাগে দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণ কর্ত্তা, মায়া তাঁর করেন সহায় ।
ঘটের কারণ যৈছে চক্র-দণ্ডাদি উপায় ॥ ৬৩ ॥
দূর হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান ।
জীবরূপ বীর্য্য তাতে করেন আধান ॥ ৬৪ ॥
এক অঙ্গাভাসে করে মায়াতে মিলন ।
মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥ ৬৫ ॥
অগণ্য অনন্ত যত অণ্ড-সন্নিবেশ ।
ততরূপে পুরুষ করে সবাতে প্রবেশ ॥ ৬৬ ॥
পুরুষ-নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস ।
নিশ্বাস সহিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড-প্রকাশ ॥ ৬৭ ॥
পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে ।
শ্বাস সহ ব্রহ্মাণ্ড পৈশে পুরুষ-শরীরে ॥ ৬৮ ॥
গবাক্ষের রন্ধ্রে যেন ত্রসরেণু চলে ।*
পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে ॥ ৬৯ ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ম অঃ ৫৮-শ্লোকঃ—

যস্যৈক-নিশ্বসিত-কালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোম-বিলজা জগদণ্ড-নাথাঃ ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলা-বিশেষো
গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৭০ ॥

যে মহাবিষ্ণুর একটিমাত্র নিশ্বাস কাল অবলম্বন করিয়া তদীয় লোম বিবর জাত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি ব্রহ্মাণ্ড-নাথগণ জীবন ধারণ করেন, সেই মহাবিষ্ণু যে গোবিন্দের কলা অর্থাৎ অংশের অংশবিশেষ, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৭০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।১৪।১১ শ্লোকঃ—

ক্বাহং তমোমহদহং-খচরাগ্নিবার্ভূ-
সংবেষ্টিতাণ্ড-ঘট-সপ্তবিত-স্তিকায়ঃ ।
ক্বেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ড-পরাণু-চর্য্যা
বাতাধ্ব-রোমবিবরস্য চ তে মহিত্বং ॥ ৭১ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, হে কৃষ্ণ ! প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী—এই সকলে পরিবেষ্টিত ব্রহ্মাণ্ডরূপ একটি ঘটের মধ্যে সাড়ে তিন হাত পরিমিত আমার দেহ কোথায় অর্থাৎ আমি কত ক্ষুদ্র, আর গবাক্ষ পথে অনন্ত পরমাণু-যাতায়াতের ন্যায়, যে তোমার মহাবিষ্ণু-স্বরূপের এক একটি রোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাতায়াত করে, সেই তোমার মহিমাই বা কোথায় অর্থাৎ তুমি কত বৃহৎ ; অতএব তুমি আমাকে কৃপা কর ॥ ৭১ ॥

অংশের অংশ যেই কলা তার নাম ।
গোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীবলরাম ॥ ৭২ ॥
তাঁর এক স্বরূপ শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ ।
তাঁর অংশ পুরুষ হয় কলায়ে গণন ॥ ৭৩ ॥
যাঁহাকে ত কলা কহি তেঁহো মহাবিষ্ণু ।
মহাপুরুষ অবতারী তেঁহো সর্ব্বজিষ্ণু ॥ ৭৪ ॥
গর্ভোদ-ক্ষীরোদ-শায়ী দোঁহে 'পুরুষ' নাম ।
সেই দুই যাঁর অংশ—বিষ্ণু বিশ্বধাম ॥ ৭৫ ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ৯ম-অঙ্কে সাত্বততন্ত্র-বচন—

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ড-সংস্থিতং ।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥৭৬॥

মহাবিষ্ণুর 'পুরুষ' নামে তিনটি রূপ আছে, তন্মধ্যে প্রথম পুরুষ রূপ হইলেন কারণার্ণবশায়ী সঙ্কর্ষণ, ইনি মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা ও প্রকৃতির অন্তর্যামী। দ্বিতীয় পুরুষরূপ হইলেন গর্ভোদশায়ী প্রদ্যুম্ন, ইনি ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের বা ব্রহ্মার অন্তর্যামী। তৃতীয় পুরুষ-রূপ হইলেন ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধ, ইনি সর্ব্বজীবান্তর্যামী। এই তিন পুরুষের স্বরূপ জানিতে পারিলে সংসার হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥ ৭৬ ॥

যদ্যপি কহিয়ে তাঁরে কৃষ্ণের কলা করি ।
মৎস্য-কূর্ম্মাদ্যবতারের তিঁহো অবতারী ॥ ৭৭ ॥

* ত্রসরেণু—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধূলিকণা।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।২৮)

এতে চাংশ-কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দারি-ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি
যুগে যুগে ॥ ৭৮ ॥*

সেই পুরুষ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা।
নানা অবতার করে জগতের ভর্ত্তা ॥ ৭৯ ॥
সৃষ্ট্যাদি-নিমিত্তে যেই অংশে অবধান।
সেই ত অংশেরে কহি অবতার নাম ॥ ৮০ ॥
আদ্য-অবতার মহাপুরুষ ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতার-বীজ, সর্ব্বাশ্রয়-ধাম ॥ ৮১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৬।৪২)—

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি
বিরাট স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ ॥ ৮২ ॥

স্বরূপে ও শক্তিতে যিনি সর্ব্ব-প্রধান, সেই শ্রীভগবানের প্রথম অবতার হইলেন প্রকৃতির প্রবর্ত্তক কারণার্ণবশায়ী মহাপুরুষ অর্থাৎ মহাবিষ্ণু। কাল, স্বভাব, কার্য্য-কারণ-রূপা প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, আকাশাদি পঞ্চভূত, অহঙ্কারতত্ত্ব, সত্ত্বাদি গুণ তিনটি, ইন্দ্রিয়গণ, ব্রহ্মাণ্ডরূপ সমষ্টি-শরীর, সমষ্টিজীব-স্বরূপ হিরণ্যগর্ভ ও স্থাবর-জঙ্গমাদি—এ সমস্তই উক্ত মহাপুরুষের অর্থাৎ মহাবিষ্ণুর বিভূতি ॥ ৮২ ॥

তথাহি তত্রৈব (১।৩।১)—

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শ-কলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥ ৮৩ ॥

সৃষ্টির প্রারম্ভে লোক-সকল সৃষ্টি করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীমহাসঙ্কর্ষণের ইচ্ছা হওয়ায়, তিনি মহত্তত্ত্বাদি সমন্বিত এবং একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত এই ষোড়শ-কলা সমন্বিত অর্থাৎ সৃষ্টির উপযোগী পূর্ণশক্তি-সমন্বিত কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষ মহাবিষ্ণুকে তদর্থে নিযুক্ত করিলেন ॥ ৮৩ ॥

* অনুবাদ ৩৮ পৃষ্ঠায় ৬৭ দাগে দ্রষ্টব্য।

যদ্যপি সর্ব্বাশ্রয় তেঁহো—তাঁহাতে সংসার।
অন্তরাত্মা-রূপে তাঁর জগত আধার ॥ ৮৪ ॥
প্রকৃতি-সহিত তাঁর উভয় সম্বন্ধ।
তথাপি প্রকৃতি সহ নাহি স্পর্শ-গন্ধ ॥ ৮৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১১।৩৯)—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্য্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥ ৮৬ ॥*

এইমত গীতাতেহো পুনঃ পুনঃ কয়।
সর্ব্বদা ঈশ্বর-তত্ত্ব অবিচিন্ত্য হয় ॥ ৮৭ ॥
আমি ত জগতে বসি, জগত আমাতে।
না আমি জগতে বসি না আমা জগতে ॥ ৮৮
অবিচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানিহ আমার।
এই ত গীতার অর্থ কৈল পরচার ॥ ৮৯ ॥
সেই ত পুরুষ যার অংশ ধরে নাম।
চৈতন্যের সঙ্গে সেই নিত্যানন্দ-রাম ॥ ৯০
এই ত নবম শ্লোকের অর্থ-বিবরণ।
দশম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ৯১ ॥

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামি কড়চায়াঃ শ্লোকঃ—

যস্যাংশাংশঃ শ্রীল-গর্ভোদশায়ী
যন্নাভ্যব্জং লোক-সঙ্ঘাত-নালং।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকা-ধাম ধাতু-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দ-রামং প্রপদ্যে ॥ ৯২ ॥†

সেই ত পুরুষ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
সব অণ্ডে প্রবেশিলা বহু মূর্ত্তি হৈয়া ॥ ৯৩ ॥
ভিতরে প্রবেশি দেখে সব অন্ধকার।
রহিতে নাহিক স্থান, করিল বিচার ॥ ৯৪ ॥
নিজাঙ্গ স্বেদে জল করিল সৃজন।
সেই জলে কৈল অর্দ্ধ-ব্রহ্মাণ্ড-ভরণ ॥ ৯৫ ॥

* অনুবাদ ৩৭ পৃষ্ঠায় ৫৫ দাগে দেওয়া হইয়াছে

† অনুবাদ ২৭ পৃষ্ঠায় ১০ দাগে দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মাণ্ড-প্রমাণ—পঞ্চাশৎ কোটি যোজন।
আয়াম বিস্তার দুই হয় এক সম ॥ ৯৬ ॥
জলে ভরি অর্দ্ধ তাহা কৈল নিজ-বাস।
আর অর্দ্ধে কৈল চৌদ্দ ভুবন প্রকাশ ॥ ৯৭ ॥
তাঁহাই প্রকট কৈল বৈকুণ্ঠ নিজধাম।
শেষ শয়ন-জলে তাঁহা করিল বিশ্রাম ॥ ৯৮ ॥
অনন্ত-শয্যাতে তাঁহা করিল শয়ন।
সহস্র মস্তক তাঁর সহস্র বদন ॥ ৯৯ ॥
সহস্র চরণ হস্ত সহস্র নয়ন।
সর্ব্ব-অবতার-বীজ জগত-কারণ ॥ ১০০ ॥
তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম।
সেই পদ্মে হইল ব্রহ্মার জন্ম-সদ্ম ॥ ১০১ ॥
সেই পদ্ম-নালে হৈল চৌদ্দ ভুবন।
তেঁহো ব্রহ্মা হৈয়া সৃষ্টি করিল সৃজন ॥ ১০২ ॥
বিষ্ণু-রূপ হৈয়া করে জগত পালনে।
গুণাতীত বিষ্ণু—স্পর্শ নাহি মায়া-গুণে ॥ ১০৩ ॥
রুদ্ররূপ ধরি করে জগত সংহার।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইচ্ছায় যাঁহার ॥ ১০৪ ॥
হিরণ্যগর্ভ অন্তর্য্যামী জগত-কারণ।
যাঁর অঙ্গে করি স্থির-চরের কল্পন ॥ ১০৫ ॥
হেন নারায়ণ যাঁর অংশের হয় অংশ।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ—সর্ব্ব-অবতংস ॥ ১০৬ ॥
দশম শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
একাদশ শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ১০৭ ॥

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামি কড়চায়াঃ শ্লোকঃ—

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধি-শায়ী।
ক্ষৌণী-ভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দ-রামং প্রপদ্যে ॥ ১০৮ ॥*

* অনুবাদ ২৭ পৃষ্ঠায় ১১ দাগে দ্রষ্টব্য।

নারায়ণের নাভিনাল-মধ্যেতে ধরণী।
ধরণীর মধ্যে সপ্ত সমুদ্র যে গণি ॥ ১০৯ ॥*
তাঁহা ক্ষীরোদধি-মধ্যে শ্বেতদ্বীপ নাম।
পালয়িতা বিষ্ণু তাঁর সেই নিজধাম ॥ ১১০ ॥
সকল জীবের তেঁহো হয়ে অন্তর্য্যামী।
জগতের পালক তেঁহো জগতের স্বামী ॥ ১১১ ॥
যুগ-মন্বন্তরে করি নানা অবতার।
ধর্ম্ম সংস্থাপন করে অধর্ম্ম সংহার ॥ ১১২ ॥
দেবগণ নাহি পায় তাঁর দরশন।
ক্ষীরোদক-তীরে যাই করেন স্তবন ॥ ১১৩ ॥
তবে অবতরি করে জগত-পালন।
অনন্ত বৈভব তাঁর—নাহিক গণন ॥ ১১৪ ॥
সেই বিষ্ণু হয় যাঁর অংশাংশের অংশ।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব্ব-অবতংস ॥ ১১৫ ॥
সেই বিষ্ণু শেষ-রূপে ধরেন ধরণী।
কাঁহা আছে মহী শিরে হেন নাহি জানি ॥ ১১৬ ॥
সহস্র বিস্তীর্ণ যাঁর ফণার মণ্ডল।
সূর্য্য জিনি মণিগণ করে ঝলমল ॥ ১১৭ ॥
পঞ্চাশ-কোটি যোজন পৃথিবী বিস্তার।
যাঁর এক ফণে রহে সর্ষপ-আকার ॥ ১১৮ ॥
সেই ত অনন্ত শেষ—ভক্ত-অবতার।
ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর ॥ ১১৯ ॥
সহস্র-বদনে করে কৃষ্ণ-গুণ-গান।
নিরবধি গুণ গায়—অন্ত নাহি পান ॥ ১২০ ॥
সনকাদি ভাগবত শুনে যাঁর মুখে।
ভগবানের গুণ কহে ভাসে প্রেম-সুখে ॥ ১২১ ॥
ছত্র পাদুকা শয্যা উপাধান বসন।
আরাম আবাস যজ্ঞসূত্র সিংহাসন ॥ ১২২ ॥
এত মূর্ত্তি ভেদ করি কৃষ্ণ-সেবা করে।
কৃষ্ণের শেষতা পাইয়া 'শেষ' নাম ধরে ॥ ১২৩ ॥
সেই ত অনন্ত যাঁর কহি এক কলা।
হেন প্রভু নিত্যানন্দ কে জানে তাঁর খেলা ॥১২৪॥

* সপ্ত সমুদ্র—লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ ও জল-সমুদ্র—এই সাতটি সমুদ্র।

এ সব প্রমাণে জানি নিত্যানন্দ-সীমা।
তাঁহারে অনন্ত কহি কি তাঁর মহিমা॥ ১২৫॥
অথবা ভক্তের বাক্য মানি সত্য করি।
সেহো ত সম্ভব তাঁতে যাতে অবতারী॥ ১২৬॥
অবতার অবতারী অভেদ যে জানে।
পূর্ব্বে যৈছে কৃষ্ণকে কেহ কাহো করি মানে॥ ১২৭॥
কেহ বলে—কৃষ্ণ সাক্ষাৎ নর-নারায়ণ।
কেহো কহে—কৃষ্ণ হয় সাক্ষাত বামন॥ ১২৮॥
কেহো কহে—কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ি-অবতার।
অসম্ভব নহে—সত্য বচন সবার॥ ১২৯॥
কৃষ্ণ যদি অবতরে সর্ব্বাংশ-আশ্রয়।
সর্ব্ব অংশ আসি তবে কৃষ্ণেতে মিলয়॥ ১৩০॥
যেই যেইরূপ জানে সেই তাহা কহে।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে—কিছু মিথ্যা নহে॥ ১৩১॥
অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-গোঁসাই।
সর্ব্ব-অবতার-লীলা সবারে দেখাই॥ ১৩২॥
এইরূপে নিত্যানন্দ অনন্ত-প্রকাশ।
সেই ভাবে কহে—মুই চৈতন্যের দাস॥ ১৩৩॥
কভু গুরু কভু সখা কভু ভৃত্য-লীলা।
পূর্ব্বে যেন তিন ভাবে ব্রজে কৈল খেলা॥১৩৪॥
বৃষ হৈয়া কৃষ্ণ-সনে মাথামাথি রণ।
কভু কৃষ্ণ করে তাঁর পাদ-সম্বাহন॥ ১৩৫॥
আপনাকে ভৃত্য করি কৃষ্ণ কভু জানে।
কৃষ্ণের কলার কলা আপনাকে মানে॥ ১৩৬॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।১১।২১ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

বৃষায়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরং।
অনুকৃত্য রুতৈর্জন্তূন্ চেরতুঃ প্রাকৃতৌ যথা॥১৩৭॥

কৃষ্ণ বলরাম বৃষের ন্যায় আচরণ ও তদ্রূপ শব্দ করিতে করিতে পরস্পর যুদ্ধ করিতেন এবং হংস ময়ূরাদির ধ্বনির অনুকরণ করিয়া প্রাকৃত বালকের ন্যায় বিচরণ করিতেন॥১৩৭॥

তত্রৈব ১০।১৫।১৩ শ্লোকঃ—

ক্বচিৎ ক্রীড়া-পরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণং।
স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যার্য্যং পাদ-সম্বাহনাদিভিঃ॥১৩৮॥

একদা শ্রীবলদেব ক্রীড়া করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া কোনও গোপ-বালকের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং চরণ-সেবাদি দ্বারা তাঁহার শ্রম দূর করিলেন॥ ১৩৮॥

তত্রৈব ১০।১৩।৩৪ শ্লোকঃ—

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্য্যুতাসুরী।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী॥ ১৩৯॥

ব্রহ্মমোহন লীলায় ব্রহ্মা সমস্ত গাভীবৎস ও রাখাল-বালকগণকে হরণ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ তদীয় অত্যদ্ভুত লীলা-শক্তির প্রভাবে তৎসমস্তই ঠিক সেইরূপই প্রকট করিলেন। এইরূপে বহু দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু এই সমস্ত নব-প্রকটিত গাভীবৎস্যাদিতে শ্রীবলরাম তাঁহার নিজের ও ব্রজবাসিগণের প্রীতি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত ও উহা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতিরই তুল্য দেখিয়া সন্দেহক্রমে ভাবিতে লাগিলেন—এ আবার কোন্ মায়া? ইহা কোথা হইতেই বা আসিল? ইহা কি দেবতার মায়া, না মানুষের মায়া, না অসুরের মায়া? না, না, ইহা অন্য কোনও মায়া হইতে পারে না, ইহা আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই মায়া হইবে বলিয়া মনে হইতেছে, যেহেতু অন্য কোনও মায়া আমার মোহ জন্মাইতে পারে না॥ ১৩৯॥

তত্রৈব ১০।৬৮।৩৭ শ্লোকঃ—

যস্যাঙ্ঘ্রি-পঙ্কজ-রজোঽখিল-লোকপালৈ-
র্মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিততীর্থ-তীর্থং।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক॥ ১৪০॥

শ্রীবলরাম কহিলেন, যে কৃষ্ণের চরণ-রজ ব্রহ্মাদি লোকপালগণ তাঁহাদের অলঙ্কৃত মস্তকে বহন করিতেছেন এবং যাহা সর্ব্বলোক-সেবিত গঙ্গাদি তীর্থগণেরও তীর্থত্ব প্রদান করিতেছে, অপিচ, যে কৃষ্ণের অংশাংশ-স্বরূপ ব্রহ্মা, শিব ও আমিও, এবং লক্ষ্মীও—এই আমরা সকলেই যাঁহার চরণ রেণু চিরকাল মস্তকে বহন করি, সেই কৃষ্ণের আবার রাজসিংহাসন কি অর্থাৎ রাজ-সিংহাসন ত তাঁহার নিকট তুচ্ছাতিতুচ্ছ ॥ ১৪০ ॥

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য ॥১৪১॥
এইমত চৈতন্য-গোঁসাই একলে ঈশ্বর।
আর সব পারিষদ—কেহো বা কিঙ্কর ॥ ১৪২ ॥
গুরুবর্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈত-আচার্য্য।
শ্রীবাসাদি আর যত লঘু, সম, আর্য্য ॥ ১৪৩ ॥
সবে পারিষদ—সবে লীলার সহায়।
সবা লৈয়া নিজ-কার্য্য সাধে গৌররায় ॥ ১৪৪ ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য, নিত্যানন্দ—দুই অঙ্গ।
দুইজন লৈয়া প্রভুর যত কিছু রঙ্গ ॥ ১৪৫ ॥*
অদ্বৈত-আচার্য্য-গোঁসাই সাক্ষাত ঈশ্বর।
প্রভু গুরু করি মানে, তিঁহো ত কিঙ্কর ॥ ১৪৬ ॥
আচার্য্য-গোঁসাইর তত্ত্ব না যায় কথন।
কৃষ্ণ অবতারি যেঁহো তারিল ভুবন ॥ ১৪৭ ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপ পূর্ব্বে হৈল লক্ষ্মণ।
লঘু-ভ্রাতা হৈয়া করেন রামের সেবন ॥ ১৪৮ ॥
রামের চরিত্র সব দুঃখের কারণ।
স্বতন্ত্র-লীলায় দুঃখ সহেন লক্ষ্মণ ॥ ১৪৯ ॥
নিষেধ করিতে নারে যাতে ছোট ভাই।
মৌন করি রহে লক্ষ্মণ মনে দুঃখ পাই ॥ ১৫০ ॥
কৃষ্ণাবতারে জ্যেষ্ঠ হৈলা সেবার কারণে।
কৃষ্ণকে করাইল নানা সুখ আস্বাদনে ॥ ১৫১ ॥
রাম-লক্ষ্মণ কৃষ্ণ-রামের অংশ-বিশেষ।
অবতার-কালে দোঁহার দোঁহাতে প্রবেশ ॥ ১৫২ ॥
সেই অংশ লৈয়া জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠাভিমান।
অংশাংশি-রূপে শাস্ত্রে করয়ে ব্যাখ্যান ॥ ১৫৩ ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং—

রামাদি-মূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৫৪ ॥

যে পরম-পুরুষ যথাযোগ্য শক্তি প্রকাশ করতঃ, শ্রীরাম-চন্দ্রাদি-মূর্ত্তিতে অবস্থিত থাকিয়া, জগতে নানা অবতার প্রকট করিয়াছেন, পরন্তু যিনি শ্রীকৃষ্ণ-রূপে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই আদি-পুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ১৫৪ ॥

শ্রীচৈতন্য—সেই কৃষ্ণ নিত্যানন্দ—রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম ॥ ১৫৫ ॥
নিত্যানন্দ-মহিমা-সিন্ধু অনন্ত অপার।
এক কণা স্পর্শি মাত্র সে কৃপা তাঁহার ॥ ১৫৬ ॥
আর এক শুন তাঁর কৃপার মহিমা।
অধম জীবেরে যৈছে চড়াইল ঊর্দ্ধসীমা ॥ ১৫৭ ॥
বেদ-গুহ্য কথা এই—অযোগ্য কহিতে।*
তথাপি কহিয়ে তাঁর কৃপা প্রকাশিতে ॥ ১৫৮ ॥
উল্লাস-উপরি লেখোঁ তোমার প্রসাদ।
নিত্যানন্দ-প্রভু! মোর ক্ষম অপরাধ ॥ ১৫৯ ॥
অবধূত-গোঁসাইর এক ভৃত্য প্রেমধাম।
মীনকেতন-রামদাস হয় তাঁর নাম ॥ ১৬০ ॥
আমার আলয়ে অহোরাত্র-সঙ্কীর্ত্তন।
তাহাতে আইলা তেহো পাইয়া নিমন্ত্রণ ॥ ১৬১ ॥
মহা প্রেমময় তেঁহো বসিলা অঙ্গনে।
সকল বৈষ্ণব তাঁর বন্দিলা চরণে ॥ ১৬২ ॥
নমস্কার করিতে কারো উপরেতে চড়ে।
প্রেমে কারে বংশী মারে কাহারে চাপড়ে ॥১৬৩॥

* 'রঙ্গ'—নিগূঢ় লীলাদি ও অন্য সমস্ত লীলা খেলা।

* বেদ-গুহ্য—অত্যন্ত গোপনীয়

যে নেত্রে দেখিতে অশ্রু মনে হয় যার।
সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন বহে অশ্রুধার ॥ ১৬৪ ॥
কভু কোনো অঙ্গ দেখি পুলক-কদম্ব।
এক অঙ্গে জাড্য তাঁর আর অঙ্গে কম্প ॥ ১৬৫॥
'নিত্যানন্দ' বলি যবে করেন হুঙ্কার।
তাহা দেখি সর্ব্ব লোক হয় চমৎকার ॥ ১৬৬ ॥
গুণার্ণব মিশ্র নামে এক বিপ্র আর্য্য।
শ্রীমূর্ত্তি-নিকটে তেঁহো করে সেবাকার্য্য ॥ ১৬৭ ॥
অঙ্গনে আসিয়া তেঁহো না কৈল সম্ভাষ।
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হৈয়া বলে রামদাস ॥ ১৬৮ ॥
এই ত দ্বিতীয় সূত রোমহর্ষণ।
বলদেবে দেখি যে না কৈল প্রত্যুদ্গম ॥ ১৬৯ ॥
এত বলি নাচে গায় করয়ে সন্তোষ।
কৃষ্ণকার্য্য করে বিপ্র না করিল রোষ ॥ ১৭০ ॥
উৎসবান্তে গেলা তেঁহো করিয়া প্রসাদ।
মোর ভ্রাতা-সনে তার কিছু হৈল বাদ ॥ ১৭১ ॥
চৈতন্য-প্রভুতে তার সুদৃঢ় বিশ্বাস।
নিত্যানন্দ বিষয়ে কিছু বিশ্বাস-আভাস ॥ ১৭২ ॥
ইহা জানি রামদাসের দুঃখ হৈল মনে।
তবে ত ভ্রাতারে আমি করিনু ভর্ৎসনে ॥ ১৭৩ ॥
দুই ভাই এক তনু—সমান প্রকাশ।
নিত্যানন্দ না মানে তোমার হবে সর্ব্বনাশ ॥১৭৪॥
একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান।
অর্দ্ধকুক্কুটি-ন্যায় তোমার প্রমাণ ॥ ১৭৫ ॥
কিম্বা দোঁহা না মানিয়া হও ত পাষণ্ড।
একে মানি আরে না মানি এইমত ভণ্ড ॥ ১৭৬ ॥
ক্রুদ্ধ হৈয়া বংশী ভাঙ্গি চলে রামদাস।
তৎকালে আমার ভ্রাতার হৈল সর্ব্বনাশ ॥ ১৭৭ ॥
এই ত কহিল তাঁর সেবক-প্রভাব।
আর এক কহি তাঁর দয়ার স্বভাব ॥ ১৭৮ ॥
ভাইকে ভর্ৎসিনু মুই—লৈয়া এই গুণ।
সেই রাত্রে প্রভু মোরে দিলা দরশন ॥ ১৭৯ ॥
নৈহাটি নিকটে ঝামটপুর নামে গ্রাম।
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ-রাম ॥ ১৮০ ॥
দণ্ডবত হৈয়া আমি পড়িনু পায়েতে।
নিজ-পাদপদ্ম প্রভু দিলা মোর মাথে ॥ ১৮১ ॥
উঠ উঠ বলি মোরে বলে বার বার।
উঠি তাঁর রূপ দেখি হৈনু চমৎকার ॥ ১৮২ ॥
শ্যামল-চিক্কণ-কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
সাক্ষাত কন্দর্প-কোটি মহামল্ল বীর ॥ ১৮৩ ॥
সুবলিত হস্ত পদ, কমললোচন।
পট্ট-বস্ত্র শিরে, পট্ট-বস্ত্র পরিধান ॥ ১৮৪ ॥
সুবর্ণ-কুণ্ডল কর্ণে, স্বর্ণাঙ্গদ-বালা।
পায়েতে নূপুর বাজে, কণ্ঠে পুষ্পমালা ॥ ১৮৫ ॥
চন্দনে লেপিত অঙ্গ, তিলক সুঠাম।
মত্ত গজ জিনি মদ-মন্থর পয়ান ॥ ১৮৬ ॥
কোটি চন্দ্র জিনি মুখ উজ্জ্বল বরণ।
দাড়িম্ব-বীজ-সম দন্ত তাম্বুল-চর্ব্বণ ॥ ১৮৭ ॥
কৃষ্ণ-প্রেমে মত্ত—অঙ্গ ডাহিনে বামে দোলে।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া গম্ভীর বোল বোলে ॥ ১৮৮ ॥
রাঙ্গা-যষ্টি হস্তে দোলে যেন মত্ত-সিংহ।
চারি-পাশে বেড়ি আছে চরণের ভৃঙ্গ ॥ ১৮৯ ॥
পারিষদগণে দেখি সব গোপ-বেশ।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহে সবে সপ্রেম-আবেশ ॥ ১৯০ ॥
শিঙ্গা বাঁশী বাজায় কেহো, কেহো নাচে গায়।
সেবক যোগায় তাম্বুল, চামর ঢুলায় ॥ ১৯১ ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের দেখিয়া বৈভব।
কিবা রূপ গুণ লীলা—অলৌকিক সব ॥ ১৯২ ॥
আনন্দে বিহ্বল আমি কিছুই না জানি।
তবে হাসি প্রভু মোরে কহিলেন বাণী ॥ ১৯৩ ॥
অয়ে অয়ে কৃষ্ণদাস, না কর তুমি ভয়।
বৃন্দাবনে যাহ, তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয় ॥ ১৯৪ ॥
এত বলি প্রেরিলা মোরে হাতছানি দিয়া।
অন্তর্দ্ধান কৈল প্রভু নিজ-গণ লৈয়া ॥ ১৯৫ ॥
মূর্চ্ছিত হইয়া মুই পড়িনু ভূমিতে।
স্বপ্ন ভঙ্গ হৈলে দেখি হৈয়াছে প্রভাতে ॥ ১৯৬ ॥
কি দেখিনু কি শুনিনু করিয়ে বিচার।
প্রভু-আজ্ঞা হৈল বৃন্দাবন যাইবার ॥ ১৯৭ ॥

সেইক্ষণে বৃন্দাবনে করিনু গমন।
প্রভুর কৃপাতে সুখে আইনু বৃন্দাবন ॥ ১৯৮ ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ-রাম।
যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবন-ধাম ॥ ১৯৯ ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময়।
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয় ॥ ২০০ ॥
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ-মহাশয়।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ-আশ্রয় ॥ ২০১ ॥
সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ-কৃপায় পাইনু ভক্তিরস-প্রান্ত ॥ ২০২ ॥*
জয় জয় নিত্যানন্দ-চরণারবিন্দ।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ ॥ ২০৩ ॥
জগাই মাধাই হৈতে মুই সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুই সে লঘিষ্ঠ ॥ ২০৪ ॥
মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্যক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয় ॥ ২০৫ ॥
এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে;
এক নিত্যানন্দ বিনু জগত-ভিতরে ॥ ২০৬ ॥
প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার।
উত্তম অধম কিছু না করে বিচার ॥ ২০৭ ॥
যে আগে পড়য়ে তারে করয়ে নিস্তার।
অতএব নিস্তারিলা মো-হেন দুরাচার ॥ ২০৮ ॥
মো পাপিষ্ঠে আনিলেন শ্রীবৃন্দাবন।
মো-হেন অধমে দিলা শ্রীরূপ-চরণ ॥ ২০৯ ॥
শ্রীমদনগোপাল-শ্রীগোবিন্দ-দরশন।
কহিবার যোগ্য নহে এ সব কথন ॥ ২১০ ॥
বৃন্দাবন-পুরন্দর মদনগোপাল।
রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ২১১ ॥
শ্রীরাধা-ললিতা-সঙ্গে রাস-বিলাস।
মন্মথ-মন্মথ-রূপে যাঁহার প্রকাশ ॥ ২১২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩২।২ শ্লোকঃ—

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মান-মুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বর-ধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথঃ ॥ ২১৩ ॥

রাস হইতে অন্তর্দ্ধানের পর গোপীদিগের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ বনমালায় বিভূষিত হইয়া, পীতাম্বর ধারণ পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কন্দর্পেরও মনোমোহনরূপে গোপীগণের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন ॥ ২১৩ ॥

দুই পার্শ্বে রাধা ললিতা করেন সেবন।
স্বমাধুর্য্যে লোকের মন করে আকর্ষণ ॥ ২১৪ ॥
নিত্যানন্দ-দয়া মোরে তাঁরে দেখাইল।
রাধা-মদনগোপালে প্রভু করি দিল ॥ ২১৫ ॥
মো অধমে দিল শ্রীগোবিন্দ-দরশন।
কহিবার কথা নহে—অকথ্য-কথন ॥ ২১৬ ॥
বৃন্দাবনে যোগপীঠে কল্পতরু-বনে।
রত্ন-মণ্ডপ তাহে রত্ন-সিংহাসনে ॥ ২১৭ ॥
শ্রীগোবিন্দ বসি আছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন।
মাধুর্য্য প্রকাশি করেন জগত-মোহন ॥ ২১৮ ॥
বাম-পার্শ্বে শ্রীরাধিকা সখীগণ-সঙ্গে।
রাসাদিক-লীলা প্রভু করে কত রঙ্গে ॥ ২১৯ ॥
যাঁর ধ্যান নিজ-লোকে করে পদ্মাসন।
অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রে করে উপাসন ॥ ২২০ ॥
চৌদ্দ-ভুবনে যাঁর সবে করে ধ্যান।
বৈকুণ্ঠাদি-পুরে যাঁর করে লীলা গান ॥ ২২১ ॥
যাঁর মাধুরীতে করে লক্ষ্মী-আকর্ষণ।
রূপ-গোসাই করিয়াছেন সে রূপ বর্ণন ॥ ২২২ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ সাধনভক্তি-লহর্য্যাং
পূর্ব্ব-বিভাগে ১১১শ-শ্লোকঃ—

স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়-পরিচিতাং সাচি বিস্তীর্ণ-দৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধর-কিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশি-তীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে! বন্ধুসঙ্গেঽস্তি
রঙ্গঃ ॥ ২২৩ ॥

* পাইনু ভক্তিরস-প্রান্ত—ভক্তিরসের মহিমা বুঝিলাম ও তদাস্বাদন খুব ভালরূপে পাইলাম।

ওহে ভাই! যদি স্ত্রীপুত্রাদি বন্ধুবর্গের সহিত আমোদ-আহ্লাদ করিতে তোমার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তুমি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া কেশিঘাটের সমীপে বিরাজিত ঈষৎ-হাস্য-যুক্ত, ত্রিভঙ্গ, বঙ্কিম-নয়ন, বংশীবদন, শিখিপুচ্ছধারী গোবিন্দ-মূর্ত্তি দর্শন করিও না। এখানে নিষেধচ্ছলে ইহাই বলা হইল যে, যদি কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে বিভোর হইতে চাও, তবে শ্রীগোবিন্দ-মূর্ত্তি দর্শন কর, তাহা হইলে আর চোখ ফিরাইতে পারিবে না, সে মনোহর মূর্ত্তি দেখিয়া তখন সংসার-সুখ তোমার নিকট অতি তুচ্ছ বোধ হইবে, তখন তুমি কেবল 'হা গোবিন্দ, হা গোবিন্দ' বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইবে ২২৩

সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-সুত ইথে নাহি আন।
যে অজ্ঞ করে তাঁরে প্রতিমা হেন জ্ঞান ॥২২৪॥
সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার।
ঘোর নরকেতে পড়ে কি বলিব আর ॥ ২২৫ ॥

হেন সে গোবিন্দ-প্রভু পাইনু যাহা হৈতে।
তাঁহার চরণ-কৃপা কে পারে বর্ণিতে ॥ ২২৬
বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণব-মণ্ডল
কৃষ্ণনাম-পরায়ণ পরম-মঙ্গল ॥ ২২৭ ॥
যাঁর প্রাণধন নিত্যানন্দ-শ্রীচৈতন্য।
রাধাকৃষ্ণ-ভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য ॥ ২২৮
সে বৈষ্ণবের পদরেণু, তাঁর পদছায়া।
মো-হেন অধমে দিল নিত্যানন্দ-দয়া ॥ ২২৯ ॥
তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়—প্রভুর বচন।
সেই সূত্র এই তার কৈল বিবরণ ॥ ২৩০ ॥
সে সব পাইনু আমি বৃন্দাবন আয়।
সেই সব লভ্য হয়—প্রভুর অভিপ্রায় ॥ ২৩১ ॥
আপনার কথা লিখি নির্লজ্জ হইয়া।
নিত্যানন্দ-গুণে লেখায় উন্মত্ত করিয়া ॥ ২৩২
নিত্যানন্দ-প্রভুর গুণ মহিমা অপার।
সহস্র-বদনে শেষ নাহি পায় পার ॥ ২৩৩ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৩৪ ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব-নিরূপণং
নাম পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্বাত্মক ১২শ ও ১৩শ শ্লোকের অর্থ-প্রকাশ

বন্দে তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যমদ্ভুত-চেষ্টিতং।
যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি তৎস্বরূপং নিরূপয়েৎ ॥১॥

শ্রীকৃষ্ণকে ধরাধামে আনয়নাদি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কর্ম্মকারী শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যকে বন্দনা করি, যাঁহার প্রসাদে মূর্খ ব্যক্তিও তাঁহার তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত-মহাশয় ॥ ২
পঞ্চ শ্লোকে কহিল এই নিত্যানন্দ-তত্ত্ব।
শ্লোকদ্বয়ে কহি অদ্বৈত আচার্য্য-মহত্ত্ব ॥ ৩ ॥

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়াং শ্লোকদ্বয়ঃ—

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥ ৪ ॥

অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ
ভক্তাবতারমীশন্তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥ ৫ ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য-গোঁসাই সাক্ষাত ঈশ্বর।
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর ॥ ৬ ॥
মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন জগদাদি-কার্য্য।
তাঁর অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত-আচার্য্য ॥ ৭ ॥
যে পুরুষ সৃষ্টি স্থিতি করেন মায়ায়।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন লীলায় ॥ ৮ ॥
ইচ্ছায় অনন্ত মূর্ত্তি করেন প্রকাশে।
এক এক মূর্ত্ত্যে করেন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশে ॥ ৯ ॥
সে পুরুষের অংশ অদ্বৈত—নাহি কিছু ভেদ।
শরীর বিশেষ তাঁর—নাহিক বিচ্ছেদ ॥ ১০ ॥
সহায় করেন তাঁর লইয়া প্রধান।
কোটি ব্রহ্মাণ্ড করেন ইচ্ছায় নির্ম্মাণ ॥ ১১ ॥
জগত মঙ্গলাদ্বৈত মঙ্গল-গুণধাম।
মঙ্গল-চরিত্র সদা-মঙ্গল যাঁর নাম ॥ ১২ ॥
কোটি-অংশ কোটি-শক্তি কোটি-অবতার।
এত লৈয়া সৃজে পুরুস সকল সংসার ॥ ১৩ ॥
মায়া যৈছে দুই অংশ—নিমিত্ত, উপাদন।
মায়া নিমিত্ত-হেতু উপাদান প্রধান ॥ ১৪ ॥
পুরুষ ঈশ্বর ঐছে দ্বিমূর্ত্তি করিয়া।
বিশ্ব-সৃষ্টি করে নিমিত্ত-উপাদান লৈয়া ॥ ১৫ ॥
আপনে পুরুষ বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ।
অদ্বৈত-রূপে উপাদান হয় নারায়ণ ॥ ১৬ ॥†
নিমিত্তাংশে করে তেঁহো মায়াতে ঈক্ষণ।
উপাদান অদ্বৈত করেন ব্রহ্মাণ্ড-সৃজন ॥ ১৭ ॥
যদ্যপিহ সাংখ্য মানে—প্রধান কারণ।
জড় হইতে কভু নহে জগত সৃজন ॥ ১৮ ॥
নিজ-সৃষ্টিশক্তি প্রভু সঞ্চারি প্রধানে।
ঈশ্বরের শক্ত্যে তবে হয়ে ত নির্ম্মাণে ॥ ১৯ ॥
অদ্বৈত-রূপে করে শক্তি সঞ্চারণ।
অতএব অদ্বৈত হয়েন মুখ্য কারণ ॥ ২০ ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা।
তাঁর এক এক মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা ॥ ২১ ॥
সেই নারায়ণের মুখ্য অঙ্গ অদ্বৈত।
অঙ্গ শব্দে অংশ করি কহে ভাগবত ॥ ২২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪)—

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিল-লোক-সাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ২৩ ॥*

ঈশ্বরের অঙ্গ অংশ চিদানন্দময়।
মায়ার সম্বন্ধ নাহি—এই শ্লোকে কয় ॥ ২৪ ॥
অংশ না কহিয়া কেনে কহে তাঁরে অঙ্গ।
অংশ হৈতে অঙ্গ যাতে হয় অন্তরঙ্গ ॥ ২৫ ॥
মহাবিষ্ণুর মহা অংশ অদ্বৈত গুণধাম।
ঈশ্বরে অভেদ—তেঁই 'অদ্বৈত' পূর্ণ নাম ॥ ২৬
পূর্ব্বে যৈছে কৈল সর্ব্ব বিশ্বের সৃজন।
অবতরি কৈল এবে ভক্তি-প্রবর্ত্তন ॥ ২৭ ॥
জীব নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি করি দান।
গীতা ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান ॥ ২৮ ॥
ভক্তি-উপদেশ বিনু নাহি তাঁর কার্য্য।
অতএব নাম হৈল অদ্বৈত-'আচার্য্য' ॥ ২৯ ॥
বৈষ্ণবের গুরু তেঁহো, জগতের আর্য্য।
দুই-নাম-মিলনে হৈল অদ্বৈত-আচার্য্য ॥ ৩০ ॥
কমল-নয়নের যাতে তেঁহো অঙ্গ-অংশ।
'কমলাক্ষ' করি ধরে নাম অবতংস ॥ ৩১ ॥
ঈশ্বর-সারূপ্য পায় পারিষদগণ।
চতুর্ভুজ পীতবাস যৈছে নারায়ণ ॥ ৩২ ॥

* ১৭ পৃষ্ঠায় ১২ ও ১৩ দাগে ৪ ও ৫ শ্লোকের অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে।

† যিনি ভগবানের অংশ ও প্রাকৃতিক গুণবিশিষ্ট হইয়া প্রকৃতিকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন ও বিবিধ অবতার গ্রহণ করেন, তিনি পুরুস বলিয়া কথিত। প্রথম-পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু।

* ৩৬ পৃষ্ঠায় ৩০ দাগে অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে।

অদ্বৈত-আচার্য্য ঈশ্বরের অংশ-বর্য্য ।
তাঁর তত্ত্ব, নাম, গুণ—সকলি আশ্চর্য্য ॥ ৩৩ ॥
যাঁহার তুলসীদলে, যাঁহার হুঙ্কারে ।
স্বগণ-সহিতে চৈতন্যের অবতারে ॥ ৩৪ ॥
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু জগত নিস্তার ।
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু কীর্ত্তন-প্রচার ॥ ৩৫ ॥
আচার্য্য-গোঁসাইর গুণ-মহিমা অপার ।
জীব-কীট কোথায় তার পাইবেক পার ॥ ৩৬ ॥
আচার্য্য-গোঁসাই চৈতন্যের মুখ্য অঙ্গ ।
আর এক অঙ্গ তাঁর প্রভু-নিত্যানন্দ ॥ ৩৭ ॥
প্রভুর উপাঙ্গ শ্রীবাসাদি ভক্তগণ ।
হস্ত মুখ নেত্র—অঙ্গ-চক্রাদ্যস্ত্র-সম ॥ ৩৮ ॥
এ সব লৈয়া চৈতন্য-প্রভুর বিহার ।
এই সব লৈয়া করেন বাঞ্ছিত প্রচার ॥ ৩৯ ॥
মাধবেন্দ্র পুরীর ইঁহো শিষ্য—এই জ্ঞানে ।
আচার্য্য-গোঁসাইরে প্রভু গুরু করি মানে ॥ ৪০ ॥
লৌকিক লীলাতে ধর্ম্ম-মর্য্যাদা-রক্ষণ ।
স্তুতি-ভক্ত্যে করেন তাঁর চরণ বন্দন ॥ ৪১ ॥
চৈতন্য-গোঁসাইকে আচার্য্য করে প্রভু-জ্ঞান ।
আপনাকে করেন তাঁর দাস অভিমান ॥ ৪২ ॥
সেই অভিমানে সুখে আপনা পাসরে ।
কৃষ্ণদাস হও—জীবে উপদেশ করে ॥ ৪৩ ॥
কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দ-সিন্ধু ।
কোটি-ব্রহ্ম-সুখ নহে তার এক বিন্দু ॥ ৪৪ ॥
মুই চৈতন্যের দাস, আর নিত্যানন্দ ।
দাসভাব-সম নহে অন্যত্র আনন্দ ॥ ৪৫ ॥
পরমা প্রেয়সী লক্ষ্মী হৃদয়ে বসতি ।
তেঁহো দাস্য-সুখ মাগে করিয়া মিনতি ॥ ৪৬ ॥
দাস্য-ভাবে আনন্দিত পারিষদগণ ।
বিধি-ভব-নারদাদি শুক সনাতন ॥ ৪৭ ॥
নিত্যানন্দ অবধূত সবাতে আগল । *
চৈতন্যের দাস্য-প্রেমে হইলা পাগল ॥ ৪৮ ॥

শ্রীবাস হরিদাস রামদাস গদাধর ।
মুরারি মুকুন্দ চন্দ্রশেখর বক্রেশ্বর ॥ ৪৯ ॥
এ সব পণ্ডিত লোক পরম-মহত্ত্ব ।
চৈতন্যের দাস্যে সবায় করয়ে উন্মত্ত ॥ ৫০ ॥
এইমত নাচে গায় করে অট্টহাস ।
লোকে উপদেশে—হও চৈতন্যের দাস ॥ ৫১ ॥
চৈতন্য-গোঁসাই মোরে করে গুরু-জ্ঞান ।
তথাপিহ মোর হয় দাস-অভিমান ॥ ৫২ ॥
কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব্ব প্রভাব ।
গুরু-সম লঘুকে করায় দাস্য-ভাব ॥ ৫৩ ॥
ইহার প্রমাণ শুন শাস্ত্রের ব্যাখ্যান ।
মহদনুভব যাতে সুদৃঢ় প্রমাণ ॥ ৫৪ ॥
অন্যের কা কথা ব্রজে নন্দ-মহাশয় ।
তাঁর সম আর কেহো কৃষ্ণের গুরু নয় ॥ ৫৫ ॥
শুদ্ধ বাৎসল্য—ঈশ্বর-জ্ঞান নাহি তাঁর ।
তাঁহাকেহো প্রেমে করায় দাস্য-অনুকার ॥৫৬॥*
তেঁহো রতি-মতি মাগে কৃষ্ণের চরণে ।
তাঁহার শ্রীমুখ-বাণী তাহাতে প্রমাণে ॥ ৫৭ ॥
শুন উদ্ধব !—সত্য কৃষ্ণ আমার তনয় ।
তেঁহো ঈশ্বর হেন যদি তোমার মনে লয় ॥৫৮॥
তথাপি তাঁহাতে মোর রহে মনোবৃত্তি ।
তোমার ঈশ্বর কৃষ্ণে হৌক মোর মতি ॥ ৫৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৪৭।৫৮-৫৯ শ্লোকঃ—

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎপ্রহ্বণাদিষু ॥৬০॥
কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া ।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥ ৬১ ॥

শ্রীনন্দ-মহারাজ বলিলেন, হে উদ্ধব ! যদিও তোমরা আমার বাছা কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া মনে কর এবং যদিও তাহাকে এখন প্রাপ্ত হওয়া আমাদের পক্ষে অনেক

* আগল—দাস্যভাব সম্বন্ধে অগ্রণী অর্থাৎ সকলের

* অনুকার—অনুকরণ

দূরের কথা, তথাপি আমার পুত্র ও তোমাদের ঈশ্বর সেই কৃষ্ণের পাদপদ্মকে আমাদের মনোবৃত্তি-সমূহ আশ্রয় করুক অর্থাৎ আমাদের মন সর্ব্বদাই সেই কৃষ্ণ-চরণ স্মরণ করুক, বাক্য তাঁহার নাম করুক ও শরীর তাঁহাকে প্রণাম করুক।

প্রাক্তন-কর্ম্মের ফলে ঈশ্বরেচ্ছায় যে কোনও স্থানে বা যে কোনও কুলে আমাদের জন্ম হউক না কেন, আমরা যে সমস্ত সৎকার্য্য করিয়াছি, তাহার ফলে ঈশ্বর-রূপ কৃষ্ণে অর্থাৎ তোমাদের ঈশ্বর কৃষ্ণে আমাদের রতি হউক ॥ ৬০-৬১ ॥

শ্রীদামাদি ব্রজে যত সখার নিচয়।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানহীন কেবল-সখ্যময় ॥ ৬২ ॥
কৃষ্ণ-সঙ্গে যুদ্ধ করে, স্কন্ধে আরোহণ।
তারা দাস্য-ভাবে করে চরণ-সেবন ॥ ৬৩ ॥

তথাহি তত্রৈব ১০।১৫।১৫ শ্লোকঃ—

পাদসম্বাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ।
অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্ ॥৬৪॥

কতিপয় মহাভাগ্যবান্ গোপ-বালক শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সেবা করিতে লাগিলেন, আর কতকগুলি গোপশিশু কৃষ্ণ-সেবার বিঘ্নকারী আপদ-বালাইসমূহ দূর করিয়া নির্ব্বিঘ্নে ব্যজন দ্বারা তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬৪ ॥

কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ।
যাঁর পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন ॥ ৬৫ ॥
যাঁ-সবার উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন।
তাঁহারা আপনাকে করে দাসী-অভিমান ॥ ৬৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩১।১৬ শ্লোকঃ—

ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর! যোষিতাং
নিজজন-স্ময়-ধ্বংস-স্মিত!।
ভজ সখে! ভবৎ-কিঙ্করীঃ স্ম নো
জলরুহাননং চারু দর্শয় ॥ ৬৭ ॥

রাস-বিহার করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ সহসা অন্তর্হিত হইলে গোপীগণ বিলাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, হে ব্রজজন-দুঃখ-বিনাশন! হে বীরপুরুষ! যে তোমার মৃদু-মধুর হাস্য তোমার নিজ-জনের গর্ব্ব বিনাশ করে অর্থাৎ যে তুমি একটুখানি হাসিলেই আমাদের গর্ব্ব-মানাদি সমস্তই কোথায় চলিয়া যায়, সেই তুমি আমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য কেন লুকাইয়া রহিয়াছ? হে সখে! আমরা তোমার দাসী, আমাদিগকে চরণতলে আশ্রয় দাও। হে নাথ! আমরা অবলা, আমাদিগকে তোমার সুন্দর বদন-কমল একবার দর্শন করাও ॥ ৬৭ ॥

তথাহি তত্রৈব ১০।৪৭।১৯ শ্লোকঃ—

অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য! বন্ধূংশ্চ গোপান্।
ক্বচিদপি স কথাং নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরু-সুগন্ধং মূর্দ্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু ॥ ৬৮ ॥

হে সৌম্য! আর্য্যপুত্র (শ্রীকৃষ্ণ) কি গুরুকুল হইতে আগমন করিয়া এক্ষণে মধুপুরীতে আছেন? তিনি কি পিতৃগৃহ, পিতৃব্যাদি আত্মীয়গণ ও শ্রীদামাদি সখাগণকে স্মরণ করেন? আমরা যে এককালে তাঁহার দাসী ছিলাম, আমাদের কথা কি তিনি কখনও বলেন—কোনও সময়ে কোনও প্রসঙ্গক্রমে তিনি কি আমাদিগকে স্মরণ করেন? বল বল, হে উদ্ধব! তিনি কবে আসিয়া তদীয় অগুরু-তুল্য সুগন্ধান্বিত সুকোমল পদ্মহস্ত আমাদিগের মস্তকে অর্পণ করিবেন? ॥ ৬৮ ॥

তাঁ-সবার কথা রহু শ্রীমতী রাধিকা।
সবা হৈতে সকলাংশে পরম-অধিকা ॥ ৬৯ ॥
তেঁহো যার দাসী হৈয়া সেবেন চরণ।
যাঁর প্রেমগুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ ॥ ৭০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩০।৪০ শ্লোকঃ—

হা নাথ রমণ শ্রেষ্ঠ! ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ!।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে! দর্শয় সন্নিধিং ॥৭১॥

রাসবিহার করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ একদা অন্য গোপীগণকে পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র শ্রীরাধিকাকে লইয়া সহসা অন্তর্হিত হইলেন ও তৎসহ বিহার করিতে করিতে, তদীয় গর্ব্বানুভব করতঃ তাঁহাকেও ত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তখন শ্রীমতী এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা নাথ! হা রমণশ্রেষ্ঠ! হা প্রিয়তম! হা মহাভুজ! তুমি কোথায়, তুমি কোথায়? এই তোমার দাসী আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি। হে সখে! তুমি কোথায় আছ, একবার দেখা দাও ॥ ৭১ ॥

দ্বারকাতে রুক্মিণ্যাদি যতেক মহিষী।
তাহারাও আপনাকে মানে কৃষ্ণদাসী ॥ ৭২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৮৩।৮ শ্লোকঃ—

চৈদ্যায় মার্পয়িতুমুদ্যত-কার্ম্মুকেষু
রাজস্বজেয়-ভট-শেখরিতাঙ্ঘ্রি-রেণুঃ।
নিন্যে মৃগেন্দ্র ইব ভাগমজাবিযূথাৎ
তচ্ছ্রী-নিকেত-চরণোহস্তু মমার্চ্চনায় ॥ ৭৩ ॥

শ্রীরুক্মিণী-দেবী শ্রীদ্রৌপদীকে বলিলেন, হে দেবি! আমাকে শিশুপালের হস্তে সমর্পণ করাইবার জন্য জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজন্যবর্গ ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিলে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে, যিনি সেই দুর্জ্জয় বীরগণের মস্তকে পদাঘাত করিয়া অর্থাৎ অবলীলাক্রমে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া, সিংহ যেমন ছাগ মেষাদিকে দূর করিয়া নিজ ভাগ গ্রহণ করে, তদ্রূপ আমাকেও দ্বারকায় আনয়ন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীনিবাস কৃষ্ণের চরণার্চ্চনা আমার নিত্য হউক অর্থাৎ আমি চির-দাসী রূপে তাঁহার চরণ-সেবা প্রার্থনা করি ॥ ৭৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৮৩।১১ শ্লোক :—

তপশ্চরন্তীং মাজ্ঞায় পাদস্পর্শনাশয়া।
সখ্যোপেত্যাগ্রহীৎ পাণিং সাহং
তদ্গৃহ-মার্জ্জনী ॥ ৭৪ ॥

সূর্য্যপুত্রী শ্রীকালিন্দী-দেবী শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-স্পর্শের আশা করিয়া যমুনা জল মধ্যে পিতৃ-নির্ম্মিত ভবনে তপস্যা করিতেছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া, অর্জ্জুনসহ তথায় আগমনপূর্ব্বক, অর্জ্জুনকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়া, বৃত্তান্ত অবগত হইলেন ও তাঁহাকে দ্বারকায় আনিয়া তদীয় পাণিগ্রহণ করিলেন। তাই শ্রীকালিন্দী বলিতেছেন, যে শ্রীকৃষ্ণের পদ-স্পর্শাভিলাষে আমি তপ করিতেছিলাম এবং যিনি তাহা জানিতে পারিয়া নিজ সখা অর্জ্জুন সহ আগমন করতঃ আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণের গৃহমার্জ্জনকারিণীমাত্র অর্থাৎ তাঁহার শ্রীচরণের দাসী বই আর কিছুই নাহি ॥ ৭৪ ॥

তত্রৈব ১০।৮৩।৩৯ শ্লোকঃ—

আত্মারামস্য তস্যেমা বয়ং বৈ গৃহ-দাসিকাঃ।
সর্ব্বসঙ্গ-নিবৃত্ত্যাদ্ধা তপসা চ বভূবিম ॥ ৭৫ ॥

কৃষ্ণ-মহিষী শ্রীলক্ষ্মণাদেবী শ্রীদ্রৌপদীকে কহিলেন, হে দেবি! এই যে রুক্মিণ্যাদি আমরা অষ্ট মহিষী অর্থাৎ রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, কালিন্দী, ভদ্রা, সত্যা, মিত্রবিন্দা ও লক্ষ্মণা আমি, আমরা এই অষ্ট মহিষী ধন-জন-পুত্রাদি সর্ব্ব-বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া এবং পতিসেবা রূপ পত্নী ধর্ম্ম অঙ্গীকার ও আচরণ পূর্ব্বক, আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ গৃহদাসী হইয়াছি—আমরা সর্ব্বদাই কৃষ্ণদাসী ॥ ৭৫ ॥

আনের কি কথা বলদেব-মহাশয়।
যাঁর ভাব শুদ্ধ-সখ্য-বাৎসল্যাদিময় ॥ ৭৬ ॥
তেঁহো আপনাকে করেন দাস-ভাবনা।
কৃষ্ণদাস-ভাব বিনু আছে কোন্ জনা ॥ ৭৭ ॥
সহস্র-বদন যেঁহো শেষ-সঙ্কর্ষণ।
দশ দেহ ধরি করে কৃষ্ণের সেবন ॥ ৭৮ ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র সদাশিবের অংশ।
গুণাবতার তেঁহো—সর্ব্ব-অবতংস ॥ ৭৯ ॥
তেঁহো সে করেন কৃষ্ণের দাস্য-প্রত্যাশ।
নিরন্তর কহে শিব—মুই কৃষ্ণদাস ॥ ৮০ ॥
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত বিহ্বল দিগম্বর।
কৃষ্ণ-গুণ-লীলা গায় নাচে নিরন্তর ॥ ৮১ ॥

পিতা-মাতা-গুরু-সখা-ভাব কেনে নয়।
কৃষ্ণ-প্রেমের স্বভাবে দাস্যভাব সে করয় ॥ ৮২ ॥
এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য জগত-ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁর সেবকানুচর ॥ ৮৩ ॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য-ঈশ্বর।
অতএব আর সব তাঁহার কিঙ্কর ॥ ৮৪ ॥
কেহো মানে কেহো না মানে—সবে তাঁর দাস।
যে না মানে তার হয় সেই পাপে নাশ ॥ ৮৫ ॥
চৈতন্যের দাস মুই চৈতন্যের দাস।
চৈতন্যের দাস তাঁর দাসের অনুদাস ॥ ৮৬ ॥
এত বলি নাচে গায় হুঙ্কার গম্ভীর।
ক্ষণেকে বসিলা আচার্য্য হৈয়া সুস্থির ॥ ৮৭ ॥
ভক্ত-অভিমান মূল-শ্রীবলরামে।
সেই ভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে ॥ ৮৮ ॥
তাঁর অবতার এক শ্রীসঙ্কর্ষণ।
ভক্ত করি অভিমান করে সর্ব্বক্ষণ ॥ ৮৯ ॥
তাঁর অবতার আর শ্রীযুত লক্ষ্মণ।
শ্রীরামের দাস্য তেঁহো কৈল অনুক্ষণ ॥ ৯০ ॥
সঙ্কর্ষণ-অবতার কারণাব্ধি-শায়ী।
তাঁহার হৃদয়ে ভক্তভাব অনুযায়ী ॥ ৯১ ॥
তাঁহার প্রকাশ-ভেদ অদ্বৈত-আচার্য্য।
কায়মনোবাক্যে তাঁর ভক্তি সদা কার্য্য ॥ ৯২ ॥
বাক্যে কহে—মুই চৈতন্যের অনুচর।
মুই তাঁর ভক্ত—মনে, ভাবে নিরন্তর ॥ ৯৩ ॥
জল তুলসী দিয়া করে কায়াতে সেবন।
ভক্তি প্রচারিয়া সব তারিলা ভুবন ॥ ৯৪ ॥
পৃথিবী ধরেন যেই শেষ-সঙ্কর্ষণ।
কায়ব্যূহ করি করেন কৃষ্ণের সেবন ॥ ৯৫ ॥
এই সব হয কত কৃষ্ণের অবতার।
নিরন্তর দেখি সবার ভক্তির আচার ॥ ৯৬ ॥
এ সবাকে শাস্ত্রে কহে ভক্ত-অবতার।
ভক্ত-অবতার-পদ উপরি সবার ॥ ৯৭ ॥
অতএব অংশী—কৃষ্ণ, অংশ—অবতার।
অংশী-অংশে দেখি জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ-আচার ॥ ৯৮ ॥
জ্যেষ্ঠ-ভাবে অংশীতে হয় প্রভু-জ্ঞান।
কনিষ্ঠ-ভাবে আপনেতে ভক্ত-অভিমান ॥ ৯৯ ॥
কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্ত-পদ।
আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত প্রেমাস্পদ ॥ ১০০ ॥
আত্মা হৈতে কৃষ্ণ ভক্ত বড় করি মানে।
ইহাতে বহু ত শাস্ত্র-বচন-প্রমাণে ॥ ১০১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।১৪।১৪ শ্লোকঃ—

ন তথা মে প্রিয়তমো আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥১০২॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব! তুমি আমার যেরূপ প্রিয়, ব্রহ্মা আমার পুত্র হইয়াও (পুত্র কেন না গর্ভোদশায়ী নারায়ণের নাভিপদ্মে ব্রহ্মার জন্ম), শিব আমার স্বরূপ-ভূত হইয়াও (স্বরূপ কেন না তিনি হইলেন গুণাবতার), সঙ্কর্ষণ অর্থাৎ বলরাম আমার ভ্রাতা হইয়াও এবং লক্ষ্মী আমার ভার্য্যা হইয়াও, আমার সেইরূপ প্রিয় নহে; এমন কি আমি নিজেও আমার সেইরূপ প্রিয় নহি ॥ ১০২ ॥

কৃষ্ণ-সাম্যে না হয় মাধুর্য্য-আস্বাদন।
ভক্ত-ভাবে করি তাঁর মাধুর্য্য চর্ব্বণ ॥ ১০৩ ॥
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই বিজ্ঞ-অনুভব।
মূঢ়লোক নাহি জানে ভাবের বৈভব ॥ ১০৪ ॥
ভক্ত-ভাব অঙ্গীকরি বলরাম লক্ষ্মণ।
অদ্বৈত নিত্যানন্দ শেষ সঙ্কর্ষণ ॥ ১০৫ ॥
কৃষ্ণের মাধুর্য্য-রসামৃত করে পান।
সেই সুখে মত্ত—কিছু নাহি জানে আন ॥১০৬॥
অন্যের আছুক কার্য্য আপনে শ্রীকৃষ্ণ।
আপন-মাধুর্য্য-পানে হইয়া সতৃষ্ণ ॥ ১০৭ ॥
স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে করেন যতন।
ভক্ত-ভাব বিনু নহে তার আস্বাদন ॥ ১০৮ ॥
ভক্ত-ভাব অঙ্গীকরি হৈলা অবতীর্ণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রূপে সর্ব্বভাবে পূর্ণ ॥ ১০৯ ॥
নানা ভক্ত-ভাবে করেন স্বমাধুর্য্য পান।
পূর্ব্বে করিয়াছি এই সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যান ॥ ১১০ ॥

অবতারগণের ভক্ত-ভাবে অধিকার।
ভক্ত-ভাব হৈতে অধিক সুখ নাহি আর ॥১১১॥
মূল ভক্ত-অবতার শ্রীসঙ্কর্ষণ।
ভক্ত-অবতার তঁহি অদ্বৈত গণন ॥ ১১২ ॥
অদ্বৈত আচার্য্য-গোঁসাইর মহিমা অপার।
যাঁহার হুঙ্কারে কৈল চৈতন্যাবতার ॥ ১১৩ ॥
সঙ্কীর্ত্তন প্রচারিয়া জগত তারিল।
অদ্বৈত-প্রসাদে লোক প্রেমধন পাইল ॥ ১১৪ ॥
অদ্বৈত মহিমানন্ত কে পারে কহিতে।
সেই লিখি যেই শুনি মহাজন হৈতে ॥ ১১৫ ॥
আচার্য্য-চরণে মোর কোটি নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু না লবে আমার ॥ ১১৬ ॥
তোমার মহিমা কোটি-সমুদ্র অগাধ।
তাহার ইয়ত্তা কহি—এ বড় অপরাধ ॥ ১১৭ ।
জয় জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য।
জয় জয় শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-আর্য্য ॥ ১১৮ ॥
দুই শ্লোকে কৈল অদ্বৈত-তত্ত্ব-নিরূপণ।
পঞ্চতত্ত্বের বিচার কিছু শুন ভক্তগণ ॥ ১১৯ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১২০

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীঅদ্বৈততত্ত্ব-নিরূপণং নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পঞ্চতত্ত্বাত্মক ১৭ শ্লোকের অর্থ-প্রক

অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিক-সাধকং।
শ্রীচৈতন্যং লিখ্যতেঽস্য প্রেমভক্তি-বদান্যতা ॥১॥

যিনি অগতির একমাত্র গতি এবং যিনি অসৎকুল-জাত ও অসৎকর্ম্ম-রত নীচ ব্যক্তিগণকেও পরম-পুরুষার্থ প্রেম প্রদান করিয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে নমস্কার করিয়া, প্রেমভক্তি-প্রদানে তাঁহার অসাধারণ দানশীলতা অর্থাৎ অযোগ্য ব্যক্তিগণকেও যে তিনি প্রেম দিয়াছেন, তদ্বিষয় বর্ণনা করিতেছি ॥ ১ ॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
তাঁহার চরণাশ্রিত সেই সব ধন্য ॥ ২ ॥
পূর্ব্বে গুর্ব্বাদি ছয় তত্ত্বের কৈল নমস্কার।
গুরু-তত্ত্ব কহিয়াছি, শুন পাঁচের বিচার ॥ ৩ ॥
পঞ্চ-তত্ত্ব অবতীর্ণ চৈতন্যের সঙ্গে।
পঞ্চ-তত্ত্ব মিলি করে সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে ॥ ৪ ॥
পঞ্চ-তত্ত্ব এক বস্তু—নাহি কিছু ভেদ।
রস আস্বাদিতে তত্ত্ব বিবিধ বিভেদ ॥ ৫ ॥

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামিনঃ-কড়চায়াং —

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্ত-রূপ-স্বরূপকং।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্ত-শক্তিকং ॥৬॥*

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর।
অদ্বিতীয় নন্দাত্মজ রসিক-শেখর ॥ ৭ ॥
রাসাদি-বিলাসী ব্রজ-ললনা-নাগর।
আর যত সব দেখ তাঁর পরিকর ॥ ৮ ॥ †

* অনুবাদ ২৭ পৃষ্ঠায় ১৪ দাগে দ্রষ্টব্য।

† রাসাদি-বিলাসী—রাসলীলা, বস্ত্রহরণলীলা, নৌকা-বিলাস, দানলীলা প্রভৃতি বহুবিধ লীলা বিলাসকারী।

পরিকর—সহচর।

সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য ॥ ৯ ॥
একলে ঈশ্বর-তত্ত্ব চৈতন্য-ঈশ্বর।
ভক্তভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর ॥ ১০ ॥
কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্ত-ভাব ॥ ১১ ॥
ইথে ভক্ত-ভাব ধরে চৈতন্য-গোঁসাই।
ভক্ত-স্বরূপ তাঁর নিত্যানন্দ ভাই ॥ ১২ ॥
ভক্ত-অবতার তার আচার্য্য-গোঁসাই।
এই তিন তত্ত্ব সবে প্রভু করি গাই ॥ ১৩ ॥
এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুই জন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥ ১৪ ॥
এই তিন তত্ত্ব সর্ব্বারাধ্য করি মানি।
চতুর্থ যে ভক্ত-তত্ত্ব আরাধক জানি ॥ ১৫ ॥
শ্রীনিবাস আদি যত কোটি ভক্তগণ।
শুদ্ধভক্ত-তত্ত্ব-মধ্যে সবার গণন ॥ ১৬ ॥
গদাধর আদি প্রভুর শক্তি-অবতার।
অন্তরঙ্গ ভক্ত করি গণন যাঁহার ॥ ১৭ ॥
যাঁহা-সবা লৈয়া প্রভুর নিত্য বিহার।
যাঁহা-সবা লৈয়া প্রভুর কীর্ত্তন-প্রচার ॥ ১৮ ॥
যাঁহা-সবা লৈয়া করে প্রেম আস্বাদন।
যাঁহা সবা লৈয়া দান করে প্রেমধন ॥ ১৯ ॥
এই পঞ্চতত্ত্ব মিলি পৃথিবী আসিয়া।
পূর্ব্ব-প্রেমভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া ॥ ২০ ॥
পাঁচে মিলি লুটে প্রেম, করে আস্বাদন।
যত যত পিয়ে তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ ॥ ২১ ॥
পুনঃ পুনঃ পিয়া পিয়া হয় মহা-মত্ত।
হাসে কান্দে নাচে গায় যেন মদমত্ত ॥ ২২ ॥
পাত্রাপাত্র বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায় তাঁহা করে প্রেমদান ॥ ২৩ ॥
লুটিয়া খাইয়া দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার—প্রেম শতগুণ বাড়ে ॥ ২৪ ॥
উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী বৃদ্ধ বালক যুবা সকলি ডুবায় ॥ ২৫ ॥
সজ্জন দুর্জ্জন পঙ্গু-জড়-অন্ধগণ।
প্রেম-বন্যায় ডুবাইল জগতের জন ॥ ২৬ ॥
জগত ডুবিল—জীবের হৈল বীজ-নাশ।
তাহা দেখি পাঁচ জনের পরম উল্লাস ॥ ২৭ ॥
যত যত প্রেমবৃষ্টি করে পঞ্চ জনে।
তত তত বাড়ে জল ব্যাপে ত্রিভুবনে ॥ ২৮ ॥
মায়াবাদী কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিক জন। *
নিন্দক পাষণ্ডী যত পড়ুয়া অধম ॥ ২৯ ॥
এইসব মহাদক্ষ ধাইয়া পলাইল।
সেই বন্যা তা-সবারে ছুঁইতে নারিল ॥ ৩০ ॥
তাহা দেখি মহাপ্রভু করেন চিন্তন।
জগত ডুবাইতে আমি করিনু যতন ॥ ৩১ ॥
কেহো কেহো এড়াইল—প্রতিজ্ঞা হৈল ভঙ্গ।
তা-সবা ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ ॥ ৩২ ॥
এত বলি মনে কিছু করিয়া বিচার।
সন্ন্যাস-আশ্রম প্রভু কৈল অঙ্গীকার ॥ ৩৩ ॥
চব্বিশ বৎসর ছিলা গৃহস্থ-আশ্রমে।
পঞ্চবিংশ বর্ষে প্রভু কৈল যতি-ধর্ম্মে ॥ ৩৪ ॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কৈল আকর্ষণ।
যতেক পলাইয়াছিল তার্কিকাদিগণ ॥ ৩৫ ॥
পড়ুয়া পাষণ্ডী কর্ম্মী নিন্দুকাদি যত।
তারা আসি প্রভু-পায় হৈল অবনত ॥ ৩৬ ॥
অপরাধ ক্ষমাইল—ডুবা'ল প্রেমজলে।
কেবা এড়াইবে প্রভুর প্রেম-মহাজালে ॥ ৩৭ ॥
সবা নিস্তারিতে প্রভুর কৃপা-অবতার।
সবা নিস্তারিতে করে চাতুরী অপার ॥ ৩৮ ॥
তবে নিজ-ভক্ত কৈল যত ম্লেচ্ছ-আদি।
সবে এক এড়াইল কাশীর মায়াবাদী ॥ ৩৯ ॥

* মায়াবাদী—শঙ্করাচার্য্য মতাবলম্বী জ্ঞানিগণ। ইঁহাদের মতে জগৎ মিথ্যা। একমাত্র ব্রহ্মই সত্যবস্তু এবং জগতের যা কিছু সবই ব্রহ্ম; ব্রহ্ম ছাড়া দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব ইঁহারা স্বীকার করেন না। ইঁহারা ভক্তিপথের ঘোর বিরোধী।

বৃন্দাবন যাইতে প্রভু রহিলা কাশীতে।
মায়াবাদিগণ তাঁরে লাগিলা নিন্দিতে ॥ ৪০ ॥
সন্ন্যাসী হইয়া করে গায়ন নাচন।
না করে বেদান্ত-পাঠ, করে সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৪১ ॥
মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ-ধর্ম্ম নাহি জানে।
ভাবুক হইয়া ফেরে ভাবুকের সনে ॥ ৪২ ॥
এ সব শুনিয়া প্রভু হাসে মনে মনে।
উপেক্ষা করিয়া কারো না কৈল সম্ভাষণে ॥৪৩॥
উপেক্ষা করিয়া কৈল মথুরা-গমন।
মথুরা দেখিয়া পুনঃ কৈল আগমন ॥ ৪৪ ॥
কাশীতে লেখক শূদ্র শ্রীচন্দ্রশেখর।
তাঁর ঘরে রহে প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ ৪৫ ॥
তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ ॥ ৪৬ ॥
সনাতন গোঁসাই আসি তাঁহাই মিলিলা।
তাঁর শিক্ষা লাগি প্রভু দু'মাস রহিলা ॥ ৪৭ ॥
তাঁরে শিখাইল যত বৈষ্ণবের ধর্ম্ম।
ভাগবত-আদি শাস্ত্রের যত গূঢ় মর্ম্ম ॥ ৪৮ ॥
ইতিমধ্যে চন্দ্রশেখর আর মিশ্র তপন।
দুঃখী হৈয়া প্রভু-পদে কৈল নিবেদন ॥ ৪৯ ॥
কতেক সহিব প্রভু তোমার নিন্দন।
না পারি সহিতে—এবে ছাড়িব জীবন ॥ ৫০ ॥
তোমারে নিন্দয়ে যত সন্ন্যাসীর গণ।
শুনিতে না পারি—ফাটে হৃদয় শ্রবণ ॥ ৫১ ॥
ইহা শুনি রহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
সেইকালে এক বিপ্র মিলিল আসিয়া ॥ ৫২ ॥
আসি নিবেদন করে চরণে ধরিয়া।
এক বস্তু মাগোঁ—দেহ প্রসন্ন হইয়া ॥ ৫৩ ॥
সকল সন্ন্যাসী মুই কৈল নিমন্ত্রণ।
তুমি যদি আইস—পূর্ণ হয় মোর মন ॥ ৫৪ ॥
না যাহ সন্ন্যাসি-গোষ্ঠী—ইহা আমি জানি।
মোরে অনুগ্রহ কর নিমন্ত্রণ মানি ॥ ৫৫ ॥
প্রভু হাসি নিমন্ত্রণ কৈল অঙ্গীকার।
সন্ন্যাসীরে কৃপা লাগি এ ভঙ্গী তাঁহার ॥ ৫৬ ॥

সেই বিপ্র জানে প্রভু না যান কারো ঘরে।
তাঁহার প্রেরণায় তাঁরে অত্যাগ্রহ করে ॥ ৫৭ ॥
আর দিনে গেলা প্রভু সে বিপ্র-ভবনে।
দেখিলা বসিয়া আছে সন্ন্যাসীর গণে ॥ ৫৮ ॥
সবা নমস্করি গেলা পাদ-প্রক্ষালনে।
পাদ প্রক্ষালন করি বসিলা সেই স্থানে ॥ ৫৯ ॥
বসিয়া করিল কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ।
মহা তেজোময় বপু কোটিসূর্য্য-ভাস ॥ ৬০ ॥
প্রভাবে আকর্ষিল সব সন্ন্যাসীর মন।
উঠিল সন্ন্যাসী সব ছাড়িয়া আসন ॥ ৬১ ॥
প্রকাশানন্দ নামে সর্ব্ব-সন্ন্যাসি-প্রধান।
প্রভুকে কহিল কিছু করিয়া সম্মান ॥ ৬২ ॥
ইঁহা আইস ইঁহা আইস শুনহ শ্রীপাদ।
অপবিত্র স্থানে বৈস—কিবা অবসাদ ॥ ৬৩ ॥
প্রভু কহে—আমি হই হীন সম্প্রদায়।
তোমার সভাতে মোরে বসিতে না জুয়ায় ॥ ৬৪ ।
আপনে প্রকাশানন্দ হাতেতে ধরিয়া।
বসাইল সভা-মধ্যে সম্মান করিয়া ॥ ৬৫ ॥
পুছিল—তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কেশব-ভারতীর শিষ্য তাতে তুমি ধন্য ॥ ৬৬॥
সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে।
কি কারণে আমা-সবার না কর দর্শনে ॥ ৬৭ ॥
সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন গায়ন।
ভাবুক সব সঙ্গে লৈয়া কর সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৬৮ ॥
বেদান্ত-পঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কর কেন ভাবুকের কর্ম্ম ॥ ৬৯
প্রভাবে দেখিয়ে তোমা সাক্ষাত নারায়ণ।
হীনাচার কর কেনে—কি ইহার কারণ ॥ ৭০ ॥
প্রভু কহে—শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিল শাসন ॥ ৭১॥
মূর্খ তুমি—তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা—এই মন্ত্র সার ॥ ৭২ ॥
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥ ৭৩ ॥

নাম বিনা কলিকালে আর নাহি ধর্ম্ম।
সর্ব্ব-মন্ত্র-সার নাম—এই শাস্ত্র-মর্ম্ম ॥ ৭৪ ॥
এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে—।
কণ্ঠে করি এই শ্লোক করিহ বিচারে ॥ ৭৫ ॥

তথাহি বৃহন্নারদীয় বচন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥৭৬॥

কলিকালে হরিনামই একমাত্র গতি, হরিনামই একমাত্র গতি, হরিনামই একমাত্র গতি, হরিনাম ভিন্ন আর অন্য গতি নাই, আর অন্য গতি নাই, আর অন্য গতি নাই ॥ ৭৬ ॥

এই আজ্ঞা পাইয়া নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন ॥ ৭৭ ॥
ধৈর্য্য ধরিতে নারি হইলাম উন্মত্ত।
হাসি কান্দি নাচি গাই যেন মদমত্ত ॥ ৭৮ ॥
তবে ধৈর্য্য ধরি মনে করিল বিচার।
কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার ॥ ৭৯ ॥
পাগল হইলাঙ—আমি ধৈর্য্য নাহি মনে।
এত চিন্তি নিবেদিনু গুরুর চরণে— ॥ ৮০ ॥
কিবা মন্ত্র দিলা গোঁসাই কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল ॥ ৮১ ॥
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি গুরু হাসি বলিল বচন ॥ ৮২ ॥
কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥ ৮৩ ॥*
কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমা পরম-পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণ-তুল্য চারি পুরুষার্থ ॥ ৮৪ ॥
পঞ্চম-পুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃত-সিন্ধু।
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে একবিন্দু ॥ ৮৫ ॥
কৃষ্ণনাম ফল কৃষ্ণপ্রেমা—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমার করিল উদয় ॥ ৮৬ ॥
প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত-তনু-ক্ষোভ।
কৃষ্ণের চরণপ্রাপ্ত্যে উপজয় লোভ ॥ ৮৭ ॥
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কান্দে গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে, ইতি উতি ধায় ॥ ৮৮ ॥
স্বেদ কম্প রোমাঞ্চাশ্রু গদ্গদ বৈবর্ণ্য।
উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য ॥ ৮৯ ॥ †

* ভগবানকে পাইবার ইচ্ছা, ভগবানের আনুকূল্য লাভ করিবার অভিলাষ ও তাঁহার প্রতি সখ্য ভাবের দ্বারা মনে যে স্নিগ্ধতা আসে, তাহার নাম ভক্তি। ইহা শুদ্ধসত্ত্বরূপ, প্রেমরূপ এবং সূর্য্যরশ্মি-তুল্য। যে ভাবের দ্বারা মন সর্ব্বদা বিমল হয় এবং যাহা মমতা-বিশিষ্ট, তাহা গাঢ় হইলেই প্রেম বলে।

এখানে বলার তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্যক্তি কৃষ্ণমন্ত্র জপ করিতে থাকেন, তিনি এইসকল ভাবের অধিকারী হন, অর্থাৎ তাঁহার হৃদয়ে প্রেম ও ভক্তি জন্মে।

† ভয়, রোষ, আনন্দ হেতু দেহে যে ক্লেদ জন্মায়, তাহার নাম স্বেদ এবং দেহের মধ্যে যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তাহাই কম্প। ভয়, উৎসাহ আশ্চর্য্যবস্তুদর্শন, আনন্দ প্রভৃতির জন্য যে রোমোদ্গম হয়, তাহাকে রোমাঞ্চ বলে। আনন্দ, রোষ ও বিষাদ হেতু চক্ষে যে জল আসে, তাহাই অশ্রু। আনন্দ, ভয়, রোষ, বিস্ময় বিষাদ প্রভৃতি হেতু যে স্বরভঙ্গ হয়, তাহাই গদগদস্বর এবং যে বর্ণের বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, তাহাই বৈবর্ণ। অত্যধিক আনন্দ [illegible] হেতু যে হৃদ্ভ্রম হয়, তাহাকে উন্মাদাবস্থা বলে। কার্য্যসিদ্ধি না হইলে অথবা অপরাধ, বিপদ ও ঈপ্সিত বস্তুর অভাব বোধ করিলে যে অনুতাপ আসে, তাহাই বিষাদ। উত্তম বস্তু, সুখ অথবা জ্ঞান লাভ করিতে হইলে যে মানসিক চাঞ্চল্য বোধ করিতে হয়, তাহাই ধৈর্য্য। রূপ, গুণ, ঈপ্সিত বস্তু লাভ ও সৌভাগ্যের জন্য পরের প্রতি অবজ্ঞার নাম গর্ব্ব। ঈপ্সিত বস্তু লাভ বা তদ্দর্শনজনিত মানসিক প্রসন্নতাকে হর্ষ বলে। ভয়, অপরাধ ও দুঃখ হেতু মানসিক দুর্ব্বলতার নাম দৈন্য।

এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণপ্রেমানন্দ-সুখসাগরে ভাসায় ॥ ৯০ ॥
ভাল হৈল পাইলে তুমি পরম-পুরুষার্থ।
তোমার প্রেমাতে আমি হৈলাঙ কৃতার্থ ॥ ৯১ ॥
নাচ গাও ভক্ত-সঙ্গে কর সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি তারো সর্ব্বজন ॥ ৯২ ॥
এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
ভাগবত-সার এই—বলে বারেবারে ॥ ৯৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।২।৩৮ শ্লোকে জনকং প্রতি যোগেন্দ্রবাক্যং—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়-নাম-কীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুত-চিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ৯৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য নামের মধ্যে নিজের প্রিয় যে নাম, তাহার কীর্ত্তনে নাম-কীর্ত্তন-কারীর প্রেমোদয় হয় বলিয়া, তাঁহার চিত্ত বিগলিত হইয়া যায়—একেবারে শিথিল হইয়া পড়ে, তখন মনের উপর তাহার আর কোনও আধিপত্য থাকে না, তিনি আর মনকে বশে রাখিতে পারেন না, তাই তিনি তখন পাগলের মত বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন, কখনও চেঁচান, কখনও গান করেন, আবার কখনও বা নাচিতে থাকেন ॥ ৯৪ ॥

তাই তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস ধরি।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন করি ॥ ৯৫ ॥
সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায় নাচায়।
গাই নাচি নাহি আমি আপন-ইচ্ছায় ॥ ৯৬ ॥
কৃষ্ণনামে যে আনন্দ-সিন্ধু-আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম ॥ ৯৭ ॥

তথাহি শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে :—

ত্বৎসাক্ষাৎ-করণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধি-স্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রহ্ম্যাণ্যপি জগদ্‌গুরো ॥৯৮॥

প্রহ্লাদ মহাশয় শ্রীনৃসিংহদেবকে বলিলেন, হে জগৎ-পূজ্য প্রভো! তোমার দর্শনে আমি যে অপ্রাকৃত সুখ-সাগরে অবস্থিত হইয়াছি, তাহার নিকট ব্রহ্মসুখও আমার কাছে গরুর খুরের গর্ত্তস্থিত জলের ন্যায় অত্যল্প অর্থাৎ কিছুই নয় বলিয়াই অনুভূত হইতেছে ॥ ৯৮ ॥

প্রভুর মিষ্টবাক্য শুনি সন্ন্যাসীর গণ।
চিত্ত ফিরি গেল—কহে মধুর বচন ॥ ৯৯ ॥
যে কিছু কহিলে তুমি সব সত্য হয়।
কৃষ্ণপ্রেমা সেই পায় যার ভাগ্যোদয় ॥ ১০০ ॥
কৃষ্ণে ভক্তি কর ইহার সবার সন্তোষ।
বেদান্ত না শুন কেনে—তাতে কিবা দোষ ॥১০১॥
এত শুনি হাসি প্রভু বলিলা বচন।
দুঃখ না ভাবহ যদি—করি নিবেদন ॥ ১০২ ॥
ইহা শুনি বলে সর্ব্ব সন্ন্যাসীর গণ।
তোমাকে দেখিয়ে যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥ ১০৩ ॥
তোমার বচন শুনি জুড়ায় শ্রবণ।
তোমার মাধুরী দেখি জুড়ায় নয়ন ॥ ১০৪ ॥
তোমার প্রভাবে সবার আনন্দিত মন।
কভু অসঙ্গত নহে তোমার বচন ॥ ১০৫ ॥
প্রভু কহে—বেদান্ত-সূত্র ঈশ্বর-বচন।
ব্যাসরূপে কহিলে নিজে শ্রীনারায়ণ ॥ ১০৬ ॥
ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব। *
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥ ১০৭ ॥

* এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া মনে করাকে ভ্রম বলে।
মনোযোগিতার অভাবকে প্রমাদ বলা হয়।
অন্যত্র মনোনিবেশকে বিপ্রলিপ্সা বলে।
ইন্দ্রিয়ের অপটুতাকে করণাপাটব বলে।

উপনিষৎ-সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব ॥
মুখ্যবৃত্তি সেই তত্ত্ব—পরম মহত্ত্ব ॥ ১০৮ ॥*
গৌণবৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য ।
তাহার শ্রবণে নাশ হয় সর্ব্ব কার্য্য ॥ ১০৯ ॥
তাঁহার নাহিক দোষ ঈশ্বরাজ্ঞা পাইয়া ।
গৌণ অর্থ করিল মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥ ১১০ ॥
'ব্রহ্ম'-শব্দে মুখ্য অর্থ কহে 'ভগবান্' ।
ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ—অনূর্দ্ধ সমান ॥ ১১১ ॥
তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার ।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদি তাঁরে কহে নিরাকার ॥১১২॥
চিদানন্দ তেঁহো তাঁর স্থান পরিবার ।
তাঁরে কহে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার ॥ ১১৩ ॥
তাঁর দোষ নাহি—তেঁহো আজ্ঞাকারী দাস ।
আর যেই শুনে তার হয় সর্ব্বনাশ ॥ ১১৪ ॥
বিষ্ণু-নিন্দা আর নাহি ইহার উপর ।
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর ॥ ১১৫ ॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিত-জ্বলন ।
জীবের স্বরূপ যেন স্ফুলিঙ্গের কণ ॥ ১১৬ ॥
জীবতত্ত্ব—শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব—শক্তিমান্ ।
গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি তাহাতে প্রমাণ ॥ ১১৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ৭।৫ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥১১৮॥

* মুখ্যবৃত্তি—মুখ্য অর্থ। কোন শব্দ উচ্চারণ করিবা-মাত্র তৎক্ষণাৎ তাহার যে অর্থটি মনে উদয় হয় তাহাই হইল ঐ শব্দের মুখ্য অর্থ। যেমন গো বলিলে তৎক্ষণাৎ গো শব্দের অর্থ গরু বলিয়া মনে আসে; সুতরাং গো শব্দের গরু অর্থই হইল মুখ্য অর্থ, আর গো শব্দের চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী প্রভৃতি অন্য যে সব অর্থ আছে, তাহা হইল গৌণ অর্থ। প্রকৃত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া কষ্টে অর্থ করাকে গৌণবৃত্তি বলে।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! পূর্ব্ব শ্লোকে যে প্রকৃতি অর্থাৎ শক্তির কথা বলিয়াছি, তাহা হইল নিকৃষ্ট প্রকৃতি। এতদ্ভিন্ন জীবশক্তি-রূপ আমার আর একটি উৎকৃষ্ট প্রকৃতি বা শক্তি আছে জানিও; এই শক্তিই জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে অর্থাৎ আমার এই জীবশক্তি জীবে না থাকিলে জগতের অস্তিত্বই থাকিত না ॥ ১১৮ ॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬১)—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা ।
অবিদ্যাকর্ম্ম-সংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥১১৯॥

শ্রীবিষ্ণুর তিনটি শক্তি আছে; তন্মধ্যে বিষ্ণুশক্তি নামে তাঁহার নিজ-শক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তি হইল শ্রেষ্ঠ (ইহারই নাম স্বরূপ শক্তি বা চিচ্ছক্তি); তাঁহার আর একটি শক্তির নাম ক্ষেত্রজ্ঞা (ইহাই হইল জীবশক্তি বা তটস্থা শক্তি); তাঁহার অন্য আর একটি শক্তি অর্থাৎ তৃতীয় শক্তিটির নাম হইল অবিদ্যাকর্ম্ম (ইহাই হইল মায়াশক্তি) ॥ ১১৯ ॥

হেন জীবতত্ত্ব লৈয়া লিখি পরতত্ত্ব
আচ্ছন্ন করিয়া শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-মহত্ত্ব ॥ ১২০ ॥
ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণাম-বাদ। *
ব্যাস ভ্রান্ত বলি তাঁহা উঠালো বিবাদ ॥ ১২১ ॥
পরিণাম-বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী ।
এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপনা যে করি ॥ ১২২ ॥†
বস্তুত পরিণাম-বাদ সেই সে প্রমাণ ।
'দেহে আত্মবুদ্ধি' এই বিবর্ত্তের স্থান ॥ ১২৩ ॥

* একটি বস্তুর অন্য বস্তুতে পরিণতির নাম পরিণাম; যেমন মৃত্তিকার পরিণতি ঘট।

† কোন বস্তু অন্য রূপ অবস্থা প্রাপ্ত না হইয়াও অন্য অবস্থাপ্রাপ্তির ন্যায় বোধ হইলে বিবর্ত্তবাদ বলে। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম।

অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্ ।
ইচ্ছায় জগৎ-রূপে পায় পরিণাম ॥ ১২৪ ॥
তথাপি অচিন্ত্য-শক্ত্যে হয় অধিকারী ।
প্রাকৃত-চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্তে যে ধরি ॥১২৫॥
নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে ।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে ॥ ১২৬ ॥
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্য-শক্তি হয় ।
ঈশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তি—ইথে কি বিস্ময় ॥১২৭॥
'প্রণব' সে মহাবাক্য বেদের নিদান ।
ঈশ্বর-স্বরূপ প্রণব—সর্ব্ব-বিশ্ব-ধাম ॥ ১২৮ ॥
সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের প্রণব-উদ্দেশ ।
'তত্ত্বমসি' বাক্য হয় বেদের একদেশ ॥ ১২৯ ॥
প্রণব মহাবাক্য তাহা করি আচ্ছাদন ।
মহাবাক্যে করে তত্ত্বমসির স্থাপন ॥ ১৩০ ॥
সর্ব্ব-বেদ-সূত্রে করি কৃষ্ণের অভিধান ।
মুখ্য বৃত্তি ছাড়ি কৈল লক্ষণা ব্যাখ্যান ॥ ১৩১ ॥
স্বতঃপ্রমাণ বেদ প্রমাণ-শিরোমণি ।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণতা-হানি ॥ ১৩২ ॥
এইমত প্রতি সূত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া ।
গৌণার্থ ব্যাখ্যা করে কল্পনা করিয়া ॥ ১৩৩ ॥
এইমত প্রতি সূত্রে করেন দূষণ ।
শুনি চমৎকার হৈল সন্ন্যাসীর গণ ॥ ১৩৪ ॥
সকল সন্ন্যাসী কহে—শুনহ শ্রীপাদ ।
তুমি যে খণ্ডিলে অর্থ—এ নহে বিবাদ ॥ ১৩৫ ॥
আচার্য্য-কল্পিত অর্থ—ইহা সবে জানি ।
সম্প্রদায়-অনুরোধে তবু তাহা মানি ॥ ১৩৬ ॥
মুখ্যার্থ ব্যাখ্যা কর দেখি তোমার বল ।
মুখ্যার্থ লাগাইল প্রভু সূত্র সকল ॥ ১৩৭ ॥
বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান্ ।
ষড়্‌বিধ-ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ পরতত্ত্ব-ধাম ॥ ১৩৮ ॥
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য তাঁর নাহি মায়া-গন্ধ ।
সকল বেদের হয় ভগবান্ সম্বন্ধ ॥ ১৩৯ ॥
তাঁরে নির্ব্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি ।
অর্দ্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি ॥১৪০॥
ভগবান্-প্রাপ্তি-হেতু যে করি উপায় ।
শ্রবণাদি-ভক্তি কৃষ্ণ-প্রাপ্তির সহায় ॥ ১৪১ ॥ *
সেই সব বেদের হয় অভিধেয় নাম ।
সাধন-ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদ্গম ॥ ১৪২ ॥†
কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ ।
কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তার নাহি হয় রাগ ॥ ১৪৩ ॥
পরম-পুরুষার্থ সেই প্রেম-মহাধন ।
কৃষ্ণের মাধুর্য্য-রস করায় আস্বাদন ॥ ১৪৪ ॥
প্রেম হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজভক্ত-বশ ।
প্রেম হৈতে পায় কৃষ্ণের সেবা-সুখরস ॥ ১৪৫ ॥
সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন নাম ।
এই তিন অর্থ সর্ব্বসূত্রে পর্য্যবসান ॥ ১৪৬ ॥
এইমত সর্ব্ব সূত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া ।
সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় করিয়া ॥ ১৪৭ ॥
বেদময়-মূর্ত্তি তুমি সাক্ষাত নারায়ণ ।
ক্ষম অপরাধ পূর্ব্বে যে কৈল নিন্দন ॥ ১৪৮ ॥
সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ফিরি গেল মন ।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম সদা করয়ে গ্রহণ ॥ ১৪৯ ॥
এইমত তা-সবার ক্ষমি অপরাধ ।
সবাকারে কৃষ্ণনাম করিল প্রসাদ ॥ ১৫০ ॥
তবে সব সন্ন্যাসী মহাপ্রভুকে লইয়া ।
ভিক্ষা করিলেন সবে মধ্যে বসাইয়া ॥ ১৫১ ॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু আইলা বাসাঘর ।
হেন চিত্র-লীলা করে গৌরাঙ্গ-সুন্দর ॥ ১৫২ ॥
চন্দ্রশেখর তপন-মিশ্র শ্রীসনাতন ।
দেখি শুনি আনন্দিত সবাকার মন ॥ ১৫৩ ॥

* ভক্তি নয় প্রকার, যথা—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্ম-নিবেদন। পরিচর্য্যাকে পাদসেবন বলা হয়। ভগবানে সকল কর্ম্ম সমর্পণ করার নাম দাস্য, তাঁহাতেই বিশ্বাস নিয়োগ করাকে সখ্য ও দেহ সমর্পণকে আত্মনিবেদন বলা হয়।

† শ্রবণ, কীর্ত্তন, দর্শন প্রভৃতির দ্বারা সাধনীয়া সামান্য ভক্তিকে সাধন-ভক্তি বলে।

প্রভুকে দেখিতে আইসে সকল সন্ন্যাসী।
প্রভুর প্রশংসা করে সব বারাণসী ॥ ১৫৪ ॥
বারাণসী-পুরী আইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পুরী সহ সর্ব্ব লোক হৈল মহাধন্য ॥ ১৫৫ ॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে।
মহা ভিড় হৈল দ্বারে নারে প্রবেশিতে ॥ ১৫৬ ॥
প্রভু যদি যান বিশ্বেশ্বর-দরশনে।
লক্ষ লক্ষ লোক আসি মিলে সেইখানে ॥ ১৫৭ ॥
স্নান করিতে যদি যান গঙ্গাতীর।
তাঁহাই সকল লোক—হয় মহা ভিড় ॥ ১৫৮ ॥
বাহু তুলি প্রভু বলে—বল 'হরি হরি।'
হরিধ্বনি করে লোক স্বর্গ মর্ত্ত্য ভরি ॥ ১৫৯ ॥
লোক নিস্তারিয়া প্রভুর চলিতে হৈল মন।
বৃন্দাবনে পাঠাইলেন শ্রীসনাতন ॥ ১৬০ ॥
রাত্রি দিবসে লোকের শুনি কোলাহল।
বারাণসী ছাড়ি প্রভু আইলা নীলাচল ॥ ১৬১ ॥
এই লীলা কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
সংক্ষেপে কহিল ইঁহা প্রসঙ্গ পাইয়া ॥ ১৬২ ॥
এই পঞ্চতত্ত্ব-রূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কৃষ্ণ-নাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য ॥ ১৬৩ ॥
মথুরাতে পাঠাইল রূপ সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি-প্রচারণ ॥ ১৬৪ ॥
নিত্যানন্দ-গোঁসাইকে পাঠাইল গৌড়দেশে।
তেঁহো ভক্তি প্রচারিল অশেষ-বিশেষে ॥ ১৬৫
আপনে দক্ষিণ-দেশ করিলা গমন।
গ্রামে গ্রামে কৈল কৃষ্ণনাম-প্রচারণ ॥ ১৬৬ ॥
সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত কৈল ভক্তির প্রচার।
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার ॥ ১৬৭ ॥
এই ত কহিল পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান।
ইহার শ্রবণে হয় চৈতন্য-তত্ত্ব-জ্ঞান ॥ ১৬৮ ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত তিন জন।
শ্রীবাস গদাধর আদি যত ভক্তগণ ॥ ১৬৯ ॥
সবাকার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার।
যৈছে তৈছে কহি কিছু চৈতন্য-বিহার ॥ ১৭০
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৭১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে পঞ্চতত্ত্বাখ্যাননিরূপণং
নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বন্দে চৈতন্য-দেবং তং ভগবন্তং যদিচ্ছয়া।
প্রসভং নৃত্যতে চিত্রং লেখ-রঙ্গে জড়োঽপ্যয়ং ॥১॥

যাঁহার কৃপায় আমার ন্যায় মূর্খ ব্যক্তিও লিখন-রূপ রঙ্গস্থলে আশ্চর্য্যরূপে নৃত্য করিতেছে অর্থাৎ ইহা বড়ই আশ্চর্য্য যে, একরূপ মূর্খও যাঁহার কৃপায় ভগবল্লীলা বর্ণনা করিতে সমর্থ হইতেছে, সেই ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-দেবকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয় জয় পরমানন্দ জয় নিত্যানন্দ ॥ ২ ॥
জয় জয় অদ্বৈত-আচার্য্য কৃপাময়।
জয় জয় গদাধর পণ্ডিত মহাশয় ॥ ৩ ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
প্রণত হইয়া বন্দোঁ সবার চরণ ॥ ৪ ॥
মূক কবিত্ব করে যাঁ-সবর স্মরণে।
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে, অন্ধ দেখে তারাগণে ॥ ৫ ॥
এ সব না মানে যেই পণ্ডিত-সকল।
তা-সবার বিদ্যাপাঠ ভেক-কোলাহল ॥ ৬ ॥
এ সব না মানে যেবা করে কৃষ্ণভক্তি।
কৃষ্ণ-কৃপা নাহি তারে—নাহি তার গতি ॥ ৭ ॥

সন্ন্যাস-গ্রহণের উদ্দেশ্য ও শ্রীগৌরাঙ্গ ভজনের কর্ত্তব্যতা-বর্ণন

পূর্ব্বে যৈছে জরাসন্ধ আদি রাজগণ।
বেদধর্ম্ম করি করে বিষ্ণুর পূজন ॥ ৮ ॥
কৃষ্ণ নাহি মানে তাতে দৈত্য করি মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি ॥৯॥
মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ।
এই লাগি কৃপার্দ্র প্রভু করিল সন্ন্যাস ॥ ১০ ॥
সন্ন্যাসি-বুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার।
তথাপি খণ্ডিবে দুঃখ পাইবে নিস্তার ॥ ১১ ॥
হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।
সর্ব্বোত্তম হইলেও তার অসুরে গণন ॥ ১২ ॥
অতএব পুন কহোঁ ঊর্দ্ধবাহু হৈয়া।
চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া ॥ ১৩ ॥
যদি বা তার্কিক কহে তর্ক সে প্রমাণ।
তর্ক-শাস্ত্রে সিদ্ধ যেই সেই সেব্যমান ॥ ১৪ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥ ১৫ ॥
বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তবু নাহি পায় কৃষ্ণ-পদে প্রেমধন ॥ ১৬ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ তন্ত্রবচনং (১।২৩)—

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদি-পুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধন-সাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা ॥ ১৭ ॥

তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—জ্ঞান দ্বারা সহজে মুক্তিলাভ করা যায় ও যজ্ঞাদি পুণ্যকার্য্য দ্বারা স্বর্গাদি সুখভোগ সহজে লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু বহু বহু সাধন করিলেও হরিভক্তি অর্থাৎ শ্রীহরিতে প্রেমভক্তি লাভ করা অত্যন্ত দুষ্কর ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া ॥ ১৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৫।৬।১৮ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

রাজন্! পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ! ভজতাং ভগবান্মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগং ॥ ১৯ ॥

শ্রীশুকদেব বলিলেন, হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের (পাণ্ডবদের) ও যদুদিগের পালক, উপদেষ্টা, উপাস্য, বন্ধু ও কুলের পরিচালক—অধিক আর কি বলিব, তিনি কখনও কখনও দৌত্যকার্য্যে

তোমাদের ভৃত্যও হইয়াছেন। হে রাজন! ভজনকারী ব্যক্তিকে তিনি মুক্তি দিয়া থাকেন, কিন্তু প্রেমভক্তি দেন না॥ ১৯॥

হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল যথা তথা।
জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অন্যের কা কথা॥ ২০॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর—প্রেম নিগূঢ় ভাণ্ডার।
বিলাইল যারে তারে—না কৈল বিচার॥ ২১॥
অদ্যাপিহ দেখ চৈতন্য-নাম যেবা লয়।
কৃষ্ণপ্রেমে পুলকাশ্রু বিহ্বল সে হয়॥ ২২॥
নিত্যানন্দ বলিতে হয় কৃষ্ণ-প্রেমোদয়।
আউলায় সকল অঙ্গ অশ্রু-গঙ্গা বয়॥ ২৩॥*
কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥ ২৪॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ২।৩।২৪ শ্লোকে সূতং প্রতি শৌনকবাক্যং—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং,
যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥ ২৫॥

শৌনক ঋষি কহিলেন, হে সূত! কৃষ্ণ নাম বলিলেই হৃদয়ে বিকার হয়, বিকার হইলে চক্ষুতে জল আসে, গাত্রে রোমাঞ্চ হয়। কিন্তু যে হৃদয়ে বিকার না হয়, তাহা পাষাণ-সদৃশ কঠিন বলিয়া জানিবে অর্থাৎ তাহাতে প্রচুর অপরাধ আছে বুঝিতে হইবে, যেহেতু নামের প্রভাবেও তাহা দ্রবীভূত হয় নাই॥ ২৫॥

এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্ব-পাপ-নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥ ২৬॥
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ কম্প পুলকাদি গদ্গদাশ্রুধার॥ ২৭॥
অনায়াসে ভব-ক্ষয় কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফল পাই এত ধন॥ ২৮॥
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥ ২৯॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।*
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥ ৩০॥

* আউলায়—হয়।

* অপরাধ দ্বিবিধ—নামাপরাধ ও সেবাপরাধ। নামাপরাধ দশ প্রকার যথা,—(১) সৎনিন্দা, (২) বিষ্ণু ও শিব নামে পার্থক্যজ্ঞান, (৩) গুরুর প্রতি অবজ্ঞা, (৪) শাস্ত্রের প্রতি তাচ্ছিল্যভাব ও নিন্দা, (৫) হরিনামের মাহাত্ম্যে অর্থবাদ অর্থাৎ হরিনামের স্তুতিতে ভক্তিশূন্যভাবে মগ্ন হওয়া, (৬) হরিনামের প্রকারান্তরে অর্থকল্পনা করা, (৭) হরিনামের বলে পাপে প্রবৃত্ত হওয়া, (৮) হরিনামের সহিত অন্য শুভকর্ম্মের তুলনা করা, (৯) শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে হরিনামোপদেশ, (১০) হরিনামের মাহাত্ম্য শুনিয়াও তাহাতে বিশ্বাস না করা।

সেবাপরাধ বত্রিশ প্রকার—(১) যানে আরোহণ করিয়া বা পাদুকা পরিয়া ভগবানের মন্দিরে প্রবেশ করা, (২) ভগবানের দোলাদি উৎসব না করা, (৩) ভগবানকে প্রণাম না করা, (৪) অশুচি অবস্থায় বা উচ্ছিষ্টলিপ্ত শরীরে ভগবানের বন্দনা করা, (৫) যোড়করে প্রণাম না করা (৬) কৃষ্ণের সম্মুখে প্রদক্ষিণ করা, (৭) ভগবানের অভিমুখে পা ছড়ান, (৮) বস্ত্রাদির সাহায্যে পৃষ্ঠ, জানু, জঙ্ঘা বন্ধন, (৯) কৃষ্ণমূর্ত্তির অগ্রে শয়ন করা, (১০) কৃষ্ণমূর্ত্তির অগ্রে আহার করা, (১১) মিথ্যাবাক্য বলা, (১২) উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা, (১৩) পরস্পরে আলাপ করা, (১৪) রোদন করা, (১৫) বিবাদ করা, (১৬) কাহারও প্রতি অত্যাচার করা, (১৭) কাহারও প্রতি দয়া দেখান, (১৮) কর্কশ বাক্য বলা, (১৯) কম্বলাদির দ্বারা ভগবৎ-মূর্ত্তির আবরণ দিয়া সেবা করা, (২০) ভগবানের সম্মুখে পরচর্চ্চা বা পরনিন্দা করা, (২১) ভগবানের সম্মুখে পরের প্রশংসা করা, (২২) অশ্লীল ও নীচ বাক্য বলা, (২৩) অধোবায়ু ত্যাগ করা, (২৪) শক্তি থাকিলেও ফুল ও তুলসী চয়ন না করিয়া জলমধ্যে পূজা সমাপ্তি করা,

চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন—বহে অশ্রুধার ॥ ৩১ ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার ॥ ৩২ ॥

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীবৃন্দাবন দাস-ঠাকুরের মহিমা-বর্ণন

অরে মূঢ় লোক—শুন চৈতন্য-মঙ্গল।
চৈতন্য-মহিমা যাতে জানিবে সকল ॥ ৩৩ ॥
কৃষ্ণ-লীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্য-লীলার ব্যাস বৃন্দাবন-দাস ॥ ৩৪ ॥
বৃন্দাবন-দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল ॥ ৩৫ ॥
চৈতন্য-নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা।
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্তের সীমা ॥ ৩৬ ॥
ভাগবতে যত ভক্তি-সিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছেন ইঁহা জানি করিয়া নিষ্কার ॥ ৩৭ ॥
চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন।
সেহো মহা বৈষ্ণব হয় ততক্ষণ ॥ ৩৮ ॥
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবন-দাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥ ৩৯ ॥
বৃন্দাবন-দাস-পদে কোটি নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি তেঁহো তারিল সংসার ॥ ৪০ ॥
নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভাজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন ॥ ৪১ ॥

(২৫) ভগবানকে নিবেদন না করিয়া ভোজন করা, (২৬) সময়ের ফল ভগবানকে প্রদান না করা, (২৭) আনীত দ্রব্য ভগবানকে প্রদান করিবার পূর্ব্বে কিয়দংশ অন্যকে দেওয়া, (২৮) ভগবানের মূর্ত্তির দিকে পশ্চাৎ করিয়া বসা, (২৯) গুরুদেবের সম্মুখে কোন স্তবাদি না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা, (৩০) কৃষ্ণ বন্দনার পূর্ব্বে অন্য দেবতার বন্দনা, (৩১) নিজের প্রশংসা করা, (৩২) এই উভয়বিধ অপরাধে দেবতার নিন্দা করা। অপরাধীতে প্রেমদান করিতে কৃষ্ণনামও অসমর্থ।

তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্য-চরিত-বর্ণন।
যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন ॥ ৪২ ॥
অতএব ভজ লোক চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
খণ্ডিবে সংসারদুঃখ—পাবে প্রেমানন্দ ॥ ৪৩
বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
তাহাতে চৈতন্য-লীলা বর্ণিল সকল ॥ ৪৪ ॥

চরিতামৃত গ্রন্থ-প্রণয়নে বৈষ্ণবাদেশ ও মদনমোহনের কৃপানুমতি-কথন

সূত্র করি সব লীলা করিল গ্রন্থন।
পাছে বিস্তারিয়া তার কৈল বিবরণ ॥ ৪৫ ॥
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার।
বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার ॥ ৪৬ ॥
বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হইল মন।
সূত্র-ধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন ॥ ৪৭ ॥
নিত্যানন্দ-লীলা বর্ণনে হইল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ-লীলা রহিল অবশেষ ॥ ৪৮ ॥
সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ।
বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন ॥ ৪৯ ॥
বৃন্দাবনে কল্পদ্রুমে সুবর্ণ-সদন।
মহাযোগপীঠ তাঁহা রত্ন-সিংহাসন ॥ ৫০।
তাতে বসি আছে সদা ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
শ্রীগোবিন্দ-দেব নাম সাক্ষাত-মদন ॥ ৫১ ॥
রাজসেবা হয় তাঁহা বিচিত্র প্রকার।
দিব্য সামগ্রী দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার ॥ ৫২ ॥
সহস্র সেবক সেবা করে অনুক্ষণ।
সহস্র বদনে সেবা না যায় বর্ণন ॥ ৫৩ ॥
সেবার অধ্যক্ষ শ্রীপণ্ডিত হরিদাস।
তাঁর যশ গুণ সর্ব্ব জগতে প্রকাশ ॥ ৫৪ ॥
সুশীল সহিষ্ণু শান্ত বদান্য গম্ভীর।
মধুর-বচন মধুর-চেষ্টা অতি ধীর ॥ ৫৫ ॥
সবার সম্মান-কর্ত্তা করেন সবার হিত।
কৌটিল্য-মাৎসর্য্য-হিংসা শূন্য তাঁর চিত ॥ ৫৬

কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্গুণ পঞ্চাশ। *
সেই সব গুণ তাঁর শরীরে নিবাস ॥ ৫৭

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৫।১৮।১২ শ্লোকঃ—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ৫৮ ॥

শ্রীভগবানে যাঁহার নিষ্কাম ভক্তি আছে, সকল দেবতাই তাঁহার দেহে সমস্ত গুণের সহিত বাস করেন। আর যে ব্যক্তি অভক্ত, তাহার মহদ্‌গুণ কোথায়, যেহেতু তাহার মন সর্ব্বদাই অসৎ পথে ধাবিত হয় ॥ ৫৮ ॥

পণ্ডিত গোঁসাইর শিষ্য অনন্ত আচার্য্য।
কৃষ্ণ-প্রেমময় তনু উদার মহা আর্য্য ॥ ৫৯ ॥

* প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চাশ প্রকার গুণ ছিল। যথা—

(১) পবিত্র (২) ধার্ম্মিক (৩) ভক্তবৎসল (৪) শরণাগতরক্ষক (৫) শম (৬) বিনীত (৭) সাধুর আশ্রয় (৮) মান্যার্হের মান্যকারী (৯) বশী (১০) ধৃতিশীল (১১) নিপুণ (১২) ধীমান্ (১৩) প্রতিভাশালী (১৪) কৃতজ্ঞ (১৫) করুণ (১৬) দেশকাল পাত্রবিৎ (১৭) মোহনাঙ্গ (১৮) রুচি (১৯) বলবান্ (২০) বিবিধ ভাষাবিৎ (২১) সর্ব্বসুলক্ষণসমন্বিত (২২) তেজস্বী (২৩) বয়সান্বিত (২৪) সত্যবাদী (২৫) সুপণ্ডিত (২৬) সুখী (২৭) প্রিয়ভাষী (২৮) গম্ভীর (২৯) বদান্য (৩০) চতুর (৩১) বাবদুক (৩২) বিদগ্ধ (৩৩) দৃঢ়ব্রত (৩৪) শাস্ত্রদৃষ্টিযুক্ত (৩৫) স্থির (৩৬) ক্ষমাবান্ (৩৭) দান্ত (৩৮) সমৃদ্ধিশালী (৩৯) প্রতাপী (৪০) লোকরঞ্জন (৪১) শূর (৪২) দাক্ষিণ (৪৩) লজ্জাশীল (৪৪) প্রেমের বশ (৪৫) সকলের আরাধ্য (৪৬) সকলের কল্যাণকারী (৪৭) কীর্ত্তিযুক্ত (৪৮) নারীরঞ্জন (৪৯) বরেণ্য (৫০) ঈশ্বর।

তাঁহার অনন্ত গুণ কে করে প্রকাশ।
তাঁর প্রিয়শিষ্য এই পণ্ডিত হরিদাস ॥ ৬০ ॥
চৈতন্য-নিত্যানন্দে তাঁর পরম বিশ্বাস।
চৈতন্য-চরিতে তাঁর পরম উল্লাস ॥ ৬১ ॥
বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী না দেখয়ে দোষ।
কায়মনোবাক্যে করে বৈষ্ণব-সন্তোষ ॥ ৬২ ॥
নিরন্তর শুনে তেঁহো চৈতন্য-মঙ্গল।
তাঁহার প্রসাদে শুনেন বৈষ্ণব-সকল ॥ ৬৩ ॥
কথায় সভা উজ্জ্বল করে যেন পূর্ণচন্দ্র।
নিজ-গুণামৃতে বাড়ায় বৈষ্ণব-আনন্দ ॥ ৬৪ ॥
তেঁহো অতি কৃপা করি আজ্ঞা দিল মোরে।
গৌরাঙ্গের শেষলীলা বর্ণিবার তরে ॥ ৬৫ ॥
কাশীশ্বর-গোঁসাইর শিষ্য গোবিন্দ-গোঁসাই।
গোবিন্দের প্রিয়-সেবক তাঁর সম নাই ॥ ৬৬ ॥
যাদবাচার্য্য-গোঁসাই শ্রীরূপের সঙ্গী।
চৈতন্য-চরিতে তেঁহো অতি বড় রঙ্গী ॥ ৬৭ ॥
পণ্ডিত-গোঁসাইর শিষ্য ভূগর্ভ-গোঁসাই।
গৌর-কথা বিনা তাঁর মুখে অন্য নাই ॥ ৬৮ ॥
তাঁর শিষ্য গোবিন্দ-পূজক চৈতন্য-দাস।
মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রেমী কৃষ্ণদাস ॥ ৬৯ ॥
আচার্য্য-গোঁসাইর শিষ্য চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ।
নিরবধি তাঁর চিত্তে চৈতন্য নিত্যানন্দ ॥ ৭০ ॥
আর যত বৃন্দাবনে বৈসে ভক্তগণ।
শেষ-লীলা শুনিতে সবার হৈল মন ॥ ৭১ ॥
মোরে আজ্ঞা করিলা সবে করুণা করিয়া।
তাঁ-সবার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া ॥ ৭২ ॥
বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাইয়া চিন্তিত-অন্তরে।
মদনগোপালে গেলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে ॥ ৭৩ ।
দর্শন করি কৈল চরণ-বন্দন।
গোঁসাইদাস পূজারী করে চরণ-সেবন ॥ ৭৪ ॥
প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞা মাগিল।
প্রভু-কণ্ঠ হৈতে মালা খসিয়া পড়িল ॥ ৭৫ ॥

সর্ব্ব বৈষ্ণবের গণ হরিধ্বনি কৈল।
গোঁসাইদাস মালা আনি মোর গলে দিল ॥ ৭৬ ॥
আজ্ঞা-মালা পাইয়া মোর হইল আনন্দ।
তাহাঁই করিনু আমি গ্রন্থের আরম্ভ ॥ ৭৭ ॥
এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন ॥ ৭৮ ॥
সেই লিখি মদনগোপাল মোরে যে লিখায়।
কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায় ॥ ৭৯ ॥
কুলাধিদেবতা মোর মদনমোহন।
যাঁর সেবক রঘুনাথ রূপ সনাতন ॥ ৮০ ॥
বৃন্দাবন দাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
তাঁর আজ্ঞা লৈয়া লিখি যাহাতে কল্যাণ ॥ ৮১
চৈতন্য-লীলাতে ব্যাস-বৃন্দাবন দাস।
তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ ॥ ৮২ ॥
মূর্খ, নীচ, ক্ষুদ্র মুই বিষয়-লালস।
বৈষ্ণবাজ্ঞা-বলে করি এতেক সাহস ॥ ৮৩ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-চরণের এই বল।
যাঁর স্মৃতে সিদ্ধ হয় বাঞ্ছিত-সকল ॥ ৮৪ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৮৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে গ্রন্থকরণ বিষয়ে বৈষ্ণবাজ্ঞানুরূপ-করণ-কথনং নাম অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ।

নবম পরিচ্ছেদ

শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপ ভক্তি-কল্পতরু-বর্ণন

তৎ শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্য-দেবং বন্দে জগদ্গুরুং।
যস্যানুকম্পয়া শ্বাপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখং ॥ ১ ॥

যাঁহার কৃপায় কুক্কুরও অবলীলাক্রমে মহাসাগর পার হইতে পারে, সেই কৃষ্ণভক্তি-উপদেশকারী জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ ॥ ২ ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ।
সর্ব্বাভীষ্ট-পূর্ত্তি-হেতু যাঁহার স্মরণ ॥ ৩ ॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ ৪ ॥
এ-সব-প্রসাদে লিখি চৈতন্য-লীলা-গুণ।
জানি বা না জানি করি আপন-শোধন ॥ ৫ ॥

মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেমামরতরুঃ স্বয়ং।
দাতা ভোক্তা তৎফলানাং যস্তং চৈতন্যমাশ্রয়ে ॥৬॥

যে শ্রীচৈতন্য-দেব স্বয় মালী বা উদ্যান-রক্ষক হইয়াও, আবার যিনি স্বয়ংই কৃষ্ণপ্রেম-কল্পতরু হইয়া প্রেমফল দান ও ভোজন করিতেছেন, আমি সেই শ্রীচৈতন্য-দেবের শরণাগত হইতেছি ॥ ৬ ॥

প্রভু কহে আমি বিশ্বম্ভর নাম ধরি।
নাম সার্থক হয় যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি ॥ ৭ ॥
এত চিন্তি লৈল প্রভু মালাকার-ধর্ম্ম।
নবদ্বীপে আরম্ভিল ফলদান-কর্ম্ম ॥ ৮ ॥
শ্রীচৈতন্য-মালাকার পৃথিবীতে আনি।
ভক্তি-কল্পতরু রুপিলা সিঞ্চি ইচ্ছা-পানি ॥ ৯ ॥
জয় শ্রীমাধব-পুরী—কৃষ্ণপ্রেমপূর।
ভক্তি-কল্পতরুর তিঁহো প্রথম অঙ্কুর ॥ ১০ ॥

শ্রীঈশ্বরপুরী-রূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল।
আপনে চৈতন্য-মালী স্কন্ধ উপজিল ॥ ১১ ॥*
নিজাচিন্ত্য-শক্ত্যে মালী হৈয়া স্কন্ধ হয়।
সকল শাখার সেই স্কন্ধ মূলাশ্রয় ॥ ১২ ॥
পরমানন্দ-পুরী আর কেশব-ভারতী।
ব্রহ্মানন্দ-পুরী আর ব্রহ্মানন্দ-ভারতী ॥ ১৩ ॥
বিষ্ণু-পুরী কেশব-পুরী পুরী-কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীনৃসিংহ-তীর্থ আর পুরী-সুখানন্দ ॥ ১৪ ॥
এই নব মূল নিকসিল বৃক্ষ-মূলে।†
এই নব মূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে ॥ ১৫ ॥
মধ্য-মূল পরমানন্দপুরী মহাধীর।
অষ্ট দিকে অষ্ট মূলে বৃক্ষ কৈল স্থির ॥ ১৬ ॥
স্কন্ধের উপরে বহু শাখা নিকসিল।
উপরি-উপরি শাখা অসংখ্য হইল ॥ ১৭ ॥
বিশ বিশ শাখা করি এক এক মণ্ডল।
মহা মহা শাখা ছাইল ব্রহ্মাণ্ড-সকল ॥ ১৮ ॥
একৈক শাখাতে উপশাখা শত শত।
যত উপজিল শাখা কে গণিবে কত ॥ ১৯ ॥
মুখ্য মুখ্য শাখাগণের নাম-গণন।
আগে ত করিব শুন বৃক্ষের বর্ণন ॥ ২০ ॥
বৃক্ষের উপরে শাখা হৈল দুই স্কন্ধ।
এক অদ্বৈত নাম, আর নিত্যানন্দ ॥ ২১ ॥
সেই দুই স্কন্ধে শাখা যত উপজিল।
তার উপশাখাগণে জগত ছাইল ॥ ২২ ॥
বড় শাখা উপশাখা তার উপশাখা।
জগত ব্যাপিল তার কে করিবে লেখা ॥ ২৩ ।
শিষ্য প্রশিষ্য আর উপশিষ্যগণ।
জগত ব্যাপিল তার নাহিক গণন ॥ ২৪ ॥

উড়ুম্বর বৃক্ষ যেন ফলে সর্ব্ব-অঙ্গে।
এইমত ভক্তি-বৃক্ষে সর্ব্বত্র ফল লাগে ॥ ২৫ ॥
মূলস্কন্ধের শাখা আর উপশাখাগণে।
লাগিল যে প্রেমফল অমৃতকে জিনে ॥ ২৬ ॥
পাকিল যে প্রেমফল অমৃত-মধুর।
বিলায় চৈতন্যমালী—নাহি লয় মূল ॥ ২৭ ॥
ত্রিজগতে যত আছে ধন রত্ন মণি।
এক ফলের মূল্য করি তাহা নাহি গণি ॥ ২৮ ॥
মাগে বা না মাগে কেহ, পাত্র বা অপাত্র।
ইহার বিচার নাহি—জানে দিব মাত্র ॥ ২৯ ॥
অঞ্জাল অঞ্জলি ভরি ফেলে চতুর্দ্দিশে।
দরিদ্র কুড়ায়ে খায় —মালাকার হাসে ॥ ৩০ ॥
মালাকার কহে শুন বৃক্ষ-পরিবার।
মূলশাখা উপশাখা যতেক প্রকার ॥ ৩১ ॥
অলৌকিক বৃক্ষ করে সর্ব্বেন্দ্রিয়-কর্ম্ম।
স্থাবর হইয়া করে জঙ্গমের ধর্ম্ম ॥ ৩২ ॥
এ বৃক্ষের অঙ্গ হয় সব সচেতন।
বাড়িয়া ব্যাপিল যবে সকল ভুবন ॥ ৩৩ ॥
একলা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যাব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব ॥ ৩৪ ॥
একলা উঠাইয়া দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায় কেহ না পায় মনে রহে ভ্রম ॥ ৩৫ ॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তাঁরে ॥ ৩৬ ॥
একলা মালাকার আমি কত ফল খাব।
না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব ॥ ৩৭ ॥
আত্ম-ইচ্ছামৃতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর।
তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর ॥ ৩৮ ॥
অতএব সবে ফল দেহ যারে তারে।
খাইয়া হউক্ লোক অজর অমরে ॥ ৩৯ ॥
জগত ব্যাপিয়া মোর হবে পুণ্য-খ্যাতি।
সুখী হৈয়া লোক মোর গাইবেক কীর্ত্তি ॥ ৪০ ॥
ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক ক'র করি পর-উপকার ॥ ৪১ ॥

* মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের মন্ত্রগুরু ঈশ্বর-পুরী উপরোক্ত প্রেম ও ভক্তির অঙ্কুরকে বিশেষ পরিপুষ্ট করেন।

† নিকসিল—বাহির হইল।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।২২।২৪ শ্লোকে
সখীন্ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

এতাবজ্জন্ম-সাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা ॥ ৪২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে ব্রজবালকগণ! প্রাণ, ধন, বুদ্ধি ও উপদেশাদি দ্বারা জীবের উপকার করিতে পারিলেই মানবগণের জন্ম সার্থক হয় ॥ ৪২ ॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে ৩।১২।৪৫ শ্লোকঃ—

প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ ॥ ৪৩ ॥

যাহাতে লোকের ইহকালের ও পরকালের উপকার হয়, বুদ্ধিমান ব্যক্তি কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা তাহাই করিবে ॥ ৪৩ ॥

মালী মনুষ্য—আমার নাহি রাজ্যধন।
ফল-ফুল দিয়া করি পুণ্য উপার্জ্জন ॥ ৪৪ ॥
মালী হৈয়া বৃক্ষ হৈলাম এই ত ইচ্ছাতে।
সর্ব্ব প্রাণীর উপকার হয় বৃক্ষ হৈতে ॥ ৪৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।২২।৩৩ শ্লোকে সখীন্
প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্য—

অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্ব প্রাণ্যুপজীবনাং।
সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ ॥ ৪৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে সখাগণ! নিঃস্বার্থভাবে সর্ব্ব-প্রাণীর জীবিকার কারণ-স্বরূপ এই বৃক্ষগণের জন্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যেহেতু ভাল লোকের নিকট হইতে যাচ্ঞা করিয়া কেহ যেমন বৃথা ফিরিয়া যায় না, তদ্রূপ যাচকেরা বৃক্ষের নিকট হইতে কখনও মিছামিছি ফিরিয়া যায় না। অন্ততঃ পত্র-পুষ্পাদিও পাইবে ॥ ৪৬ ॥

এই আজ্ঞা কৈল যদি চৈতন্য-মালাকার।
পরম আনন্দ পাইল বৃক্ষ-পরিবার ॥ ৪৭ ॥
যেই যাঁহা তাঁহা দান করে প্রেমফল।
ফলাস্বাদে মত্ত লোক হইল সকল ॥ ৪৮ ॥
মহামাদক প্রেমফল পেট ভরি খায়।
মাতিল সকল লোক হাসে নাচে গায় ॥ ৪৯ ॥
কেহ গড়াগড়ি যায়, কেহ ত হুঙ্কার।
দেখি আনন্দিত হৈয়া হাসে মালাকার ॥ ৫০ ॥
এই মালাকার খায় এই প্রেমফল।
নিরবধি মত্ত রহে—বিবশ বিহ্বল ॥ ৫১ ॥
সর্ব্বলোক মত্ত কৈল আপন-সমান।
প্রেমে মত্ত লোক বিনা নাহি দেখি আন ॥ ৫২ ॥
যে যে পূর্ব্বে নিন্দা কৈল বলি মাতোয়াল।
সেই প্রেম ফল খায়, বলে ভাল ভাল ॥ ৫৩ ॥
এই ত কহিল প্রেমফল-বিবরণ।
এবে শুন ফলদাতা যে যে শাখাগণ ॥ ৫৪ ॥
শ্রীরূপ-সনাতন-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে ভক্তি-কল্পবৃক্ষ-বর্ণনং
নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

দশম পরিচ্ছেদ

শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপ ভক্তি-কল্পতরুর মুখ্য শাখা-সমূহের
অর্থাৎ মুখ্য মুখ্য পার্ষদ-ভক্তগণের বর্ণন

শ্রীচৈতন্য-পদাম্ভোজ-মধুপেভ্যো নমোনমঃ।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্‌যেষাং শ্বাপি তদ্ গন্ধভাগ্‌ভবেৎ ॥১॥

আমি শ্রীচৈতন্য-চরণ-কমলের মধুকরগণকে অর্থাৎ গৌরভক্তগণকে বারম্বার নমস্কার করিতেছি; কোনরূপে যাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলে কুক্কুরের ন্যায় অতি নীচ ব্যক্তিও সেই চরণ-কমলের গন্ধযুক্ত হয় অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্ম লাভ করিতে পারে ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
এই মালীর এই বৃক্ষে অকথ্য কথন।
এবে শুন মুখ্য-শাখার নাম-বিবরণ ॥ ৩ ॥
চৈতন্য-গোঁসাইর যত পারিষদচয়।
লঘু-গুরু-ভাব তার না হয় নিশ্চয় ॥ ৪ ॥
যত যত মহান্ত—কৈল তাঁ সবার গণন।
কেহ না করিতে পারে জ্যেষ্ঠ-লঘু-ক্রম ॥ ৫ ॥
অতএব তাঁ-সবারে করি নমস্কার।
নামমাত্র কহি, দোষ না লবে আমার ॥ ৬ ॥

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রেমামরতরোঃ প্রিয়ান্।
শাখারূপান্ ভক্তগণান্ কৃষ্ণপ্রেম-ফল-প্রদান্ ॥ ৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রূপ প্রেম কল্পতরুর কৃষ্ণপ্রেম-রূপ ফল প্রদানকারী-শাখা-রূপ প্রিয় ভক্তগণকে আমি বন্দনা করি ॥ ৭ ॥

শ্রীবাস-পণ্ডিত আর শ্রীরাম-পণ্ডিত।
দুই ভাই দুই শাখা জগত-বিদিত ॥ ৮ ॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি তাঁর দুই সহোদর।
চারি ভাইর দাস-দাসী গৃহ-পরিকর ॥ ৯ ॥
দুই শাখার উপশাখায় তাঁ-সবার গণন।
যাঁর গৃহে মহাপ্রভুর সদা সঙ্কীর্ত্তন ॥ ১০ ॥

চারি ভাই সবংশে করে চৈতন্যের সেবা।
গৌরচন্দ্র বিনা নাহি জানে দেবী-দেবা ॥ ১১ ॥
শ্রীআচার্য্য-রত্ন নাম বড় এক শাখা।
তাঁর পরিকর শিষ্য তার উপশাখা ॥ ১২ ॥
আচার্য্য-রত্নের নাম শ্রীচন্দ্রশেখর।*
যাঁর ঘরে দেবী-ভাবে নাচিলা ঈশ্বর ॥ ১৩ ॥
পুণ্ডরিক-বিদ্যানিধি বড় শাখা জানি।†
যাঁর নাম লৈয়া প্রভু কান্দিলা আপনি ॥ ১৪ ॥
বড় শাখা গদাধর-পণ্ডিত-গোঁসাই।
তেঁহো লক্ষ্মীরূপা—তাঁর সম কেহ নাই ॥ ১৫ ॥
তাঁর শিষ্য উপশিষ্য—সব উপশাখা।
এইমত সব শাখার-উপশাখার লেখা ॥ ১৬ ॥
বক্রেশ্বর-পণ্ডিত প্রভুর বড় প্রিয় ভৃত্য।
একভাবে চব্বিশ প্রহর যাঁর নৃত্য ॥ ১৭ ॥
আপনে মহাপ্রভু গায় যাঁর নৃত্য-কালে।
প্রভুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর বলে— ॥ ১৮ ॥
দশ সহস্র গন্ধর্ব্ব মোরে দেহ চন্দ্রমুখ।
তারা গায়, মুই নাচি তবে মোর সুখ ॥ ১৯ ॥
প্রভু বলে—তুমি মোর পক্ষ এক শাখা।
আকাশে উড়িয়া যাও পাও আর পাখা ॥ ২০ ॥
পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ।
লোকে খ্যাত যেঁহো—সত্যভামার স্বরূপ ॥ ২১ ॥
প্রীতে করিতে চাহে প্রভুর লালন-পালন।
বৈরাগ্য-লোক-ভয়ে প্রভু না মানে কখন ॥ ২২ ॥
দুই জনে খটমটি লাগয়ে কোন্দল।
তাঁর প্রীতির কথা আগে কহিব সকল ॥ ২৩ ॥

* শ্রীআচার্য্য-রত্ন—শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য; ইনি হইলেন মহাপ্রভুর মেসো মহাশয়।

† পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি—ইনি শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর দীক্ষাগুরু ছিলেন। বাড়ী চট্টগ্রামে। মহাপ্রভু তাঁহাকে বাপ বলিয়া ডাকিতেন।

রাঘব-পণ্ডিত প্রভুর আদ্য অনুচর।
তাঁর উপশাখা এক মকরধ্বজ-কর ॥ ২৪ ॥
তাঁর ভগ্নী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয় দাসী।
প্রভুর ভোগ-সামগ্রী যে করে বারমাসি ॥ ২৫ ॥
সে সব সামগ্রী যত ঝালিতে ভরিয়া।
রাঘব লইয়া যান গুপত করিয়া ॥ ২৬ ॥*
বারমাস তাহা প্রভু করেন অঙ্গীকার।
'রাঘবের ঝালি' বলি প্রসিদ্ধি যাহার ॥ ২৭ ॥
সে সব সামগ্রী আগে করিব বিস্তার।
যাহার শ্রবণে ভক্তের বহে অশ্রুধার ॥ ২৮ ॥
প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত গঙ্গাদাস।
যাঁহার স্মরণে হয় ভববন্ধ-নাশ ॥ ২৯ ॥
চৈতন্য-পার্ষদ শ্রীআচার্য্য-পুরন্দর।
পিতা করি যাঁরে বলে গৌরাঙ্গ-সুন্দর ॥ ৩০ ॥
দামোদর-পণ্ডিত শাখা প্রেমেতে প্রচণ্ড।
প্রভুর উপরে যেঁহো কৈল বাক্যদণ্ড ॥ ৩১ ॥
দণ্ড-কথা কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
দণ্ডে তুষ্ট প্রভু তাঁরে পাঠালো নদীয়া ॥ ৩২ ॥
তাঁহার অনুজ —শাখা শঙ্কর-পণ্ডিত।
'প্রভু পাদোপধান' যাঁর নাম বিদিত ॥ ৩৩ ॥
সদাশিব-পণ্ডিত যাঁর প্রভু-পদে আশ।
প্রথমেই নিত্যানন্দের যাঁর ঘরে বাস ॥ ৩৪ ॥
শ্রীনৃসিংহ-উপাসক প্রদ্যুম্ন-ব্রহ্মচারী।
প্রভু তার নাম কৈল 'নৃসিংহানন্দ' করি ॥ ৩৫ ॥
নারায়ণ-পণ্ডিত এক বড়ই উদার।
চৈতন্য-চরণ বিনু নাহি জানে আর ॥ ৩৬ ॥
শ্রীমান্-পণ্ডিত শাখা প্রভুর নিজ-ভৃত্য।
দেউটি ধরেন যবে প্রভু করেন নৃত্য ॥ ৩৭ ॥†
শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারী বড় ভাগ্যবান্।
যাঁর অন্ন মাগি কাড়ি খাইল ভগবান্ ॥ ৩৮ ॥
নন্দন-আচার্য্য-শাখা জগতে বিদিত।
লুকাইয়া দুই প্রভুর যাঁর ঘরে স্থিত ॥ ৩৯ ॥

শ্রীমুকুন্দ-দত্ত শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী।
যাঁহার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য-গোঁসাই ॥ ৪০ ॥
বাসুদেব-দত্ত প্রভুর ভৃত্য-মহাশয়।
সহস্র-মুখে যাঁর গুণ কহিলে না হয় ॥ ৪১ ॥
জগতে যতেক জীব তার পাপ লইয়া।
নরক ভুঞ্জিতে চাহে জীব ছোড়াইয়া ॥ ৪২ ॥ *
হরিদাস-ঠাকুর শাখা অদ্ভুত-চরিত।
তিন লক্ষ নাম তেঁহো লয়েন অপতিত ॥ ৪৩ ॥†
তাঁহার অনন্ত গুণ কহি দিঙ্মাত্র।
আচার্য্য-গোঁসাই যাঁরে ভুঞ্জায় শ্রাদ্ধপাত্র ॥ ৪৪ ॥
প্রহ্লাদ-সমান যাঁর গুণের তরঙ্গ।
যবন-তাড়নে যাঁর নাহিক ভ্রূভঙ্গ ॥ ৪৫ ॥
তেঁহো সিদ্ধি পাইলে তাঁর দেহ লৈয়া কোলে।
নাচিল চৈতন্য-প্রভু মহাকুতূহলে ॥ ৪৬ ॥
তাঁর লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন-দাস।
যেবা অবশিষ্ট আগে করিব প্রকাশ ॥ ৪৭ ॥
তাঁর উপশাখা যত কুলীনগ্রামি-জন।
সত্যরাজ আদি তাঁর কৃপার ভাজন ॥ ৪৮ ॥
শ্রীমুরারি-গুপ্ত শাখা প্রেমের ভাণ্ডার।
প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন্য যাঁর ॥ ৪৯ ॥
প্রতিগ্রহ নাহি করে, না লয় কারো ধন।
আত্ম-বৃত্তি করি করে কুটুম্ব-ভরণ ॥ ৫০ ॥
চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়।
দেহ-রোগ ভব-রোগ—দুই হয় ক্ষয় ॥ ৫১ ॥
শ্রীমান্ সেন প্রভুর সেবক প্রধান।
চৈতন্য-চরণ বিনা নাহি জানে আন ॥ ৫২ ॥

* গুপত—গুপ্ত বা গোপন।
† দেউটি—মশাল।

* ভুঞ্জিতে—ভোগ করিতে।
ছোড়াইয়া—পরিত্রাণ করিয়া। ইহার অর্থ এই যে, চৈতন্যদেব সকল জীবকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিয়া স্বয়ং নরকভোগ করিতে চাহিতেন।
† তেঁহো—তিনি।
অপতিত—অনূ্যন। ইহার অর্থ এই যে, তিনি প্রত্যহ লক্ষ নাম জপ করেন, তাহা হইতে কখনও ভ্রষ্ট হন না অর্থাৎ অপতিত রহেন।

শ্রীগদাধর-দাস শাখা সর্ব্বোপরি।
কাজীগণের মুখে যেই বোলাইল হরি ॥ ৫৩ ॥
শিবানন্দ-সেন প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ।
প্রভুস্থানে যাইতে সবে লয়েন যাঁর সঙ্গ ॥ ৫৪ ॥
প্রতিবর্ষ প্রভুর গণ সঙ্গেতে লইয়া।
নীলাচল চলেন পথে পালন করিয়া ॥ ৫৫ ॥
ভক্তে কৃপা করেন প্রভু এ-তিন স্বরূপে।
সাক্ষাৎ, আবেশ, আর আবির্ভাবরূপে ॥ ৫৬ ॥
সাক্ষাতে সকল ভক্ত দেখে নির্বিশেষ।
নকুল-ব্রহ্মচারী-দেহে প্রভুর আবেশ ॥ ৫৭ ॥
প্রদ্যুম্ন-ব্রহ্মচারী যাঁর আগে নাম ছিল।
নৃসিংহানন্দ নাম প্রভু পাছেতে রাখিল ॥ ৫৮ ॥
তাঁহাতে হইল চৈতন্যের আবির্ভাব।
অলৌকিক ঐছে প্রভুর অনেক স্বভাব ॥ ৫৯ ॥
আস্বাদিল এই সব রস শিবানন্দ।
বিস্তারি কহিব আগে এসব আনন্দ ॥ ৬০ ॥
শিবানন্দের উপশাখা তাঁর পরিকর।
পুত্র ভৃত্য আদি করি চৈতন্য-কিঙ্কর ॥ ৬১ ॥
চৈতন্যদাস, রামদাস, আর কর্ণপূর।
তিন পুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্ত-শূর ॥ ৬২ ॥
শ্রীবল্লভ-সেন আর সেন শ্রীকান্ত।
শিবানন্দ-সম্বন্ধে প্রভুর ভক্ত একান্ত ॥ ৬৩ ॥
প্রভু প্রিয় গোবিন্দানন্দ মহাভাগবত।
প্রভুর কীর্ত্তনীয়া আদি শ্রীগোবিন্দ-দত্ত ॥ ৬৪ ॥
শ্রীবিজয়-দাস নাম প্রভুর আখরিয়া। *
প্রভুরে অনেক পুঁথি দিয়াছে লিখিয়া ॥ ৬৫ ॥
রত্নবাহু বলি প্রভু থুইল তাঁর নাম।
আকিঞ্চন প্রভুর প্রিয় কৃষ্ণদাস-নাম ॥ ৬৬ ॥
খোলা-বেচা শ্রীধর প্রভুর প্রিয় দাস।
যাঁর সনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস ॥ ৬৭ ॥
প্রভু যাঁর নিত্য লয় থোড় মোচা ফল।
যাঁর ফুটা লৌহপাত্রে পান কৈল জল ॥ ৬৮ ॥

প্রভুর অতি প্রিয়দাস ভগবান্-পণ্ডিত।
যাঁর দেহে কৃষ্ণ হৈলা পূর্ব্বে অধিষ্ঠিত ॥ ৬৯ ॥
জগদীশ-পণ্ডিত আর হিরণ্য-মহাশয়।
যাঁরে কৃপা কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময় ॥ ৭০ ॥
এই দুই ঘরে প্রভু একাদশী-দিনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি খাইল আপনে ॥ ৭১ ॥
প্রভুর পড়ুয়া দুই—পুরুষোত্তম, সঞ্জয়।
ব্যাকরণের মুখ্য শিষ্য দুই মহাশয় ॥ ৭২ ॥
বনমালী পণ্ডিত শাখা বিখ্যাত জগতে।
সোণার মুষল হল দেখিল প্রভুর হাতে ॥ ৭৩ ॥
শ্রীচৈতন্যের অতি প্রিয় বুদ্ধিমন্ত-খান।
আজন্ম-আজ্ঞাকারী তেঁহো সেবক-প্রধান ॥ ৭৪ ॥
গরুড় পণ্ডিত লয়েন শ্রীনাম-মঙ্গল।
নাম-বলে বিষ যাঁরে না করিল বল ॥ ৭৫ ॥
গোপীনাথ সিংহ এক চৈতন্যের দাস।
অক্রূর বলি প্রভু যারে করে পরিহাস ॥ ৭৬ ॥
ভাগবতী দেবানন্দ বক্রেশ্বর-কৃপাতে।
ভাগবতে ভক্তি-অর্থ পাইল প্রভু হৈতে ॥ ৭৭ ॥
খণ্ড-বাসী মুকুন্দ-দাস শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরি চিরঞ্জীব আর সুলোচন ॥ ৭৮ ॥
এই সব মহাশাখা চৈতন্য-কৃপাধাম।
প্রেম-ফল-ফুল করে যাঁহা তাঁহা দান ॥ ৭৯ ॥
কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ রামানন্দ।
যদুনাথ পুরুষোত্তম শঙ্কর বিদ্যানন্দ ॥ ৮০ ॥
বাণীনাথ বসু-আদি যত গ্রামি-জন।
সবই চৈতন্য-প্রিয় চৈতন্য-প্রাণধন ॥ ৮১ ॥
প্রভু কহে— কুলীনগ্রামের যে হয় কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয়, অন্য জন বহু দূর ॥ ৮২ ॥
কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম— সেহো কৃষ্ণ গায় ॥ ৮৩ ॥
অনুপম-বল্লভ, শ্রীরূপ, সনাতন।
এই তিনশাখা বৃক্ষের পশ্চিমে সর্ব্বোত্তম ॥ ৮৪
তার মধ্যে রূপ সনাতন বড় শাখা।
অনুপম-জীব-রাজেন্দ্রাদি উপশাখা ॥ ৮৫ ॥

---

* আখরিয়া—লেখক

মালীর ইচ্ছায় দুই শাখা বহু ত বাড়িল।
বাড়িয়া পশ্চিম দেশ সব আচ্ছাদিল ॥ ৮৬ ॥
আ-সিন্ধুনদীতীর আর হিমালয়।
বৃন্দাবন-মথুরাদি যত তীর্থ হয় ॥ ৮৭ ॥
দুই শাখার প্রেমফলে সকল ভাসিল।
প্রেমফলাস্বাদে লোক উন্মত্ত হইল ॥ ৮৮ ॥
পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার।
তাঁহা প্রচারিল দোঁহে ভক্তি সদাচার ॥ ৮৯ ॥
শাস্ত্রদৃষ্ট্যে কৈল লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার।
বৃন্দাবনে কৈল শ্রীমূর্ত্তি-সেবার প্রচার ॥ ৯০ ॥
মহাপ্রভুর প্রিয় ভৃত্য রঘুনাথ দাস।
সর্ব্ব ত্যাগি কৈল প্রভুর পদতলে বাস ॥ ৯১ ॥
প্রভু সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের হাতে।
প্রভুর গুপ্তসেবা কৈল স্বরূপের সাথে ॥ ৯২ ॥
ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ-সেবন।
স্বরূপের অন্তর্দ্ধানে আইলা বৃন্দাবন ॥ ৯৩ ॥
বৃন্দাবনে দুই ভাইর চরণ দেখিয়া।
গোবর্দ্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া ॥ ৯৪
এই ত নিশ্চয় করি আইল বৃন্দাবনে।
আসি রূপ-সনাতনের বন্দিল চরণে ॥ ৯৫ ॥
তবে দুই ভাই তাঁরে মরিতে না দিল।
নিজ-তৃতীয়-ভাই করি নিকটে রাখিল ॥ ৯৬ ॥
মহাপ্রভুর লীলা যত বাহির অন্তর।
দুই ভাই তাঁর মুখে শুনে নিরন্তর ॥ ৯৭ ॥
অন্নজল ত্যাগ কৈল অন্য কথন।
পল দুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ ॥ ৯৮ ॥ *
সহস্র দণ্ডবৎ করে ল'য়ে লক্ষনাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবের নিত্য পরণাম ॥ ৯৯ ॥
রাত্রিদিন রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবন। †
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন ॥ ১০০ ॥

* পল—আট ভরি বা আট তোলার ওজন।
মাঠা—যাহা হইতে মাঠা তুলিয়া লওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ ঘোল।

† মানস-সেবন—অন্তরে লীলা-চিন্তাদি।

তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবেরে আলিঙ্গন দান ॥ ১০১ ॥
সার্দ্ধ-সপ্ত-প্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারিদণ্ড নিদ্রা সেহো নহে কোন-দিনে ॥ ১০২॥
তাঁহার সাধন-রীতি শুনিতে চমৎকার।
সেই রঘুনাথ দাস প্রভু যে আমার ॥ ১০৩ ॥
ইহা সবার যৈছে হৈল প্রভুর মিলন।
আগে বিস্তারিয়া তাহা করিব বর্ণন ॥ ১০৪ ॥
শ্রীগোপাল-ভট্ট এক শাখা সর্ব্বোত্তম।
রূপ-সনাতন—সঙ্গে যাঁর প্রেম-আলাপন ॥ ১০৫ ॥
শঙ্করারণ্য-আচার্য্য বৃক্ষের এক শাখা।
মুকুন্দ কাশীনাথ রুদ্র উপশাখায় লেখা ॥ ১০৬ ॥
শ্রীনাথ-পণ্ডিত প্রভুর কৃপার ভাজন।
যাঁর কৃষ্ণসেবা দেখি বশ ত্রিভুবন ॥ ১০৭ ॥
জগন্নাথ-আচার্য্য প্রভুর প্রিয় দাস।
প্রভুর আজ্ঞাতে তিঁহো কৈল গঙ্গাবাস ॥ ১০৮ ॥
কৃষ্ণদাস-বৈদ্য আর পণ্ডিত-শেখর।
কবিচন্দ্র-কীর্ত্তনীয়া আর ষষ্ঠীবর ॥ ১০৯ ॥
শ্রীনাথ-মিশ্র শুভানন্দ শ্রীরাম ঈশান।
শ্রীনিধি গোপীকান্ত মিশ্র-ভগবান্ ॥ ১১০
সুবুদ্ধি-মিশ্র হৃদয়ানন্দ কমল-নয়ন।
মহেশ-পণ্ডিত শ্রীকর শ্রীমধুসূদন ॥ ১১১ ॥
পুরুষোত্তম শ্রীগালিম-জগন্নাথ-দাস। *
শ্রীচন্দ্রশেখর-বৈদ্য দ্বিজ-হরিদাস ॥ ১১২ ॥
রামদাস কবিচন্দ্র শ্রীগোপাল-দাস।
ভাগবতাচার্য্য ঠাকুর-সারঙ্গ-দাস ॥ ১১৩ ॥
জগন্নাথ-তীর্থ বিপ্র-শ্রীজানকীনাথ।
গোপাল-আচার্য্য আর বিপ্র-বাণীনাথ ॥ ১১৪ ॥
গোবিন্দ, মাধব, বাসুদেব তিন ভাই।
যাঁ-সবার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য নিতাই ॥ ১১৫ ॥
রামদাস-অভিরাম সখ্য-প্রেম-রাশি।
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ হাতে লৈয়া কৈল বাঁশী ॥১১৬॥

* গালিম—মহা বক্তা।

প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিলা।
তাঁর সঙ্গে তিনজন প্রভু-আজ্ঞায় আইলা ॥ ১১৭ ॥
রামদাস, মাধব আর বাসুদেব ঘোষ।
প্রভু-সঙ্গে রহে গোবিন্দ পাইয়া সন্তোষ ॥১১৮॥
ভাগবতাচার্য্য চিরঞ্জীব শ্রীরঘুনন্দন।
মাধবাচার্য্য কমলাকান্ত শ্রীযদুনন্দন ॥ ১১৯ ॥
মহাকৃপাপাত্র প্রভুর জগাই মাধাই।
পতিতপাবন-নামের সাক্ষী দুই ভাই ॥ ১২০ ॥
গৌড়দেশের ভক্তের কৈল সংক্ষেপে কথন।
অনন্ত চৈতন্য-ভক্ত না যায় গণন ॥ ১২১ ॥
নীলাচলে এই সব ভক্ত প্রভু-সঙ্গে।
দুই স্থানে প্রভু-সেবা কৈল নানা রঙ্গে ॥ ১২২
কেবল নীলাচলে প্রভুর যে যে ভক্তগণ।
সংক্ষেপে সে সব কিছু করিয়ে কথন ॥ ১২৩ ॥
নীলাচলে প্রভু সঙ্গে যত ভক্তগণ।
সবার অধ্যক্ষ প্রভুর মর্ম্মী দুইজন ॥ ১২৪ ॥
পরমানন্দ-পুরী আর স্বরূপ-দামোদর।
গদাধর জগদানন্দ শঙ্কর বক্রেশ্বর ॥ ১২৫ ॥
দামোদর-পণ্ডিত ঠাকুর-হরিদাস।
রঘুনাথ-বৈদ্য আর রঘুনাথ-দাস ॥ ১২৬ ॥
ইত্যাদিক পূর্ব্ব সঙ্গী বড় ভক্তগণ। *
নীলাচলে রহি করে প্রভুর সেবন ॥ ১২৭ ॥
আর যত ভক্তগণ গৌড়দেশবাসী।
প্রত্যব্দ প্রভুরে দেখে নীলাচলে আসি ॥১২৮॥†
নীলাচলে প্রভুর যাঁর প্রথম মিলন।
সেই ভক্তগণের এবে করিয়ে গণন ॥ ১২৯ ॥
বড়শাখা ভক্ত সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য।
তাঁর ভগ্নীপতি শ্রীগোপীনাথ-আচার্য্য ॥ ১৩০ ॥
কাশী-মিশ্র প্রদ্যুম্ন-মিশ্র রায়-ভবানন্দ।
যাঁহার মিলনে প্রভু পাইলা আনন্দ ॥ ১৩১ ॥
আলিঙ্গন করি তাঁরে বলিল বচন।
তুমি পাণ্ডু—পঞ্চ পাণ্ডব তোমার নন্দন ॥ ১৩২ ॥

রামানন্দ-রায়, পট্টনায়ক-বাণীনাথ।
কলানিধি, সুধানিধি, নায়ক-গোপীনাথ ॥ ১৩৩ ॥
এই পঞ্চ পুত্র তোমার মোর প্রিয়পাত্র।
রামানন্দ-সহ মোর দেহ-ভেদ মাত্র ॥ ১৩৪ ॥
প্রতাপরুদ্র রাজা আর ওড্র কৃষ্ণানন্দ।
পরমানন্দ-মহাপাত্র ওড্র শিবানন্দ ॥ ১৩৫ ॥ *
ভগবান্-আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ-ভারতী।
শ্রীশিখি-মাহিতী আর মুরারি-মাহিতী ॥ ১৩৬ ॥
মাধবী-দেবী শিখি-মাহিতীর ভগিনী।
শ্রীরাধার দাসী-মধ্যে যাঁর নাম গণি ॥ ১৩৭ ॥
ঈশ্বর-পুরীর শিষ্য ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর।
শ্রীগোবিন্দ নাম—তাঁর প্রিয় অনুচর ॥ ১৩৮ ॥
তাঁর সিদ্ধিকালে দোঁহে তাঁর আজ্ঞা পাইয়া।
নীলাচলে প্রভু-সঙ্গে মিলিলা আসিয়া ॥ ১৩৯ ॥
গুরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল দোঁহাকারে।
তাঁর আজ্ঞা মানি সেবা দিলেন দোঁহারে ॥ ১৪০
অঙ্গ-সেবা গোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর।
জগন্নাথ দেখিতে আগে চলে কাশীশ্বর ॥ ১৪১ ॥
অপযশ যায় গোঁসাই মনুষ্য-গহনে।
মনুষ্য ঠেলি পথ করে কাশী বলবানে ॥ ১৪২ ॥
রামাই নন্দাই দোঁহে প্রভুর কিঙ্কর।
গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করে নিরন্তর ॥ ১৪৩ ॥
বাইশ ঘড়া জল দিনে ভরেন রমাই।
গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করেন নন্দাই ॥ ১৪৪ ॥
কৃষ্ণদাস নাম শুদ্ধ-কুলীন-ব্রাহ্মণ।
যাঁরে সঙ্গে লৈয়া কৈল দক্ষিণ-গমন ॥ ১৪৫ ॥
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য প্রেম-অধিকারী।
মথুরা-গমনে প্রভুর যেঁহো ব্রহ্মচারী ॥ ১৪৬ ॥
বড় হরিদাস আর ছোট হরিদাস।
দুই কীর্ত্তনীয়া রহে মহাপ্রভুর পাশ ॥ ১৪৭ ॥
রাম ভট্টাচার্য্য আর ওড্র সিংহেশ্বর।
তপন-আচার্য্য রঘু আর নীলাম্বর ॥ ১৪৮ ॥

* ইত্যাদিক—প্রভৃতি।
† প্রত্যব্দ—প্রতিবৎসর।

* ওড্র—উড়িষ্যা দেশবাসী ; উড়িয়া।

শিঙ্গাভট্ট কামাভট্ট দন্তুর শিবানন্দ ।
গৌড়ে পূর্ব্ব-ভৃত্য প্রভুর প্রিয় কমলানন্দ ॥ ১৪৯॥
অচ্যুতানন্দ শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য-তনয় ।
নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ-আশ্রয় ॥ ১৫০ ॥
নির্লোম গঙ্গাদাস আর বিষ্ণুদাস ।
এই সবের প্রভু-সঙ্গে নীলাচলে বাস ॥ ১৫১ ॥
বারাণসী মধ্যে প্রভুর ভক্ত তিন জন ।
চন্দ্রশেখর-বৈদ্য আর মিশ্র-তপন ॥ ১৫২ ॥
রঘুনাথ-ভট্টাচার্য্য মিশ্রের নন্দন ।
প্রভু যবে কাশী আইলা দেখি বৃন্দাবন ॥ ১৫৩ ॥
চন্দ্রশেখর গৃহে কৈল দুই মাস বাস ।
তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা দুই মাস ॥ ১৫৪ ॥
রঘুনাথ বাল্যে কৈল প্রভুর সেবন ।
উচ্ছিষ্ট-মার্জ্জন আর পাদ-সম্বাহন ॥ ১৫৫ ॥
বড় হৈলে নীলাচলে গেলা প্রভু স্থানে ।
অষ্ট মাস রহিল ভিক্ষা দেন কোন দিনে ॥১৫৬॥
প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া বৃন্দাবনেরে আইলা ।
আসিয়া শ্রীরূপ গোঁসাইর নিকটে রহিলা ॥ ১৫৭॥
তাঁর স্থানে রূপ গোঁসাই শুনেন ভাগবত ।
প্রভুর কৃপায় তেঁহো কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত ॥ ১৫৮ ॥
এইমত সংখ্যাতীত চৈতন্য-ভক্তগণ ।
দিঙ্মাত্র লিখি—সম্যক্ না যায় কথন ॥ ১৫৯ ॥
একৈক শাখাতে লাগে কোটি কোটি ডাল ।
তার শিষ্য উপশিষ্য তার উপডাল ॥ ১৬০ ॥
সকল ভরিয়া আছে প্রেম-ফুল-ফলে ।
ভাসাইলা ত্রিজগৎ কৃষ্ণপ্রেম-জলে ॥১৬১ ॥
একৈক শাখার শক্তি অনন্ত মহিমা ।
সহস্র-বদনে যার দিতে নারে সীমা ॥ ১৬২ ॥
সংক্ষেপে কহিল মহাপ্রভুর ভক্তগণ ।
সমগ্র বলিতে নারে সহস্র-বদন ॥ ১৬৩ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬৪ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে মূলস্কন্ধশাখা-বর্ণনং
নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ ।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গৌরাঙ্গ-কল্প ভক্তি কল্পতরুর শ নিত
স্কন্ধের শাখা বর্ণন

নিত্যানন্দ-পদাম্ভোজ-ভৃঙ্গান্ প্রেমমধূন্মদান্ ।
নত্বাখিলান্ তেষু মুখ্যা লিখ্যন্তে কতিচিন্ময়া ॥ ১॥

শ্রীনিত্যানন্দ-শ্রীচরণ-কমলের প্রেমমধুমত্ত মধুকর-গণকে অর্থাৎ তচ্চরণাশ্রিত ভক্তগণকে নমস্কার করিয়া, তাঁহাদের মধ্যে কেবল মুখ্য মুখ্য কয়েকজন ভক্তের কথা লিখিতেছি ॥ ১ ॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
তাঁহার চরণাশ্রিত যেই সেই ধন্য ॥ ২ ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় নিত্যানন্দ ।
জয় জয় মহাপ্রভুর সর্ব্ব-ভক্তবৃন্দ ॥ ৩ ॥

তস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সৎপ্রেমামর-শাখিনঃ ।
ঊর্দ্ধস্কন্ধাবধূতেন্দোঃ-শাখা-রূপান্ গণান্নুমঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-কল্পবৃক্ষের ঊর্দ্ধস্কন্ধ স্বরূপ অবধূত-শিরোমণি শ্রীনিত্যানন্দ-চন্দ্রের শাখারূপ পার্ষদাদি সমস্ত ভক্তগণকে নমস্কার করিতেছি ॥ ৪ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ বৃক্ষের স্কন্ধ গুরুতর ।
তাহাতে জন্মিল শাখা-প্রশাখা বিস্তর ॥ ৫ ॥

মালাকারের ইচ্ছা-জলে বাঢ়ে শাখাগণ।
প্রেম-ফুল-ফলে ভরি ছাইল ভুবন ॥ ৬ ॥
অসংখ্য অনন্ত গণ কে করু গণন।
আপনা শোধিতে কহি মুখ্য মুখ্য জন ॥ ৭ ॥
শ্রীবীরভদ্র গোঁসাই স্কন্ধ-মহাশাখা।
তাঁর উপশাখা যত—অসংখ্য তার লেখা ॥ ৮ ॥
ঈশ্বর হইয়া কহায় মহাভাগবত।
বেদধর্ম্মাতীত হৈয়া বেদধর্ম্মে রত ॥ ৯ ॥
অন্তরে ঈশ্বর-চেষ্টা বাহিরে নির্দ্দম্ভ।
চৈতন্য-ভক্তিমণ্ডপে তেঁহো মূল-স্তম্ভ ॥ ১০ ॥
অদ্যাপি যাঁহার কৃপা-মহিমা হইতে।
চৈতন্য-নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে ॥ ১১ ॥
সেই বীরভদ্র গোঁসাঞির লৈনু শরণ।
যাঁহার প্রসাদে হয় অভীষ্ট-পূরণ ॥ ১২ ॥
শ্রীরামদাস আর গদাধর দাস।
চৈতন্য-গোঁসাঞির ভক্ত রহে তাঁর পাশ ॥ ১৩ ॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যবে গৌড়ে যাইতে।
মহাপ্রভু এই দুই দিল তাঁর সাথে ॥ ১৪ ॥
অতএব দুই গণে দোঁহার গণন।
মাধব-বাসুদেব-ঘোষের এই বিবরণ ॥ ১৫ ॥
রামদাস মুখ্য শাখা—সখ্য-প্রেম-রাশি।*
ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ যেই তুলি কৈল বাঁশী ॥ ১৬ ॥
গদাধর-দাস গোপীভাবে পূর্ণানন্দ।†
যাঁর ঘরে দান কেলি কৈল নিত্যানন্দ ॥ ১৭ ॥
শ্রীমাধব ঘোষ মুখ্য কীর্ত্তনীয়া গণে।
নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করে যাঁর গানে ॥ ১৮ ॥
বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে ॥ ১৯ ॥
মুরারি-চৈতন্যদাসের অলৌকিক লীলা।
ব্যাঘ্র-গালে চড় মারে, সর্প-সনে খেলা ॥ ২০ ॥

নিত্যানন্দের গণ যত সব ব্রজ-সখা।
শৃঙ্গ বেত্র গোপবেশ শিরে শিখিপাখা ॥ ২১ ॥
রঘুনাথ বৈদ্য-উপাধ্যায়-মহাশয়।
যাঁহার দর্শনে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি হয় ॥ ২২ ॥
সুন্দরানন্দ নিত্যানন্দের শাখা ভৃত্য মর্ম্ম।
যাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ব্রজ-নর্ম্ম ॥ ২৩ ॥
কমলাকর-পিপ্পলাই অলৌকিক রীত।*
অলৌকিক প্রেম তাঁর ভুবনে বিদিত ॥ ২৪ ॥
সূর্য্যদাস-সরখেল, তাঁর ভাই কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দে দৃঢ় বিশ্বাস—প্রেমের নিবাস ॥ ২৫ ॥
গৌরীদাস-পণ্ডিত যাঁর প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম দিতে নিতে ধরে মহাশক্তি ॥ ২৬ ॥
নিত্যানন্দে সমর্পিল জাতি কুল পাঁতি।
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ করি প্রাণপতি ॥ ২৭ ॥
নিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয় পণ্ডিত পুরন্দর।
প্রেমার্ণব-মধ্যে ফিরে যৈছন মন্দর ॥ ২৮ ॥
পরমেশ্বর-দাস নিত্যানন্দৈক শরণ।
কৃষ্ণভক্তি পায় তাঁরে যে করে স্মরণ ॥ ২৯ ॥
জগদীশ-পণ্ডিত হয় জগত-পাবন।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষে যেন বর্ষা-ঘন ॥ ৩০ ॥
নিত্যানন্দ-প্রিয়ভৃত্য পণ্ডিত-ধনঞ্জয়।
অত্যন্ত বিরক্ত সদা কৃষ্ণপ্রেমময় ॥ ৩১ ॥
মহেশ-পণ্ডিত ব্রজের উদার গোপাল।
ঢক্কা-বাদ্যে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়াল ॥ ৩২ ॥
নবদ্বীপে পুরুষোত্তম পণ্ডিত-মহাশয়।
নিত্যানন্দ-নামে যাঁর মহোন্মাদ হয় ॥ ৩৩ ॥
বলরাম-দাস কৃষ্ণ প্রেমরসাস্বাদী।
নিত্যানন্দ-নামে হয় পরম উন্মাদী ॥ ৩৪ ॥
মহাভাগবত যদুনাথ-কবিচন্দ্র।
যাঁহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ ॥ ৩৫ ॥

* খানাকুল কৃষ্ণনগরবাসী অভিরাম গোস্বামী রামদাস নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি দ্বাদশসখার একজন।

† আড়িয়াদহ গ্রামে শ্রীগদাধর দাসের পাট।

* ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। কমলাকর দ্বাদশ সখার অন্যতম। নিবাস মহেশপুর বা মাহেশ। ইনি তত্রত্য প্রসিদ্ধ জগন্নাথদেবের সেবক ছিলেন।

রাঢ়ে যাঁর জন্ম কৃষ্ণদাস দ্বিজবর।
শ্রীনিত্যানন্দের তেঁহো পরম কিঙ্কর ॥ ৩৬ ॥
কালা কৃষ্ণদাস বড় বৈষ্ণব প্রধান।
নিত্যানন্দ-চন্দ্র বিনা নাহি জানে আন ॥ ৩৭ ॥
শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তম-দাস তাঁহার তনয় ॥ ৩৮ ॥
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্য-লীলা করে কৃষ্ণ-সনে ॥ ৩৯ ॥
তাঁর পুত্র মহাশয় শ্রীকানু-ঠাকুর।
যাঁর দেহে বহে কৃষ্ণ-প্রেমামৃত-পূর ॥ ৪০ ॥
মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ। *
সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ ॥ ৪১ ॥
আচার্য্য-বৈষ্ণবানন্দ ভক্তি-অধিকারী।
পূর্ব্বে নাম ছিল যাঁর রঘুনাথ-পুরী ॥ ৪২ ॥
বিষ্ণুদাস নন্দন গঙ্গাদাস—তিন ভাই।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে ছিল ঠাকুর নিতাই ॥ ৪৩ ॥
নিত্যানন্দ-ভৃত্য পরমানন্দ-উপাধ্যায়।
শ্রীজীব-পণ্ডিত নিত্যানন্দ-গুণ গায় ॥ ৪৪ ॥
পরমানন্দ-গুপ্ত কৃষ্ণভক্ত মহামতি।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি ॥ ৪৫ ॥
নারায়ণ, কৃষ্ণদাস আর মনোহর।
দেবানন্দ—চারি ভাই নিতাই-কিঙ্কর ॥ ৪৬ ॥
বিহারী কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দপ্রভু-প্রাণ।
নিত্যানন্দ-পদ বিনা নাহি জানে আন ॥ ৪৭ ॥

* ত্রিবেণীর নিকটস্থ সপ্তগ্রামবাসী স্বনাম-প্রসিদ্ধ উদ্ধারণ দত্ত। ইনি জাতিতে সুবর্ণবণিক, কুলের শিরোমণি, তিনিও দ্বাদশ সখার একজন বিখ্যাত সখা।

নকড়ি মুকুন্দ সূর্য্য মাধব শ্রীধর।
রামানন্দ বসু জগন্নাথ মহীধর ॥ ৪৮ ॥
শ্রীমন্ত গোকুল-দাস হরিহরানন্দ।
শিবাই নন্দাই অবধূত-পরমানন্দ ॥ ৪৯ ॥
বসন্ত নবনী-হোড় গোপাল সনাতন।
বিষ্ণাই-হাজরা কৃষ্ণানন্দ সুলোচন ॥ ৫০
কংসারি-সেন রামসেন রামচন্দ্র কবিরাজ
গোবিন্দ শ্রীরঙ্গ মুকুন্দ—তিন কবিরাজ ৫১ ॥
পীতাম্বর মাধবাচার্য্য দাস-দামোদর।
শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর ॥ ৫২ ॥
নর্ত্তক গোপাল রামভদ্র গৌরাঙ্গদাস।
নৃসিংহ-চৈতন্য মীনকেতন-রামদাস ॥ ৫৩ ॥
বৃন্দাবন-দাস—নারায়ণীর নন্দন।
চৈতন্যমঙ্গল যেঁহো করিলা রচন ॥ ৫৪ ॥
ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস।
চৈতন্য-লীলাতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস ॥ ৫৫ ॥
সর্ব্বশাখা-শ্রেষ্ঠ শ্রীবীরভদ্র-গোঁসাই।
তাঁর উপশাখা যত—তার অন্ত নাই ॥ ৫৬ ।
অনন্ত নিত্যানন্দ-গণ কে করু গণন।
আত্ম-পবিত্রতা-হেতু লিখিল কতজন ॥ ৫৭ ॥
এই সর্ব্ব শাখা পূর্ণ পক্ব-প্রেমফলে।
যারে দেখে তারে দিয়া ভাসালো সকলে ॥ ৫৮ ॥
অনর্গল প্রেমা সবার, চেষ্টা অনর্গল।
প্রেম দিতে কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাবল ॥ ৫৯ ॥
সংক্ষেপে কহিল এই নিত্যানন্দ গণ।
যাহার অবধি না পায় সহস্র-বদন ॥ ৬০ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দ-স্কন্ধশাখা-বর্ণনং নাম একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপ ভক্তি-কল্পতরুর শ্রীঅদ্বৈত-রূপ স্কন্ধের শাখা-বর্ণন

অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জ-ভৃঙ্গাংস্তান্ সারাসারভৃতোঽখিলান্।
হিত্বাঽসারান্ সারভৃতো নৌমি চৈতন্য-জীবনান্॥১॥

শ্রীঅদ্বৈত-চরণ-পদ্মের সারগ্রাহী অর্থাৎ তদীয় ভক্তি-মতাবলম্বী এবং অসারগ্রাহী অর্থাৎ তদ্বিপরীত মতাবলম্বী দাসগণের মধ্যে অসারগণকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু-গত-প্রাণ সারগ্রাহী দাসগণকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য ॥ ২ ॥

শ্রীচৈতন্যামরতরোর্দ্বিতীযস্কন্ধ-রূপিণঃ।
শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্য শাখা-রূপান্ গণান্নুমঃ ॥ ৩ ॥

আমি শ্রীচৈতন্য-কল্প বৃক্ষের দ্বিতীয়-স্কন্ধ-স্বরূপ শ্রীঅদ্বৈত-চন্দ্রের শাখারূপ পার্ষদগণ ও শিষ্যাদি ভক্তগণকে প্রণাম করি ॥ ৩ ॥

বৃক্ষের দ্বিতীয়-স্কন্ধ আচার্য্য-গোসাঞি।
তাঁর যত শাখা হৈল, তার অন্ত নাই ॥ ৪ ॥
চৈতন্য-মালীর কৃপা-জলের সেচনে।
সেই জলে পুষ্ট স্কন্ধ বাড়ে দিনে দিনে ॥ ৫ ॥
সেই স্কন্ধে যত প্রেম-ফল উপজিল।
সেই কৃষ্ণপ্রেম-ফলে জগত ভরিল ॥ ৬ ॥
সেই জল স্কন্ধ করে শাখাতে সঞ্চার।
ফলে-ফুলে বাড়ে শাখা হইল বিস্তার ॥ ৭ ॥
প্রথমে ত একমত আচার্য্যের গণ।
পাছে দুইমত হৈল দৈবের কারণ ॥ ৮ ॥
কেহো ত আচার্য্য-আজ্ঞায়, কেহো ত স্বতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে দৈব-পরতন্ত্র ॥ ৯ ॥
আচার্য্যের মত যেই, সেই মত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে—সেই ত অসার ॥ ১০ ॥
অসারের নামে ইঁহা নাহি প্রয়োজন।
ভেদ জানিবারে করি একত্র গণন ॥ ১১ ॥
ধান্যরাশি মাপি যৈছে পাতনা-সাহিতে।
পাতনা উড়ায় পাছে সংস্কার করিতে ॥ ১২ ॥
অচ্যুতানন্দ বড় শাখা আচার্য্য-নন্দন।
আজন্ম সেবিলা তেঁহো চৈতন্য-চরণ ॥ ১৩ ॥
'চৈতন্য গোঁসাইর গুরু কেশব-ভারতী'।
এই পিতার বাক্য শুনি দুঃখ পাইল অতি ॥ ১৪ ॥
জগদ্গুরুতে তুমি কর ঐছে উপদেশ।
তোমার এই উপদেশে নষ্ট হৈল দেশ ॥ ১৫ ॥
চৌদ্দ-ভুবনের গুরু—চৈতন্যগোঁসাই।
তাঁর গুরু অন্য—এই কোনো শাস্ত্রে নাই ॥ ১৬ ॥
পঞ্চ বরষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার।
শুনিয়া পাইল আচার্য্য সন্তোষ অপার ॥ ১৭ ॥
কৃষ্ণ-মিশ্র নামে আর আচার্য্য-তনয়।
চৈতন্য-গোঁসাই বৈসে যাঁহার হৃদয় ॥ ১৮ ॥
শ্রীগোপাল-নামে আর আচার্য্যের সুত।
তাঁহার চরিত্র শুন অত্যন্ত অদ্ভুত ॥ ১৯ ॥
গুণ্ডিচা-মন্দিরে মহাপ্রভুর সম্মুখে। *
কীর্ত্তনে নর্ত্তন করে বড় প্রেমসুখে ॥ ২০ ॥
নানা ভাবোদ্গম দেহে অদ্ভুত নর্ত্তন।
দুই গোঁসাই 'হরি' বলে আনন্দিত মন ॥ ২১ ॥
নাচিতে নাচিতে গোপাল হইয়া মূর্চ্ছিত।
ভূমিতে পড়িলা—দেহে নাহিক সম্বিত ॥ ২২ ॥
দুঃখিত হইল আচার্য্য—পুত্র কোলে লৈয়া।
রক্ষা করেন নৃসিংহের মন্ত্র পড়িয়া ॥ ২৩ ॥
নানা মন্ত্র পড়েন আচার্য্য—না হয় চেতন।
দুঃখিত হইয়া আচার্য্য করেন ক্রন্দন ॥ ২৪ ॥
তবে মহাপ্রভু তার হৃদে হস্ত ধরি।
উঠহ গোপাল! তুমি বল "হরি হরি" ॥ ২৫ ॥

* গুণ্ডিচা-মন্দির পুরীতে অবস্থিত। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের মহিষী গুণ্ডিচা দেবীর নির্ম্মিত বলিয়া, তাঁহার নামানুসারে ইহার নাম হইয়াছে।

উঠিল গোপাল প্রভুর স্পর্শ ধ্বনি শুনি।
আনন্দিত হৈয়া সবে করে হরিধ্বনি ॥ ২৬ ॥
আচার্য্যের আর পুত্র শ্রীবলরাম।
আর পুত্র স্বরূপ শাখা জগদীশ নাম ॥ ২৭ ॥
কমলাকান্ত-বিশ্বাস আচার্য্য-কিঙ্কর।
আচার্য্য-ব্যবহার সব তাঁহার গোচর ॥ ২৮ ॥
নীলাচলে তেঁহো এক পত্রিকা লিখিয়া।
প্রতাপরুদ্রের স্থানে দিল পাঠাইয়া ॥ ২৯ ॥
সেই ত পত্রীর কথা আচার্য্য নাহি জানে।
কোনো পাকে সেই পত্রী আইল প্রভু-স্থানে ॥৩০॥
সেই পত্রে লিখিয়াছে এই ত লিখন।
ঈশ্বরত্বে আচার্য্যেরে করেছে স্থাপন ॥ ৩১ ॥
কিন্তু তাঁর দৈবে কিছু হইয়াছে ঋণ।
ঋণ শোধিবারে চাহি মুদ্রা শত তিন ॥ ৩২ ॥
পত্র পড়িয়া প্রভুর মনে হৈল দুঃখ।
বাহিরে হাসিয়া কিছু বলে চাঁদ-মুখ ॥ ৩৩ ॥
আচার্য্যেরে স্থাপিয়াছে করিয়া ঈশ্বর।
ইথে দোষ নাহি—আচার্য্য দৈবত ঈশ্বর ॥ ৩৪ ॥
ঈশ্বরের দৈন্য করি করিয়াছে ভিক্ষা।
অতএব দণ্ড করি করাইব শিক্ষা ॥ ৩৫ ॥
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা—এথা আজি হৈতে।
বাউলিয়া বিশ্বাসেরে না দিবে আসিতে ॥ ৩৬ ॥
দণ্ড শুনি বিশ্বাস হৈল পরম দুঃখিত।
শুনিয়া প্রভুর দণ্ড আচার্য্য হর্ষিত ॥ ৩৭ ॥
বিশ্বাসেরে কহে—তুমি বড় ভাগ্যবান্।
তোমারে করিল দণ্ড প্রভু ভগবান্ ॥ ৩৮ ॥
পূর্ব্বে মহাপ্রভু মোরে করেন সম্মান।
দুঃখ পাই মনে আমি কৈল অনুমান ॥ ৩৯ ॥
মুক্তি শ্রেষ্ঠ করি কৈল বশিষ্ঠ ব্যাখ্যান।
ক্রুদ্ধ হৈয়া প্রভু মোরে কৈল অপমান ॥ ৪০ ॥
দণ্ড পাইয়া হৈল মোর পরম আনন্দ।
যে দণ্ড পাইল ভাগ্যবান্ শ্রীমুকুন্দ ॥ ৪১ ॥
যে দণ্ড পাইলেন শ্রীশচী ভাগ্যবতী।
সে দণ্ড-প্রসাদ লোক আর পাবে কতি ॥ ৪২ ॥
এত কহি আচার্য্য তাঁরে করিয়া আশ্বাস।
আনন্দিত হৈয়া আইলা মহাপ্রভুর পাশ ॥ ৪৩ ॥
প্রভুকে কহেন—তোমার না বুঝি এ লীলা।
আমা হৈতে প্রসাদ-পাত্র করিলা কমলা ॥ ৪৪ ॥
আমারেই কভু না হয় এমন প্রসাদ।
তোমার চরণে আমি কি কৈনু অপরাধ ॥ ৪৫
এত শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা।
বোলাইলা কমলাকান্তে—প্রসন্ন হইলা ॥ ৪৬ ॥
আচার্য্য কহে—ইহাকে কেনে দিলে দরশন।
দুই প্রকারে ত করে মোরে বিড়ম্বন ॥ ৪৭ ॥
শুনিয়া প্রভুর মন প্রসন্ন হইল।
দোঁহার অন্তর-কথা দোঁহে সে জানিল ॥ ৪৮ ॥
প্রভু কহে—বাউলিয়া ঐছে কেনে কর। *
আচার্য্যের লজ্জা-ধর্ম্ম-হানি সে আচার ॥ ৪৯ ॥
প্রতিগ্রহ না করিহ কভু রাজধন।
বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন ॥ ৫০ ॥
মন দুষ্ট হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
কৃষ্ণ-স্মৃতি বিনা হয় নিষ্ফল জীবন ॥ ৫১ ॥
লোকলজ্জা হয় ধর্ম্ম কীর্ত্তি হয় হানি।
ঐছে কর্ম্ম না করিহ কভু ইহা জানি ॥ ৫২ ॥
এই শিক্ষা সবাকারে—সবে মনে কৈল।
আচার্য্য-গোঁসাই মনে আনন্দ পাইল ॥ ৫৩ ॥
আচার্য্যের অভিপ্রায় প্রভু-মাত্র বুঝে।
প্রভুর গম্ভীর বাক্য আচার্য্য সমুঝে ॥ ৫৪ ॥
এই ত প্রস্তাবে আছে বহুল বিচার।
গ্রন্থ-বাহুল্যে-ভয়ে নারি লিখিবার ॥ ৫৫ ॥
শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য অদ্বৈতের শাখা।
তাঁর শাখা-উপশাখা নাহি হয় লেখা ॥ ৫৬ ॥
বাসুদেব-দত্তের তেঁহো কৃপার ভাজন।
সর্ব্বভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্য-চরণ ॥ ৫৭ ॥
ভাগবত-আচার্য্য আর বিষ্ণুদাস আচার্য্য।
চক্রপাণি-আচার্য্য আর অনন্ত-আচার্য্য ॥ ৫৮ ॥

* বাউলিয়া—অর্দ্ধোন্মাদ বৈষ্ণব।

নন্দিনী আর কামদেব চৈতন্য-দাস।
দুর্ল্লভ বিশ্বাস আর বনমালী দাস ॥ ৫৯ ॥
জগন্নাথ-কর আর কর-ভবনাথ।
হৃদয়ানন্দ-সেন আর দাস-ভোলানাথ ॥ ৬০ ॥
যাদব-দাস বিজয়-দাস দাস-জনার্দ্দন।
অনন্ত-দাস কানু-পণ্ডিত দাস-নারায়ণ ॥ ৬১ ॥
শ্রীবৎস-পণ্ডিত ব্রহ্মচারী হরিদাস।
পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী আর কৃষ্ণদাস ॥ ৬২ ॥
পুরুষোত্তম-পণ্ডিত আর রঘুনাথ।
বনমালী কবিচন্দ্র আর বৈদ্যনাথ ॥ ৬৩ ॥
লোকনাথ-পণ্ডিত আর মুরারি-পণ্ডিত।
শ্রীহরিচরণ আর মাধব-পণ্ডিত ॥ ৬৪ ॥
বিজয়-পণ্ডিত আর পণ্ডিত-শ্রীরাম।
অসংখ্য অদ্বৈত-শাখা কত ল'ব নাম ॥ ৬৫ ॥
মালী দত্ত জল অদ্বৈত-স্কন্ধ যোগায়।
সেই জলে জীয়ে শাখা—ফুল-ফল হয় ॥ ৬৬
ইহার মধ্যে মানি, পাছে কোনো শাখাগণ।
না মানে চৈতন্য-মালী দুর্দ্দৈব-কারণ ॥ ৬৭ ॥
সৃজাইল জীয়াইল, তাঁরে না মানিল।
কৃতঘ্ন হইল—তারে স্কন্ধ ক্রুদ্ধ হৈল ॥ ৬৮ ॥
ক্রুদ্ধ হৈয়া স্কন্ধ তারে জল না সঞ্চারে।
জলাভাবে কৃশ শাখা—শুকাইয়া মরে ॥ ৬৯
চৈতন্য-রহিত দেহ—শুষ্ককাষ্ঠ-সম।
জীবিতেই মৃত সেই, মৈলে দণ্ডে যম ॥ ৭০ ॥
কেবল এ গণ-প্রতি নহে এই দণ্ড।
চৈতন্য-বিমুখ যেই, সেই ত পাষণ্ড ॥ ৭১ ॥
কি পণ্ডিত, কি তপস্বী, কিবা গৃহী, যতি।
চৈতন্য-বিমুখ যেই, তার এই গতি ॥ ৭২ ॥
যে যে লইল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত।
সেই আচার্য্যের গণ মহাভাগবত ॥ ৭৩ ॥
অচ্যুতের সেই মত, যেই মত সার।
আর যত মত সব হৈল ছারখার ॥ ৭৪ ॥
সেই আচার্যের কৃপার ভাজন।
অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্য-চরণ ॥ ৭৫ ॥

সেই আচার্য্যের গণে মোর কোটি নমস্কার।
অচ্যুতানন্দ-প্রায় চৈতন্য জীবন যাঁহার ॥ ৭৬ ॥
এই ত কহিল আচার্য্য-গোঁসাইর গণ।
তিন স্কন্ধের শাখা কৈল সংক্ষেপে গণন ॥ ৭৭ ॥
শাখা-উপশাখা তার নাহিক গণন।
কিছুমাত্র কহি করি দিগ্‌দরশন ॥ ৭৮ ॥
শ্রীগদাধর-পণ্ডিত শাখাতে মহোত্তম।
তাঁর উপশাখা কিছু করিয়ে গণন ॥ ৭৯ ॥
শাখা-শ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ-শ্রীধর-ব্রহ্মচারী।
ভাগবত-আচার্য্য হরিদাস-ব্রহ্মচারী ॥ ৮০ ॥
অনন্ত-আচার্য্য কবিদত্ত মিশ্র-নয়ন।
গঙ্গামন্ত্রী মামুঠাকুর কণ্ঠাভরণ ॥ ৮১ ॥
ভূগর্ভ-গোঁসাই আর ভাগবত-দাস।
যেই দুই আসি কৈল বৃন্দাবনে বাস ॥ ৮২ ॥
বাণীনাথ-ব্রহ্মচারী বড় মহাশয়।
বল্লভ চৈতন্যদাস কৃষ্ণপ্রেমময় ॥ ৮৩ ॥
শ্রীনাথ-চক্রবর্ত্তী আর উদ্ধব-দাস।
জিতামিত্র কাষ্ঠকাটা-জগন্নাথদাস ॥ ৮৪ ॥
শ্রীহরি-আচার্য্য সাদিপুরিয়া গোপাল।
কৃষ্ণদাস-ব্রহ্মচারী পুষ্প-গোপাল ॥ ৮৫ ॥
শ্রীহর্ষ রঘুমিশ্র পণ্ডিত-লক্ষ্মীনাথ।
রঙ্গবাটী চৈতন্যদাস শ্রীরঘুনাথ ॥ ৮৬ ॥
চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ শাখাতে উদ্দাম।
মদনগোপাল-পায়ে যাঁহার বিশ্রাম ॥ ৮৭ ॥
অমোঘ-পণ্ডিত হস্তিগোপাল চৈতন্যবল্লভ।
শ্রীযদু-গাঙ্গুলী আর মঙ্গল বৈষ্ণব ॥ ৮৮ ॥
সংক্ষেপে কহিল পণ্ডিত-গোঁসাইর গণ।
ঐছে আর শাখা-উপশাখার গণন ॥ ৮৯ ॥
পণ্ডিতের গণ সব ভাগবত ধন্য।
প্রাণবল্লভ সবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥ ৯০ ॥
তিন স্কন্ধের শাখা কৈল সংক্ষেপে গণন।
যাঁ-সবার স্মরণে হয় বন্ধ-বিমোচন ॥ ৯১ ॥
যাঁ-সবার স্মরণে পাই চৈতন্য-চরণ।
যাঁ-সবার স্মরণে হয় বাঞ্ছিত-পূরণ ॥ ৯২ ॥

অতএব তাঁ-সবার বন্দিয়ে চরণ।
চৈতন্য-মালীর কহি লীলা-অনুক্রম ॥ ৯৩ ॥
গৌরলীলামৃত-সিন্ধু অপার অগাধ।
কে করিতে পারে তাহে অবগাহ সাধ ॥ ৯৪ ॥
তাহার মাধুরী-গন্ধে লুব্ধ হয় মন।
অতএব তটে রহি চাকি এক কণ ॥ ৯৫
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯৬ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে অদ্বৈত স্কন্ধশাখা-বর্ণনং
নাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীগৌরাঙ্গলীলা-কালের সূত্র-বর্ণন

স প্রসীদতু চৈতন্য-দেবো যস্য প্রসাদতঃ।
তল্লীলা-বর্ণনে যোগ্যঃ সদ্যঃ স্যাদধমোঽপ্যয়ং ॥১॥

যাহার কৃপায় আমার ন্যায় অধম অর্থাৎ অতি মূর্খও তাঁহার লীলা-বর্ণনে সমর্থ হয়, সেই শ্রীচৈতন্য-দেব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ ॥ ২ ॥
জয় জয় গদাধর জয় শ্রীনিবাস।
জয় মুকুন্দ বাসুদেব জয় হরিদাস ॥ ৩ ॥
জয় দামোদর-স্বরূপ জয় মুরারি গুপ্ত।
এ সব চন্দ্রোদয়ে তম কৈল লুপ্ত ॥ ৪ ॥
জয় শ্রীচৈতন্যের ভক্তপূর্ণচন্দ্রগণ।
সবার প্রেম-জ্যোৎস্নায় কৈল উজ্জ্বল ভুবন ॥ ৫ ॥
এই ত কহিল গ্রন্থারম্ভে মুখবন্ধ।
এবে কহি চৈতন্য-লীলার ক্রম-অনুবন্ধ ॥ ৬ ॥
প্রথমে ত সূত্ররূপে করিয়ে গণন।
পাছে তাহা বিস্তারি করিব বিবরণ ॥ ৭ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি ॥ ৮ ॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হৈল অন্তর্দ্ধান ॥ ৯
চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস।
নিরন্তর কৈল তাহে কীর্ত্তন-বিলাস ॥ ১০
চব্বিশ-বৎসর-শেষে করিয়া সন্ন্যাস।
চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস ॥ ১১ ॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
কভু দক্ষিণ, কভু গৌড়, কভু বৃন্দাবন ॥ ১২ ॥
অষ্টাদশ বৎসর রহিলা নীলাচলে।
কৃষ্ণ-প্রেম-নামামৃতে ভাসাইল সকলে ॥ ১৩ ॥
গার্হস্থ্যে প্রভুর লীলা—আদিলীলাখ্যান।
মধ্য-অন্ত্য-লীলা—শেষলীলার দুই নাম ॥ ১৪
আদিলীলা-মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে মুরারি-গুপ্ত করিলা গ্রথিত ॥ ১৫ ॥
প্রভুর যে শেষলীলা স্বরূপ-দামোদর।
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর ॥ ১৬ ॥
এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া।
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া ॥ ১৭ ॥

বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যৌবন—চারি ভেদ।
অতএব আদিখণ্ডে লীলা চারি ভেদ ॥ ১৮ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মলীলা-বর্ণন

সর্ব্বসদ্গুণ-পূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুন-পূর্ণিমাং।
যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ ॥১৯॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু যে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীহরিনাম সহ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আমি সর্ব্বসদ্গুণ-পূর্ণ সেই মহা-তিথিকে বন্দনা করি ॥ ১৯ ॥

ফাল্গুনপূর্ণিমা-সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়।
সেইকালে দৈবযোগে চন্দ্রগ্রহণ হয় ॥ ২০ ॥
হরি হরি বলে লোক হরষিত হৈয়া।
জন্মিলা চৈতন্যপ্রভু নাম জন্মাইয়া ॥ ২১ ॥
জন্ম-বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোর-যুবাকালে।
হরিনাম লওয়াইলা প্রভু নানা-ছলে ॥ ২২ ॥
বাল্যভাবচ্ছলে প্রভু করেন ক্রন্দন।
"কৃষ্ণ"-হরি নাম শুনি রহয়ে রোদন ॥ ২৩ ॥
অতএব "হরি হরি" বোলে নারীগণ।
দেখিতে আইসে যেবা সর্ব্ব বন্ধুজন ॥ ২৪ ॥
"গৌরহরি" বলি তাঁরে হাসে সবনারী।
অতএব হৈল তাঁর নাম "গৌরহরি" ॥ ২৫ ॥
বাল্য-বয়স-যাবৎ হাতে খড়ি দিল।
পৌগণ্ড-বয়স-যাবৎ বিবাহ না কৈল ॥ ২৬ ॥
বিবাহ করিলে হৈল নবীন যৌবন।
সর্ব্বত্র লওয়াইল প্রভু নাম-সংকীর্ত্তন ॥ ২৭ ॥
পৌগণ্ড-বয়সে পড়েন পড়ান শিষ্যগণে।
সর্ব্বত্র করেন কৃষ্ণনামের ব্যাখানে ॥ ২৮ ॥
সূত্র বৃত্তি পাঁজী টীকা—কৃষ্ণেতে তাৎপর্য্য।
শিষ্যের প্রতীতি হয় প্রভাব আশ্চর্য্য ॥ ২৯ ॥
যাঁরে দেখে তারে কহে—কহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণনামে ভাসাইল নবদ্বীপ-গ্রাম ॥ ৩০ ॥
কিশোর-বয়সে আরম্ভিলা সঙ্কীর্ত্তন।
রাত্রি-দিন প্রেমে নৃত্য সঙ্গে ভক্তগণ ॥ ৩১ ॥
নগরে নগরে ভ্রমে কীর্ত্তন করিয়া।
ভাসাইল ত্রিভুবন প্রেমভক্তি দিয়া ॥ ৩২ ॥
চব্বিশ বৎসর ঐছে নবদ্বীপ-গ্রামে।
লওয়াইল সর্ব্বলোক কৃষ্ণ-প্রেম-নামে ॥ ৩৩ ॥
চব্বিশ বৎসর ছিলা করিয়া সন্ন্যাস।
ভক্তগণ লৈয়া কৈল নীলাচলে বাস ॥ ৩৪ ॥
তার মধ্যে নীলাচলে ছয় বৎসর।
নৃত্যগীত প্রেমভক্তি-দান নিরন্তর ॥ ৩৫ ॥
সেতুবন্ধ আর গৌড় ব্যাপি বৃন্দাবন।
প্রেম-নাম প্রচারিয়া করিলা ভ্রমণ ॥ ৩৬ ॥
এই 'মধ্যলীলা'-নাম—লীলা মুখ্যধাম।
শেষ অষ্টাদশ বর্ষ 'অন্ত্যলীলা' নাম ॥ ৩৭ ॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ-সঙ্গে।
প্রেমভক্তি লওয়াইল নৃত্যগীত-রঙ্গে ॥ ৩৮ ॥
দ্বাদশ বৎসর শেষ রহিলা নীলাচলে।
প্রেমাবস্থা শিখাইলা আস্বাদনছলে ॥ ৩৯ ॥
রাত্রি-দিবসে কৃষ্ণ-বিরহ-স্ফুরণ।
উন্মাদের চেষ্টা করে প্রলাপ-বচন ॥ ৪০ ॥
শ্রীরাধার প্রলাপ যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
সেইমত উন্মাদ প্রলাপ করে রাত্রি-দিনে ॥ ৪১ ॥
বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদেন রামানন্দ-স্বরূপ-সহিত ॥ ৪২ ॥
কৃষ্ণের বিয়োগে যত প্রেম-চেষ্টিত।
আস্বাদিয়া পূর্ণ কৈল আপন-বাঞ্ছিত ॥ ৪৩ ॥ *
অনন্ত চৈতন্য-লীলা ক্ষুদ্র জীব হৈয়া।
কে বর্ণিতে পারে তাহা বিস্তার করিয়া ॥ ৪৪ ॥
সূত্র করি গণে যদি আপনে অনন্ত।
সহস্র-বদনে তেঁহো নাহি পায় অন্ত ॥ ৪৫ ॥
দামোদর-স্বরূপ আর গুপ্ত-মুরারি।
মুখ্য মুখ্য লীলা সূত্রে লিখিয়াছে বিচারি ॥ ৪৬ ॥
সেই অনুসারে লিখি লীলা-সূত্রগণ।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন তাহা দাস বৃন্দাবন ॥ ৪৭ ॥

* বাঞ্ছিত—অভিলাষ।

চৈতন্য-লীলার ব্যাস বৃন্দাবন-দাস।
মধুর করিয়া লীলা করিলা প্রকাশ ॥ ৪৮ ॥
গ্রন্থ-বিস্তার-ভয়ে ছাড়িলা যে যে স্থান।
সেই সেই স্থান কিছু করিব ব্যাখ্যান ॥ ৪৯ ॥
প্রভুর লীলামৃত তেঁহো কৈল আস্বাদন।
তাঁর ভুক্ত-শেষ কিছু করিয়ে চর্ব্বণ ॥ ৫০ ॥
আদিলীলার-সূত্র লিখি শুন ভক্তগণ।
সংক্ষেপে লিখিয়ে—সম্যক্ না যায় লিখন ॥৫১॥
কোনো বাঞ্ছা পূর্ণ লাগি ব্রজেন্দ্রকুমার।
অবতীর্ণ হৈতে মনে করিলা বিচার ॥ ৫২ ॥
আগে অবতরিল যে যে গুরু-পরিবার।
সংক্ষেপে কহিয়ে, কহা না যায় বিস্তার ॥ ৫৩ ॥
শ্রীশচী জগন্নাথ-শ্রীমাধবপুরী।
কেশবভারতী আর শ্রীঈশ্বর-পুরী ॥ ৫৪ ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য আর পণ্ডিত-শ্রীবাস।
আচার্য্য রত্ন বিদ্যানিধি ঠাকুর হরিদাস ॥ ৫৫ ॥
শ্রীহট্ট-নিবাসী শ্রীউপেন্দ্র-মিশ্র নাম।
বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সদ্গুণ-প্রধান ॥ ৫৬ ॥
সপ্ত মিত্র তাঁর পুত্র সপ্ত ঋষীশ্বর।
কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্ব্বেশ্বর ॥ ৫৭ ॥
জগন্নাথ জনার্দ্দন ত্রৈলোক্যনাথ।
নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ ॥ ৫৮ ॥
জগন্নাথ মিশ্রবর—পদবী পুরন্দর।
নন্দ-বসুদেব-রূপ সদ্গুণ-সাগর ॥ ৫৯ ॥
তাঁর পত্নী শচী নাম পতিব্রতা সতী।
যাঁর পিতা নীলাম্বর নাম চক্রবর্ত্তী ॥ ৬০ ॥
রাঢ়দেশে জনমিল ঠাকুর নিত্যানন্দ।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত গুপ্ত-মুরারি মুকুন্দ ॥ ৬১ ॥
অসংখ্য নিজ-ভক্তের করাইগা অবতার।
শেষে অবতীর্ণ হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ৬২ ॥
প্রভুর আবির্ভাব-পূর্ব্বে যত বৈষ্ণবগণ।
অদ্বৈত-আচার্য্যের স্থানে করেন গমন ॥ ৬৩ ॥
গীতা ভাগবত কহে আচার্য্য-গোসাই।
জ্ঞান কর্ম্ম নিন্দি করে ভক্তির বড়াই ॥ ৬৪ ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে করে কৃষ্ণ-ভক্তির ব্যাখ্যান।
জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ নাহি মানে আন ॥ ৬৫ ॥
তাঁর সঙ্গে আনন্দ করে বৈষ্ণবের গণ।
কৃষ্ণ-কথা কৃষ্ণ-পূজা নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৬৬ ॥
কিন্তু সর্ব্বলোক দেখি কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ।
বিষ-নিমগ্ন লোক দেখি পায় দুখ ॥ ৬৭ ॥
লোকের নিস্তার-হেতু করেন চিন্তন।
কেমতে এ সব লোকের হইবে তারণ ॥ ৬৮ ॥
কৃষ্ণ অবতরি করে ভক্তির বিস্তার।
তবে ত সকল লোকের হইবে নিস্তার ॥ ৬৯ ॥
কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিয়া।
কৃষ্ণ-পূজা করে তুলসী গঙ্গাজল দিয়া ॥ ৭০ ॥
কৃষ্ণের আহ্বান করে সঘন হুঙ্কার।
হুঙ্কারে আকৃষ্ট হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ৭১ ॥
জগন্নাথ-মিশ্র-পত্নী শচীর উদরে।
অষ্ট কন্যা ক্রমে হৈল জন্মি জন্মি মরে ॥ ৭২ ॥
অপত্য-বিরহে মিশ্রের দুঃখী হৈল মন।
পুত্র লাগি আরাধিলা বিষ্ণুর চরণ ॥ ৭৩ ॥
তবে পুত্র জনমিল বিশ্বরূপ নাম।
মহাগুণবান্ তেঁহো বলদেব-ধাম ॥ ৭৪ ॥
বলদেব-প্রকাশ পরব্যোমে সঙ্কর্ষণ।
তেঁহো বিশ্বের উপাদান নিমিত্ত-কারণ ॥ ৭৫ ॥
তাঁহা বই বিশ্বে কিছু নাহি দেখি আর।
অতএব 'বিশ্বরূপ' নাম যে তাঁহার ॥ ৭৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।১৫।২৫ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে।
ওতং প্রোতমিদং যস্মিন তন্তুষ্বঙ্গ ! যথা পটঃ ॥৭৭॥

শ্রীশুকদেব কহিলেন, হে মহারাজ! বস্ত্র যেমন সূত্রে লম্বালম্বি ও এড়োএড়ি ভাবে গ্রথিত রহিয়াছে, তদ্রূপ এই বিশ্বও যে জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীঅনন্তে সর্ব্বতোভাবে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? ॥ ৭৭ ॥

অতএব প্রভুর তেঁহো হৈল বড় ভাই।
কৃষ্ণ বলরাম দুই—চৈতন্য নিতাই ॥ ৭৮ ॥
পুত্র পাইয়া দম্পতি হৈলা আনন্দিত-মন।
বিশেষে সেবন করেন গোবিন্দ-চরণ ॥ ৭৯ ॥
চৌদ্দশত ছয় শকে শেষ মাঘমাসে।
জগন্নাথ-শচী-দেহে কৃষ্ণের প্রবেশে ॥ ৮০ ॥
মিশ্র কহে শচী-স্থানে—দেখি আনরীত।
জ্যোতির্ম্ময় দেহে গেহে লক্ষ্মী-অধিষ্ঠিত ॥ ৮১ ॥
যাঁহা তাঁহা সর্ব্বলোক করেন সম্মান।
ঘরে পাঠাইয়া দেয় ধন বস্ত্র-ধান ॥ ৮২ ॥
শচী কহে—মুই দেখোঁ আকাশ-উপরে।
দিব্যমূর্ত্তি লোক সব যেন স্তুতি করে ॥ ৮৩ ॥
জগন্নাথ মিশ্র কহে—স্বপ্ন যে দেখিল।
জ্যোতির্ম্ময়-ধাম মোর হৃদয়ে পশিল ॥ ৮৪ ॥
আমার হৃদয় হৈতে গেলা তোমার হৃদয়ে।
হেন বুঝি জন্মিবেন কোনো মহাশয়ে ॥ ৮৫ ॥
এত বলি দোঁহে রহে হরষিত হৈয়া।
শালগ্রাম সেবা করে বিশেষ করিয়া ॥ ৮৬ ॥
হৈতে হৈতে গর্ভ হৈল ত্রয়োদশ মাস।
তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে—মিশ্রের হৈল ত্রাস ॥ ৮৭
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী কহিলা গণিয়া।
এই মাসে পুত্র হবে শুভক্ষণ পাইয়া ॥ ৮৮ ॥
চৌদ্দশত সাত শকে মাস যে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকাল হৈল শুভক্ষণ ॥ ৮৯ ॥
সিংহরাশি সিংহলগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়্‌বর্গ অষ্টবর্গ—সর্ব্ব সুলক্ষণ ॥ ৯০ ॥
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন ॥ ৯১ ॥
এত জানি চন্দ্রে রাহু করিলা গ্রহণ।
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি" নামে ভাসে ত্রিভুবন ॥ ৯২ ॥
জগৎ ভরিয়া লোক বলে "হরি হরি"।
সেইক্ষণে "গৌরকৃষ্ণ" ভূমি অবতরি ॥ ৯৩ ॥
প্রসন্ন হইল সব জগতের মন।
"হরি" বলি হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন ॥ ৯৪ ॥
"হরি" বলি নারীগণ দেয় হুলাহুলি।
স্বর্গে বাদ্য নৃত্য করে দেব কুতূহলী ॥ ৯৫ ॥
প্রসন্ন হইল দশদিক্ প্রসন্ন নদী জল।
স্থাবর জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল ॥ ৯৬ ॥

যথারাগঃ।

নদীয়া-উদয় গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি,
কৃপা করি হইল উদয়।
পাপ তমো হৈল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস,
জগ ভরি হরিধ্বনি হয় ॥ ৯৭ ॥
সেইকালে নিজালয়ে, উঠিয়া অদ্বৈত-রায়ে,
নৃত্য করে আনন্দিত-মনে।
হরিদাসে লৈয়া সঙ্গে, হুঙ্কার কীর্ত্তন রঙ্গে,
কেনে নাচে কেহ নাহি জানে ॥ ৯৮ ॥
দেখি উপরাগ হাসি, শীঘ্র গঙ্গা-ঘাটে আসি,
আনন্দে করিলা গঙ্গাস্নান।
পাইয়া উপরাগ-ছলে, আপনার মনোবলে,
ব্রাহ্মণেরে দিলা নানা দান ॥ ৯৯ ॥
জগত আনন্দময়, দেখি মনে সবিস্ময়,
ঠারে-ঠোরে কহে হরিদাস।
তোমার ঐছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন,
দেখি কিছু কার্য্যে আছে ভাস ॥১০০॥
আচার্য্যরত্ন শ্রীবাস, হৈল মনে সুখোল্লাস,
যাই স্নান কৈল গঙ্গাজলে।
আনন্দে বিহ্বল-মন, করে হরি-সংকীর্ত্তন,
নানা দান কৈল মনোবলে ॥ ১০১ ॥
এইমত ভক্ত-ততি, যার যেই দেশে স্থিতি,
তাঁহা তাঁহা পাইয়া মনোবলে।
নাচে করে সংকীর্ত্তন, আনন্দে বিহ্বল-মন,
দান করে গ্রহণের ছলে ॥ ১০২ ॥
ব্রাহ্মণ-সজ্জন-নারী, নানা দ্রব্যে থালি ভরি,
আইলা সবে যৌতুক লইয়া।
যেন কাঁচা-সোণা-দ্যুতি, দেখি বালকের মূর্ত্তি,
আশীর্ব্বাদ করে সুখ পাইয়া ॥ ১০৩ ॥

সাবিত্রী গৌরী সরস্বতী, শচী রম্ভা অরুন্ধতী,
আর যত দেব-নারীগণ।
নানা দ্রব্য পাত্র ভরি, ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি,
আসি সবে করে দরশন ॥ ১০৪ ॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ, সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব-চারণ,
স্তুতি নৃত্য করে বাদ্য গীত।
নর্ত্তক বাদক ভাট, নবদ্বীপে যার নাট,
সবে আসি নাচে পাইয়া প্রীত ॥ ১০৫ ॥
কেবা আইসে কেবা যায়, কেবা নাচে কেবা গায়,
সম্ভালিতে নারে কারো বোল।*
খণ্ডিলেক দুঃখ শোক, প্রমোদে পূর্ণিত লোক,
মিশ্র হৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥ ১০৬ ॥
আচার্য্যরত্ন শ্রীবাস, জগন্নাথ-মিশ্র-পাশ,
আসি তাঁরে করি সাবধান।
করাইল জাতকর্ম্ম, যে আছিল বিধি ধর্ম্ম,
তবে মিশ্র করে নানা দান ॥ ১০৭ ॥
যৌতুক পাইল যত, ঘরে বা আছিল কত,
সব ধন বিপ্রে দিল দান।
যত নর্ত্তক গায়ন, ভাট আকিঞ্চন জন,
ধন দিয়া কৈল সবার মান ॥ ১০৮ ॥
শ্রীবাসের-ব্রাহ্মণী, নাম তার মালিনী,
আচার্য্যরত্নের পত্নী-সঙ্গে।
সিন্দুর হরিদ্রা তৈল, খই কলা নানা ফল,
দিয়ে পূজে নারীগণ রঙ্গে ॥ ১০৯ ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য-ভার্য্যা, জগত পূজিতা আর্য্যা,
নাম তাঁর সীতা-ঠাকুরাণী।
আচার্য্যের আজ্ঞা পাইয়া, গেলা উপহার লৈয়া,
দেখিতে বালক-শিরোমণি ॥ ১১০ ॥
সুবর্ণের কড়িবোলি, রজতমুদ্রা-পাশুলি,
সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ।†
দু'বাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মল্লবঙ্ক,*
স্বর্ণমুদ্রা নানা হারগণ ॥ ১১১ ॥
ব্যাঘ্রনখ হেম-জড়ি, কটি-পট্টসূত্র-ডোরী,
হস্ত-পদের যত আভরণ।
চিত্রবর্ণ পট্টশাড়ী, ভুনীফোতা পট্টপাড়ী,
স্বর্ণ-রৌপ্য-মুদ্রা বহুধন ॥ ১১২ ॥†
দূর্ব্বা ধান্য গোরোচন, হরিদ্রা কুঙ্কুম চন্দন,
মঙ্গল-দ্রব্য পাত্রেতে ভরিয়া।
বস্ত্র গুপ্ত দোলা চড়ি, সঙ্গে লৈয়া দাসী চেড়ী,
বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া ॥ ১১৩ ॥
ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার, সঙ্গে লৈল বহুভার,
শচী-গৃহে হৈল উপনীত।
দেখিল বালক-ঠাম, সাক্ষাত গোকুল-কান,
বর্ণমাত্র দেখে বিপরীত ॥ ১১৪ ॥
সর্ব্ব অঙ্গ সুনির্ম্মল, সুবর্ণ-প্রতিমা-ভান,
সর্ব্ব-অঙ্গ সুলক্ষণময়।‡
বালকের দিব্য দ্যুতি, দেখি পাইল বহুপ্রীতি,
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয় ॥ ১১৫ ॥
দূর্ব্বা ধান্য দিল শীর্ষে, কৈল বহু আশীষে,
চিরজীবী হও দুই ভাই।
ডাকিনী শাকিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে,
ডরে নাম থুইল 'নিমাই' ॥ ১১৬ ॥
পুত্র-মাতা স্নান দিনে, দিল বস্ত্র-বিভূষণে,
পুত্র-সহ মিশ্রেরে সম্মানি।
শচী-মিশ্রের পূজা লৈয়া, মনেতে হরিষ হৈয়া,
ঘরে আইলা সীতা-ঠাকুরাণী ॥ ১১৭ ॥
ঐছে শচী জগন্নাথ, পুত্র পাইয়া লক্ষ্মীনাথ,
পূর্ণ হৈল সকল বাঞ্ছিত।
ধন-ধান্যে ভরে ঘর, লোক মান্য কলেবর,
দিনে দিনে হয় আনন্দিত ॥ ১১৮ ॥

---

* সম্ভালিতে—শুনিতে।
† কড়িবোলি—কটি-ভূষণ।
রজতমুদ্রা-পাশুলি—সামনের দিকে রূপার মুদ্রা যুক্ত পাইজোর।

* মল্লবঙ্ক—বাঁকমল
† ভুনীফোতা পট্টপাড়ী—রেশমীপাড়-যুক্ত চাদর।
‡ সুবর্ণ-প্রতিমা-ভান—ঠিক যেন সোনার প্রতিমাখানি।

মিশ্র বৈষ্ণব শান্ত, অলম্পট শুদ্ধ দান্ত,
ধনভোগে নাহি অভিমান।
পুত্রের প্রভাবে যত, ধন আসি মিলে তত,
বিষ্ণুপ্রীতে দ্বিজে দেন দান ॥ ১১৯ ॥
লগ্ন গণি হর্ষ-মতি, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী,
গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে।
মহাপুরুষের চিহ্ন, লগ্ন অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন,
দেখি এই তারিবে সংসারে ॥ ১২০ ॥
ঐছে প্রভু শচী-ঘরে, কৃপায় কৈল অবতারে,
যেই ইহা করয়ে শ্রবণ।
গৌর-প্রভু দয়াময়, তারে হয়েন সদয়,
সেই পায় তাঁহার চরণ ॥ ১২১ ॥
পাইয়া মানুষ-জন্ম, যে না শুনে গৌর-গুণ,
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল।
পাইয়া অমৃত-ধুনী, পিয়ে বিষগর্ত্ত-পানী,
জন্মিয়া সে কেনে নাহি মৈল ॥১২২॥*
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র,
স্বরূপ রূপ রঘুনাথ-দাস
ইহা-সবার শ্রীচরণ, শিরে বন্দি নিজ-ধন,
জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস ॥ ১২৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে জন্মলীলাবর্ণনং
নাম ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

শ্রীহরিভক্তিবিলাসস্য শ্লোকঃ (২০।১)—

কথঞ্চন স্মৃতে যস্মিন্ দুষ্করং সুকরং ভবেৎ।
বিস্মৃতে বিপরীতং স্যাৎ শ্রীচৈতন্যং নমামি তং ॥১॥

যেমন তেমন করিয়াও যাহার স্মরণ করিলে কঠিন কার্য্য সহজ হয় এবং যাহাকে বিস্মৃত হইলে উহার উল্টা হয় অর্থাৎ সহজ কার্য্যও কঠিন হইয়া যায়, সেই শ্রীচৈতন্য দেবকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
প্রভুর কহিল এই জন্মলীলা-সূত্র।
যশোদা-নন্দন যৈছে হৈল শচীপুত্র ॥ ৩ ॥
সংক্ষেপে কহিল জন্মলীলা-অনুক্রম।
এবে কহি বাল্যলীলা-সূত্রের গণন ॥ ৪ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যলীলা-সূত্র ও অলৌকিক
অলৌকিক আচরণ বর্ণন

বন্দে চৈতন্যকৃষ্ণস্য বাল্যলীলাং মনোহরাং।
লৌকিকীমপি তামীশ-চেষ্টয়া বলিতান্তরাং ॥ ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর অতি চমৎকার বাল্য-লীলার বন্দনা করি, যে লীলা দেখিতে মনুষ্যের কার্য্যের মত হইলেও, তাহার ভিতরে ঈশ্বরের মত অমানুষিক ক্রিয়া রহিয়াছে অর্থাৎ তাহার লীলা লৌকিক হইলেও উহা অলৌকিক ॥ ৫ ॥

বাল্য-লীলায় আগে প্রভুর উত্তান-শয়ন।
পিতা-মাতায় দেখাইল চিহ্ন চরণ ॥ ৬ ॥

---

* অমৃত-ধুনী—অমৃতনদী, যার জল খাইলে আর মরিতে হয় না।
বিষগর্ত্ত-পানী—গর্ত্তের বিষমিশ্রিত জল, যাহা খাইলে মৃত্যু অনিবার্য্য।

গৃহে দুই জন দেখে লঘু-পদ-চিহ্ন।
তাহে শোভে ধ্বজ-বজ্র-শঙ্খ-চক্র-মীন ॥ ৭ ॥
দেখিয়া দোঁহার চিত্তে জন্মিল বিস্ময়।
কার পদ-চিহ্ন ঘরে—না পায় নিশ্চয় ॥ ৮ ॥
মিশ্র কহে—বালগোপাল আছে শিলা-সঙ্গে।
তেঁহো মূর্ত্তি হৈয়া ঘরে জানি খেলে রঙ্গে ॥ ৯ ॥
সেইক্ষণে জাগি নিমাই করেন ক্রন্দন।
অঙ্কে লৈয়া শচী তাঁরে পিয়াইল স্তন ॥ ১০ ॥
স্তন পিয়াইতে পুত্রের চরণ দেখিল।
সেই চিহ্ন পায়ে দেখি মিশ্রে বোলাইল ॥ ১১ ॥
দেখিয়া মিশ্রের হৈল আনন্দিত-মতি।
গুপ্তে বোলাইল নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ॥ ১২ ॥
চিহ্ন দেখি চক্রবর্ত্তী বলেন হাসিয়া।
লগ্ন গণি পূর্ব্বে আমি রাখিয়াছি লিখিয়া ॥ ১৩ ॥
বত্রিশ লক্ষণ মহাপুরুষ-ভূষণ।
এই শিশু অঙ্গে দেখি সে সব লক্ষণ ॥ ১৪ ॥

তথাহি সামুদ্রিকে ৩য়-শ্লোকে—

পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ।
ত্রিহ্রস্ব-পৃথুগম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্ ॥১৫॥*

* পঞ্চদীর্ঘ—নাসিকা, হস্ত, হনু (গণ্ডের উপরি ভাগ), নয়ন ও জানু, এই পঞ্চ অঙ্গ দীর্ঘ।

পঞ্চসূক্ষ্ম—ত্বক্, কেশ, অঙ্গুলীর পর্ব্ব, দন্ত ও রোম, এই পঞ্চ অঙ্গ সূক্ষ্ম।

সপ্তরক্ত—নয়নের প্রান্তভাগ, চরণতল, করতল, তালু, ওষ্ঠাধর, জিহ্বা ও নখ, এই সপ্ত অঙ্গ রক্তবর্ণ।

ষড়ুন্নতঃ—বক্ষ, স্কন্ধ, নখ, নাসা, কটিদেশ ও মুখ, এই ছয়টি স্থান উন্নত।

ত্রিহ্রস্ব—পৃথু গম্ভীর-গ্রীবা, জঙ্ঘা ও লিঙ্গ, এই তিনটি স্থান হ্রস্ব; কর্ণদেশ, ললাট ও বক্ষ, এই তিনটি স্থান বিশাল এবং নাভি, স্বর ও বুদ্ধি এই তিনটি গাম্ভীর্য্যযুক্ত; এই বত্রিশটি লক্ষণ যে সকল পুরুষের আছে, তিনিই মহাপুরুষ বলিয়া বিবেচিত হন।

এই বত্রিশটি লক্ষণ-যুক্ত হইলে তিনি হইলেন মহাপুরুষ, যথা:—নাসিকা, বাহু, চোয়াল, নয়ন ও জানু এই ৫টি দীর্ঘ হইবে, ত্বক, কেশ, অঙ্গুলির পর্ব্ব, দন্ত ও রোম এই ৫টি সূক্ষ্ম হইবে; চোখের কোণা, পদতল, করতল, তালু (আলটাক্‌রা), ওষ্ঠাধর, জিহ্বা ও নখ এই ৭টি রক্তবর্ণ হইবে; বক্ষঃস্থল, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটিদেশ ও মুখ এই ৬টি উচ্চ হইবে; গ্রীবা (ঘাড়), জঙ্ঘা (ঠ্যাং) ও মেহন (জননেন্দ্রিয়) এই ৩টি ছোট হইবে; কোমর, কপাল ও বক্ষঃস্থল এই তিনটি বিস্তীর্ণ হইবে এবং নাভি, স্বর ও বুদ্ধি এই তিনটি গম্ভীর হইবে ॥ ১৫ ॥

নারায়ণের চিহ্ন-যুক্ত শ্রীহস্ত চরণ।
এই শিশু সর্ব্বলোকের করিবে তারণ ॥ ১৬ ॥
এই ত করিবে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার।
ইহা হৈতে হবে দুই কুলের নিস্তার ॥ ১৭ ॥
মহোৎসব কর, সব বোলাহ ব্রাহ্মণ।
আজি দিন শুভ, করিব নামকরণ ॥ ১৮ ॥
সর্ব্বলোকের করিব ইঁহো ধারণ পোষণ।
'বিশ্বম্ভর' নাম ইঁহার এই ত কারণ ॥ ১৯ ॥
শুনি শচী মিশ্রের মনে আনন্দ বাঢ়িল।
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী আনি মহোৎসব কৈল ॥ ২০ ॥
তবে কতদিনে প্রভুর জানু-চংক্রমণ।*
তথা নানা চমৎকার করাইল দর্শন ॥ ২১ ॥
ক্রন্দনের ছলে বলাইল হরিনাম।
নারী সব 'হরি' বলে—হাসে গৌরধাম ॥ ২২ ॥
তবে কত দিনে কৈল পদ-চংক্রমণ।
শিশুগণে মিলি কৈলে বিবিধ খেলন ॥ ২৩ ॥
একদিন শচী খই সন্দেশ আনিয়া।
বাটা ভরি দিয়া বৈল—খাও ত বসিয়া ॥ ২৪ ॥
এত বলি গেলা গৃহ-কর্ম্মাদি করিতে।
লুকাইয়া লাগিলা শিশু মৃত্তিকা খাইতে ॥ ২৫ ॥
দেখি শচী ধাইয়া আইলা করি হায় হায়।
মাটি কাড়ি লৈয়া বৈল—মাটি কেনে খায় ॥২৬॥

* জানু-চংক্রমণ—হামাগুড়ি দিয়া বেড়ান।

কান্দিয়া বলিল্ত শিশু—কেনে কর রোষ।
তুমি মাটি খাইতে দিলে, মোর কিবা দোষ ॥২৭॥
খই সন্দেশ অন্ন যত মাটির বিকার ॥
এহো মাটি, সেহো মাটি—কি ভেদ-বিচার ॥২৮॥
মাটি দেহ, মাটি ভক্ষ্য দেখহ বিচারি।
অবিচারে দেহ দোষ, কি বলিতে পারি ॥ ২৯ ॥
অন্তরে বিস্মিতা শচী বলিল তাহারে।
মাটি খাইতে জ্ঞানযোগ কে শিখালো তোরে ॥৩০
মাটির বিকার অন্ন খাইলে দেহ পুষ্ট হয়।
মাটি খাইলে রোগ হয—দেহ যায় ক্ষয ॥ ৩১ ॥
মাটির বিকার ঘটে পানি ভরি আনি।
মাটি-পিণ্ডে ধরি যবে শোসি যায় পানি ॥ ৩২ ॥
আত্ম লুকাইতে প্রভু বলিলা তাঁহারে।
আগে কেনে ইহা মাতা না শিখালে মোরে ॥৩৩॥
এবে ত জানিনু আর মাটি না খাইব।
ক্ষুধা লাগিলে তোমার স্তন দুগ্ধ পিব ॥ ৩৪ ॥
এত বলি জননীর কোলেতে চড়িয়া।
স্তন-পান করে প্রভু ঈষত হাসিয়া ॥ ৩৫ ॥
এইমত নানা ছলে ঐশ্বর্য্য দেখায়।
বাল্যভাব প্রকটিয়া পশ্চাত লুকায় ॥ ৩৬ ॥
অতিথি-বিপ্রের অন্ন খাইল তিনবার।
পাছে গুপ্তে সেই বিপ্রে করিল নিস্তার ॥ ৩৭ ॥
চোরে লৈয়া গেল প্রভুকে বাহিরে পাইয়া।
তার স্কন্ধে চড়ি আইলা তারে ভুলাইয়া ॥ ৩৮ ॥
ব্যাধি-ছলে জগদীশ-হিরণ্য সদনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য খাইল একাদশী-দিনে ॥ ৩৯ ॥
শিশুগণ লয়ে পাড়াপড়সীর ঘরে।
চুরি করি দ্রব্য খায়, মারে বালকেরে ॥ ৪০ ॥
শিশু-সব শচী-স্থানে কৈল নিবেদন।
শুনি শচী পুত্রে কিছু দিলা ওলাহন ॥ ৪১ ॥*
কেনে চুরি কর, কেনে মারহ শিশুরে।
কেনে পর-ঘরে যাহ, কিবা নাহি ঘরে ॥ ৪২ ॥

শুনি ক্রুদ্ধ হৈয়া প্রভু ঘর-ভিতর যাইয়া।
ঘরে যত ভাণ্ড ছিল ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥ ৪৩ ॥
তবে শচী কোলে করি করিল সন্তোষ।
লজ্জিত হইলা প্রভু জানি নিজ দোষ ॥ ৪৪ ॥
কভু মৃদু-হস্তে কৈল মাতাকে তাড়ন।
মাতাকে মূর্চ্ছিতা দেখি করয়ে ক্রন্দন ॥ ৪৫ ॥
নারীগণ কহে—নারিকেল দেহ আনি।
তবে সুস্থ হইবেন তোমার জননী ॥ ৪৬ ॥
বাহির হইয়া আনিলেন দুই নারিকেলে।
দেখিয়া অপূর্ব্ব—হৈলা বিস্মিত সকলে ॥ ৪৭ ॥
কভু শিশু-সঙ্গে স্নান করেন গঙ্গাতে।
কন্যাগণ আইলা তাঁহা দেবতা পূজিতে ॥ ৪৮ ॥
গঙ্গাস্নান করি পূজা করিতে লাগিলা।
কন্যাগণ-মধ্যে প্রভু আসিয়া বসিলা ॥ ৪৯ ॥
কন্যাগণে কহে—আমা পূজ, আমি দিব বর।
গঙ্গা দুর্গা দাসী মোর, মহেশ কিঙ্কর ॥ ৫০ ॥
আপনি চন্দন পরি পরেন ফুলমালা।
নৈবেদ্য কাড়িয়া খান সন্দেশ চা'ল কলা ॥ ৫১
ক্রোধে কন্যাগণ কহে—শুন হে নিমাই।
গ্রাম-সম্বন্ধে হও তুমি আমা-সবার ভাই ॥ ৫২ ॥
আমা সবার উপরে হেন করিতে না জুয়ায়।
না লহ দেবতা-সজ্জ—না কর অন্যায় ॥ ৫৩ ॥
প্রভু কহে—তোমা-সবায় দিল এই বর।
তোমা-সবার ভর্ত্তা হবে পরম-সুন্দর ॥ ৫৪ ॥
পণ্ডিত, বিদগ্ধ, যুবা, ধন-ধান্যবান্।
সাত সাত পুত্র হবে চিরায়ু মতিমান্ ॥ ৫৫ ॥
বর শুনি কন্যাগণের অন্তরে সন্তোষ।
বাহিরে ভৎসনা করে করি মিথ্যা রোষ ॥ ৫৬
কোন কন্যা পলাইল নৈবেদ্য লইয়া।
তারে ডাকি কহে প্রভু সক্রোধ হইয়া—॥ ৫৭
যদি মোরে নৈবেদ্য না দেহ হইয়া কৃপণী।
বুড়া ভর্ত্তা হবে আর সাত সতিনী ॥ ৫৮ ॥
ইহা শুনি তা-সবার মনে হৈল ভয়।
না জানি ইহাতে কোনো দেবাবিষ্ট হয় ॥ ৫৯

* ওলাহন—ভৎসনা।

আনিয়া নৈবেদ্য তারা সম্মুখে ধরিল ।
খাইয়া নৈবেদ্য, তারে ইন্টবর দিল ॥ ৬০ ॥
এইমত চাপল্য সব লোকেরে দেখায় ।
দুঃখ কারো মনে নহে—সবে সুখ পায় ॥ ৬১ ॥
একদিন বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মী নাম ।
দেবতা পূজিতে আইল করি গঙ্গাস্নান ॥ ৬২ ॥
তারে দেখি প্রভু হৈলা সাভিলাষ মনে ।
লক্ষ্মী চিত্তে প্রীতি পাইল প্রভুর দর্শনে ॥ ৬৩ ॥
সাহজিক প্রীতি দোঁহার করিল উদয় ।
বাল্যভাবাচ্ছন্ন, তবু হইল নিশ্চয় ॥ ৬৪ ॥
দোঁহা দেখি দোঁহার চিত্তে হৈল উল্লাস ।
দেবপূজা-ছলে দোঁহে কৈলে পরকাশ ॥ ৬৫ ॥
প্রভু কহে—আমা পূজ আমি মহেশ্বর ।
আমারে পূজিলে পাবে অভীপ্সিত বর ॥ ৬৬ ॥
লক্ষ্মী তাঁর অঙ্গে দিল পুষ্প-চন্দন ।
মল্লিকার মালা দিয়া করিল বন্দন ॥ ৬৭ ॥
প্রভু তাঁর পূজা পাইয়া হাসিতে লাগিলা ।
শ্লোক পড়ি তাঁর ভাব অঙ্গীকার কৈলা ॥ ৬৮ ॥

সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনং ।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি ॥৬৯॥

শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য যমুনাতীরে মাসাবধি কাত্যায়নীব্রত-কারিণী ব্রজকুমারীগণকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে সাধ্বীগণ! আমার অর্চ্চনাই যে তোমাদের সঙ্কল্প, তাহা তোমরা লজ্জাবশতঃ না বলিলেও, আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি, আমি ইহাতে অনুমোদন করিলাম, তোমাদের সেই মনোবাসনা সিদ্ধ হউক ॥ ৬৯ ॥

এইমত লীলা করি দোঁহে গেলা ঘরে ।
গম্ভীর চৈতন্য-লীলা কে বুঝিতে পারে ॥ ৭০ ॥
চৈতন্য-চাপল্য দেখি প্রেমে সর্ব্বজন ।
শচী-জগন্নাথে দেখি দেন উলাহন ॥ ৭১ ॥
একদিন শচীদেবী পুত্রেরে ভর্ৎসিয়া ।
ধরিবারে গেলা, পুত্র গেল পলাইয়া ॥ ৭২ ॥
উচ্ছিষ্ট-গর্ত্তেতে ত্যক্ত হাণ্ডীর উপর ।
বসিয়া আছেন সুখে প্রভু বিশ্বম্ভর ॥ ৭৩ ॥
শচী আসি কহে—কেন অশুচি ছুঁইলা ।
গঙ্গাস্নান কর নাই—অপবিত্র হইলা ॥ ৭৪ ॥
ইহা শুনি মাতাকে কহিল ব্রহ্মজ্ঞান ।
বিস্মিত হইয়া মাতা করাইল স্নান ॥ ৭৫ ॥
কভু পুত্র-সঙ্গে শচী করিলা শয়ন ।
দেখে দিব্যলোক আসি ভরিল ভবন ॥ ৭৬ ॥
শচী বলে—যাহ পুত্র ! বোলাহ বাপেরে ।
মাতৃ-আজ্ঞা পাইয়া পুত্র চলিলা বাহিরে ॥ ৭৭ ॥
চলিতে চরণে নূপুর বাজে ঝন্‌ঝন্ ।
শুনি চমকিত হৈল পিতা-মাতার মন ॥ ৭৮ ॥
মিশ্র কহে—এই বড় অদ্ভুত-কাহিনী ।
শিশুর শূন্যপদে কেনে নূপুরের ধ্বনি ॥ ৭৯ ॥
শচী বলে—আর এক অদ্ভুত দেখিল ।
দিব্য দিব্য লোক আসি অঙ্গন ভরিল ॥ ৮০ ॥
কিবা কোলাহল করে বুঝিতে না পারি ।
কাহাকে বা স্তুতি করে—অনুমান করি ॥ ৮১ ॥
মিশ্র বলে—কিছু হউক চিন্তা কিছু নাই ।
বিশ্বম্ভরের কুশল হউক—এই মাত্র চাই ॥ ৮২ ॥
একদিন মিশ্র পুত্রের চাপল্য দেখিয়া ।
ধর্ম্মশিক্ষা দিল বহু ভর্ৎসনা করিয়া ॥ ৮৩ ॥
রাত্রে স্বপ্ন দেখে—এক আসিয়া ব্রাহ্মণ ।
মিশ্রেরে কহয়ে কিছু সরোষ বচন—॥ ৮৪ ॥
মিশ্র ! তুমি পুত্রের তত্ত্ব কিছুই না জান ।
তাড়ন ভর্ৎসন কর পুত্র করি মান ॥ ৮৫ ॥
মিশ্র কহে—দেব সিদ্ধ মুনি কেনে নয় ।
যে সে বড় হউক—মাত্র আমার তনয় ॥ ৮৬ ॥
পুত্রের লালন শিক্ষা—পিতার স্বধর্ম্ম ।
আমি না শিখালে কৈছে জানিবে ধর্ম্মাধর্ম্ম ॥৮৭॥
বিপ্র কহে—পুত্র যদি দেব-শ্রেষ্ঠ হয় ।
স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান, তবে শিক্ষা ব্যর্থ হয় ॥ ৮৮ ॥
মিশ্র কহে—পুত্র কেনে নহে নারায়ণ ।
তথাপি পিতার ধর্ম্ম—পুত্রের শিক্ষণ ॥ ৮৯ ॥

এইমত দোঁহে করেন ধর্ম্মের বিচার।
বিশুদ্ধ বাৎসল্য—মিশ্র নাহি জানে আর ॥ ৯০ ।
এত শুনি দ্বিজ গেলা হৈয়া আনন্দিত।
মিশ্র জাগিয়া হৈলা পরম বিস্মিত ॥ ৯১ ॥
বন্ধুবান্ধব-স্থানে স্বপন কহিল।
শুনিয়া সকল লোক বিস্মিত হইল ॥ ৯২ ॥
এইমত শিশু-লীলা করে গৌরচন্দ্র।
দিনে দিনে পিতা-মাতার বাড়য়ে আনন্দ ॥ ৯৩ ॥
কতদিনে মিশ্র পুত্রের হাতে খড়ি দিল।
অল্পদিনে দ্বাদশ ফলা অক্ষর শিখিল ॥ ৯৪
বাল্যলীলা-সূত্রের এই কহিল অনুক্রম।
ইহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥ ৯৫ ॥
অতএব বাল্যলীলা সংক্ষেপে সূত্রে কৈল।
পুনরুক্তি-ভয়ে বিস্তারিয়া না বলিল ॥ ৯৬
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯৭ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে বাল্যলীলা-সূত্রবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

* গৌরাঙ্গের পৌগণ্ড লীলা সূত্র বর্ণন

কুমনাঃ সুমনস্ত্বং হি যাতি যস্য পদাব্জয়োঃ।
সুমনোঽর্পণ-মাত্রেণ তং চৈতন্য-প্রভুং ভজে ॥ ১

যাঁহার শ্রীচরণকমলে পুষ্প অর্পণ করিবামাত্র এই কুবুদ্ধি লোক অর্থাৎ ধনজনাদি বিষয়াসক্ত ব্যক্তি সুবুদ্ধি সম্পন্ন অর্থাৎ বাসনাহীন বা নিষ্কলঙ্ক হইয়া কৃষ্ণভজন পরায়ণ হন, আমি সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে ভজনা করি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
পৌগণ্ড-লীলার সূত্র করিয়ে গণন।
পৌগণ্ড-বয়সে প্রভুর মুখ্য অধ্যয়ন ॥ ৩ ॥

পৌগণ্ড-লীলা চৈতন্যকৃষ্ণস্যাতি-সুবিস্তৃতা।
বিদ্যারম্ভ-মুখা পাণিগ্রহণান্তা মনোহরা ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভুর পৌগণ্ড-লীলা বড় চমৎকার ইহা বিদ্যারম্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহ করা পর্যান্ত খুব বিস্তৃত লীলা ॥ ৪ ॥

গঙ্গাদাস-পণ্ডিত-স্থানে পড়ে ব্যাকরণ।
শ্রবণমাত্রে কণ্ঠে কৈল সূত্র-বৃত্তিগণ ॥ ৫ ॥
অল্পকালে হৈল পঞ্জী-টীকাতে প্রবীণ।
চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন ॥ ৬ ॥
অধ্যয়ন-লীলা প্রভুর দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে কৈল বিস্তরি বর্ণন ॥ ৭ ॥
একদিন মাতার পদে করিয়া প্রণাম।
প্রভু কহে—মাতা মোরে দেহ এক দান ॥ ৮ ॥
মাতা বলে—তাহি দিব যা তুমি মাগিবে।
প্রভু কহে—একাদশীতে অন্ন না খাইবে ॥ ৯ ॥
শচী কহে—না খাইব ভালই কহিলা।
সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা ॥ ১০ ॥
তবে মিশ্র বিশ্বরূপের দেখিয়া যৌবন।
কন্যা মাগি বিবাহ দিতে করিলেন মন ॥ ১১ ॥
বিশ্বরূপ শুনি ঘর ছাড়ি পলাইয়া।
সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ করিবারে গেলা ॥ ১২ ॥
শুনি মিশ্র-পুরন্দর দুঃখী হৈল মন।
তবে প্রভু পিতা-মাতার কৈল আশ্বাসন ॥ ১৩

ভাল হৈল বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল।
পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল ॥ ১৪ ॥
আমি ত করিব তোমা দোঁহার সেবন।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল পিতা-মাতার মন ॥ ১৫ ॥
একদিন প্রভু নৈবেদ্য-তাম্বুল খাইয়া।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু অচেতন হৈয়া ॥ ১৬ ॥
আস্তেব্যস্তে পিতামাতা মুখে দিলা পানি।
সুস্থ হৈয়া কহে প্রভু অপূর্ব্ব-কাহিনী ॥ ১৭ ॥
এথা হৈতে বিশ্বরূপ মোরে লৈয়া গেলা।
সন্ন্যাস করহ তুমি—আমারে কহিলা ॥ ১৮ ॥
আমি কহি—আমার অনাথ পিতা-মাতা।
আমি বালক সন্ন্যাসের কিবা জানি কথা ॥ ১৯
গৃহস্থ হইয়া করিব মাতা-পিতার সেবন।
ইহাতেই তুষ্ট হবেন লক্ষ্মী-নারায়ণ ॥ ২০ ॥
তবে বিশ্বরূপ ইহা পাঠাইল মোরে।
মাতাকে কহিও মোর কোটি নমস্কারে ॥ ২১ ॥
এইমত নানা লীলা করে গৌরহরি।
কি কারণে লীলা ইহা বুঝিতে না পারি ॥ ২২
কত দিন রহি মিশ্র গেলা পরলোক।
মাতা পুত্র দোঁহার বাড়িল হৃদি শোক ॥ ২৩ ॥
বন্ধু-বান্ধব আসি দোঁহা প্রবোধিল।
পিতৃক্রিয়া বিধিমতে ঈশ্বর করিল ॥ ২৪ ॥
কতদিনে প্রভু চিত্তে করিলা চিন্তন—।
গৃহস্থ হইলাম—এবে চাহি গৃহধর্ম্ম ॥ ২৫ ॥
গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম্ম না হয় শোভন।
এত চিন্তি বিবাহ করিতে হৈল মন ॥ ২৬ ॥

তথাহি উদ্বাহতত্ত্বে ৭ম-অঙ্কে—

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে ॥২৭॥

গৃহকে গৃহ বলে না, গৃহিণীকেই গৃহ বলে অর্থাৎ গৃহিণী ব্যতীত কেবল গৃহকে গৃহ বলা যায় না। যেহেতু গৃহিণীর সহিতই ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই পুরুষার্থসমূহের ভোগ হইয়া থাকে—গৃহিণী ব্যতীত গৃহস্থের এই সমস্ত ভোগ হয় না ॥ ২৭ ॥

দৈবে একদিন প্রভু পড়িয়া আসিতে।
বল্লভাচার্য্যের কন্যা দেখে গঙ্গাপথে ॥ ২৮ ॥
পূর্ব্ব-সিদ্ধ ভাব দোঁহার উদয় করিলা।
দৈবে বনমালী ঘটক শচী-স্থানে আইলা ॥ ২৯ ॥
শচীর ইঙ্গিতে সম্বন্ধ করিল ঘটন।
লক্ষ্মীরে বিবাহ কৈল শচীর নন্দন ॥ ৩০ ॥
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা বৃন্দাবন দাস।
এই ত পৌগণ্ড লীলার সূত্র-প্রকাশ ॥ ৩১ ॥
পৌগণ্ড-বয়সে লীলা বহু ত প্রকার।
বৃন্দাবন দাস তাহা করিয়াছেন বিস্তার ॥৩২ ॥
অতএব দিঙ্মাত্র ইহা দেখাইল।
চৈতন্যমঙ্গলে সর্ব্বলোকে খ্যাতি হৈল ॥ ৩৩ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে পৌগণ্ডলীলা-সূত্র-বর্ণনং
নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

কৃপাসুধা-সরিদ্ যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি ।
নীচগৈব সদা ভাতি তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে ॥ ১ ॥

যাঁহার করুণামৃত-নদী সমস্ত বিশ্বকে প্লাবিত করিয়াও নিরন্তর নীচগামিনী-রূপেই সমধিক প্রকাশ পাইতেছে অর্থাৎ প্রেমপ্রদান বিষয়ে যিনি অধম-পণ্ডিতাদি নীচগণের প্রতি অধিক দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুকে আমি ভজনা করি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

গৌরাঙ্গের কৈশোর-লীলা সূত্র-বর্ণন

জীয়াৎ কৈশোর-চৈতন্যো মূর্ত্তিমত্যা গৃহাশ্রমাৎ ।
লক্ষ্ম্যার্চ্চিতোঽথ বাগ্দেব্যা দিশাং
জয়িজয়চ্ছলাৎ ॥৩॥

যিনি কৈশোর-বয়সে মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীস্বরূপিণী শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী কর্তৃক এবং দিগ্বিজয়ী পরাজয়-স্থলে দেবী সরস্বতী কর্তৃক পূজিত হইয়াছেন, সেই কিশোর-চৈতন্যের জয় হউক ॥ ৩ ॥

অধ্যাপনা

এই ত কৈশোর-লীলার সূত্র-অনুবন্ধ ।
শিষ্যগণ পড়াইতে করিলা আরম্ভ ॥ ৪ ॥
শত শত শিষ্য-সঙ্গে সদা অধ্যাপন ।
ব্যাখ্যা শুনি সর্ব্বলোকের চমকিত মন ॥ ৫ ॥
সর্ব্ব-শাস্ত্রে সর্ব্ব-পণ্ডিত পায় পরাজয় ।
বিনয়-ভঙ্গীতে কারো দুঃখ নাহি হয় ॥ ৬ ॥
বিবিধ ঔদ্ধত্য করে শিষ্যগণ-সঙ্গে ।
জাহ্নবীতে জলকেলি করে নানা-রঙ্গে ॥ ৭ ॥
কতদিনে কৈল প্রভু বঙ্গেতে গমন ।
যাঁহা যায় তাঁহা লওয়ায় নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৮ ॥
বিদ্যার প্রভাব দেখি চমৎকার-চিতে ।
শত শত পড়ুয়া আসি লাগিলা পড়িতে ॥ ৯ ॥
সেই দেশে বিপ্র —নাম মিশ্র তপন ।
নিশ্চয় করিতে নারে সাধ্য-সাধন ॥ ১০ ॥
বহুশাস্ত্রে বহুবাক্যে চিত্তে ভ্রম হয় ।
সাধ্য-সাধন-শ্রেষ্ঠ না হয় নিশ্চয় ॥ ১১ ॥
স্বপ্নে এক বিপ্র কহে-- শুন হে তপন ।
নিমাই-পণ্ডিত-পাশে করহ গমন ॥ ১২ ॥
তেঁহো তোমার সাধ্য-সাধন করিবে নিশ্চয় ।
সাক্ষাত ঈশ্বর তিনি—নাহিক সংশয় ॥ ১৩ ॥
স্বপ্ন দেখি মিশ্র আসি প্রভুর চরণে ।
স্বপ্নের বৃত্তান্ত সব কৈল নিবেদনে ॥ ১৪ ॥
প্রভু তুষ্ট হৈয়া সাধ্য-সাধন কহিল ।
'নামসঙ্কীর্ত্তন কর' উপদেশ কৈল ॥ ১৫ ॥
তার ইচ্ছা প্রভু-সঙ্গে নবদ্বীপে বসি ।
প্রভু আজ্ঞা দিল—তুমি যাও বারাণসী ॥ ১৬ ॥
তাঁহা আমা-সঙ্গে তোমার হবে দরশন ।
আজ্ঞা পাইয়া মিশ্র কৈল কাশীতে গমন ॥ ১৭
প্রভুর অতর্ক্য-লীলা বুঝিতে না পারি ।
স্বসঙ্গ ছাড়াইয়া কেনে পাঠান কাশীপুরী ॥ ১৮
এইমত বঙ্গদেশে কৈল সবার হিত ।
নাম দিয়া ভক্ত কৈল, পড়াইয়া পণ্ডিত ॥ ১৯ ॥

লক্ষ্মী 'প্রিয়া' দেবীর পরলোক

এইমত বঙ্গে প্রভু করে নানা লীলা ।
এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী বিরহে দুঃখী হৈলা ॥ ২০
প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল ।
বিরহ-সর্প-বিষে তার পরলোক হৈল ॥ ২১ ॥
অন্তরে জানিলা প্রভু যাতে অন্তর্যামী ।
দেশেরে আইলা প্রভু শচী-দুঃখ জানি ॥ ২২ ॥
ঘরে আইলা প্রভু বহু লৈয়া ধন জন ।
তত্ত্ব কহি কৈল শচীর দুঃখ-বিমোচন ॥ ২৩ ॥
শিষ্যগণ লৈয়া পুনঃ বিদ্যার বিলাস ।
বিদ্যা-বলে সবা জিনি ঔদ্ধত্য-প্রকাশ ॥ ২৪ ॥

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সহ পরিণয় ও দিগ্বিজয়ি-জয়

তবে বিষ্ণুপ্রিয়া-ঠাকুরাণীর পরিণয়।
তবে ত করিল প্রভু দিগ্বিজয়ি-জয় ॥ ২৫ ॥
বৃন্দাবন দাস ইহা করিয়াছেন বিস্তার।
স্ফুট নাহি করেন দোষ-গুণের বিচার ॥ ২৬ ॥
সেই অংশ কহি তাঁরে করি নমস্কার।
যা শুনি দিগ্বিজয়ী কৈল আপনা ধিক্কার ॥ ২৭
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি প্রভু শিষ্যগণ-সঙ্গে।
বসি আছেন গঙ্গাতীরে বিদ্যার প্রসঙ্গে ॥ ২৮ ॥
হেনকালে দিগ্বিজয়ী তাঁহাই আইলা।
গঙ্গার বন্দনা করি প্রভুরে মিলিলা ॥ ২৯ ॥
বসাইলা তাঁরে প্রভু আদর করিয়া।
দিগ্বিজয়ী কহে মনে অবজ্ঞা করিয়া— ॥ ৩০
ব্যাকরণ পড়াহ নিমাই-পণ্ডিত তোমার নাম।
বাল্যশাস্ত্রে লোকে তোমার কহে গুণগ্রাম ॥ ৩১
ব্যাকরণ-মধ্যে জানি পড়াহ কলাপ।
শুনিল ফাঁকিতে তোমার শিষ্যের সংলাপ ॥ ৩২
প্রভু কহে—ব্যাকরণ পড়াই অভিমান করি।
শিষ্যেও না বুঝে, আমি বুঝাইতে নারি ॥ ৩৩ ॥
কাঁহা তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে কবিত্বে প্রবীণ।
কাঁহা আমি-সব শিশু পড়ুয়া নবীন ॥ ৩৪ ॥
তোমার কবিত্ব কিছু শুনিতে হয় মন।
কৃপা করি কর যদি গঙ্গার বর্ণন ॥ ৩৫ ॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণ গর্ব্বে বর্ণিতে লাগিলা।
ঘটী একে শত শ্লোক গঙ্গার বর্ণিলা ॥ ৩৬ ॥
শুনিয়া করিল প্রভু বহুত সৎকার—।
তোমা-সম পৃথিবীতে কবি নাহি আর ॥ ৩৭ ॥
তোমার শ্লোকের অর্থ বুঝিতে কার শক্তি।
তুমি ভাল জান অর্থ, কিবা সরস্বতী ॥ ৩৮ ॥
এক শ্লোকের অর্থ যদি কর নিজ-মুখে।
শুনি সব লোক তবে পাইবেক সুখে ॥ ৩৯ ॥
তবে দিগ্বিজয়ী ব্যাখ্যার শ্লোক পুছিল।
শত শ্লোকের এক শ্লোক প্রভু ত পড়িল ॥ ৪০

তথাহি দিগ্বিজয়ি-বাক্যং—

মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তি-সুভগা।
দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্য-চরণা
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুত-গুণা ॥ ৪১ ॥

শ্রীবিষ্ণুর চরণকমল হইতে আবির্ভূত হওয়ায় যিনি পরম সৌভাগ্যবতী হইয়াছেন, দেবগণ ও নরগণ দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায় যাঁহার চরণ সেবা করিতেছে এবং যিনি ভবানী-ভর্ত্তার অর্থাৎ শ্রীমহাদেবের মস্তকে বিরাজিত হইয়া অদ্ভুত-গুণশালিনী হইয়াছেন, সেই গঙ্গাদেবীর মহিমা নিরন্তর অত্যুজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইতেছেন ॥ ৪১ ॥

এই শ্লোকের অর্থ কর— প্রভু যদি বৈল।
বিস্মিত হৈয়া দিগ্বিজয়ী প্রভুকে পুছিল ॥ ৪২ ॥
ঝঞ্ঝাবাত-প্রায় আমি শ্লোক যে পড়িল।
তার মধ্যে শ্লোক তুমি কৈছে কণ্ঠে কৈল ॥ ৪৩ ॥
প্রভু কহে—দেবের বরে তুমি কবিবর।
ঐছে দেবের বরে কেহো হয় শ্রুতিধর ॥ ৪৪ ॥
শ্লোক-ব্যাখ্যা কৈল বিপ্র পাইয়া সন্তোষ।
প্রভু কহে—কহ শ্লোকে কিবা গুণ দোষ ॥ ৪৫ ॥
বিপ্র কহে—শ্লোকে নাহি দোষের আভাস।
উপমালঙ্কার গুণ কিছু অনুপ্রাস ॥ ৪৬ ॥*
প্রভু কহে—কহি যদি না করহ রোষ।
কহ তোমার এই শ্লোকে কিবা আছে দোষ ॥৪৭॥

* কোন একটি জিনিস অন্য একটি উৎকৃষ্ট জিনিসের সঙ্গে তুলনা করার নাম উপমালঙ্কার; পদ্মমুখ অর্থাৎ পদ্মের মত সুন্দর মুখখানি—এখানে পদ্মের সঙ্গে মুখের তুলনা করা হইয়াছে।

অনুপ্রাস—কোন বাক্যে বা তদংশে ক-কারাদি কোনও একটি ব্যঞ্জনবর্ণের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগের নাম অনুপ্রাস; যেমন—কোণাও বা বৃক্ষমূলে কক্ষকুল তরক্ষুর প্রতি রূক্ষ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, এখানে 'ক্ষ'র অনুপ্রাস।

প্রতিভার কাব্য তোমার দেবতা-সন্তোষে।*
ভালমতে বিচারিলে জানি গুণ-দোষে ॥ ৪৮ ॥
তাতে ভাল করি শ্লোক করহ বিচার।
কবি কহে—যে কহিল সেই বেদ-সার ॥ ৪৯ ॥
ব্যাকরণী তুমি—নাহি পড় অলঙ্কার।
তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার ॥ ৫০ ॥
প্রভু কহে—অতএব পুছিয়ে তোমারে।
বিচারিয়া গুণ দোষ বুঝাহ আমারে ॥ ৫১ ॥
নাহি পড়ি অলঙ্কার করিয়াছি শ্রবণ।
তাতে এই শ্লোকে দেখি বহু দোষ-গুণ ॥ ৫২ ॥
কবি কহে—কহ দেখি কিবা গুণ-দোষ।
প্রভু কহে—কহি শুন, না করিহ রোষ ॥ ৫৩ ॥
পঞ্চ দোষ এই শ্লোকে পঞ্চ অলঙ্কার।
ক্রমে আমি কহি শুন, করহ বিচার ॥ ৫৪ ॥
অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দুই ঠাঞি চিন।†
বিরুদ্ধমতি, ভগ্নক্রম, পুনরাত্ত—দোষ তিন ॥৫৫॥
'গঙ্গার মহত্ত্ব' শ্লোকের মূল বিধেয়।
'ইদং' শব্দে অনুবাদ পাছে অবিধেয় ॥ ৫৬ ॥
বিধেয় আগে কহি পাছে কহিলা অনুবাদ।
এই লাগি শ্লোকের অর্থ করিয়াছে বাদ ॥ ৫৭॥ ‡

তথাহি কাব্যপ্রকাশে—

অনুবাদমনুক্ত্বৈব ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
নহ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ
প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ আগে না বলিয়া বিধেয় আগে বলা উচিত নয়, যেহেতু যে বস্তুর আশ্রয় ঠিক হয় নাই, তাহার অস্তিত্ব কোথায়? ৫৮ ॥

'দ্বিতীয়'-শ্রীলক্ষ্মী ইহা দ্বিতীয় বিধেয়।
সমাসে গৌণ হৈল, শব্দার্থ গেল ক্ষয় ॥ ৫৯ ॥
'দ্বিতীয়'-শব্দ বিধেয় তাহা পড়িল সমাসে।
'লক্ষ্মীর সমতা' অর্থ করিল বিনাশে ॥ ৬০ ॥
অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ এই দোষের নাম।
আর এক দোষ আছে শুন সাবধান ॥ ৬১ ॥
'ভবানী-ভর্তৃ' শব্দ দিলে পাইয়া সন্তোষ।
'বিরুদ্ধমতিকৃৎ'-নাম এই মহাদোষ ॥ ৬২ ॥
'ভবানী'-শব্দে কহে মহাদেবের-গৃহিণী।
তাঁর ভর্তা কহিলে—দ্বিতীয় ভর্তা জানি ॥ ৬৩ ॥
শিব-পত্নীর ভর্তা ইহা শুনিতে বিরুদ্ধ।
'বিরুদ্ধমতিকৃৎ' শব্দ শাস্ত্রে নহে শুদ্ধ ॥ ৬৪ ॥
'ব্রাহ্মণ পত্নীর ভর্তার হস্তে দেহ দান।'
শব্দ শুনিতে হয় দ্বিতীয়-ভর্তা-জ্ঞান ॥ ৬৫ ॥
'বিভবতি'-ক্রিয়ায় বাক্য-সাঙ্গ, পুনঃ বিশেষণ।
'অদ্ভুত-গুণ,' এই 'পুনরাত্ত'-দূষণ ॥ ৬৬ ॥
তিন পাদে অনুপ্রাস দেখি অনুপম।
এক পাদে নাহি—এই দোষ 'ভগ্নক্রম' ॥ ৬৭ ॥
যদ্যপি এই শ্লোকে আছে পঞ্চ অলঙ্কার।
এই পঞ্চ দোষে শ্লোক কৈল ছারখার ॥ ৬৮ ॥
দশ অলঙ্কারে যদি এক শ্লোক হয়।
এক দোষে সব অলঙ্কার হয় ক্ষয় ॥ ৬৯ ॥
সুন্দর শরীর যৈছে ভূষণে ভূষিত।
এক শ্বেতকুষ্ঠে যৈছে করয়ে বিগীত ॥ ৭০ ॥

তথাহি ভরতমুনি বাক্য—

রসালঙ্কারবৎ কাব্যং দোষযুক্ চেদবিভূষিতং।
স্যাদ্বপুঃ সুন্দরমপি শ্বিত্রেণৈকেন দুর্ভগং ॥৭১॥

সুন্দর শরীর ভূষণে ভূষিত হইয়াও ধবলকুষ্ঠরোগ-যুক্ত হইলে যেমন ঘৃণিত হয়, তদ্রূপ রস ও অলঙ্কার যুক্ত কাব্যও দোষযুক্ত হইলে, তাহা নিন্দনীয় হয় ॥ ৭১ ॥

* প্রতিভা—অসাধারণ ধীশক্তি, নব নব উন্মেষ-শালিনী বুদ্ধি; নূতন নূতন রূপে বর্ণনা করিবার ক্ষমতা।

† অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ—যে স্থলে বিধেয় প্রধান রূপে প্রতীয়মান না হয়, তাহাকে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ বলে।

‡ ইহার অর্থ এই যে, আপনি বিধেয় অর্থাৎ অজ্ঞাতবস্তু আগে উল্লেখ করিয়া পরে অনুবাদ অর্থাৎ জ্ঞাতবস্তু বলিয়াছেন, এজন্য শ্লোকটি অবিমৃষ্ট হইয়াছে।

পঞ্চ-অলঙ্কারের এবে শুনহ বিচার।
দুইশব্দালঙ্কার, তিন অর্থালঙ্কার ॥ ৭২ ॥
শব্দালঙ্কারে তিনপাদে আছে 'অনুপ্রাস'।
'শ্রীলক্ষ্মী' শব্দে 'পুনরুক্তবদাভাস' ॥ ৭৩ ॥
প্রথম-চরণে পঞ্চ 'ত' কারের পাঁতি।
তৃতীয়-চরণে হয় পঞ্চ 'রেফ'-স্থিতি ॥ ৭৪ ॥
চতুর্থ-চরণে চারি 'ভ'কার প্রকাশ।
অতএব শব্দ অলঙ্কার অনুপ্রাস ॥ ৭৫ ॥
'শ্রী'-শব্দে 'লক্ষ্মী' শব্দে একবস্তু উক্ত।
পুনরুক্ত-প্রায় ভাসে, নহে পুনরুক্ত ॥ ৭৬ ॥
'শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী' অর্থে অর্থের বিভেদ।
পুনরুক্তবদাভাস' শব্দালঙ্কার-ভেদ ॥ ৭৭ ॥
'লক্ষ্মীরিব' অর্থালঙ্কার 'উপমা'-প্রকাশ।
আর অর্থালঙ্কার আছে নাম 'বিরোধাভাস' ॥৭৮॥
গঙ্গাতে কমল জন্মে—সবার সুবোধ।
কমলে গঙ্গার জন্ম—অত্যন্ত বিরোধ ॥ ৭৯ ॥
ইহা বিষ্ণুপদ-পদ্মে গঙ্গার উৎপত্তি।
'বিরোধালঙ্কার' ইহা মহাচমৎকৃতি ॥ ৮০ ॥
ঈশ্বর-অচিন্ত্য-শক্ত্যে গঙ্গার প্রকাশ।
ইহাতে বিরোধ নাহি—'বিরোধ-আভাস' ॥ ৮১ ॥

তথাহি শ্রীভগবৎ-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপাদোক্ত-শ্লোকঃ —

অম্বুজমম্বুনি জাতং ক্বচিদপি ন কিল জাতমম্বুজাদম্বু।
মুরভিদি তদ্বিপরীতং পাদাম্ভোজান্মহানদী
জাতা ॥ ৮২ ॥

জলেই পদ্ম জন্মিয়া থাকে, পরন্তু পদ্ম হইতে জল জন্মে এরূপ কখনও হইতে পারে না. তবে কিন্তু মুর-রিপু শ্রীনারায়ণে তাহার বিপরীত দেখা যায়, যেহেতু তাঁহার চরণরূপ পদ্ম হইতে গঙ্গা-নদীর জন্ম হইয়াছে ॥ ৮২ ॥

গঙ্গার মহত্ত্ব সাধ্য সাধন তাহার।
বিষ্ণুপাদোৎপত্তি 'অনুমান'-অলঙ্কার ॥ ৮৩ ॥
স্থূল এই পঞ্চ দোষ পঞ্চ অলঙ্কার।
সূক্ষ্ম বিচারিয়ে যদি আছয়ে অপার ॥ ৮৪ ॥
প্রতিভা-কবিত্ব তোমার দেবতা-প্রসাদে।
অবিচার কবিত্বে অবশ্য দোষ বাদে ॥ ৮৫ ॥
বিচারি কবিত্ব কৈলে হয় সুনির্ম্মল।
সালঙ্কার হৈলে অর্থ করে ঝলমল ॥ ৮৬ ॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য দিগ্বিজয়ী বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাক্য—প্রতিভা স্তম্ভিত ॥৮৭॥
কহিতে চাহয়ে, কিছু না আইসে উত্তর।
তবে বিচারয়ে মনে হইয়া ফাঁফর— ॥ ৮৮ ॥
পড়ুয়া বালক কৈল মোর বুদ্ধি-লোপ।
জানি সরস্বতী মোরে করিয়াছে কোপ ॥ ৮৯ ॥
যে ব্যাখ্যা করিল সে মনুষ্যের নহে শক্তি।
নিমাইয়ের মুখে রহি বলে আপনে সরস্বতী ॥৯০॥
এত ভাবি কহে—শুন নিমাই পণ্ডিত।
তব ব্যাখ্যা শুনি হইলাম বিস্মিত ॥ ৯১ ॥
অলঙ্কার নাহি পড় নাহি শাস্ত্রাভ্যাস।
কেমনে এ সব অর্থ করিলে প্রকাশ ॥ ৯২ ॥
ইহা শুনি মহাপ্রভু অতি বড় রঙ্গী।
তাঁহার হৃদয় জানি কহে করি ভঙ্গী ॥ ৯৩ ॥
শাস্ত্রের বিচার ভাল-মন্দ নাহি জানি।
সরস্বতী যে বলায়, বলি সেই বাণী ॥ ৯৪ ॥
ইহা শুনি দিগ্বিজয়ী করিল নিশ্চয়।
শিশু-দ্বারে দেবী মোরে কৈল পরাজয় ॥ ৯৫ ॥
আজি তারে নিবেদিব করি জপ ধ্যান।
শিশু-দ্বারে কৈল মোরে এত অপমান ॥ ৯৬ ॥
বস্তুতঃ সরস্বতী অশুদ্ধ শ্লোক করাইল।
বিচার-সময়ে তার বুদ্ধি আচ্ছাদিল ॥ ৯৭ ॥
তবে শিষ্যগণ সবে হাসিতে লাগিল।
তা-সবা নিষেধি প্রভু কবিকে কহিল— ॥ ৯৮ ॥
তুমি মহাপণ্ডিত হও কবি-শিরোমণি।
যাঁর মুখে বাহিরায় হেন কাব্য-বাণী ॥ ৯৯ ॥
তোমার কবিত্ব যেন গঙ্গাজল-ধার।
তোমা-সম কবি কোথা নাহি দেখি আর ॥ ১০০
ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাস।
তা-সবার কবিত্বে আছে দোষের প্রকাশ ॥ ১০১



দোষ-গুণ বিচারে এই অল্প করি মানি।
কবিতা-করণে শক্তি—তাহা সে বাখানি ॥১০২॥
শৈশব-চাঞ্চল্য কিছু না লবে আমার।
শিষ্যের সমান মুই না হই তোমার ॥ ১০৩ ॥
আজি বাসা যাহ, কালি মিলিব আবার।
শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রের বিচার ॥ ১০৪ ॥
এইমতে নিজ-ঘরে গেলা দুই জন।
কবি রাত্রে কৈল সরস্বতী-আরাধন ॥ ১০৫ ॥
সরস্বতী স্বপ্নে তাঁরে উপদেশ কৈল।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর—কবি প্রভুরে জানিল ॥ ১০৬ ॥
প্রাতে আসি প্রভু-পদে লইল শরণ।
প্রভু কৃপা কৈল—তাঁর খণ্ডিল বন্ধন ॥ ১০৭ ॥
ভাগ্যবন্ত দিগ্বিজয়ী সফল-জীবন।
বিদ্যাবলে পাইল মহাপ্রভুর চরণ ॥ ১০৮ ॥
এ সব লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস।
যে কিছু বিশেষ ইঁহা করিল প্রকাশ ॥ ১০৯ ॥
চৈতন্য-গোঁসাইর লীলা অমৃতের ধার।
সর্বেন্দ্রিয়-তৃপ্তি হয় শ্রবণে যাহার ॥ ১১০ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১১১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে কৈশোর-লীলা-সূত্র-বর্ণনং
নাম ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বন্দে স্বৈরাদ্ভুতেহং তং চৈতন্যং যৎপ্রসাদতঃ।
যবনাঃ সুমনায়ন্তে কৃষ্ণনাম-প্রজল্পকাঃ ॥ ১ ॥

যাঁহার কৃপায় যবনগণও কৃষ্ণনাম গান করিতে করিতে পবিত্র-চিত্ত হইয়া যায়, সেই স্বতন্ত্র ও অলৌকিক-লীলাকারী শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের যৌবনলীলা-সূত্র বর্ণন

কৈশোর-লীলার সূত্র করিল গণন।
যৌবন-লীলার সূত্র করি অনুক্রম ॥ ৩ ॥
বিদ্যা-সৌন্দর্য্য-সদ্বেশ-সম্ভোগ-নৃত্য-কীর্ত্তনৈঃ।
প্রেম-নাম-প্রদানৈশ্চ গৌরো দিব্যতি যৌবনে ॥৪॥

বিদ্যা, সৌন্দর্য্য, সুবেশ, খ্যাতি-প্রতিপত্তি ও ভূষণাদির উপভোগ দ্বারা এবং নৃত্য, কীর্ত্তন ও নাম-প্রেম-বিতরণ দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ যৌবনে সুন্দররূপে পরিশোভিত হইয়েছেন ॥ ৪ ॥

যৌবন-প্রবেশে অঙ্গে অঙ্গ-বিভূষণ।
দিব্য বস্ত্র, দিব্য বেশ, সুমাল্য-চন্দন ॥ ৫ ॥
বিদ্যার ঔদ্ধত্যে কাহো না করে গণন।
সকল পণ্ডিত জিনি করে অধ্যয়ন ॥ ৬ ॥
বায়ু-ব্যাধি-ছলে কৈলে প্রেম-পরকাশ।
ভক্তগণ লৈয়া কৈল বিবিধ বিলাস ॥ ৭ ॥
তবে ত করিলা প্রভু গয়াতে গমন।
ঈশ্বর-পুরীর সঙ্গে তথাই মিলন ॥ ৮ ॥
দীক্ষা-অনন্তরে কৈল প্রেম-পরকাশ।
দেশে আগমন, পুনঃ প্রেমের বিলাস ॥ ৯ ॥
শচীকে প্রেমদান, তবে অদ্বৈত-মিলন।
অদ্বৈত পাইল বিশ্বরূপ-দরশন ॥ ১০ ॥
প্রভুর অভিষেক তবে করিল শ্রীবাস।
খাটে বসি প্রভু কৈল ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ॥ ১১ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিকট ষড়ভুজ মূর্ত্তি প্রকাশ

তবে নিত্যানন্দ-স্বরূপের আগমন।
প্রভুকে মিলিয়া পাইলা ষড়ভুজ-দর্শন ॥ ১২ ॥
প্রথমে ষড়ভুজ তাঁরে দেখাইল ঈশ্বর।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শার্ঙ্গ-বেণু-ধর ॥ ১৩ ॥
তবে চতুর্ভুজ হৈলা, তিন অঙ্গ বক্র।
দুই হস্তে বেণু বাজায়, দুই শঙ্খ-চক্র ॥ ১৪ ॥
তবে ত দ্বিভুজ কেবল, বংশীবদন।
শ্যাম-অঙ্গ পীত-বস্ত্র ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥ ১৫ ॥
তবে নিত্যানন্দ-গোসাঞির ব্যাস-পূজন।
নিত্যানন্দ-বেশে কৈল মুষল-ধারণ ॥ ১৬ ॥
তবে শচী দেখিল রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই।
তবে নিস্তারিল প্রভু জগাই-মাধাই ॥ ১৭ ॥
তবে সপ্ত-প্রহর ছিলা প্রভু ভাবাবেশে।
যথা তথা ভক্তগণ দেখিল বিশেষে ॥ ১৮ ॥
বরাহ-আবেশ হৈলা মুরারি-ভবনে।
তার স্কন্ধে চড়ি প্রভু নাচিলা অঙ্গনে ॥ ১৯ ॥

হরের্নাম শ্লোকের অর্থ প্রকাশ

তবে শুক্লাম্বরের কৈল তণ্ডুল ভক্ষণ।
'হরের্নাম'-শ্লোকের কৈল অর্থ-বিবরণ ॥ ২০ ॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥*
কলিকালে নাম-রূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সব জগত নিস্তার ॥ ২২ ॥
দার্ঢ্য লাগি 'হরের্নাম'-উক্তি তিনবার।
জড় লোক বুঝাইতে পুনরেবকার ॥ ২৩ ॥
'কেবল'-শব্দ পুনরপি নিশ্চয়-করণ।
জ্ঞান যোগ তপ কর্ম্ম আদি নিবারণ ॥ ২৪ ॥
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।
নাহি নাহি নাহি—এই তিন এবকার ॥ ২৫ ॥

নামগ্রহণ-প্রণালী

তৃণ হইতে নীচ হৈয়া সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী, অন্যে দিবে মান ॥ ২৬ ॥
তরু-সম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিব।
ভর্ৎসন তাড়নে কারে কিছু না বলিব ॥ ২৭ ॥
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বলয়।
শুকাইয়া মরে তবু জল না মাগয় ॥ ২৮ ॥
এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিব।
অযাচিত-বৃত্তি, কিম্বা ফল মূল খাব ॥ ২৯ ॥
সদা নাম লৈব যথালাভেতে সন্তোষ।
এইমত আচার করি ভক্তিধর্ম্ম-পোষ ॥ ৩০ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যদেবস্য শ্রীমুখোক্তঃ শিক্ষাশ্লোকঃ—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৩১ ॥

তৃণ হইতেও নীচ হইয়া, বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া, স্বয়ং নিরভিমান হইয়া এবং সর্ব্বজীবে সম্মান দিয়া সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিবে ॥ ৩১ ॥

ঊর্দ্ধবাহু করি কহি—শুন সর্ব্বলোক।
নামসূত্রে গাঁথি পর কণ্ঠে এই শ্লোক ॥ ৩২ ॥
প্রভুর আজ্ঞায় কর এই শ্লোক-আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ॥ ৩৩ ॥
তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর।
রাত্রে সঙ্কীর্ত্তন কৈল এক সম্বৎসর ॥ ৩৪ ॥
কপাট দিয়া কীর্ত্তন করে পরম আবেশে।
পাষণ্ডী হাসিতে আইসে না পায় প্রবেশে ॥ ৩৫ ॥
কীর্ত্তন শুনি বাহিরে তারা জ্বলি-পুড়ি মরে।
শ্রীবাসেরে দুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে ॥ ৩৬ ॥

* অনুবাদ ৮৩ পৃষ্ঠার ৭৬ দাগে দ্রষ্টব্য।

গোপাল-চাপালের বৃত্তান্ত

একদিন বিপ্র—নাম গোপাল-চাপাল।
পাষণ্ডী প্রধান সেই দুর্ম্মুখ বাচাল ॥ ৩৭ ॥
ভবানী-পূজার সব সামগ্রী লইয়া।
রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপাইয়া ॥ ৮৩ ॥
কলার পাত উপরে থুইল ওড়-ফুল।
হরিদ্রা সিন্দূর রক্তচন্দন তণ্ডুল ॥ ৩৯ ॥
মদ্যভাণ্ড পাশে ধরি নিজ-ঘরে গেল।
প্রাতঃকালে শ্রীনিবাস আসি তাহা ত দেখিল ॥৪০।
বড় বড় লোক-সব আনিল ডাকিয়া।
সবারে কহয়ে শ্রীবাস হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৪১ ॥
নিত্য রাত্রে করি আমি ভবানী-পূজন।
আমার মহিমা দেখ ব্রাহ্মণ সজ্জন ॥ ৪২ ॥
দেখি সব শিষ্টলোক করে হাহাকার।
ঐছে কর্ম্ম এথা কৈল কোন্ দুরাচার ॥ ৪৩ ॥
হাড়ি আনাইয়া সব দূর করাইল।
জল গোময় দিয়া স্থান লেপাইল ॥ ৪৪ ॥
তিন দিন রহি সেই গোপাল-চাপাল।
সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ—বহে রক্তধার ॥ ৪৫ ॥
সর্ব্বাঙ্গে বেড়িল কীট—কাটে নিরন্তর।
অসহ্য বেদনা—দুঃখে জ্বলয়ে অন্তর ॥ ৪৬ ॥
গঙ্গাঘাটে বৃক্ষতলে রহে ত বসিয়া।
একদিন বলে কিছু প্রভুকে দেখিয়া ॥ ৪৭ ॥
গ্রাম-সম্বন্ধে হই আমি তোমার মাতুল।
ভাগিনা মুই কুষ্ঠরোগে হৈয়াছোঁ ব্যাকুল ॥ ৪৮ ॥
লোক-সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার।
মুই বড় দুঃখী—মোরে করহ উদ্ধার ॥ ৪৯ ॥
এত শুনি মহাপ্রভু হৈলা ক্রোধ-মন।
ক্রোধাবেশে বলে তারে তর্জ্জন-বচন— ॥ ৫০ ॥
ওরে পাপি ভক্তদ্বেষি! তোরে না উদ্ধারিমু।
কোটি জন্ম এইমত কীড়ায় খাওয়াইমু ॥ ৫১ ॥
শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানী-পূজন।
কোটি জন্ম হবে তোর রৌরবে পতন ॥ ৫২ ॥
পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার।
পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার ॥ ৫৩ ॥
এত বলি গেলা প্রভু করিতে গঙ্গাস্নান।
সেই পাপী দুঃখ ভুঞ্জে—না যায় পরাণ ॥ ৫৪ ॥
সন্ন্যাস করি প্রভু যবে নীলাচলে গেলা।
তথা হৈতে যবে কুলিয়াগ্রামেরে আইলা ॥ ৫৫ ॥
তবে সেই পাপী প্রভুর লইল শরণ।
হিতোপদেশ কৈল প্রভু হৈয়া সকরুণ— ॥ ৫৬ ॥
শ্রীবাস-পণ্ডিত-স্থানে হৈয়াছে অপরাধ।
তাঁহা যাহ, তেঁহো যদি করেন প্রসাদ ॥ ৫৭ ॥
তবে তোর হবে এই পাপ-বিমোচন।
যদি পুনঃ ঐছে নাহি কর আচরণ ॥ ৫৮ ॥
তবে বিপ্র আসি লৈল শ্রীবাস-শরণ।
তাঁহার কৃপায় হইল পাপ-বিমোচন ॥ ৫৯ ॥

প্রভুর প্রতি ব্রাহ্মণের অভিশাপ

আর এক বিপ্র আইল কীর্ত্তন দেখিতে।
দ্বারে কপাট—না পাইল ভিতর যাইতে ॥ ৬০ ॥
ঘরে ফিরি গেল বিপ্র মনে দুঃখী হৈয়া।
আর দিন প্রভুকে কহে গঙ্গাঘাটে পাইয়া ॥ ৬১
শাপিব তোমারে মুই—পাইয়া মনোদুখ।
পৈতা ছিণ্ডিয়া শাপে প্রচণ্ড দুর্ম্মুখ— ॥ ৬২ ॥
'সংসার-সুখ তোমার হউক্ বিনাশ'।
শাপ শুনি মহাপ্রভুর হইল উল্লাস ॥ ৬৩
প্রভুর শাপ-বার্ত্তা যেবা শুনে শ্রদ্ধাবান্।
ব্রহ্মশাপ হৈতে তার হয় পরিত্রাণ ॥ ৬৪ ॥
মুকুন্দ দত্তেরে কৈল দণ্ড-পরসাদ।
খণ্ডিল তাহার চিত্তের সব অবসাদ ॥ ৬৫ ॥
আচার্য্য-গোঁসাইরে প্রভু করে গুরুভক্তি।
তাহাতে আচার্য্য বড় হয় দুঃখ-মতি ॥ ৬৬ ॥
ভঙ্গী করি জ্ঞানমার্গ করিল ব্যাখ্যান।
ক্রোধাবেশে প্রভু তাঁরে কৈল অবজ্ঞান ॥ ৬৭ ॥

তবে আচার্য্য-গোঁসাইর মনে আনন্দ হইল
লজ্জিত হইয়া প্রভু প্রসাদ করিল ॥ ৬৮ ॥
মুরারি-গুপ্ত-মুখে শুনি রাম-গুণগ্রাম।
ললাটে লিখিল তার 'রামদাস'-নাম ॥ ৬৯
শ্রীধরের লৌহপাত্রে কৈল জলপান।
সমস্ত ভক্তেরে দিল ইষ্টবর-দান ॥ ৭০ ॥
হরিদাস-ঠাকুরেরে করিল প্রসাদ।
আচার্য্য-স্থানে মাতার খণ্ডাইল অপরাধ ॥ ৭১

হরিনামে অর্থবাদের দোষ কীর্তন

ভক্তগণে প্রভু নাম-মহিমা কহিল।
শুনি এক পড়ুয়া তাহা অর্থবাদ কৈল ॥ ৭২ ॥*
নামের স্তুতিবাদ শুনি প্রভুর হৈল দুখ।
সবে নিসেধিল—ইহার না দেখিহ মুখ ॥ ৭৩ ॥
সগণে সচেলে গিয়া কৈল গঙ্গাস্নান।
ভক্তির মহিমা তাঁহা করিল ব্যাখান ॥ ৭৪ ॥
জ্ঞানে কর্ম্মে যোগে ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশ-হেতু এক প্রেমভক্তি-রস ॥ ৭৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।১৪।২০ শ্লোকে উদ্ধব
প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্য —

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥৭৬॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব! মদ্বিষয়িণী দৃঢ়-ভক্তি আমাকে যে রকম বশীভূত করে, যোগ, সাংখ্য, ধর্ম্ম, বেদপাঠ, তপস্যা এবং সন্ন্যাসও সে রকম করিতে পারে না ॥ ৭৬ ॥

মুরারিকে কহে—তুমি কৃষ্ণ বশ কৈলা।
শুনিয়া মুরারি শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ৭৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৮১।১৪ শ্লোক :—

ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥ ৭৮ ॥

সুদামা বিপ্র কহিলেন, হায়, হায়! অতি ক্ষুদ্র, অতি দরিদ্র আমি কোথায়, আর লক্ষ্মীর আবাস-স্থান সেই শ্রীকৃষ্ণ কোথায় অর্থাৎ আমাতে ও কৃষ্ণে কত কত তফাৎ, তথাপি কৃষ্ণের এমনই দয়া যে, আমি যে কেবল ব্রাহ্মণকুলজাত বলিয়াই অর্থাৎ আমি ভক্তিহীন হইলেও, তিনি আমাকে বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৭৮ ॥

অপূর্ব্ব আম্রবৃক্ষের বিবরণ

একদিন প্রভু সব ভক্তগণ লৈয়া।
সঙ্কীর্ত্তন করি বৈসে শ্রমযুক্ত হৈয়া ॥ ৭৯ ॥
এক আম্রবীজ প্রভু অঙ্গনে রোপিল।
তৎক্ষণে জন্মিয়া বৃক্ষ বাড়িতে লাগিল ॥ ৮০ ॥
দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ হইল ফলিত।
পাকিল অনেক ফল—সবেই বিস্মিত ॥ ৮১ ॥
শত দুই ফল প্রভু শীঘ্র পাড়াইল।
প্রক্ষালন করি কৃষ্ণে ভোগ লাগাইল ॥ ৮২ ॥
রক্তপীত-বর্ণ, নাহি অষ্ঠি বল্কল।
একজনের পেট ভরে খাইলে এক ফল ॥ ৮৩ ॥
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈলা শচীর নন্দন।
সবাকে খাওয়াইল, আগে করিয়া ভক্ষণ ॥ ৮৪ ॥
অষ্ঠি বল্কল নাহি অমৃতরসময়।
এক ফল খাইলে রসে উদর পূরয় ॥ ৮৫ ॥
এইমত প্রতিদিন ফলে বার মাস।
বৈষ্ণবে খায়েন ফল—প্রভুর উল্লাস ॥ ৮৬ ॥
এই সব লীলা করে শচীর নন্দন।
অন্য লোক নাহি জানে বিনা ভক্তগণ ॥ ৮৭ ॥
এইমত বার মাস কীর্ত্তন-অবসানে।
আম্র-মহোৎসব প্রভু করে দিনে দিনে ॥ ৮৮ ॥
কীর্ত্তন করিতে প্রভু আইল মেঘগণ।
আপন-ইচ্ছায় কৈল মেঘ-নিবারণ ॥ ৮৯ ॥

* নিত্যকর্ম্মে ফলশ্রুতিকে অর্থবাদ কহে—এই অর্থবাদ হইতেই কচিৎ উৎপত্তি হয়।

মহাপ্রভুর নৃসিংহ আবেশ, মহেশ আবেশ এবং ভিক্ষুক ও জ্যোতিষীকে প্রেমদান

একদিন প্রভু শ্রীবাসেরে আজ্ঞা দিল।
বৃহৎ সহস্রনাম পড়—শুনিতে ইচ্ছা হৈল ॥৯০॥
পড়িতে পড়িতে আইল নৃসিংহের নাম।
শুনিয়া আবিষ্ট হৈলা প্রভু গৌরধাম ॥ ৯১ ॥
নৃসিংহ-আবেশে প্রভু হাতে গদা লৈয়া।
পাষণ্ডী মারিতে যায় নগরে ধাইয়া ॥ ৯২ ॥
নৃসিংহ-আবেশ দেখি মহাতেজোময়।
পথ ছাড়ি ভাগে লোক পাইয়া বড় ভয় ॥ ৯৩ ॥
লোক-ভয় দেখিয়া প্রভুর বাহ্য হইল।
শ্রীবাসের গৃহে গিয়া গদা ফেলাইল ॥ ৯৪ ॥
শ্রীবাসে কহেন প্রভু করিয়া বিষাদ।
লোক ভয় পায়—মোর হয় অপরাধ ॥ ৯৫ ॥
শ্রীবাস বলেন—যে তোমার নাম লয়।
তার কোটি অপরাধ সব হয় ক্ষয় ॥ ৯৬ ॥
অপরাধ নাহি, কৈলে লোকের নিস্তার।
যে তোমা দেখিল তার ছুটিল সংসার ॥ ৯৭ ॥
এত বলি শ্রীনিবাস করিল সেবন।
তুষ্ট হৈয়া প্রভু আইল আপন-ভবন ॥ ৯৮ ॥
আর দিন শিবভক্ত শিব-গুণ গায়।
প্রভুর অঙ্গনে নাচে, ডম্বরু বাজায় ॥ ৯৯ ॥
মহেশ-আবেশ হৈলা শচীর নন্দন।
তার স্কন্ধে চড়ি নৃত্য কৈল বহুক্ষণ ॥ ১০০ ॥
আর দিন এক ভিক্ষুক আইলা মাগিতে।
প্রভুর নৃত্য দেখি নৃত্য লাগিলা করিতে ॥ ১০১ ॥
প্রভু-সঙ্গে নৃত্য করে পরম উল্লাসে।
প্রভু তারে প্রেম দিল—প্রেমরসে ভাসে ॥১০২॥
আর দিনে এক জ্যোতিষী-সর্ব্বজ্ঞ আইল।
তাহারে সম্মান করি প্রভু প্রশ্ন কৈল— ॥ ১০৩ ॥
'কি আছিলাঙ পূর্ব্বজন্মে আমি কহ গণি'।
গণিতে লাগিলা সর্ব্বজ্ঞ প্রশ্ন-বাক্য শুনি ॥১০৪॥
গণি ধ্যানে দেখে সর্ব্বজ্ঞ—মহাজ্যোতির্ম্ময়।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ড—সবার আশ্রয় ॥ ১০৫ ॥
পরতত্ত্ব পরব্রহ্ম পরম-ঈশ্বর।
দেখিয়া প্রভুর মূর্ত্তি সর্ব্বজ্ঞ ফাঁফর ॥ ১০৬ ॥
বলিতে না পারে কিছু মৌন ধরিল।
প্রভু পুনঃ প্রশ্ন কৈল, কহিতে লাগিল— ॥১০৭॥
পূর্ব্ব জন্মে ছিলা তুমি জগত আশ্রয়।
পরিপূর্ণ ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় ॥ ১০৮ ॥
পূর্ব্বে যৈছে ছিলা তুমি, এবে সেইরূপ।
দুর্ব্বিজ্ঞেয় নিত্যানন্দ তোমার স্বরূপ ॥ ১০৯ ॥
প্রভু হাসি বলে—তুমি কিছু না জানিলা।
পূর্ব্বে আমি আছিলাঙ জাতিতে গোয়ালা ॥১১০॥
গোপ-গৃহে জন্ম ছিল, গাভীর রাখাল।
সেই পুণ্যে এবে হৈলাম ব্রাহ্মণ-ছাওয়াল ॥১১১॥
সর্ব্বজ্ঞ কহে—আমি তাহা ধ্যানে দেখিলাম।
তাহাতে ঐশ্বর্য্য দেখি ফাঁফর হইলাম ॥ ১১২ ॥
সেই রূপে এই রূপে দেখি একাকার।
কভু ভেদ দেখি—এই মায়ায় তোমার ॥১১৩॥
যে হও সে হও তুমি, তোমাকে নমস্কার।
প্রভু তারে প্রেম দিয়া কৈল পুরস্কার ॥ ১১৪ ॥

প্রভুর বলরাম আবেশ

এক দিন প্রভু বিষ্ণু-মণ্ডপে বসিয়া।
মধু আন মধু আন—বলেন ডাকিয়া ॥ ১১৫ ॥
নিত্যানন্দ-গোসাঞি প্রভুর আবেশ জানিল।
গঙ্গাজল-পাত্র আনি সম্মুখে ধরিল ॥ ১১৬ ॥
জলপান করি নাচে হইয়া বিহ্বল।
যমুনাকর্ষণ-লীলা দেখায় সকল ॥ ১১৭ ॥
মদমত্ত-গতি বলদেব-অনুকার। *
আচার্য্য শেখর তারে দেখে রামাকার ॥ ১১৮ ॥
বনমালী আচার্য্য দেখে সোনার লাঙ্গল।
সবে মিলি নৃত্য করে—আনন্দে বিহ্বল ॥ ১১৯ ॥
এইমত নৃত্য হইল চারি প্রহর।
সন্ধ্যায় গঙ্গাস্নান করি সবে গেলা ঘর ॥ ১২০ ॥

* অনুকার—অনুকরণ।

কাজী-উদ্ধার

নগরিয়া-লোকে প্রভু যবে আজ্ঞা দিলা।
ঘরে ঘরে সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলা ॥ ১২১ ॥
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥ ১২২ ॥
মৃদঙ্গ করতাল সঙ্কীর্ত্তন মহাধ্বনি।
'হরি হরি'-ধ্বনি বিনা অন্য নাহি শুনি ॥ ১২৩॥
শুনিয়া যে ক্রুদ্ধ হৈল সকল যবন।
কাজী-পাশে আসি সবে কৈল নিবেদন ॥১২৪ ॥
ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী এক ঘরে আইল।
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল ॥ ১২৫ ॥
এতকাল কেহো নাহি কৈল হিন্দুয়ানি।
এবে যে উদ্যম চালাও কোন্ বল জানি ॥ ১২৬ ॥
কেহো কীর্ত্তন না করিহ সকল নগরে।
আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে ॥ ১২৭ ॥
আর যদি কীর্ত্তন করিতে লাগি পাইমু।
সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু ॥ ১২৮ ॥
এত বলি কাজী গেল, নগরিয়া লোক।
প্রভু-স্থানে নিবেদিল পাইয়া বড় শোক ॥ ১২৯ ॥
প্রভু আজ্ঞা দিল—যাহ করহ কীর্ত্তন।
আসি সংহারিব আসি সকল যবন ॥ ১৩০ ॥
ঘরে গিয়া সব লোক করয়ে কীর্ত্তন।
কাজীর ভয়ে স্বচ্ছন্দ নহে—চমকিত মন ॥১৩১॥
তা-সবার অন্তরে ভয় প্রভু মনে জানি।
কহিতে লাগিলা লোকে শীঘ্র ডাকি আনি ॥১৩২॥
নগরে নগরে আজি করিব কীর্ত্তন।
দেখি কোন্ কাজী আজি করে নিবারণ ॥ ১৩৩ ॥
সন্ধ্যাকালে কর সবে নগর-মণ্ডন।
তিন সম্প্রদায় আজি করিব কীর্ত্তন ॥ ১৩৪ ॥
সন্ধ্যাতে দিউটি সবে জ্বাল ঘরে ঘরে।
দেখি কোন্ কাজী আসি মোরে মানা করে ॥১৩৫॥
এত কহি সন্ধ্যাকালে চলে গৌররায়।
কীর্ত্তনের কৈল প্রভু তিন সম্প্রদায় ॥ ১৩৬ ॥
আগে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে হরিদাস।
মধ্যে নাচে আচার্য্য-গোঁসাই পরম-উল্লাস ॥ ১৩৭॥
পাছে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র।
তার সঙ্গে নাচি বুলে প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ১৩৮ ॥
বৃন্দাবন দাস ইহা চৈতন্যমঙ্গলে।
বিস্তারি বর্ণিযাছেন প্রভু-কৃপাবলে ॥ ১৩৯ ॥
এইমত কীর্ত্তন করি নগরে ভ্রমিলা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সবে কাজী-দ্বারে গেলা ॥ ১৪০ ॥
তর্জ্জন-গর্জ্জন করি করে কোলাহল।
গৌরচন্দ্র-বলে লোক প্রশ্রয়-পাগল ॥ ১৪১ ॥
কীর্ত্তনের ধ্বনিতে কাজী লুকাইল ঘরে।
তর্জ্জন-গর্জ্জন শুনি না হয় বাহিরে॥ ১৪২ ॥
উদ্ধত লোক ভাঙ্গে কাজীর পুষ্প-বন।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন ॥ ১৪৩ ॥
তবে মহাপ্রভু তার দ্বারেতে বসিলা।
ভব্যলোক পাঠাইয়া কাজী বোলাইলা ॥ ১৪৪ ॥
দূর হৈতে আইলা কাজী মাথা নোয়াইয়া।
কাজীরে বসাইলা প্রভু সম্মান করিয়া ॥ ১৪৫ ॥
প্রভু বলে—আমি তোমার আইলাম অভ্যাগত।
আমা দেখি লুকাইলা—এ ধর্ম্ম কেমত ॥ ১৪৬ ॥
কাজি কহে—তুমি আইলা ক্রুদ্ধ হইয়া।
তোমা শান্ত করাইতে রহিনু লুকাইয়া ॥ ১৪৭ ॥
এবে তুমি শান্ত হৈলে আসি মিলিলাম।
ভাগ্যে মোর তোমা হেন অতিথি পাইলাম ॥১৪৮॥
গ্রাম-সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় মোর চাচা।
দেহ-সম্বন্ধ হৈতে হয় গ্রাম-সম্বন্ধ সাঁচা ॥ ১৪৯ ॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা। *
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা ॥ ১৫০ ॥
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয় ॥ ১৫১ ॥
এইমত দোঁহার কথা হয় ঠারে ঠোরে।
ভিতরের অর্থ কেহো বুঝিতে না পারে॥ ১৫২ ॥

* নানা—দাদা মহাশয়, মাতামহ।

প্রভু কহে—প্রশ্ন লাগি আইলাম তোমা-স্থানে।
কাজী কহে—আজ্ঞা কর যে তোমার মনে ॥১৫৩॥
প্রভু কহে—গো-দুগ্ধ খাও, গাভী হয় মাতা।
বৃষ অন্ন উপজায় তাতে তেঁহো পিতা ॥ ১৫৪ ॥
পিতা মাতা মারি খাও—এবা কোন্ কর্ম্ম।
কোন্ বলে কর তুমি এমত বিকর্ম্ম ॥ ১৫৫ ॥
কাজী কহে—তোমার যৈছে বেদ পুরাণ।
তৈছে আমার শাস্ত্র—কেতাব-কোরাণ ॥ ১৫৬ ॥
সেই শাস্ত্রে কহে—প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মার্গ-ভেদ।
নিবৃত্তি-মার্গে জীবমাত্র-বধের নিষেধ ॥ ১৫৭ ॥
প্রবৃত্তি-মার্গে গোবধ করিতে বিধি হয়।
শাস্ত্র-আজ্ঞায় বধ কৈলে নাহি পাপ-ভয় ॥ ১৫৮ ॥
তোমার বেদেতে আছে গোবধের বাণী।
অতএব গোবধ করে বড় বড় মুনি ॥ ১৫৯ ॥
প্রভু কহে—বেদে কহে গোবধ-নিষেধ।
অতএব হিন্দুমাত্র না করে গোবধে ॥ ১৬০ ॥
জীয়াইতে পারে যদি তবে মারে প্রাণী।
বেদ-পুরাণে আছে হেন আজ্ঞাবাণী ॥ ১৬১ ॥

অতএব জরদ্গব মারে মুনিগণ। *
বেদমন্ত্রে শীঘ্র করে তাহার জীবন ॥ ১৬২ ॥

জরদ্গব হৈয়া যুবা হয় আরবার।
তাতে তার বধ নহে, হয় উপকার ॥ ১৬৩ ॥
কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ব্রাহ্মণে।
অতএব গোবধ কেহো না করে এখনে ॥ ১৬৪ ॥

তথাহি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ডে ১৮৫-অধ্যায়ে
১৮০-শ্লোকঃ—

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকং।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ
বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৬৫ ॥

কলিকালে অশ্বমেধ যজ্ঞ, গোমেধ যজ্ঞ, সন্ন্যাস, মাংস দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ ও দেবর দ্বারা অর্থাৎ দেবরের দ্বারা পুত্রোৎপত্তি—এই পাঁচটি বর্জ্জন করিবে ॥ ১৬৫ ॥

তোমরা জীয়াইতে নার—বধমাত্র সার।
নরক হইতে তোমার নাহিক নিস্তার ॥ ১৬৬ ॥
গো-অঙ্গে যত লোম তত সহস্র বৎসর।
গোবধী রৌরব-মধ্যে পচে নিরন্তর ॥ ১৬৭ ॥
তোমা-সবার শাস্ত্রকর্ত্তা সেহো ভ্রান্ত হৈল।
না জানি শাস্ত্রের মর্ম্ম ঐছে আজ্ঞা দিল ॥ ১৬৮ ॥
শুনি স্তব্ধ হৈল কাজী—নাহি স্ফুরে বাণী।
বিচারিয়া কহে কাজী-পরাভব মানি— ॥১৬৯॥
তুমি যে কহিলে পণ্ডিত সেই সত্য হয়।
আধুনিক আমার শাস্ত্র বিচারসহ নয় ॥ ১৭০ ॥
কল্পিত আমার শাস্ত্র আমি-সব জানি।
জাতি-অনুরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি ॥ ১৭১ ॥
সহজে যবন-শাস্ত্রে অদৃঢ় বিচার।
হাসি তবে মহাপ্রভু পুছে আরবার ॥ ১৭২ ॥
আর এক প্রশ্ন করি শুন তুমি মামা।
যথার্থ কহিবে, ছলে না বঞ্চিবে আমা ॥ ১৭৩ ॥
তোমার নগরে হয় সদা সঙ্কীর্ত্তন।
বাদ্যগীত কোলাহল সঙ্গীত নর্ত্তন ॥ ১৭৪ ॥
তুমি কাজী হিন্দুধর্ম্ম-বাধে অধিকারী।
এবে যে না কর মানা বুঝিতে না পারি ॥ ১৭৫ ॥
কাজী বলে—সবে তোমায় বলে গৌরহরি।
সেই নামে আমি তোমায় সম্বোধন করি ॥ ১৭৬ ॥
শুন গৌরহরি! এই প্রশ্নের কারণ।
নিভৃত হও যদি তবে করি নিবেদন ॥ ১৭৭ ॥
প্রভু বলে—এ লোক আমার অন্তরঙ্গ হয়।
স্পষ্ট করি কহ তুমি—না করিহ ভয় ॥ ১৭৮ ॥
কাজী কহে—যবে আমি হিন্দুর ঘর গিয়া।
কীর্ত্তন করিনু মানা মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া ॥ ১৭৯ ॥
সেই রাত্রে এক সিংহ মহা ভয়ঙ্কর।
নর-দেহ সিংহ-মুখ গর্জ্জয়ে বিস্তর ॥ ১৮০ ॥

* জরদ্গব—বুড়ো গরু।

শয়নে আমার উপর লাফ দিয়া চড়ি।
অট্ট অট্ট হাসে, করে দন্ত কড়মড়ি ॥ ১৮১ ॥
মোর বুকে নখ দিয়া ঘোর-স্বরে বলে।
ফাড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ-বদলে ॥ ১৮২ ॥
মোর কীর্ত্তন মানা করিস্ করিমু তোর ক্ষয়।
আঁখি মুদি কাঁপি আমি পাইয়া বড় ভয় ॥ ১৮৩ ॥
ভীত দেখি সিংহ বলে হইয়া সদয়—।
তোরে শিক্ষা দিতে কৈল তোর পরাজয় ॥ ১৮৪
সে দিন বহু ত নাহি কৈলে উৎপাত।
তেঁই ক্ষমা করিয়া না কৈলুঁ প্রাণাঘাত ॥ ১৮৫ ॥
ঐছে যদি পুনঃ কর তবে না সহিমু।
সবংশে তোমারে মারি যবন নাশিমু ॥ ১৮৬ ॥
এত কহি সিংহ গেল, আমার হৈল ভয়।
এই দেখ নখ-চিহ্ন আমার হৃদয় ॥ ১৮৭ ॥
এত বলি কাজী নিজ-বুক দেখাইল।
দেখি শুনি সর্ব্বলোক বিস্ময় মানিল ॥ ১৮৮ ॥
কাজি কহে—ইহা আমি কারে না কহিল।
সেইদিন আমার এক পেয়াদা আসিল ॥ ১৮৯ ॥
আসি কহে—গেলুঁ মুঞি কীর্ত্তন নিষেধিতে।
অগ্নি-উল্কা মোর মুখে লাগে আচম্বিতে ॥ ১৯০ ॥
পুড়িল সকল দাড়ি মুখে হৈল ব্রণ।
যেই পেয়াদা যায়, তার এই বিবরণ ॥ ১৯১ ॥
তাহা দেখি রহিলুঁ মুঞি মহাভয় পাঞা।
কীর্ত্তন না বর্জ্জিহ—ঘরে রহ ত বসিয়া ॥ ১৯২ ॥
তবে ত নগর হয় স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন।
শুনি সব ম্লেচ্ছ আসি কৈল নিবেদন ॥ ১৯৩ ॥
নগরে হিন্দুর ধর্ম্ম বাড়িল অপার।
'হরি হরি'-ধ্বনি বই নাহি শুনি আর ॥ ১৯৪ ॥
আর ম্লেচ্ছ কহে—হিন্দু 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি।
হাসে কান্দে নাচে গায় গড়ি যায় ধূলি ॥ ১৯৫ ॥
'হরি হরি' বলে হিন্দু করে কোলাহল।
পাৎসা শুনিলে তোমার করিবেক ফল ॥ ১৯৬ ॥
তবে সেই যবনেরে আমি ত পুছিল—।
হিন্দু 'হরি' বলে—তার স্বভাব জানিল ॥ ১৯৭ ॥
তুমিহ যবন হৈয়া কেনে অনুক্ষণ।
হিন্দুর দেবতার নাম লহ কি কারণ ॥ ১৯৮ ॥
ম্লেচ্ছ কহে—হিন্দুরে আমি করি পরিহাস।
কেহো কেহো কৃষ্ণদাস কেহো রামদাস ॥ ১৯৯ ॥
কেহো হরিদাস সদা বলে 'হরি হরি'।
জানি কার ঘরে ধন করিবেক চুরি ॥ ২০০ ॥
সেই হৈতে জিহ্বা মোর বলে 'হরি হরি'।
ইচ্ছা নাহি তবু বলে—কি উপায় করি ॥ ২০১ ॥
আর ম্লেচ্ছ কহে—শুন আমি এইমতে।
হিন্দুকে পরিহাস কৈল, সেই দিন হৈতে ॥২০২॥
জিহ্বা কৃষ্ণনাম করে, না মানে বর্জ্জন।
না জানি কি মন্ত্রৌষধি জানে হিন্দুগণ ॥ ২০৩ ॥
এত শুনি তা-সবারে ঘরে পাঠাইল।
হেনকালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ সাত আইল ॥২০৪॥
আসি কহে হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাই।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল প্রভু শুনি নাই ॥ ২০৫ ॥
মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি করি জাগরণ।
তাতে নৃত্য-গীত বাদ্য—যোগ্য আচরণ ॥ ২০৬ ॥
পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।
গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত ॥ ২০৭ ॥
উচ্চ করি গায় গীত দেয় করতালি।
মৃদঙ্গ-করতাল-শব্দে কর্ণে লাগে তালি ॥ ২০৮ ॥
না জানি কি খাইয়া মত্ত হৈয়া নাচে গায়।
হাসে কান্দে পড়ে উঠে গড়াগড়ি যায় ॥ ২০৯ ॥
নগরিয়াকে পাগল কৈল সদা সঙ্কীর্ত্তন।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই—করি জাগরণ ॥ ২১০ ॥
'নিমাই' নাম ছাড়ি এবে বোলায় গৌরহরি।
হিন্দু ধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ড সঞ্চারি ॥ ২১১ ॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ রাড়বাড়।*
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড় ॥ ২১২ ॥
হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বর-নাম মহামন্ত্র জানি।
সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি ॥২১৩॥

* রাড়বাড়—যাহাদের জ্ঞানগম্য নাই এরূপ সব লোক।

গ্রামের ঠাকুর তুমি, সবে তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জ্জন ॥ ২১৪ ॥
তবে আমি প্রীতিবাক্যে কহিলুঁ সবারে।
সবে ঘর যাহ, আমি নিষেধিব তারে ॥ ২১৫ ॥
হিন্দুর ঈশ্বর বড় যেই 'নারায়ণ'।
সেই তুমি হও—হেন লয় মোর মন ॥ ২১৬ ॥
এত শুনি মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু কাজীরে ছুঁইয়া ॥ ২১৭
তোমার মুখে কৃষ্ণনাম—এ বড় বিচিত্র।
পাপক্ষয় গেল—হৈলা পরম পবিত্র ॥ ২১৮ ॥
'হরি কৃষ্ণ নারায়ণ' লৈলে তিন নাম।
বড় ভাগ্যবান্ তুমি, বড় পুণ্যবান্ ॥ ২১৯ ॥
এত শুনি কাজীর দুই চক্ষে পড়ে পানী।
প্রভুর চরণ ছুঁই বলে প্রিয়বাণী ॥ ২২০ ॥
তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি।
এই কৃপা কর যে—তোমাতে রহু ভক্তি ॥ ২২
প্রভু কহে—এক দান মাগিয়ে তোমায়।
সঙ্কীর্ত্তন-বাদ যেন নহে নদীয়ায় ॥ ২২২ ॥
কাজী কহে—মোর বংশে যত উপজিবে।
তাহারে তালাক দিব—কীর্ত্তন না বাধিবে ॥২
শুনি প্রভু 'হরি' বলি উঠিলা আপনি।
উঠিল বৈষ্ণব-সব করি হরি-ধ্বনি ॥ ২২৪ ॥
কীর্ত্তন করিতে কভু করিলা গমন।
সঙ্গে চলি আইসে কাজী উল্লসিত-মন　২২৫
কাজীরে বিদায়-দিল শচীর নন্দন।
নাচিতে নাচিতে আইলা আপন-ভবন　২২
এইমতে কাজীরে প্রভু করিলা প্রসাদ।
ইহা যেই শুনে তার খণ্ডে অপরাধ ॥ ২২৭ ॥
একদিন শ্রীবাসের মন্দিরে গোসাই।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে নৃত্য করে দুই ভাই ॥ ২২৮ ॥
শ্রীবাস-পুত্রের তাঁহা হৈল পরলোক।
তবু শ্রীবাসের চিত্তে না জন্মিল শোক ॥ ২২৯ ॥

মৃতপুত্র-মুখে কৈল জ্ঞানের কথন।
আপনে দুই ভাই হৈলা শ্রীবাস-নন্দন ॥ ২৩০ ॥
তবে ত করিলা সব ভক্তে বর-দান।
উচ্ছিষ্ট দিয়া নারায়ণীর করিল সম্মান ॥ ২৩১ ॥
শ্রীবাসের বস্ত্র সিয়ে দরজী যবন।
প্রভু তারে নিজ-রূপ করাইল দর্শন ॥ ২৩২ ॥
দেখিনু দেখিনু বলি হইল পাগল।
প্রেমে নৃত্য করে—হৈল বৈষ্ণব-আগল ॥২৩৩॥*
আবেশে শ্রীবাসে প্রভু বংশীত মাগিল।
শ্রীবাস কহে—গোপীগণ বংশী হরি নিল ॥ ২৩৪ ॥
শুনি প্রভু 'বোল বোল' বলেন আবেশে।
শ্রীবাস বর্ণেন বৃন্দাবন-লীলারসে ॥ ২৩৫ ॥
প্রথমে ত বৃন্দাবন-মাধুর্য্য বর্ণিল।
শুনিয়া প্রভুর চিত্তে আনন্দ বাড়িল ॥ ২৩৬ ॥
তবে 'বোল বোল' প্রভু বলে বারবার।
পুনঃ পুনঃ কহে শ্রীবাস করিয়া বিস্তার ॥ ২৩৭ ॥
বংশী বাদ্যে গোপীগণের বনে আকর্ষণ।
তাঁ-সবার সঙ্গে যৈছে বন-বিহরণ ॥ ২৩৮ ॥
তাহি মধ্যে ছয় ঋতুর-লীলার বর্ণন।
মধুপান-রাসোৎসব জলকেলি-কথন ॥ ২৩৯ ॥
'বোল বোল' বলে প্রভু হইয়া উল্লাস।
শ্রীবাস কহেন তবে রাসের বিলাস ॥ ২৪০ ॥

[illegible]

কহিতে শুনিতে ঐছে প্রাতঃকাল হইল।
প্রভু শ্রীবাসেরে তোষি আলিঙ্গন কৈল ॥ ২৪১ ।
তবে আচার্য্যের ঘরে কৈল কৃষ্ণলীলা।
রুক্মিণী-স্বরূপ প্রভু আপনে হইলা ॥ ২৪২ ॥
কভু দুর্গা কভু লক্ষ্মী হয়েন চিচ্ছক্তি।
খাটে বসি ভক্তগণে দিলা প্রেমভক্তি ॥ ২৪৩ ॥
একদিন মহাপ্রভুর নৃত্য-অবসানে।
এক ব্রাহ্মণী আসি ধরিল চরণে ॥ ২৪৪ ॥

তালাক—ঈশ্বরের নামে দিব্য।

* বৈষ্ণব-আগল—শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব।

চরণের ধূলি সেই লয় বারবার।
দেখিয়া প্রভুর দুঃখ হইল অপার ॥ ২৪৫ ॥
সেইক্ষণে ধাইয়া প্রভু গঙ্গাতে পড়িল।
নিত্যানন্দ হরিদাস ধরি উঠাইল ॥ ২৪৬ ॥
বিজয়-আচার্য্যের ঘরে সে রাত্রি রহিলা।
প্রাতঃকালে ভক্ত-সব লৈয়া ঘরে গেলা ॥ ২৪৭

প্রভুর শ্রীমুখে 'গোপী গোপী' নাম শ্রবণে পড়ুয়ার কাণ্ড

একদিন গোপী-ভাবে গৃহেতে বসিয়া।
'গোপী গোপী' নাম লয় বিষণ্ণ হইয়া ॥ ২৪৮ ॥
এক যে পড়ুয়া আইল প্রভুকে দেখিতে।
'গোপী গোপী' নাম শুনি লাগিলা বলিতে ॥২৪৯॥
'কৃষ্ণনাম' না লও কেনে 'কৃষ্ণনাম' ধন্য।
'গোপী গোপী' বলিলে বা কিবা হয় পুণ্য ॥২৫০॥
শুনি প্রভু ক্রোধে কৈল কৃষ্ণে দোষোদ্গার।
ঠেঙ্গা লৈয়া উঠিলা প্রভু পড়ুয়া মারিবার ॥ ২৫১।
ভয়ে পলায় পড়ুয়া—প্রভু পাছে পাছে ধায়।
আস্তেব্যস্তে ভক্তগণ প্রভুরে রহায় ॥ ২৫২ ॥
প্রভুরে আনিল শান্ত করি নিজ-ঘরে।
পড়ুয়া পলাইয়া গেল পড়ুয়া-সভারে ॥ ২৫৩ ॥
পড়ুয়া সহস্র যাঁহা পড়ে একঠাঁই।
প্রভুর বৃত্তান্ত দ্বিজ কহে তাঁহা যাই ॥ ২৫৪ ॥
শুনি ক্রোধ কৈল সব পড়ুয়ার গণ।
সবে মেলি করে তবে প্রভুর নিন্দন ॥ ২৫৫ ॥
সব দেশ ভ্রষ্ট কৈল একলা নিমাই।
ব্রাহ্মণ মারিতে চাহে—ধর্ম্ম ভয় নাই ॥ ২৫৬ ॥
পুনঃ যদি ঐছে করে মারিব তাঁহারে।
কোন্ বা মানুষ হয়—কি করিতে পারে ॥২৫৭॥
প্রভুর নিন্দায় সবার বুদ্ধি হৈল নাশ।
সুপঠিত বিদ্যা কারো না হয় প্রকাশ ॥ ২৫৮ ॥
তথাপি দাম্ভিক পড়ুয়া নম্র নাহি হয়।
যাঁহা তাঁহা প্রভুর নিন্দা হাসি সে করয় ॥ ২৫৯ ॥
সর্ব্বজ্ঞ গোঁসাই জানি তা-সবার দুর্গতি।
ঘরে বসি চিন্তেন তা-সবার অব্যাহতি ॥ ২৬০ ॥
যত অধ্যাপক, আর তাঁর শিষ্যগণ।
ধর্ম্মী কর্ম্মী তপোনিষ্ঠ নিন্দুক দুর্জ্জন ॥ ২৬১ ॥
এই সব মোর নিন্দা-অপরাধ হইতে।
আমি না লওয়াইলে ভক্তি না পারে লইতে ॥২৬২॥
নিস্তারিতে আইলাম আমি—হৈল বিপরীত।
এ সব দুর্জ্জনের কৈছে হইবেক হিত ॥ ২৬৩ ॥
আমারে প্রণতি করে—হয় পাপক্ষয়।
তবে সে ইহারে ভক্তি লওয়াইলে লয় ॥ ২৬৪ ॥
মোর নিন্দা করে যে, না করে নমস্কার।
এসব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার ॥ ২৬৫ ॥

সন্ন্যাস গ্রহণের চিন্তা

অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব।
সন্ন্যাসী বুদ্ধিতে মোরে প্রণত হইব ॥ ২৬৬ ॥
প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধ ক্ষয়।
নির্ম্মল-হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয় ॥ ২৬৭ ॥
এ সব পাষণ্ডীর তবে হইবে নিস্তার।
আর ত উপায় নাহি—এই যুক্তি সার ॥ ২৬৮ ॥
এই দৃঢ় যুক্তি করি প্রভু আছে ঘরে।
কেশব-ভারতী আইলা নদীয়া-নগরে ॥ ২৬৯ ॥
প্রভু তাঁরে নমস্করি কৈল নিমন্ত্রণ।
ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে কৈল নিবেদন— ॥ ২৭০ ॥
তুমি ত ঈশ্বর বট—সাক্ষাৎ নারায়ণ।
কৃপা করি কর মোর সংসার-মোচন ॥ ২৭১ ॥
ভারতী কহেন—তুমি ঈশ্বর অন্তর্য্যামী।
যে কহ সেই করিব, স্বতন্ত্র নহি আমি ॥ ২৭২ ॥
এত বলি ভারতী-গোঁসাই কাটোয়াতে গেলা।
মহাপ্রভু তাঁহা যাই সন্ন্যাস করিলা ॥ ২৭৩ ॥
সঙ্গে নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর-আচার্য্য।
মুকুন্দ দত্ত—এই তিন কৈল সর্ব্ব কার্য্য ॥ ২৭৪ ॥
এই আদি-লীলার কৈল সূত্র-গণন।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন ॥ ২৭৫ ॥

যশোদানন্দন হৈল শচীর নন্দন।
চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব করে আস্বাদন ॥ ২৭৬ ॥

শ্রীরাধাপ্রেম মহিমা প্রকাশ

স্বমাধুর্য্য, রাধাপ্রেমরস আস্বাদিতে।
রাধা-ভাব অঙ্গী করিয়াছে ভালমতে ॥ ২৭৭ ।
গোপীভাব যাতে প্রভু ধরিয়াছে একান্ত।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে মানে আপনার কান্ত ॥ ২৭৮
গোপিকা-ভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয়।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা অন্যত্র না হয় ॥ ২৭৯ ॥
শ্যামসুন্দর শিখিপুচ্ছ গুঞ্জা-বিভূষণ।
গোপবেশ ত্রিভঙ্গিম মুরলী-বদন ॥ ২৮০ ॥
ইহা বিনু কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার।
গোপীভাব নাহি যায় নিকট তাহার ॥ ২৮১ ॥

তথাহি ললিতমাধবে (৬ষ্ঠ-অঃ ১৪শ-শ্লোক.)—

গোপীনাং পশুপেন্দ্র-নন্দন-জুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহ-পদবী-সঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াং।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি-
র্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ
কুঞ্চতি ২৮২ ॥

হে দেবি! স্বয়ং শ্রীনন্দনন্দন যদ্যপি বিগ্রহ ধারণ করেন, তবে সেই দেহে চতুর্ভুজ যে গোপীগণের রাগের বিকাশ সঙ্কুচিত হয় অর্থাৎ যাহাদের প্রীতি হয় না, সেই গোপীগণের নন্দনন্দন-নিষ্ঠা ও তদ্বর্ণনীয় ভাবের গতি বুঝিতে কোন্ বিদ্বান্ ব্যক্তি সমর্থ হইবে? ॥ ২৮২ ॥

বসন্তকালে রাসলীলা করে গোবর্দ্ধনে।
অন্তর্দ্ধান কৈল সঙ্কেত করি রাধা-সনে ॥ ২৮৩ ॥
নিভৃত নিকুঞ্জে বসি দেখে রাধার বাট।*
অন্বেষিতে আইলা তাহা গোপিকার ঠাট ॥২৮৪॥
দূর হইতে কৃষ্ণে দেখি কহে গোপীগণ—।
এই দেখ কুঞ্জে-ভিতর ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২৮৫ ॥
গোপীগণে দেখি কৃষ্ণের হইল সাধ্বস।
লুকাইতে নারিল—ভয়ে হইলা বিবশ ॥ ২৮৬ ॥
চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি ধরি আছেন বসিয়া।
কৃষ্ণ দেখি গোপী কহে নিকটে আসিয়া—॥২৮৭॥
ইঁহো কৃষ্ণ নহে, এই নারায়ণ-মূর্ত্তি।
এত বলি সবে তাঁরে করে নতি-স্তুতি—॥ ২৮৮ ॥
'নমো নারায়ণ' দেব! করহ প্রসাদ।
কৃষ্ণ-সঙ্গ দেহ—মোর ঘুচাহ' বিষাদ ॥ ২৮৯ ॥
এত বলি নমস্করি গেলা গোপীগণ।
হেনকালে রাধা আসি দিলা দরশন ॥ ২৯০ ॥
রাধা দেখি কৃষ্ণ তাঁরে হাস্য করিতে।
সেই চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি চাহেন রাখিতে ॥ ২৯১ ॥
লুকাইল দুই ভুজ রাধার অগ্রেতে।
বড় যত্ন কৈল কৃষ্ণ নারিল রাখিতে ॥ ২৯২ ॥
রাধার বিশুদ্ধ-ভাবের অচিন্ত্য প্রভাব।
যে কৃষ্ণেরে করাইল দ্বিভুজ-স্বভাব ॥ ২৯৩

তথাহি শ্রীউজ্জ্বলনীলমণৌ নায়িকাভেদ
প্রকরণে ৬ষ্ঠ-অঙ্কে—

রাসারম্ভ-বিধৌ নিলীয় বসতা কুঞ্জে মৃগাক্ষীগণৈ-
র্দৃষ্টং গোপয়িতুং স্বমুদ্ধুর-ধিয়া যা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা।
রাধায়াঃ প্রণয়স্য হন্ত মহিমা যস্য শ্রিয়া রক্ষিতুং
সা শক্যা প্রভবিষ্ণুনাপি হরিণা
নাসীচ্চতুর্ব্বাহুতা ॥ ২৯৪ ॥

রাসবিহার আরম্ভ করিলে সহসা রাসস্থলী পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ কোন কুঞ্জমধ্যে গোপন ভাবে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময়ে মৃগ-নয়নী গোপিকাগণ তথায় আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিলে, তিনি নিজেকে লুকাইবার জন্য স্বীয় পরমোৎকৃষ্ট বুদ্ধি-প্রভাবে তৎক্ষণাৎ সুন্দররূপে

* বাট—পথ

চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন; কিন্তু গোপীগণের সমক্ষে ঐ চতুর্ভুজ রাখিতে সমর্থ হইলেও, শ্রীরাধা-প্রেমের এমনই আশ্চর্য্য মহিমা যে, তাঁহার সমক্ষে ঐ চতুর্ভুজ রাখিতে পারিলেন না, দুইখানি হস্ত আপনা-আপনিই লুকাইয়া গেল ॥ ২৯৪ ॥

সেই ব্রজেশ্বর—ইঁহা জগন্নাথ পিতা।
সেই ব্রজেশ্বরী—ইঁহা শচীদেবী মাতা ২৯৫
সেই নন্দসুত—ইঁহা চৈতন্য-গোসাঞি।
সেই বলদেব—ইঁহা নিত্যানন্দ ভাই। ২৯৬
বাৎসল্য, দাস্য, সখ্য—তিনি-ভাবময়।
সেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্য-সহায় ॥ ২৯৭ ॥
প্রেমভক্তি দিয়া তেঁহো ভাসালো জগতে।
তাঁহার চরিত্র লোক না পারে বুঝিতে ॥ ২৯৮ ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি ভক্ত-অবতার।
কৃষ্ণ অবতারি কৈল ভক্তির প্রচার ॥ ২৯৯ ॥
সখ্য দাস্য—দুই ভাব সহজ তাঁহার।
কভু প্রভু করে তাঁরে গুরু-ব্যবহার ॥ ৩০০ ॥
শ্রীবাসাদি যত মহাপ্রভুর ভক্তগণ।
নিজ-নিজ-ভাবে করে চৈতন্য-সেবন ॥ ৩০১ ॥
পণ্ডিত-গোসাঞি আদি যাঁর সেই রস।
সেই সেই রসে কৃষ্ণ হয় তাঁর বশ ॥ ৩০২ ॥
তেঁহো শ্যাম—বংশীমুখ গোপ-বিলাসী।
ইঁহো গৌর—কভু দ্বিজ, কভু ত সন্ন্যাসী ॥ ৩০৩ ॥
অতএব আপনে প্রভু গোপীভাব ধরি।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে কহে প্রাণনাথ করি ॥ ৩০৪ ॥
সেই কৃষ্ণ সেই গোপী—পরম বিরোধ।
অচিন্ত্য-চরিত্র প্রভুর অতি সুদুর্ব্বোধ ॥ ৩০৫ ॥
ইথে তর্ক করি কেহ না কর সংশয়।
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি এইমত হয় ॥ ৩০৬ ॥
অচিন্ত্য অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্য-বিহার।
চিত্র-ভাব, চিত্র-গুণ, চিত্র-ব্যবহার ॥ ৩০৭ ॥
তর্কে ইহা নাহি মানে যেই দুরাচার।
কুম্ভীপাকে পচে সেই—নাহিক নিস্তার ॥ ৩০৮ ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ৫ম-লহর্য্যাং (মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্ব ৫ অঃ ১২ শ্লোক)—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণং ॥ ৩০৯ ॥

যাহা প্রকৃতির অতীত, তাহাই অচিন্ত্য; যে সমস্ত ভাব অচিন্ত্য, তাহা তর্কের দ্বারা মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিও না, কেন না চিন্তার অতীত বিষয়ে তর্কের স্থান নাই ॥ ৩০৯ ॥

অদ্ভুত চৈতন্য-লীলায় যাহার বিশ্বাস।
সেই জন যায় চৈতন্যের পদ-পাশ ॥ ৩১০ ॥
প্রসঙ্গে কহিল এই সিদ্ধান্তের সার।
ইহা যেই শুনে শুদ্ধভক্তি হয় তার ॥ ৩১১ ॥
লিখিত গ্রন্থের যদি করি অনুবাদ।
তবে সে গ্রন্থের অর্থ পাইবে আস্বাদ ॥ ৩১২ ॥
দেখি গ্রন্থ-ভাগবতে ব্যাসের আচার।
কথা কহি অনুবাদ করে বারবার ॥ ৩১৩ ॥
তাতে আদিলীলার করি পরিচ্ছেদ-গণন।
প্রথম পরিচ্ছেদে কৈল মঙ্গলাচরণ— ॥ ৩১৪ ॥
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে চৈতন্য-তত্ত্ব-নিরূপণ—।
স্বয়ং ভগবান্ যেঁহ ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥ ৩১৫ ॥
তৃতীয় পরিচ্ছেদে জন্মের সামান্য কারণ—।
যুগধর্ম্মকৃষ্ণনাম-প্রেম-প্রচারণ ॥ ৩১৬ ॥
চতুর্থে কহিল জন্মের মূল প্রয়োজন—।
স্বমাধুর্য্য-প্রেমানন্দরস-আস্বাদন ॥ ৩১৭ ॥
পঞ্চমে শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব-নিরূপণ।
নিত্যানন্দ হৈলা রাম রোহিণীনন্দন ॥ ৩১৮ ॥
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অদ্বৈত-তত্ত্বের বিচার—।
অদ্বৈত-আচার্য্য—মহাবিষ্ণুর অবতার ॥ ৩১৯ ॥
সপ্তম পরিচ্ছেদে পঞ্চতত্ত্বের আখ্যান।
পঞ্চতত্ত্ব মিলি যৈছে কৈল প্রেমদান ॥ ৩২০ ॥

অষ্টমে চৈতন্য-লীলা-বর্ণন-কারণ।
এক কৃষ্ণনামের মহামহিমা-কথন ॥ ৩২১ ॥
নবমেতে ভক্তি-কল্পবৃক্ষের বর্ণন।
শ্রীচৈতন্য-মালী কৈল বৃক্ষ-আরোপণ ॥ ৩২২ ॥
দশমেতে মূলস্কন্ধের শাখাদি-গণন।
সর্ব্ব শাখাগণের যৈছে ফল-বিতরণ ॥ ৩২৩ ॥
একাদশে নিত্যানন্দ-শাখা-বিবরণ।
দ্বাদশে অদ্বৈতস্কন্ধ-শাখার বর্ণন ॥ ৩২৪ ॥
ত্রয়োদশে মহাপ্রভুর জন্ম-বিবরণ।
কৃষ্ণনাম সহ যৈছে প্রভুর জনম ॥ ৩২৫ ॥
চতুর্দ্দশে বাল্য-লীলার কিছু বিবরণ।
পঞ্চদশে পৌগণ্ড-লীলার সংক্ষেপ কথন ॥ ৩২৬
ষোড়শ পরিচ্ছদে কৈশোর-লীলার উদ্দেশ।
সপ্তদশে যৌবন-লীলার কহিল বিশেষ ॥ ৩২৭ ॥
এই সপ্তদশ আদিলীলার প্রবন্ধ।
দ্বাদশ প্রবন্ধ তাতে গ্রন্থ-মুখবন্ধ ॥ ৩২৮ ॥
পঞ্চ প্রবন্ধে পঞ্চ রসের চরিত।
সংক্ষেপে কহিল—অতি না কৈল বিস্তৃত ॥৩২৯॥
বৃন্দাবন দাস ইহা চৈতন্য-মঙ্গলে।
বিস্তারি বর্ণিলা নিত্যানন্দ-আজ্ঞা-বলে ॥ ৩৩০ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-লীলা অদ্ভুত অনন্ত।
ব্রহ্মা শিব শেষ যার নাহি পায় অন্ত ॥ ৩৩১ ॥
যেই যেই অংশ কহে শুনে—সেই ধন্য।
অচিরে মিলিবে তারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥ ৩৩২ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অদ্বৈত নিত্যানন্দ।
গদাধর শ্রীবাসাদি যত ভক্তবৃন্দ ॥ ৩৩৩ ॥
যত যত ভক্তগণ বৈসে বৃন্দাবনে।
নম্র হৈয়া শিরে ধরোঁ সবার চরণে ॥ ৩৩৪ ॥
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথ-দাস আর শ্রীজীব-চরণ ॥ ৩৩৫ ॥
শিরে ধরি বন্দো নিত্য, করোঁ তার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩৩৬ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যৌবনলীলাসূত্র-বর্ণনং
নাম সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

আদিলীলা সম্পূর্ণ।



শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈত-শ্রীপাদপদ্মেভ্যো নমঃ।

মধ্যলীলা

প্রথম পরিচ্ছেদ

যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি সদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ।
স শ্রীচৈতন্যদেবো মে ভগবান্ সম্প্রসীদতু ॥ ১ ॥

যাঁহার কৃপায় মূর্খ ব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ সর্ব্বদর্শী জ্ঞান লাভ করে, সেই ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ১ ॥

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ
তমোনুদৌ ॥ ২ ॥*

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্ব-পদাম্ভোজৌ রাধা-মদনমোহনৌ ॥ ৩ ॥†

দিব্যদ্‌বৃন্দারণ্য-কল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগার-সিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালিভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ৪ ॥ *

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবট-তট-স্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ
শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥ ৫ ॥ †

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় শচীসুত জয় দীনবন্ধু ॥ ৬ ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ৭ ॥
পূর্ব্বে কহিল আদিলীলার সূত্রগণ।
যাহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥ ৮ ॥

* অনুবাদ ২৫ পৃষ্ঠায় ২ দাগে দ্রষ্টব্য।
† অনুবাদ ২৮ পৃষ্ঠায় ১৫ দাগে দ্রষ্টব্য।

* অনুবাদ ২৮ পৃষ্ঠায় ১৬ দাগে দ্রষ্টব্য।
† অনুবাদ ২৮ পৃষ্ঠায় ১৭ দাগে দ্রষ্টব্য।

অতএব তার আমি সূত্রমাত্র কৈল।
যে কিছু বিশেষ সূত্র-মধ্যেই কহিল ॥ ৯ ॥

মধ্যলীলার সূচনা

এবে কহি শেষ-লীলার মুখ্য সূত্রগণ।
প্রভুর অশেষ লীলা না যায় বর্ণন ॥ ১০ ॥
তার মধ্যে যেই ভাগ দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে বিস্তারি করিলা বর্ণন ॥ ১১ ॥
সেই ভাগের ইঁহা সূত্রমাত্র লিখিব।
ইঁহা যে বিশেষ কিছু তাহা বিস্তারিব ॥ ১২ ॥
চৈতন্য-লীলার ব্যাস দাস বৃন্দাবন।
তাঁর আজ্ঞায় করি তাঁর উচ্ছিষ্ট-চর্ব্বণ ॥ ১৩ ॥
ভক্তি করি শিরে ধরি তাঁহার চরণ।
শেষলীলার সূত্রগণ করিয়ে বর্ণন ॥ ১৪ ॥
চব্বিশ বৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান।
তাঁহা যেই লীলা তার আদিলীলা নাম ॥ ১৫ ॥
চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥ ১৬ ॥
সন্ন্যাস করিয়া চব্বিশ বৎসর অবস্থান।
তাঁহা যেই লীলা তার শেষলীলা নাম ॥ ১৭ ॥
শেষলীলার 'মধ্য' 'অন্ত্য' দুই নাম হয়।
লীলা-ভেদে বৈষ্ণব-সব নামভেদ কয় ॥ ১৮ ॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
নীলাচল গৌড় সেতুবন্ধ বৃন্দাবন ॥ ১৯ ॥
তাঁহা যেই লীলা—তার 'মধ্যলীলা' নাম।
তার পাছে লীলা—'অন্ত্যলীলা' অভিধান ॥২
আদিলীলা, মধ্যলীলা, অন্ত্যলীলা আর।
এবে মধ্যলীলার কিছু করিয়ে বিস্তার ॥ ২১ ॥
অষ্টাদশ বর্ষ কেবল নীলাচলে স্থিতি।
আপনি আচরি জীবে শিখাইল ভক্তি ॥ ২২ ।
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ-সঙ্গে।
প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তাইল নৃত্য-গীত-রঙ্গে ॥ ২৩ ॥
নিত্যানন্দ-গোঁসাইরে পাঠাইল গৌড়দেশে।
তেঁহো গৌড়দেশ ভাসাইল প্রেমরসে ॥ ২৪ ॥
সহজেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণ-প্রেমোদ্দাম।
প্রভু-আজ্ঞায় কৈল যাঁহা তাঁহা দান ॥ ২৫ ॥
তাঁহার চরণে মোর কোটি নমস্কার।
চৈতন্যের ভক্তি যেঁহো লওয়াইল সংসার ॥ ২৬ ॥
চৈতন্য-গোঁসাই যাঁরে বলে বড় ভাই।
তেঁহো কহে—মোর প্রভু চৈতন্য-গোঁসাই ॥ ২৭ ॥
যদ্যপি আপনি হয় প্রভু বলরাম।
তথাপি চৈতন্যের করে দাস-অভিমান ॥ ২৮ ॥ *
চৈতন্য সেব, চৈতন্য গাও, লও চৈতন্য-নাম।
চৈতন্যে যে ভক্তি করে সেই মোর প্রাণ ॥ ২৯ ॥
এইমত লোকে চৈতন্য-ভক্তি লওয়াইল।
দীন-হীন-নিন্দকাদি সবা নিস্তারিল ॥ ৩০ ॥
তবে প্রভু ব্রজে পাঠাইল রূপ-সনাতন।
প্রভু-আজ্ঞায় দুই ভাই আইলা বৃন্দাবন ॥ ৩১ ॥
ভক্তি প্রচারিয়া সর্ব্ব তীর্থ প্রকাশিল।
মদনগোপাল-গোবিন্দের সেবা প্রচারিল ॥ ৩২ ॥
নানা শাস্ত্র আনি কৈল ভক্তিগ্রন্থ সার।
মূঢ় অধম জনেরে করিলা নিস্তার ॥ ৩৩ ॥
প্রভু-আজ্ঞায় কৈল সব শাস্ত্রের বিচার।
ব্রজের নিগূঢ়-ভক্তি করিল প্রচার ॥ ৩৪ ॥
হরিভক্তিবিলাস আর ভাগবতামৃত।
দশম-টিপ্পনী আর দশম-চরিত ॥ ৩৫ ॥
এই সব গ্রন্থ কৈল গোঁসাই সনাতন।
রূপ-গোঁসাই কৈল যত কে করু গণন ॥ ৩৬ ॥
প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন।
লক্ষ গ্রন্থ কৈল ব্রজ-বিলাস-বর্ণন ॥ ৩৭ ॥
রসামৃত-সিন্ধু আর বিদগ্ধ-মাধব।
উজ্জ্বলনীলমণি আর ললিত-মাধব ॥ ৩৮ ॥
দানকেলিকৌমুদী আর বহু স্তবাবলী।
অষ্টাদশ-লীলাচ্ছন্দ আর পদ্যাবলী ॥ ৩৯ ॥
গোবিন্দ-বিরুদাবলী তাহার লক্ষণ।
মথুরা-মাহাত্ম্য আর নাটক-বর্ণন ॥ ৪০ ॥

* নিত্যানন্দ স্বয়ং বলরামের অবতার, তবুও তিনি ভাবেন—আমি চৈতন্যের দাস।

লঘুভাগবতামৃতাদি কে করু গণন ।
সর্ব্বত্র করিল ব্রজ-বিলাস-বর্ণন ॥ ৪১ ॥
তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র—নাম শ্রীজীব গোঁসাই ।
যত ভক্তিগ্রন্থ কৈল তার অন্ত নাই ॥ ৪২ ॥
ভাগবত-সন্দর্ভ নাম গ্রন্থ বিস্তার ।
ভক্তি-সিদ্ধান্তের তাতে লিখিয়াছেন সার ॥ ৪৩ ॥
গোপালচম্পূ নামে তাঁর গ্রন্থ মহাশূর ।
নিত্যলীলা-স্থাপন যাহে ব্রজরসপূর ॥ ৪৪ ॥ *
এইমত নানা গ্রন্থ করিয়া প্রকাশ ।
গোষ্ঠী-সহিতে কৈল বৃন্দাবন-বাস ॥ ৪৫ ॥
প্রথম বৎসরে অদ্বৈতাদি ভক্তগণ ।
প্রভুরে দেখিতে কৈল নীলাদ্রি গমন ॥ ৪৬ ॥
রথযাত্রা দেখি তাঁহা রহিলা চারিমাস ।
প্রভু-সঙ্গে নৃত্য-গীত করেন উল্লাস ॥ ৪৭ ॥
বিদায়-সময়ে প্রভু কহিলা সবারে— ।
প্রত্যব্দ আসিবে সবে গুণ্ডিচা দেখিবারে ॥ ৪৮ ॥
প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া ।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যান প্রভুরে মিলিয়া ॥ ৪৯ ॥
বিংশতি বর্ষ ঐছে করে গতাগতি ।
অন্যোন্যে দোঁহা বিনু দোঁহার নাহি স্থিতি ॥ ৫০ ॥
শেষ আর যেই রহে দ্বাদশ বৎসর ।
কৃষ্ণের বিরহ-লীলা প্রভুর অন্তর ॥ ৫১ ॥
নিরন্তর রাত্রি-দিন বিরহ-উন্মাদে ।
হাসে কাঁদে নাচে গায় পরম-বিষাদে ॥ ৫২ ॥
যে কালে করেন জগন্নাথ-দরশন ।
মনে ভাবে কুরুক্ষেত্রে পাইয়াছি মিলন ॥ ৫৩ ॥
রথযাত্রায় আগে যবে করেন নর্ত্তন ।
তাঁহা এই পদমাত্র করেন গায়ন ॥ ৫৪ ॥

তথাহি পদং—

সেই ত পরাণ-নাথ পাইনু ।
যাহা লাগি মদন-দহনে ঝুরি গেনু ॥ ৫৫ ॥
এই ধূয়া-গানে নাচেন দ্বিতীয় প্রহর ।
কৃষ্ণ লৈয়া ব্রজে যাই—এ ভাব অন্তর ॥ ৫৬ ॥
এই ভাবে নৃত্য-মধ্যে পড়ে এক শ্লোক ।
সেই শ্লোকের অর্থ কেহ নাহি বুঝে লোক ॥ ৫৭ ॥

তথাহি কাব্যপ্রকাশে ১ম উল্লাসে ৪র্থ-শ্লোকঃ—

যঃ কৌমার-হরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিত-মালতী-সুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ
কদম্বানিলাঃ ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত-ব্যাপার-লীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরু-তলে চেতঃ
সমুৎকণ্ঠতে ॥ ৫৮ ॥

রেবা অর্থাৎ নর্ম্মদা নদীর তীরে পূর্ব্বাচরিত-কেলি-সুখ লাভ করিবার জন্য সেই স্থান প্রাপ্তির অভিলাষে কোনও নায়িকা উৎকণ্ঠিত থাকিয়া নিজ সখীকে বলিতেছেন, সখি! অবিবাহিত অবস্থায় যিনি আমার সহিত মিলিত হইয়া আমার কুমারিকাদশার হানি করিয়াছেন, এক্ষণে তিনিই আমাকে বিবাহ করিয়া আমাকে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সেই প্রথম মিলনের সময় যে চৈত্র মাসের রাত্রি ছিল, এখনও সেইই রাত্রি, এবং এখনও কদম্ব কাননের মধ্য দিয়া বিকশিত মালতী পুষ্পের গন্ধবাহী সেই সমীরণ মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইতেছে, তথাপি আমার চিত্ত কন্দর্প-কেলির নিমিত্ত এই গৃহ হইতে সেই রেবা তটস্থ বেতসী বৃক্ষের তলে যাইবার জন্য ধাবিত হইতেছে ॥ ৫৮ ॥

এই শ্লোকের অর্থ জানে একেলা স্বরূপ ।
দৈবে সে বৎসর তাঁহা গিয়াছেন রূপ ॥ ৫৯ ॥*

---

* এ স্থলে মহাশূর শব্দের অর্থ—মহৎ। শ্রীজীব গোস্বামীর গোপালচম্পূ নামক গ্রন্থ অতীব মহৎ। সেই গ্রন্থে তিনি ব্রজের নিখিল রস কীর্ত্তন করিয়া নিত্যলীলা স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন।

* এই শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য একমাত্র স্বরূপ গোস্বামীই অবগত আছেন। সেই বৎসরেই দৈবাধীন শ্রীরূপগোস্বামী নীলাদ্রিতে গিয়াছিলেন।

প্রভু-মুখে শ্লোক শুনি শ্রীরূপ গোঁসাই।
সেই শ্লোকের অর্থ-শ্লোক করিল তথাই ॥ ৬০ ॥

জগন্নাথ-দর্শনে মহাপ্রভুর কুরুক্ষেত্রমিলন-ভাবাবেশ ও প্রসঙ্গক্রমে শ্রীরূপ-কৃত শ্লোকের প্রশংসা

শ্লোক করি এক তালপত্রেতে লিখিয়া।
আপন-বাসার চালে রাখিল গুঁজিয়া ॥ ৬১ ॥
শ্লোক রাখি গেলা সমুদ্র-স্নান করিতে।
হেনকালে আইলা প্রভু তাঁহারে মিলিতে ॥ ৬২ ॥
হরিদাস ঠাকুর আর রূপ সনাতন।
জগন্নাথ-মন্দিরে নাহি যান তিন জন ॥ ৬৩ ॥
প্রভু জগন্নাথের উপল-ভোগ দেখিয়া।*
নিজ-গৃহে যান এই তিনেরে মিলিয়া ॥ ৬৪ ॥
এই তিন মধ্যে যবে থাকে যেই জন।
তাঁরে আসি আপনে মিলে—প্রভুর নিয়ম ॥ ৬৫॥
দৈবে আসি প্রভু যবে উর্দ্ধেতে চাহিল।
চালে গোঁজা তালপত্রে সেই শ্লোক পাইল ॥৬৬॥
শ্লোক পড়ি প্রভু আছেন আবিষ্ট হইয়া।
রূপ-গোঁসাই আসি পড়িলা দণ্ডবত হইয়া ॥ ৬৭ ॥
উঠি মহাপ্রভু তারে চাপড় মারিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু কোলেতে করিয়া ॥ ৬৮ ॥
মোর শ্লোকের অভিপ্রায় কেহ নাহি জানে।
মোর মনের কথা তুই জানিলি কেমনে ॥ ৬৯ ॥
এত বলি তাঁরে বহু প্রসাদ করিয়া।
স্বরূপ-গোঁসাইরে শ্লোক দেখাইল লৈয়া ॥ ৭০ ॥
স্বরূপে পুছেন প্রভু হইয়া বিস্মিতে—।
মোর মনের কথা রূপ জানিল কেমতে ॥ ৭১ ॥
স্বরূপ কহেন—যাতে জানিল তোমার মন।
তাতে জানি—হয় তোমার কৃপার ভাজন ॥ ৭২ ॥
প্রভু কহেন—তারে আমি সন্তুষ্ট হইয়া।
আলিঙ্গন কৈল সর্ব্বশক্তি সঞ্চারিয়া ॥ ৭৩ ॥

যোগ্যপাত্র হয় গূঢ়রস-বিবেচনে।
তুমিও কহিও তাঁরে গূঢ়-রসাখ্যানে ॥ ৭৪ ॥*
এ সব কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
সংক্ষেপে উদ্দেশ কৈল প্রস্তাব পাইয়া ॥ ৭৫ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং (৩৭৬) শ্রীরূপগোস্বামিপাদৈরুক্তোঽয়ং শ্লোকঃ—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি! কুরুক্ষেত্র-মিলিত
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গম-সুখং।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুর-মুরলী-পঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দী-পুলিন-বিপিনায়
স্পৃহয়তি ॥ ৭৬ ॥

কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণসহ মিলন হইলে শ্রীরাধিকা স্বীয় প্রিয় সহচরীকে বলিতে লাগিলেন, হে সখি! বৃন্দাবনে আমার সহিত বিহারকারী সেই শ্রীকৃষ্ণই এই কুরুক্ষেত্রে আমার সহিত মিলিত হইয়াছেন এবং আমিও সেইই রাধা, আমাদের উভয়ের মিলন-সুখও সেইরূপই; তথাপি এ যমুনা পুলিন বনে পঞ্চম-স্বরে মধুর মুরলীধ্বনি হইতে থাকে, সেই বৃন্দাবনে যাইয়া কৃষ্ণসহ মিলিবার জন্য আমার মন ব্যাকুল হইয়াছে, কেন না এই কুরুক্ষেত্রের মিলনে আমি সে সুখানুভব করিতে পারিতেছি না ॥ ৭৬ ॥

এই শ্লোকের সংক্ষেপার্থ শুন ভক্তগণ।
জগন্নাথ দেখি যৈছে প্রভুর ভাবন ॥ ৭৭ ॥
শ্রীরাধিকা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের দর্শন।
যদ্যপি পায়েন তবু ভাবেন ঐছন ॥ ৭৮ ॥
রাজবেশ হাতী ঘোড়া মনুষ্য-গহন।
কাঁহা গোপবেশ কাঁহা নির্জ্জন বৃন্দাবন ॥ ৭৯ ॥
সেই ভাব, সেই কৃষ্ণ, সেই বৃন্দাবন।
যবে পাই, তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥ ৮০ ॥

* ফল ও মিষ্ট দ্রব্যাদির প্রাতঃকালীন ভোগের নাম -উপল-ভোগ।

* শ্রীরূপগোস্বামীই গূঢ়রসের বিচার বিষয়ে যোগ্যপাত্র, সুতরাং সেই যেন এই রস বিবৃত করে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৮২।৩৫ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যং—

আহুশ্চ তে নলিননাভ ! পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধ-বোধৈঃ।
সংসার-কূপ-পতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥ ৮১ ॥

কুরুক্ষেত্র-মিলনে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীগণের বিরহানল-তপ্ত হৃদয়কে সুশীতল করিবার জন্য তত্ত্বোপদেশ করিতে থাকিলে, শ্রীরাধিকা সহ গোপীগণ বলিতে লাগিলেন, হে পদ্মনাভ ! হে পরম সুন্দর ! তুমি আর আমাদিগকে তত্ত্বকথা শুনাইয়া কি শান্ত করিবে ? আমরা তোমার অনুপম রূপেই একেবারে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছি, তাহাতেই পরমানন্দ উপভোগ করিতেছি, সুতরাং তত্ত্বোপদেশ করিয়া তোমার আর আমাদিগকে আনন্দ দিতে হইবে না, তোমার ও তত্ত্বোপদেশ আমাদের কর্ণে প্রবেশই করিবে না। পরন্তু গভীর জ্ঞানান্বিত যোগিগণ তোমার যে পদারবিন্দ হৃদয়-মধ্যে চিন্তা করেন এবং সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণ পবিত্রাণ লাভ করিবার জন্য তোমার যে পাদ-পদ্ম আশ্রয় করে, সেই পাদপদ্ম গৃহাসক্ত আমাদের অর্থাৎ বৃন্দাবনাসক্ত ব্রজগোপী আমাদের মনে সর্ব্বদা উদয় হউক।

তোমার চরণ মোর ব্রজপুর-ঘরে।
উদয় করয়ে যদি তবে বাঞ্ছা পূরে ॥ ৮২ ॥
ভাগবতের শ্লোক-গূঢ়ার্থ বিশদ করিয়া।
রূপ-গোঁসাই শ্লোক কৈল লোক বুঝাইয়া ॥ ৮৩ ॥

তথাহি ললিতমাধবে ১০ম-অঙ্কে ৩৮শ শ্লোক :—

যা তে লীলারস-পরিমলোদ্গারি-বন্যা-পরীতা
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাধুরী-মাধুরীভিঃ।
তত্রাস্মাভিশ্চটুল-পশুপীভাব-মুগ্ধান্তরাভিঃ
সংবীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসি-বেণুর্বিহারং ॥ ৮৪ ॥

দ্বারকায় বিশ্বকর্ম্মা-বিরচিত নব-বৃন্দাবনে কৃষ্ণসহ মিলিতা বলিতেছেন, হে নাথ ! তোমার লীলারসের সুগন্ধ-বিস্তারকারী বন-সমূহে পরিবেষ্টিত এবং মাধুর্য্য-পারিপাট্য-সমন্বিত যে ব্রজভূমি পরম শোভনীয়রূপে বিরাজ করিতেছে, তুমি সেইখানে আসিয়া অধীর-মতি ও পর-কীয়ারস মুগ্ধা গোপীগণ আমরা, যাহারা ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ববিধ ধর্ম্মোল্লঙ্ঘন করিয়াছে, সেই আমাদের সহিত বংশীবাদন করিতে করিতে বিহার কর ॥ ৮৪ ॥

এইমত মহাপ্রভু দেখে জগন্নাথে।
সুভদ্রা সহিত দেখে বংশী নাহি হাতে ॥ ৮৫ ॥
ত্রিভঙ্গ সুন্দর ব্রজের ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা পাব—এই বাঞ্ছা বাঢ়ে অনুক্ষণ ॥ ৮৬ ॥
রাধিকার উন্মাদ যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
উদ্‌ঘূর্ণা প্রলাপ তৈছে প্রভুর রাত্রিদিনে ॥ ৮৭ ॥*
দ্বাদশ বৎসর শেষ ঐছে গোঙাইল।
এইমত শেষলীলা ত্রিবিধানে কৈল ॥ ৮৮ ॥
সন্ন্যাস করি চব্বিশ বৎসর কৈল যে যে কর্ম্ম।
অনন্ত অপার তার কে জানিবে মর্ম্ম ॥ ৮৯ ॥

মধ্যলীলার সূত্র-বর্ণন

উদ্দেশ করিতে করি দিগদরশন।
মুখ্য মুখ্য লীলার করি সূত্র-গণন ॥ ৯০ ॥
প্রথম সূত্র—প্রভুর সন্ন্যাস-করণ।
প্রেমেতে বিহ্বল—বাহ্য নাহিক স্মরণ ॥ ৯১ ॥
তবে ত চলিলা প্রভু শ্রীবৃন্দাবন।
রাঢ়দেশে তিন দিন করিল ভ্রমণ ॥ ৯২ ॥
নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভু ভুলাইয়া।
গঙ্গাতীরে লৈয়া আইলা যমুনা বলিয়া ॥ ৯৩ ॥
শান্তিপুরে আচার্য্যের গৃহে আগমন।
প্রথম ভিক্ষা কৈল তাঁহা রাত্রে সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৯৪ ॥
মাতা ভক্তগণে তাঁহা করিল মিলন।
সর্ব্ব সমাধিয়া কৈল নীলাদ্রি-গমন ॥ ৯৫ ।

* প্রেমে চিত্ত বিহ্বল হইলে যে সব বিপরীত কার্য্যাদি করে তাহার নাম উদ্‌ঘূর্ণা।
প্রলাপ—আবোল-তাবোল বকা, যার কোনও মানে নাই।

পথে নানা লীলা, সব-দেব দরশন।
মাধব-পুরীর কথা গোপাল-স্থাপন ॥ ৯৬ ॥
ক্ষীর-চুরির কথা,সাক্ষিগোপাল বিবরণ।
নিত্যানন্দ কৈল প্রভুর দণ্ড-ভঞ্জন ॥ ৯৭ ॥
ক্রুদ্ধ হৈয়া একা গেলা জগন্নাথ দেখিতে।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িলা ভূমিতে ॥ ৯৮ ॥
সার্ব্বভৌম লৈয়া আইলা আপন-ভবন।
তৃতীয় প্রহরে হৈল প্রভুর চেতন ॥ ৯৯ ॥
নিত্যানন্দ জগদানন্দ দামোদর মুকুন্দ।
পাছে আসি মিলি সবে পাইলা আনন্দ ॥ ১০০
তবে সার্ব্বভৌমে প্রভু প্রসাদ করিল।
আপন-ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তি তাঁরে দেখাইল ॥ ১০১ ॥
তবে ত করিলা প্রভু দক্ষিণ-গমন।
কূর্ম্মক্ষেত্রে কৈল বাসুদেব-বিমোচন ॥ ১০২ ॥
জীয়ড়-নৃসিংহে কৈল নৃসিংহ-স্তবন।
পথে পথে গ্রামে গ্রামে নাম-প্রবর্ত্তন ॥ ১০৩ ॥
গোদাবরী-তীরে বনে বৃন্দাবন-ভ্রম।
রামানন্দ-রায়-সনে তাঁহাই মিলন ॥ ১০৪ ॥
ত্রিমল্ল-ত্রিপদী-স্থান কৈল দরশন।
সর্ব্বত্র করিল কৃষ্ণনাম-প্রচারণ ॥ ১০৫ ॥
তবে ত পাষণ্ডীগণ করিল দলন।
অহোবল নৃসিংহাদি কৈল দরশন ॥ ১০৬ ॥
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আইলা কাবেরীর তীর।
শ্রীরঙ্গ দেখিয়া প্রেমে হইলা অস্থির ॥ ১০৭ ।
ত্রিমল্ল-ভট্টের ঘরে কৈল প্রভু বাস।
তাঁহাই রহিলা প্রভু বর্ষা চারিমাস ॥ ১০৮ ॥
শ্রীবৈষ্ণব ত্রিমল্ল-ভট্ট পরম-পণ্ডিত।
গোঁসাই পাণ্ডিত্য-প্রেমে হইলা বিস্মিত ॥ ১০৯
চাতুর্ম্মাস্য তাঁহা প্রভু শ্রীবৈষ্ণব সনে।
গোঙাইল নৃত্যগীত-কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে ॥ ১১০ ॥
চাতুর্ম্মাস্য-অন্তে পুনঃ দক্ষিণে গমন।
পরমানন্দ-পুরী সহ তাঁহাই মিলন ॥ ১১১ ॥
তবে ভট্টমারী হৈতে কৃষ্ণদাসের উদ্ধার।
রাম-জপী বিপ্র-মুখে কৃষ্ণনাম-প্রচার ॥ ১১২ ॥

শ্রীরঙ্গ-পুরীর সহ হইল মিলন।
রামদাস-বিপ্রের কৈল দুঃখ-বিমোচন ॥ ১১৩ ॥
তত্ত্ববাদী সহ কৈল তত্ত্বের বিচার।
আপনাকে হীনবুদ্ধি হৈল তাঁ-সবার ॥ ১১৪ ॥
অনন্ত পুরুষোত্তম শ্রীজনার্দ্দন।
পদ্মনাভ বাসুদেব কৈল দরশন ॥ ১১৫ ॥
তবে প্রভু কৈল সপ্ততাল-বিমোচন।
সেতুবন্ধে স্নান রামেশ্বর-দরশন ॥ ১১৬ ॥
তাঁহাই করিল কূর্ম্মপুরাণ-শ্রবণ।
মায়া-সীতা নিল রাবণ তাহাতে লিখন ॥ ১১৭ ॥
শুনিয়া প্রভুর আনন্দিত হৈল মন।
রামদাস-বিপ্রের কথা হইল স্মরণ ॥ ১১৮ ॥
সেই পুরাতন পত্র আগ্রহ করি নিল।
রামদাসে দেখাইয়া দুঃখ খণ্ডাইল ॥ ১১৯ ॥
ব্রহ্মসংহিতা কর্ণামৃত দুই পুঁথি পাইয়া।
দুই পুস্তক লৈয়া আইল উত্তম জানিয়া ॥ ১২০ ।
পুনরপি নীলাচলে গমন করিল।
ভক্তগণে মিলিয়া স্নানযাত্রা দেখিল ॥ ১২১ ॥
অনবসরে জগন্নাথের না পাইয়া দর্শন।
বিরহে আলাল-নাথে করিলা গমন ॥ ১২২ ॥
ভক্ত-সঙ্গে দিনকত তাঁহাই রহিল।
গৌড়ের ভক্ত আইসে—সমাচার পাইল ॥ ১২৩ ॥
নিত্যানন্দ সার্ব্বভৌম আগ্রহ করিয়া।
নীলাচলে আইলা মহাপ্রভুকে লইযা ॥ ১২৪ ॥
বিরহে বিহ্বল প্রভু গোঙায় রাত্রিদিনে।
হেনকালে আইলা গৌড়ের ভক্তগণে ॥ ১২৫ ॥
সবে মিলি যুক্তি করি কীর্ত্তন আরম্ভিল।
কীর্ত্তন-আবেশে প্রভুর মন স্থির হৈল ॥ ১২৬ ॥
পূর্ব্বে যবে প্রভু রামানন্দেরে মিলিলা।
নীলাচলে আসিবারে তাঁরে আজ্ঞা দিলা ॥ ১২৭
রাজ-আজ্ঞা লৈয়া তেঁহো আইলা কতদিনে।
রাত্রিদিনে কৃষ্ণকথা রামানন্দ-সনে ॥ ১২৮ ॥
কাশীমিশ্রে কৃপা, প্রদ্যুম্ন-মিশ্রাদি-মিলন।
পরমানন্দপুরী-গোবিন্দ-কাশীশ্বরাগমন ॥ ১২৯ ॥

দামোদরস্বরূপ-মিলন পরম আনন্দ।
শিখি-মাহিতি-মিলন রায় ভবানন্দ ॥ ১৩০ ॥
গৌড় হৈতে সর্ব্ব বৈষ্ণবের আগমন।
কুলীনগ্রামবাসি-সঙ্গে প্রথম মিলন ॥ ১৩১ ॥
নরহরি-দাস আদি যত খণ্ডবাসী।
শিবানন্দ-সঙ্গে মিলিলা সবে আসি ॥ ১৩২ ॥
স্নানযাত্রা দেখি প্রভু সঙ্গে ভক্তগণ।
সবা লৈয়া কৈল প্রভু গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ॥ ১৩৩ ॥
সবা-সঙ্গে তবে রথযাত্রা দরশন।
রথ-আগে নৃত্য করি উদ্যান-গমন ॥ ১৩৪ ॥
প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈল সেই স্থানে।
গৌড়ের ভক্তে আজ্ঞা দিল বিদায়ের দিনে ॥১৩৫॥
প্রত্যব্দ আসিবে রথযাত্রা-দরশনে।
এই ছলে চাহে ভক্তগণের মিলনে ॥ ১৩৬ ॥
সার্ব্বভৌম-ঘরে প্রভুর ভিক্ষা-পরিপাটী।
ষাঠীর মাতা কহে যাতে রাণ্ডী হউক ষাঠী ॥১৩৭॥
বর্ষান্তরে অদ্বৈতাদি ভক্তের আগমন।
শিবানন্দ সেন করে সবার পালন ॥ ১৩৮ ॥
শিবানন্দ-সঙ্গে আইলা কুক্কুর ভাগ্যবান্।
প্রভুর চরণ দেখি কৈল অন্তর্দ্ধান ॥ ১৩৯ ॥*
পথে সার্ব্বভৌম সহ সবার মিলন।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কাশীতে গমন ॥ ১৪০ ॥
প্রভুরে মিলিলা সব বৈষ্ণব আসিয়া।
জলক্রীড়া কৈল প্রভু সবারে লইয়া ॥ ১৪১ ॥
সবা লৈয়া কৈল গুণ্ডিচা-গৃহ-সম্মার্জ্জন।
রথযাত্রা-দরশনে প্রভুর নর্ত্তন ॥ ১৪২ ॥
উপবনে কৈল প্রভু বিবিধ বিলাস।
প্রভুর অভিষেক কৈল বিপ্র কৃষ্ণদাস ॥ ১৪৩ ॥
গুণ্ডিচাতে নৃত্য-অন্তে কৈল জলকেলি।
হোরা-পঞ্চমীতে দেখিল লক্ষ্মীদেবীর কেলি ॥১৪৪॥
কৃষ্ণ-জন্মযাত্রাতে প্রভু গোপবেশ হৈল।
দধি-ভার বহি তবে লগুড় ফিরাইল ॥ ১৪৫ ॥

গৌড়ের ভক্তগণে তবে করিল বিদায়।
সঙ্গের ভক্ত লৈয়া করে কীর্ত্তন সদায় ॥ ১৪৬ ॥
বৃন্দাবন যাইতে কৈল গৌড়েরে গমন।
প্রতাপরুদ্র কৈল পথে বিবিধ সেবন ॥ ১৪৭ ॥
পুরী-গোঁসাইর সঙ্গে বস্ত্র-প্রদান-প্রসঙ্গ।
রামানন্দ রায় আইলা ভদ্রক পর্য্যন্ত ॥ ১৪৮ ॥
আসি বিদ্যাবাচস্পতি-গৃহেতে রহিলা।
প্রভুরে দেখিতে লোক-সংঘট্ট হইলা ॥ ১৪৯ ॥
পঞ্চদিন দেখে লোক—নাহিক বিশ্রাম।
লোক-ভয়ে রাত্রে প্রভু আইলা কুলিয়াগ্রাম ॥১৫০॥
কুলিয়া-গ্রামেতে প্রভুর শুনি আগমন।
কোটি কোটি লোক আসি কৈল দরশন ॥ ১৫১ ॥
কুলিয়া-গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ।
গোপাল-বিপ্রের ক্ষমাইল শ্রীবাস-অপরাধ ॥১৫২॥
পাষণ্ডী নিন্দুক আসি পড়িল চরণে।
অপরাধ ক্ষমি তারে দিল কৃষ্ণপ্রেমে ॥ ১৫৩ ॥
বৃন্দাবনে যাবেন প্রভু শুনি নৃসিংহানন্দ।
পথ সাজাইল মনে পাইয়া আনন্দ ॥ ১৫৪ ॥
কুলিয়া-নগর হৈতে পথ রত্নে বান্ধাইল।
নির্বৃন্ত-পুষ্প শয্যা উপরে পাতিল ॥ ১৫৫ ॥
পথের দুই দিকে পুষ্প বকুলের শ্রেণী।
মধ্যে মধ্যে দুই পাশে দিব্য পুষ্করিণী ॥ ১৫৬ ॥
রত্নবান্ধা ঘাট তাতে প্রফুল্ল কমল।
নানা-পক্ষি-কোলাহল, সুধা-সম জল ॥ ১৫৭ ॥
শীতল সমীর বহে নানা গন্ধ লইয়া।
কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত লৈল বান্ধিয়া ॥ ১৫৮ ॥
আগে মন নাহি চলে, না পারে বান্ধিতে।
পথ বান্ধা না যায়—নৃসিংহ হইলা বিস্মিতে ॥১৫৯॥
নিশ্চয় করিয়া কহে—শুন ভক্তগণ।
এবারে না যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ॥ ১৬০ ॥
কানাইর নাটশালা হৈতে আসিবেন ফিরিয়া।
জানিবে পশ্চাৎ—কহিলুঁ নিশ্চয় করিয়া ॥১৬১॥
গোঁসাই কুলিয়া হৈতে চলিল বৃন্দাবন।
সঙ্গে সহস্রেক লোক যত ভক্তগণ ॥ ১৬২ ॥

* প্রভুর চরণারবিন্দ দর্শন করিবামাত্র সেই ভাগ্যবানের লোকান্তর ঘটে।

যাঁহা যায় প্রভু তাঁহা কোটি কোটি লোক।
দেখিতে আইসে, দেখি খণ্ডে দুঃখ শোক ॥১৬৩॥
যাঁহা যাঁহা প্রভুর চরণ পড়য়ে চলিতে।
সেই মৃত্তিকা লয় লোক—গর্ত্ত হয় পথে ॥ ১৬৪ ॥
ঐছে চলি আইলা প্রভু রামকেলি-গ্রাম।
গৌড়ের নিকটে গ্রাম অতি অনুপাম ॥ ১৬৫ ॥
তাঁহা নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন।
কোটি কোটি লোক আইসে দেখিতে চরণ ॥১৬৬॥
গৌড়েশ্বর যবন-রাজা প্রভাব শুনিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু বিস্মিত হইয়া— ॥ ১৬৭ ॥
বিনা দানে যার পাছে এত লোক হয়।
সেই ত গোঁসাই—ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥ ১৬৮ ॥
কাজী যবন কেহো ইঁহার না কর হিংসন।
আপন-ইচ্ছায় চলুন যাঁহা উঁহার মন ॥ ১৬৯ ॥
কেশব ছত্রীরে রাজা বার্ত্তা পুছিল।
প্রভুর মহিমা ছত্রী উড়াইয়া দিল— ॥ ১৭০ ॥
ভিখারী সন্ন্যাসী করে তীর্থ-পর্য্যটন।
তাঁরে দেখিবারে আইসে দুই-চারি-জন ॥ ১৭১ ॥
যবনে তোমার ঠাঁই করয়ে লাগানি।
তাঁর হিংসায় লাভ নাহি, হয় আরো হানি ॥১৭২॥
রাজারে প্রবোধি কেশব ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া।
চলিবার তরে প্রভুকে পাঠাইল কহিয়া ॥ ১৭৩ ॥
দবীরখাসেরে রাজা পুছিল নিভৃতে।
গোঁসাইর মহিমা তেঁহো লাগিলা কহিতে ॥১৭৪॥
যে তোমারে রাজ্য দিল তোমার গোসাইয়া।
তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে জন্মিলা
আসিয়া ॥ ১৭৫ ॥
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে—কার্য্য-সিদ্ধ হয়।
ইঁহার আশীর্ব্বাদে তোমার সর্ব্বত্রতে
জয় ॥ ১৭৬ ॥
মোরে কেন পুছ, তুমি পুছ আপন-মন।
তুমি নরাধিপ হও—বিষ্ণু-অংশ-সম ॥ ১৭৭ ॥
তোমার চিত্তে চৈতন্যেরে কৈছে হয় জ্ঞান।
তোমার চিত্তে যেই লয়—সেই ত প্রমাণ ॥১৭৮॥

রাজা কহে—শুন মোর মনে যেই লয়—।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইঁহো—নাহিক সংশয় ॥ ১৭৯ ॥
এত কহি রাজা গেলা নিজ-অভ্যন্তরে।
দবীরখাস তবে আইল আপনার ঘরে ॥ ১৮০ ॥
ঘরে আসি দুই ভাই যুকতি করিয়া।
প্রভু দেখিবারে যায় বেশ লুকাইয়া ॥ ১৮১ ॥
অর্দ্ধরাত্রে দুই ভাই আইলা প্রভু স্থানে।
প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ-হরিদাস-সনে ॥ ১৮২ ॥
তবে তাঁরা দুই জন জানাইল প্রভুরে।
রূপ সাকরমল্লিক আইলা তোমা দেখিবারে ॥১৮৩॥
দুই গুচ্ছ তৃণ দোঁহে দশনে ধরিয়া।
গলে বস্ত্র বান্ধি পড়ে দণ্ডবত হৈয়া ॥ ১৮৪ ॥
দৈন্য রোদন করে আনন্দে বিহ্বল।
প্রভু কহে—উঠ উঠ, হইল মঙ্গল ॥ ১৮৫ ॥
উঠি দুই ভাই তবে দন্তে তৃণ ধরি।
দৈন্য করি স্তুতি করে করযোড় করি— ॥১৮৬॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
পতিতপাবন জয় জয় মহাশয় ॥ ১৮৭ ॥
নীচ-জাতি, নীচ-সঙ্গী, করি নীচ-কাজ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ ॥১৮৮॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
সাধনভক্তিলহর্য্যাং

মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে
পুরুষোত্তম ॥ ১৮৯ ॥

হে মহাপুরুষ! আমার সমান পাপী ও আমার মত অপরাধী আর কেহ নাই; আমি এত পাপী, এত অপরাধী যে, তোমার নিকট দোষ-মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেও আমার লজ্জা বোধ হইতেছে ॥ ১৮৯ ॥

পতিত তারিতে প্রভু! তোমার অবতার।
আমা বই জগতে পতিত নাহি আর ॥ ১৯০ ॥

জগাই মাধাই দুই করিলে উদ্ধার।
তারে উদ্ধারিতে শ্রম নহিল তোমার ॥ ১৯১ ॥
ব্রাহ্মণ-জাতি তারা, নবদ্বীপে ঘর।
নীচ-সেবা নাহি করে, নহে নীচের কূর্পর ॥১৯২॥*
সবে এক দোষ তার হয়—পাপাচার।
পাপরাশি দহে নামাভাসেতে তোমার ॥ ১৯৩ ॥
তোমার নাম লৈয়া করে তোমার নিন্দন।
সেই নাম হয় তার মুক্তির কারণ ॥ ১৯৪ ॥
জগাই মাধাই হৈতে কোটি কোটি গুণে।
অধম পতিত পাপী মোরা দুইজনে ॥ ১৯৫ ॥
ম্লেচ্ছ-জাতি, ম্লেচ্ছ-সঙ্গী, করি ম্লেচ্ছ-কর্ম্ম।
গো-ব্রাহ্মণ-দ্রোহি সঙ্গে আমার সঙ্গম ॥ ১৯৬ ॥
মোর কর্ম্ম মোর হাতে গলায় বান্ধিয়া।
কুবিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তে দিয়াছে ফেলিয়া ॥ ১৯৭ ॥
আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে।
পতিতপাবন তুমি—সবে তোমা বিনে ॥ ১৯৮ ॥
আমা উদ্ধারিয়া যদি দেখাও নিজ-বল।
'পতিতপাবন'-নাম তবে সে সফল ॥ ১৯৯ ॥
সত্য এক বাত কহোঁ—শুন দয়াময়।
মো বিনু দয়ার পাত্র জগতে না হয় ॥ ২০০ ॥
মোরে দয়া করি কর স্বদয়া সফল।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক তোমার দয়া-বল ॥ ২০১ ॥

তথাহি যামুনাচার্য্য-স্তোত্রে—

ন মৃষা পরমার্থমেব মে শৃণু বিজ্ঞাপনমেকমগ্রতঃ।
যদি মে ন দয়িষ্যসে তদা দয়নীয়স্তব
নাথ দুর্ল্লভঃ ॥ ২০২ ॥

হে নাথ! আমি একটা সত্য কথা নিবেদন করিতেছি শোন; ইহা মিথ্যা কথা নহে; যদি তুমি আমাকে দয়া না কর, তবে তোমার দয়ার পাত্র পাওয়া শক্ত হইবে ॥ ২০২ ॥

* কূর্পর—জানু, এখানে ভাবার্থ অধীন

আপনা অযোগ্য দেখি মনে পাঙ ক্ষোভ।
তথাপি তোমার গুণে উপজয়ে লোভ ॥ ২০৩ ॥
বামন যৈছে চাঁদ ধরিতে চায় করে।
তৈছে মোর এই বাঞ্ছা উঠয়ে অন্তরে ॥ ২০৪ ॥

তথাহি যামুনাচার্য্যস্তোত্রে—

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরং
প্রশান্ত-নিঃশেষ-মনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিক-নিত্যকিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি স নাথ! জীবিতং ॥ ২০৫ ॥

হে নাথ! সেই অতি নীচ আমি কবে সর্ব্বতোভাবে বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবলমাত্র তোমার দাস হইয়া নিরন্তর তোমার সেবা করিয়া আমার জীবনকে আনন্দিত করিব? ॥ ২০৫ ॥

শুনি প্রভু কহে—শুন রূপ দবীরখাস।
তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস ॥ ২০৬ ॥
আজি হৈতে দোঁহার নাম রূপ সনাতন।
দৈন্য ছাড়—তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন ॥২০৭॥
দৈন্যপত্রী লিখি মোরে পাঠাইলে বারবার।
সেই পত্রীতে জানিয়াছি তোমার ব্যবহার ॥২০৮॥
তোমার হৃদয়-ইচ্ছা জানি পত্রী-দ্বারে।
তোমা শিখাইতে শ্লোক পাঠালুঁ তোমারে ॥২০৯॥

তথাহি শিক্ষাশ্লোকঃ—

পর-ব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গ-রসায়নং ॥ ২১০ ॥

পরপুরুষাসক্তা রমণী, গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিয়াও মনে মনে পূর্ব্বকৃত উপপতি-সঙ্গ-সুখ আস্বাদন করে ॥ ২১০ ॥

গৌড়-নিকটে আসিতে মোর নাহি প্রয়োজন।
তোমা দোঁহা দেখিতে মোর ইঁহা আগমন ॥২১১॥
এই মোর মনের কথা কেহো নাহি জানে।
সবে বলে—কেনে আইলা রামকেলি-গ্রামে ॥২১২॥

ভাল হৈল দুই ভাই আইলা মোর স্থানে।
ঘর যাহ, ভয় কিছু না করিহ মনে ॥ ২১৩ ॥
জন্মে জন্মে তুমি দুই কিঙ্কর আমার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমার করিব উদ্ধার ॥ ২১৪ ॥
এত বলি দোঁহার শিরে ধরে দুই হাতে।
দুই ভাই প্রভু-পদ নিল নিজ-মাথে ॥ ২১৫ ॥
দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু বলিল ভক্তগণে—।
সবে কৃপা করি উদ্ধারহ এই দুই জনে ॥ ২১৬ ॥
দুই জনে প্রভুর কৃপা দেখি ভক্তগণে।
'হরি হরি' বলে সবে আনন্দিত-মনে ॥ ২১৭ ॥
নিত্যানন্দ হরিদাস শ্রীবাস গদাধর।
মুকুন্দ জগদানন্দ মুরারি বক্রেশ্বর ॥ ২১৮ ॥
সবার চরণ ধরি পড়ে দুই ভাই।
সবে বলে—ধন্য তুমি পাইলে গোসাঞি ॥ ২১৯ ॥
সবা-পাশ আজ্ঞা মাগি চলন সময়।
প্রভু-পদে কহে কিছু করিয়া বিনয়— ॥ ২২০ ॥
ইঁহা হৈতে চল প্রভু ইঁহা নাহি কাজ।
যগ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ ॥ ২২১ ॥
তথাপি যবন-জাতি নাহিক প্রতীত।
তীর্থযাত্রায় এত সংঘট্ট—ভাল নহে রীত ॥ ২২২ ॥
যার সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষকোটি।
বৃন্দাবন-যাত্রার এ নহে পরিপাটি ॥ ২২৩ ॥
যগ্যপি বস্তুতঃ প্রভুর কিছু নাহি ভয়।
তথাপি লৌকিক-লীলা লোকচেষ্টাময় ॥ ২২৪ ॥
এত বলি চরণ বন্দি গেলা দুই জন।
প্রভুর সেই গ্রাম হৈতে চলিতে হৈল মন ॥ ২২৫ ॥
প্রাতে চলি আইলা কানাইর নাটশালা।
দেখিল সকল তাঁহা কৃষ্ণচরিত্র-লীলা ॥ ২২৬ ॥
সেই রাত্রে তাঁহা প্রভু চিন্তে মনে মন।
সঙ্গে সংঘট্ট ভাল নহে বলিল সনাতন ॥ ২২৭ ॥
মথুরা যাইব আমি এত লোক সঙ্গে।
কিছু সুখ না পাইব হবে রস-ভঙ্গে ॥ ২২৮ ॥
একাকী যাইব, কিবা সঙ্গে একজন।
তবে সে শোভয়ে বৃন্দাবনেরে গমন ॥ ২২৯ ॥
এত চিন্তি প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করি।
নীলাচলে যাব বলি চলিলা গৌরহরি ॥ ২৩০ ॥
এইমতে চলি চলি আইলা শান্তিপুরে।
দিন পাঁচ সাত রহিলা আচার্য্যের ঘরে ॥ ২৩১ ॥
শচীদেবী আনি তাঁরে কৈল নমস্কার।
সাত দিন তাঁর ঠাঁই ভিক্ষা-ব্যবহার ॥ ২৩২ ॥
তাঁর আজ্ঞা লৈয়া পুনঃ করিলা গমনে।
বিনয় করিয়া বিদায় দিল ভক্তগণে ॥ ২৩৩ ॥
জন দুই সঙ্গে আমি যাব নীলাচলে।
আমারে মিলিবা আসি রথযাত্রা কালে ॥ ২৩৪ ॥
বলভদ্র-ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত-দামোদর।
দুইজন-সঙ্গে প্রভু আইলা নীলাচল ॥ ২৩৫ ॥
দিনকত রহি তাঁহা চলিলা বৃন্দাবন।
লুকাইয়া চলিলা রাত্রে না জানে কোনজন ॥২৩৬॥
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য রহে মাত্র সঙ্গে।
ঝারিখণ্ড-পথে কাশী আইলা মহারঙ্গে ॥ ২৩৭ ॥*
দিন চারি কাশী রহি গেলা বৃন্দাবন।
মথুরা দেখিয়া দেখে দ্বাদশ কানন ॥ ২৩৮ ॥
লীলাস্থল দেখি প্রেমে হইলা অস্থির।
বলভদ্র কৈল তাঁরে মথুরার বাহির ॥ ২৩৯ ॥
গঙ্গাতীর-পথে লৈয়া প্রয়াগে আইলা।
শ্রীরূপ প্রভুরে আসি তাঁহাই মিলিলা ॥ ২৪০ ॥
দণ্ডবত করি রূপ ভূমিতে পড়িলা।
পরম-আনন্দে প্রভু আলিঙ্গন দিলা ॥ ২৪১ ॥
শ্রীরূপেরে শিক্ষা দিয়া পাঠালো বৃন্দাবন।
আপনে বারাণসী আগমন ॥ ২৪২
কাশীতে প্রভুরে আসি মিলিল সনাতন।
দুই মাস রহি তাঁরে করাইল শিক্ষণ ॥ ২৪৩ ॥
মথুরা পাঠাইল তাঁরে দিয়া ভক্তি-বল।
সন্ন্যাসীরে কৃপা করি গেলা নীলাচল ॥ ২৪৪ ॥
ছয় বৎসর প্রভু ঐছে করিল বিলাস।
কভু ইতি-উতি গতি, কভু ক্ষেত্রে বাস ॥২৪৫॥†

* ঝারিখণ্ড—পার্ব্বত্য বনপথ।
† ইতি-উতি—এদিক্ ওদিক্।

অন্ত্যলীলার সূত্র-বর্ণন

মধ্যলীলার কৈল এই সূত্র-বিবরণ।
অন্ত্যলীলার সূত্র এবে শুন ভক্তগণ— ২৪৬
বৃন্দাবন হৈতে যদি নীলাচলে আইলা।
আঠার বর্ষ তাঁহা বাস, কাঁহা নাহি গেলা ॥ ২৪৭ ॥
প্রতিবর্ষে আইসে সব গৌড়ের ভক্তগণে।
চারিমাস রহে প্রভুর সঙ্গে সম্মিলনে ॥ ২৪৮ ॥
নিরন্তর নৃত্য-গীত-কীর্ত্তন-বিলাস।
আচণ্ডালে প্রেমভক্তি করিলা প্রকাশ ২৪৯ ॥
পণ্ডিত-গোঁসাই কৈল নীলাচলে বাস।
বক্রেশ্বর দামোদর শঙ্কর হরিদাস ॥ ২৫০
জগদানন্দ ভগবান্ গোবিন্দ কাশীশ্বর।
পরমানন্দ-পুরী আর স্বরূপ-দামোদর ॥ ২৫১ ॥
ক্ষেত্রবাসী রামানন্দ-রায় প্রভৃতি।
প্রভু-সঙ্গে এই সব কৈল নিত্য-স্থিতি ২৫২ ॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ মুকুন্দ শ্রীনিবাস।
বিদ্যানিধি বাসু মুরারি আর যত দাস ॥ ২৫৩ ॥
প্রতিবর্ষে আইসে, সঙ্গে রহে চারিমাস।
তাঁহা-সবা লৈয়া প্রভুর বিবিধ বিলাস ॥ ২৫৪
হরিদাসের সিদ্ধি-প্রাপ্তি অদ্ভুত সে সব
আপনি মহাপ্রভু যাঁর কৈল মহোৎসব ২৫৫
তবে রূপ-গোঁসাইর পুনরাগমন।
তাঁর হৃদয়ে কৈল প্রভু শক্তি-সঞ্চারণ ২৫৬ ॥
তবে ছোট-হরিদাসে প্রভু কৈল দণ্ড।
দামোদর-পণ্ডিত কৈল প্রভুকে বাক্যদণ্ড ॥ ২৫৭ ॥
তবে সনাতন গোঁসাইর পুনরাগমন।
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু তাঁরে কৈল পরীক্ষণ ॥ ২৫৮ ॥
তুষ্ট হৈয়া পুনঃ তারে পাঠাইল বৃন্দাবন।
অদ্বৈতের হাতে প্রভুর অদ্ভুত ভোজন ॥ ২৫৯ ॥
নিত্যানন্দ-সঙ্গে যুক্তি করিয়া নিভৃতে।
তাঁরে পাঠাইল গৌড়ে প্রেম প্রচারিতে ॥ ২৬০ ॥
তবে আসি বল্লভ-ভট্ট প্রভুরে মিলিলা।
কৃষ্ণনামের অর্থ প্রভু তাঁহারে কহিলা ॥ ২৬১ ॥
প্রদ্যুম্ন-মিশ্রেরে প্রভু রামানন্দ-স্থানে।
কৃষ্ণকথা শুনাইল কহি তাঁর গুণে ॥ ২৬২ ॥
গোপীনাথ পট্টনায়ক রামানন্দ-ভ্রাতা।
রাজা মারিতেছিল প্রভু হৈল ত্রাতা ॥ ২৬৩ ॥
রামচন্দ্র-পুরী-ভয়ে ভিক্ষা ঘটাইল।
বৈষ্ণবের দুঃখ দেখি অর্দ্ধেক রাখিল ॥ ২৬৪ ॥
ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে হয় চৌদ্দ ভুবন।
চৌদ্দ ভুবনে বৈসে যত জীবগণ ॥ ২৬৫ ॥
মনুষ্যের বেশ ধরি যাত্রিকের ছলে।
প্রভুর দর্শন করে আসি নীলাচলে ॥ ২৬৬ ॥
একদিন শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
মহাপ্রভুর গুণ গাইয়া করেন কীর্ত্তন ॥ ২৬৭ ॥
শুনি ভক্তগণে কহে সক্রোধ বচন।
কৃষ্ণ-নাম-গুণ ছাড়ি কি কর কীর্ত্তন ॥ ২৬৮ ॥
ঔদ্ধত্য করিতে হৈল সবাকার মন।
স্বতন্ত্র হইয়া সবে নাশাবে ভুবন ॥ ২৬৯ ॥
দশদিকে কোটি কোটি লোক হেনকালে।
"জয় কৃষ্ণচৈতন্য" বলি করে কোলাহলে ॥২৭০
"জয় জয় মহাপ্রভু ব্রজেন্দ্র-কুমার।
জগত তারিতে প্রভু তোমার অবতার ॥ ২৭১ ॥
বহুদূর হৈতে আইলাম হৈয়া বড় আর্ত্ত।
দরশন দিয়া প্রভু! করহ কৃতার্থ" ॥ ২৭২ ॥
শুনিয়া লোকের দৈন্য দ্রবিল হৃদয়।
বাহিরে আসি দরশন দিলা দয়াময় ॥ ২৭৩ ॥
বাহু তুলি বলে প্রভু—বোল "হরি হরি"।
উঠিল শ্রীহরিধ্বনি চতুর্দ্দিক্ ভরি ॥ ২৭৪ ।
প্রভু দেখি প্রেমে লোক আনন্দিত মন।
প্রভুরে ঈশ্বর বলি করয়ে স্তবন ॥ ২৭৫ ॥
স্তব শুনি প্রভুরে কহেন শ্রীনিবাস—।
ঘরে গুপ্ত হৈয়া কেনে বাহিরে প্রকাশ ॥ ২৭৬ ।
কে শিখাইল এই লোকে কহে কোন্ বাত।
ইহা-সবার মুখ ঢাক দিয়া নিজ-হাত ॥ ২৭৭ ॥

সূর্য্য যেন উদয় করি চাহে লুকাইতে।
বুঝিতে না পারি তৈছে তোমার চরিতে ॥২৭৮॥
প্রভু কহে শ্রীনিবাস—ছাড় বিড়ম্বনা।
সবে মিলি কর মোর এতেক লাঞ্ছনা ॥ ২৭৯ ॥
এত বলি লোকে করি শুভদৃষ্টি-দান।
অভ্যন্তরে গেলা, লোক পূর্ণ হৈল কাম ॥ ২৮০ ॥
রঘুনাথ-দাস নিত্যানন্দ-পাশে গেলা।
চিড়া-দধি-মহোৎসব তাঁহাই করিলা ॥ ২৮১ ॥
তাঁর আজ্ঞা লৈয়া গেলা প্রভুর চরণে।
প্রভুর তাঁরে সমর্পিল স্বরূপের স্থানে ॥ ২৮২ ॥
ব্রহ্মানন্দ ভারতীর ঘুচাইল চর্ম্মাম্বর।
এইমত লীলা কৈল ছয় বৎসর ॥ ২৮৩ ॥
এই ত কহিল মধ্যলীলার সূত্রগণ।
অন্ত্যলীলা-সূত্রের শুন বিস্তার বর্ণন ॥ ২৮৪ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৮৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে মধ্যলীলা সূত্রবর্ণনং
নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অন্ত্যলীলার প্রেমোন্মাদ-প্রলাপ
কিঞ্চিৎ বর্ণন

বিচ্ছেদেঽস্মিন্ প্রভোরন্ত্যলীলা-সূত্রানুবর্ণনে।
গৌরস্য কৃষ্ণবিচ্ছেদ প্রলাপাদ্যনুবর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

এই পরিচ্ছেদে অন্ত্যলীলার সূত্র-বর্ণনাস্বরূপে মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-বিরহ-জনিত প্রলাপাদি বিবৃত হইতেছে ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্ত্তি হয় নিরন্তর ॥ ৩ ॥
শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
সেইমত দশা প্রভুর হয় রাত্রিদিনে ॥ ৪ ॥
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ ॥ ৫ ॥*
লোমকূপে রক্তোদ্গম, দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে ॥ ৬ ॥

* বাদ—বাক্য।

গম্ভীরা-ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রা-লব।
ভিতে মুখ শির ঘষে—ক্ষত হয় সব ॥ ৭ ॥*
তিন দ্বারে কপাট—প্রভু যায়েন বাহিরে।
কভু সিংহদ্বারে পড়ে, কভু সিন্ধু-নীরে ॥ ৮ ॥
চটক-পর্ব্বত দেখি গোবর্দ্ধন-ভ্রমে।
ধাইয়া চলে আর্ত্তনাদে করিয়া ক্রন্দনে ॥ ৯ ॥
উপবনোদ্যান দেখি বৃন্দাবন-জ্ঞান।
তাঁহা যাই নাচে গায়, ক্ষণে মূর্চ্ছা যান ॥ ১০ ॥
কাহাঁ নাহি শুনি যে যে ভাবের বিকার।
সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার ॥ ১১ ॥
হস্ত-পদের সন্ধি সব বিতস্তি-প্রমাণে।
সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হয়ে—চর্ম্ম রহে স্থানে ॥ ১২ ॥
হস্ত পদ শির সব শরীর-ভিতরে।
প্রবিষ্ট হয়—কূর্ম্মরূপ দেখিয়ে প্রভুরে ॥ ১৩ ॥
এইমত অদ্ভুত ভাব শরীরে প্রকাশ।
মনেতে শূন্যতা—বাক্যে হাহা হুতাশ ॥ ১৪ ॥

* গম্ভীরা—কোনও বাড়ীর ভিতরে নির্জ্জন ক্ষুদ্র গৃহের নাম গম্ভীরা; চোরাকুটরী।
লব—লেশ। ভিতে—ভিত্তিতে।

কাঁহা করোঁ কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন ॥ ১৫ ॥
কাহারে কহিব কেবা জানে মোর দুঃখ।
ব্রজেন্দ্র-নন্দন বিনা ফাটে মোর বুক ॥ ১৬ ॥
এইমত বিলাপ করে—বিহ্বল অন্তর।
রায়ের নাটক-শ্লোক পড়ে নিরন্তর ॥ ১৭ ॥

তথাহি শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটকে ৩য়-অঙ্কে ৯ম-শ্লোকে
মদনিকাং প্রতি শ্রীরাধিকা-বাক্যং—

প্রেমচ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতি হরির্নায়ং ন চ প্রেম বা
স্থানাস্থানমবৈতি নাপি মদনো জানাতি
নো দুর্ব্বলাঃ।
অন্যো বেদ ন চান্যদুঃখমখিলং নো জীবনং বাশ্রবং।
দ্বিত্রীণ্যেব দিনানি যৌবনমিদং
হাহা বিধে কা গতিঃ ॥ ১৮ ॥

এই শ্রীকৃষ্ণ প্রেম-বিচ্ছেদ-জনিত দুঃখের বার্ত্তা জানেন না; প্রেমও স্থানাস্থান জানে না; কন্দর্পও বুঝে না যে, আমরা অতি দুর্ব্বল; অন্যে অন্যের দুঃখ বুঝে না; জীবনও ত আমার কথার অধীন নহে অর্থাৎ আমার কথা ত শুনিবে না, কবে চলিয়া যাইবে, তাহার ঠিক নাই এবং যৌবনও দুই দিনের জন্য অর্থাৎ অত্যল্পকাল স্থায়ী, এখন হা বিধাতঃ! বল বল, আমার গতি কি হইবে? ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ। যথারাগঃ।

উপজিল প্রেমাঙ্কুর, ভাঙ্গিল যে দুঃখপূর,
কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পান।
বাহিরে নাগর-রাজ, ভিতরে শঠের কাজ,
পর-নারী-বধে সাবধান ॥ ১৯ ॥
সখি হে! না বুঝিয়ে বিধির বিধান।
সুখ লাগি কৈলুঁ প্রীত, হৈল দুঃখ বিপরীত,
এবে যায় না রহে পরাণ ॥ ২০ ॥
কুটিল প্রেমা অগেয়ান, নাহি জানে স্থানাস্থান,
ভাল-মন্দ নারে বিচারিতে। *
ক্রূর শঠের গুণ-ডোরে, হাতে গলে বান্ধি মোরে,
রাখিয়াছে—নারি উকাশিতে ॥২১॥†
যে মদন তনুহীন, পরদ্রোহে পরবীণ,
পাঁচ বাণ সন্ধে অনুক্ষণ।
অবলার শরীরে, বিন্ধি কৈল জরজরে,
দুঃখ দেয়, না লয় জীবন ॥ ২২ ॥
অন্যের যে দুঃখ মনে, অন্যে তাহা নাহি জানে,
সত্য এই শাস্ত্রের বিচারে।
অন্যজন কাঁহা লিখি, নাহি জানে প্রাণসখী,
যাতে কহে ধৈর্য্য ধরিবারে ॥ ২৩ ॥
কৃষ্ণ কৃপা-পারাবার, কভু করিবেন অঙ্গীকার,
সখি! তোর এ ব্যর্থ বচন।
জীবের জীবন চঞ্চল, যেন পদ্মপত্রে জল,
ততদিন জীবে কোন্ জন ॥ ২৪ ॥
শত বৎসর পর্য্যন্ত, জীবের জীবন-অন্ত,
এই বাক্য কহ না বিচারি।
নারীর যৌবন-ধন, যারে কৃষ্ণ করে মন,
সে যৌবন দিন দুই চারি ॥ ২৫ ॥
অগ্নি যৈছে নিজ-ধাম, দেখাইয়া অভিরাম,
পতঙ্গেরে আকর্ষিয়া মারে।
কৃষ্ণ ঐছে নিজ-গুণ, দেখাইয়া হরে মন,
পাছে দুঃখ-সমুদ্রেতে ডারে ॥ ২৬ ॥‡

* অগেয়ান—অজ্ঞান। ইহার অর্থ এই যে প্রেম কুটিল এবং অজ্ঞান; উহার স্থানাস্থান ও ভালমন্দ বিচার-জ্ঞান নাই।

† উকাশিতে—প্রকাশিতে।

‡ ডারে—ফেলিয়া দেয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণ নিজের গুণে সকলের মন আকৃষ্ট করেন, কিন্তু এ আকর্ষণ সুখ বেশীদিন স্থায়ী হয় না, অচিরেই সকলে দুঃখ-সমুদ্রে পতিত হয়।

এতেক বিলাপ করি, বিষাদে শ্রীগৌরহরি,
উঘাড়িয়া দুঃখের কপাট। *
ভাবের তরঙ্গ-বলে, নানারূপ মন চলে,
আর এক শ্লোক কৈল পাঠ ॥ ২৭ ॥

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তঃ-শ্লোকঃ—

শ্রীকৃষ্ণ-রূপাদি-নিষেবণং বিনা
ব্যর্থানি মেঽহান্যখিলেন্দ্রিয়াণ্যলং।
পাষাণ-শুষ্কেন্ধন-ভারকাণ্যহো
বিভর্ম্মি বা তানি কথং হত-ত্রপঃ ॥২৮॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপাদি সেবন ব্যতীত অর্থাৎ তাঁহার রূপ-দর্শন, মুখের বাক্য-শ্রবণ, অঙ্গ-সৌরভ-আঘ্রাণ প্রভৃতি কার্য্য করা ব্যতীত আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়গণই বৃথা। হায়, হায়! পাষাণ কাষ্ঠ-সদৃশ দুর্বহ সেই ইন্দ্রিয়গুলিকে আমি নির্লজ্জ হইয়া কিরূপেই বা বহন করিব, আর কিরূপেই বা তাহাদিগকে লইয়া দিন যাপন করিব ? ॥ ২৮ ॥

অস্যার্থঃ। যথারাগঃ

বংশীগানামৃত-ধাম, লাবণ্যামৃত-জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদ-বদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ু তার মাথে বাজ,
সে নয়ন রহে কি কারণ ॥ ২৯ ॥
সখি হে! শুন মোর হতবিধি-বল।
মোর বপু চিত্ত মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ,
কৃষ্ণ বিনা সকলি বিফল ॥ ৩০ ॥
কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি-ছিদ্র সম, জানিহ সেই শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণে ॥ ৩১
কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণ-গুণ-চরিত,
সুধাসার-স্বাদ-বিনিন্দন।
তার স্বাদ যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেক-জিহ্বা-সম ॥ ৩২ ॥
মৃগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব্ব মান।
হেন কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ,
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান ॥ ৩৩ ॥*
কৃষ্ণ-কর-পদ-তল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার, সে যাউক ছারখার,
সেই বপু লৌহ-সম গণি ॥ ৩৪ ॥
করি এত বিলপন, প্রভু শচীনন্দন,
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক।
দৈন্য নির্ব্বেদ বিষাদে, হৃদয়ের অবসাদে,
পুনরপি পড়ে এক শ্লোক ॥ ৩৫ ॥

তথাহি শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটকে ৩য়-অঙ্কে
১১শ শ্লোকে শ্রীরাধিকা-বাক্য —

যদা যাতো দৈবান্মধুরিপুরসৌ লোচন-পথং
তদাস্মাকং চেতো মদনহতকেনাহৃতমভূৎ ॥
পুনর্যস্মিন্নেষ ক্ষণমপি দৃশোরেতি পদবীং
বিধাস্যামস্তস্মিন্নখিল-ঘটিকা রত্ন-খচিতাঃ ॥ ৩৬ ॥

সৌভাগ্যবশতঃ সেই মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণকে যখন দর্শন করিয়াছিলাম, তখন মদন ও আনন্দ আমার মনকে হরণ করিয়াছিল, সেই জন্য তাঁকে ভালরূপে দর্শন করিতে পারি নাই। এইবার আবার যখন ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার দর্শন পাইব, তখন সেই সময়টিকে রত্ন দ্বারা সাজাইয়া বাঁধিব অর্থাৎ সেই সময়কে আর যাইতে দিব না, তখন প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিব ॥ ৩৬ ॥

অস্যার্থঃ। যথারাগঃ।

যে কালে বা স্বপনে, দেখিনু বংশীবদনে,
সেই কালে আইলা দুই বৈরী।

* উঘাড়িয়া—উদ্ঘাটিত করিয়া।

* ভস্ত্রার সমান—কামারের জাঁতার তুলা।

আনন্দ আর মদন, হরি নিল মোর মন,
দেখিতে না পাইলুঁ নেত্র ভরি ॥ ৩৭ ॥
পুনঃ যদি কোনক্ষণ, করায় কৃষ্ণ-দরশন,
তবে সেই ঘটী, ক্ষণ, পল।
দিয়া মাল্য চন্দন, নানা রত্ন আভরণ,
অলঙ্কৃত করিমু সকল ॥ ৩৮ ॥
ক্ষণে বাহ্য হৈল মন, আগে দেখে দুইজন,
তারে পুছে—আমি না চৈতন্য।
স্বপ্ন-প্রায় কি দেখিনু, কিবা আমি প্রলাপিনু,
তোমরা কিছু শুনিয়াছ দৈন্য ॥ ৩৯ ॥
শুন মোর প্রাণের বান্ধব!।
নাহি কৃষ্ণপ্রেম-ধন, দরিদ্র মোর জীবন,
দেহেন্দ্রিয় বৃথা মোর সব ॥ ৪০ ॥
পুনঃ কহে হায় হায়, শুন স্বরূপ রামরায়,
এই মোর হৃদয়-নিশ্চয়।
শুনি করহ বিচার, হয় নয় কহ সার,
এত বলি শ্লোক উচ্চারয় ॥ ৪১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কঃ ৩১শ অঃ "জয়তি তেঽধিক"
ইতি ১ম-শ্লোকস্য তোষণীধৃত-শ্লোকঃ—

কইঅব-রহিঅং পেম্মং নহি হোই মানুসে লোএ।
জই হোই কিস্‌স বিরহো বিরহে হোন্তম্মি
কো জীঅই ॥ ৪২ ॥

নিষ্কপট কৃষ্ণ প্রেম মনুষ্যলোকে হয় না, যদি বা কাহারও হয়, তবে ঐ প্রেমের আর বিচ্ছেদ হয় না, যদি বা কখনও বিচ্ছেদ হয়, তবে ঐ প্রেম-বিরহে কেহই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না ॥ ৪২ ॥

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ-হেম,
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ,
বিয়োগ হৈলে কেহ না জীয়য় ॥ ৪৩ ॥
এত কহি শচীসুত, শ্লোক পড়ে অদ্ভুত,
শুনে দোঁহে একমন হৈয়া।
আপন-হৃদয়-কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তবু কহি লাজ-বীজ খাইয়া ॥ ৪৪ ॥

তথাহি শ্রীমন্মহাপ্রভোঃ শ্রীমুখোক্তঃ শ্লোকঃ—

ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্য-ভরং প্রকাশিতুং।
বংশীবিলাস্যানন-লোকনং বিনা
বিভর্মি যৎ প্রাণ-পতঙ্গকান্ বৃথা ॥ ৪৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-চরণে আমার শুদ্ধ প্রেমের গন্ধমাত্রও নাই, তবে যে আমি কৃষ্ণের জন্য ক্রন্দন করি, সে কেবল লোকের কাছে নিজের সৌভাগ্য দেখাইবার জন্য। কৃষ্ণে যদি আমার প্রেম থাকিত, তাহা হইলে কি আমি তাঁহার দর্শন ব্যতিরেকেও বাঁচিয়া থাকিতে পারিতাম? কিন্তু প্রেম নাই বলিয়া, তাঁহার মুখ দর্শন ব্যতীতও, এই ক্ষুদ্র প্রাণ বহন করিতেছি—ইহা বৃথাই বহন করিতেছি ॥ ৪৫ ॥

অস্যার্থঃ। যথারাগঃ।

দূরে শুদ্ধপ্রেম-গন্ধ, কপট প্রেমের বন্ধ,
সেহো মোর নাহি কৃষ্ণ-পায়।
তবে যে করি ক্রন্দন, স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন,
করি ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥ ৪৬ ॥
যাতে বংশীধ্বনি-সুখ, না দেখি সে চাঁদমুখ,
যদ্যপি সে নাহি আলম্বন। *
নিজ-দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি,
প্রাণকীটে করিয়ে ধারণ ॥ ৪৭ ॥
কৃষ্ণ-প্রেম সুনির্ম্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল,
সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু।
নির্ম্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্য দাগে,
শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু ॥ ৪৮ ॥

* আলম্বন—আশ্রয়।

শুদ্ধ-প্রেম-সুখসিন্ধু, পাই তার এক বিন্দু,
সেই বিন্দু জগত ডুবায়।
কহিবার যোগ্য নয়, তথাপি বাউলে কয়,
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায় ॥ ৪৯ ॥*
এইমত দিনে দিনে, স্বরূপ-রামানন্দ-সনে,
নিজ-ভাব করেন বিদিত।
বাহিরে বিষ-জ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণ-প্রেমার অদ্ভুত চরিত ॥ ৫০ ॥
এই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত-ইক্ষু-চর্ব্বণ,
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন ॥ ৫১ ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে ২য় অধ্যায়ে ১৮শ-শ্লোকে
নান্দীমুখী- প্রতি পৌর্ণমাসী
বাক্য—

পীড়াভির্নবকালকূট-কটুতা গর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধা-মধুরিমাহঙ্কার-সঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি! নন্দনন্দন-পরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্র-মধুরাস্তেনৈব
বিক্রান্তয়ঃ ॥ ৫২ ॥

শ্রীপৌর্ণমাসী-দেবী নান্দীমুখীকে বলিলেন, হে সুন্দরি! শ্রীকৃষ্ণপ্রেম যাহার হৃদয়ে উদিত হয়, কেবলমাত্র সেই ব্যক্তি ঐ প্রেমের সুখ-দুঃখ জনক পরাক্রম বুঝিতে সমর্থ হয়, অন্যে তাহা বুঝিতে পারে না, বা সেই ব্যক্তিও উহা বুঝাইতে পারে না, যেহেতু ইহা কেবলমাত্র অনুভাবেরই জিনিস, ইহা বুঝাইবার নহে। এ প্রেমের ভাব কি রকম—না, যখন কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-জনিত দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন হৃদয় যেন তীব্র বিষের জ্বালায় জ্বলিতে থাকে; আবার যখন কৃষ্ণ মাধুর্য্যানুভবে হৃদয়ে আনন্দ হয়, তখন সে আনন্দের কাছে অমৃতের মাধুর্য্যও তুচ্ছ বলিয়া অনুভূত হয় ॥ ৫২ ॥

যবে দেখে জগন্নাথ, শ্রীরাম-সুভদ্রা-সাথ,
তবে জানে আইলাম কুরুক্ষেত্র।
সফল হৈল জীবন, দেখি পদ্মলোচন,
জুড়াইল তনু মন নেত্র ॥ ৫৩ ॥
গরুড়ের সন্নিধানে, রহি করে দরশনে,
সে আনন্দের কি কহিব বলে।
গরুড়স্তম্ভের তলে, আছে এক নিম্ন খালে,
সে খাল ভরিল অশ্রুজলে ॥ ৫৪ ॥
তাঁহা হৈতে ঘরে আসি, মাটির উপরে বসি,
নখে করে পৃথিবী-লিখন।
হাহা কাঁহা বৃন্দাবন, কাঁহা গোপেন্দ্র-নন্দন,
কাঁহা সেই বংশীবদন ॥ ৫৫ ॥
কাঁহা সে ত্রিভঙ্গ ঠাম, কাঁহা সেই বেণুগান,
কাঁহা সেই যমুনা-পুলিন।
কাঁহা রাস-বিলাস, কাঁহা নৃত্য গীত হাস,
কাঁহা প্রভু মদনমোহন ॥ ৫৬ ॥
উঠিল নানা-ভাবাবেগ, মনে হৈল অত্যুদ্বেগ,
ক্ষণমাত্র নারে গোঙাইতে।
প্রবল বিরহানল, ধৈর্য্য হৈল টলমল,
নানা শ্লোক লাগিলা পড়িতে ॥ ৫৭ ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে ৯১শ-শ্লোকঃ—

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি
হরে! ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো! করুণৈকসিন্ধো!
হা হন্ত! হা হন্ত! কথং নয়ামি ॥৫৮॥

হে অনাথের নাথ, হে করুণার সাগর, হে কৃষ্ণ! তোমার বিরহে আমার যে বড় দুঃখ হইতেছে! তোমার দর্শন বিনা আমি কিরূপে কাল কাটাইব, কিরূপে আমার দিন যাইবে? আমি যে তোমাকে না দেখিয়া এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারিতেছি না ॥ ৫৮ ॥

* পাতিয়ায়—প্রত্যয় করে।

অস্যার্থঃ। যথারাগঃ।

তোমার দর্শন বিনে, অধন্য হই রাত্রিদিনে,
এই কাল না যায় কাটন।
তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু,
কৃপা করি দেহ দরশন ॥ ৫৯ ॥
উঠিল ভাব চাপল, মন হইল চঞ্চল,
ভাবের গতি বুঝন না যায়।
অদর্শনে পোড়ে মন, কেমনে পাব দরশন,
কৃষ্ণ-ঠাঁই পুছেন উপায় ॥ ৬০ ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে ৩২শ-শ্লোকঃ—

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যং।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি-
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাং ॥ ৬১ ॥

হে কৃষ্ণ, হে নাথ! তোমার কৈশোর ও আমার চাপল্য—এই দুইটি ত্রিভুবনে অদ্ভুত, উহা কেবল তুমি ও আমিই বুঝি, অন্য আর কেহ বুঝে না। কিন্তু বল নাথ! এখন আমার এই চক্ষু দুইটির দ্বারা তোমাকে দেখিবার উপায় কি করিব? ॥ ৬১ ॥

তোমার মাধুরী-বল, তাতে মোর চাপল,
এই দুই তুমি আমি জানি।
কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ, কাহা গেলে তোমা পাঙ,
তাহা মোরে কহ ত আপনি ॥ ৬২ ॥
নানা ভাবের প্রাবল্য, হৈল সন্ধি শাবল্য,
ভাবে ভাবে হৈল মহারণ।
ঔৎসুক্য চাপল্য দৈন্য, রোমার্ষ-আদি সৈন্য,
প্রেমোন্মাদ সবার কারণ ৬৩ ॥
মত্ত-গজ ভাবগণ, প্রভুর দেহ ইক্ষুবন,
গজযুদ্ধে বনের দলন।
প্রভুর হৈল দিব্যোন্মাদ, তনুমনের অবসাদ,
ভাবাবেশে করে সম্বোধন ॥ ৬৪ ॥ *

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে ৪০শ-শ্লোকঃ—

হে দেব! হে দয়িত! হে ভুবনৈকবন্ধো!
হে কৃষ্ণ, হে চপল! হে করুণৈকসিন্ধো!।
হে নাথ, হে রমণ! হে নয়নাভিরাম!
হা হা! কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে ॥ ৬৫ ॥

হে দেব অর্থাৎ হে অন্য-রমণী-বিলাসিন্! হে প্রাণ-প্রিয়! হে সমস্ত জগন্নারীগণের একমাত্র বন্ধো! হে চিত্তাকর্ষণকারি-শ্রীশ্যামসুন্দর! হে পরস্ত্রী চিত্ত-চৌর! হে করুণাসাগর! হে নাথ! হে রমণ! হে নয়নাভিরাম! আহা হা, কবে তুমি আমার নয়ন-গোচর হইবে ॥ ৬৫ ॥

অস্যার্থঃ। যথারাগঃ।

উন্মাদের লক্ষণ, করায় কৃষ্ণ-স্ফুরণ,
ভাবাবেশে উঠে প্রণয়-মান।
সোল্লুণ্ঠ বচন-রীতি, মান গর্ব্ব ব্যাজস্তুতি,
কভু নিন্দা কভু ত সম্মান ॥ ৬৬ ॥
তুমি দেব ক্রীড়ারত, ভুবনের নারী যত,
তাহে কর অভীষ্ট-ক্রীড়ন।
তুমি মোর দয়িত, মোতে বৈসে তোমার চিত,
মোর ভাগ্যে কর আগমন ॥ ৬৭ ॥
ভুবনের নারীগণ, সবার কর আকর্ষণ,
তাঁহা কর সব সমাধান।

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মহাপ্রভুর মনে বিবিধ ভাবের প্রাবল্য উপস্থিত হইয়া সংঘর্ষ বাধাইল এবং উন্মত্ত হস্তীর ন্যায় ইক্ষুর বনস্বরূপ প্রভুর দেহটিকে দলন করিতে লাগিল। প্রভু দিব্যভাবে উন্মত্ত হইলেন ও তাঁহার দেহ ও মন অবসাদগ্রস্ত হইল। তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন।

তুমি কৃষ্ণ চিত্তহর, ঐছে কোন্ পামর,
তোমারে বা কেবা করে মান ॥ ৬৮ ॥
তোমার চপল মতি, একত্র না হয় স্থিতি,
তাতে তোমার নাহি কিছু দোষ।
তুমি ত করুণা-সিন্ধু, আমার প্রাণের বন্ধু,
তোমায় নাহি মোর কভু রোষ ॥ ৬৯ ॥
তুমি নাথ! ব্রজ-প্রাণ, ব্রজের কর পরিত্রাণ,
বহুকার্য্যে নাহি অবকাশ।
তুমি আমার রমণ, সুখ দিতে আগমন,
এ তোমার বৈদগ্ধ্য-বিলাস ॥ ৭০ ॥
মোর বাক্য নিন্দা মানি, কৃষ্ণ ছাড়ি গেল জানি,
শুন মোর এ স্তুতি-বচন।
নয়নের অভিরাম, তুমি মোর ধন-প্রাণ,
হাহা পুনঃ দেহ দরশন ॥ ৭১ ॥
স্তম্ভ কম্প প্রস্বেদ, বৈবর্ণ্য অশ্রু স্বরভেদ,
দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত।
হাসে কান্দে নাচে গায়, উঠি ইতিউতি ধায়,
ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মূর্চ্ছিত ॥ ৭২ ॥
মূর্চ্ছায় হৈল সাক্ষাৎকার, উঠি করে হুহুঙ্কার,
কহে এই আইলা মহাশয়।
কৃষ্ণের মাধুরী-গুণে, নানা ভ্রম হয় মনে,
শ্লোক পড়ি করয়ে নিশ্চয় ॥ ৭৩ ॥

তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃতে ৬৮ শ্লোক—

মারঃ স্বয়ং নু মধুর-দ্যুতি মণ্ডলং নু
মাধুর্য্যমেব নু মনোনয়নামৃতং নু।
বেণীমৃজো নু মম জীবিত-বল্লভো নু
কৃষ্ণোঽয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায় ॥ ৭৪ ॥

শ্রীরাধিকা ভাবাবেশে একটু দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া বলিতেছেন, হে সখি! ইনি কি মার অর্থাৎ কন্দর্প আসিতেছেন, যিনি অনঙ্গ বলিয়া অদৃশ্যভাবে সমস্ত জগৎকে মারিয়া থাকেন তিনিই কি ইনি? তখনই আবার কৃষ্ণ-মাধুর্য্য অনুভব করিয়া বলিতেছেন, না সখি! ইনি কন্দর্প হইতে পারেন না, যেহেতু কন্দর্পের কান্তি কদাচ এত মধুর নহে, ইনি যে একেবারে মূর্ত্তিমান মাধুর্য্য! ইনি যে মন ও নয়নের অমৃত-স্বরূপ! তবে কি ইনি সাক্ষাৎ অমৃত আসিতেছেন না কি? না সখি তাও ত হতে পারে না, অমৃতের ত হস্ত পদাদি নাই। অনন্তর ভালরূপে নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দের সহিত বলিতেছেন, কি আশ্চর্য্য! ইনি যে আমার বেণী-উন্মোচনকারী প্রাণ-বল্লভ কৃষ্ণ আসিতেছেন। সখীরা সব এস, এস, একবার এসে দর্শন কর ॥ ৭৪ ॥

কিবা এই সাক্ষাত কাম, দ্যুতিবিম্ব মূর্ত্তিমান্,
কি মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্ত্তিমন্ত।
কিবা মনোনেত্রোৎসব, কিবা প্রাণবল্লভ,
সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ ॥ ৭৫ ॥
গুরু নানা ভাবগণ, শিষ্য প্রভুর তনু-মন,
নানা-রীতে সতত নাচায়।
নির্ব্বেদ বিষাদ দৈন্য, চাপল্য হর্ষ ধৈর্য্য মন্যু,
এই নৃত্যে প্রভুর কাল যায় ॥ ৭৬ ॥
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে,
গান শুনে পরম আনন্দ ॥ ৭৭ ॥
পুরীর বাৎসল্য মুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধ-সখ্য,
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধ-দাস্যরস।
গদাধর জগদানন্দ, স্বরূপের মুখ্যরসানন্দ,
এই চারি ভাবে প্রভু বশ ॥ ৭৮ ॥
লীলাশুক-মর্ত্ত্যজন, তবে হয় ভাবোদ্গম,
ঈশ্বরে সে কি ইহা বিস্ময়।
তাতে মুখ্যরসাশ্রয়, হইয়াছেন মহাশয়,
তাতে হয় সর্ব্ব-ভাবোদয় ॥ ৭৯ ॥
পূর্ব্বে ব্রজ-বিলাসে, যেই তিন অভিলাষে,
যত্নেহো আস্বাদ না হইল।
শ্রীরাধার ভাব-সার, আপনে করি অঙ্গীকার,
সেই তিন বস্তু আস্বাদিল ॥ ৮০ ॥

আপনে করি আস্বাদনে, শিখাইল-ভক্তগণে,
প্রেম-চিন্তামণির প্রভু ধনী।
নাহি জানে স্থানাস্থান, যারে তারে কৈল দান,
মহাপ্রভু দাতা-শিরোমণি ॥ ৮১ ॥
এই গুপ্ত ভাব-সিন্ধু, ব্রহ্মা না পায় এক বিন্দু,
হেন ধন বিলাইল সংসারে।
ঐছে দয়ালু অবতার, ঐছে দাতা নাহি আর,
গুণ কেহো নারে বর্ণিবারে ॥ ৮২ ॥
কহিবার কথা নহে, কহিলে কেহো না বুঝয়ে,
ঐছে চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ।
সেই যে বুঝিতে পারে, চৈতন্যের কৃপা যারে,
হয় তাঁর দাসানুদাস-সঙ্গ ॥ ৮৩ ॥
চৈতন্যলীলা রত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার,
তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাঁহা কিছু যে শুনিল, তাহা ইঁহা বিস্তারিল,
ভক্তগণে দিল এই ভেটে ॥ ৮৪ ॥
যদি কেহো হেন কহে, গ্রন্থ হৈল শ্লোকময়ে,
ইতর জন নারিবে বুঝিতে।
প্রভুর যেই আচরণ, সেই করি বর্ণন,
সর্ব্ব-চিত্ত নারি আরাধিতে ॥ ৮৫ ॥
নাহি কাঁহা সবিরোধ, নাহি কাঁহো অনুরোধ,
সহজ বস্তু করি বিবেচন।
যদি হয় রাগ দ্বেষ, তাঁহা হয় আবেশ,
সহজ বস্তু না যায় লিখন ॥ ৮৬ ॥
যেবা নাহি বুঝে কেহো, শুনিতে শুনিতে সেহো,
কি অদ্ভুত চৈতন্য-চরিত।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি,
শুনিলে হইবে বড় হিত ॥ ৮৭ ॥
ভাগবত শ্লোকময়, টীকা তার সংস্কৃত হয়,
তবু কৈছে বুঝে ত্রিভুবন।
ইঁহা শ্লোক দুই চারি, তার ব্যাখ্যা ভাষা করি,
কেনে না বুঝিবে সর্ব্বজন ॥ ৮৮ ॥
শেষ-লীলার সূত্রগণ, কৈল কিছু বিবরণ,
ইহা বিস্তারিতে চিত্ত হয়।
থাকে যদি আয়ুঃ শেষ, বিস্তারিব লীলাশেষ,
যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয় ॥ ৮৯ ॥
আমি বৃদ্ধ জরাতুর, লিখিতে কাঁপয়ে কর,
মনে কিছু স্মরণ না হয়।
না দেখিয়ে নয়নে, না শুনিয়ে শ্রবণে,
তবু লিখি—এ বড় বিস্ময় ॥ ৯০ ॥
এই অন্ত্যলীলা-সার, সূত্র-মধ্যে বিস্তার,
করি কিছু করিল বর্ণন।
ইহা মধ্যে মরি যবে, বর্ণিতে না পারি তবে,
এই লীলা ভক্তগণ-ধন ॥ ৯১ ॥*
সংক্ষেপে এই সূত্র কৈল, যেই ইঁহা না লিখিল,
আগে তাহা করিব বিচার।
যদি ততদিন জীয়ে, মহাপ্রভুর কৃপা হ'য়ে,
ইচ্ছা ভরি করিব বিচার ॥ ৯২ ॥
ছোট বড় ভক্তগণ, বন্দোঁ সবার শ্রীচরণ,
সবে মোরে করহ সন্তোষ।
স্বরূপ-গোসাঞির মত, রূপ রঘুনাথ জানে যত,
তাহা লিখি—নাহি মোর দোষ ॥ ৯৩ ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
শিরে ধরি সবার চরণ।
স্বরূপ-রূপ-সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ-,
ধূলি করি মস্তক-ভূষণ ॥ ৯৪ ॥
পাইয়া যাঁর আজ্ঞা-ধন, ব্রজের বৈষ্ণবগণ,
বন্দোঁ তাঁর মুখ্য হরিদাস।
চৈতন্য-বিলাস-সিন্ধু-, কল্লোলের একবিন্দু,
তার কণা কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯৫ ॥

* এস্থানে জানা যাইতেছে যে, গ্রন্থরচনার সময় গ্রন্থকর্ত্তা অতীব বৃদ্ধ ছিলেন এবং গ্রন্থ সমাপ্ত করিতে পারিবেন কি না, তাহাতে তাঁহার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে অন্ত্যলীলা-সূত্র-কথনে প্রেমোন্মাদ-প্রলাপ-বর্ণনং নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।



চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস

[১৫৩ পৃষ্ঠা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ন্যাসং বিধায়োৎপ্রণয়োঽথ গৌরো
বৃন্দাবনং গন্তুমনা ভ্রমাদ যঃ।
রাঢ়ে ভ্রমন্ শান্তিপুরীময়িত্বা
ললাস ভক্তৈরিহ তং নতোঽস্মি ॥ ১ ॥

যিনি ২৪ বৎসর গৃহবাসের পর সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক প্রেমোন্মত্ত হইয়া বৃন্দাবন যাইতে ইচ্ছা করিয়া ভ্রমক্রমে রাঢ়দেশে ভ্রমণ পূর্ব্বক শান্তিপুরে আসিয়া শ্রীঅদ্বৈত গৃহে ভক্তগণ সহ বিলাস করিয়াছিলেন, সেই গৌর-প্রভুকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

সন্ন্যাস লইয়া প্রেমাবেশে মহাপ্রভুর তিনদিন
রাঢ়দেশে ভ্রমণ

চব্বিশ-বৎসর-শেষে যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥ ৩
সন্ন্যাস করিয়া প্রেমে চলিলা বৃন্দাবন।
রাঢ়দেশে তিন দিন করিলা ভ্রমণ ॥ ৪ ॥
এই শ্লোক পড়ি প্রভু ভাবের আবেশে।
ভ্রমিতে পবিত্র কৈল সব রাঢ়দেশে ॥ ৫

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৩।৫৭)
ভিক্ষুকবাক্য—

এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মুধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি-নিষেবয়ৈব ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বতন মহাত্মাগণ-পরিষেবিত পরাত্মনিষ্ঠাকে অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ-জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়াও, আমি কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণচরণ-সেবন দ্বারাই দুস্তর সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইব ॥ ৬ ॥

প্রভু কহে—সাধু এই ভিক্ষুক-বচন।
মুকুন্দসেবন-ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ— ॥ ৭ ॥
'পরাত্মনিষ্ঠামাত্র বেশ-ধারণ।
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার-তারণ' ॥ ৮ ॥
সেই বেশ কৈল, এবে বৃন্দাবনে গিয়া।
কৃষ্ণ-নিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া ॥ ৯ ॥
এত বলি চলে প্রভু প্রেমোন্মাদ-চিহ্ন।
দিগ্বিদিগ্ জ্ঞান নাহি—চলে রাত্রিদিন ॥ ১০ ।
নিত্যানন্দ, আচার্য্যরত্ন, মুকুন্দ—তিন জন।
প্রভুর পাছে পাছে তিনে করেন গমন ॥ ১১ ॥
যেই যেই প্রভু দেখে, সেই সেই লোক।
প্রেমাবেশে 'হরি' বলে—খণ্ডে দুঃখ শোক ॥১২
গোপ-বালক-সব প্রভুকে দেখিয়া।
'হরি হরি' বলি উঠে উচ্চ করিয়া ॥ ১৩ ॥
শুনি তা-সবার নিকট গেলা গৌরহরি।
'বোল বোল' বলে সবার শিরে হস্ত ধরি ॥ ১৪ ।
তা-সবারে স্তুতি করে—তোমরা ভাগ্যবান্।
কৃতার্থ করিলে মোরে শুনাইয়া হরিনাম ॥ ১৫ ।
গুপ্তে তা-সবারে আনি ঠাকুর নিত্যানন্দ।*
শিখাইল সবাকারে করিয়া প্রবন্ধ— ॥ ১৬ ॥
বৃন্দাবন-পথ প্রভু পুছেন তোমারে।
গঙ্গাতীর-পথ তবে দেখাইও তাঁরে ॥ ১৭ ॥
তবে প্রভু পুছিলেন—শুন শিশুগণ।
কহ দেখি কোন্ পথে যাব বৃন্দাবন ॥ ১৮ ॥
শিশু-সব গঙ্গাতীর-পথ দেখাইল।
সেই পথে আবেশে প্রভু গমন করিল ॥ ১৯ ॥
আচার্য্য-রত্নেরে কহে নিত্যানন্দ-গোঁসাই—।
শীঘ্র যাহ তুমি অদ্বৈত-আচার্য্যের ঠাঁই ॥ ২০ ॥
প্রভু লৈয়া যাব আমি তাঁহার মন্দিরে।
সাবধানে রহেন যেন নৌকা লৈয়া তীরে ॥ ২১

* গুপ্তে—গোপনে।

তবে নবদ্বীপে তুমি করিহ গমন।
শচী সহ লৈয়া আইস সব ভক্তগণ ॥ ২২ ॥
তাঁরে পাঠাইয়া নিত্যানন্দ-মহাশয়।
মহাপ্রভুর আগে আসি দিল পরিচয় ॥ ২৩ ॥
প্রভু কহে— শ্রীপাদ! তোমার কোথাকে গমন।
শ্রীপাদ কহে—তোমা সঙ্গে যাব বৃন্দাবন ॥ ২৪ ॥
প্রভু কহে—কতদূরে আছে বৃন্দাবন।
তেঁহো কহেন—কর এই যমুনা দর্শন ॥ ২৫ ॥
এত বলি নিল তাঁরে গঙ্গা-সন্নিধানে।
আবেশে প্রভুর হৈল গঙ্গায় যমুনা-জ্ঞানে ॥ ২৬ ॥
অহো ভাগ্য! যমুনার পাইলুঁ দরশন।
এত বলি যমুনারে করেন স্তবন ॥ ২৭ ॥

তথাহি চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে ৫ অঃ ১৩শ-শ্লোকঃ—

চিদানন্দভানোঃ সদা নন্দসূনোঃ
পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী।
অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী
পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী ॥ ২৮ ॥

নিরাকার ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি, সেই নন্দসুত শ্রীকৃষ্ণের যিনি পরমপ্রেমপাত্রী, যিনি জলরূপে ব্রহ্মস্বরূপিণী, যিনি পাপরাশি-ধ্বংস-কারিণী, যিনি জগন্মঙ্গল-প্রদায়িনী, সেই সূর্য্য-নন্দিনী শ্রীযমুনা-দেবী আমাদিগের দেহকে পবিত্র করুন ॥ ২৮ ॥

এত বলি নমস্করি কৈল গঙ্গাস্নান।
এক কৌপীন—নাহি দ্বিতীয় পরিধান ॥ ২৯ ॥
হেনকালে অদ্বৈত-গোঁসাই নৌকাতে চড়িয়া।
আইল নূতন কৌপীন বহির্ব্বাস লৈয়া ॥ ৩০ ॥
আগে আসি রহিলা আচার্য্য নমস্কার করি।
আচার্য্য দেখি বলে প্রভু মনে সংশয় করি ॥ ৩১ ॥
তুমি তো অদ্বৈত-গোঁসাই হেথা কেনে আইলা।
আমি বৃন্দাবনে, তুমি কেমনে জানিলা ॥ ৩২ ॥
আচার্য্য কহে—যাহা তুমি সেই বৃন্দাবন।
মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমার আগমন ॥ ৩৩ ॥

প্রভু কহে—নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা।
গঙ্গায় আনিয়া মোরে যমুনা কহিলা ॥ ৩৪ ॥
আচার্য্য কহে—মিথ্যা নহে শ্রীপাদ-বচন।
যমুনাতে স্নান তুমি করিলা এখন ॥ ৩৫ ॥
গঙ্গায় যমুনা বহে হৈয়া একধার।
পশ্চিমে যমুনা বহে, পূর্ব্বে গঙ্গাধার ॥ ৩৬ ॥
পশ্চিম-ধারে যমুনা বহে তাঁহা কৈলে স্নান।
আর্দ্র কৌপীন ছাড়ি শুষ্ক কর পরিধান ॥ ৩৭ ॥
প্রেমাবেশে তিন দিন আছ উপবাস।
আজ মোর ঘরে ভিক্ষা, চল মোর বাস ॥ ৩৮ ॥
একমুষ্টি অন্ন মুই করিয়াছো পাক।
শুক-রুখ ব্যঞ্জন এক, সূপ আর শাক ॥ ৩৯ ॥
এত বলি নৌকায় চড়াইয়া নিল নিজ-ঘরে।
পাদ-প্রক্ষালন কৈল আনন্দ-অন্তরে ॥ ৪০
প্রথমেই পাক করিয়াছেন আচার্য্যাণী।
বিষ্ণু-সমর্পণ কৈল আচার্য্য আপনি ॥ ৪১ ॥
তিন ঠাঁই ভোগ বাড়াইল সম করি।
কৃষ্ণের ভোগ বাড়াইল ধাতুপাত্রোপরি ॥ ৪২ ॥
বত্রিশা-আঠিয়া-কলার আঙ্গটিয়া-পাতে।
দুই ঠাঁই ভোগ বাড়াইল ভালমতে ॥ ৪৩ ॥*
মধ্যে পীত-ঘৃতসিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ।
চারিদিকে ব্যঞ্জন-ডোঙ্গা আর মুদ্গ-সূপ ॥ ৪৪ ॥†
শাক পাক করিয়াছেন বিবিধ প্রকার।
পটোল কুষ্মাণ্ড-বড়ি মানকচু আর ॥ ৪৫ ॥
রাই মরিচ সুক্তা দিয়ে সব ফল-মূলে।
অমৃত-নিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে ॥ ৪৬ ॥
কোমল-নিম্বপত্র-সহ ভাজা-বার্ত্তাকী।
ফুলবড়ি ভাজা পটোল কুষ্মাণ্ড মানচাকী ॥ ৪৭ ॥
নারিকেল-শস্য ছানা শর্করা মধুর।
মোচাঘণ্ট দুগ্ধ-কুষ্মাণ্ড সকল প্রচুর ॥ ৪৮ ॥

---

* বত্রিশা-আঠিয়া কলার—যে কলাগাছে বত্রিশছড়া কলাকাঁদি হয়, এরূপ গাছের।

† মুদ্গ-সূপ—মুগের ডাইল।

মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়।
সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয় ॥ ৪৯ ॥
মুদ্গবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলি নারিকেলপুলি যত পিঠা ইষ্ট ৫০
বত্রিশা-আঁঠিয়া কলার ডোঙ্গা বড় বড়।
চলে হালে নাহি ডোঙ্গা অতি বড় দড় ॥ ৫১ ॥
পঞ্চাশ-পঞ্চাশ ডোঙ্গা ব্যঞ্জন ভরিয়া।
তিন ভোগের আশেপাশে রাখিল ধরিয়া ॥ ৫২
সঘৃত-পায়স নব মৃৎকুণ্ডিকা ভরি। *
তিন পাত্রে ঘনাবর্ত্ত-দুগ্ধ ভরি ধরি ॥ ৫৩ ॥
দুগ্ধ-চিড়া-কলা আর দুগ্ধ-লক্‌লকি। †
যতেক করিল তাহা কহিতে না শকি ॥ ৫৪ ॥
দুই পাশে ধরিল সব মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
চাঁপাকলা দধি সন্দেশ কহিতে না পারি ৫৫ ॥
অন্ন-ব্যঞ্জন-উপরি দিল তুলসীমঞ্জরী।
তিন জলপাত্রে সুবাসিত জল ভরি ॥ ৫৬
তিন শুভ্র-পীঠ তার উপরে বসন।
এইরূপে সাক্ষাৎ কৃষ্ণে করাইল ভোজন ॥ ৫৭
আরতির কালে দুই প্রভু বোলাইল।
প্রভু-সঙ্গে সবে আসি আরতি দেখিল ॥ ৫৮ ॥
আরতি করিয়া কৃষ্ণে করাইল শয়ন।
আচার্য্য আসি প্রভুরে তবে কৈল নিবেদন ॥ ৫৯
গৃহের ভিতরে প্রভু করহ গমন।
দুই ভাই আইলা তবে করিতে ভোজন ॥ ৬০ ॥
মুকুন্দ-হরিদাসে দুই প্রভু বোলাইল।
যোড়হাতে দুই জন কহিতে লাগিল ॥ ৬১ ॥
মুকুন্দ বলে—মোর কিছু কৃত্য নাহি সরে।
পাছে মুই প্রসাদ পাইমু, তুমি যাহ ঘরে ॥ ৬২ ॥
হরিদাস বলে—মুই পাপিষ্ঠ অধম।
বাহিরে এক মুষ্টি পাছে করিমু ভোজন ॥ ৬৩ ॥

দুই প্রভু লৈয়া আচার্য্য গেলা ভিতর-ঘর।
প্রসাদ দেখিয়া প্রভুর আনন্দ-অন্তর ॥ ৬৪ ॥
ঐছে অন্ন কৃষ্ণেরে যে করায় ভোজন।
জন্মে জন্মে শিরে ধরোঁ তাঁহার চরণ ॥ ৬৫ ॥
প্রভু জানে—তিন ভোগ কৃষ্ণের নৈবেদ্য।
আচার্য্যের মনঃকথা নহে প্রভুর বেদ্য ॥ ৬৬ ॥
প্রভু বলে—বৈস তিনে করিয়ে ভোজন।
আচার্য্য কহেন—আমি করিব পরিবেশন ॥ ৬৭ ॥
কোন্ স্থানে বসিব, আর আন দুই পাত।
অল্প করি তাহে আনি দেহ ব্যঞ্জন ভাত ॥ ৬৮ ॥
আচার্য্য কহে—বৈস দোঁহে পিঁড়ির উপরে।
এত বলি হাতে ধরি বসাইল দোঁহারে ॥ ৬৯ ॥
প্রভু কহে—সন্ন্যাসীর ভক্ষ্য নহে উপকরণ।
ইহা খাইলে কৈছে হয় ইন্দ্রিয়-বারণ ॥ ৭০ ॥
আচার্য্য কহেন—ছাড় আপন-চাতুরী।
আমি সব জানি তোমার সন্ন্যাসের ভারিভুরি ॥৭১॥
ভোজন করহ, ছাড় বচন-চাতুরী।
প্রভু কহে, এত অন্ন খাইতে না পারি ॥ ৭২ ॥
আচার্য্য বলে—অকপটে করহ আহার।
যদি খাইতে না পার পাতে রহিবেক আর ॥৭৩॥
প্রভু বলে—এত অন্ন নারিব খাইতে।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে উচ্ছিষ্ট রাখিতে ॥ ৭৪ ॥
আচার্য্য কহে—নীলাচলে খাও চুয়ান্নবার।
একবারে অন্ন খাও শত শত ভার ॥ ৭৫ ॥
তিন জনার ভক্ষ্যপিণ্ড তোমার একগ্রাস।
তার লেখায় এই অন্ন নহে পঞ্চগ্রাস ॥ ৭৬ ॥
মোর ভাগ্যে মোর ঘরে তোমার আগমন।
ছাড়হ চাতুরী প্রভু! করহ ভোজন ॥ ৭৭ ॥
এত বলি জল দিল দুই প্রভুর হাতে।
হাসিয়া লাগিল দোঁহে ভোজন করিতে ॥ ৭৮ ॥
নিত্যানন্দ কহে—কৈল তিন উপবাস।
আজি পারণা করিতে ছিল বড় আশ ॥ ৭৯ ॥
আজি উপবাস হৈল আচার্য্য-নিমন্ত্রণে।
অর্দ্ধপেট না ভরিবে এই গ্রাসেক অন্নে ॥ ৮০ ॥

* নব মৃৎকুণ্ডিকা—নূতন মাটির পাত্র।

† দুগ্ধ-লক্‌লকি—দুগ্ধ খুব বেশী পরিমাণে দিয়া তৈয়ারী একপ্রকার পিষ্টক বিশেষ।

আচার্য্য কহে—তুমি হও তৈর্থিক সন্ন্যাসী।
কভু ফল-মূল খাও, কভু উপবাসী ॥ ৮১ ॥
দরিদ্র-ব্রাহ্মণ-ঘরে পাইলা মুষ্টিকান্ন।
ইহাতে সন্তুষ্ট হও, ছাড় লোভ-মন ॥ ৮২ ॥
নিত্যানন্দ বলে—যবে কৈলে নিমন্ত্রণ।
তত দিবে যত চাহি করিতে ভোজন ॥ ৮৩ ॥
শুনি নিত্যানন্দের কথা ঠাকুর অদ্বৈত।
কহেন তাঁরে কিছু পাইয়া পিরীত— ॥ ৮৪ ॥
ভ্রষ্ট অবধূত তুমি উদর ভরিতে।
সন্ন্যাস করিয়াছ বুঝি ব্রাহ্মণ দণ্ডিতে ॥ ৮৫ ॥
তুমি খাইতে পার দশ বিশ মানের অন্ন।
আমি তাহা কাহা পাব দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥ ৮৬ ॥
যে পাইয়াছ মুষ্টিকান্ন তাহা খাইয়া উঠ।
পাগলাই না করিহ—না ছড়াইও ঝুট ॥ ৮৭ ॥
এইমতে হাস্য-রসে করেন ভোজন।
অর্দ্ধ অর্দ্ধ খাইয়া প্রভু ছাড়েন ব্যঞ্জন ॥ ৮৮ ॥
সেই ব্যঞ্জন আচার্য্য পুনঃ করেন পূরণ।
এইমত পুনঃ পুনঃ পরিবেশেন ব্যঞ্জন ॥ ৮৯ ॥
দোনা ব্যঞ্জনে ভরি করেন প্রার্থন।
প্রভু বলেন—আর কত করিব ভোজন ॥ ৯০ ॥
আচার্য্য কহে—যে দিয়াছি তাহা না ছাড়িবা।
এখন যে দিয়ে তার অর্দ্ধেক খাইবা ॥ ৯১ ॥
নানা যত্নে দৈন্যে প্রভুরে করায় ভোজন।
আচার্য্যের ইচ্ছা প্রভু করিল পূরণ ॥ ৯২ ॥
নিত্যানন্দ কহে—আমার পেট ভরিল।
লৈয়া যাহ তোর অন্ন কিছু না খাইল ॥ ৯৩ ॥
এত বলি এক গ্রাস অন্ন হাতে লৈয়া।
উঝালি ফেলিল আগে যেন ক্রুদ্ধ হৈয়া ॥ ৯৪ ॥
ভাত দুই চারি লাগিল আচার্য্যের অঙ্গে।
ভাত গায়ে লৈয়া আচার্য্য নাচে বহু রঙ্গে ॥ ৯৫
অবধূতের ঝুটা মোর লাগিল অঙ্গে।
পরম পবিত্র মোরে কৈল এই ঢঙ্গে ॥ ৯৬
তোরে নিমন্ত্রণ করি পাইনু তার ফল।
তোর জাতি কুল নাহি—সহজে পাগল ॥ ৯৭ ॥
আপনার সম মোরে করিবার তরে।
ঝুটা দিলে বিপ্র বলি ভয় না করিলে ॥ ৯৮ ॥
নিত্যানন্দ বলে—এই কৃষ্ণের প্রসাদ।
ইহাকে কহিলে ঝুটা—কৈলে অপরাধ ॥ ৯৯ ॥
শতেক সন্ন্যাসী যদি করাহ ভোজন।
তবে এই অপরাধ হইবে খণ্ডন ॥ ১০০ ॥
আচার্য্য কহে—না করিব সন্ন্যাসি-নিমন্ত্রণ।
সন্ন্যাসী নাশিল মোর সব স্মৃতি-ধর্ম্ম ॥ ১০১ ।
এত বলি দুইজনে করাইল আচমন।
উত্তম শয্যাতে লৈয়া করাইল শয়ন ॥ ১০২ ॥
লবঙ্গ এলাচী-বীজ উত্তম-রসবাস।
তুলসী-মঞ্জরী সহ দিল মুখবাস ॥ ১০৩ ॥
গন্ধ-চন্দনে লিপ্ত কৈল কলেবর।
সুগন্ধি পুষ্পমালা দিল হৃদয়-উপর ॥ ১০৪ ॥
আচার্য্য করিতে চাহে পাদ-সম্বাহন।
সঙ্কুচিত হৈয়া প্রভু বলেন বচন— ॥ ১০৫ ॥
বহু নাচাইলে আমা, ছাড় নাচায়ন। *
মুকুন্দ হরিদাস লৈয়া করহ ভোজন ॥ ১০৬ ॥
তবে ত আচার্য্য সঙ্গে লৈয়া দুইজনে।
করিল ভোজন ইচ্ছায় যে আছিল মনে ॥ ১০৭ ॥
শান্তিপুরের লোক শুনি প্রভুর আগমন।
দেখিতে আইলা লোক প্রভুর চরণ ॥ ১০৮ ॥
"হরি হরি" বলে লোক আনন্দিত হৈয়া।
চমৎকার হৈল প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখিয়া ॥ ১০৯ ॥
গৌর-দেহকান্তি সূর্য্য জিনিয়া উজ্জ্বল।
অরুণ-বস্ত্রকান্তি তাহে করে ঝলমল ॥ ১১০ ॥
আইসে যায় লোক-সব নাহি সমাধান।
লোকের সংঘট্টে দিন হৈল অবসান ॥ ১১১ ॥

উঝালি—ছড়াইলা।

* নাচায়ন—নাচান বা নৃত্য করান।

রাত্রিকালে শ্রীঅদ্বৈত গৃহে কীর্ত্তন-বিলাস

সন্ধ্যাতে আচার্য্য আরম্ভিলা সঙ্কীর্ত্তন।
আচার্য্য নাচেন, প্রভু করেন দর্শন ॥ ১১২ ॥
নিত্যানন্দ-গোঁসাই বুলে আচার্য্য ধরিয়া।
হরিদাস পাছে নাচে হরষিত হৈয়া ॥ ১১৩ ॥

ধানশ্রী রাগ।

কি কহিব রে সখি! আনন্দ-ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥ ধ্রু ॥ ১১৪ ॥
এই পদ গাই হর্ষে করেন নর্ত্তন।
স্বেদ কম্প পুলকাশ্রু হুঙ্কার গর্জ্জন ॥ ১১৫ ॥
ফিরি ফিরি কভু প্রভুর ধরেন চরণ।
চরণে ধরিয়া প্রভুরে বলেন বচন ॥ ১১৬ ॥
অনেক দিন তুমি মোরে বেড়াইলে ভাণ্ডিয়া। *
ঘরেতে পাইয়াছি এবে রাখিব বান্ধিয়া ॥ ১১৭ ॥
এত বলি আনন্দে আচার্য্য করেন নর্ত্তন।
প্রহরেক রাত্রি আচার্য্য কৈল সঙ্কীর্ত্তন ॥ ১১৮ ॥
প্রেমের উৎকণ্ঠা প্রভুর নাহি কৃষ্ণসঙ্গ।
বিরহে বাড়িল প্রেম-জ্বালার তরঙ্গ ॥ ১১৯ ॥
ব্যাকুল হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
গোঁসাই দেখিয়া আচার্য্য নৃত্য সম্বরিলা ॥ ১২০ ॥
প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভালমতে।
ভাবের সদৃশ পদ লাগিল গাইতে ॥ ১২১ ॥
আচার্য্য উঠাইল প্রভুকে করিতে নর্ত্তন।
পদ শুনি প্রভুর অঙ্গ না যায় ধারণ ॥ ১২২ ॥
অশ্রু কম্প পুলক স্বেদ গদ্গদ-বচন।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণেক রোদন ॥ ১২৩ ॥

তথাহি পদ—

হায় প্রাণপ্রিয় সখি! কি না হৈল মোরে।
কানু-প্রেমবিষে মোর তনু মন জারে ॥ ১২৪ ॥
রাত্রিদিন পোড়ে মন—সোয়াস্তি না পাও।
যাঁহা গেলে কানু পাও তাঁহা উড়ি যাও ॥ ১২৫ ॥
এই পদ গায় মুকুন্দ মধুর-স্বরে।
শুনিয়া প্রভুর চিত্ত অন্তর বিদরে ॥ ১২৬ ॥
নির্ব্বেদ বিষাদামর্ষ চাপল্য গর্ব্ব দৈন্য।
প্রভুর সহিত যুদ্ধ করে ভাবসৈন্য ॥ ১২৭ ॥
জরজর হৈলা প্রভু ভাবের প্রহারে।
ভূমিতে পড়িল—শ্বাস নাহিক শরীরে ॥ ১২৮ ॥
দেখিয়া চিন্তিত হৈল ভক্তগণ।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া গর্জ্জন ॥ ১২৯ ॥
'বোল বোল' বলি নাচে আনন্দে বিহ্বল।
বুঝন না যায় ভাব-তরঙ্গ প্রবল ॥ ১৩০ ॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে বুলে প্রভুকে ধরিয়া।
আচার্য্য হরিদাস বুলে পাছেতে নাচিয়া ॥ ১৩১ ॥
এইমত প্রহরেক নাচে প্রভু রঙ্গে।
কভু হর্ষ কভু বিষাদ ভাবের তরঙ্গে ॥ ১৩২ ॥
তিন দিন উপবাসে করিয়া ভোজন।
উদ্দণ্ড-নৃত্যে প্রভুর হৈল পরিশ্রম ॥ ১৩৩ ॥ *
তবু ত না জানে শ্রম প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
নিত্যানন্দ প্রভুরে তবে রাখিল ধরিয়া ॥ ১৩৪ ॥
আচার্য্য-গোঁসাই তবে রাখিল কীর্ত্তন।
নানা সেবা করি প্রভুকে করাইল শয়ন ॥ ১৩৫ ॥
এইমত দশ দিন ভোজন কীর্ত্তন।
একরূপ করি করে প্রভুর সেবন ॥ ১৩৬ ॥

শ্রীঅদ্বৈত-গৃহে শচীমাতার আগমন ও
প্রভু সহ মিলন

প্রভাতে আচার্য্যরত্ন দোলায় চড়াইয়া।
ভক্তগণ-সঙ্গে আইলা শচীমাতা লৈয়া ॥ ১৩৭ ॥
নদীয়া-নগরের লোক—স্ত্রী বালক বৃদ্ধ।
সব লোক আইল—হৈল সংঘট্ট সমৃদ্ধ ॥ ১৩৮ ॥†

* ভাণ্ডিয়া—ঠকাইয়া।

* উদ্দণ্ড—প্রবল।

† সংঘট্ট সমৃদ্ধ—দারুণ ভিড়।

নৃত্য করি করে প্রভু নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
শচী লৈয়া আইলা আচার্য্য অদ্বৈত-ভবন ॥ ১৩৯॥
শচী-আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবত হৈয়া।
কান্দিতে লাগিলা শচী কোলে উঠাইয়া ॥১৪০॥
দোঁহার দর্শনে দোঁহে হইলা বিহ্বল।
কেশ না দেখিয়া শচী হইল বিকল ॥ ১৪১ ॥
অঙ্গ মোছে, মুখ চুম্বে, করে নিরীক্ষণ।
দেখিতে না পায়—অশ্রু ভরিল নয়ন ॥ ১৪২ ॥
কান্দিয়া কহেন শচী—বাছা রে নিমাই।
বিশ্বরূপ-সম না করিহ নিঠুরাই ॥ ১৪৩ ॥ *
সন্ন্যাসী হইয়া মোরে না দিল দরশন।
তুমি তৈছে কৈলে মোর হইবে মরণ ॥ ১৪৪ ॥
কাঁদিয়া বলেন প্রভু—শুন মোর আই। †
তোমার শরীর এই—মোর কিছু নাই ॥ ১৪৫ ॥
তোমার পালিত দেহ, জন্ম তোমা হৈতে।
কোটি জন্মে তোমার ঋণ নারিব শোধিতে ৪৬
জানি বা না জানি যদি করিল সন্ন্যাস।
তথাপি তোমারে কভু না হব উদাস ১৪৭ ॥
তুমি যাঁহা কহ আমি তাঁহাই রহিব।
তুমি যেই আজ্ঞা কর, সেই সে করিব ॥ ১৪৮ ॥
এত বলি পুনঃপুনঃ করে নমস্কার।
তুষ্ট হৈয়া আই কোলে করেন বারবার ॥ ১৪৯
তবে আই লৈয়া আচার্য্য গেলা অভ্যন্তর।
ভক্তগণে মিলিতে প্রভু হইলা সত্বর ॥ ১৫০ ॥

ভক্তগণসহ মহাপ্রভুর মিলন

একে একে মিলিলা প্রভু সব ভক্তগণে।
সবার মুখ দেখি করে দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥ ১৫১ ॥
কেশ না দেখিয়া ভক্ত যদ্যপি পায় দুখ।
সৌন্দর্য্য দেখিতে তবু পায় মহাসুখ ॥ ১৫২ ॥
শ্রীবাস রামাই বিদ্যানিধি গদাধর।
গঙ্গাদাস বক্রেশ্বর মুরারি শুক্লাম্বর ॥ ১৫৩ ॥
বুদ্ধিমন্ত-খান নন্দন শ্রীধর বিজয়।
বাসুদেব দামোদর মুকুন্দ সঞ্জয় ॥ ১৫৪ ॥
কত নাম লইব যত নবদ্বীপবাসী।
সবারে মিলিলা প্রভু—কৃপাদৃষ্ট্যে হাসি ॥ ১৫৫ ॥
আনন্দে নাচয়ে সবে—বলে 'হরি হরি'।
আচার্য্য-মন্দির হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী ॥ ১৫৬ ॥
যত লোক আইল মহাপ্রভুরে দেখিতে।
নানা গ্রাম হৈতে আর নবদ্বীপ হৈতে ॥ ১৫৭ ॥
সবাকারে বাসা দিল ভক্ষ্য অন্ন পান।
বহুদিন আচার্য্য-গোসাই কৈল সমাধান ॥ ১৫৮ ॥
আচার্য্য-গোসাইর ভাণ্ডার অক্ষয় অব্যয়।
যত দ্রব্য ব্যয় করে, তত দ্রব্য হয় ॥ ১৫৯ ॥
সেইদিন হৈতে শচী করেন রন্ধন।
ভক্তগণ লৈয়া প্রভু করেন ভোজন ॥ ১৬০ ॥
দিনে আচার্য্যের প্রীতি প্রভুর দর্শন।
রাত্রে লোক দেখে প্রভুর নর্ত্তন কীর্ত্তন ॥ ১৬১ ॥
কীর্ত্তন করিতে প্রভুর সর্ব্ব-ভাবোদয়।
স্তম্ভ কম্প পুলকাশ্রু গদগদ প্রলয় ॥ ১৬২ ॥ *
ক্ষণে ক্ষণে পড়ে প্রভু আছাড় খাইয়া।
দেখি শচী-মাতা কহে রোদন করিয়া— ॥ ১৬৩
চূর্ণ হৈল হেন বাসোঁ নিমাই-কলেবর।
হাহা করি বিষ্ণু-পাশে মাগে এই বর— ॥ ১৬৪।
বাল্যকাল হৈতে তোমার যে কৈলুঁ সেবন।
তার এই ফল মোরে দেহ নারায়ণ— ॥ ১৬৫ ॥
যে কালে নিমাই পড়ে ধরণী-উপরে।
ব্যথা যেন নাহি লাগে নিমাই-শরীরে ॥ ১৬৬ ॥
এইমত শচীদেবী বাৎসল্যে বিহ্বল।
হর্ষ-ভয়-দৈন্যভাবে হইল বিকল ॥ ১৬৭ ॥
শ্রীনিবাস আদি যত বিপ্র ভক্তগণ।
প্রভুরে ভিক্ষা দিতে হৈল সবাকার মন ॥ ১৬৮ ।

* নিঠুরাই—নিষ্ঠুরতা।
† আই—মা, আর্য্যা শব্দের অপভ্রংশ।

* প্রলয়-

শুনি শচী সবাকারে করিল মিনতি— ।
নিমাইর দর্শন মুই আর পাব কতি ॥ ১৬৯ ॥*
তোমা-সবা-সঙ্গে হবে অন্যত্র মিলন ।
মুই অভাগিনীর মাত্র এই দরশন ॥ ১৭০ ॥
যাবত আচার্য্য-গৃহে নিমাইর অবস্থান ।
মুই ভিক্ষা দিব—সবারে মাগোঁ এই দান ॥ ১৭১॥
শুনি ভক্তগণ কহে করি নমস্কার— ।
মাতার যে ইচ্ছা, সেই সম্মত সবার ॥ ১৭২ ॥
মাতার ব্যগ্রতা দেখি প্রভুর ব্যগ্র মন ।
ভক্তগণে একত্র করি বলিলা বচন— ॥ ১৭৩ ॥
তোমা-সবার আজ্ঞা বিনা চলিলাঙ বৃন্দাবন ।
যাইতে নারিল—বিঘ্ন কৈল নিবর্ত্তন ॥ ১৭৪ ॥
যদ্যপি সহসা আমি করিয়াছি সন্ন্যাস ।
তথাপি তোমা-সবা হৈতে না হব উদাস ॥ ১৭৫ ॥
তোমা-সবা না ছাড়িব যাবত আমি জীব ।
মাতারে তাবত আমি ছাড়িতে নারিব ॥ ১৭৬ ॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে—সন্ন্যাস করিয়া ।
নিজ-জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া ॥ ১৭৭ ॥
কেহো যেন এই বোলে না করে নিন্দন ।
সেই যুক্তি কর, যাতে রহে দুই ধর্ম্ম ॥ ১৭৮ ॥
শুনিয়া প্রভুর এই মধুর বচন ।
শচী-পাশে আচার্য্যাদি করিলা গমন ॥ ১৭৯ ॥

মহাপ্রভুর নীলাচল-বাসে শচীমাতার
অভিপ্রায় ও অনুমতি

প্রভুর নিবেদন তাঁরে সকলি কহিল ।
শুনি শচী জগন্মাতা কহিতে লাগিল ॥ ১৮০
তেঁহো যদি ইঁহা রহে, তবে মোর সুখ ।
তাঁর নিন্দা হয় যদি, তবে মোর দুখ ॥ ১৮১ ।
তাতে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয়— ।
নীলাচলে রহে যদি, দুই কার্য্য হয় ॥ ১৮২ ॥
নীলাচলে নবদ্বীপে যেন দুই ঘর ।
লোক-গতাগতি—বার্ত্তা পাব নিরন্তর ॥ ১৮৩ ॥
তুমি-সব কহিতে পার গমনাগমন ।
গঙ্গাস্নানে কভু তাঁর হবে আগমন ॥ ১৮৪ ॥
আপনার দুঃখ সুখ তাহা নাহি গণি ।
তাঁর যেই সুখ, তাহা নিজ-সুখ মানি ॥ ১৮৫ ॥
শুনি ভক্তগণ তাঁরে করেন স্তবন ।
বেদ-আজ্ঞা যৈছে মাতা তোমার বচন ॥ ১৮৬ ॥
প্রভু-আগে ভক্তগণ আসিয়া কহিল ।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ হইল ॥ ১৮৭ ॥
নবদ্বীপবাসী আদি যত ভক্তগণ ।
সবারে সম্মান করি বলিল বচন— ॥ ১৮৮ ॥
তুমি-সব লোক মোর পরম বান্ধব ।
এই ভিক্ষা মাগোঁ মোরে দেহ তুমি-সব — ॥১৮৯॥
ঘরে যাইয়া কর সদা কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন ।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণকথা কৃষ্ণ-আরাধন ॥ ১৯০ ॥
আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন ।
মধ্যে মধ্যে আসি তোমায় দিব দরশন ॥ ১৯১ ॥

নবদ্বীপবাসী ও অন্যান্য ভক্তগণকে
বিদায়-দান

এত বলি সবাকারে ঈষত হাসিয়া ।
বিদায় করিল প্রভু সম্মান করিয়া ॥ ১৯২ ॥
সবারে বিদায় দিয়া চলিতে হৈল মন ।
হরিদাস কান্দি কহে করুণ-বচন— ॥ ১৯৩ ॥
নীলাচলে যাবে তুমি, মোর কোন্ গতি ।
নীলাচলে যাইতে মোর নাহিক শকতি ॥ ১৯৪
মুই অধম না পাইয়া তোমার দরশন ।
কেমতে ধরিব এই পাপিষ্ঠ জীবন ॥ ১৯৫ ॥
প্রভু কহে—কর তুমি দৈন্য-সংবরণ ।
তোমার দৈন্যেতে মোর ব্যাকুল হয় মন ॥১৯৬॥
তোমা লাগি জগন্নাথে করিব নিবেদন ।
তোমা লৈয়া যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম ॥ ১৯৭ ॥

* কতি—কোথায়।

তবে ত আচার্য্য কহে বিনয় করিয়া—।
দিন দুই চারি রহ কৃপা ত করিয়া ॥ ১৯৮ ॥
আচার্য্যের বাক্য প্রভু না করে লঙ্ঘন।
রহিলা অদ্বৈত-গৃহে—না কৈল গমন ॥ ১৯৯
আনন্দিত হৈলা আচার্য্য, শচী, ভক্ত সব।
প্রতিদিন করে আচার্য্য মহা-মহোৎসব ॥ ২০·
দিনে কৃষ্ণকথা-রস ভক্তগণ-সঙ্গে।
রাত্রে মহা-মহোৎসব সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে ॥ ২০১ ॥

মহাপ্রভুর নীলাচল যাত্রা

আনন্দিত হৈলা শচী করেন রন্ধন।
সুখে ভোজন করে প্রভু লৈয়া ভক্তগণ ॥ ২০২
আচার্য্যের শ্রদ্ধা-ভক্তি গৃহ সম্পদ্ ধনে।
সকল সফল হৈল প্রভুর আরাধনে ॥ ২০৩ ॥
শচীর আনন্দ বাঢ়ে দেখি পুত্র-মুখ।
ভোজন করাইয়া পূর্ণ কৈল নিজ-সুখ ॥ ২০৪ ॥
এইমত অদ্বৈত-গৃহে ভক্তগণ মেলে।
বঞ্চিলা কতক দিন মহা কুতূহলে ॥ ২০৫ ॥
আর দিন প্রভু কহে সব ভক্তগণে—।
নিজ-নিজ ঘরে সবে করহ গমনে ॥ ২০৬ ॥
ঘরে গিয়া কর সবে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
পুনরপি আমার সহ হইবে মিলন ॥ ২০৭ ॥
কভু বা করিবে তোমরা নীলাদ্রি-গমন।
কভু বা আসিব আমি করিতে গঙ্গাস্নান ॥ ২০৮ ॥
নিত্যানন্দ-গোঁসাই পণ্ডিত-জগদানন্দ।
দামোদর-পণ্ডিত আর দত্ত-মুকুন্দ ॥ ২০৯ ॥
এই চারিজন আচার্য্য দিল প্রভু-সনে।
জননী প্রবোধ করি বন্দিলা চরণে ॥ ২১০ ॥
তাঁরে প্রদক্ষিণ করি করিলা গমন।
এথা আচার্য্যের ঘরে উঠিল ক্রন্দন ॥ ২১১ ॥
নিরপেক্ষ হৈয়া প্রভু শীঘ্র চলিলা।
কান্দিতে কান্দিতে আচার্য্য পশ্চাত চলিলা ॥২১২॥
কতদূর গিয়া প্রভু করি যোড়হাত।
আচার্য্যে প্রবোধি কিছু কহে মিষ্ট-বাত— ॥২১৩॥
জননী প্রবোধি কর ভক্ত-সমাধান।
তুমি ব্যগ্র হৈলে কারো না রহিবে প্রাণ ॥ ২১৪ ॥
এত বলি প্রভু তাঁরে করি আলিঙ্গন।
নিবৃত্ত করিয়া কৈল স্বচ্ছন্দে গমন ॥ ২১৫ ॥
গঙ্গাতীরে গেলা প্রভু চারিজন-সাথে।
নীলাদ্রি চলিলা প্রভু ছত্রভোগ-পথে ॥ ২১৬ ॥
চৈতন্যমঙ্গলে প্রভুর নীলাদ্রি-গমন।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥ ২১৭ ॥
অদ্বৈত-গৃহে প্রভুর বিলাস শুনে যেই জন।
অচিরে মিলয়ে তারে কৃষ্ণপ্রেম-ধন ॥ ২১৮ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২১৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সন্ন্যাস-করণাদ্বৈতগৃহবিলাস-বর্ণনং
নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যস্মৈ দাতুং চোরয়ন্ ক্ষীরভাণ্ডং
গোপীনাথঃ ক্ষীরচোরাভিধোঽভূৎ।
শ্রীগোপালঃ প্রাদুরাসীদ্ বশঃ সন্
যৎপ্রেম্না তং মাধবেন্দ্রং নতোঽস্মি ॥ ১ ॥

যাঁহাকে দিবার জন্য রেমুণার শ্রীগোপীনাথ-দেব ক্ষীর-ভাণ্ড চুরি করিয়া 'ক্ষীরচোরা' নামে অভিহিত হইয়াছেন এবং যাঁহার প্রেমে বশীভূত হইয়া শ্রীগোপাল দেব আত্ম-প্রকট করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী-গোস্বামীকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
নীলাদ্রি-গমন, জগন্নাথ দরশন।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য-প্রভুর মিলন ॥ ৩ ॥

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর ও তৎপ্রণীত শ্রীচৈতন্য ভাগবতের প্রশংসা

এ সকল লীলা শ্রীদাস-বৃন্দাবন।
বিস্তারি করিয়াছেন উত্তম বর্ণন ॥ ৪ ॥
সহজে বিচিত্র মধুর চৈতন্য-বিহার।
বৃন্দাবন-দাস-মুখে অমৃতের ধার ॥ ৫ ॥
অতএব তাহা বর্ণিলে হয় পুনরুক্তি।
দম্ভ করি বর্ণি যদি, তৈছে নাহি শক্তি ॥ ৬
চৈতন্যমঙ্গলে যাহা করিল বর্ণন।
সূত্ররূপে সেই লীলা করিয়ে সূচন ॥ ৭ ॥
তাঁর সূত্রে আছে তেঁহো না কৈল বর্ণন।
যথা কথঞ্চিৎ করি সে লীলা-কথন ॥ ৮ ॥
অতএব তাঁর পায়ে করি নমস্কার।
তাঁর পায়ে অপরাধ না হউক আমার ॥ ৯ ॥

মহাপ্রভুর নীলাচল-গমন লীলা বর্ণন

এইমত মহাপ্রভু চলিলা নীলাচলে।
চারিভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণকীর্ত্তন কুতূহলে ॥ ১০ ॥
ভিক্ষা লাগি একদিন এক গ্রামে গিয়া।
আপনে অনেক অন্ন আনিল মাগিয়া ॥ ১১ ॥
পথে বড় বড় দানী বিঘ্ন নাহি করে। *
তা-সবারে কৃপা করি আইলা রেমুণারে ॥ ১২ ॥
রেমুণাতে গোপীনাথ পরম-মোহন।
ভক্তি করি কৈল প্রভু তাঁর দরশন ॥ ১৩ ॥
তাঁর পাদপদ্ম-নিকট প্রণাম করিতে।
তাঁর পুষ্পচূড়া পড়িল প্রভুর মাথাতে ॥ ১৪ ॥
চূড়া পাইয়া মহাপ্রভু আনন্দিত-মনে।
বহু নৃত্য গীত কৈল লৈয়া ভক্তগণে ॥ ১৫ ॥
প্রভুর প্রভাব দেখি প্রেম রূপ গুণ।
বিস্মিত হইলা গোপীনাথের দাসগণ ॥ ১৬ ॥
নানারূপে প্রীতে কৈল প্রভুর সেবন।
সেই রাত্রি তাহা প্রভু করিলা বঞ্চন ॥ ১৭ ॥
মহাপ্রসাদ-ক্ষীর-লোভে রহিলা প্রভু তথা।
পূর্ব্বে ঈশ্বর-পুরী তাঁরে কহিয়াছেন কথা ॥ ১৮ ॥
'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' প্রসিদ্ধ তাঁর নাম।
ভক্তগণে কহে প্রভু সেই ত আখ্যান ॥ ১৯ ॥
পূর্ব্বে মাধব-পুরী লাগি ক্ষীর কৈল চুরি।
অতএব নাম হইল 'ক্ষীরচোরা' হরি ॥ ২০ ॥
পূর্ব্বে মাধব-পুরী আইলা বৃন্দাবন।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা যথা গোবর্দ্ধন ॥ ২১ ॥
প্রেমে মত্ত—নাহি তাঁর রাত্রি-দিন জ্ঞান।
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ে—নাহি স্থানাস্থান ॥ ২২ ॥

* দানী—যাহারা পথের কর আদায় করে; তৎকালে পথ চলিতে হইলে দান দিতে হইত এবং ঐ দান আদায়ের জন্য মধ্যে মধ্যে ঘাটি থাকিত।

শৈল-পরিক্রমা করি গোবিন্দকুণ্ডে আসি।
স্নান করি বৃক্ষতলে আছে সন্ধ্যায় বসি ॥ ২৩ ॥
গোপ-বালক এক দুগ্ধভাণ্ড লৈয়া।
আসি আগে ধরি কিছু বলিল হাসিয়া— ॥ ২৪ ।
পুরী এই দুগ্ধ লৈয়া কর তুমি পান।
মাগি কেনে নাহি খাও, কিবা কর ধ্যান ॥ ২৫ ॥
বালকের সৌন্দর্য্যে পুরীর হইল সন্তোষ।
তাহার মধুর বাক্যে গেল ভোক্-শোষ ॥ ২৬ ॥
পুরী কহে—কে তুমি, কাঁহা তোমার বাস।
কেমনে জানিলে আমি করি উপবাস ॥ ২৭ ॥
বালক কহে—গোপ আমি, এই গ্রামে বসি।
আমার গ্রামেতে কেহো না রহে উপবাসী ॥ ২৮
কেহো অন্ন মাগি খায়, কেহো দুগ্ধ আর।
অযাচক-জনে আমি দিয়ে ত আহার ॥ ২৯ ॥
জল লৈতে স্ত্রীগণ তোমারে দেখি গেল।
তারা সব দুগ্ধ দিয়া আমারে পাঠাইল ॥ ৩০ ॥
গো-দোহন করিতে চাহি শীঘ্র আমি যাব।
আরবার আসি আমি এ ভাণ্ড লইব ॥ ৩১ ॥
এত বলি গেলা বালক, না দেখয়ে আর।
মাধব-পুরীর চিত্তে হৈল চমৎকার ॥ ৩২ ॥
দুগ্ধ পান করি ভাণ্ড ধুইয়া রাখিল।
বাট দেখে, সে বালক পুনঃ না আইল ॥ ৩৩ ॥
বসি নাম লয় পুরী, নিদ্রা নাহি হয়।
শেষরাত্রে তন্দ্রা হৈল—বাহ্যবৃত্তি-লয় ॥ ৩৪ ॥
স্বপ্নে দেখে—সেই বালক সম্মুখে আসিয়া।
এক কুঞ্জে লৈয়া গেল হাতেতে ধরিয়া ॥ ৩৫ ॥
কুঞ্জ দেখাইয়া কহে—আমি এই কুঞ্জে রই।
শীত-বৃষ্টি-দাবাগ্নিতে বড় দুঃখ পাই ॥ ৩৬ ॥
গ্রামের লোক আনি আমা কাঢ় কুঞ্জ হৈতে।
পর্ব্বত-উপরে লৈয়া রাখ ভালমতে ॥ ৩৭ ॥
এক মঠ করি তাঁহা করহ স্থাপন।
বহু শীতল জলে কর শ্রীঅঙ্গ-স্নাপন ॥ ৩৮ ॥
বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ—।
কবে আসি মাধব আমা করিবে সেবন ॥ ৩৯ ॥

তোমার প্রেম-বশে করি সেবা অঙ্গীকার।
দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার ॥ ৪০ ॥
'শ্রীগোপাল' নাম মোর গোবর্দ্ধনধারী।
বজ্রের স্থাপিত আমি—ইঁহা অধিকারী ॥ ৪১ ॥*
শৈল-উপর হৈতে আমা কুঞ্জে লুকাইয়া।
ম্লেচ্ছ-ভয়ে সেবক মোর গেল পলাইয়া ॥ ৪২ ॥
সেই হৈতে রহি আমি এই কুঞ্জস্থানে।
ভাল তুমি আইলা আমা কাঢ় সাবধানে ॥ ৪৩ ॥
এত বলি সেই বালক অন্তর্দ্ধান কৈল।
জাগিয়া মাধব-পুরী বিচার করিল ॥ ৪৪ ॥
শ্রীকৃষ্ণ দেখিনু মুই নারিনু চিনিতে।
এত বলি প্রেমাবেশে পড়িলা ভূমিতে ॥ ৪৫ ॥
ক্ষণেক রোদন করি মন কৈল ধীর।
আজ্ঞা-পালন লাগি হইল সুস্থির ॥ ৪৬ ॥
প্রাতঃস্নান করি পুরী গ্রাম-মধ্যে গেলা।
সব লোক একত্র করি কহিতে লাগিলা ॥ ৪৭ ॥
গ্রামের ঈশ্বর তোমার গোবর্দ্ধনধারী।
কুঞ্জে আছে চল তাঁরে বাহির যে করি ॥ ৪৮ ॥
অত্যন্ত নিবিড় কুঞ্জ—নারি প্রবেশিতে।
কুঠার কোদালি লহ দুয়ার করিতে ॥ ৪৯ ॥
শুনি লোক তাঁর সঙ্গে চলিলা হরিষে।
কুঞ্জ কাটি দ্বার করি করিলা প্রবেশে ॥ ৫০ ॥
ঠাকুর দেখিল মাটি-তৃণে আচ্ছাদিত।
দেখি সব লোক হৈল আনন্দে বিস্মিত ॥ ৫১ ॥
আবরণ দূর করি করিলা বিদিতে।
মহাভারী ঠাকুর কেহো নারে চালাইতে ॥ ৫২ ॥
মহা মহা বলিষ্ঠ লোক একত্র হইয়া।
পর্ব্বত-উপরে গেলা ঠাকুর লইয়া ॥ ৫৩ ॥
পাথরের সিংহাসনে ঠাকুর বসাইল।
বড় এক পাথর পৃষ্ঠে অবলম্বন দিল ॥ ৫৪ ॥
গ্রামের ব্রাহ্মণ সব নব ঘট লইয়া।
গোবিন্দকুণ্ডের জল আনিল ছানিয়া ॥ ৫৫ ॥

* দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র বজ্র এই বিগ্রহ স্থাপন করেন।

নব শত-ঘট জল কৈল উপনীত।
নানা বাদ্য ভেরী বাজে স্ত্রীগণে গায় গীত ॥ ৫৬ ॥
কেহো গায় কেহো নাচে—মহোৎসব হৈল।
দধি দুগ্ধ ঘৃত আইল গ্রামে যত ছিল ॥ ৫৭ ॥
ভোগ-সামগ্রী আইল সন্দেশাদি যত।
নানা উপহার তাহা কহিতে পারি কত ॥ ৫৮ ॥
তুলস্যাদি পুষ্প বস্ত্র আইল অনেক।
আপনে মাধব-পুরী কৈল অভিষেক ॥ ৫৯ ॥
অঙ্গ-মলা দূর করি করাইল স্নান।
বহু তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ ॥ ৬০ ॥
পঞ্চগব্যে পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া।
মহাস্নান করাইল শত ঘট দিয়া ॥ ৬১ ॥
পুনঃ তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ।
শঙ্খ-গন্ধোদকে কৈল স্নান-সমাপন ॥ ৬২ ॥
শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন করি বস্ত্র পরাইল।
চন্দন তুলসী পুষ্পমালা অঙ্গে দিল ॥ ৬৩ ॥
ধূপ দীপ করি নানা ভোগ লাগাইল।
দধি দুগ্ধ সন্দেশাদি যত কিছু আইল ॥ ৬৪ ॥
সুবাসিত জল নব-পাত্রে সমর্পিল।
আচমন দিয়া তবে তাম্বুল নিবেদিল ॥ ৬৫ ॥
আরতি করিয়া কৈল বহুত স্তবন।
দণ্ডবত করি কৈল আত্ম-সমর্পণ ॥ ৬৬ ॥
গ্রামের যতেক তণ্ডুল দালি গোধূম চূর্ণ।
সকল আনিয়া দিল—পর্ব্বত হৈল পূর্ণ ॥ ৬৭ ॥
কুম্ভকার ঘরে ছিল যতেক ভাজন। *
সব আনাইল প্রাতে চড়িল রন্ধন ॥ ৬৮ ॥
দশ বিপ্র অন্ন রান্ধি করে এক স্তূপ।
জনা চারি পাঁচ রান্ধে ব্যঞ্জনাদি সূপ ॥ ৬৯ ॥
বন্য-শাক ফল-মূলে বিবিধ ব্যঞ্জন।
কেহ বড়া, বড়ি, কড়ি করে বিপ্রগণ ॥ ৭০ ॥ †

জনা পাঁচ সাত রুটি করে রাশি রাশি।
অন্ন ব্যঞ্জন সব রহে ঘৃতে ভাসি ॥ ৭১ ॥
নব বস্ত্র পাতি তাহে পলাশের পাত।
রান্ধি রান্ধি তার উপর রাশি কৈল ভাত ॥ ৭২ ॥
তার পাশে রুটিরাশি উপ-পর্ব্বত হৈল।
সূপ-ব্যঞ্জনাদি-ভাণ্ড চৌদিকে ধরিল ॥ ৭৩ ॥
তার পাশে দধি দুগ্ধ মাঠা শিখরিণী। *
পায়স মাখন রস পাশে ধরি আনি ॥ ৭৪ ॥
হেনমতে অন্নকূট করিয়া সাজন।
পুরী-গোঁসাই গোপালেরে কৈল সমর্পণ ॥ ৭৫ ॥
অনেক ঘট ভরি দিল সুশীতল জল।
বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল ॥ ৭৬ ॥
যদ্যপি গোপাল সব অন্ন ব্যঞ্জন খাইল।
তার হস্ত-স্পর্শে পুনঃ তেমনি হইল ॥ ৭৭ ॥
ইহা অনুভব কৈল মাধব-গোসাঞি।
তার ঠাঞি গোপালের লুকা কিছু নাই ॥ ৭৮ ॥
একদিন উদ্যোগে ঐছে মহোৎসব কৈল।
গোপাল-প্রভাবে হয় অন্যে না জানিল ॥ ৭৯ ॥
আচমন দিয়া দিল বিড়ক সঞ্চয়।
আরতি করিল—লোকে করে জয় জয় ॥ ৮০ ॥
শয্যা করাইল নূতন খাট আনাইয়া।
নব বস্ত্র আনি তার উপরে পাতিয়া ॥ ৮১ ॥
তৃণটাটি দিয়া চারিদিক্ আবরিল।
উপরেতে এক টাটি দিয়া আচ্ছাদিল ॥ ৮২ ॥
পুরী-গোঁসাই আজ্ঞা দিল সকল ব্রাহ্মণে।
আবাল-বৃদ্ধ গ্রামের লোক করাহ ভোজনে ॥ ৮৩ ॥
সব ক্রমে ক্রমে বসি ভোজন করিল।
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীগণে আগে খাওয়াইল ॥ ৮৪ ॥
অন্য গ্রামের লোক যত দেখিতে আইল।
গোপাল দেখিয়া সবে প্রসাদ পাইল ॥ ৮৫ ॥
দেখিয়া পুরীর প্রভাব লোকে চমৎকার।
পূর্ব্ব-অন্নকূট যেন হৈল সাক্ষাৎকার ॥ ৮৬ ॥

---

* ভাজন—পাত্র; হাঁড়িকুঁড়ি।

† কড়ি—দধি ও বেসন দিয়া তৈয়ারী ব্রজবাসীদের এক রকম খাবার।

* শিখরিণী—দধি, দুগ্ধ, মরিচ, কর্পূর ও চিনি এই পাঁচটি দ্রব্য মিশাইয়া শিখরিণী হয়।

সকল ব্রাহ্মণে পুরী বৈষ্ণব করিল।
সেই সেই সেবা-মধ্যে সবা নিয়োজিল ॥ ৮৭ ॥
পুনঃ দিনশেষে প্রভুর করাইল উত্থান।
কিছু ভোগ লাগাইয়া করাইল জলপান ॥ ৮৮ ॥
'গোপাল প্রকট হৈল'—দেশে শব্দ হৈল।
আশ-পাশ গ্রামের লোক দেখিতে আইল ॥ ৮৯ ॥
একেক দিন এক এক গ্রাম লইল মাগিয়া।
অন্নকূট করে সবে হরষিত হইয়া ॥ ৯০ ॥
রাত্রিকালে ঠাকুরে করাইয়া শয়ন।
পুরী-গোসাই কৈল কিছু গব্য-ভোজন ॥ ৯১ ॥
প্রাতঃকালে পুনঃ তৈছে করিল সেবন।
অন্ন লৈয়া এক গ্রামের আইল লোকগণ ॥ ৯২ ॥
অন্ন ঘৃত দধি দুগ্ধ গ্রামে যত ছিল।
গোপালের আগে লোক আনিয়া ধরিল ॥ ৯৩ ॥
পূর্ব্বদিন-প্রায় ব্রাহ্মণ করিল রন্ধন।
তৈছে অন্নকূট গোপাল করিল ভোজন ॥ ৯৪ ॥
ব্রজবাসী-লোকের কৃষ্ণে সহজ-পিরীতি।
গোপালের সহজ-প্রীতি ব্রজবাসী প্রতি ॥ ৯৫ ॥
মহাপ্রসাদ খাইল আসিয়া সব লোক।
গোপাল দেখিয়া সবার খণ্ডে দুঃখ-শোক ॥ ৯৬ ॥
আশ-পাশ ব্রজভূমে যত গ্রাম সব।
এক একদিন সবে করে মহোৎসব ॥ ৯৭ ॥
'গোপাল প্রকট' শুনি নানাদেশ হৈতে।
নানা দ্রব্য লৈয়া লোক লাগিলা আসিতে ॥ ৯৮ ॥
মথুরার লোক সব বড় বড় ধনী।
ভক্তি করি নানা দ্রব্য ভেট দেয় আনি ৯৯
স্বর্ণ রৌপ্য বস্ত্র গন্ধ ভক্ষ্য উপহার।
অসংখ্য আইসে নিত্য—বাড়িল ভাণ্ডার ১০
এক মহাধনী ক্ষত্রিয় করাইল মন্দির।
কেহ পাক-ভাণ্ডার কৈল কেহ ত প্রাচীর ॥ ১০১ ॥
এক এক ব্রজবাসী এক এক গাভী দিল।
সহস্র সহস্র গাভী গোপালের হৈল ॥ ১০২ ॥
গৌড় হৈতে আইলা দুই বৈরাগী ব্রাহ্মণ।
পুরী-গোসাই রাখিল তারে করিয়া যতন ॥১০৩॥
সেই দুই শিষ্য করি সেবা সমর্পিল।
রাজসেবা হয়—পুরীর আনন্দ বাড়িল ॥ ১০৪ ॥
এইমতে বৎসর দুই করিল সেবন।
একদিন পুরী-গোসাই দেখিল স্বপন ॥ ১০৫ ॥
গোপাল কহে—পুরী আমার তাপ নাহি যায়।
মলয়জ-চন্দন লেপ তবে সে জুড়ায় ॥ ১০৬ ॥
মলয়জ আন যাই নীলাচল হৈতে।
অন্য হৈতে নহে—তুমি চলহ ত্বরিতে ॥ ১০৭ ॥
স্বপ্ন দেখি পুরী-গোসাইর হৈল প্রেমাবেশ।
প্রভু-আজ্ঞা পালিবারে গেলা পূর্ব্বদেশ ॥ ১০৮ ॥
সেবার নির্ব্বন্ধে লোক করিয়া স্থাপন।
আজ্ঞা মাগি গৌড়দেশে করিলা গমন ॥ ১০৯ ॥
শান্তিপুর আইলা অদ্বৈত-আচার্য্যের ঘরে।
পুরীর প্রেম দেখি আচার্য্য আনন্দ অন্তরে ॥১১০॥
তার ঠাঞি মন্ত্র নিল যতন করিয়া।
চলিলা দক্ষিণে পুরী তারে দীক্ষা দিয়া ॥ ১১১ ॥
রেমুণাতে কৈল গোপীনাথ-দরশন।
তাঁর রূপ দেখিয়া বিহ্বল হৈল মন ॥ ১১২ ॥
নৃত্য-গীত করি জগমোহনে বসিলা। *
কাহা-কাহা ভোগ লাগে—ব্রাহ্মণে পুছিলা ॥১১৩॥
সেবার সৌষ্ঠব দেখি আনন্দিত মনে।
উত্তম ভোগ লাগে ইহা হৈল অনুমানে ॥ ১১৪ ॥
যেমন ইঁহা ভোগ লাগে সকল শুনিব।
তেমত অনুমানে ভোগ গোপালে লাগাব ॥ ১১৫ ॥
এই লাগি পুছিলেন ব্রাহ্মণের স্থানে।
ব্রাহ্মণ কহিল সব ভোগ-বিবরণে ॥ ১১৬ ॥
সন্ধ্যায় ভোগ লাগে ক্ষীর অমৃতকেলি নাম।
দ্বাদশ মৃৎপাত্র ভরি অমৃত-সমান ॥ ১১৭ ॥
'গোপীনাথের ক্ষীর' বলি প্রসিদ্ধি যাহার।
পৃথিবীতে ঐছে ভোগ কাহা নাহি আর ॥ ১১৮ ॥
হেনকালে সেই ভোগ ঠাকুরে লাগিল।
শুনি পুরী-গোসাই কিছু মনে বিচারিল ॥১১৯॥

* জগমোহন মন্দিরের যে অংশে বিগ্রহ অবস্থিত, তাহার বহির্ভাগকে জগমোহন কহে।

অযাচিত ক্ষীর-প্রসাদ অল্প যদি পাই।
স্বাদ জানি তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই ॥ ১২০॥
এই ইচ্ছায় লজ্জা পাইয়া বিষ্ণু-স্মরণ কৈল।
হেনকালে ভোগ সরি আরতি বাজিল ॥ ১২১ ॥
আরতি দেখিয়া পুরী কৈল নমস্কার।
বাহিরে আইলা কিছু না কহিল আর ॥ ১২২ ॥
অযাচিত-বৃত্তি পুরী বিরক্ত উদাস।
অযাচিত পাইলে খান নহে উপবাস ॥ ১২৩ ॥
প্রেমামৃতে তৃপ্ত নাহি ক্ষুধা -তৃষ্ণা বাধে।
ক্ষীরে ইচ্ছা হৈল তাহে মানে অপরাধে ॥ ১২৪ ॥
গ্রামের শূন্য হাটে বসি করেন কীর্ত্তন।
এথা পূজারী করাইল ঠাকুরে শয়ন ॥ ১২৫ ॥
নিজ-কৃত্য করি পূজারী করিলা শয়ন।
স্বপ্নে ঠাকুর আসি তাঁরে বলিলা বচন— ॥১২৬॥
উঠহ পূজারী, কর দ্বার বিমোচন।
ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসী-কারণ ॥ ১২৭ ॥
ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা এক ক্ষীর হয়।
তোমরা না জানিলে তাহা আমার মায়ায় ॥ ১২৮॥
মাধব-পুরী সন্ন্যাসী আছে হাটেতে বসিয়া।
তাহাকে ত এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ লৈয়া ॥ ১২৯ ॥
স্বপ্ন দেখি পূজারী উঠি করিল বিচার।
স্নান করি কপাট খুলি মুক্ত কৈল দ্বার ॥ ১৩০ ॥
ধড়ার আঁচল-তলে পাইল সেই ক্ষীর।
স্থান লেপি ক্ষীর লৈয়া হইলা বাহির ॥ ১৩১ ॥
দ্বার দিয়া গ্রামে গেলা সেই ক্ষীর লৈয়া।
হাটে হাটে বলে মাধব-পুরীকে চাহিয়া— ॥১৩২॥
ক্ষীর লহ এই, যার নাম মাধব-পুরী।
তোমার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি ॥ ১৩৩॥
ক্ষীর লৈয়া সুখে তুমি করহ ভক্ষণে।
তোমা-সম ভাগ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে ॥ ১৩৪ ॥
এত শুনি পুরী-গোঁসাই পরিচয় দিল।
ক্ষীর দিয়া পূজারী তাঁরে দণ্ডবত কৈল ॥ ১৩৫ ॥
ক্ষীরের বৃত্তান্ত তাঁরে কহিল পূজারী।
শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈল শ্রীমাধব-পুরী ॥ ১৩৬॥

প্রেম দেখি সেবক কহে হইয়া বিস্মিত।
কৃষ্ণ যে ইঁহার বশ—হয় যথোচিত ॥ ১৩৭ ॥
এত বলি নমস্করি গেলা সে ব্রাহ্মণ।
আবেশে করিলা পুরী সে ক্ষীর ভক্ষণ ॥ ১৩৮ ॥
পাত্র প্রক্ষালন করি খণ্ড খণ্ড কৈল।
বহির্ব্বাসে বান্ধি সেই ঠিকারি রাখিল ॥ ১৩৯ ॥*
প্রতিদিন একখানি করেন ভক্ষণ।
খাইলে প্রেমাবেশ হয়—অদ্ভুত কথন ॥ ১৪০ ॥
ঠাকুর মোরে ক্ষীর দিল লোক সব শুনি।
দিনে লোক ভিড় হবে—মোর প্রতিষ্ঠা জানি॥১৪১
সেই ভয়ে রাত্রিশেষে চলিলা শ্রীপুরী।
সেইখানে গোপীনাথে দণ্ডবত করি ॥ ১৪২ ॥
চলি চলি আইলা পুরী শ্রীনীলাচল।
জগন্নাথ দেখি হৈলা প্রেমেতে বিহ্বল ॥ ১৪৩ ॥
প্রেমাবেশে উঠে পড়ে হাসে নাচে গায়।
জগন্নাথ-দরশনে মহাসুখ পায় ॥ ১৪৪ ॥
মাধব-পুরী-শ্রীপাদ আইলা—লোকে হৈল খ্যাতি
সব লোক আসি তাঁরে করে বহু ভক্তি ॥ ১৪৫ ॥
প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে, তার হয় বিধাতা-নির্ম্মিত ॥ ১৪৬ ॥
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী গেলা পলাইয়া।
কৃষ্ণভক্ত সঙ্গে প্রতিষ্ঠা চলে লাগ লইয়া ॥ ১৪৭ ।
যদ্যপি উদ্বেগ হৈল—পলাইতে মন।
ঠাকুরের চন্দন-সাধন হইল বন্ধন ॥ ১৪৮ ॥
জগন্নাথ সেবক যত, যতেক মহান্ত।
সবাকে কহিল শ্রীগোপাল-বৃত্তান্ত ॥ ১৪৯ ॥
'গোপাল চন্দন মাগে' শুনি ভক্তগণ।
আনন্দে চন্দন লাগি করিলা যতন ॥ ১৫০ ॥
রাজপাত্র-সনে যার যার পরিচয়।†
তাঁরে মাগি কর্পূর চন্দন করিলা সঞ্চয় ॥ ১৫১ ॥
এক বিপ্র এক সেবক চন্দন বহিতে।
পুরী-গোঁসাইর সঙ্গে দিল সম্বল সহিতে ॥ ১৫২ ।

* ঠিকারি—সেই ক্ষীরের ভাঁড়ের খোলা।
† রাজপাত্র—রাজপুরুষ।

ঘাটি-দান ছাড়াইতে রাজপাত্র-দ্বারে।
রাজলেখা করি দিল পুরী-গোঁসাইর করে ॥১৫৩॥*
চলিলা মাধব-পুরী চন্দন লইয়া।
কতদিনে রেমুণাতে মিলিল আসিয়া ॥ ১৫৪ ॥
গোপীনাথ চরণে কৈল বহু নমস্কার।
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত করিল অপার ॥ ১৫৫ ॥
পুরী দেখি সেবক-সব সম্মান করিল।
ক্ষীর-প্রসাদ দিয়া তাঁরে ভিক্ষা করাইল ॥ ১৫৬ ॥
সেই রাত্রে দেবালয়ে করিল শয়ন।
শেষরাত্রি হৈলে পুরী দেখিল স্বপন— ॥ ১৫৭ ॥
গোপাল আসিয়া কহে, শুনহ মাধব।
কর্পূর চন্দন আমি পাইলাম সব ॥ ১৫৮ ॥
কর্পূর-সহিত ঘষি এ সব চন্দন।
গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন ॥ ১৫৯ ॥
গোপীনাথ আমার সে এক অঙ্গ হয়।
ইহাকে চন্দন দিলে মোর তাপ-ক্ষয় ॥ ১৬০ ॥
দ্বিধা না ভাবিহ কিছু ভাবিহ মনে।
বিশ্বাস করি চন্দন দেহ আমার বচনে ॥১৬১ ॥
এত বলি গোপাল গেল, গোঁসাই জাগিল।
গোপীনাথের সেবকগণে ডাকিয়া আনিল ॥১৬২॥
প্রভুর আজ্ঞা হৈল এই কর্পূর চন্দন।
গোপীনাথের অঙ্গে সব করহ লেপন ॥ ১৬৩ ॥
ইঁহাকে চন্দন দিলে গোপাল হইবে শীতল।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর—তাঁর আজ্ঞা সে প্রবল ॥ ১৬৪ ॥
গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ পরিবে চন্দন।
শুনি আনন্দিত হৈল সেবকের মন ॥ ১৬৫ ॥
পুরী কহে—এই দুই ঘষিবে চন্দন।
আর দুই জন দেহ, দিব যে বেতন ॥ ১৬৬ ॥
এইমত চন্দন দেয় প্রত্যহ ঘষিয়া।
পরায় সেবক সব আনন্দ করিয়া ॥ ১৬৭ ॥
প্রত্যহ চন্দন পরায় যাবত হৈল অন্ত।
তথায় রহিলা পুরী তাবত পর্য্যন্ত ॥ ১৬৮ ॥
গ্রীষ্মকাল-অন্তে পুনঃ নীলাচলে গেলা।
নীলাচলে চাতুর্ম্মাস্য আনন্দে রহিলা ॥ ১৬৯ ॥
শ্রীমুখে মাধব-পুরীর অমৃত-চরিত।
ভক্তগণে শুনাইয়া প্রভু করে আস্বাদিত ॥ ১৭০ ॥
প্রভু কহে—নিত্যানন্দ ! করহ বিচার।
পুরী সম ভাগ্যবান্ কহো নাহি আর ॥ ১৭১ ॥
দুগ্ধদানছলে কৃষ্ণ যাঁরে দেখা দিল।
তিনবার স্বপ্নে আসি যাঁরে আজ্ঞা কৈল ॥ ১৭২ ॥
যাঁর প্রেমে বশ হৈয়া প্রকট হইলা।
সেবা অঙ্গীকার করি জগত তারিলা ॥ ১৭৩ ॥
যাঁর লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি।
অতএব নাম হৈল 'ক্ষীরচোরা' করি ॥ ১৭৪ ॥
কর্পূর চন্দন যাঁর অঙ্গে চড়াইল।
আনন্দে পুরী-গোঁসাইর প্রেম উথলিল ॥ ১৭৫ ॥
ম্লেচ্ছদেশে কর্পূর চন্দন আনিতে জঞ্জাল।
পুরী দুঃখ পাবে—ইহা জানিয়া গোপাল ॥ ১৭৬॥
মহা দয়াময় প্রভু ভকত-বৎসল।
চন্দন পরি ভক্তশ্রম করিল সফল ॥ ১৭৭ ॥
পুরীর প্রেম-পরাকাষ্ঠা করহ বিচার।
অলৌকিক প্রেম—চিত্তে লাগে চমৎকার ॥১৭৮॥
পরম বিরক্ত মৌনী সর্ব্বত্র উদাসীন।
গ্রাম্যবার্ত্তা-ভয়ে দ্বিতীয়-সঙ্গ-হীন ॥ ১৭৯ ॥
হেন জন গোপালের আজ্ঞামৃত পাইয়া।
সহস্র ক্রোশ আসি বুলে চন্দন মাগিয়া ॥ ১৮০ ॥
ভোকে রহে তবু অন্ন মাগিয়া না খায়।
হেন জন চন্দন-ভার বহি লৈয়া যায় ॥ ১৮১ ॥
মণেক চন্দন তোলা বিশেষ কর্পূর।
গোপালে পরাব এই আনন্দ প্রচুর ॥ ১৮২ ॥
উৎকলের দানী রাখে চন্দন দেখিয়া।
তাহা এড়াইল রাজপত্র দেখাইয়া ॥ ১৮৩ ॥
ম্লেচ্ছদেশ দূরপথ জগাতি অপার। *
কেমনে চন্দন নিব—নাহি এ বিচার ॥ ১৮৪ ॥

* দান—ঘাটের শুল্ক।
রাজলেখা—রাজার অনুজ্ঞাপত্র।

* জগাতি—চুঙ্গী অর্থাৎ কর-আদায়ের স্থান; এই নামটি হিন্দি ভাষার শব্দ।

সঙ্গে এক বট নাহি ঘাটি-দান দিতে।
তথাপি উৎসাহ বড় চন্দন লৈয়া যাইতে ॥ ১৮৫ ॥
প্রগাঢ় প্রেমের এই স্বভাব-আচার।
নিজ-দুঃখ-বিঘ্নাদিক না করে বিচার ॥ ১৮৬ ॥
এই তাঁর গাঢ় প্রেম লোকে দেখাইতে।
গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল চন্দন আনিতে ॥১৮৭
বহু পরিশ্রমে চন্দন রেমুণা আনিল।
আনন্দ বাড়িল মনে দুঃখ না গণিল ॥ ১৮৮ ॥
পরীক্ষা করিতে গোপাল কৈল আজ্ঞাদান।
পরীক্ষা করিয়া শেষে হৈল দয়াবান্ ॥ ১৮৯ ॥
এই ভক্তি ভক্তপ্রিয় কৃষ্ণ-ব্যবহার।
বুঝিতেহো আমা-সবার নাহি অধিকার ॥ ১৯০ ॥
এত বলি পড়ে প্রভু তাঁর কৃত শ্লোক।
যেই শ্লোক-চন্দ্রে জগৎ করেছে আলোক ॥১৯১॥
ঘষিতে ঘষিতে যৈছে মলয়জ সার।
গন্ধ বাড়ে তৈছে এই শ্লোকের বিচার ॥ ১৯২ ॥
রত্নগণ-মধ্যে যৈছে কৌস্তুভমণি।
রসবাক্য-মধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি ॥ ১৯৩ ॥
এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধা-ঠাকুরাণী।
তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্র-বাণী ॥ ১৯৪ ॥
কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন।
ইহা আস্বাদিতে আর নাহি চৌঠা জন ॥ ১৯৫ ॥
শেষকালে এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে।
সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল পুরীর শ্লোক-সহিতে ॥ ১৯৬ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ৩৩৪-শ্লোকে শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরী-বাক্যং—

অয়ি দীনদয়ার্দ্র ! নাথ ! হে
মথুরানাথ ! কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদালোক-কাতরং দয়িত !
ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহং ॥ ১৯৭ ॥

হে দীনদয়াল ! হে নাথ ! হে মথুরানাথ ! কবে তোমার দর্শন পাইব ? হে প্রাণপ্রিয়, তোমার অদর্শনে আমার হৃদয় যে বড় কাতর হইয়াছে, আমি যে ধৈর্য্যহারা হইয়াছি, বল বল আমি কি করি ॥ ১৯৭ ॥

এই শ্লোক পড়িতে প্রভু হইলা মূর্চ্ছিত।
প্রেমেতে বিবশ হৈলা পড়িলা ভূমিত ॥ ১৯৮ ॥
আস্তে-ব্যস্তে কোলে করি নিল নিত্যানন্দ।
ক্রন্দন করিয়া তবে উঠে গৌরচন্দ্র ॥ ১৯৯ ॥
প্রেমোন্মাদ হৈল উঠি ইতি-উতি ধায়।
হুঙ্কার করয়ে হাসে কান্দে নাচে গায় ॥ ২০০ ॥
অয়ি দীন ! অয়ি দীন ! বলে বারবার।
কণ্ঠে না নিঃসরে বাণী, বহে অশ্রুধার ॥ ২০১ ॥
কম্প স্বেদ পুলকাশ্রুস্তম্ভ বৈবর্ণ্য।
নির্ব্বেদ বিষাদ জাড্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য ॥ ২০২ ॥
এই শ্লোকে উঘাড়িল প্রেমের কপাট। *
গোপীনাথ-সেবক দেখে প্রভুর প্রেমনাট ॥ ২০৩ ॥
লোকের সংঘট্ট দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল। †
ঠাকুরের ভোগ সরি আরতি বাজিল ॥ ২০৪ ॥
ঠাকুরে শয়ন করায় পূজারী হইলা বাহির।
প্রভু-আগে আনি দিল প্রসাদ বার ক্ষীর ॥ ২০৫ ॥
ক্ষীর দেখি মহাপ্রভুর আনন্দ বাড়িল।
ভক্তগণে খাওয়াইতে পঞ্চ ক্ষীর লৈল ॥ ২০৬ ॥
সাত ক্ষীর পূজারীকে বাহুড়িয়া দিল। ‡
পঞ্চ ক্ষীর পঞ্চজনে বাটিয়া খাইল ॥ ২০৭ ॥
যদ্যপি গোপীনাথরূপে করিয়াছেন ভোজন।
ভক্তি দেখাইতে কৈল প্রসাদ ভক্ষণ ॥ ২০৮ ॥
নাম-সঙ্কীর্ত্তনে সেই রাত্রি গোঙাইলা।
মঙ্গল-আরতি দেখি প্রভাতে চলিলা ॥ ২০৯ ॥

* উঘাড়িল—উদ্ঘাটন করিল।
প্রেমনাট—প্রেমজনিত নৃত্য।
† বাহ্য—বাহ্যিক জ্ঞান।
‡ বাহুড়িয়া দিল—ফিরাইয়া দিল।

এই ত আখ্যানে কহি দোঁহার মহিমা।
প্রভুর ভক্তবাৎসল্য আর ভক্তের প্রেমসীমা ॥২১০॥
গোপাল গোপীনাথ পুরী-গোঁসাইর গুণ।
ভক্ত-সঙ্গে শ্রীমুখে প্রভু কৈলা আস্বাদন ॥ ২১১ ॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া ইহা শুনে যেইজন।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে সেই পায় প্রেমধন ॥ ২১২
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২১৩

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীচরিতামৃতাস্বাদনং নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পদ্ভ্যাং চলন্ যঃ প্রতিমা-স্বরূপো
ব্রহ্মণ্যদেবো হি শতাহগম্যং।
দেশং যযৌ বিপ্রকৃতেঽদ্ভুতেহং
তং সাক্ষিগোপালমহং নতোঽস্মি ॥ ১ ॥

যে ব্রহ্মণ্যদেব প্রতিমাস্বরূপ হইয়াও ব্রাহ্মণের উপকারের নিমিত্ত বহুদিনের গম্য পথ পদব্রজে চলিয়া আসিয়াছিলেন, সেই অত্যাশ্চর্য্য লীলাময় শ্রীসাক্ষিগোপালদেবকে আমি প্রণাম করি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

মহাপ্রভুর কটক গমন ও সাক্ষিগোপাল দর্শন

চলিতে চলিতে আইলা যাজপুর-গ্রাম।
বরাহঠাকুর দেখি করিল প্রণাম ॥ ৩ ॥
নৃত্য-গীত কৈল প্রেমে বহুত স্তবন।
যাজপুরে সে রাত্রি রহি করিলা গমন ॥ ৪ ॥
কটক আইলা সাক্ষিগোপাল দেখিতে।
গোপাল-সৌন্দর্য্য দেখি হৈলা আনন্দিতে ॥ ৫ ॥
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত কৈল কতক্ষণ।
আবিষ্ট হইয়া কৈল গোপাল-স্তবন ॥ ৬ ॥
সেই রাত্রি তাঁহা রহি ভক্তগণ-সঙ্গে।
গোপালের পূর্ব্বকথা শুনে প্রভু রঙ্গে ॥ ৭
নিত্যানন্দ-গোসাঞি যবে তীর্থ ভ্রমিলা।
সাক্ষিগোপাল দেখিবারে কটক আইলা ৮
সাক্ষিগোপালের কথা শুনি লোকমুখে।
সেইকথা প্রভু আগে কহে মহাসুখে ॥ ৯ ॥
পূর্ব্বে বিদ্যানগরের দুই ত ব্রাহ্মণ।
তীর্থ করিবারে দোঁহে করিলা গমন ॥ ১০ ॥
গয়া বারাণসী আদি প্রয়াগ করিয়া।
মথুরা আইলা দোঁহে আনন্দিত হৈয়া ॥ ১১ ॥
বনযাত্রায় বন দেখি দেখে গোবর্দ্ধন।
দ্বাদশ-বন দেখি শেষে আইলা বৃন্দাবন ॥ ১২
বৃন্দাবনে গোবিন্দ-স্থানে মহাদেবালয়।
সে মন্দিরে গোপালের মহাসেবা হয় ॥ ১৩ ॥
কেশি-তীর্থে কালিয়-হ্রদাদিতে কৈল স্নান।
শ্রীগোপাল দেখি তাঁহা করিল বিশ্রাম ॥ ১৪
গোপাল-সৌন্দর্য্য দোঁহার মন নিল হরি।
সুখ পাইয়া রহে তাঁহা দিন দুই চারি ॥ ১৫ ॥
দুই বিপ্র মধ্যে এক বিপ্র বৃদ্ধ প্রায়।
আর বিপ্র যুবা—তাঁর করেন সহায় ॥ ১৬ ॥
ছোট বিপ্র করে সদা তাঁহার সেবন।
তাঁহার সেবায় বিপ্রের তুষ্ট হৈল মন ॥ ১৭ ॥

বিপ্র বলে—তুমি মোর বহু সেবা কৈলে।
সহায় হইয়া মোরে তীর্থ করাইলে ॥ ১৮ ॥
পুত্রেহ পিতার ঐছে না করে সেবন।
তোমার প্রসাদে আমি না পাইলাম শ্রম ॥ ১৯ ॥
কৃতঘ্নতা হয় তোমার না কৈলে সম্মান।
অতএব তোমায় আমি দিব কন্যাদান ॥ ২০ ॥
ছোট বিপ্র কহে—শুন বিপ্র মহাশয়।
অসম্ভব কহ কেনে যেই নাহি হয় ॥ ২১ ॥
মহা-কুলীন তুমি বিদ্যা-ধনাদি প্রবীণ।
আমি অকুলীন আর ধন-বিদ্যা-হীন ॥ ২২ ॥
কন্যাদান-পাত্র আমি না হই তোমার।
কৃষ্ণ-প্রীতে করি তোমার সেবা-ব্যবহার ॥ ২৩ ॥
ব্রাহ্মণ-সেবায় কৃষ্ণের প্রীতি বড় হয়।
তাঁহার সন্তোষে ভক্তি-সম্পদ্ বাঢ়য় ॥ ২৪ ॥
করিয়ে তোমার সেবা—আমার ব্যবহার।
এ অসম্ভব কথা না কহিবে আর ॥ ২৫ ॥
বড় বিপ্র কহে—তুমি না কর সংশয়।
তোমারে কন্যা দিব আমি—করিল নিশ্চয় ॥২৬॥
ছোট বিপ্র বলে—তোমার স্ত্রী-পুত্র সব।
বহু জ্ঞাতি-গোষ্ঠী তোমার বহু ত বান্ধব ॥ ২৭ ॥
তা-সবার মত বিনা নহে কন্যা-দান।
রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক তাহাতে প্রমাণ ॥ ২৮ ॥
ভীষ্মকের ইচ্ছা—কৃষ্ণে কন্যা সমর্পিতে।
পুত্রের বিরোধে কন্যা নারিল অর্পিতে ॥ ২৯ ॥
বড় বিপ্র কহে—কন্যা মোর নিজ-ধন।
নিজ-ধন দিতে নিষেধিবে কোন্ জন ॥ ৩০ ॥
তোমারে কন্যা দিব সবাকে করি তিরস্কার।
সংশয় না কর তুমি—করহ স্বীকার ॥ ৩১ ॥
ছোট বিপ্র কহে—যদি কন্যা দিতে মন।
গোপালের আগে কহ এ সত্য-বচন ॥ ৩২ ॥
গোপালের আগে বিপ্র কহিতে লাগিল—।
তুমি জান ইহারে কন্যা আমি দিল ॥ ৩৩ ॥
ছোট বিপ্র বলে—ঠাকুর! তুমি মোর সাক্ষী।
তোমা সাক্ষী বোলাইব যদি অন্যথা দেখি ॥ ৩৪ ।
এত বলি দুইজনে চলিলা দেশেরে।
গুরু-বুদ্ধ্যে ছোট বিপ্র বহু সেবা করে ॥ ৩৫ ॥
দেশে আসি দোঁহে গেলা নিজ নিজ ঘরে।
কত দিনে বড় বিপ্র চিন্তিল অন্তরে— ॥ ৩৬ ॥
তীর্থে বিপ্রে বাক্য দিল, কেমতে সত্য হয়।
স্ত্রী-পুত্র জ্ঞাতি-বন্ধু জানিবে নিশ্চয় ॥ ৩৭ ॥
একদিন নিজ-লোক একত্র করিল।
তা-সবার আগে সব বৃত্তান্ত কহিল ॥ ৩৮ ॥
শুনি সব গোষ্ঠী তাঁর করে হাহাকার—।
ঐছে বাত মুখে তুমি না আনিহ আর ॥ ৩৯ ॥
নীচে কন্যা দিলে কুল যাইবেক নাশ।
শুনিয়া সকল লোক করিবে উপহাস ॥ ৪০ ॥
বিপ্র বলে—তীর্থ-বাক্য কেমনে করি আন।*
যে হউক সে হউক, তারে দিব কন্যাদান ॥ ৪১ ॥
জ্ঞাতিলোক কহে—মোরা তোমাকে ছাড়িব।
স্ত্রী-পুত্র কহে—বিষ খাইয়া মরিব ॥ ৪২ ॥
বিপ্র কহে—সাক্ষী বোলাইয়া করিবেক ন্যায়।
জিতি কন্যা লবে, আর মোর ধর্ম্ম যায় ॥ ৪৩ ॥
পুত্র বলে—প্রতিমা সাক্ষী, সেহো দূরদেশে।
কে তোমার সাক্ষী দিবে—চিন্তা কর কিসে ॥৪৪॥
'নাহি কহি'—না কহি এ মিথ্যা-বচন।
সবে কহ মোর কিছু নাহিক স্মরণ ॥ ৪৫ ॥
তুমি যদি কহ—আমি কিছুই না জানি।
তবে আমি ন্যায় করি ব্রাহ্মণেরে জিনি ॥ ৪৬ ॥
এত শুনি বিপ্রের চিন্তিত হৈল মন।
একান্তভাবে চিন্তে বিপ্র গোপাল-চরণ— ॥ ৪৭ ॥
মোর ধর্ম্ম রক্ষা পায়, না মরে নিজ-জন।
দুই রক্ষা কর গোপাল! লইনু শরণ ॥ ৪৮ ॥
এইমত বিপ্র চিত্তে চিন্তিতে লাগিল।
আর দিনে লঘু বিপ্র তাঁর ঘরে আইল ॥ ৪৯ ॥
আসিয়া পরম-ভক্ত্যে নমস্কার করি।
বিনয় করিয়া কহে দুই কর জুড়ি— ॥ ৫০ ॥

* আন—অন্যথা।

তুমি মোরে কন্যা দিতে করেছ অঙ্গীকার।
এবে কিছু নাহি কহ—কি তোমার বিচার ॥৫১॥
এত শুনি সেই বিপ্র রহে মৌন ধরি।
তাঁর পুত্র মারিতে আইল হাতে ঠেঙ্গা করি ॥৫২॥
অরে অধম ! মোর ভগ্নী চাহ বিবাহিতে।
বামন হৈয়া চাঁদ যেন চাহ ত ধরিতে ॥ ৫৩ ॥
ঠেঙ্গা দেখি সেই বিপ্র পলাইয়া গেল।
আর দিন গ্রামের লোক একত্র করিল ॥ ৫৪ ॥
সব লোক বড় বিপ্রে ডাকিয়া আনিল।
তবে সেই লঘু বিপ্র কহিতে লাগিল— ॥ ৫৫ ॥
ইঁহো মোরে কন্যা দিতে কৈল অঙ্গীকার ॥
এবে যে না দেন, পুছ ইহার ব্যবহার ॥ ৫৬ ॥
তবে সেই বিপ্রেরে পুছিল সর্ব্বজন—।
কন্যা কেনে না দেহ, যদি দিয়াছ বচন ॥ ৫৭ ॥
বিপ্র কহে—শুন লোক ! মোর নিবেদন।
কবে কি বলিয়াছি মোর নাহিক স্মরণ ॥ ৫৮ ॥
এত শুনি তাঁর পুত্র বাক্য-ছল পাইয়া।
প্রগলভ হইয়া কহে সম্মুখে আসিয়া — ॥ ৫৯ ॥
তীর্থযাত্রায় পিতার সঙ্গে ছিল বহু ধন।
ধন দেখি এই দুষ্টের লৈতে হৈল মন ॥ ৬০ ॥
আর কেহ সঙ্গে নাহি—সবে এই একল।
ধুতুরা খাওয়াইয়া বাপে করিল পাগল ॥ ৬১ ॥
সব ধন লৈয়া কহে—চোরে লৈল ধন।
কন্যা দিতে চাহিয়াছে—উঠাইল বচন ॥ ৬২ ॥
তোমরা সকল লোক করহ বিচারে।
মোর পিতার কন্যা দিতে যোগ্য কি ইহারে ॥৬৩॥
এত শুনি লোকের মনে হইল সংশয়—।
সম্ভবে—ধনলোভে লোক ছাড়ে ধর্ম্মভয় ॥ ৬৪ ॥
তবে ছোট বিপ্র কহে—শুন মহাজন।
ন্যায় জিনিবারে কহে অসত্য-বচন ॥ ৬৫ ॥
এই বিপ্র মোর সেবায় তুষ্ট যবে হৈলা।
তোরে আমি কন্যা দিব—আপনে কহিলা ॥৬৬॥
তবে মুই নিষেধিনু—শুন দ্বিজবর।
তোমার কন্যার যোগ্য নহি মুই বর ॥ ৬৭ ॥
কাঁহা তুমি পণ্ডিত ধনী পরম কুলীন।
কাঁহা মুই দরিদ্র মূর্খ তাতে কুলহীন ॥ ৬৮ ॥
তবু এই বিপ্র মোরে কহে বারবার—।
তোরে কন্যা দিব, তুমি করহ স্বীকার ॥ ৬৯ ॥
তবে আমি কহিলাম—শুন মহামতি।
তোমার স্ত্রী-পুত্র-জ্ঞাতির না হবে সম্মতি ॥ ৭০ ॥
কন্যা দিতে নারিবে—হবে অসত্য বচন।
পুনরপি কহে বিপ্র করিয়া যতন— ॥ ৭১ ॥
কন্যা তোরে দিব, দ্বিধা না করিহ চিতে।
আত্মকন্যা দিব, কেবা পারে নিষেধিতে ॥ ৭২ ॥
তবে আমি কহিলাম দৃঢ় করি মন—।
গোপালের আগে কহ এ সত্য বচন ॥ ৭৩ ॥
তবে ইঁহো গোপালের আগে ত কহিল—।
তুমি জান—এই বিপ্রে কন্যা আমি দিল ॥ ৭৪ ॥
তবে আমি গোপালেরে সাক্ষী করিয়া—।
কহিলাম তাঁর পদে মিনতি করিয়া ॥ ৭৫ ॥
যদি মোরে এই বিপ্র না দিবে কন্যাদান।
সাক্ষী বোলাইব তোমা, হও সাবধান ॥ ৭৬ ॥
এই বাক্যে সাক্ষী মোর আছে মহাজন।
যাঁর বাক্য সত্য করি মানে ত্রিভুবন ॥ ৭৭ ॥
তবে বড় বিপ্র কহে—এই সত্য কথা।
গোপাল যদি সাক্ষী দেন আপনি আসি এথা ॥৭৮॥
তবে আমি কন্যা দিব—জানিহ নিশ্চয়।
তার পুত্র কহে—এই ভাল বাত হয় ॥ ৭৯ ॥
বড় বিপ্রের মনে—কৃষ্ণ বড় দয়াবান্।
অবশ্য মোর বাক্য তেঁহো করিবে প্রমাণ ॥ ৮০ ॥
পুত্রের মনে প্রতিমা না আসিবে সাক্ষী দিতে।
দুই বুদ্ধ্যে দুই জন হইলা সম্মতে ॥ ৮১ ॥
ছোট বিপ্র বলে—পত্র করহ লিখন।
পুনঃ যেন নাহি টলে এ সব বচন ॥ ৮২ ॥
তবে সব লোক এক পত্র ত লিখিল।
দোঁহার সম্মতি লৈয়া মধ্যস্থ রাখিল ॥ ৮৩ ॥
তবে ছোট বিপ্র কহে—শুন সর্ব্বজন।
এই বিপ্র সত্যবাক্য ধর্ম্মপরায়ণ ॥ ৮৪ ॥

স্ববাক্য ছাড়িতে ইঁহার নাহি কভু মন।
স্বজন-মৃত্যু-ভয়ে কহে লট্‌পটি-বচন ॥ ৮৫ ॥
ইঁহার পুণ্যে কৃষ্ণে আমি সাক্ষী বোলাইমু।
তবে এই বিপ্রের সত্য-প্রতিজ্ঞা রাখিমু ॥ ৮৬ ॥
এত শুনি নাস্তিক লোক উপহাস করে।
কেহো কহে ঈশ্বর দয়ালু আসিতেহ পারে ॥৮৭॥
তবে সেই ছোট বিপ্র গেলা বৃন্দাবন।
দণ্ডবত করি কহে সব বিবরণ— ॥ ৮৮ ॥
ব্রহ্মণ্যদেব! তুমি বড় দয়াময়।
দুই বিপ্রের ধর্ম্ম রাখ হইয়া সদয় ॥ ৮৯ ॥
কন্যা পাব—মোর মনে ইহা নাহি সুখ।
ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা যায়—এই বড় দুঃখ ॥ ৯০ ॥
এত জানি তুমি সাক্ষী দেহ দয়াময়।
জানি সাক্ষী না দেয় যেই, তার পাপ হয় ॥ ৯১
কৃষ্ণ কহে—বিপ্র তুমি যাহ স্বভবন।
সভা করি মোরে তুমি করহ স্মরণ ॥ ৯২ ॥
আবির্ভাব হৈয়া আমি তাঁহা সাক্ষী দিব।
প্রতিমা-স্বরূপে তাঁহা যাইতে নারিব ॥ ৯৩ ॥
বিপ্র বলে—যদি হও চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি।
তবু তোমার বাক্যে কারু না হবে প্রতীতি ॥৯৪॥
এই মূর্ত্ত্যে গিয়া যদি এই শ্রীবদনে। *
সাক্ষী দেহ যদি তুমি—সর্ব্বলোক মানে ॥ ৯৫ ॥
কৃষ্ণ কহে—প্রতিমা চলে কোথাও না শুনি।
বিপ্র বলে—প্রতিমা হৈয়া কহ কেনে বাণী ॥ ৯৬॥
প্রতিমা নহ—তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
বিপ্র লাগি কর তুমি অকার্য্য-করণ ॥ ৯৭ ॥
হাসিয়া গোপাল কহে—শুনহ ব্রাহ্মণ।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব গমন ॥ ৯৮ ॥
উলটিয়া আমা না করিহ দরশনে। †
আমারে দেখিলে আমি রহিব সেই স্থানে ॥৯৯॥
নূপুরের ধ্বনি-মাত্র আমার শুনিবা।
সেই শব্দে আমার গমন প্রতীতি করিবা ॥১০০॥

* মূর্ত্ত্যে—মুহূর্ত্তে।
† উলটিয়া—উল্‌টাইয়া অর্থাৎ পেছন ফিরিয়া।

একসের অন্ন মোরে করিহ সমর্পণ।
তাহা খাইয়া তোমার সঙ্গে করিব গমন ॥ ১০১ ॥
আর দিন আজ্ঞা মাগি চলিল ব্রাহ্মণ।
তার পাছে পাছে গোপাল করিল গমন ॥১০২॥
নূপুরের ধ্বনি শুনি আনন্দিত-মন।
উত্তমান্ন পাক করি করায় ভোজন ॥ ১০৩ ॥
এইমত চলি বিপ্র নিজ-দেশে আইল।
গ্রামের নিকটে আসি মনেতে চিন্তিল ॥ ১০৪ ॥
এবে মুই গ্রামে আইনু, যাইমু ভবন।
লোকেরে কহিব গিয়া সাক্ষীর আগমন ॥ ১০৫ ॥
সাক্ষাতে না দেখিলে মনে প্রতীতি না হয়।
ইঁহা যদি রহেন, তবু নাহি কিছু ভয় ॥ ১০৬ ॥
এত ভাবি সেই বিপ্র ফিরিয়া চাহিল।
হাসিয়া গোপাল-দেব তাঁহাই রহিল ॥ ১০৭ ॥
ব্রাহ্মণেরে কহে—তুমি যাহ নিজ-ঘর।
ইঁহাই রহিব আমি—না যাব অতঃপর ॥ ১০৮ ॥
তবে সেই বিপ্র যাই নগরে কহিল।
শুনিয়া সকল লোক চমৎকার হৈল ॥ ১০৯
আইল সকল লোক সাক্ষী দেখিবারে
গোপাল দেখিয়া লোক দণ্ডবত করে ১১০
গোপাল-সৌন্দর্য্য দেখি লোকে আনন্দিত।
'প্রতিমা চলিয়া আইলা' শুনিয়া বিস্মিত ॥১১১॥
তবে সেই বড় বিপ্র আনন্দিত হৈয়া।
গোপালের আগে পড়ে দণ্ডবত হৈয়া ॥ ১১২ ॥
সকল লোকের আগে গোপাল সাক্ষী দিল।
বড় বিপ্র ছোট বিপ্রে কন্যাদান কৈল ॥ ১১৩ ॥
তবে সেই দুই বিপ্রে কহিল ঈশ্বর—।
তুমি দুই জন্মে জন্মে আমার কিঙ্কর ॥ ১১৪ ॥
দোঁহার সত্যে তুষ্ট হৈলাম, দোঁহে মাগ বর।
দুই বিপ্র বর মাগে আনন্দ-অন্তর— ॥ ১১৫ ॥
যদি বর দিবে, তবে রহ এই স্থানে।
কিঙ্করেরে দয়া তবে সর্ব্বলোকে জানে ॥ ১১৬ ॥
গোপাল রহিলা, দোঁহে করেন সেবন।
দেখিতে আইসে সব দেশের লোক জন ॥১১৭॥

সে দেশের রাজা আইলা আশ্চর্য্য শুনিয়া।
পরম সন্তোষ পাইল গোপাল দেখিয়া ॥ ১১৮ ॥
মন্দির করিয়া রাজা সেবা চালাইল।
'সাক্ষি-গোপাল' বলি নাম খ্যাতি হইল ॥ ১১৯ ॥
এইমত বিদ্যানগরে সাক্ষি-গোপাল।
সেবা অঙ্গীকার করি আছেন চিরকাল ॥ ১২০ ॥
উৎকলের রাজা শ্রীপুরুষোত্তম নাম।
সেই দেশ জিনি নৈল করিয়া সংগ্রাম ॥ ১২১ ॥
সেই রাজা জিনি নিল তাঁর সিংহাসন।
'মাণিক্য-সিংহাসন' নাম অনেক রতন ॥ ১২২ ॥
পুরুষোত্তম-দেব সেই বড় ভক্ত-বর্য্য। *
গোপাল-চরণে মাগে চল মোর রাজ্য ॥ ১২৩ ॥
তাঁর ভক্তিবশে গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল।
গোপাল লইয়া সেই কটকে আইল ॥ ১২৪ ॥
জগন্নাথে আনি দিল মাণিক্য-সিংহাসন।
কটকে গোপাল-সেবা করিল স্থাপন ॥ ১২৫ ॥
তাঁহার মহিষী আইলা গোপাল-দর্শনে।
ভক্ত্যে বহু অলঙ্কার কৈল সমর্পণে ॥ ১২৬ ॥
তাঁহার নাসাতে বহুমূল্য মুক্তা হয়।
তাহা দিতে ইচ্ছা হৈল, মনেতে চিন্তয়— ॥১২৭॥
ঠাকুরের নাসাতে যদি ছিদ্র থাকিত।
তবে এই দাসী মুক্তা নাসাতে পরাইত ॥ ১২৮ ॥
এত চিন্তি নমস্করি গেলা স্ব-ভবনে।
রাত্রিশেষে গোপাল তাঁরে কহেন স্বপনে —॥১২৯॥
বালক-কালে মাতা মোর নাসা ছিদ্র করি।
মুক্তা পরাইয়াছিল বহু যত্ন করি ॥ ১৩০ ॥
সেই ছিদ্র অদ্যাপিহ আছয়ে নাসাতে।
মুক্তা পরাহ সেই যাহা চাহিয়াছ দিতে ॥ ১৩১ ॥
স্বপ্ন দেখি সেই রাণী রাজাকে কহিল।
রাজা সহ মুক্তা লৈয়া মন্দিরে আইল ॥ ১৩২ ॥
পরাইল মুক্তা নাসায় ছিদ্র দেখিয়া।
মহামহোৎসব কৈল আনন্দিত হৈয়া ॥ ১৩৩ ॥

সেই হৈতে গোপালের কটকেতে স্থিতি।
এই লাগি 'সাক্ষিগোপাল' নাম হৈল খ্যাতি ॥১৩৪॥
নিত্যানন্দ-মুখে শুনি গোপাল-চরিত।
তুষ্ট হৈলা মহা প্রভু স্বভক্ত-সহিত ॥ ১৩৫ ॥
গোপালের আগে যবে প্রভুর হয় স্থিতি।
ভক্তগণে দেখে যেন দোঁহে একমূর্ত্তি ॥ ১৩৬ ॥
দোঁহে এক বর্ণ, দোঁহে প্রকাণ্ড শরীর।
দোঁহে রক্তাম্বর, দোঁহার স্বভাব গম্ভীর ॥ ১৩৭ ॥*
মহাতেজোময় দোঁহে কমল-নয়ন।
দোঁহে ভাবাবিষ্ট, দোঁহার চন্দ্র-বদন ॥ ১৩৮ ॥
দোঁহে দেখি নিত্যানন্দ-প্রভু মহারঙ্গে।
ঠারাঠারি করি হাসে ভক্তগণ-সঙ্গে ॥ ১৩৯ ॥
এইমত মহারঙ্গে সে রাত্রি বঞ্চিয়া।
প্রভাতে চলিলা মঙ্গল-আরতি দেখিয়া ॥ ১৪০ ॥
ভুবনেশ্বর-পথে যৈছে করিলা গমন।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥ ১৪১ ॥
কমলপুরে আসি ভাগীনদী-স্নান কৈল।
নিত্যানন্দ-হাতে প্রভু দণ্ড ধরিল ॥ ১৪২ ॥

নিত্যানন্দ প্রভু কর্ত্তৃক মহাপ্রভুর দণ্ডভঙ্গলীলা

কপোতেশ্বর দেখিতে গেলা ভক্তগণ-সঙ্গে।
এথা নিত্যানন্দ-প্রভু কৈল দণ্ড-ভঙ্গে ॥ ১৪৩ ॥
তিন খণ্ড করি দণ্ড দিল ভাসাইয়া।
ভক্ত-সঙ্গে আইলা প্রভু মহেশ দেখিয়া ॥ ১৪৪ ॥
জগন্নাথের দেউল দেখি আবিষ্ট হইলা।
দণ্ডবত করি প্রেমে নাচিতে লাগিলা ॥ ১৪৫ ॥
ভক্তগণ আবিষ্ট হৈয়া সবে নাচে গায়।
প্রেমাবেশে প্রভু-সঙ্গে রাজমার্গে যায় ॥ ১৪৬ ॥
হাসে কান্দে নাচে প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন।
তিন ক্রোশ পথ হৈল সহস্র-যোজন ॥ ১৪৭ ॥
চলিতে চলিতে প্রভু আইলা আঠার-নালা।
তাঁহা আসি প্রভু কিছু বাহ্য প্রকাশিলা ॥ ১৪৮ ॥

ভক্ত-বর্য্য—শ্রেষ্ঠ ভক্ত ; ভক্তরাজ।

রক্তাম্বর—লাল-বস্ত্র-পরিহিত।

নিত্যানন্দে কহে প্রভু—দেহ মোর দণ্ড।
নিত্যানন্দ বলে—দণ্ড হৈল তিন খণ্ড ॥ ১৪৯ ॥
প্রেমাবেশে পড়িলে তুমি, তোমারে ধরিনু।
তোমা সহ সেই দণ্ড উপরে পড়িনু ॥ ১৫০ ॥
দুই জনার ভরে দণ্ড খণ্ড খণ্ড হৈল।
সেই খণ্ড কোথা গেল কিছু না জানিল ॥ ১৫১
মোর অপরাধে তোমার দণ্ড হৈল খণ্ড।
যে উচিত হয়, মোরে কর সেই দণ্ড ॥ ১৫২ ॥
শুনি মহাপ্রভু কিছু দুঃখ প্রকাশিল।
ঈষৎ ক্রোধ করি কিছু সবারে কহিল ॥ ১৫৩
নীলাচলে আনি মোর সবে হিত কৈলা।
সবে দণ্ড-ধন ছিল তাহা না রাখিলা ॥ ১৫৪
তুমি-সব আগে যাহ ঈশ্বর দেখিতে
কিবা আমি আগে যাই—না যাব সহিতে ॥১৫৫॥
মুকুন্দ দত্ত কহে—প্রভু! তুমি যাহ আগে।
আমি-সব পাছে যাব—নাহি যাব সঙ্গে ॥ ১৫৬ ॥
এত শুনি প্রভু আগে চলিলা শীঘ্রগতি।
বুঝিতে না পারে কেহো দুই প্রভুর মতি ॥১৫৭॥
ইঁহো কেনে দণ্ড ভাঙ্গে, তেঁহো কেনে ভাঙ্গায়।
ভাঙ্গাইয়া ক্রুদ্ধ কেনে—বুঝা নাহি যায় ॥১৫৮॥
দণ্ডভঙ্গ-লীলা এই পরম-গম্ভীর।
সেই বুঝে দোঁহার পদে যার ভক্তি ধীর ॥১৫৯॥ *
ব্রহ্মণ্যদেব-গোপালের মহিমা এই ধন্য।
নিত্যানন্দ বক্তা যার, শ্রোতা শ্রীচৈতন্য ॥১৬০॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া ইহা শুনে যেই জন।
অচিরে পাইবে সেই গোপাল চরণ ॥ ১৬১ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬২

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সাক্ষিগোপালচরিত-বর্ণনং নাম পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নৌমি তং গৌরচন্দ্রং যঃ কুতর্ক-কর্কশাশয়ং।
সার্ব্বভৌমং সর্ব্বভূমা ভক্তিভূমানমাচরৎ ॥ ১ ॥

যিনি কুতর্ক-কঠিন চিত্ত শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে মহা ভক্তিমান করিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বপ্রকারে সুমহান শ্রীগৌরচন্দ্রকে আমি নমস্কার করি ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

মহাপ্রভুর নীলাচলে আগমন এবং জগন্নাথ দর্শনে প্রেমাবেশে তাঁহার মূর্চ্ছা ও সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃক তাঁহাকে স্বগৃহে আনয়ন

আবেশে চলিলা প্রভু জগন্নাথ-মন্দিরে।
জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা অস্থিরে ॥ ৩ ॥
জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিলা ধাইয়া।
মন্দিরে পড়িলা প্রেমে আবিষ্ট হইয়া ॥ ৪ ॥
দৈবে সার্ব্বভৌম তাহা করে দরশন।
পড়িছা মারিতে তেঁহো কৈল নিবারণ ॥ ৫ ॥
প্রভুর সৌন্দর্য্য আর প্রেমের বিকার।
দেখি সার্ব্বভৌমের হৈল বিস্ময় অপার ॥ ৬ ॥
বহুক্ষণে চৈতন্য নহে, ভোগের কাল হৈল।
সার্ব্বভৌম মনে তবে উপায় চিন্তিল ॥ ৭ ॥
শিষ্য-পড়িছা দ্বারা আনিল বহাইয়া।
ঘরে আনি পবিত্র স্থানে রাখিল শোয়াইয়া ॥ ৮

* গম্ভীর—গূঢ়।

শ্বাস-প্রশ্বাস নাহি উদর-স্পন্দন।
দেখিয়া চিন্তিত হৈল ভট্টাচার্য্যের মন ॥ ৯ ॥
সূক্ষ্ম তূলা আনি নাসা-অগ্রেতে ধরিল।
ঈষত চলয়ে তূলা দেখি ধৈর্য্য হৈল ॥ ১০ ॥
বসি ভট্টাচার্য্য মনে করেন বিচার—।
এই কৃষ্ণ-মহাপ্রেমের সাত্ত্বিক-বিকার ॥ ১১ ॥
সুদ্দীপ্ত-সাত্ত্বিক এই—নাম যে প্রলয়। *
নিত্যসিদ্ধ-ভক্তে সে সুদ্দীপ্ত-ভাব হয় ॥ ১২ ॥
অধিরূঢ় ভাব যার, তার এ বিকার।
মনুষ্যের দেহে দেখি—বড় চমৎকার ॥ ১৩ ॥
এত চিন্তি ভট্টাচার্য্য আছেন বসিয়া।
নিত্যানন্দাদি সিংহদ্বারে উত্তরিল গিয়া ॥ ১৪ ॥
তাঁহা শুনে লোক কহে অন্যান্যে বাত—। †
এক সন্ন্যাসী আসি দেখি জগন্নাথ ॥ ১৫ ॥
মূর্চ্ছিত হইল—চেতন না হয় শরীরে।
সার্ব্বভৌম তৈছে তাঁরে লৈয়া গেলা ঘরে ॥ ১৬ ॥
শুনি সবে জানিলেন—মহাপ্রভুর কার্য্য।
হেনকালে আইলা তথা গোপীনাথাচার্য্য ॥ ১৭ ॥
নদীয়া-নিবাসী, বিশারদের জামাতা।
মহাপ্রভুর ভক্ত তেঁহো—প্রভুর তত্ত্ব-জ্ঞাতা ॥ ১৮ ॥ ‡
মুকুন্দ-সহিত পূর্ব্বে আছে পরিচয়।
মুকুন্দে দেখিয়া তাঁর হইল বিস্ময় ॥ ১৯ ॥
মুকুন্দ তাঁহারে দেখি কৈল নমস্কার।
তেঁহো আলিঙ্গিয়া পুছে প্রভুর সমাচার ॥ ২০ ॥
মুকুন্দ কহে—প্রভুর ইঁহা হৈল আগমনে।
আমি সব আসিয়াছি মহাপ্রভুর সনে ॥ ২১ ॥

* প্রলয়—মূর্চ্ছা।
† বাত—কথা।
‡ প্রভুর তত্ত্ব-জ্ঞাতা—মহাপ্রভু যে কি বস্তু, তাহা তিনি জানিতেন।

সার্ব্বভৌম-গৃহে প্রভু সহ শ্রীনিত্যানন্দাদি সঙ্গী ভক্তগণের মিলন ও তথায় ভক্তগণ সহ মহাপ্রভুর ভোজন-লীলা

নিত্যানন্দ-গোঁসাইরে আচার্য্য কৈল নমস্কার।
সবে মিলি পুছে প্রভুর বার্ত্তা আরবার ॥ ২২ ॥
মুকুন্দ কহে—মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া।
নীলাচলে আইলা সঙ্গে আমা-সবা লৈয়া ॥ ২৩ ॥
আমা-সবা ছাড়ি আগে গেলা দরশনে।
আমি-সব পাছে আইলাম তাঁর অন্বেষণে ॥ ২৪ ॥
অন্যান্য লোকের মুখে যে কথা শুনিল।
সার্ব্বভৌম-গৃহে প্রভু—অনুমান কৈল ॥ ২৫ ॥
ঈশ্বর-দর্শনে প্রভু প্রেমে অচেতন।
সার্ব্বভৌম লৈয়া গেল আপন-ভবন ॥ ২৬ ॥
তোমার মিলনে আমার যবে হৈল মন।
দৈবে সেইক্ষণে পাইল তোমার দর্শন ॥ ২৭ ॥
চল সবে যাই সার্ব্বভৌমের ভবন।
প্রভু দেখি পাছে করিব ঈশ্বরদর্শন ॥ ২৮ ॥
এত শুনি গোপীনাথ সবারে লইয়া।
সার্ব্বভৌম-ঘরে গেলা হরষিত হৈয়া ॥ ২৯ ॥
সার্ব্বভৌম-স্থানে গিয়া প্রভুকে দেখিল।
প্রভু দেখি আচার্য্যের দুঃখ-হর্ষ হৈল ॥ ৩০ ॥
সার্ব্বভৌমে জানাইয়া সবা নিল অভ্যন্তরে।
নিত্যানন্দ প্রভুরে তেঁহো কৈল নমস্কারে ॥ ৩১
সবা-সহিত যথাযোগ্য করিল মিলন।
প্রভু দেখি সবার হৈল দুঃখ-হর্ষ-মন ॥ ৩২ ॥
সার্ব্বভৌম পাঠাইল সবা দর্শন করিতে।
চন্দনেশ্বর নিজ-পুত্র দিল সবার সাথে ॥ ৩৩ ॥
জগন্নাথ দেখি সবার হইল আনন্দ।
ভাবেতে আবিষ্ট হৈলা প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ৩৪ ॥
সবে মিলি তবে তারে সুস্থির করিল।
ঈশ্বর-সেবক মালা প্রসাদ আনি দিল ॥ ৩৫ ॥
প্রসাদ পাইয়া সবে আনন্দিত-মনে।
পুনরপি আইলা সবে মহাপ্রভুর স্থানে ॥ ৩৬ ॥

উচ্চ করি করে সবে নাম-সংকীর্ত্তন।
তৃতীয় প্রহরে হৈল প্রভুর চেতন ॥ ৩৭ ॥
হুঙ্কার করিয়া উঠে হরি হরি বলি।
আনন্দে সার্ব্বভৌম তাঁর লৈল পদধূলি ॥ ৩৮ ॥
সার্ব্বভৌম কহে—শীঘ্র করহ মধ্যাহ্ন।
মুই ভিক্ষা দিব আজি মহাপ্রসাদান্ন ॥ ৩৯ ॥
সমুদ্র-স্নান করি প্রভু শীঘ্র আইলা।
চরণ পাখালি প্রভু আসনে বসিলা ॥ ৪০ ॥
বহুত প্রসাদ সার্ব্বভৌম আনাইল।
তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজন করিল ॥ ৪১ ॥
সুবর্ণ-থালেতে অন্ন উত্তম ব্যঞ্জন।
ভক্তগণ-সঙ্গে প্রভু করেন ভোজন ॥ ৪২ ॥
সার্ব্বভৌম পরিবেশন করেন আপনে।
প্রভু কহে—মোরে দেহ লাফ্‌রা-ব্যঞ্জনে ॥৪৩॥ ※
পিঠা পানা দেহ তুমি ইঁহা সবাকারে।
তবে ভট্টাচার্য্য কহে যুড়ি দুই করে ॥ ৪৪ ॥
জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন।
আজি সব মহাপ্রসাদ কর আস্বাদন ॥ ৪৫ ॥
এত বলি পিঠা-পানা সব খাওয়াইলা। †
ভিক্ষা করাইয়া আচমন করাইলা ॥ ৪৬ ॥
আজ্ঞা মাগি গোপীনাথ আচার্য্যে লইয়া।
প্রভুর নিকটে আইলা ভোজন করিয়া ॥ ৪৭ ॥

সার্ব্বভৌমের প্রশ্নে গোপীনাথাচার্য্য কর্তৃক মহাপ্রভুর
পরিচয় প্রদান ও সার্ব্বভৌমের নিকট
মহাপ্রভুর দৈন্য প্রকাশ

'নমো নারায়ণ' বলি নমস্কার কৈল।
'কৃষ্ণে মতিরস্তু' বলি গোসাঞি কহিল ॥ ৪৮ ॥
শুনি সার্ব্বভৌম মনে বিচার করিল—।
বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী ইঁহো বচনে জানিল ॥ ৪৯ ॥
গোপীনাথ-আচার্য্যেরে কহে সার্ব্বভৌম—।
গোঁসাঞির জানিতে চাহি কাঁহা পূর্ব্বাশ্রম ॥ ৫০ ॥
গোপীনাথ আচার্য্য কহে—নবদ্বীপে ঘর।
জগন্নাথ নাম—পদবী মিশ্র-পুরন্দর ॥ ৫১ ॥
বিশ্বম্ভর নাম ইঁহার—তাঁর ইঁহো পুত্র।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর হয়েন দৌহিত্র ॥ ৫২ ॥
সার্ব্বভৌম কহে—নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী।
বিশারদের সমাধ্যায়ী—এই তাঁর খ্যাতি ॥ ৫৩ ॥
মিশ্র পুরন্দর তাঁর মান্য হেন জানি।
পিতার সম্বন্ধে দোঁহা পূজ্য করি মানি ॥ ৫৪ ॥
নদীয়া-সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম হৃষ্ট হৈলা।
প্রীত হইয়া গোসাঞিরে কহিতে লাগিলা— ॥৫৫॥
সহজেই পূজ্য তুমি, আরে ত সন্ন্যাস।
অতএব হঙ আমি তোমার নিজ-দাস ॥ ৫৬ ॥
শুনি মহাপ্রভু কৈল শ্রীবিষ্ণু-স্মরণ।
ভট্টাচার্য্যে কহে কিছু বিনয়-বচন— ॥ ৫৭ ॥
তুমি জগদ্গুরু সর্ব্বলোক-হিতকর্ত্তা।
বেদান্ত পড়াও—সন্ন্যাসীর উপকর্ত্তা ॥ ৫৮ ॥
আমি বালক-সন্ন্যাসী—ভালমন্দ নাহি জানি।
তোমার আশ্রয় নিল গুরু করি মানি ॥ ৫৯ ॥
তোমার সঙ্গ লাগি মোর এথা আগমন।
সর্ব্বপ্রকারে আমার করিবে পালন ॥ ৬০ ॥
আজি যে হইল আমার বড়ই বিপত্তি।
তাহা হৈতে কৈলে তুমি আমার অব্যাহতি ॥ ৬১॥
ভট্টাচার্য্য কহে—একলে না যাইহ দর্শনে।
আমা সঙ্গে যাইহ কিবা আমার লোক-সনে ॥৬২॥
প্রভু কহে—মন্দির-ভিতর কভু না যাইব।
গরুড়ের পাশে রহি দর্শন করিব ॥ ৬৩ ॥

গোপীনাথাচার্য্য কর্তৃক মহাপ্রভুর কিঞ্চিৎ মহিমা-বর্ণন-হেতু
গোপীনাথ সহ সার্ব্বভৌম শিষ্যগণের তর্ক বিতর্ক
ও বিচার

গোপীনাথ আচার্য্যকে কহে সার্ব্বভৌম।
তুমি গোসাঞিরে করাইহ দরশন ॥ ৬৪ ॥

※ লাফ্‌রা-ব্যঞ্জন—পাঁচ রকম যা তা তরকারী মিশাইয়া যেমন তেমন করিয়া রাঁধিলে যে তরকারী হয়, তাহার নাম লাফ্‌রা-ব্যঞ্জন।

† পিঠা—পিষ্টক। পানা—পায়স।

আমার মাতৃষ্বসা-গৃহ—নির্জ্জন-স্থান।
তাঁহা বাসা দেহ, কর সর্ব্ব-সমাধান ॥ ৬৫ ॥
গোপীনাথ প্রভু লৈয়া তাঁহা বাসা দিল।
জলপাত্র আদি সর্ব্ব সমাধান কৈল ॥ ৬৬ ॥
আর দিন গোপীনাথ প্রভু-স্থানে গিয়া।
শয্যোত্থান-দরশন করাইল লৈয়া ॥ ৬৭ ॥
মুকুন্দ দত্ত লৈয়া আইল সার্ব্বভৌম-স্থানে।
সার্ব্বভৌম কিছু তাঁরে বলিল বচনে— ॥ ৬৮ ॥
প্রকৃতি-বিনীত সন্ন্যাসী দেখিতে সুন্দর।
আমার বহু প্রীতি বাঢ়ে ইঁহার উপর ॥ ৬৯ ॥
কোন্ সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস করেছেন গ্রহণ।
কিবা নাম ইঁহার—শুনিতে হয় মন ॥ ৭০ ॥
গোপীনাথ কহে—নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
গুরু ইঁহার কেশব ভারতী মহাধন্য ॥ ৭১ ॥
সার্ব্বভৌম কহে—ইঁহার নাম সর্ব্বোত্তম।
ভারতী-সম্প্রদায় এই হয়ে ত মধ্যম ॥ ৭২ ॥
গোপীনাথ কহে—ইঁহার নাহি বাহ্যাপেক্ষা।
অতএব বড় সম্প্রদায় করিলা উপেক্ষা ॥ ৭৩ ॥
ভট্টাচার্য্য কহে—ইঁহার প্রৌঢ় যৌবন।
কেমতে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম হইবে রক্ষণ ॥ ৭৪ ॥
নিরন্তর ইঁহাকে আমি বেদান্ত শুনাইব।
বৈরাগ্য-অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইব ॥ ৭৫ ॥
কহেন যদি, পুনরপি যোগপট্ট দিয়া।
সংস্কার করিয়ে উত্তম সম্প্রদায় আনিয়া ॥ ৭৬ ॥*
শুনি গোপীনাথ মুকুন্দ দোঁহে দুঃখী হৈল।
গোপীনাথ আচার্য্য কিছু কহিতে লাগিল— ॥৭৭॥
ভট্টাচার্য্য! তুমি ইঁহার না জান মহিমা।
ভগবত্তা-লক্ষণের ইঁহাতেই সীমা ॥ ৭৮ ॥
তাহাতে বিখ্যাত ইঁহো পরম-ঈশ্বর।
অজ্ঞ-স্থানে কিছু নহে—বিজ্ঞের গোচর ॥ ৭৯ ॥
শিষ্যগণ কহে—ঈশ্বর কহ কি প্রমাণে।
আচার্য্য কহে—বিজ্ঞ-মত ঈশ্বর-লক্ষণে ॥ ৮০ ॥
শিষ্য কহে—ঈশ্বর-তত্ত্ব সাধি অনুমানে।
আচার্য্য কহে—অনুমানে নহে ঈশ্বর-জ্ঞানে ॥৮১॥
ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত যাহারে।
সেই ত ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে ॥ ৮২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।১৪।২৮ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মস্তুতিঃ—

তথাপি তে দেব! পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥ ৮৩ ॥

ব্রহ্মস্তবে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, হে দেব! তোমার শ্রীচরণ-কমলের বিন্দুমাত্র অনুগ্রহ পাইলেই লোকে তোমার মহিমার বিষয়ে সামান্য কিঞ্চিৎ অবগত হইতে পারে, কিন্তু কোনও ব্যক্তি বহুদিন যাবৎ বিচার করিয়াও ঐ মহিমার কিছুমাত্র অবগত হইতে পারে না ॥ ৮৩ ॥

যদ্যপি জগদ্গুরু তুমি, শাস্ত্রজ্ঞানবান্।
পৃথিবীতে নাহি পণ্ডিত তোমার সমান ॥ ৮৪ ॥
ঈশ্বরের কৃপালেশ নাহিক তোমাতে।
অতএব ঈশ্বর-তত্ত্ব না পার জানিতে ॥ ৮৫ ॥
তোমার নাহিক দোষ, শাস্ত্রে এই কহে— ।
পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞান কভু নহে ॥ ৮৬ ॥*
সার্ব্বভৌম কহে, আচার্য্য! কহ সাবধানে।
তোমাতে ঈশ্বর-কৃপা ইথে কি প্রমাণে ॥ ৮৭ ॥
আচার্য্য কহে—বস্তু-বিষয়ে হয় বস্তু-জ্ঞান।
বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞান হয় কৃপাতে প্রমাণ ॥ ৮৮ ॥
ইঁহার শরীরে সব ঈশ্বর-লক্ষণ।
মহাপ্রেমাবেশ তুমি পাইয়াছ দর্শন ॥ ৮৯ ॥
তবু ত ঈশ্বর-জ্ঞান না হয় তোমার।
ঈশ্বরের মায়ায় করে এই ব্যবহার ॥ ৯০ ॥

যোগপট্ট—সন্ন্যাসীদিগের বস্ত্র-বিশেষ।

* পাণ্ডিত্যাদ্যে—বিদ্যা, ধন, কুল প্রভৃতির জোরে।

দেখিলে না দেখে তাঁরে বহির্ম্মুখ জন।
শুনি হাসি সার্ব্বভৌম কহিল বচন— ॥ ৯১ ॥
ইষ্টগোষ্ঠী বিচার করি, না করিহ রোষ।
শাস্ত্রদৃষ্ট্যে কহি, কিছু না লইহ দোষ— ॥ ৯২ ।

গোপীনাথাচার্য্য কর্তৃক মহাপ্রভুর অবতার বিষয়ক শাস্ত্রপ্রমাণ বর্ণন

মহাভাগবত হয় চৈতন্য-গোসাই।
এই কলিকালে বিষ্ণুর অবতার নাই ॥ ৯৩ ॥
অতএব 'ত্রিযুগ' করি কহি বিষ্ণুনাম।
কলিযুগে অবতার নাহি—শাস্ত্রজ্ঞান ॥ ৯৪ ॥
শুনিয়া আচার্য্য কহে দুঃখী হৈয়া মনে— ।
শাস্ত্রজ্ঞ করিয়া তুমি কর অভিমানে— ॥ ৯৫ ॥
ভাগবত ভারত দুই—শাস্ত্রের প্রধান। *
সেই দুই-গ্রন্থ-বাক্যে নাহি অবধান ॥ ৯৬ ॥
সেই দুই কহে—কলিতে সাক্ষাত অবতার।
তুমি কহ—কলিতে নাহি বিষ্ণুর প্রচার ॥ ৯৭ ॥
কলিযুগে লীলাবতার না করে ভগবান্।
অতএব 'ত্রিযুগ' করি কহি তাঁর নাম ॥ ৯৮ ॥
প্রতি যুগে করে কৃষ্ণ যুগ-অবতার।
তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার—নাহিক বিচার ॥ ৯৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৮।৯ শ্লোকে নন্দং প্রতি গর্গবাক্যং—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥১০০॥†

তথাহি তত্রৈব ১১।৫।২৯ শ্লোকে জনকং প্রতি করভাজন-বাক্যং—

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ! স্তুবন্তি জগদীশ্বরং।
নানাতন্ত্র-বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ॥১০১॥‡

তথাহি তত্রৈব ১১।৫।২৯ শ্লোকে জনকং প্রতি করভাজন-বাক্যং—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥১০২॥*

তথাহি মহাভারতে বিষ্ণুসহস্রনাম স্তোত্রে—সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥১০৩॥†

তোমার আগে এত কথার নাহি প্রযোজন।
ঊষর-ভূমিতে যেন বীজের রোপণ ॥ ১০৪ ॥
তোমার উপরে তাঁর কৃপা যবে হবে।
এ সব সিদ্ধান্ত তবে তুমিহ করিবে ॥ ১০৫ ॥
তোমার যে শিষ্য কহে কুতর্ক নানা বাদ।
ইহার কি দোষ—এই মায়ার প্রসাদ ॥ ১০৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৬।৪।২৬ শ্লোকে শ্রীভগবন্তমুদ্দিশ্য দক্ষবচনং—

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ
বিবাদ-সংবাদ-ভুবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে ॥ ১০৭ ॥

যাঁহার মায়া প্রভৃতি শক্তিসমূহ বাদি-প্রতিবাদিগণের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ সৃষ্টি করে এবং তাহাদিগের মনে পুনঃ পুনঃ মোহ আনয়ন করে, সেই অপার-গুণ-সম্পন্ন ও অসীম-মহিমান্বিত শ্রীভগবান্‌কে আমি প্রণাম করি ॥ ১০৭ ॥

তথাহি তত্রৈব ১১।২২।৩ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

যুক্তঞ্চ সন্তি সর্ব্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা।
মায়াং মদীয়ামুদ্গৃহ্য বদতাং কিং নু দুর্ঘটং ॥১০৮॥

* 'ভাগবত ভারত'—শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারত।
† অনুবাদ ৪২ পৃষ্ঠায় ৩৫ দাগে দ্রষ্টব্য।
‡ অনুবাদ ৪৩ পৃষ্ঠায় ৫০ দাগে দ্রষ্টব্য।

* অনুবাদ ৪৩ পৃষ্ঠায় ৫১ দাগে দ্রষ্টব্য।
† অনুবাদ ৪৩ পৃষ্ঠায় ৪৮ দাগে দ্রষ্টব্য।

শ্রীভগবান কহিলেন, হে উদ্ধব! ব্রাহ্মণগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথাই যুক্তিযুক্ত; পরন্তু যাহারা আমার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কোনও কিছু বলে, তাহাদের পক্ষে দুর্ঘট কি আছে অর্থাৎ তাহারা মায়ামুগ্ধ হইয়া যা তাই বলিতে পারে ॥ ১০৮ ॥

তবে ভট্টাচার্য্য কহে যাহ গোঁসাই-স্থানে ।
আমারে নামে গণ-সহিত কর নিমন্ত্রণে ॥ ১০৯ ॥*
প্রসাদ আনিয়া তাঁরে করাহ আগে ভিক্ষা ।
পশ্চাত আমারে আসি করাইহ শিক্ষা ॥ ১১০ ॥

মহাপ্রভুর বেদান্ত-শ্রবণ এবং তৎসহ বিস্তৃত বিচার ও বেদান্ত সূত্রের প্রকৃত-অর্থ-প্রকাশাদি দ্বারা সার্ব্বভৌমকে পরাজয়পূর্ব্বক স্বপথে আনয়ন

আচার্য্য ভগিনীপতি শ্যালক ভট্টাচার্য্য ।
নিন্দা-স্তুতি-হাস্যে শিক্ষা করান আচার্য্য ॥১১১॥
আচার্য্যের সিদ্ধান্তে মুকুন্দের হৈল সন্তোষ ।
ভট্টাচার্য্যের বাক্যে মনে হৈল দুঃখ রোষ ॥১১২॥
গোঁসাইর স্থানে আচার্য্য কৈল আগমন ।
ভট্টাচার্য্যের নামে তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ১১৩ ॥
মুকুন্দ-সহিত কহে ভট্টাচার্য্যের কথা ।
ভট্টাচার্য্যের নিন্দা করে মনে পাইয়া ব্যথা ॥১১৪ ॥
শুনি মহাপ্রভু কহে—ঐছে মৎ কহ ।
আমা প্রতি ভট্টাচার্য্যের হয় অনুগ্রহ ॥ ১১৫ ॥
আমার সন্ন্যাস-ধর্ম্ম চাহেন রাখিতে ।
বাৎসল্যে করুণা করেন কি দোষ ইহাতে ॥১১৬॥
আর-দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্য-সনে ।
আনন্দে করিলা জগন্নাথ-দরশনে ॥ ১১৭ ॥
ভট্টাচার্য্য-সঙ্গে তাঁর মন্দিরে আইলা ।
প্রভুরে আসন দিয়া আপনে বসিলা ॥ ১১৮ ॥
বেদান্ত পড়াইতে তবে আরম্ভ করিলা ।
স্নেহ ভক্তি করি কিছু প্রভুরে কহিল— ॥১১৯॥
বেদান্ত-শ্রবণ—এই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ।
নিরন্তর কর তুমি বেদান্ত-শ্রবণ ॥ ১২০ ॥
প্রভু কহে—মোরে তুমি কর অনুগ্রহ ।
সেই সে কর্ত্তব্য মোর—যেই তুমি কহ ॥ ১২১ ॥
সপ্তদিন পর্য্যন্ত ঐছে করেন শ্রবণে ।
ভাল-মন্দ নাহি কহে, বসি মাত্র শুনে ॥ ১২২ ॥
অষ্টম দিবসে তাঁরে পুছে সার্ব্বভৌম— ।
সাত দিন কর তুমি বেদান্ত-শ্রবণ ॥ ১২৩ ॥
ভাল-মন্দ নাহি কহ, রহ মৌন ধরি ।
বুঝ কি না বুঝ—ইহা বুঝিতে না পারি ॥১২৪॥
প্রভু কহে—মূর্খ আমি নাহি অধ্যয়ন ।
তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে শ্রবণ ॥ ১২৫ ॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম লাগি শ্রবণ মাত্র করি ।
তুমি যেই অর্থ কর—বুঝিতে না পারি ॥ ১২৬ ॥
ভট্টাচার্য্য কহে—'না বুঝি' হেন জ্ঞান যার ।
বুঝিবার লাগি সেই পুছে পুনর্ব্বার ॥ ১২৭ ॥
তুমি শুনি শুনি রহ মৌন মাত্র ধরি ।
হৃদয়ে কি আছে তোমার বুঝিতে না পারি ॥১২৮
প্রভু কহে—সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল ।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয়ে ত বিকল ॥ ১২৯॥
সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া ।
ভাষ্য কহ তুমি সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥ ১৩০ ॥
সূত্রের মুখ্য অর্থ তুমি না কর ব্যাখ্যান ।
কল্পনা-অর্থেতে তাহা কর আচ্ছাদন ॥ ১৩১ ॥
উপনিষদ্-শব্দের যেই মুখ্য অর্থ হয় ।
সেই মুখ্য অর্থ ব্যাসসূত্রে সব কয় ॥ ১৩২ ॥
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ-কল্পনা ।
অভিধা-বৃত্তি ছাড়ি কর শব্দের লক্ষণা ॥১৩৩ ॥*
প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণ প্রধান ।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে—সেই সে প্রমাণ ॥১৩৪॥

* গণ-সহিত—পরিকরবর্গ-সমেত; তাঁহার অনুগত সমস্ত লোকজন সহ ।

* শব্দের উচ্চারণ মাত্র যে অর্থ প্রধানতঃ বুঝায়, তাহাকে অভিধা বা অভিধেয় বলে, মুখ্যার্থ ভিন্ন অন্য অর্থকে করার নামকে লক্ষণা কহে ।

জীবের অস্থি বিষ্ঠা দুই—শঙ্খ গোময় ।
শ্রুতিবাক্যে সেই দুই মহাপবিত্র হয় ॥ ১৩৫ ॥
স্বতঃপ্রমাণ বেদ—সত্য যেই কহে ।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রামাণ্য-হানি হয়ে ॥ ১৩৬ ॥
ব্যাসের সূত্রের অর্থ—সূর্য্যের কিরণ ।
স্বকল্পিত-ভাষ্যমেঘে করে আচ্ছাদন ॥ ১৩৭ ॥
বেদে পুরাণে করে ব্রহ্ম-নিরূপণ ।
সেই ব্রহ্ম—বৃহদ্বস্তু ঈশ্বর-লক্ষণ ॥ ১৩৮ ॥
স্বৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।
তাঁরে 'নিরাকার' করি করহ ব্যাখ্যান ॥ ১৩৯ ॥
নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ ।
প্রাকৃত নিষেধি করে অপ্রাকৃত স্থাপন ॥ ১৪০ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৬ অঃ ২১ শ্লোকঃ—

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব ।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥ ১৪১ ॥

যে সকল শ্রুতি ব্রহ্মকে নিরাকার বলিয়াছেন, সেই সকল শ্রুতিই আবার তাঁহাকে সাকার বলিয়াছেন, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, ঐ সমস্ত শ্রুতিগণের সাকার-উক্তিই বলবৎ, সুতরাং তাহাই গ্রাহ্য ॥ ১৪১ ॥

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মাতে জীবয় ।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হ'যে যায় লয় ॥ ১৪২ ॥
অপাদান করণ অধিকরণ কারক তিন ।
ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিন ॥ ১৪৩ ॥ *

ভগবান্ বহু হৈতে যবে কৈল মন ।
প্রাকৃত-শক্তিতে তবে কৈল বিলোকন ॥ ১৪৪ ॥
সে কালে নাহিক জন্মে প্রাকৃত-মন-নয়ন ।
অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্মের নেত্র মন ॥ ১৪৫ ॥ †
'ব্রহ্ম' শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ ১৪৬ ॥
বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না যায় ।
পুরাণ-বাক্যে সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয় ॥ ১৪৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।১৪।৩০ শ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপ-ব্রজৌকসাং ।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনং ॥ ১৪৮ ॥

আহা মরি! নন্দগোপ ও তদীয় ব্রজবাসিগণের কি মহা সৌভাগ্য, কি মহা সৌভাগ্য, পরমানন্দময় পূর্ণব্রহ্ম সনাতন হইলেন যাহাদের বান্ধব ॥ ১৪৮ ॥

অপাণিপাদ শ্রুতি বর্জ্জে প্রাকৃত পাণি-চরণ ।
পুনঃ কহে—শীঘ্র চলে, করে সর্ব্ব-গ্রহণ ॥ ১৪৯ ॥
অতএব শ্রুতি কহে—ব্রহ্ম 'সবিশেষ' ।
মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে 'নির্ব্বিশেষ' ॥ ১৫০ ॥
ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণানন্দ-বিগ্রহ যাঁহার ।
হেন ভগবানে তুমি কহ 'নিরাকার' ॥ ১৫১ ॥
স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয় ।
নিঃশক্তি করিয়া তারে করহ নিশ্চয় ॥ ১৫২ ॥

---

* যাঁহা হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, যাঁহা দ্বারা জগৎ প্রতিপালিত হইতেছে এবং যাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হইতেছে, তিনি হইলেন ব্রহ্ম ; অপাদান, করণ ও অধিকরণ এই তিনটি কারক ব্রহ্মের সাকারত্ব প্রমাণ করিতেছে —অপাদানকারকে 'হইতে' বিভক্তি হয় ; সুতরাং 'যাঁহা হইতে জগতের উৎপত্তি' এখানে অপাদান কারকের দ্বারা, 'যাহা দ্বারা প্রতিপালিত' এখানে করণ-কারকে দ্বারা এবং 'যাঁহাতে লয়প্রাপ্ত' এখানে অধিকরণ-কারকের দ্বারা ব্রহ্মকে সাকার বলা হইল ; সাকার না হইলে তিনি এ সমস্ত কার্য্য করিবেন কিরূপে ?

† অপ্রাকৃত—যাহা পঞ্চভৌতিক নহে ।

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬১)—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্ম্ম-সংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥১৫৩॥*

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১।১২।৬৯)—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো
গুণবর্জ্জিতে ॥ ১৫৪ ॥†

সৎ-চিৎ-আনন্দময় ঈশ্বর-স্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয তিন রূপ ॥ ১৫৫ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ—যারে জ্ঞান করি মানি ॥ ১৫৬ ॥
অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, তটস্থা জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা মায়া—তিনে করে প্রেমভক্তি ॥ ১৫৭ ॥
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তি-বিলাস।
হেন শক্তি নাহি মান—পরম সাহস ॥ ১৫৮ ॥
মায়াধীশ মায়াবশ—ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীবে ঈশ্বর-সহ কহত অভেদ ॥ ১৫৯ ॥
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে।
হেন জীব অভেদ কহ ঈশ্বরের সনে ॥ ১৬০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায়াং ৭ম অঃ ৫-শ্লোকে
অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥১৬১॥‡
ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহ কহ—সত্ত্ব-গুণের বিকার ॥ ১৬২ ॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত পাষণ্ডী।
অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই, হয় যমদণ্ডী ॥ ১৬৩ ॥

বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়ে ত নাস্তিক।
বেদাশ্রয়-নাস্তিকবাদ বৌদ্ধকে অধিক ॥ ১৬৪ ॥
জীবের নিস্তার লাগি সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ ॥ ১৬৫ ॥
পরিণাম-বাদ ব্যাস-সূত্রের সম্মত। *
অচিন্ত্য-শক্ত্যে ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত ॥ ১৬৬ ॥
মণি যৈছে অবিকৃতে প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর—তবু অবিকার ॥ ১৬৭ ॥
'ব্যাস ভ্রান্ত' বলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
বিবর্ত্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া ॥ ১৬৮ ॥
জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি—সেই মিথ্যা হয়।†
জগত যে মিথ্যা নহে—নশ্বর মাত্র কয় ॥ ১৬৯ ॥
'প্রণব' যে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হৈতে সর্ব্ববেদ-জগত-উৎপত্তি ॥ ১৭০ ॥
'তত্ত্বমসি' জীব-হেতু প্রাদেশিক বাক্য।
প্রণব না মানি তারে কহে 'মহাবাক্য' ॥১৭১॥‡
এইমত কল্পনা-ভাষ্যে শত দোষ দিল।
ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ অপার করিল ॥ ১৭২ ॥
বিতণ্ডা-ছল-নিগ্রহাদি অনেক উঠাইল।[]
সব খণ্ডি প্রভু নিজ-মত সে স্থাপিল ॥ ১৭৩ ॥
ভগবান্ 'সম্বন্ধ', ভক্তি 'অভিধেয়' হয়।
প্রেম 'প্রয়োজন'— বেদে তিন বস্তু কয় ॥ ১৭৪ ॥
আর যে যে কহে কিছু—সকল কল্পনা।
স্বতঃপ্রমাণ-বেদবাক্যে কল্পেন লক্ষণা ॥ ১৭৫ ॥
আচার্য্যের দোষ নাহি—ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক-শাস্ত্র কৈল ॥ ১৭৬ ॥

---

* অনুবাদ ৮৫ পৃষ্ঠায় ১১৯ দাগে দ্রষ্টব্য।
† অনুবাদ ৫১ পৃষ্ঠায় ৬৩ দাগে দ্রষ্টব্য।
‡ অনুবাদ ৮৫ পৃষ্ঠায় ১১৮ দাগে দ্রষ্টব্য।

পরিণামবাদ—দ্রব্যের অবস্থান্তর ঘটাকে পরিণামবাদ বলে
† আত্মবুদ্ধি—আমিই ব্রহ্ম, এই জ্ঞান—ইহাই জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি।
‡ প্রাদেশিক—আংশিক।
[] বিতণ্ডা—পরের মত খণ্ডন করাকে বিতণ্ডা বলে।

তথাহি পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে (৬২।৩১) শিবং
প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ
স্থষ্টিরেষোত্তরোত্তরা ॥ ১৭৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ শিবকে কহিয়াছিলেন—হে শিব, তুমি কল্পনা প্রসূত স্বকীয় আগমশাস্ত্র দ্বারা সকল লোককে আমাতে এরূপ বিমুখ করিয়া দাও এবং আমাকেও এ প্রকার লুক্কায়িত কর, যে প্রকারে এই স্মষ্টি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে ॥ ১৭৭ ॥

তথাহি (২৫।৭) তত্রৈব দেবীং প্রতি
শ্রীশিববাক্যং—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি ! কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা ॥১৭৮॥

মহাদেব বলিলেন, হে দেবি ভগবতি! কলিকালে যে মায়াবাদ-রূপ অসৎশাস্ত্রকে লোকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধশাস্ত্র বলে, আমি শঙ্করাচার্য্য-রূপে ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তি ধরিয়া তাহাই প্রচার করিয়াছি ॥ ১৭৮ ॥

শুনি ভট্টাচার্য্য হৈল পরম বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাণী—হইলা স্তম্ভিত ॥ ১৭৯ ॥
প্রভু কহে—ভট্টাচার্য্য না কর বিস্ময়।
ভগবানে ভক্তি—পরম-পুরুষার্থ হয় ॥ ১৮০ ॥
আত্মারাম পর্য্যন্ত করে ঈশ্বর-ভজন।
ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগান ॥ ১৮১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম-স্কন্ধে ৭ম-অধ্যায়ে
১০ম-শ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি
শ্রীসূতবাক্যং—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূত-গুণো হরিঃ ॥১৮২॥

ভগবান্ শ্রীহরির এমনই চিত্তাকর্ষণকারী গুণ যে, মায়াবন্ধন-শূন্য আত্মারাম মুনিগণ পর্য্যন্তও এই অমিতবিক্রম-শালী শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন ॥ ১৮২ ॥

শুনি ভট্টাচার্য্য কহে—শুন মহাশয়।
এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে বাঞ্ছা হয় ॥ ১৮৩ ॥
প্রভু কহে—তুমি অর্থ কর আগে শুনি।
পাছে আমি করিব অর্থ যেবা কিছু জানি ॥১৮৪॥
শুনি ভট্টাচার্য্য শ্লোক করিল ব্যাখ্যান।
তর্কশাস্ত্র-মত উঠায় বিবিধ বিধান ॥ ১৮৫ ॥
নববিধ অর্থ কৈল শাস্ত্র-মত লইয়া।
শুনি প্রভু কহে কিছু ঈষত হাসিয়া— ॥ ১৮৬ ॥
ভট্টাচার্য্য ! জানি তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি।
শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে ঐছে কারো নাহি
শক্তি ॥ ১৮৭ ॥
কিন্তু তুমি অর্থ কৈলে পাণ্ডিত্য-প্রতিভায়।
ইহা বই শ্লোকের আছে আরো অভিপ্রায় ॥১৮৮॥
ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনাতে প্রভু ব্যাখ্যা কৈল।
তার নব-অর্থ-মধ্যে একো না ছুঁইল ॥ ১৮৯ ॥
আত্মারাম-শ্লোকে একাদশ পদ হয়। *
পৃথক্ পৃথক্ কৈল পদের অর্থ-নিশ্চয ॥ ১৯০ ॥
তত্তৎপদ-প্রাধান্যে আত্মারাম মিলাইয়া।
অষ্টাদশ অর্থ কৈল অভিপ্রায় লইয়া ॥ ১৯১ ॥
ভগবান্, তাঁর শক্তি, তাঁর গুণগণ।
অচিন্ত্য প্রভাব তিনের—না যায় কথন ॥১৯২॥
অন্য যত সাধ্য-সাধন করি আচ্ছাদন।
এই তিনে হরে সিদ্ধ-সাধকের মন ॥ ১৯৩ ॥
সনকাদি শুকদেব তাহাতে প্রমাণ।
এইমত নানা অর্থ করেন ব্যাখ্যান ॥ ১৯৪ ॥

ভক্তি পথাশ্রয়ে সার্ব্বভৌমের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন

শুনি ভট্টাচার্যের মনে হৈল চমৎকার।
প্রভুকে কৃষ্ণ জানি করে আপনা ধিক্কার ॥ ১৯৫॥

* একাদশ পদ—যথা—(১) আত্মারামাঃ (২) চ (৩) মুনয়ঃ (৪) নির্গ্রন্থাঃ (৫) অপি (৬) উরুক্রমে (৭) কুর্ব্বন্তি (৮) অহৈতুকীং (৯) ভক্তিং (১০) ইত্থম্ভূত-গুণঃ ১১ হরিঃ—এই এগারটি পদ।

ইঁহো ত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ—ইহা না জানিয়া।
মহা অপরাধ কৈনু গর্ব্বিত হইয়া ॥ ১৯৬ ॥
আত্মনিন্দা করি লৈল প্রভুর শরণ।
কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হৈল মন ॥ ১৯৭ ॥
দেখাইল আগে তাঁরে চতুর্ভুজ-রূপ।
পাছে শ্যাম বংশীমুখ—স্বকীয়-স্বরূপ ॥ ১৯৮ ॥*
দেখি সার্ব্বভৌম পড়ে দণ্ডবত করি।
পুনঃ উঠি স্তুতি করে দুই কর যুড়ি ॥ ১৯৯ ॥
প্রভুর কৃপায় তাঁর স্ফুরিল সব তত্ত্ব।
নাম-প্রেম-দানাদির বর্ণের মহত্ত্ব ॥ ২০০ ॥
শত শ্লোক কৈল একদণ্ড না যাইতে।
বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক না পারে কহিতে ॥২০১॥†
শুনি সুখে প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
ভট্টাচার্য্য প্রেমাবেশে হৈল অচেতন ॥ ২০২ ॥
অশ্রু স্তম্ভ পুলক স্বেদ কম্প থরহরি।
নাচে গায় কান্দে পড়ে প্রভু-পদ ধরি ॥ ২০৩ ॥
দেখি গোপীনাথাচার্য্য হরষিত-মন।
ভট্টাচার্য্যের নৃত্য দেখি হাসে প্রভুর গণ ॥ ২০৪ ॥
গোপীনাথাচার্য্য কহে মহাপ্রভু প্রতি।
সেই ভট্টাচার্য্যের প্রভু কৈলে এই গতি ॥ ২০৫ ॥
প্রভু কহে—তুমি ভক্ত, তোমার সঙ্গ হৈতে।
জগন্নাথ ইঁহারে কৃপা কৈল ভালমতে ॥ ২০৬ ॥
তবে ভট্টাচার্য্যে প্রভু সুস্থির করিল।
স্থির হৈয়া ভট্টাচার্য্য বহু স্তুতি কৈল— ॥ ২০৭ ॥
জগত নিস্তারিলে তুমি—সেহ অল্প কার্য্য।
আমা উদ্ধারিলে তুমি—এ শক্তি আশ্চর্য্য ॥২০৮॥
তর্কশাস্ত্রে জড় আমি—যৈছে লৌহপিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি—প্রতাপ প্রচণ্ড ॥ ২০৯ ॥

স্তুতি শুনি মহাপ্রভু নিজ-বাসা আইলা।
ভট্টাচার্য্য আচার্য্য-দ্বারে ভিক্ষা করাইলা ॥ ২১০ ॥
আর দিন প্রভু গেলা জগন্নাথ-দর্শনে।
দর্শন করিলা জগন্নাথ-শয্যোত্থানে ॥ ২১১ ॥
পূজারী আনিয়া মালা প্রসাদান্ন দিল।
প্রসাদান্ন মালা পাইয়া প্রভুর হর্ষ হৈল ॥ ২১২ ॥
সেই প্রসাদান্ন মালা অঞ্চলে বান্ধিয়া।
ভট্টাচার্য্যের ঘরে আইলা ত্বরাযুক্ত হৈয়া ॥ ২১৩ ॥
অরুণোদয়-কালে হৈল প্রভুর আগমন।
সেই কালে ভট্টাচার্য্যের হৈল জাগরণ ॥ ২১৪ ॥
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' স্ফুট কহি ভট্টাচার্য্য জাগিল।
'কৃষ্ণনাম' শুনি প্রভুর আনন্দ বাড়িল ॥ ২১৫ ॥
বাহিরে প্রভুর তেঁহো পাইল দরশন।
আস্তেব্যস্তে আসি কৈল চরণ-বন্দন ॥ ২১৬ ॥
বসিতে আসন দিয়া দোঁহে ত বসিলা।
প্রসাদান্ন খুলি প্রভু তাঁর হাতে দিলা ॥ ২১৭ ॥
প্রসাদ পাইয়া ভট্টাচার্য্যের আনন্দ হইল।
স্নান সন্ধ্যা দন্তধাবন যদ্যপি না কৈল ॥ ২১৮ ॥
চৈতন্য-প্রসাদে মনের সব জাড্য গেল। *
এই শ্লোক পড়ি অন্ন ভক্ষণ করিল ॥ ২১৯ ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে—

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কাল-বিচারণা ॥২২০॥

মহাপ্রসাদান্ন শুষ্কই হউক, বাসিই হউক বা দূর-দেশ হইতে আনিতই হউক, উহা প্রাপ্তি মাত্রেই ভক্ষণ করিবে, তাহাতে কালের বিচার করিতে হইবে না। ॥ ২২০ ॥

ন দেশ-নিয়মস্তত্র ন কাল-নিয়মস্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং
হরিরব্রবীৎ ॥ ২২১ ॥

---

* 'চতুর্ভুজ-রূপ'—নারায়ণরূপ।
স্বকীয়-স্বরূপ—নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ-রূপ।

† শত শ্লোক কৈল—ইহা 'সার্ব্বভৌম শতক' নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

* জাড্য—জড়তা; কৃষ্ণভজন যে অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা না বুঝিতে পারা রূপ অজ্ঞানতা।

শ্রীহরি স্বয়ংই বলিয়াছেন, মহাপ্রসাদ-ভক্ষণ-বিষয়ে স্থান বা কালের বিচার কিছুই করিতে হইবে না; ভক্তগণ মহাপ্রসাদান্ন প্রাপ্তি মাত্রেই ভক্ষণ করিবে ॥ ২২১ ॥

দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন।
প্রেমাবিষ্ট হৈয়া প্রভু কৈলা আলিঙ্গন ॥ ২২২ ॥
দুই জনে ধরি দোঁহে করেন নর্ত্তন।
প্রভু ভৃত্য দোঁহা-স্পর্শে দোঁহার ফুলে মন ॥২২৩॥
স্বেদ কম্প অশ্রু—দোঁহে আনন্দে ভাসিলা।
প্রেমাবিষ্ট হৈয়া প্রভু কহিতে লাগিলা— ॥২২৪॥
আজি মুই অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন।
আজি মুই করিনু বৈকুণ্ঠে আরোহণ ॥ ২২৫ ॥
আজি মোর পূর্ণ হৈল সব অভিলাষ।
সার্ব্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস ॥ ২২৬ ॥
আজি তুমি নিষ্কপটে হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ নিষ্কপটে হৈলা তোমারে সদয় ॥ ২২৭ ॥
আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি-বন্ধন।
আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন ॥ ২২৮ ॥
আজি কৃষ্ণ-প্রাপ্তি-যোগ্য হইল তোমার মন।
বেদধর্ম্ম লঙ্ঘি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ ॥ ২২৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ২য়-স্কন্ধে ৭ম-অধ্যায়ে ৪১শ শ্লোকে নারদ প্রতি ব্রহ্মবাক্য —

যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিত-পদো যদি নির্ব্ব্যলীকং।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্ব-শৃগাল-ভক্ষ্যে ॥ ২৩০ ॥

ব্রহ্মা নারদকে বলিলেন, হে বৎস! সেই অনন্ত ভগবান্ যাঁহাদিগের প্রতি দয়া করেন, তাঁহারা যদি নিষ্কপটে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার চরণে শরণাগত হন, তবেই তাঁহারা দুরন্ত দৈবীমায়া অতিক্রম করিতে পারেন; তখন কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য এই দেহে তাঁহাদের 'আমি আমার' বুদ্ধি থাকে না ॥ ২৩০ ॥

এত কহি মহাপ্রভু আইলা নিজ-স্থানে।
সেই হৈতে ভট্টাচার্য্যের খণ্ডিল অভিমানে ॥২৩১॥
চৈতন্য-চরণ বিনা নাহি জানে আন।
ভক্তি বিনা শাস্ত্রের অন্য না করে ব্যাখ্যান ॥২৩২॥
গোপীনাথাচার্য্য তাঁর বৈষ্ণবতা দেখিয়া।
'হরি হরি' বলি নাচে হাতে তালি দিয়া ॥২৩৩॥
আর দিন ভট্টাচার্য্য চলিলা দর্শনে।
জগন্নাথ না দেখি আইলা প্রভু-স্থানে ॥ ২৩৪ ॥
দণ্ডবত করি কৈল বহুবিধ স্তুতি।
দৈন্য করি কহে নিজ-পূর্ব্ব-দুর্ম্মতি ॥ ২৩৫ ॥
ভক্তিসাধন-শ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈল মন।
প্রভু উপদেশ কৈল নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ২৩৬ ॥

তথাহি বৃহন্নারদীয় বচন —

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
গতিরন্যথা ॥ ২৩৭ ॥*

এই শ্লোকের অর্থ কৈল করিয়া বিস্তার।
শুনি ভট্টাচার্য্য মনে হৈল চমৎকার ॥ ২৩৮ ॥
গোপীনাথ আচার্য্য বলে—পূর্ব্বে যে কহিল।
শুন ভট্টাচার্য্য! তোমার সেই ত হইল ॥ ২৩৯ ॥
ভট্টাচার্য্য কহে তাঁরে করি নমস্কারে— ।
তোমার সম্বন্ধে প্রভু কৃপা কৈল মোরে ॥ ২৪০ ॥
তুমি মহাভাগবত, আমি তর্ক-অন্ধে।
প্রভু কৃপা কৈল মোরে তোমার সম্বন্ধে ॥ ২৪১ ॥
বিনয় শুনি তুষ্ট প্রভু—কৈল আলিঙ্গন।
কহিল—করহ যাইয়া ঈশ্বর-দর্শন ॥ ২৪২ ॥
জগদানন্দ দামোদর দুই সঙ্গে লৈয়া।
ঘরে আইলা ভট্টাচার্য্য জগন্নাথ দেখিয়া ॥ ২৪৩ ॥
উত্তম উত্তম প্রসাদ বহু ত আনিল।
নিজ-বিপ্র-হাতে দুই জনা সঙ্গে দিল ॥ ২৪৪ ॥

* অনুবাদ ৮৩ পৃষ্ঠায় ৭৬ দাগে দ্রষ্টব্য।

নিজ-দুই-শ্লোক লিখি এক তালপাতে।
'প্রভুকে দিহ' বলি দিল জগদানন্দ-হাতে ॥২৪৫॥
প্রভু-স্থানে আইলা দোঁহে প্রসাদ পত্রী লৈয়া।
মুকুন্দ-দত্ত পত্রী নিল তাঁর হাতে পাইয়া ॥২৪৬॥
দুই শ্লোক বাহির-ভিতে লিখিয়া রাখিলা।
তবে জগদানন্দ পত্রী প্রভুকে লৈয়া দিলা ॥২৪৭॥
প্রভু শ্লোক পড়ি পত্র চিরিয়া ফেলিল।
ভিতে দেখি ভক্ত-সব শ্লোক কণ্ঠে কৈল ॥ ২৪৮ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৬।৩২)—

বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥ ২৪৯ ॥

যে কৃপাময় আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ জগতে বৈরাগ্যাচরণ ও নিজ-ভক্তি-যোগ শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমি সেই চৈতন্যের শরণাগত হইতেছি ॥ ২৪৯ ॥

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥ ২৫০ ॥

কালপ্রভাবে ধ্বংসোন্মুখ নিজ-ভক্তিযোগ জগতে প্রচার করিবার জন্য যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্মে আমার চিত্তরূপ ভ্রমর অত্যন্ত গাঢ়রূপে আসক্ত হউক ॥ ২৫০ ॥

এই দুই শ্লোক ভক্ত-কণ্ঠে মণিহার।
সার্ব্বভৌমের কীর্ত্তি ঘোষে ঢক্কাবাদ্যাকার ॥২৫১॥
সার্ব্বভৌম হৈলা প্রভুর ভক্ত একতান।
মহাপ্রভু বিনা সেব্য নাহি জানে আন ॥ ২৫২ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।
এই ধ্যান, এই জপ, লয় এই নাম ॥ ২৫৩ ॥

একদিন সার্ব্বভৌম প্রভু আগে আইলা।
নমস্কার করি শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ২৫৪ ॥
ভাগবতের ব্রহ্মস্তবের শ্লোক পড়িল।
শ্লোক-শেষে দুই অক্ষর পাঠ ফিরাইল ॥ ২৫৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম-স্কন্ধে ১৪শ-অধ্যায়ে ৮ম-শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকং।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো ভক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥২৫৬॥

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—যে ব্যক্তি, 'হে প্রভো! কবে তোমার দয়া হইবে' এই প্রতীক্ষা বা আশা করিয়া, স্বকর্ম্মের ফলভোগ করিতে করিতে কায়মনোবাক্যে তোমাকে প্রণাম পূর্ব্বক অর্থাৎ তোমার ভজন-সাধন করিতে করিতে জীবন-ধারণ করেন, হে ভগবন্! তাঁহার পবিত্রাণের জন্য তুমিই দায়ী হইয়া থাক অর্থাৎ তুমি তাঁহাকে নিজ-পাদপদ্ম-সেবা প্রদান করিয়া থাক ॥ ২৫৬ ॥

প্রভু কহে—'মুক্তিপদ' ইহা পাঠ হয়।
'ভক্তিপদ' কেনে পড় কি তোমার আশয় ॥২৫৭॥
ভট্টাচার্য্য কহে—মুক্তি নহে ভক্তি-ফল।
ভগবদ্ভক্তি-বিমুখের হয় দণ্ড কেবল ॥ ২৫৮ ॥†
কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে।
যেই নিন্দা-যুদ্ধাদিক করে তাঁর সনে ॥ ২৫৯ ॥
সেই দুইয়ের দণ্ড হয়—ব্রহ্মসাযুজ্য-মুক্তি।
তার মুক্তি-ফল নহে, যেই করে ভক্তি ॥ ২৬০ ॥

† 'আন'—অন্য দেবতা। ইহার তাৎপর্য্য এই যে ভগবদ্ভক্তেরা কখন মুক্তি চাহে না, কেন না মুক্তি পাইলে দেহ ঈশ্বরে বিলীন হইয়া যায়, সেজন্য ঈশ্বরের সেবা করা হইতে তাহারা বঞ্চিত হয়। অতএব যাহারা ভগবদ্ভক্ত নয়, তাহারাই মুক্তি চাহে।

যদ্যপি মুক্তি হয় এই পঞ্চ প্রকার।
সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্য সাযুজ্য
আর ॥ ২৬১ ॥
সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবা দ্বার।
তবে কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার ॥ ২৬২ ॥
সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে, তবু সাযুজ্য না লয় ॥ ২৬৩ ॥
ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুই ত প্রকার।
ব্রহ্ম-সাযুজ্য হৈতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার ॥ ২৬৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৯।১৩)-শ্লোকঃ—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥২৬৫॥*

প্রভু কহে—মুক্তিপদের আর অর্থ হয়।
'মুক্তিপদ' শব্দে—সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহয় ॥২৬৬॥
মুক্তি পদে যার, সেই 'মুক্তিপদ' হয়।
নবম-পদার্থ মুক্তির কিংবা সমাশ্রয় ॥ ২৬৭ ॥
দুই অর্থে 'কৃষ্ণ' কহি, কাহে পাঠ ফিরি।
সার্ব্বভৌম কহে—ও শব্দ কহিতে
না পারি ॥ ২৬৮ ॥
যদ্যপি তোমার অর্থ এই শব্দে কয়।
তথাপি অশ্লীলদোষে কহন না যায় ॥ ২৬৯ ॥

* অনুবাদ ৫৯ পৃষ্ঠায় ২০৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

যদ্যপিহ 'মুক্তি' শব্দের হয় পঞ্চবৃত্তি।
রূঢ়িবৃত্তে করে তবু সাযুজ্যে প্রতীতি ॥ ২৭০ ॥
মুক্তি-শব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা ত্রাস।
ভক্তি-শব্দ কহিতে মনে হয় ত উল্লাস ॥ ২৭১
শুনিয়া হাসেন প্রভু আনন্দিত-মনে।
ভট্টাচার্য্যে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥ ২৭২ ॥
যেই ভট্টাচার্য্য পড়ে পড়ায় মায়াবাদে।
তার ঐছে বাক্য স্ফুরে চৈতন্য প্রসাদে ॥ ২৭৩ ॥
লোহাকে যাবত স্পর্শি হেম নাহি করে।
তাবত স্পর্শমণি কেহো চিনিতে না পারে ॥২৭৪॥
ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবতা দেখি সর্ব্বজন।
প্রভুকে জানিল সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ২৭৫।
কাশীমিশ্র আদি যত নীলাচলবাসী।
শরণ লইল সবে প্রভুপাদে আসি ॥ ২৭৬ ॥
সেই সব কথা আগে করিব বর্ণন।
সার্ব্বভৌম করে যৈছে প্রভুর সেবন ॥ ২৭৭ ॥
যৈছে পরিপাটী করে ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ।
বিস্তারিয়া আগে তাহা করিব বর্ণন ॥ ২৭৮ ॥
এই মহাপ্রভুর লীলা—সার্ব্বভৌম-মিলন।
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ ॥ ২৭৯ ॥
জ্ঞান-কর্ম্ম-পাশ হৈতে হয় বিমোচন।
অচিরে মিলয়ে তারে চৈতন্য-চরণ ॥ ২৮০ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৮১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সার্ব্বভৌমোদ্ধারো নাম
ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ধন্যং তং নৌমি চৈতন্যং বাসুদেবং দয়ার্দ্রধীঃ ।
নষ্টকুষ্ঠং রূপপুষ্টং ভক্তিতুষ্টং চকার যঃ ॥ ১ ॥

যিনি কৃপা করিয়া বাসুদেব নামক কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণকে রোগমুক্ত করিয়া রূপবান ও ভক্তিমান করিয়াছিলেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে আমি নমস্কার করি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

মহাপ্রভুর দক্ষিণ যাত্রা

এইমতে সার্ব্বভৌমের নিস্তার করিল ।
দক্ষিণ-গমনে প্রভুর ইচ্ছা উপজিল ॥ ৩ ॥
মাঘ-শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস ।
ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস ॥ ৪ ॥
ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা সে দেখিল ।
প্রেমাবেশে বহুবিধ নৃত্য-গীত কৈল ॥ ৫ ॥
চৈত্রে রহি সার্ব্বভৌমে কৈল বিমোচন ।
বৈশাখের প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন ॥
নিজ-গণ আনি কহে বিনয় করিয়া — ।
আলিঙ্গন করি সবায় শ্রীহস্তে ধরিয়া ॥ ৭ ॥
তোমা-সবা জানি আমি প্রাণাধিক করি ।
প্রাণ ছাড়া যায়, তোমা ছাড়িতে না পারি ॥ ৮ ॥
তুমি-সব বন্ধু মোর বন্ধুকৃত্য কৈলে ।
ইহা আনি মোরে জগন্নাথ দেখাইলে ॥ ৯ ॥*
এবে সবা-স্থানে আমি মাগি এক-দানে ।
সবে মিলি আজ্ঞা দেহ—যাইব দক্ষিণে ॥ ১০
বিশ্বরূপ-উদ্দেশে আমি অবশ্য যাইব ।
একাকী যাইব, কাঁহো সঙ্গে না লইব ॥ ১১
সেতুবন্ধ হৈতে আমি না আসি যাবৎ ।
নীলাচলে তুমি-সব রহিবে তাবৎ ॥ ১২ ॥
বিশ্বরূপের সিদ্ধি-প্রাপ্তি জানেন সকল ।
দক্ষিণদেশ উদ্ধারিতে করেন এই ছল ॥ ১৩ ॥*
শুনিয়া সবার মনে হৈল মহাদুঃখ ।
বজ্র যেন মাথে পড়ে—শুকাইল মুখ ॥ ১৪ ॥
নিত্যানন্দ প্রভু কহে—ঐছে কৈছে হয় ।
একাকী যাইবে তুমি—কে ইহা সহয় ॥ ১৫ ॥
এক দুই সঙ্গে চলুক্—না কর হঠরঙ্গে ।
যারে কহ সেই এক দুই চলুক্ সঙ্গে ॥ ১৬ ॥†
দক্ষিণের তীর্থপথ আমি সব জানি ।
আমি সঙ্গে যাই প্রভু ! আজ্ঞা দেহ তুমি ॥ ১৭
প্রভু কহে—আমি নর্ত্তক, তুমি সূত্রধার ।
তুমি যৈছে নাচাও, তৈছে নর্ত্তন আমার ॥ ১৮ ॥
সন্ন্যাস করিয়া আমি চলিলাম বৃন্দাবন ।
তুমি আমা লৈয়া আইলে অদ্বৈত ভবন ॥ ১৯ ॥
নীলাচল আসিতে ভাঙ্গিলে মোর দণ্ড
তোমা সবার গাঢ়স্নেহে মোর কার্য্য ভঙ্গ ॥ ২০ ॥
জগদানন্দ চাহে আমা বিষয় ভুঞ্জাইতে ।
যেই কহে, সেই ভয়ে চাহিয়ে করিতে ॥ ২১ ॥
কভু যদি ইহার বাক্য করিয়ে অন্যথা ।
ক্রোধে তিন দিন মোরে নাহি কহে কথা ॥ ২২
মুকুন্দ হয়েন দুঃখী দেখি সন্ন্যাসধর্ম্ম ।
তিনবার শীতে স্নান, ভূমিতে শয়ন ॥ ২৩ ॥
অন্তরে দুঃখী মুকুন্দ, নাহি কহে মুখে ।
ইহার দুঃখ দেখি মোর দ্বিগুণ হয় দুঃখে ॥ ২৪ ।
আমি ত—সন্ন্যাসী, দামোদর—ব্রহ্মচারী ।
সদা রহে আমার উপর শিক্ষাদণ্ড ধরি ॥ ২৫ ॥
ইহার আগে আমি না জানি ব্যবহার ।
ইহারে না ভায় স্বতন্ত্র চরিত আমার ॥ ২৬ ॥‡

বন্ধুকৃত্য—বন্ধুর কাজ

* সিদ্ধি-প্রাপ্তি—দেহত্যাগ, লীলা-সম্বরণ ।
† না কর হঠরঙ্গে—অন্যায় জেদ করো না ।
‡ না ভায়—ভাল ব'লে মনে হয় না ।

লোকাপেক্ষা নাহি ইঁহার কৃষ্ণ-কৃপা হইতে।
আমি কভু লোকাপেক্ষা না পারি ছাড়িতে ॥২৭॥
অতএব তুমি-সব রহ নীলাচলে।
দিন কত তীর্থ আমি ভ্রমিব একলে ॥ ২৮ ॥
ইঁহা-সবার বশ প্রভু হয় যে যে গুণে।
দোষারোপ-ছলে করে গুণ-আস্বাদনে ॥ ২৯ ॥
চৈতন্যের ভক্ত-বাৎসল্য অকথ্য-কথন।
আপনে বৈরাগ্য-দুঃখ করেন সহন ॥ ৩০ ॥
সেই দুঃখ দেখি ভক্ত যেই দুঃখ পায়।
সেই দুঃখ তার শক্ত্যে সহন না যায় ॥ ৩১ ॥
গুণে দোষোদ্গার ছলে সবা নিষেধিয়া।
একাকী ভ্রমিবেন তীর্থ বৈরাগ্য করিয়া ॥ ৩২ ॥
তবে চারিজন বহু মিনতি করিল।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু —কভু না মানিল ॥ ৩৩ ॥
তবে নিত্যানন্দ কহে— যে আজ্ঞা তোমার।
সুখ দুঃখ হউক্—সেই কর্ত্তব্য আমার ॥ ৩৪ ॥
কিন্তু এক নিবেদন করোঁ আরবার।
বিচার করিয়া তাহা কর অঙ্গীকার ॥ ৩৫ ॥
কৌপীন, বহির্ব্বাস, আর জলপাত্র।
আর কিছু সঙ্গে নাহি যাবে এই মাত্র ॥ ৩৬ ॥
তোমার দুই হস্ত বদ্ধ নাম-গণনে।
জলপাত্র বহির্ব্বাস বহিবে কেমনে ॥ ৩৭ ॥
প্রেমাবেশে পথে তুমি হবে অচেতন।
এ সব সামগ্রী তোমার কে করে রক্ষণ ॥ ৩৮ ॥
কৃষ্ণদাস নাম এই —সরল ব্রাহ্মণ।
ইঁহো সঙ্গে করি লহ ধর নিবেদন ॥ ৩৯ ॥
জলপাত্র বস্ত্র বহি তোমা-সঙ্গে যাবে।
যে তোমার ইচ্ছা কর—কিছু না বলিবে ॥ ৪০ ॥
তবে তাঁর বাক্য প্রভু করি অঙ্গীকার।
তাঁহা-সবা লৈয়া গেলা সার্ব্বভৌম-ঘর ॥ ৪১ ॥
নমস্কারি সার্ব্বভৌম আসন নিবেদিল।
সবাকারে মিলি প্রভু আসনে বসিল ॥ ৪২ ॥
নানা কৃষ্ণবার্ত্তা কহি কহিল তাঁহারে।
তোমার ঠাঁই আইলাম আজ্ঞা মাগিবারে ॥ ৪৩ ॥
সন্ন্যাস করি বিশ্বরূপ গিয়াছে দক্ষিণে
অবশ্য করিব আমি তাঁর অন্বেষণে ॥ ৪৪ ॥
আজ্ঞা দেহ অবশ্য আমি দক্ষিণে চলিব
তোমার আজ্ঞাতে সুখে লেউটি আসিব ॥ ৪৫ ॥*
শুনি সার্ব্বভৌম হৈলা অত্যন্ত কাতর।
চরণে ধরিয়া কহে বিষাদ-উত্তর ॥ ৪৬ ॥
বহুজন্মের পুণ্যফলে পাইনু তোমা সঙ্গ।
হেন সঙ্গ বিধি মোর করিলেক ভঙ্গ ॥ ৪৭ ॥
শিরে বজ্র পড়ে যদি পুত্র মরি যায়।
তাহা সহি, তোমার বিচ্ছেদ সহন না যায় ॥ ৪৮ ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি করিবে গমন।
দিন কত রহ, দেখি তোমার চরণ ॥ ৪৯ ॥
তাঁহার বিনয়ে প্রভুর শিথিল হৈল মন।
রহিল দিবস কত—না কৈল গমন ॥ ৫০ ॥
ভট্টাচার্য্য আগ্রহ করি করে নিমন্ত্রণ।
গৃহে পাক করি প্রভুকে করান ভোজন ॥ ৫১ ॥
তাঁহার ব্রাহ্মণী—তার নাম ষাঠির মাতা।
রান্ধি ভিক্ষা দেন তেঁহো আশ্চর্য্য তাঁর কথা ॥৫২॥
আগে ত কহিব তাহা করিয়া বিস্তার।
এবে কহি প্রভুর দক্ষিণযাত্রা সমাচার ॥ ৫৩ ॥
দিন পাঁচ রহি প্রভু ভট্টাচার্য্য-স্থানে।
চলিবার লাগি আজ্ঞা মাগিলা আপনে ॥ ৫৪ ॥
প্রভুর আগ্রহে ভট্ট সম্মত হইলা।
প্রভু তাঁরে লৈয়া জগন্নাথ-মন্দিরে গেলা ॥ ৫৫ ॥
দর্শন করি ঠাকুর-আগে আজ্ঞা মাগিল
পূজারী মালা প্রসাদ প্রভুরে আনি দিল ॥ ৫৬ ॥
আজ্ঞা-মালা পাইয়া হর্ষে নমস্কার করি।
আনন্দে দক্ষিণ-দেশে চলিলা গৌরহরি ॥ ৫৭ ॥
ভট্টাচার্য্য-সঙ্গে, আর কত নিজ-জন।
জগন্নাথ প্রদক্ষিণ করি করিলা গমন ॥ ৫৮ ॥

আলালনাথে প্রভুর কীর্ত্তন

সিন্ধু তীরে চলিলা আলালনাথ-পথে।
সার্ব্বভৌম কহিল আচার্য্য গোপীনাথে— ॥ ৫৯

* লেউটি—ফিরিয়া।

চারি কৌপীন বহির্ব্বাস রাখিয়াছি ঘরে।
তাহা প্রসাদান্ন লৈয়া আইস বিপ্র-দ্বারে ॥ ৬০ ॥
তবে সার্ব্বভৌম কহে প্রভুর চরণে —।
অবশ্য পালিবে প্রভু মোর নিবেদনে ॥ ৬১ ॥
রামানন্দ রায় আছে গোদাবরী-তীরে।
অধিকারী হয়েন তেঁহো বিদ্যানগরে ॥ ৬২ ॥
শূদ্র-বিষয়ি জ্ঞানে উপেক্ষা না করিবে।
আমার বচনে তারে অবশ্য মিলিবে ॥ ৬৩ ॥
তোমার সঙ্গের যোগ্য তেঁহো একজন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তার সম ॥ ৬৪ ॥
পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস—দোঁহার তেঁহো সীমা।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাহার মহিমা ॥ ৬৫ ॥
অলৌকিক বাক্য চেষ্টা তার না বুঝিয়া।
পরিহাস করিয়াছি কত বৈষ্ণব বলিয়া ॥ ৬৬ ॥
তোমার প্রসাদে এবে জানিনু তাঁর তত্ত্ব।
সম্ভাষিলে জানিবে তার যেমন মহত্ত্ব ॥ ৬৭ ॥
অঙ্গীকার করি প্রভু তাঁহার বচন।
তাঁরে বিদায় দিতে তারে কৈল আলিঙ্গন ॥ ৬৮ ॥
ঘরে কৃষ্ণ ভজি মোরে করিহ আশীর্ব্বাদে।
নীলাচলে আসি যেন তোমার প্রসাদে ॥ ৬৯ ॥
এত বলি মহাপ্রভু করিলা গমন।
মূর্চ্ছিত হইয়া তাহা পড়িলা সার্ব্বভৌম ॥ ৭০ ॥
তাঁরে উপেক্ষিয়া কৈল শীঘ্র গমন।
কে বুঝিতে পারে মহাপ্রভুর চিত্ত-মন ॥ ৭১ ॥
মহানুভবের চিত্তের স্বভাব এই হয়।
পুষ্প-সম কোমল, কঠিন বজ্রময় ॥ ৭২ ॥

তথাহি ভবভূতিকৃত উত্তররামচরিতে
২য় অঙ্কে ৭ম শ্লোকঃ—

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো হি
বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ ॥ ৭৩

অলৌকিক পুরুষগণের চিত্ত বজ্র অপেক্ষাও কঠিন, কিন্তু আবার কুসুম অপেক্ষাও কোমল; সুতরাং উহা বুঝিতে কে সমর্থ হয়? ॥ ৭৩ ॥

নিত্যানন্দ-প্রভু ভট্টাচার্য্যে উঠাইল।
তাঁর লোক-সঙ্গে তারে ঘরে পাঠাইল ॥ ৭৪ ॥
ভক্তগণ শীঘ্র আসি লৈল প্রভুর সাথ।
বস্ত্র প্রসাদ লৈয়া তবে আইলা গোপীনাথ ॥ ৭৫ ॥
সবা-সঙ্গে প্রভু তবে আলালনাথ আইলা।
নমস্কার করি তাঁরে বহু স্তুতি কৈলা ॥ ৭৬ ॥
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত কৈল কতক্ষণ।
দেখিতে আইলা তাঁহা বৈসে যতজন ॥ ৭৭ ॥
চতুর্দ্দিকে লোক-সব বলে হরি হরি।
প্রেমাবেশে মধ্যে নৃত্য করে গৌরহরি ॥ ৭৮ ॥

পথে নাম-প্রচার ও [illegible]
[illegible]

কাঞ্চন-সদৃশ দেহ, অরুণ বসন।
পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ তাহাতে ভূষণ ॥ ৭৯ ॥
দেখিয়া লোকের মনে হৈল চমৎকার।
যত লোক আইসে কেহো নাহি যায় ঘর ॥ ৮০ ॥
কেহো নাচে, কেহো গায় 'শ্রীকৃষ্ণগোপাল'।
প্রেমেতে ভাসিল লোক স্ত্রী বৃদ্ধ যুবা বাল ॥৮১॥
দেখি নিত্যানন্দ-প্রভু কহে ভক্তগণে —।
এইরূপে আগে নৃত্য হবে গ্রামে গ্রামে ॥ ৮২ ॥
অতিকাল হৈল —লোক ছাড়িয়া নাহি যায়। *
তবে নিত্যানন্দ-গোসাঞি সৃজিল উপায় ॥ ৮৩ ॥
মধ্যাহ্ন করিতে গেলা প্রভুরে লইয়া।
তাহা দেখি লোক আইসে চৌদিকে ধাইয়া ॥৮৪॥
মধ্যাহ্ন করিয়া আইলা দেবতা-মন্দিরে।
নিজ-গণ প্রবেশি কপাট দিল বহির্দ্বারে ॥ ৮৫ ॥
তবে গোপীনাথ দুই প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
প্রভুর শেষ-প্রসাদান্ন সবে বাঁটি খাইল ॥ ৮৬ ॥

* অতিকাল হৈল—মধ্যাহ্ন অতীত হইয়াও অতিরিক্ত অবেলা হইয়া গেল, তবুও।

শুনি শুনি লোক-সব আসি বহির্দ্বারে।
'হরি হরি' বলি লোক কোলাহল করে ॥ ৮৭ ॥
তবে মহাপ্রভু দ্বার করাইল মোচন।
আনন্দে আসিয়া লোক কৈল দরশন ॥ ৮৮ ॥
এইমত সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লোক আসে যায়।
বৈষ্ণব হইল লোক—সবে নাচে গায় ॥ ৮৯ ॥
এইরূপে সেই ঠাঁই ভক্তগণ-সঙ্গে।
সেই রাত্রি গোঙাইল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ ৯০ ॥
প্রাতঃকালে স্নান করি করিল গমন।
ভক্তগণে বিদায় দিল করি আলিঙ্গন ॥ ৯১ ॥
মূর্চ্ছিত হইয়া সবে ভূমিতে পড়িলা।
তাহা-সবা-পানে প্রভু ফিরি না চাহিলা ॥ ৯২ ॥
বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্রভু চলিলা দুঃখী হৈয়া।
পাছে কৃষ্ণদাস যায় পাত্র বস্ত্র লৈয়া ॥ ৯৩ ॥
ভক্তগণ উপবাসী তাহাঁই রহিলা।*
আর দিনে দুঃখী হৈয়া নীলাচলে আইলা ॥ ৯৪
মল্লসিংহ-গ্রাম প্রভু করিলা গমন।
প্রেমাবেশে যায় করি নাম-সংকীর্ত্তন ॥ ৯৫ ॥

তথাহি শ্রীচৈত[illegible] —

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং ॥
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব
পাহি মাং ॥ ৯৬ ॥

এই শ্লোক পড়ি পথে চলে গৌরহরি।
লোক দেখি পথে কহে—বোল 'হরি হরি' ॥৯৭॥
সেই লোক প্রেমে মত্ত—বলে 'হরি কৃষ্ণ'।
প্রভুর পাছে পাছে যায়—দর্শনে সতৃষ্ণ ॥ ৯৮ ॥
কতক্ষণ রহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া।
বিদায় করেন তারে শক্তি সঞ্চারিয়া ॥ ৯৯ ॥
সেই জন নিজ-গ্রামে করিয়া গমন।
'কৃষ্ণ' ব'লে—নাচে কান্দে হাসে অনুক্ষণ ॥১০০॥
যারে দেখে তারে কহে—কহ কৃষ্ণ নাম।
এইমত বৈষ্ণব কৈল সব নিজ-গ্রাম ॥ ১০১ ॥
গ্রামান্তর হৈতে দেখে আইসে যতজন।
তাঁহার দর্শন-কৃপায় হয় তার সম ॥ ১০২ ॥
সেই যাই নিজ-গ্রামে বৈষ্ণব করয়।
অন্যগ্রামী আসি তাঁরে দেখি বৈষ্ণব হয় ॥ ১০৩ ॥
সেই যাই অন্য গ্রামে করে উপদেশ।
এইমতে বৈষ্ণব হৈল সব দক্ষিণ দেশ ॥ ১০৪ ॥
এইমত পথে যাইতে শত শত জন।
বৈষ্ণব করেন তাঁরে করি আলিঙ্গন ॥ ১০৫ ॥
যেই গ্রামে রহি ভিক্ষা করেন যার ঘরে।
সেই গ্রামের লোক যত আইসে দেখিবারে ॥১০৬॥
প্রভুর কৃপায় হয় মহাভাগবত।
সে সব আচার্য্য হৈয়া তারিল জগত ॥ ১০৭ ॥
এইমত কৈলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে।
সর্ব্ব দেশ বৈষ্ণব হৈল প্রভুর সম্বন্ধে ॥ ১০৮ ॥
নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈল প্রকাশে।
সে শক্তি প্রকাশি নিস্তারিল দক্ষিণদেশে ॥১০৯॥
প্রভুরে যে ভজে তারে তাঁর কৃপা হয়।
সেই সে এ সব লীলা সত্য করি লয় ॥ ১১০ ॥
অলৌকিক লীলায় যার না হয় বিশ্বাস।
ইহলোক পরলোক তার হয় নাশ ॥ ১১১ ॥
প্রথমে কহিল প্রভুর যেরূপে গমন।
এইমত জানিহ যাবৎ দক্ষিণ-ভ্রমণ ॥ ১১২ ॥

[illegible]

এইমত যাইতে যাইতে গেলা কূর্ম্মস্থান।
কূর্ম্ম দেখি তাঁরে কৈল স্তবন প্রণাম ॥ ১১৩ ॥
প্রেমাবেশে হাসি কান্দি নৃত্য-গীত কৈল।
দেখিয়া লোকের চিত্তে চমৎকার হৈল ॥ ১১৪ ॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া লোক আইল দেখিবারে।
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈল চমৎকারে ॥ ১১৫ ॥

*তাহাই—আলালনাথেই।

দর্শনে বৈষ্ণব হৈল—বলে 'কৃষ্ণ হরি'।
প্রেমাবেশে নাচে লোক ঊর্দ্ধবাহু করি ॥ ১১৬ ॥
কৃষ্ণনাম লোকমুখে শুনি অবিরাম।
সেই লোক বৈষ্ণব কৈল অন্য সব গ্রাম ॥ ১১৭ ॥
এইমত পরম্পরায় দেশ বৈষ্ণব হৈল।
কৃষ্ণনামামৃত-বন্যায় দেশ ভাসাইল ॥ ১১৮ ॥
কতক্ষণে প্রভু যদি বাহ্য প্রকাশিলা।
কূর্ম্মের সেবক বহু সম্মান করিলা ॥ ১১৯ ॥
যেই গ্রামে যায় তাঁহা এই ব্যবহার।
এক ঠাঁই কহিল, না কহিব আরবার ॥ ১২০ ॥
কূর্ম্ম নামে সেই গ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বহু শ্রদ্ধা-ভক্ত্যে কৈল প্রভুরে নিমন্ত্রণ ॥ ১২১ ॥
ঘরে আনি প্রভুর কৈল পাদ-প্রক্ষালন।
সেই জল বংশ-সহিত করিল ভক্ষণ ॥ ১২২ ॥
অনেক প্রকারে স্নেহে ভিক্ষা করাইল।
গোঁসাইর শেষ-অন্ন সবংশে খাইল ॥ ১২৩ ॥*
যেই পাদপদ্ম তোমার ব্রহ্মা ধ্যান করে।
সেই পাদপদ্ম সাক্ষাৎ আইল মোর ঘরে ॥ ১২৪ ॥
আমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন।
আজি মোর শ্লাঘ্য হৈল জন্ম-কুল-ধন ॥ ১২৫ ॥

ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা

কৃপা কর প্রভু! মোরে যাঙ তোমা-সঙ্গে।
সহিতে নারিমু তোমার বিরহ তরঙ্গে ॥ ১২৬ ॥
প্রভু কহে—ঐছে বাত কভু না কহিবা।
গৃহে রহি কৃষ্ণনাম নিরন্তর লইবা ॥ ১২৭ ॥
যারে দেখ তারে কর কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হৈয়া তারো এই দেশ ॥১২৮॥
কভু না বাধিবে তোমায় বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঁই পাবে মোর সঙ্গ ॥ ১২৯ ॥
এইমত যার ঘরে করে প্রভু ভিক্ষা।
সেই ঐছে কহে, তারে করায় ঐছে শিক্ষা ॥১৩০॥
পথে যাইতে দেবালয়ে রহে যেই গ্রামে।
যার ঘরে ভিক্ষা করে সেই মহাজনে ॥ ১৩১ ॥
কূর্ম্মে যৈছে রীতি, তৈছে কৈল সর্ব্বঠাঁই।
নীলাচলে পুনঃ যাবৎ না আইলা গোঁসাই ॥১৩২॥
অতএব ইঁহা কহিল করিয়া বিস্তার।
এইমত জানিবে প্রভুর সর্ব্বত্র ব্যবহার ॥ ১৩৩ ॥
এইমত সেই রাত্রি তাহাই রহিলা।
প্রাতঃকালে প্রভু স্নান করিয়া চলিলা ॥ ১৩৪ ॥
প্রভু অনুব্রজি কূর্ম্ম বহুদূর আইলা।*
প্রভু তারে যত্ন করি ঘরে পাঠাইলা ॥ ১৩৫ ॥
বাসুদেব নাম এক দ্বিজ মহাশয়।
সর্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ, তাতে কীড়াময় ॥ ১৩৬ ॥†
অঙ্গ হৈতে যেই কীড়া খসিয়া পড়য়।
উঠাইয়া সেই কীড়া রাখে সেই ঠায় ॥ ১৩৭ ॥
রাত্রিতে শুনিল তেঁহো গোসাঞির আগমন।
দেখিবারে আইলা প্রাতে কূর্ম্মের ভবন ॥ ১৩৮ ॥
প্রভুর গমন কূর্ম্ম মুখেতে শুনিয়া।
ভূমিতে পড়িলা দুঃখে মূর্চ্ছিত হইয়া ॥ ১৩৯ ॥
অনেক প্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলা।
সেইক্ষণে আসি প্রভু আলিঙ্গন দিলা ॥ ১৪০ ॥
প্রভু-স্পর্শে দুঃখ-সঙ্গে কুষ্ঠ দূরে গেল।
আনন্দ-সহিতে অঙ্গ সুন্দর হইল ॥ ১৪১ ॥
প্রভুর কৃপা দেখি তার বিস্ময় হইল মন।
শ্লোক পড়ি পায়ে ধরি করেন স্তবন ॥ ১৪২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কন্ধে ৮১-অধ্যায়ে
১৪-শ্লোকঃ—

ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥১৪৩॥‡

* শেষ-অন্ন—শ্রীঅধরামৃত মহাপ্রসাদ।

* অনুব্রজি—পাছে পাছে চলিয়া।
† কীড়াময়—পোকায় ভর্ত্তি।
‡ ইহার অনুবাদ ১২৪ পৃষ্ঠায় ৭৮ দাগে দ্রষ্টব্য।

বহু স্তুতি করি কহে—শুন দয়াময়।
জীবে এই গুণ নাহি—তোমাতেই হয় ॥ ১৪৪ ॥
মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর।
হেন মোরে স্পর্শ তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ ১৪৫ ॥
কিন্তু আছিলাম ভাল অধম হইয়া।
এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া ॥ ১৪৬ ॥
প্রভু কহে—কভু তোমার না হবে অভিমান।
নিরন্তর কহ তুমি 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম ॥ ১৪৭ ॥
কৃষ্ণ উপদেশি কর জীবের নিস্তার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার ॥১৪৮॥
এতেক কহিয়া প্রভু কৈল অন্তর্দ্ধানে।
দুই বিপ্র গলাগলি কান্দে প্রভুর গুণে ॥ ১৪৯ ॥
বাসুদেবোদ্ধার এই কহিল আখ্যান।
'বাসুদেবামৃত-প্রদ' হইল প্রভুর নাম ॥ ১৫০ ॥
এই ত কহিল প্রভুর প্রথম গমন।
কূর্ম্ম-দরশন বাসুদেব-বিমোচন ॥ ১৫১ ॥
শ্রদ্ধা করি এই লীলা যে করে শ্রবণ।
অচিরাতে মিলে তারে চৈতন্য-চরণ ॥ ১৫২ ॥
চৈতন্য-লীলার আদি অন্ত নাহি জানি।
সেই লিখি মহান্তের মুখে যেই শুনি ॥ ১৫৩
ইথে অপরাধ মোর না লইহ ভক্তগণ।
তোমা সবার চরণ মোর একান্ত শরণ ॥ ১৫৪
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৫৫ ॥ •

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে দক্ষিণগমনে বাসুদেবোদ্ধারো নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সঞ্চার্য্য রামাভিধ-ভক্ত-মেঘে
স্বভক্তি-সিদ্ধান্তচয়ামৃতানি।
গৌরাব্ধিরেতৈরমুনা বিতীর্ণৈ-
স্তজ্জ্ঞত্ব-রত্নালয়তাং প্রয়াতি ॥ ১ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গরূপ সমুদ্র রামানন্দরূপ ভক্তমেঘে নিজ-ভক্তি সিদ্ধান্তরূপ অমৃতময় জল সঞ্চার করিয়া ঐ রামানন্দ-মেঘ কর্তৃক বর্ষিত সেই সিদ্ধান্তামৃত দ্বারা সিদ্ধান্তবোধরূপ রত্ন লাভ করিয়া তিনি রত্নাকর হইয়াছেন ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

জিয়ড়নৃসিংহ-দর্শন

পূর্ব্ব-রীতে প্রভু আগে গমন করিলা।
জিয়ড়নৃসিংহ-ক্ষেত্রে কতদিন গেলা ॥ ৩ ॥*

নৃসিংহ দেখিয়া কৈল দণ্ডবৎ-প্রণতি।
প্রেমাবেশে কৈল বহু নৃত্য-গীত স্তুতি ॥ ৪ ॥
শ্রীনৃসিংহ জয় নৃসিংহ জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মামুখপদ্ম-ভৃঙ্গ ॥ ৫ ॥*

ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ম-স্কন্ধে ৯ম অধ্যায়ে ১ম-শ্লোকস্য স্বামিটীকা ধৃত আগমবচন —

উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী।
কেশরীব স্বপোতানামন্যেষামুগ্র-বিক্রমঃ ॥ ৬ ॥

সিংহ যেমন অন্যের নিকট উগ্র হইয়াও নিজ শাবকগণের নিকট অতীব শান্ত, তদ্রূপ শ্রীনৃসিংহদেবও অসুরের নিকট ভীষণ হইয়াও নিজ ভক্তগণের নিকট অতীব স্নেহময় ॥ ৬ ॥

* পূর্ব্ব-রীতে—পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

* পদ্মামুখপদ্ম-ভৃঙ্গ—শ্রীলক্ষ্মীদেবীর বদন-কমলের মধু-পানের ভ্রমর স্বরূপ।

এইমত নানা শ্লোক পড়ি স্তুতি কৈল।
নৃসিংহসেবক মালা প্রসাদ আনি দিল ॥ ৭ ॥
পূর্ব্বমত কোন বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ।
সেই রাত্রে তাঁহা রহি করিলা গমন ॥ ৮ ॥
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু চলিলা প্রেমাবেশে।
দিখিদিগ নাহি জ্ঞান রাত্রি-দিবসে ॥ ৯ ॥
পূর্ব্ববত বৈষ্ণব করি সর্ব্বলোকগণে।
গোদাবরী-তীরে প্রভু আইলা কতদিনে ॥ ১০ ॥
গোদাবরী দেখি হৈল যমুনা-স্মরণ।
তীরে বন দেখি স্মৃতি হৈল বৃন্দাবন ॥ ১১ ॥
সেই বনে কতক্ষণ করি নৃত্য-গান।
গোদাবরী পার হৈয়া তাঁহা কৈল স্নান ॥ ১২ ॥
ঘাট ছাড়ি কতদূরে জল-সন্নিধানে।
বসি প্রভু করে কৃষ্ণ নাম-সংকীর্ত্তনে ॥ ১৩ ॥

রামানন্দ-মিলন ও তাঁহার মুখে সাধ্যসাধন
তত্ত্ব-শ্রবণ

হেনকালে দোলায় চড়ি রামানন্দ-রায়।
স্নান করিবারে আইলা বাজনা বাজায় ॥ ১৪ ॥
তাঁর সঙ্গে আইলা বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বিধিমতে কৈল তেঁহো স্নানাদি তর্পণ ॥ ১৫ ॥
প্রভু মনে জানিলা—এই রামানন্দ রায়।
তাঁহারে মিলিতে প্রভুর মন উঠি ধায় ॥ ১৬ ॥
তথাপি ধৈর্য্য ধরি প্রভু রহিলা বসিয়া।
রামানন্দ আইলা অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী দেখিয়া ॥ ১৭
শতসূর্য্য-সম কান্তি, অরুণ বসন।
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ, কমল লোচন ॥ ১৮ ॥ *
দেখিয়া তাঁহার মনে হৈল চমৎকার।
আসিয়া করিল দণ্ডবত-নমস্কার ॥ ১৯ ॥
উঠি প্রভু কহে—উঠ, বল 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ'।
তাঁরে আলিঙ্গিতে প্রভুর হৃদয় সতৃষ্ণ ॥ ২০ ॥

তথাপি পুছিল—তুমি রায় রামানন্দ।
তেঁহো কহে—সেই মুই দাস শূদ্র মন্দ ॥ ২১ ॥
তবে তাঁরে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে প্রভু-ভৃত্য দোঁহে অচেতন ॥ ২২ ॥
স্বাভাবিক প্রেম দোঁহার উদয় করিলা।
দোঁহা আলিঙ্গিয়া দোঁহে ভূমিতে পড়িলা ॥ ২৩ ॥
স্তম্ভ স্বেদ অশ্রু কম্প পুলক বৈবর্ণ্য।
দোঁহার মুখেতে শুনি গদগদ কৃষ্ণবর্ণ ॥ ২৪ ॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের হৈল চমৎকার।
বৈদিক ব্রাহ্মণ সব করেন বিচার —॥ ২৫ ॥
এই ত সন্ন্যাসী তেজ দেখি ব্রহ্মসম।
শূদ্রে আলিঙ্গিয়া কেনে করেন ক্রন্দন ॥ ২৬ ॥
এই মহারাজ মহাপণ্ডিত গম্ভীর।
সন্ন্যাসীর স্পর্শে মত্ত হইল অস্থির ॥ ২৭ ॥
এইমত বিপ্রগণ ভাবে মনেমন।
বিজাতীয় লোক দেখি প্রভু কৈল সম্বরণ ॥ ২৮ ॥
সুস্থ হৈয়া দোঁহে সেই স্থানেতে বসিলা।
তবে হাসি মহাপ্রভু কহিতে লাগিলা — ॥ ২৯ ॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কহিল তোমার গুণে।
তোমারে মিলিতে মোরে করিল যতনে ॥ ৩০ ॥
তোমা মিলিবারে মোর এথা আগমন।
ভাল হৈল—অনায়াসে পাইলুঁ দরশন ॥ ৩১ ॥
রায় কহে—সার্ব্বভৌম করে ভৃত্য-জ্ঞান।
পরোক্ষেহ মোর হিতে হয় সাবধান ॥ ৩২ ॥
তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার চরণ দর্শন।
আজি সফল হৈল মোর মনুষ্য-জনম ॥ ৩৩ ॥
সার্ব্বভৌমে তোমার কৃপা তার এই চিহ্ন—।
অস্পৃশ্য স্পর্শিলে হৈয়া তাঁর প্রেমাধীন ॥ ৩৪ ॥
কাঁহা তুমি সাক্ষাত ঈশ্বর নারায়ণ।
কাঁহা মুই রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম ॥ ৩৫ ॥
মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা বেদ-ভয়।
মোর দরশন তোমা বেদে নিষেধয় ॥ ৩৬ ॥
তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্যকর্ম্ম।
সাক্ষাত ঈশ্বর তুমি কে জানে তোমার মর্ম্ম ॥৩৭॥

* সুবলিত—পরম সুন্দর।

আমা নিস্তারিতে তোমার ইঁহা আগমন।
পরম দয়ালু তুমি পতিতপাবন ॥ ৩৮ ॥
মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ-কার্য্য নাহি, তবু যান তার ঘর ॥ ৩৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৮।৪ শ্লোকে
গর্গমুনি প্রতি শ্রীনন্দ বাক্য—

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাং।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্! কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ ॥৪০॥

শ্রীকৃষ্ণের নামকরণের নিমিত্ত যদুকুলাচার্য্য শ্রীগর্গ মহামুনি বসুদেব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শ্রীনন্দ-মহারাজ-ভবনে আগমন করিলে, নন্দ তাঁহাকে বলিলেন, মহৎ ব্যক্তিগণ ভগবৎসেবার স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও যান না, তবে কেবল দীনচিত্ত গৃহিগণের মঙ্গলের নিমিত্তই তাঁহাদিগকে স্থানান্তরে যাইতে হয় ॥ ৪০ ॥

আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সহস্রেক জন।
তোমার দর্শনে সবার দ্রবীভূত মন ॥ ৪১ ॥
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম শুনি সবার বদনে।
সবার অঙ্গ পুলকিত, অশ্রু নয়নে ॥ ৪২ ॥
আকৃতে প্রকৃতে তোমার ঈশ্বর-লক্ষণ।
জীবে না সম্ভবে এই অপ্রাকৃত গুণ ॥ ৪৩ ॥*
প্রভু কহে—তুমি মহাভাগবতোত্তম।
তোমার দর্শনে সবার দ্রব হৈল মন ॥ ৪৪ ॥
অন্যের কি কথা, আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী।
আমিহ তোমার স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসি ॥ ৪৫ ॥
এই জানি—কঠিন মোর হৃদয় শোধিতে।
সার্ব্বভৌম কহিলেন তোমারে মিলিতে ॥ ৪৬ ॥
এইমত দোঁহে স্তুতি করে দোঁহার গুণে।
দোঁহে দোঁহার দরশনে আনন্দিত মনে ॥ ৪৭ ॥

হেনকালে বৈদিক এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
দণ্ডবত করি কৈল প্রভুরে নিমন্ত্রণ ॥ ৪৮ ॥
নিমন্ত্রণ মানিল তাঁরে 'বৈষ্ণব' জানিয়া।
রামানন্দে কহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া— ॥ ৪৯ ॥
তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন।
পুনরপি পাই যেন তোমার দর্শন ॥ ৫০ ॥
রায় কহে—আইলা যদি পামরে শোধিতে।
দর্শনমাত্র শুদ্ধ নহে মোর দুষ্ট-চিত্তে ॥ ৫১ ॥
দিন পাঁচ সাত রহি করহ মার্জ্জন।
তবে শুদ্ধ হয় মোর এই দুষ্ট-মন ॥ ৫২ ॥
যদ্যপি বিচ্ছেদ দোঁহার সহন না যায়।
তবু দণ্ডবত করি চলিলা রাম-রায় ॥ ৫৩ ॥
প্রভু যাই সেই বিপ্র-ঘরে ভিক্ষা কৈল।
দুই জনার উৎকণ্ঠায় আসি সন্ধ্যা হৈল ॥ ৫৪ ॥
প্রভু স্নানকৃত্য করি আছেন বসিয়া।
এক-ভৃত্য-সঙ্গে রায় মিলিল আসিয়া ॥ ৫৫ ॥
নমস্কার কৈল রায়, প্রভু কৈল আলিঙ্গনে।
দুই-জনে কথা কহে বসি রহঃস্থানে ॥ ৫৬ ॥*
প্রভু কহে—পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে—স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয় ॥ ৫৭ ॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে ৩য় অংশ ৮ম অধ্যায়
৯ম শ্লোকে—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষকারণং ॥ ৫৮ ॥

বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠান-পরায়ণ পুরুষ কর্ত্তৃকই বিষ্ণু আরাধিত হইয়া থাকেন, পরন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম্মাচরণ ব্যতীত বিষ্ণু অন্য কিছুতেই সন্তুষ্ট হন না ॥ ৫৮ ॥

প্রভু কহে—এহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে—কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্য-সার ॥ ৫৯ ॥

* অপ্রাকৃত—যাহা সাধারণ নহে; অলৌকিক।

* রহঃস্থানে—নির্জ্জন জায়গায়, নিজ্জনে।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং (৯ম অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে)
অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যং—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং ॥ ৬০

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি যা কিছু করিবে—ভোজন কর, হোম কর, দান কর, তপস্যা কর অর্থাৎ যে কিছু কর্ম্ম কর না কেন, সমস্তই আমাতে অর্পণ করিও ॥ ৬০ ॥

প্রভু কহে—এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে—স্বধর্ম্ম-ত্যাগ এই সাধ্য-সার ॥ ৬১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ-স্কন্ধে ১১শ অধ্যায়ে
৩২শ-শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি
শ্রীভগবদ্বাক্যং —

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়া দিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ
সত্তমঃ ॥ ৬২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে উদ্ধব! বেদাদি শাস্ত্রে আমা কর্ত্তৃক যাহা যাহা আদিষ্ট হইয়াছে, তৎসমস্তের দোষ গুণ অবগত হইয়া স্বীয় বর্ণাশ্রমধর্ম্মাদি রূপ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যে আমার ভজন করে, সে ব্যক্তি উত্তম-সাধু মধ্যে গণ্য ॥ ৬২ ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১৮শ-অধ্যায়ে ৬৬-শ্লোকে
অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যং —

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ ॥ ৬৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, লোক-ধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাগত হও, আমি তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে উদ্ধার করিব; তুমি কোনরূপ শোক করিও না ॥ ৬৩ ॥

প্রভু কহে—এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে—জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্য-সার ॥ ৬৪ ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১৮শ-অধ্যায়ে ৫৪-শ্লোকে
অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যং—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং ॥ ৬৫

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মে অবস্থিত, সুতরাং জ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি নষ্টবস্তুর জন্য শোক করেন না বা কোনও বস্তুপ্রাপ্তির জন্য আকাঙ্ক্ষাও করেন না। তিনি সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টি হইয়া আমাতে পরম ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৬৫ ॥

প্রভু কহে—এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে—জ্ঞানশূন্য-ভক্তি সাধ্য-সার ॥ ৬৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ১৪শ-অধ্যায়ে ৩শ-
শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং —

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়-বার্ত্তাং।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনু-বাঙ্‌মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত! জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রি-
লোক্যাং ॥ ৬৭ ॥

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, হে ভগবন্! যাহারা নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানের নিমিত্ত কিছুমাত্র প্রয়াস না করিয়া স্বস্থানে বা সাধুস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক সাধুগণকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের মুখ-বিনিঃসৃত ও স্বতঃই শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট তোমার কথা কায়মনোবাক্যে সমাদরপূর্ব্বক জীবন ধারণ করেন, তুমি অন্যের পক্ষে অজিত হইলেও, তাঁহাদিগের দ্বারা জিত বা বশীভূত হইয়া থাক ॥ ৬৭ ॥

প্রভু কহে, এহ হয়, আগে কহ আর।
রায় কহে—প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্যসার ॥ ৬৮ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ১১শ-অঙ্কে রামানন্দরায়-কৃত-শ্লোকঃ—

নানোপচার-কৃত-পূজনমার্ত্তবন্ধোঃ
প্রেম্ণৈব ভক্ত! হৃদয়ং সুখ-বিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জঠরা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্য-পেয়ে ॥ ৬৯ ॥

হে ভক্ত! বিবিধ উপচার দ্বারা পূজা ব্যতীতও কেবল প্রেম দ্বারাই দীনবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় সুখে বিগলিত হইয়া যায়; যেমন প্রবল ক্ষুধা-তৃষ্ণা না থাকিলে অন্নজল উদরের পক্ষে সুখের হয় না, তদ্রূপ প্রেম না থাকিলে উহা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সুখের হয় না বলিয়া তিনি বিগলিত হন না ॥ ৬৯ ॥

তথাহি তত্রৈব ১২শ-অঙ্কে তস্যৈব শ্লোকঃ—

কৃষ্ণভক্তিরস-ভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটি-সুকৃতৈর্ন লভ্যতে ॥ ৭০ ॥

সৎসঙ্গাদির ফলে বা যেরূপ কোনও কারণে কৃষ্ণভক্তিরসময় অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমময় মতি যদি কোথাও পাওয়া যায়, তবে উহা ক্রয় করিও, এই ক্রয়বিষয়ে অধিক লালসাই একমাত্র মূল্য অর্থাৎ লালসা না হইলে ভক্তিরসময় মতি লাভ করা যায় না। পরন্তু ইহাও নিশ্চয় যে, কোটি জন্মের সুকৃতির ফলেও এই লালসা করা যায় না ॥ ৭০ ॥

প্রভু কহে—এহো হয়, আগে কহ আর।
রায় কহে—দাস্যপ্রেম সর্ব্ব-সাধ্য-সার ॥ ৭১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৯ম স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ে ১৬শ-শ্লোকে অম্বরীষং প্রতি দুর্ব্বাসসো বচনং—

যন্নাম্-শ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিং বা দাসানামবশিষ্যতে ॥ ৭২ ॥

দুর্ব্বাসা ঋষি মহারাজ অম্বরীষকে বলিলেন, হে মহারাজ! যাঁহার নাম শ্রবণ মাত্র জীব মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হয়, সেই তীর্থপাদ ভগবানের দাসগণের অলভ্য কি থাকিতে পারে অর্থাৎ কিছুই নহে—তাঁহারা সবই পাইতে পারেন ॥ ৭২ ॥

তথাহি শ্রীযামুনাচার্য্যস্তোত্রে—

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ
প্রশান্ত-নিঃশেষ-মনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিক-নিত্যকিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথ-জীবিতং ॥ ৭৩ ॥*

প্রভু কহে—এহো হয়, আগে কহ আর।
রায় কহে—সখ্যপ্রেম সর্ব্ব সাধ্য-সার ॥ ৭৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম-স্কন্ধে ১২শ অঃ ১০-শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেব-বাক্যং—

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥ ৭৫ ॥

শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিলেন, হে মহারাজ! যিনি জ্ঞানিগণের নিকট ব্রহ্ম-সুখানুভব-রূপে, দাস্যবিশিষ্ট ভক্তগণের নিকট পরদেবতা-রূপে এবং মায়াশ্রিত ব্যক্তিগণের নিকট সামান্য মানব শিশুরূপে প্রতীয়মান হন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপবালকগণ বহু সুকৃতির ফলে সখ্যভাবে বিহার করিয়াছিলেন ॥ ৭৫ ॥

প্রভু কহে—এহোত্তম, আগে কহ আর।
রায় কহে—বাৎসল্য-প্রেম সর্ব্ব-সাধ্য-সার ॥ ৭৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম-স্কন্ধে ৮ম-অধ্যায়ে ৩৬শ-শ্লোকে শ্রীশুকদেবং প্রতি শ্রীপরীক্ষিদ্বাক্যং—

নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ং।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ ॥ ৭৭ ॥

* অনুবাদ ১৪২ পৃষ্ঠায় ২০২ পদে দ্রষ্টব্য।

মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি বলুন, মহারাজ নন্দ কি এমন পুণ্যকার্য্য করিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণকে পুত্ররূপে পাইলেন, আর মহাভাগ্যবতী যশোদাই বা কি এত পুণ্য করিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্তনপান করিলেন ॥ ৭৭ ॥

তথাহি তত্রৈব ১০ম-স্কন্ধে ৯ম-অধ্যায়ে ১৬শ-শ্লোকে
শ্রীপরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকদেব-বাক্যং—

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গ-সংশ্রয়া ।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ
বিমুক্তিদাৎ ॥ ৭৮ ॥

শ্রীশুকদেব কহিলেন, হে মহারাজ! মুক্তিদানকারী শ্রীকৃষ্ণ হইতে গোপী যে প্রসাদ পাইয়াছেন, তাহা, ব্রহ্মা তাঁহার পুত্র হইয়াও, মহাদেব তাঁহার স্বরূপ হইয়াও এবং লক্ষ্মী তাঁহার ভার্য্যা হইয়াও, লাভ করিতে পারেন নাই ॥ ৭৮ ॥

প্রভু কহে—এহোত্তম, আগে কহ আর ।
রায় কহে—কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্য-সার ॥ ৭৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম-স্কন্ধে ৪৭শ-অধ্যায়ে
৬০ম-শ্লোকে গোপীঃ প্রতি
শ্রীউদ্ধব বাক্যং—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্য্যোষিতাং নলিন-গন্ধ-রুচাং কুতোঽন্যাঃ ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ড-গৃহীত-কণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাং ॥ ৮০ ॥

রাসোৎসবে ব্রজসুন্দরীগণের কণ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভুজলতা দ্বারা গৃহীত হওয়ায় তাঁহারা পূর্ণ-মনোরথ হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের যে প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সে প্রসাদ বক্ষঃস্থলস্থিতা পরমানুরাগিণী শ্রীলক্ষ্মীদেবীও প্রাপ্ত হন নাই বা স্বর্গের অপ্সরা ও দেবপত্নীগণও প্রাপ্ত হন নাই, তা অন্য রমণীগণের কথা আর কি বলিব? ॥ ৮০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৩২শ-অধ্যায়ে
২য় শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি
শ্রীশুকদেব-বাক্যং—

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মান-মুখাম্বুজঃ ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথঃ ॥ ৮১ ॥*

কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয় ।
কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্য বহু ত আছয় ॥ ৮২ ॥
কিন্তু যার যেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম ।
তটস্থ হৈয়া বিচারিলে আছে তারতম ॥ ৮৩ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণ-বিভাগে
স্থায়িভাব-লহর্য্যাং ২২শ শ্লোকে—

যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসমধ্যপি ।
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ ॥৮৪॥†

পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয় ।
এক-দুই গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য় ॥ ৮৫ ॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে ।
শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ
মধুরেতে বৈসে ॥ ৮৬ ॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে ।
এক-দুই-গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ ৮৭ ॥
পরিপূর্ণ-কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে ।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ—কহে ভাগবতে ॥ ৮৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম-স্কন্ধে ৮২ অধ্যায়ে
৩১ শ্লোকে গোপীঃ প্রতি
শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যং—

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে ।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥৮৯॥‡

* ইহার অনুবাদ ৭৩ পৃষ্ঠায় ২১৩ দাগে দ্রষ্টব্য
† ইহার অনুবাদ ৪৯ পৃষ্ঠায় ৪৪ দাগে দ্রষ্টব্য ।
‡ ইহার অনুবাদ ৪৮ পৃষ্ঠায় ২২ দাগে দ্রষ্টব্য ।

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকাল আছে।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥ ৯০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায়াং ৪র্থ অধ্যায়ে
১১শ শ্লোকে—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ ॥৯১॥*

এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥ ৯২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৩২শ-অধ্যায়ে
২১শ-শ্লোকে গোপীঃ প্রতি
শ্রীকৃষ্ণবাক্য—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্য-সংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মা ভজন্ দুর্জ্জর-গেহ-শৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ৯৩ ॥†

যদ্যপি কৃষ্ণ-সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের ধুর্য্য।
ব্রজদেবী সঙ্গে তার বাড়য়ে মাধুর্য্য ॥ ৯৪ ॥

তথাহি তত্রৈব ১০ম স্কন্ধে ৩৩শ অধ্যায়ে
৬ষ্ঠ শ্লোকে শ্রীপরীক্ষিতং প্রতি
শ্রীশুক বাক্য—

তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা ॥ ৯৫ ॥

শ্রীশুকদেব বলিলেন, হে মহারাজ! মালার আকারে গ্রথিত স্বর্ণবর্ণ মণিসমূহের পরস্পরের মধ্যবর্ত্তী নীলকান্ত মণি যেমন পরম শোভা পায়, তদ্রূপ রাসমণ্ডলে নব-জলধর-শ্যাম ভগবান দেবকীনন্দনও স্বর্ণবর্ণা গোপীগণের পরস্পরের মধ্যবর্ত্তী হইয়া সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৯৫ ॥

প্রভু কহে—এই সাধ্যবিধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয় ॥ ৯৬ ॥
রায় কহে—ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে ॥ ৯৭ ॥
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য-শিরোমণি।
যাঁহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি ॥ ৯৮ ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে ভক্তামৃতে
৪১শ-শ্লোকে পদ্মপুরাণ-বাক্য—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্ব-গোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্ত-বল্লভা ॥৯৯॥*

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম-স্কন্ধে ৩০শ-অধ্যায়ে
২৮শ-শ্লোকে—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥১০০॥†

প্রভু কহে—আগে কহ, শুনিতে পাই সুখে।
অপূর্ব্ব অমৃত-নদী বহে তোমার মুখে ॥ ১০১ ॥
চুরি করি রাধাকে নিল গোপীগণের ডরে।
অন্যাপেক্ষা হৈল প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে ॥১০২॥
রাধা লাগি গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ।
তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ ॥ ১০৩ ॥
রায় কহে—তবে শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে রাধা-প্রেমের নাহিক উপমা ॥ ১০৪ ॥
গোপীগণের রাসনৃত্য-মণ্ডলী ছাড়িয়া।
রাধা চাহি বনে ফিরে বিলাপ করিয়া ॥ ১০৫ ॥

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে ৩য় সর্গে ১ম-শ্লোকে
শ্রীজয়দেব বাক্য—

কংসারিরপি সংসার-বাসনাবদ্ধ-শৃঙ্খলাং।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥১০৬॥‡

* ইহার অনুবাদ ৪৮ পৃষ্ঠায় ১৯ দাগে দ্রষ্টব্য।
† ইহার অনুবাদ ৫৮ পৃষ্ঠায় ১৭৯ দাগে দ্রষ্টব্য

* ইহার অনুবাদ ৬০ পৃষ্ঠায় ২১৩ দাগে দ্রষ্টব্য।
† ইহার অনুবাদ ৫২ পৃষ্ঠায় ৮৭ দাগে দ্রষ্টব্য।
‡ ইহার অনুবাদ ৬০ পৃষ্ঠায় ২১৭ দাগে দ্রষ্টব্য।

তথাহি তত্রৈব ২য়-শ্লোকে শ্রীজয়দেব-বাক্যং—

ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকা-
মনঙ্গবাণ-ব্রণ-খিন্ন-মানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী-
তটান্ত-কুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ ॥ ১০৭ ॥

অনঙ্গ-শরাঘাতে ব্যথিত-হৃদয় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া কোথাও না পাইয়া, অবশেষে তিনি যমুনাতীরস্থ কুঞ্জমধ্যে গমন করিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন ॥ ১০৭ ॥

এই দুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি।
বিচারিতে উঠে যেন অমৃতের খনি ॥ ১০৮ ॥
শতকোটি-গোপী-সঙ্গে রাস-বিলাস।
তার মধ্যে এক মূর্ত্তি রহে রাধা-পাশ ॥ ১০৯ ॥
সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা।
রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা ॥ ১১০

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদ-কথনে ৮২ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি-বাক্য —

অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি ॥১১১॥

প্রেমের গতি সর্পের গতির ন্যায় স্বভাবতঃই কুটিল অর্থাৎ বক্র; তন্নিমিত্ত মানের কোন কারণ থাকিলে বা না থাকিলেও, যুবক যুবতীর চিত্তে মানের উদয় হয় ॥ ১১১ ॥

ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি।
তাঁরে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলা শ্রীহরি ॥১১২॥
সম্যক্ সার বাসনা কৃষ্ণের রাসলীলা।
রাসলীলা-বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা ॥ ১১৩ ॥
তাঁহা বিনু রাসলীলা নাহি ভায় চিতে।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা-অন্বেষিতে ॥ ১১৪ ॥
ইতস্ততঃ ভ্রমি কাঁহা রাধা না পাইয়া।
বিষাদ করেন কাম-বাণে খিন্ন হৈয়া ॥ ১১৫ ॥
শতকোটি গোপীতে নহে কাম-নির্ব্বাপণ।
ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ ॥ ১১৬ ॥
প্রভু কহে—যে লাগি আইলাম তোমা-স্থানে।
সেই সব রসবস্তু-তত্ত্ব হৈল জ্ঞানে ॥ ১১৭ ॥
এবে সে জানিল সাধ্য-সাধন-নির্ণয়।
আগে কিছু আর কহ শুনিতে মন হয় ॥ ১১৮ ॥
কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধার স্বরূপ।
রস কোন্ তত্ত্ব, প্রেম কোন্ তত্ত্বরূপ ॥ ১১৯ ॥
কৃপা করি এই তত্ত্ব কহ ত আমারে।
তোমা বিনা কেহো ইহা নিরূপিতে নারে ॥১২০॥
রায় কহে—ইহা আমি কিছুই না জানি।
যে তুমি কহাও আমি কহি সেই বাণী ॥ ১২১ ॥
তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুকের পাঠ।
সাক্ষাত ঈশ্বর তুমি, কে বুঝে তোমার নাট ॥১২২॥*
হৃদয়ে প্রেরণ কর, জিহ্বায় কহাও বাণী।
কি কহিয়ে ভালমন্দ কিছুই না জানি ॥ ১২৩ ॥
প্রভু কহে—মায়াবাদী আমি ত সন্ন্যাসী।
ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি মায়াবাদে ভাসি ॥ ১২৪ ॥
সার্ব্বভৌম-সঙ্গে মোর মন নির্ম্মল হৈল।
কৃষ্ণভক্তি তত্ত্ব কহ—তাঁহারে পুছিল ॥ ১২৫ ॥
তেঁহো কহে—আমি নাহি জানি কৃষ্ণকথা।
সবে রামানন্দ জানে, তেঁহো নাহি হেথা ॥১২৬॥
তোমার ঠাঁই আইলাম তোমার মহিমা শুনিয়া।
তুমি মোরে স্তুতি কর সন্ন্যাসী জানিয়া ॥ ১২৭ ॥
কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥ ১২৮ ॥
সন্ন্যাসী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন।
রাধা-কৃষ্ণ-তত্ত্ব কহি পূর্ণ কর মন ॥ ১২৯ ॥

রামানন্দ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বর্ণন

যদ্যপিহ রায় প্রেমী মহাভাগবতে।
তাঁর মন কৃষ্ণমায়া নারে আচ্ছাদিতে ॥ ১৩০ ॥

* নাট—লীলা।

তথাপি প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল।
জানিতেহো রায়ের মন হৈল টলমল ॥ ১৩১ ॥
রায় কহে—আমি নট, তুমি সূত্রধার।
যেমত নাচাও, তেমত চাহি নাচিবার ॥ ১৩২ ॥
মোর জিহ্বা বীণাযন্ত্র, তুমি বীণাধারী।
তোমার মনে যেই উঠে তাহাই উচ্চারি ॥ ১৩৩
ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতারী সর্ব্বকারণ-প্রধান ॥ ১৩৪ ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ, আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা-সবার আধার ॥ ১৩৫ ॥
সচ্চিদানন্দ-তনু ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বরস-পূর্ণ ১৩৬

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ম অধ্যায়ে
১ম শ্লোকঃ—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণং ॥১৩৭॥*

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন-মদন।
কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন ॥ ১৩৮ ॥
পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মথন ॥ ১৩৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৩২শ অধ্যায়ে
২য় শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি
শ্রীশুক-বচনং—

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মান-মুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বর-ধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথ ॥ ১৪০ ॥†

নানা ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়।
সেই সব রসামৃতের বিষয়-আশ্রয় ॥ ১৪১ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তি-
লহর্য্যাং ১ম-শ্লোকে—

অখিলরসামৃত-মূর্ত্তিঃ প্রসৃমররুচি-রুদ্ধ-
তারকাপালিঃ।
কলিত-শ্যামা-ললিতো রাধাপ্রেয়ান্
বিধুর্জয়তি ॥ ১৪২ ॥

যাঁহার পরমানন্দময় মূর্ত্তি শান্তাদি দ্বাদশ রসের আশ্রয়-স্বরূপ, যিনি পরিবর্দ্ধনশীল কান্তি দ্বারা তারকা ও পালিকা নামে গোপী দুইজনকে বশীভূত করিয়াছেন, যিনি শ্যামা ও ললিতাকে আত্মসাৎ করিয়াছেন এবং যিনি শ্রীরাধার প্রিয়, সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন ॥ ১৪২ ॥

শৃঙ্গার-রসরাজময়-মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্ম পর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্ত-হর ॥ ১৪৩ ॥

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে ১ম সর্গে ১১শ শ্লোকে
জয়দেব-বাক্যং

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবং।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ
ক্রীড়তি ॥ ১৪৪ ॥ *

লক্ষ্মীকান্ত আদি অবতারের হরে মন।
লক্ষ্মী-আদি নারীগণের করে আকর্ষণ ॥ ১৪৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৮৯ অধ্যায়ে
৫৮-শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনৌ প্রতি
ভূমাপুরুষ বাক্যং—

দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা
ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্ম-গুপ্তয়ে।
কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্
হত্বেহ ভূয়স্ত্বরয়েতমন্তি মে ॥ ১৪৬ ॥

* ইহার অনুবাদ ৪০ পৃষ্ঠায় ১০৭ দাগে দ্রষ্টব্য।
† ইহার অনুবাদ ৭৩ পৃষ্ঠায় ২১৩ দাগে দ্রষ্টব্য।

ইহার অনুবাদ ৬১ পৃষ্ঠায় ২২২ দাগে দ্রষ্টব্য।

ভূমাপুরুষ শ্রীনারায়ণ বলিলেন, হে কৃষ্ণ! হে অর্জ্জুন! তোমরা ধর্ম্মরক্ষার্থে সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছ; তোমাদের দর্শন পাইবার অভিলাষে আমি দ্বিজ শিশুগণকে আমার ধামে আনিয়াছি; তোমরা আবার গিয়া পৃথিবীর ভার-স্বরূপ সমস্ত অসুরগণকে বিনাশ করিয়া তাহাদিগকে ত্বরায় আমার নিকট প্রেরণ কর ॥ ১৪৬ ॥

তথাহি তত্রৈব ১০ম স্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ে ৩৬ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণং প্রতি নাগপত্নী-বাক্যং—

কস্যানুভাবোহস্য ন দেব! বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥ ১৪৭ ॥

কালিয়-দমনের পর তৎপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, হে দেব! তোমার যে চরণরেণু স্পর্শ-লাভের বাসনায় কোমলাঙ্গী শ্রীলক্ষ্মী-দেবী সমস্ত ভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রত ধারণ করিয়া বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই চরণরেণু-স্পর্শ-লাভের অধিকার এই কালিয়নাগ যে কি পুণ্যে পাইল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না ॥ ১৪৭ ॥

আপন-মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥১৪৮॥

তথাহি ললিতমাধবে ৮ম অঙ্কে ২৮শ শ্লোকে
মণিভিত্তৌ স্বপ্রতিবিম্বং দৃষ্ট্বা
শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যং—

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত! প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥ ১৪৯ ॥ *

রামানন্দ কর্তৃক শ্রীরাধাতত্ত্ব-বর্ণন

সংক্ষেপে কহিল এই কৃষ্ণের স্বরূপ।
এবে সংক্ষেপে কহি শুন রাধাতত্ত্বরূপ ॥ ১৫০
কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, তাতে তিন প্রধান—।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম ॥ ১৫১ ॥
অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তি সবার উপরে ॥ ১৫২ ॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬১)

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥১৫৩॥*

সচ্চিৎ-আনন্দময়—কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ-শক্তি হয় তিন রূপ ॥ ১৫৪ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ—যারে 'জ্ঞান' করি মানি ॥১৫৫॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (১।১২।৬৯)

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদ-তাপ-করী মিশ্রা ত্বয়ি নো
গুণবর্জ্জিতে ॥ ১৫৬ ॥†

কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম হ্লাদিনী।
সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি ॥ ১৫৭ ॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ-আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ ॥ ১৫৮ ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ—তার প্রেম নাম।
আনন্দ-চিন্ময়রস প্রেমের আখ্যান ॥ ১৫৯ ॥
প্রেমের পরম সার—মহাভাব জানি।
সেই মহাভাব-রূপা রাধা-ঠাকুরাণী ॥ ১৬০ ॥

* অনুবাদ ৫৫ পৃষ্ঠায় ১৪৫ দাগে দ্রষ্টব্য।

* অনুবাদ ৮৫ পৃষ্ঠায় ১১৯ দাগে দ্রষ্টব্য।
† অনুবাদ ৫০ পৃষ্ঠায় ৬৩ দাগে দ্রষ্টব্য।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ রাধা-প্রকরণে
২য় শ্লোকঃ—

তয়োরপ্যুভয়োর্ম্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাব-স্বরূপেয়ং গুণৈরতি-বরীয়সী ॥ ১৬১ ॥*

প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেম-বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠ—জগতে বিদিত ॥ ১৬২ ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ম-অধ্যায়ে
৩৭-শ্লোকঃ—

আনন্দ-চিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৬৩ ॥†

সেই মহাভাব হয় চিন্তামণিসার।
কৃষ্ণ-বাঞ্ছা পূর্ণ করে—এই কার্য্য তার ॥ ১৬৪ ॥
মহাভাব-চিন্তামণি—রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহ-রূপ ॥ ১৬৫ ॥
রাধা প্রতি কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধি-উদ্বর্ত্তন।
তাতে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বল বরণ ॥ ১৬৬ ॥‡
কারুণ্যামৃত-ধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃত-ধারায় স্নান মধ্যম ॥ ১৬৭ ॥
লাবণ্যামৃত-ধারায় তদুপরি স্নান।
নিজলজ্জা-শ্যাম পট্টশাটী পরিধান ॥ ১৬৮ ॥
কৃষ্ণ-অনুরাগ—দ্বিতীয় অরুণ বসন।
প্রণয়-মান-কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন ॥ ১৬৯ ॥
সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম সখী-প্রণয় চন্দন।
স্মিতকান্তি কর্পূর—তিনে অঙ্গ-বিলেপন ॥ ১৭০ ॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বল-রস মৃগমদভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর ॥ ১৭১ ॥

* অনুবাদ ৫১ পৃষ্ঠায় ৭০ দাগে দ্রষ্টব্য।
† অনুবাদ ৫১ পৃষ্ঠায় ৭২ দাগে দ্রষ্টব্য।
‡ উদ্বর্ত্তন—অঙ্গের ময়লাদূরকারী বিলেপন।

প্রচ্ছন্নমান-বাম্য ধম্মিল্ল-বিন্যাস।
ধীরাধীরাত্মক-গুণ অঙ্গে পটবাস ॥ ১৭২ ॥*
রাগ-তাম্বুল-রাগে অধর উজ্জ্বল।
প্রেম-কৌটিল্য নেত্র-যুগলে কজ্জল ॥ ১৭৩ ॥
সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক-ভাব, হর্ষাদি সঞ্চারী।
এই সব ভাব-ভূষণ সব অঙ্গে ভরি ॥ ১৭৪ ॥
কিলকিঞ্চিতাদি-ভাব-বিংশতি-ভূষিত।
গুণশ্রেণী-পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত ॥ ১৭৫ ॥
সৌভাগ্য-তিলক চারু-ললাটে উজ্জ্বল।
প্রেমবৈচিত্ত্য-রত্ন হৃদয়ে তরল ॥ ১৭৬ ॥
মধ্যবয়ঃ-স্থিতি, সখী-স্কন্ধে কর-ন্যাস।
কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি-সখী আশপাশ ॥ ১৭৭ ॥
নিজাঙ্গ-সৌরভালয়ে গর্ব্ব-পর্য্যঙ্ক।
তাতে বসি আছে, সদা চিন্তে কৃষ্ণ-সঙ্গ ॥ ১৭৮ ॥
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ অবতংস কাণে।
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ-প্রবাহ বচনে ॥ ১৭৯ ॥
কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস-মধু-পান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্ব কাম ॥ ১৮০ ॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধপ্রেম-রত্নের আকর।
অনুপম-গুণগণ-পূর্ণ-কলেবর ॥ ১৮১ ॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ১১-সর্গে
১২২ শ্লোকঃ—

কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা।
কাস্য প্রেয়স্যনুপমগুণা রাধিকৈকা ন চান্যা ॥
জৈহ্ম্যং কেশে দৃশি তরলতা নিষ্ঠুরত্বং কুচেঽস্যাঃ।
বাঞ্ছাপূর্ত্ত্যৈ প্রভবতি হরেঃ রাধিকৈকা
ন চান্যা ॥ ১৮২ ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়োৎপত্তির ভূমি কে? একমাত্র শ্রীরাধিকা। শ্রীকৃষ্ণের অনুপম-গুণা প্রেয়সী কে? একমাত্র শ্রীরাধিকা,

* প্রচ্ছন্নমান-বাম্য—সংগুপ্ত মান বশতঃ বক্রতা।
ধম্মিল্ল-বিন্যাস—চুলের খোঁপা-বন্ধন।

অন্য কেহ নহে। শ্রীরাধিকার কেশে কুটিলতা অর্থাৎ তাঁহার চুল কোঁকড়ান, চক্ষে চঞ্চলতা অর্থাৎ তাঁহার নয়নে কটাক্ষ, স্তনে কঠিনতা অর্থাৎ তাঁহার স্তন-যুগল সুকঠিন; সুতরাং একমাত্র শ্রীরাধিকাই কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সমর্থা, অন্য কেহ নহে ॥ ১৮২ ॥

যাঁহার সৌভাগ্য-গুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঁই কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা ॥ ১৮৩ ॥*
যাঁর সৌন্দর্য্য-গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্ব্বতী।
যাঁর পতিব্রতা-ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥ ১৮৪ ॥
যাঁর সদ্‌গুণগণের কৃষ্ণ না পান পার।
তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার ॥ ১৮৫ ॥
প্রভু কহে—জানিল রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম-তত্ত্ব।
শুনিতে চাহিয়ে দোঁহার বিলাস-মহত্ত্ব ॥ ১৮৬ ॥
রায় কহে—কৃষ্ণ হয়েন ধীর-ললিত।
নিরন্তর কামক্রীড়া তাঁহার চরিত ॥ ১৮৭ ॥†

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ১১৫ শ্লোকঃ—

বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাস-বিশারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ ॥ ১৮৮ ॥

যে নায়ক রসিক, নবযুবা, পরিহাসপটু, নিশ্চিন্ত এবং যিনি, যে প্রেয়সী যেরূপ প্রেমবতী, তাঁহার তদ্রূপ বশীভূত, সেই নায়ককে ধীর-ললিত বলে ॥ ১৮৮ ॥

রাত্রি-দিন কুঞ্জ-ক্রীড়া করে রাধা-সঙ্গে।
কৈশোর-বয়স সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে ॥ ১৮৯ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ১২৪-শ্লোকঃ—

বাচা সূচিত-শর্ব্বরীরতিকলা-প্রাগল্‌ভ্যয়া রাধিকাং
ব্রীড়াকুঞ্চিত-লোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ।
তদ্বক্ষোরুহ-চিত্রকেলি-মকরী-পাণ্ডিত্য-পারং গতঃ
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ ॥ ১৯০ ॥ *

রামানন্দ কর্ত্তৃক প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-কথন

প্রভু কহে—এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে—ইহা বই বুদ্ধিগতি নাহি আর ॥১৯১॥
যেবা প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত এক হয়।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয় ॥১৯২॥
এত কহি আপন-কৃত গীত এক গাইল।
প্রেমে কভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল ॥ ১৯৩ ॥

তথাহি গীতং—

পহিলহিঁ রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল।†
অনুদিন বাঢ়ল—অবধি না গেল ॥ ১৯৪ ॥
না সো রমণ, না হাম রমণী।
দুঁহু-মন মনোভব পেষল জানি ॥ ১৯৫ ॥‡
এ সখি! সে সব প্রেম-কাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরহ জানি ॥ ১৯৬ ॥
না খোজলুঁ দূতী, না খোজলুঁ আন।
দুঁহুকেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ ॥ ১৯৭ ॥

* কলাবিলাস—নৃত্য-গীতাদি চৌষট্টি বিদ্যা
ব্রজরামা—ব্রজগোপীগণ।
† চরিত—কার্য্য।

* ইহার অনুবাদ ৫৩ পৃষ্ঠায় ১১৬ দাগে দ্রষ্টব্য
† পহিলহিঁ—প্রথম রাগ অর্থাৎ পূর্ব্বরাগ।
‡ রমণ—পুরুষ।

অব সোই বিরাগ, তুঁহু ভেলি দূতী।
সুপুরুখ প্রেম ঐছন রীতি ॥ ১৯৮ ॥*

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ স্থায়িভাব-কথনে
১১০-শ্লোকঃ—

রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাদ্-
যুঞ্জন্নদ্রি-নিকুঞ্জ-কুঞ্জরপতে নির্ধূত-ভেদভ্রমং।
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ড-হর্ম্ম্যোদরে
ভূয়োভির্নবরাগ-হিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গার-
কারুঃ কৃতী ॥ ১৯৯ ॥

শ্রীবৃন্দাদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, হে গোবর্দ্ধনগিরি-কুঞ্জে স্বচ্ছন্দবিহার-কারি কৃষ্ণ! শৃঙ্গার রস-রূপ সুদক্ষ স্বেদ নামক সাত্ত্বিকভাব-রূপ উত্তাপদ্বারা, তোমার ও শ্রীরাধিকার চিত্তরূপ লাক্ষাকে গলাইয়া এক করিয়া, তদ্দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ গৃহাভ্যন্তরে চিত্রিত করিবার নিমিত্ত তাহা প্রচুর পরিমাণে হিঙ্গুল দ্বারা রঞ্জিত করিয়াছেন ॥ ১৯৯ ॥

রামানন্দ কর্তৃক গোপীভাব-বর্ণন ও
তৎপ্রাপ্তির উপায় কথন

প্রভু কহে, সাধ্যবস্তু-অবধি এই হয়।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয় ॥ ২০০ ॥
সাধ্যবস্তু সাধন বিনু কেহো নাহি পায়।
কৃপা করি কহ রায়! পাবার উপায় ॥ ২০১ ॥
রায় কহে—যে কহাও সেই কহি বাণী।
কি কহিয়ে ভাল-মন্দ কিছুই না জানি ॥ ২০২ ॥
ত্রিভুবন-মধ্যে ঐছে আছে কোন্ ধীর।
যে তোমার মায়া-নাটে হইবেক স্থির ॥ ২০৩ ॥
মোর মুখে বক্তা তুমি, তুমি হও শ্রোতা।
অত্যন্ত রহস্য শুন সাধনের কথা— ॥ ২০৪ ॥
রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য-বাৎসল্যাদি-ভাবের না হয় গোচর ॥ ২০৫ ॥
সবে এক সখীগণের ইঁহা অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥ ২০৬ ॥
সখী বিনু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয় ॥ ২০৭ ॥
সখী বিনু এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখী-ভাবে যেই তাঁরে করে অনুগতি ॥ ২০৮ ॥*
রাধাকৃষ্ণকুঞ্জসেবা-সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥ ২০৯ ॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে ১০ম সর্গে
১৭শ-শ্লোকঃ—

বিভুরতিসুখরূপঃ স্বপ্রকাশোঽপি ভাবঃ
ক্ষণমপি ন হি রাধাকৃষ্ণয়োর্যা ঋতে স্বাঃ।
প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্বিভূতীরিবেশঃ
শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ ॥ ২১০ ॥

পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপিত্বাদি গুণবিশিষ্ট হইয়াও যেমন চিচ্ছক্তি ব্যতীত পুষ্টিলাভ করেন না, তদ্রূপ শ্রীরাধা-কৃষ্ণের ভাব অতি বৃহৎ অতি সুখরূপ ও স্বপ্রকাশ হইয়াও, নিজ-সখী ব্যতীত ক্ষণকালের জন্যও রসপুষ্টি লাভ করিতে পারে না। অতএব কোন্ রসজ্ঞ ভক্ত ঈদৃশ সখীগণের চরণাশ্রয় না করেন অর্থাৎ সকলেই করিয়া থাকেন ॥ ২১০ ॥

সখীর স্বভাব এক অকথ্য-কথন।
কৃষ্ণ-সহ নিজ-লীলায় নাহি সখীর মন ॥ ২১১ ॥
কৃষ্ণ-সহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ-কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায় ॥২১২॥
রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা ॥ ২১৩ ॥

---

* অব—এখন।

গতি—প্রবেশাধিকার

কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয় ।
নিজ-সেক হৈতে পল্লবাদ্যের কোটি
সুখ হয় ॥ ২১৪ ॥*

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে ১০ম-সর্গে
১৬শ শ্লোকঃ—

সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদবিধো-
র্হ্লাদিনীনাম-শক্তেঃ
সারাংশ-প্রেমবল্ল্যাঃ কিশলয়দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ
স্বতুল্যাঃ ।
সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃত-রস-নিচয়ৈরুল্লস-
ন্ত্যামমুষ্যাং
জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাচ্ছতগুণমধিকং
সন্তি যত্তন্ন চিত্রং ॥ ২১৫ ॥

ব্রজ-চন্দ্রমা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-শক্তির সারাংশ যে প্রেম, সেই প্রেমলতা-স্বরূপ হইলেন শ্রীরাধিকা, আর তাঁহার সখীগণ হইলেন ঐ লতার পল্লব, পত্র ও পুষ্পাদির তুল্য, অপিচ তাঁহারা তাঁহার নিজেরও তুল্য, অতএব কৃষ্ণলীলা-রূপ অমৃতময় রস দ্বারা শ্রীরাধারূপ লতা সিক্ত ও উল্লসিত হইলে, তাহাতে যে পত্র-পুষ্পাদিরূপ সখীগণের নিজ-সেক অপেক্ষাও অধিক উল্লাস হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? ॥ ২১৫ ॥

যদ্যপি সখীর কৃষ্ণ-সঙ্গমে নাহি মন ।
তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম ॥ ২১৬ ॥
নানা-ছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায় ।
আত্ম-কৃষ্ণ সঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায় ॥ ২১৭ ॥
অন্যান্যে বিশুদ্ধ প্রেমে করে রস পুষ্ট ।
তাঁ-সবার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট ॥ ২১৮ ॥
সহজ গোপীর প্রেম—নহে প্রাকৃত কাম ।
কামক্রীড়া-সাম্যে তার কহি কাম নাম ॥ ২১৯ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
সাধনভক্তি-লহর্য্যাং ১৪৩-শ্লোকঃ—

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং ।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎ-
প্রিয়াঃ ॥ ২২০ ॥†

নিজেন্দ্রিয়-সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য ।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য গোপীভাব বর্য্য ॥ ২২১ ॥
নিজেন্দ্রিয়-সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার ।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম-বিহার ॥২২২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৩১শ অধ্যায়ে
১৯শ শ্লোকঃ—

যত্তে সুজাত-চরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় ! দধীমহি কর্কশেষু ।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ ।
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥২২৩॥

সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয় ।
বেদধর্ম্ম সর্ব্ব ত্যজি সে কৃষ্ণ ভজয় ॥ ২২৪ ॥
রাগানুগা-মার্গে তাঁরে ভজে যেই জন ।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২২৫ ॥
ব্রজলোকের কোনো ভাব লৈয়া যেই ভজে ।
ভাবযোগ্য দেহ পাইয়া কৃষ্ণ পায় ব্রজে ॥২২৬॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত—উপনিষদ্-শ্রুতিগণ ।
রাগমার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২২৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৮৭-অধ্যায়ে
২৩-শ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি
শ্রুতি-বচনং —

নিভৃত-মরুন্মনোঽক্ষ-দৃঢ়যোগ-যুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্র-ভোগ-ভুজদণ্ড-বিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রি-সরোজসুধা ॥২২৮॥

* যদি লতাকে সিঞ্চয়—যদি শ্রীরাধিকা-রূপ কল্পলতাকে সিঞ্চন করে।

* অনুবাদ ৫৬ পৃষ্ঠায় ১৬২ দাগে দ্রষ্টব্য ।
† অনুবাদ ৫৭ পৃষ্ঠায় ১৭২ দাগে দ্রষ্টব্য ।

দেবতারূপিণী শ্রুতিগণ কহিলেন, হে ভগবন্! প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া মুনিগণ তোমার যে ব্রহ্মস্বরূপ পাইবার জন্য দৃঢ় যোগাবলম্বন পূর্ব্বক হৃদয়ে উপাসনা করেন, তোমার শত্রুগণ তোমার অনিষ্ট-চেষ্টাতেও তোমার স্মরণ করিয়া তাহা প্রাপ্ত হইয়াছে। অপিচ, তোমার সর্পদেহ-সদৃশ ভুজদণ্ডে আসক্তচিত্ত গোপীগণও তোমার যে চরণকমল-সুধা উপভোগ করেন, আমরাও তাঁহাদের আনুগত্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের ন্যায় তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ২২৮ ॥

'সমাদৃশ'-শব্দে কহে সেই ভাবে অনুগতি।
'সমা'-শব্দে কহে শ্রুতির গোপীদেহ-প্রাপ্তি ॥২২৯॥
'অঙ্ঘ্রি পদ্মসুধা' কহে কৃষ্ণসঙ্গানন্দ।
বিধিমার্গে নাহি পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র ॥ ২৩০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকঃ—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥২৩১॥

শ্রীশুকদেব বলিলেন, মহারাজ! যশোদা-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিমান্ লোকদিগের পক্ষে যেরূপ অনায়াস-লভ্য, তিনি দেহাভিমানী তাপসাদিগের ও দেহাভিমান-শূন্য জ্ঞানীদিগের নিকট, এমন কি ব্রহ্মা, শিব, লক্ষ্মী প্রভৃতি তদীয় আত্মস্বরূপগণের নিকটও তদ্রূপ অনায়াস-লভ্য নহেন ॥ ২৩১ ॥

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রি-দিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার ॥ ২৩২ ॥
সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাঁহাই সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥ ২৩৩ ॥
গোপী-অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে ॥ ২৩৪ ॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিলা ভজন।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২৩৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৪৭ অধ্যায়ে ৫৭ শ্লোকঃ—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্ত-রতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিন-গন্ধ-রুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ড-গৃহীত-কণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাং ॥ ২৩৬ ॥*

এত শুনি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
দুইজনে গলাগলি করেন ক্রন্দন ॥ ২৩৭ ॥
এইমত প্রেমাবেশে রাত্রি গোঙাইলা।
প্রাতঃকালে নিজ-নিজ-কার্য্যে দোঁহে গেলা ॥২৩৮॥
বিদায়-সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া।
রামানন্দ রায় কহে মিনতি করিয়া— ॥ ২৩৯ ॥
মোরে কৃপা করিতে প্রভুর ইঁহা আগমন।
দিন দশ রহি শোধ মোর দুষ্ট মন ॥ ২৪০ ॥
তোমা বিনা অন্য নাহি জীব উদ্ধারিতে।
তোমা বিনা অন্য নাহি কৃষ্ণপ্রেম দিতে ॥ ২৪১ ॥
প্রভু কহে— আইলাম শুনি তোমার গুণ।
কৃষ্ণ কথা শুনি শুদ্ধ করাইতে মন ॥ ২৪২ ॥

মহাপ্রভু ও রামানন্দের অপূর্ব্ব প্রশ্নোত্তরচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব-প্রদর্শন

যা শুনিল, তা দেখিল তোমার মহিমা।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরস-জ্ঞানের তুমি সীমা ॥ ২৪৩ ॥
দশ দিনের কা কথা—যাবত আমি জীব।
তাবত তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব ॥ ২৪৪ ॥
নীলাচলে তুমি আমি থাকিব একসঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ ২৪৫ ॥
এত বলি দোঁহে নিজ-নিজ-কার্য্যে গেলা।
সন্ধ্যাকালে রায় পুনঃ আসিয়া মিলিলা ॥ ২৪৬ ॥
অন্যোন্যে মিলিয়া দোঁহে নিভৃতে বসিয়া।
প্রশ্নোত্তর-গোষ্ঠী করে আনন্দিত হইয়া ॥ ২৪৭ ॥

* অনুবাদ ১৯৬ পৃষ্ঠায় ৮০ দাগে দ্রষ্টব্য।

প্রভু পুছে রামানন্দ করেন উত্তর।
এইমত সেই রাত্রি কথা পরস্পর ॥ ২৪৮ ॥
প্রভু কহে—কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার।
রায় কহে—ভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর ॥২৪৯॥
কীর্ত্তিগণ-মধ্যে জীবের কোন বড় কীর্ত্তি।
কৃষ্ণ-প্রেম-ভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি ॥ ২৫০ ॥
সম্পত্তি-মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি।
রাধাকৃষ্ণ প্রেম যার সেই বড় ধনী ॥ ২৫১ ॥
দুঃখমধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর।
কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনু দুঃখ নাহি আর ॥ ২৫২ ॥
মুক্ত-মধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি মানি।
কৃষ্ণপ্রেম যার, সেই মুক্ত-শিরোমণি ॥ ২৫৩ ॥
গান-মধ্যে কোন্ গান জীবের নিজ-ধর্ম্ম।
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যে গীতের মর্ম্ম ॥ ২৫৪ ॥
শ্রেয়োমধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার।
কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর ॥ ২৫৫ ॥
কাহার স্মরণ জীব করিবে অনুক্ষণ।
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-লীলা প্রধান স্মরণ ॥ ২৫৬ ॥
ধ্যান মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান।
রাধাকৃষ্ণ-পদাম্বুজ-ধ্যান সবার প্রধান ॥ ২৫৭ ॥
সর্ব্ব ত্যজি জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস।
ব্রজভূমি বৃন্দাবন যাঁহা লীলা রাস ॥ ২৫৮ ॥
শ্রবণ-মধ্যে জীবের শ্রেষ্ঠ কোন্ শ্রবণ।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেম লীলা কর্ণ-রসায়ন ॥ ২৫৯ ॥
উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান।
শ্রেষ্ঠ-উপাস্য—যুগল রাধাকৃষ্ণনাম ॥ ২৬০ ॥
মুক্তি ভক্তি বাঞ্ছে যেই, কাঁহা দোঁহার গতি।
স্থাবর-দেহে দেব-দেহে যৈছে অবস্থিতি ॥ ২৬১ ॥
অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে ॥ ২৬২ ॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্ ॥ ২৬৩ ॥
এইমত দুইজনের কৃষ্ণকথা-রসে।
নৃত্য-গীত-রোদনে হইল রাত্রিশেষে ॥ ২৬৪ ॥

মহাপ্রভুর ব্রজস্বরূপ-দর্শনে রামানন্দ ও মহাপ্রভুর প্রশ্নোত্তর

দোঁহে নিজ-নিজ কার্য্যে চলিলা বিহানে।
সন্ধ্যাকালে রায় আসি মিলিলা আপনে ॥ ২৬৫ ॥
ইষ্টগোষ্ঠী কৃষ্ণ-কথা কহি কতক্ষণ।
প্রভু-পদে ধরি রায় করে নিবেদন— ॥ ২৬৬ ॥*
কৃষ্ণতত্ত্ব রাধাতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব সার।
রসতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব বিবিধ প্রকার ॥ ২৬৭ ॥
এত তত্ত্ব মোর চিত্তে কৈলে প্রকাশন।
ব্রহ্মারে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ ॥ ২৬৮ ॥
অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়ে।
বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয়ে ॥ ২৬৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ১ম অধ্যায়ে
১ম শ্লোকঃ—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র
ত্রিসর্গো মৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং
ধীমহি ॥ ২৭০ ॥

যিনি সৃষ্টবস্তুমাত্রেই সৎস্বরূপে বর্ত্তমান আছেন বলিয়া, ঐ সকল বস্তুর অস্তিত্ব প্রতীত হইতেছে এবং অবস্তু অর্থাৎ আকাশ কুসুমাদি অলীক পদার্থে যাহার কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়াই তৎসমুদায়ের সত্তার উপলব্ধি হইতেছে না; সুতরাং যিনি এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান-স্বরূপ এবং যে বেদে জ্ঞানিগণও মুগ্ধ হয়েন, সেই বেদ যিনি আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সঙ্কল্প মাত্রেই প্রকাশ করিয়াছেন; এবং তেজ, জল বা মৃত্তিকাদির বিকার-স্বরূপ কাচাদিতে ঐ বস্তু সকলের এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ভ্রম যেরূপ অধিষ্ঠানের সত্যত্বহেতু

*ইষ্টগোষ্ঠী—অভীষ্ট-বিষয়টির আলাপ

সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তদ্রূপ যাঁহার সত্যতায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সৃষ্টি (ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতা) বস্তুতঃ মিথ্যা হইয়াও সত্যরূপে প্রতীত হইতেছে। অথবা তেজে জলভ্রমাদি যেরূপ বস্তুত অলীক, তদ্রূপ যাঁহা ব্যতিরেকে গুণত্রয়ের সৃষ্টি সকলই মিথ্যা এবং স্বীয় তেজঃ প্রভাবে যাহাতে কুহক অর্থাৎ মায়িক উপাধি সম্বন্ধ নিরস্ত হইয়াছে, সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি ॥ ২৭০ ॥

এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে।
কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে— ॥২৭১॥
পহিলে দেখিনু তোমা সন্ন্যাসী-স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম গোপ-রূপ ॥ ২৭২ ॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা। *
তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা ॥২৭৩॥
তাহাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন।
নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন ॥ ২৭৪ ॥
এইমত তোমা দেখি হয় চমৎকার।
অকপটে কহ প্রভু! কারণ ইহার ॥ ২৭৫ ॥
প্রভু কহে—কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়।
প্রেমের স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয় ॥ ২৭৬ ॥
মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তার শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ ॥ ২৭৭ ॥
স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় নিজ-ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি ॥ ২৭৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে
৪৩ শ্লোকে জনক প্রতি
শ্রীহরিবাক্যং—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ২৭৯ ॥

হবি-যোগীন্দ্র নিমিরাজকে বলিলেন, হে রাজন্! যিনি সর্ব্বজীবে স্বীয় আরাধ্য শ্রীভগবানের অবস্থিতি প্রত্যক্ষ করেন এবং যিনি সেই ভগবানেও ঐ সমস্ত বস্তুকে দর্শন করেন, তিনিই ভাগবতোত্তম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ভক্ত ॥ ২৭৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৩৫ অধ্যায়ে
৫ শ্লোকঃ—

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণত-ভার-বিটপা মধুধারাঃ
প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥ ২৮০ ॥

শ্রীব্রজদেবীগণ কহিলেন, হে সখি! শ্রীকৃষ্ণ যখন বেণু দ্বারা গোপ-বালকগণকে আহ্বান করেন, তখন ফল-পুষ্পাদির ভরে অবনত বনলতাগণ, তাহাদের আপনাতে যেন কৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন এইরূপ প্রকাশ করিতে করিতেই, আনন্দে মধুধারা বর্ষণ করিতে থাকে এবং তাহাদের পতি অর্থাৎ তরুগণও তাহাদের মত আনন্দ প্রকাশ করে ॥ ২৮০ ॥

রাধাকৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়।
যাঁহা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয় ॥ ২৮১ ॥
রায় কহে—প্রভু! তুমি ছাড় ভারিভুরি।
মোর আগে নিজ-রূপ না করিহ চুরি ॥ ২৮২ ॥
রাধিকার ভাব-কান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজ-রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার ॥ ২৮৩ ॥
নিজ-গূঢ়কার্য্য তোমার প্রেম-আস্বাদন।
আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন ॥ ২৮৪ ॥
আপনি আইলে মোরে করিতে উদ্ধার।
এবে কপট কর—তোমার কোন্ ব্যবহার ॥২৮৫॥
তবে হাসি তাঁরে প্রভু দেখাইল স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ ॥ ২৮৬ ॥
দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিতে।
ধরিতে না পারে দেহ—পড়িলা ভূমিতে ॥২৮৭॥
প্রভু তাঁরে হস্ত স্পর্শি করাইল চেতন।
সন্ন্যাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হৈল মন ॥ ২৮৮ ॥
আলিঙ্গন করি প্রভু কৈল আশ্বাসন।
তোমা বিনা এই রূপ না দেখে কোনোজন ॥২৮৯॥

* কাঞ্চন-পঞ্চালিকা—সোনার পুতুল

মোর তত্ত্ব লীলা-রস তোমার গোচরে।
অতএব এই রূপ দেখাইল তোমারে ॥ ২৯০ ॥
গৌর-অঙ্গ নহে মোর—রাধাঙ্গ-স্পর্শন।
গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন ॥ ২৯১ ॥
তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন।
তবে নিজ-মাধুর্য্যরস করি আস্বাদন ॥ ২৯২ ॥
তোমার ঠাঁই আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম্ম।
লুকাইলে প্রেম-বলে জান সব মর্ম্ম ॥ ২৯৩ ॥
গুপ্তে রাখিহ কথা, না করিহ প্রকাশ।
আমার বাতুল-চেষ্টা—লোকে উপহাস ॥ ২৯৪ ।
আমি এক বাতুল, তুমি দ্বিতীয় বাতুল।
অতএব তোমায় আমায় হই সমতুল ॥ ২৯৫ ॥
এইরূপ দশ-রাত্রি রামানন্দ-সঙ্গে।
সুখে গোঙাইলা প্রভু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ ২৯৬ ॥
নিগূঢ় ব্রজের রস-লীলার বিচার।
অনেক কহিল তার নাহি পাই পার ॥ ২৯৭ ॥
তামা কাঁসা রূপা সোণা রত্ন চিন্তামণি।
কেহো যদি পোতা-দ্রব্য পায় এক খনি ॥ ২৯৮
ক্রমে উঠাইতে যেন উত্তম বস্তু পায়।
ঐছে প্রশ্নোত্তর কৈল প্রভু রামরায় ॥ ২৯৯ ॥

রামানন্দের নিকট হইতে মহাপ্রভুর বিদায়

আরদিন রায়-পাশে বিদায় মাগিলা।
বিদায়ের কালে তাঁরে এই আজ্ঞা দিলা ॥ ৩০০ ॥
বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে।
আমি তীর্থ করি তাঁহা আসিব অল্পকালে ॥৩০১॥
দুই জনে নীলাচলে রহিব একসঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ ৩০২ ॥
এত বলি রামানন্দে করি আলিঙ্গন।
তাঁরে ঘরে পাঠাইয়া করিলা শয়ন ॥ ৩০৩ ॥
প্রাতঃকালে উঠি প্রভু দেখি হনুমান্।
তারে নমস্করি কৈল দক্ষিণে প্রয়াণ ॥ ৩০৪ ॥
বিদ্যাপুরে নানামত লোক বৈসে যত।
প্রভু-দর্শনে বৈষ্ণব হৈল ছাড়ি নিজ-মত ॥ ৩০৫ ॥
রামানন্দ হৈলা প্রভুর বিরহে বিহ্বল।
প্রভুর ধ্যানে রহে বিষয় ছাড়িয়া সকল ॥ ৩০৬ ॥
সংক্ষেপে কহিল রামানন্দের মিলন।
বিস্তারি বর্ণিতে নারে সহস্র-বদন ॥ ৩০৭ ॥
সহজে চৈতন্যচরিত ঘন-দুগ্ধপূর।
রামানন্দ-চরিত্র তাহে খণ্ড প্রচুর ॥ ৩০৮ ॥*
রাধাকৃষ্ণ-লীলা তাতে কর্পূর-মিলন।
ভাগ্যবান্ যেই, সেই করে আস্বাদন ॥ ৩০৯ ॥
যেই ইহা একবার পিয়ে কর্ণ-দ্বারে।
তার কর্ণ লোভে ইহা ছাড়িতে না পারে ॥৩১০॥
সর্ব্বতত্ত্ব-জ্ঞান হয় ইহার শ্রবণে।
প্রেমভক্তি হয় রাধাকৃষ্ণের চরণে ॥ ৩১১ ॥
চৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব জানি ইহা হৈতে।
বিশ্বাসে করি শুন, তর্ক না করিহ চিতে ॥৩১২॥
অলৌকিক-লীলা এই পরম নিগূঢ়।
বিশ্বাস পাইয়ে, তর্কে হয় বহুদূর ॥ ৩১৩ ॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-চরণ।
যাহার সর্ব্বস্ব, তারে মিলে এই ধন ॥ ৩১৪ ॥
রামানন্দ-রায়ে মোর কোটি নমস্কার।
যাঁর মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার ॥ ৩১৫ ॥
দামোদরস্বরূপের কড়চা-অনুসারে।
রামানন্দমিলন-লীলা করিল প্রচারে ॥ ৩১৬ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩১৭ ॥

* খণ্ড—খাঁড়; বাঢ়দেশ প্রসিদ্ধ উৎকৃষ্ট গুড় বিশেষ। এখানে চিনি বা মিছরি।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে রামানন্দমিলনং নাম অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ।

নবম পরিচ্ছেদ

নানামত-গ্রহ-গ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্য-জন-দ্বিপান্ ।
কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান্ ॥১॥

সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব বিবিধ-মত-রূপ কুম্ভীর কর্ত্তৃক গিলিত দক্ষিণদেশের লোকরূপ হস্তি-গণকে কৃপারূপ চক্র দ্বারা উদ্ধার করিয়া তাহাদিগকে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২

দক্ষিণ দেশ ও তীর্থ-ভ্রমণ এবং নানাবিধ লোককে
শ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগল উপাসনা প্রদান

দক্ষিণ-গমন প্রভুর অতি বিলক্ষণ ।
সহস্র সহস্র তীর্থ কৈল দরশন ॥ ৩ ॥
সেই সব তীর্থ স্পর্শি মহাতীর্থ কৈল ।
সেই ছলে সেই দেশের লোক নিস্তারিল ॥ ৪ ।
তীর্থযাত্রা তীর্থক্রম করিতে না পারি ।
দক্ষিণে বামে তীর্থ-গমন হয় ফেরাফিরি ॥ ৫ ॥
অতএব নামমাত্র করিয়ে লিখন ।
কহিতে না পারি তার যথা অনুক্রম ॥ ৬ ॥
পূর্ব্ববত পথে যাইতে যে পায় দর্শন ।
যে গ্রামে যায়, সেই গ্রামের যত জন ॥ ৭ ॥
সবেই বৈষ্ণব হয়—কহে 'কৃষ্ণ' 'হরি' ।
অন্য-গ্রাম নিস্তারয়ে সব বৈষ্ণব করি ॥ ৮ ॥
দক্ষিণ-দেশের লোক অনেক প্রকার ।
কেহো কর্ম্মী কেহ জ্ঞানী পাষণ্ডী অপার ॥ ৯ ।
সেই সব লোক প্রভুর দর্শন-প্রভাবে ।
নিজ-নিজ-মত ছাড়ি হইলা বৈষ্ণবে ॥ ১০ ॥
বৈষ্ণবের মধ্যে রাম-উপাসক সব ।
কেহো তত্ত্ববাদী, কেহো হয় শ্রী-বৈষ্ণব ॥ ১১
সে সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে ।
কৃষ্ণ-উপাসক হৈয়া লয় 'কৃষ্ণ'-নামে ॥ ১২ ॥

তথাহি —

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাং ।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব
রক্ষ মাম্ ॥ ১৩ ॥

এই শ্লোক পথে পড়ি করিলা প্রয়াণ ।
গৌতমী-গঙ্গায় যাই কৈল তাঁহা স্নান ॥ ১৪ ॥

রামরূপী বিপ্রের মুখে কৃষ্ণনামের অধিষ্ঠান এবং
রামনাম ও কৃষ্ণনামের মহিমা
সম্বন্ধে ভেদ-প্রদর্শন

মল্লিকার্জ্জুন-তীর্থে যাই মহেশ দেখিল ।
তাঁহা সব লোকে কৃষ্ণনাম লওয়াইল ॥ ১৫ ॥
দাসরাম-মহাদেবে করিল দর্শন ।
অহোবল নৃসিংহেরে করিলা গমন ॥ ১৬ ॥*
নৃসিংহ দেখিয়া তাঁরে কৈল নতি-স্তুতি ।
সিদ্ধবট গেলা যাঁহা মূর্ত্তি সীতাপতি ॥ ১৭ ॥
রঘুনাথ দেখি কৈল প্রণতি-স্তবন ।
তাঁহা এক বিপ্র তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ১৮ ॥
সেই বিপ্র 'রাম' নাম নিরন্তর লয ।
'রাম' নাম বিনা অন্য বাণী না কহয় ॥ ১৯ ॥
সেইদিন তাঁর ঘরে রহিলা ভিক্ষা করি ।
তাঁরে কৃপা করি আগে চলিলা গৌরহরি ॥ ২০ ॥
স্কন্দক্ষেত্র-তীর্থে কৈল স্কন্দ-দরশন ।
ত্রিমঠ আইলা, তাহা দেখি ত্রিবিক্রম ॥ ২১ ॥
পুনঃ সিদ্ধবট আইলা সেই বিপ্র-ঘরে ।
সেই বিপ্র 'কৃষ্ণ'নাম লয় নিরন্তরে ॥ ২২ ॥

* অহোবল নৃসিংহ—অহোবল বা অহোবিলম্ কার্নুল জেলায় অবস্থিত। তথায় শ্রীনৃসিংহ-দেবের শ্রীমন্দির সমগ্র জেলার মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ।

ভিক্ষা করি মহাপ্রভু তাঁরে প্রশ্ন কৈল—।
কহ বিপ্র ! কেন তোমার এই দশা হৈল ॥ ২৩ ॥
পূর্ব্বে তুমি নিরন্তর কহিতে 'রাম'নাম।
এবে কেন নিরন্তর কহ কৃষ্ণ-নাম ॥ ২৪ ॥
বিপ্র কহে—এই তোমার দর্শন-প্রভাব।
তোমা দেখি গেল মোর আজন্ম-স্বভাব ॥ ২৫ ॥
বাল্যাবধি রাম-নাম গ্রহণ আমার।
তোমা দেখি 'কৃষ্ণ'নাম আইল একবার ॥ ২৬ ॥
সেই হৈতে কৃষ্ণনাম জিহ্বাতে বসিল।
'কৃষ্ণ'নাম স্ফুরে—'রাম'নাম দূরে গেল ॥ ২৭ ॥
বাল্যকাল হৈতে মোর স্বভাব এক হয়।
নামের মহিমা-শাস্ত্র করিয়ে সঞ্চয় ॥ ২৮ ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রস্য শতনাম-স্তোত্রে ৮ম শ্লোকঃ—

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে ॥ ২৯ ॥

যাহার অপার মহিমা, যিনি নিত্যই আনন্দ-স্বরূপ, যিনি আত্মান্তর্যামী, যোগিগণ সেই রামে রমণ করেন বলিয়া, 'রাম' বলিতে পরব্রহ্মকেই বুঝায় ॥ ২৯ ॥

তথাহি মহাভারতে উদ্যোগ পর্ব্বণি ৭১ অধ্যায়ে ৪র্থ শ্লোকঃ—

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতি-বাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণ=কৃষ্+ণ, 'কৃষ্' অর্থে সত্তা (নিত্যতা), ণ কারের অর্থ আনন্দ, এই দুইয়ের মিলনে কৃষ্ণই পরংব্রহ্ম বলিয়া কথিত হন ॥ ৩০ ॥

পরংব্রহ্ম দুই নাম সমান হইল।
পুনঃ আর শাস্ত্রে কিছু বিশেষ পাইল ॥ ৩১ ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রস্য শতনামস্তোত্রে ৯ম-শ্লোকে তথা উত্তরখণ্ডে বিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্রস্য ৭২ অধ্যায়ে শেষ শ্লোকঃ—

রাম-রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে ॥ ৩২ ॥

শ্রীমহাদেব শ্রীপার্ব্বতীকে বলিলেন, হে সুন্দরি ! মহাভারতীয় বিষ্ণুসহস্র নাম পাঠ করিলে যে ফল হয়, একবার 'রাম' নাম বলিলে সেই ফল হয়; সেইজন্য আমি সর্ব্বদা 'রাম' নাম কীর্ত্তন করিয়া পরমানন্দ লাভ করি ॥ ৩২ ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য ১১শ বিলাসে ২৫৮-শ্লোক ধৃত-ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বচনং—

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলং।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥৩৩॥

পবিত্র বিষ্ণুসহস্র নাম তিনবার পাঠ করিলে যে ফল হয়, শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম একবার মাত্র বলিলেই সেই ফল হয় ॥ ৩৩ ॥

ব্রাহ্মণ-সমাজের অবৈষ্ণব মত-খণ্ডন

এই বাক্যে কৃষ্ণনামের মহিমা অপার।
তথাপি লইতে নারি, শুন হেতু তার ॥ ৩৪ ॥
ইষ্টদেব রাম, তাঁর নামে সুখ পাই।
সুখ পাইয়া সেই নাম রাত্রি দিন গাই ॥ ৩৫ ॥
তোমার দর্শনে যবে কৃষ্ণনাম আইল।
তাঁহার মহিমা এই মনেতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥
"সেই কৃষ্ণ তুমি সাক্ষাৎ" ইহা নির্দ্ধারিল।
এত কহি বিপ্র প্রভুর চরণে পড়িল ॥ ৩৭ ॥
তারে কৃপা করি প্রভু চলিলা আর দিনে।
বৃদ্ধকাশী আসি কৈলা শিব-দরশনে ॥ ॥ ৩৮ ॥
তাঁহা হৈতে চলি আগে গেল্ এক গ্রাম।
ব্রাহ্মণ-সমাজে তাঁহা করিলা বিশ্রাম ॥ ৩৯ ॥

প্রভুর প্রভাবে লোক আইল দরশনে।
লক্ষার্ব্বুদ লোক আইসে—নাহিক গণনে ॥ ৪০ ॥
গোঁসাইর সৌন্দর্য্য দেখি তাতে প্রেমাবেশ।
সবে 'কৃষ্ণ' কহে, বৈষ্ণব হৈল সব দেশ ॥ ৪১ ॥
তার্কিক মীমাংসক আর মায়াবাদিগণ।
সাংখ্য পাতঞ্জল স্মৃতি পুরাণ আগম ॥ ৪২ ॥
নিজ-নিজ-শাস্ত্রে সবে উদ্‌গ্রাহে প্রচণ্ড।
সর্ব্ব-মত দোষি প্রভু করে খণ্ড খণ্ড ॥ ৪৩ ॥*

বৌদ্ধাচার্য্যের পরাভব ও বৌদ্ধমত-খণ্ডন

সর্ব্বত্র স্থাপয়ে প্রভু বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে।
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহো না পারে খণ্ডিতে ॥৪৪॥
হারি হারি প্রভু-মতে করেন প্রবেশ।
এইমতে বৈষ্ণব কৈল প্রভু দক্ষিণদেশ ॥ ৪৫ ॥
পাষণ্ডীর গণ আইল পাণ্ডিত্য শুনিয়া।
গর্ব্ব করি আইল সঙ্গে শিষ্যগণ লৈয়া ॥ ৪৬ ॥
বৌদ্ধাচার্য্য মহাপণ্ডিত নিজ-নবমতে।
প্রভু-আগে উদ্‌গ্রাহ করি লাগিল কহিতে ॥৪৭॥†
যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ, অযুক্ত দেখিতে।
তথাপি বলিলা প্রভু গর্ব্ব খণ্ডাইতে ॥ ৪৮ ॥
তর্কপ্রধান-বৌদ্ধশাস্ত্র-নবমতে।
তর্কেই খণ্ডিল প্রভু, না পারে স্থাপিতে ॥ ৪৯ ॥
বৌদ্ধাচার্য্য নব প্রস্তাব সব উঠাইল।
দৃঢ়যুক্তি-তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল ॥ ৫০ ॥
দার্শনিক পণ্ডিত সবাই পাইল পরাজয়।
লোকে হাস্য করে বৌদ্ধের হৈল লজ্জা ভয় ॥৫১॥

* উদ্‌গ্রাহ—বিচার।

† নবমত—নব প্রকার মত, যথা—(১) ঈশ্বর অনন্ত জ্ঞানবস্তু, তিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন (২) জগৎ অবিদ্যা-জাত ও অস্তিত্বহীন (৩) অহংতত্ত্ব (৪) আত্মা ও পরলোকের ক্রমোন্নতি (৫) বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তির উপায় (৬) নির্ব্বাণ-তত্ত্ব (৭) বৌদ্ধদর্শন (৮) বেদ প্রভৃতি অপৌরুষের নহে (৯) স্বগুণ ও নির্গুণবাদ।

প্রভুকে বৈষ্ণব জানি বৌদ্ধ ঘরে গেল।
সর্ব্ব বৌদ্ধ মিলি তবে কুমন্ত্রণা কৈল ॥ ৫২ ॥
অপবিত্র অন্ন এক থালিতে করিয়া।
প্রভু-আগে আনে 'বিষ্ণুপ্রসাদ' বলিয়া ॥ ৫৩ ॥
হেনকালে মহাকায় এক পক্ষী আইল।
ঠোঁটে করি অন্ন সহ থালি লইয়া গেল ॥ ৫৪ ॥
বৌদ্ধোপরি অন্ন পড়ে অমেধ্য হইয়া।
বৌদ্ধাচার্য্যের মাথায় থালি পড়িল বাজিয়া ॥৫৫॥*
তেরছে পড়িল থালি মাথা কাটা গেল।
মূর্চ্ছিত হইয়া আচার্য্য ভূমিতে পড়িল ॥ ৫৬ ॥
হাহাকার করি কান্দে সব শিষ্যগণ।
সবে আসি প্রভু-পদে লইল শরণ— ॥ ৫৭ ॥
তুমিত ঈশ্বর সাক্ষাৎ, ক্ষম অপরাধ।
জীয়াহ আমার গুরু—করহ প্রসাদ ॥ ৫৮ ॥
প্রভু কহে—সবে কহ "কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি।"
গুরু-কর্ণে কহ "কৃষ্ণনাম" উচ্চ করি ॥ ৫৯ ॥
তবে ত তোমার গুরু পাইবে চেতন।
সববৌদ্ধ মিলি করে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন ॥ ৬০ ॥
গুরুকর্ণে কহে—কহ "কৃষ্ণ রাম হরি।"
চেতন পাইল আচার্য্য—উঠে 'হরি' বলি ॥ ৬১ ॥
'কৃষ্ণ' বলি আচার্য্য করে প্রভুকে বিনয়।
দেখিয়া সকল লোক পাইল বিস্ময় ॥ ৬২ ॥
এইমত কৌতুক করি শচীর নন্দন।
অন্তর্দ্ধান কৈল—কেহ না পায় দর্শন ॥ ৬৩ ॥
মহাপ্রভু চলি আইলা ত্রিপদী-ত্রিমল্লে।
চতুর্ভুজ-বিষ্ণু দেখি বেঙ্কট-অচলে ॥ ৬৪ ॥
ত্রিপদী আসিয়া কৈল শ্রীরাম-দর্শন।
রঘুনাথ-আগে কৈল প্রণাম-স্তবন ॥ ৬৫ ॥†
স্বপ্রভাবে লোক-সব করিয়া বিস্ময়।
পানা-নরসিংহে আইলা প্রভু দয়াময় ॥ ৬৬ ॥

* অমেধ্য—অপবিত্র।

† ত্রিপদী—গিরিবিশেষ। মান্দ্রাজ প্রদেশে অবস্থিত। এখানে রামানুজ প্রতিষ্ঠিত রামবিগ্রহ বিরাজমান।

নৃসিংহে প্রণতি-স্তুতি প্রেমাবেশে কৈল।
প্রভুর প্রভাবে লোক চমৎকার হৈল ॥ ৬৭ ॥
শিবকাঞ্চী আসি কৈল শিব-দরশন।
প্রভাবে বৈষ্ণব কৈল সব শৈবগণ ॥ ৬৮ ॥ *
বিষ্ণুকাঞ্চী আসি দেখিল লক্ষ্মীনারায়ণ।
প্রণাম করিয়া কৈল বহুত স্তবন ॥ ৬৯ ॥

রঙ্গক্ষেত্রে শ্রী-সম্প্রদায়ী বেঙ্কট-ভট্ট সহ মিলন

প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত বহু ত করিল।
দিন দুই রহি লোকে কৃষ্ণভক্ত কৈল ॥ ৭০ ॥
ত্রিমল্ল দেখিয়া গেলা ত্রিকালহস্তি-স্থান।
মহাদেব দেখি তাঁরে করিলা প্রণাম ॥ ৭১ ॥
পক্ষিতীর্থ যাই কৈল শিব-দরশন।
বৃদ্ধকোল-তীর্থে তবে করিলা গমন ॥ ৭২ ॥
শ্বেতবরাহ দেখি তারে নমস্কার করি।
পীতাম্বরশিব-স্থানে গেলা গৌরহরি ॥ ৭৩ ॥
শিয়ালী-ভৈরবী-দেবী করি দরশন ॥
কাবেরীর তীরে আইলা শচীর নন্দন ॥ ৭৪ ॥
গোসমাজ-শিব দেখি আইলা বেদাবন।
মহাদেব দেখি তাঁরে করিলা বন্দন ॥ ৭৫ ॥
"অমৃতলিঙ্গ-শিব" দেখি করিল বন্দন।
সব শিবালয়ে বৈষ্ণব করিলা শৈবগণ ॥ ৭৬ ॥
দেবস্থানে আসি কৈল বিষ্ণু-দরশন।
শ্রীবৈষ্ণবগণ-সনে গোষ্ঠী অনুক্ষণ ॥ ৭৭ ॥
কুম্ভকর্ণ-কপালের দেখি সরোবর।
শিবক্ষেত্রে শিব দেখে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥ ৭৮ ॥ †
পাপনাশনে শ্রীবিষ্ণু করি দরশন।
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে তবে করিল গমন ॥ ৭৯ ॥ ‡
কাবেরীতে স্নান করি দেখি রঙ্গনাথ।
স্তুতি-প্রণতি করি মানিল কৃতার্থ ॥ ৮০ ॥
প্রেমাবেশে কৈল বহু গান নর্ত্তন।
দেখি চমৎকার হৈল সর্ব্বলোক-মন ॥ ৮১ ॥
শ্রীবৈষ্ণব এক বেঙ্কট-ভট্ট নাম।
প্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান ॥ ৮২ ॥
নিজ-ঘরে লৈয়া কৈল পাদ-প্রক্ষালন—।
সেই জল সবংশেতে করিল ভক্ষণ ॥ ৮৩ ॥
ভিক্ষা করাইয়া কিছু কৈল নিবেদন—।
চাতুর্ম্মাস্য আসি প্রভু! হৈল উপসন্ন ॥ ৮৪ ॥
চাতুর্ম্মাস্য কৃপা করি রহ মোর ঘরে।
কৃষ্ণকথা কহি কৃপায় নিস্তারো আমারে ॥ ৮৫ ॥

গীতাপাঠকারী মূর্খ ব্রাহ্মণের প্রেমাবেশ-দর্শনে মহাপ্রভুর আনন্দ

তার ঘরে রহিলা প্রভু কৃষ্ণকথা-রসে।
ভট্ট-সঙ্গে গোঙাইল সুখে চারি-মাসে ॥ ৮৬ ॥
কাবেরীতে স্নান করি শ্রীরঙ্গ-দর্শন।
প্রতিদিন প্রেমাবেশে করেন নর্ত্তন ॥ ৮৭ ॥
সে সৌন্দর্য্য প্রেমাবেশ দেখি সর্ব্বলোক।
দেখিবারে আইসে—সবার খণ্ডে দুঃখ-শোক ॥ ৮৮ ॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে নানা দেশ হৈতে।
সবে 'কৃষ্ণনাম' কহে প্রভুরে দেখিতে ॥ ৮৯ ॥
'কৃষ্ণনাম' বিনা কেহো নাহি কহে আর।
সবে কৃষ্ণভক্ত হৈল—লোকে চমৎকার ॥ ৯০ ॥

---

* শিবকাঞ্চী—কাঞ্চিভেরাম্, এখানে অসংখ্য শিব-লিঙ্গ আছেন বলিয়া ইহা দক্ষিণ-কাশী বলিয়া কথিত হয়। এখানে একাম্রবনাথ-শিব হইলেন সুপ্রসিদ্ধ।

† কুম্ভকর্ণ-কপাল—বর্ত্তমান কম্বুকোনম্ নগর।

‡ শ্রীরঙ্গক্ষেত্র—শ্রীরঙ্গম্ বা শ্রীরঙ্গপত্তন। এই স্থান তাঞ্জোর জেলাস্থ ত্রিচিনাপল্লীর নিকটে কাবেরী-নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে শ্রীরঙ্গনাথ নামে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। ইহা রামানুজ-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের একটি প্রধান গাদি ও তীর্থস্থান।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বৈসে যতেক ব্রাহ্মণ।
এক এক দিন সবে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ৯১ ॥
এক এক দিনে চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হইল।
কতক ব্রাহ্মণ ভিক্ষার দিন না পাইল ॥ ৯২ ॥
সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ।
দেবালয়ে বসি করে গীতা-আবর্ত্তন ॥ ৯৩ ॥
অষ্টাদশাধ্যায় পড়ে আনন্দ-আবেশে।
অশুদ্ধ পড়েন—লোকে করে উপহাসে ॥ ৯৪ ॥
কেহো হাসে, কেহো নিন্দে—তাহা নাহি মানে
আবিষ্ট হইয়া গীতা পড়ে আনন্দিত-মনে ॥৯৫॥
পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ যাবত পঠন।
দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন ॥ ৯৬ ॥
মহাপ্রভু পুছিলা তাঁরে—শুন মহাশয়।
কোন্ অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয় ॥ ৯৭ ॥
বিপ্র কহে—মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু-আজ্ঞা মানি ॥ ৯৮ ॥
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হৈয়া রজ্জুধর।
বসি আছে হাতে তোত্র শ্যামল-সুন্দর ॥ ৯৯ ॥
অর্জ্জুনেরে কহিতেছেন হিত-উপদেশ।
তাহা দেখি হয় মোর আনন্দ-আবেশ ॥ ১০০ ॥
যাবৎ পড়োঁ। তাবৎ পাঙ তাঁর দরশন।
এই লাগি গীতা-পাঠ না ছাড়ে মোর মন ॥১০১॥
প্রভু কহে—গীতাপাঠে তোমারি অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ সার ॥ ১০২ ॥
এত বলি সেই বিপ্রে কৈল আলিঙ্গন।
প্রভু-পদ ধরি বিপ্র করে স্তবন— ॥ ১০৩ ॥
তোমা দেখি তাহা হৈতে দ্বিগুণ সুখ হয়।
সেই কৃষ্ণ তুমি—হেন মোর মনে লয় ॥ ১০৪ ॥
কৃষ্ণ স্ফূর্ত্ত্যে তার মন হৈয়াছে নির্ম্মল।
অতএব প্রভুর তত্ত্ব জানিল সকল ॥ ১০৫ ॥
তবে মহাপ্রভু তারে করাইল শিক্ষণ।
এই বাত কাঁহা না করিবে প্রকাশন ॥ ১০৬ ॥
সেই বিপ্র মহাপ্রভুর মহাভক্ত হৈল।
চারি মাস প্রভুর সঙ্গ কভু না ছাড়িল ॥ ১০৭ ॥

শ্রীনারায়ণোপাসনা হইতে শ্রীকৃষ্ণোপাসনার প্রাধান্য-স্থাপন

এইমত ভট্ট-গৃহে রহে গৌরচন্দ্র।
নিরন্তর ভট্ট-সঙ্গে কৃষ্ণ-কথা রঙ্গ ॥ ১০৮ ॥
শ্রীবৈষ্ণব ভট্ট সেবে লক্ষ্মী-নারায়ণ।
তাঁর ভক্তিনিষ্ঠা দেখি প্রভুর তুষ্ট মন ॥ ১০৯ ॥
নিরন্তর তাঁর সঙ্গে হৈল সখ্যভাব।
হাস্য-পরিহাস দোঁহে সখ্যের স্বভাব ॥ ১১০ ॥
প্রভু কহে—ভট্ট! তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
কান্তবক্ষঃস্থিতা পতিব্রতা-শিরোমণি ॥ ১১১ ॥
আমার ঠাকুর কৃষ্ণ গোপ গোচারণ।
সাধ্বী হৈয়া কেনে চাহে তাঁহার সঙ্গম ॥ ১১২ ॥
এই লাগি সুখভোগ ছাড়ি চিরকাল।
ব্রত নিয়ম করি তপ করিল অপার ॥ ১১৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ১৬-অধ্যায়ে ৩৬-শ্লোকঃ—

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব! বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রিরেণু-স্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥ ১১৪ ॥ *

ভট্ট কহে—কৃষ্ণ নারায়ণ একই স্বরূপ।
কৃষ্ণেতে অধিক লীলা বৈদগ্ধ্যাদি-রূপ ॥ ১১৫ ॥
তাঁর স্পর্শে নাহি যায় পতিব্রতা-ধর্ম্ম।
কৌতুকে চাহেন লক্ষ্মী কৃষ্ণের সঙ্গম ॥ ১১৬ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ৩২-শ্লোকঃ—

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণ-স্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥ ১১৭

---

* অনুবাদ ২০০ পৃষ্ঠায় ১৪৭ দাগে দ্রষ্টব্য।

যদিও শ্রীনারায়ণে ও শ্রীকৃষ্ণে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই, তথাপি রস-বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে ; রসের স্বভাবই এই যে, উহা শ্রীকৃষ্ণরূপকে উৎকৃষ্ট করিয়া থাকে ॥ ১১৭ ॥

কৃষ্ণ-সঙ্গে পতিব্রতা-ধর্ম্ম নহে নাশ ।
অধিক লাভ—পাইয়ে আর রাসবিলাস ॥ ১১৮ ॥
বিনোদিনী লক্ষ্মীর হয় কৃষ্ণে অভিলাষ ।
ইহাতে কি দোষ, কেনে কর পরিহাস ॥ ১১৯ ॥
প্রভু কহে—দোষ নহে, ইহা আমি জানি ।
রাস না পাইল লক্ষ্মী—শাস্ত্রে ইহা শুনি ॥১২০॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কন্ধে ৪৭-অধ্যায়ে ৫৩-শ্লোকঃ—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ,
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ ।
রসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাং ॥ ১২১ ॥ *

লক্ষ্মী কেনে না পাইল কি ইহার কারণ ।
তপ করি কৈছে কৃষ্ণ পাইল শ্রুতিগণ ॥ ১২২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কন্ধে ৮৭-অধ্যায়ে ১৯-শ্লোকঃ—

নিভৃত-মরুন্মনোঽক্ষ-দৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয়-উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্র-ভোগ-ভুজদণ্ড-বিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রি-
সরোজসুধাঃ ॥ ১২৩ ॥†

শ্রুতি পায় লক্ষ্মী না পায়, ইথে কি কারণ ।
ভট্ট কহে ইঁহা প্রবেশিতে নারে মোর মন ॥১২৪॥

আমি জীব ক্ষুদ্র-বুদ্ধি সহজে অস্থির ।
ঈশ্বরের লীলা কোটিসমুদ্র-গভীর ॥ ১২৫ ॥
তুমি সাক্ষাৎ সেই কৃষ্ণ—জান নিজ-কর্ম্ম ।
যারে জানাও, সেই জানে
তোমার লীলা-মর্ম্ম ॥ ১২৬ ॥
প্রভু কহে—কৃষ্ণের এক স্বভাব বিলক্ষণ ।
স্বমাধুর্য্যে করে সদা সর্ব্ব-আকর্ষণ ॥ ১২৭ ॥
ব্রজলোকের ভাবে পাই তাঁহার চরণ ।
তাঁহারে ঈশ্বর করি না জানে ব্রজজন ॥ ১২৮ ॥
কেহো তাঁরে পুত্র-জ্ঞানে উদুখলে বান্ধে ।
কেহো তারে সখা-জ্ঞানে জিনি
চড়ে কান্ধে ॥ ১২৯ ॥
'ব্রজেন্দ্রনন্দন' তাঁরে জানে ব্রজজন ।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান নাহি, নিজসম্বন্ধ মনন ॥ ১৩০ ॥
ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন ।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৩১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কন্ধে ৯-অধ্যায়ে ১৬-শ্লোকঃ—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥১৩২॥*

শ্রুতি-সব গোপীগণের অনুগত হৈয়া ।
ব্রজেশ্বরী-সুত ভজে গোপী-ভাব লৈয়া ॥ ১৩৩ ॥
ব্যূহান্তরে গোপী দেহ ব্রজে যবে পাইল ।
সেই দেহে কৃষ্ণ-সঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল ॥ ১৩৪ ॥
গোপজাতি কৃষ্ণ, গোপী প্রেয়সী তাঁহার ।
দেবী বা অন্য-স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার ॥১৩৫॥
লক্ষ্মী চাহে—সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম ।
গোপিকা-অনুগা হৈয়া না কৈল ভজন ॥ ১৩৬ ॥
অন্য-দেহে না পাইয়ে রাস-বিলাস ।
অতএব "নায়ং" শ্লোক কহে বেদব্যাস ॥ ১৩৭ ॥

* অনুবাদ ১৯৬ পৃষ্ঠায় ৮০ দাগে দ্রষ্টব্য ।
† অনুবাদ ২০৪ পৃষ্ঠায় ২২৮ দাগে দ্রষ্টব্য ।
* অনুবাদ ২০৫ পৃষ্ঠায় ২৩১ দাগে দ্রষ্টব্য

পূর্ব্বে ভট্টের মনে এক ছিল অভিমান।
শ্রীনারায়ণ হয়েন স্বয়ং ভগবান্ ॥ ১৩৮ ॥
তাঁহার ভজন সর্ব্বোপরি কক্ষা হয়।
শ্রী-বৈষ্ণব-ভজন এই সর্ব্বোপরি হয় ॥ ১৩৯ ॥
এই তাঁর গর্ব্ব প্রভু করিতে খণ্ডন।
পরিহাস-দ্বারে উঠায় এতেক বচন ॥ ১৪০ ॥
প্রভু কহে—ভট্ট! তুমি না কর সংশয়।
'স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ'—এইত নিশ্চয় ॥ ১৪১ ॥
কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি—শ্রীনারায়ণ।
অজ-ভব-লক্ষ্মী-আদ্যের হরে তেঁহো মন ॥ ১৪২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কন্ধে ৩-অধ্যায়ে
২৮-শ্লোকঃ—

এতে চাংশ-কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারি-ব্যাকুলং লোকং মৃড়যন্তি
যুগে যুগে ॥ ১৪৩ ॥ *

নারায়ণ হৈতে কৃষ্ণের অসাধারণ গুণ।
অতএব লক্ষ্মীর কৃষ্ণে তৃষ্ণা অনুক্ষণ ॥ ১৪৪ ॥
তুমি যে পড়িলে শ্লোক, সেই ত প্রমাণ।
সেই শ্লোকে আইসে—কৃষ্ণ স্বয়ং-ভগবান্ ॥১৪৫॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
দ্বিতীয়-লহর্য্যাং ৩২-শ্লোকঃ—

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণ-স্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষ রসস্থিতিঃ ॥১৪৬॥†

স্বয়ং ভগবত্ত্বে কৃষ্ণ হরে লক্ষ্মীর মন।
গোপিকার মন হরিতে নারেন নারায়ণ ॥ ১৪৭ ॥
নারায়ণের কা কথা, শ্রীকৃষ্ণ আপনে।
গোপিকারে হাস্য করিতে হয় নারায়ণে ॥১৪৮॥
চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি দেখায় গোপীগণ-আগে।
সেই কৃষ্ণে গোপিকার নহে অনুরাগে ॥ ১৪৯ ॥

* অনুবাদ ৩৮ পৃষ্ঠায় ৬৭ দাগে দ্রষ্টব্য।
† অনুবাদ ২১৩ পৃষ্ঠায় ১১৭ দাগে দ্রষ্টব্য।

তথাহি ললিতমাধবে ৬-অধ্যায়ে ১৪-শ্লোকে
সূর্য্যপত্নীস্বর্ণাং প্রতি বিশাখা-বাক্য—

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহ-পদবী-সঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াং।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্
ভুজৈর্জিষ্ণুভি-
র্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ
কুঞ্চতি ॥ ১৫০ ॥*

এত কহি প্রভু তাঁর গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া।
তাঁরে সুখ দিতে কহে সিদ্ধান্ত ফিরাইয়া ॥১৫১॥
দুঃখ না মানিয়া ভট্ট! কৈল পরিহাস।
শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত শুন—যাতে বৈষ্ণব-বিশ্বাস ॥১৫২॥
কৃষ্ণ নারায়ণ যৈছে একই স্বরূপ।
গোপী লক্ষ্মী ভেদ নাহি—হয় একরূপ ॥ ১৫৩ ॥
গোপীদ্বারা লক্ষ্মী করে কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদ।
ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ ॥ ১৫৪ ॥
একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ।
একই বিগ্রহে করে নানাকার-রূপ ॥ ১৫৫ ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পরাবস্থাপ্রকরণে ১৪৭-
শ্লোকে নারদপঞ্চরাত্র-বচনং—

মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ ॥ ১৫৬ ॥

বৈদূর্য্যমণি যেমন নীল-পীতাদি বর্ণভেদে নানাবর্ণের হয়, তদ্রূপ অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণও ধ্যানভেদে নানাবিধ রূপের হইয়া থাকেন ॥ ১৫৬ ॥

পরমানন্দপুরী সহ মহাপ্রভুর মিলন

ভট্ট কহে—কাঁহা মুই জীব পামর।
কাঁহা তুমি সেই কৃষ্ণ সাক্ষাত ঈশ্বর ॥ ১৫৭ ॥

* অনুবাদ ১৩১ পৃষ্ঠায় ২৮২ দাগে দ্রষ্টব্য।

অগাধ ঈশ্বর-লীলা কিছু নাহি জানি।
তুমি যেই কহ, সেই সত্য করি মানি ॥ ১৫৮ ॥
মোরে পূর্ণ কৃপা কৈল লক্ষ্মী-নারায়ণ।
তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার চরণ-দর্শন ॥ ১৫৯ ॥
কৃপা করি কহিলে মোরে কৃষ্ণের মহিমা।
যাঁর রূপ-গুণৈশ্বর্য্যের কেহ না পায় সীমা ॥১৬০॥
এবে সে জানিনু কৃষ্ণভক্তি সর্ব্বোপরি।
কৃতার্থ করিলে মোরে কহি কৃপা করি ॥ ১৬১ ॥
এত বলি ভট্ট পড়ে প্রভুর চরণে।
কৃপা করি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে ॥ ১৬২ ॥
চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল, ভট্টের আজ্ঞা লৈয়া।
দক্ষিণে চলিলা প্রভু শ্রীরঙ্গ দেখিয়া ॥ ১৬৩ ॥
সঙ্গেতে চলিলা ভট্ট না যায় ভবনে।
তাঁরে বিদায় দিল প্রভু অনেক যতনে ॥ ১৬৪ ॥
প্রভুর বিচ্ছেদে ভট্ট হৈলা অচেতন।
এই রঙ্গে লীলা করে শ্রীশচীনন্দন ॥ ১৬৫ ॥
ঋষভ-পর্ব্বত চলি আইলা গৌরহরি।
নারায়ণ দেখি তাঁহা স্তুতি-নতি করি ॥ ১৬৬ ॥*
পরমানন্দ-পুরী তাঁহা রহে চতুর্ম্মাস।
শুনি মহাপ্রভু গেলা পুরীগোঁসাইর পাশ ॥১৬৭॥
পুরী-গোঁসাইর কৈল প্রভু চরণ-বন্দন।
প্রেমে পুরী-গোঁসাই তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ॥১৬৮॥
তিন দিন প্রেমে দোঁহে কৃষ্ণকথা-রঙ্গে।
সেই বিপ্র-ঘরে দোঁহে রহে একসঙ্গে ॥ ১৬৯ ॥
পুরী-গোঁসাই কহে—আমি যাব পুরুষোত্তমে।
পুরুষোত্তম দেখি গৌড় যাব গঙ্গাস্নানে ॥ ১৭০ ॥
প্রভু কহে—তুমি পুন আসিহ নীলাচলে।
আমি সেতুবন্ধ হৈতে আসিব অল্পকালে ॥ ১৭১ ॥
তোমার নিকটে রহি—হেন বাঞ্ছা হয়।
নীলাচলে আসিবে মোরে হইয়া সদয় ॥ ১৭২ ॥

* ঋষভ-পর্ব্বত—মাদুরা-জেলায় অবস্থিত। বর্ত্তমান নাম পাল্‌নি-হিল। এই পর্ব্বতের উপবনে ঋষভ-মুনি দাবানলে ভস্মীভূত হইয়াছিলেন।

এত বলি তাঁর ঠাঁই এই আজ্ঞা লৈয়া।
দক্ষিণ চলিলা প্রভু হরষিত হৈয়া ॥ ১৭৩ ॥

সীতাহরণ মহাদুঃখিত রামভক্ত বিপ্র সহ মহাপ্রভুর মিলন ও সেতুবন্ধ-রামেশ্বর হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঐ বিপ্রের দুঃখ-ভঞ্জন

পরমানন্দ-পুরী তবে চলিলা নীলাচলে।
মহাপ্রভু চলি চলি আইলা শ্রীশৈলে ॥ ১৭৪ ॥
শিব-দুর্গা রহে তাঁহা ব্রাহ্মণের বেশে।
মহাপ্রভু দেখি দোঁহার হইল উল্লাসে ॥ ১৭৫ ॥
তিন দিন ভিক্ষা দিল করি নিমন্ত্রণ।
নিভৃতে বসি গুপ্ত-কথা কহে দুইজন ॥ ১৭৬ ॥
তাঁর সনে মহাপ্রভু করি ইষ্টগোষ্ঠী।
তাঁর আজ্ঞা লৈয়া আইলা পুরীকামকোষ্ঠী ॥১৭৭॥
দক্ষিণ-মথুরা আইলা কামকোষ্ঠী হইতে।
তাঁহা দেখা হৈল এক ব্রাহ্মণ-সহিতে ॥ ১৭৮ ॥
সেই বিপ্র মহাপ্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ।
রামভক্ত সেই বিপ্র বিরক্ত মহাজন ॥ ১৭৯ ॥
কৃতমালায় স্নান করি আইলা তার ঘরে।
ভিক্ষা কি দিবেক বিপ্র—পাক নাহি করে ॥১৮০॥
মহাপ্রভু কহে তারে—শুন মহাশয়।
মধ্যাহ্ন হইল কেনে পাক নাহি হয় ॥ ১৮১ ॥
বিপ্র কহে—প্রভু! মোর অরণ্যে বসতি।
পাকের সামগ্রী বনে না মিলে সম্প্রতি ॥ ১৮২ ॥
বন্য অন্ন ফল শাক আনিবে লক্ষ্মণ।
তবে সীতা করিবেন পাক-প্রয়োজন ॥ ১৮৩ ॥
তাঁর উপাসনা জানি প্রভু তুষ্ট হৈলা।
আস্তে-ব্যস্তে সেই বিপ্র রন্ধন করিলা ॥ ১৮৪ ॥
প্রভু ভিক্ষা কৈল দিন তৃতীয়-প্রহরে।
নির্ব্বিণ্ণ সেই বিপ্র উপবাস করে ॥ ১৮৫ ॥*
প্রভু কহে—বিপ্র! কাঁহে কর উপবাস।
কেনে এত দুঃখে তুমি করহ হুতাশ ॥ ১৮৬ ॥

* নির্ব্বিণ্ণ—দুঃখিত।

বিপ্র কহে—জীবনে মোর নাহি প্রয়োজন।
অগ্নি-জলে প্রবেশিয়া ছাড়িব জীবন ॥ ১৮৭ ॥

জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা-ঠাকুরাণী।
রাক্ষসে স্পর্শিল তাঁরে—ইহা কর্ণে শুনি ॥১৮৮॥

এ শরীর ধরিবারে কভু না জুয়ায়।
এই দুঃখে জ্বলে দেহ—প্রাণ নাহি যায় ॥ ১৮৯ ॥

প্রভু কহে—এ ভাবনা না করিহ আর।
পণ্ডিত হইয়া কেনে না কর বিচার ॥ ১৯০ ॥

ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা চিদানন্দ-মূর্ত্তি।
প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ে তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি ॥১৯১॥

স্পর্শিবার কার্য্য আছুক, না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি-মায়া হরিল রাবণ ॥ ১৯২ ॥

রাবণ আসিতে সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়া-সীতা পাঠাইল ॥ ১৯৩ ॥

অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।
বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর ॥ ১৯৪ ॥

বিশ্বাস করহ তুমি আমার বচনে।
পুনরপি কুভাবনা না করিহ মনে ॥ ১৯৫ ॥

প্রভুর বচনে বিপ্রের হইল বিশ্বাস।
ভোজন করিল হৈল জীবনের আশ ॥ ১৯৬ ॥

তারে আশ্বাসিয়া প্রভু করিলা গমন।
কৃতমালায় স্নান করি আইলা দুর্ব্বেশন ॥১৯৭॥ *

দুর্ব্বেশনে রঘুনাথ করিল দর্শন।
মহেন্দ্র-শৈলে পরশুরামে করিল বন্দন ॥ ১৯৮ ॥

সেতুবন্ধে আসি কৈল ধনুতীর্থে স্নান। †
রামেশ্বর দেখি তাঁহা করিলা বিশ্রাম ॥ ১৯৯ ॥

* দুর্ব্বেশন—এই নগর রামনাদ ষ্টেশন হইতে ৭ মাইল পূর্ব্বে সমুদ্রের নিকটে অবস্থিত।

† ধনুতীর্থ—ইহা সেতুবন্ধ-রামেশ্বরধামের অন্তর্গত। এই তীর্থে স্নান করিলে তাহাতে অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

বিপ্র-সভায় শুনে তাঁহা কূর্ম্ম-পুরাণ।
তার মধ্যে আইল পতিব্রতা-উপাখ্যান ॥ ২০০ ॥

মায়াসীতা লৈল রাবণ—শুনিল ব্যাখ্যানে।
শুনি মহাপ্রভু হৈলা আনন্দিত মনে ॥ ২০১ ॥

পতিব্রতা-শিরোমণি জনক-নন্দিনী।
জগতের মাতা সীতা শ্রীরাম-গৃহিণী ॥ ২০২ ॥

রাবণ দেখি সীতা লৈল অগ্নির শরণ।
রাবণ হৈতে অগ্নি কৈল সীতা-আবরণ ॥ ২০৩ ॥

সীতা লৈয়া রাখিলেন পার্ব্বতীর স্থানে।
মায়া-সীতা দিয়া অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে ॥ ২০৪ ॥

রঘুনাথ আসি যবে রাবণে মারিল।
অগ্নি-পরীক্ষা দিতে যবে সীতারে আনিল ॥২০৫॥

তবে মায়া-সীতা অগ্নি কৈল অন্তর্দ্ধান।
সত্য-সীতা আনি দিল রাম-বিদ্যমান ॥ ২০৬ ॥

তথাহি কূর্ম্মপুরাণে—

সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়াসীতামজীজনৎ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা ॥২০৭॥

পরীক্ষা-সময়ে বহ্নিং ছায়াসীতা বিবেশ সা।
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় স্বপুরাদুদনীনয়ৎ ॥২০৮॥

সীতার প্রার্থনায় অগ্নিদেব একটি মায়াসীতা সৃজন করিয়াছিলেন, রাবণ তাহাই হরণ করেন, আর প্রকৃত সীতা অগ্নিপুরীতে গমন করিয়াছিলেন। অনন্তর রাবণ-বধের পর সীতার অগ্নি-পরীক্ষার সময়ে মায়াসীতা অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন, আর অগ্নিদেব নিজ-পুরী হইতে সত্য সীতাকে আনয়ন পূর্ব্বক শ্রীরামচন্দ্রকে প্রত্যর্পণ করিলেন ॥ ২০৭-২০৮ ॥

শুনিয়া প্রভুর আনন্দিত হৈল মন।
রামদাস-বিপ্রের কথা হইল স্মরণ ॥ ২০৯ ॥

এ সব সিদ্ধান্ত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল।
ব্রাহ্মণের স্থানে মাগি সেই পত্র লৈল ॥ ২১০ ॥

ভট্টমারির হস্ত হইতে কৃষ্ণদাসের উদ্ধার

নূতন পত্র লিখিয়া পুস্তকে লাগাইল।
প্রতীতি লাগি পুরাতন পত্র মাগি লৈল ॥ ২১১ ॥
পত্র লৈয়া পুনঃ দক্ষিণ-মথুরা আইল।
রামদাস বিপ্রে সেই পত্র আনি দিল ॥ ২১২ ॥
পত্র পাইয়া বিপ্রের হৈল আনন্দিত মন।
প্রভুর চরণ ধরি করয়ে ক্রন্দন ॥ ২১৩ ॥
বিপ্র কহে—তুমি সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনন্দন।
সন্ন্যাসীর বেশে মোরে দিলে দরশন ॥ ২১৪ ॥
মহাদুঃখ হৈতে মোরে করিলে নিস্তার।
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা কর অঙ্গীকার ॥ ২১৫
মনোদুঃখে ভাল ভিক্ষা না দিল সেই দিনে।
মোর ভাগ্যে পুনরপি পাইল দরশনে ॥ ২১৬ ॥
এত বলি সুখে বিপ্র শীঘ্র পাক কৈল।
উত্তম-প্রকারে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল ॥ ২১৭ ॥
সেই রাত্রি তাঁহা রহি তাঁরে কৃপা করি।
পাণ্ড্যদেশে তাম্রপর্ণী আইলা গৌরহরি ॥ ২১৮
তাম্রপর্ণী স্নান করি তাম্রপর্ণী-তীরে।
নয়-ত্রিপদী দেখি বুলে কুতূহলে ॥ ২১৯ ॥
চিয়ড়তালা-তীর্থে দেখি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
তিলকাঞ্চী আসি কৈল শিব-দরশন ॥ ২২০ ॥
গজেন্দ্রমোক্ষণ-তীর্থে দেখি বিষ্ণুমূর্ত্তি।
পানাগড়ি-তীর্থে আসি দেখে সীতাপতি ॥২২১॥
চামতাপুরে আসি দেখে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
শ্রীবৈকুণ্ঠে আসি বিষ্ণু কৈল দরশন ॥ ২২২ ॥
মলয়-পর্ব্বতে কৈল অগস্ত্য-বন্দন।
কন্যা-কুমারী তাঁহা কৈল দরশন ॥ ২২৩ ॥ *
আমলী-তলাতে রাম দেখি গৌরহরি।
মল্লার-দেশেতে আইলা যাঁহা ভট্টমারি ॥ ২২৪ ॥প
তমাল-কার্ত্তিক দেখি আইলা বাতাপানি।
রঘুনাথ দেখি তাঁহা বঞ্চিলা রজনী ॥ ২২৫ ॥
গোসাইর সঙ্গে রহে কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ।
ভট্টমারি-সহ তার হৈল দরশন ॥ ২২৬ ॥

আদি কেশব-মন্দিরে ব্রহ্মসংহিতা-
পুঁথি-প্রাপ্তি

স্ত্রী-ধন দেখাইয়া তাঁর লোভ জন্মাইল।
আর্য্য-সরল-বিপ্রের বুদ্ধি-নাশ কৈল ॥ ২২৭ ॥
প্রাতে উঠি আইলা বিপ্র ভট্টমারি-ঘরে।
তাহার উদ্দেশে প্রভু আইলা সত্বরে ॥ ২২৮ ॥
আসিয়া কহেন সব ভট্টমারিগণে—।
আমার ব্রাহ্মণ তুমি রাখ কি কারণে ॥ ২২৯ ॥
তুমিহ সন্ন্যাসী, দেখ আমিহ সন্ন্যাসী।
আমায় দুঃখ দেহ তুমি, ভাল নাহি বাসি ॥২৩০॥
শুনি সব ভট্টমারি উঠে অস্ত্র লৈয়া।
মারিবারে আসে সব চারিদিকে ধাইয়া ॥ ২৩১ ॥
তার অস্ত্র তার অঙ্গে পড়ে হাত হৈতে।
খণ্ড খণ্ড হৈল—ভট্টমারি পলায় চারিভিতে ॥২৩২॥
ভট্টমারি-ঘরে মহা উঠিল ক্রন্দন।
কেশে ধরি বিপ্র লৈয়া করিলা গমন ॥ ২৩৩ ॥
সেই দিনে চলি আইলা পয়স্বিনী-তীরে।
স্নান করি গেলা আদিকেশব-মন্দিরে ॥ ২৩৪ ॥
কেশব দেখিয়া প্রেমে আবিষ্ট হইলা।
নতি-স্তুতি নৃত্য-গীত বহু ত করিলা ॥ ২৩৫ ॥
প্রেম দেখি লোকের হৈল মহা চমৎকার।
সর্ব্বলোক কৈল প্রভুর পরম সৎকার ॥ ২৩৬ ॥
মহাভক্তগণ-সহ তাঁহা গোষ্ঠী হৈল।
ব্রহ্মসংহিতাধ্যায় তাঁহাই পাইল ॥ ২৩৭ ॥
পুঁথি পাইয়া হৈল প্রভুর আনন্দ অপার।
কম্প অশ্রু স্বেদ স্তম্ভ পুলক বিকার ॥ ২৩৮ ॥
সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র নাহি ব্রহ্মসংহিতার সম।
গোবিন্দ-মহিমা-জ্ঞানের পরম কারণ ॥ ২৩৯ ॥

---

* কন্যাকুমারী ভারত উপদ্বীপের শীর্ষ-বিন্দুতে কুমারিকা অন্তরীপ অবস্থিত। তথায় জগন্মাতার কুমারী মূর্ত্তি আছে। ইহা বাহান্ন পীঠের একটি পীঠাবাস।

† মল্লার-দেশ—ইহা বর্ত্তমান মালাবার প্রদেশ।

অল্প-অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার।
সকল বৈষ্ণবশাস্ত্র-মধ্যে অতি সার ॥ ২৪০ ॥
বহু যত্নে সেই পুঁথি নিল লেখাইয়া।
অনন্ত-পদ্মনাভ আইলা হরষিত হৈয়া ॥ ২৪১ ॥*
দিন দুই পদ্মনাভের করিল দরশন।
আনন্দে দেখিতে আইলা শ্রীজনার্দ্দন ॥ ২৪২ ॥
দিন দুই তাঁহা করি কীর্ত্তন-নর্ত্তন।
পয়োষ্ণী আসিয়া দেখে শঙ্কর-নারায়ণ ॥ ২৪৩ ॥
সিংহারি-মঠ আইলা শঙ্করাচার্য্য-স্থানে।†
মৎস্যতীর্থ দেখি কৈল তুঙ্গভদ্রায় স্নানে ॥২৪৪॥‡

মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ী তত্ত্ববাদিগণের গর্ব্ব হেতু
তত্ত্ববাদি-আচার্য্য সহ মহাপ্রভুর বিচার ও
আচার্য্যের পরাভব

মধ্বাচার্য্য-স্থানে আইলা যাঁহা তত্ত্ববাদী।
উড়ুপীতে কৃষ্ণ দেখি হৈলা প্রেমোন্মাদী ॥২৪৫॥[]
নর্ত্তক-গোপাল কৃষ্ণ পরম-মোহনে।
মধ্বাচার্য্যে স্বপ্ন দিয়া আইলা তাঁর স্থানে ॥২৪৬॥
গোপীচন্দন-ভিতর আছিলা ডিঙ্গাতে।
মধ্বাচার্য্য সেই কৃষ্ণ পাইলা কোনমতে ॥২৪৭॥*
মধ্বাচার্য্য আনি তাঁরে করিল স্থাপন।
অদ্যাপি তাঁর সেবা করে তত্ত্ববাদিগণ ॥ ২৪৮ ॥
কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখি প্রভু মহাসুখ পাইল।
প্রেমাবেশে বহুক্ষণ নৃত্য-গীত কৈল ॥ ২৪৯ ॥
তত্ত্ববাদিগণ প্রভুকে মায়াবাদি-জ্ঞানে।
প্রথম-দর্শনে প্রভুর না কৈল সম্ভাষণে ॥ ২৫০ ॥
পাছে প্রেমাবেশ দেখি হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণব-জ্ঞানেতে বহু করিল সৎকার ॥ ২৫১ ॥
তাঁ-সবার অন্তরে গর্ব্ব জানি গৌরচন্দ্র।
তাঁ-সবা-সহিত গোষ্ঠী করিল আরম্ভ ॥ ২৫২ ॥
তত্ত্ববাদি-আচার্য্য শাস্ত্রে পরম-প্রবীণ।
তাঁরে প্রশ্ন কৈল প্রভু হৈয়া যেন দীন ॥ ২৫৩ ॥
সাধ্য-সাধন আমি না জানি ভালমতে।
সাধ্য-সাধন-শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে ॥ ২৫৪ ॥
আচার্য্য কহে—বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ।
এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন ॥ ২৫৫ ॥
পঞ্চবিধ মুক্তি পাইয়া বৈকুণ্ঠে গমন।
সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয় এই—শাস্ত্র-নিরূপণ ॥ ২৫৬ ॥
প্রভু কহে—শাস্ত্রে কহে শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-প্রেমসেবা-ফলের পরম সাধন ॥ ২৫৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে
১৮।১৯ শ্লোকঃ—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম-নিবেদনং ॥২৫৮॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেহধীতমুত্তমং ॥ ২৫৯ ॥

* যে স্থানে মধ্বাচার্য্য দীক্ষা গ্রহণ করেন সে স্থানের নাম অনন্ত পদ্মনাভ, এখানে অনন্তেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন।

† সিংহারি-মঠ—দাক্ষিণাত্যে শঙ্কর-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক স্থাপিত শৃঙ্গেরি-মঠ নামক একটি প্রধান মঠ, ইহা মহীশূরের কাডুরা জেলায় অবস্থিত।

‡ তুঙ্গ ও ভদ্রা এই দুইটি শাখার মিলনে যে নদীর উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাকে তুঙ্গভদ্রা বলা হইয়া থাকে। ইহা কৃষ্ণানদীর একটি বিস্তৃত শাখা।

[] উড়ুপ কৃষ্ণ মধ্বাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত উদিপি নামক দেবমন্দিরে বিরাজিত কৃষ্ণ-বিগ্রহের নাম। ইহা সাগর কূল হইতে চারি মাইল দূরে সমস্থিনী নদীর তীরে অবস্থিত।

* কথিত আছে কোন একটি অর্ণবপোত দ্বারকা হইতে মালাবারে যাইবার সময় জলমগ্ন হয়। তাহাতে গোপীচন্দন নামে একটি কৃষ্ণবিগ্রহ ছিল। মধ্বাচার্য্য ঐ বিগ্রহ উদ্ধার করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন।

প্রহ্লাদ বলিলেন, হে পিতঃ! শ্রীভগবল্লীলাকথাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ, তদীয় পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য ও সখ্য—এই নব প্রকার ভক্তি যিনি ভগবান শ্রীবিষ্ণুতে অর্পণ পূর্ব্বক তাহার অনুষ্ঠান করেন, আমি বোধ করি তাহাই তাহার উত্তম অধ্যয়ন ॥ ২৫৮ ২৫৯ ॥

শ্রবণ কীর্ত্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা।
সেই পরম-পুরুষার্থ—পুরুষার্থের সীমা ॥ ২৬০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১-স্কন্ধে ২-অধ্যায়ে
৩৮-শ্লোকঃ—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়-নাম-কীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুত-চিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ২৬১ ॥ *

কর্ম্মত্যাগ কর্ম্মনিন্দা—সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি কভু নহে ॥ ২৬২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১-স্কন্ধে ১১-অধ্যায়ে
৩২-শ্লোকঃ—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ
সত্তমঃ ॥ ২৬৩ ॥ †

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ১৮শ অধ্যায়ে
৬৬-শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি
শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যং—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা
শুচঃ ॥ ২৬৪ ॥ ‡

* অনুবাদ ৮৪ পৃষ্ঠায় ৯১ দাগে দ্রষ্টব্য।

† অনুবাদ ১৯৪ পৃষ্ঠায় ৬২ দাগে দ্রষ্টব্য।

‡ ইহার অনুবাদ ১৯৪ পৃষ্ঠায় ৬১ দাগে দ্রষ্টব্য।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১-স্কন্ধে ২০-অধ্যায়ে ৯ম-শ্লোকে
উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যং—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥২৬৫॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব! যে পর্য্যন্ত কর্ম্মে বৈরাগ্য না জন্মে, কিম্বা যত দিন আমার কথা-শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, ততদিন নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবে॥ ২৬৫ ॥

পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ।
ফল্গু করি মুক্তি দেখে নরকের সম ॥ ২৬৬ ॥*

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩-স্কন্ধে ২৯-অধ্যায়ে
১১-শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি
শ্রীকপিলদেব বাক্যং—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥২৬৭॥†

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৫-স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে
৪৩-শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি
শ্রীশুকদেব বাক্যং—

যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতি-সুত-স্বজনার্থ-দারান্।
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাং।
নৈচ্ছন্ নৃপস্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্-
সেবানুরক্ত-মনসামভবোঽপি ফল্গুঃ ॥ ২৬৮ ॥

শ্রীশুকদেব বলিলেন, হে মহারাজ! পৃথিবীর রাজত্ব, পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, অর্থ ও স্ত্রী—এই সমস্ত যাহা অন্যের পক্ষে দুস্ত্যজ্য, তাহা ভরত-মহারাজ পাইতে ইচ্ছা করেন নাই এবং দেবগণও লক্ষ্মীর যে দয়া পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাও তিনি পাইতে ইচ্ছা করেন নাই; ইহা

* ফল্গু—তুচ্ছ।

† ইহার অনুবাদ ৫৯ পৃষ্ঠায় ২০৫ দাগে দ্রষ্টব্য।

তাঁহার মত লোকের পক্ষে উচিত কার্য্যই হইয়াছে, যেহেতু ভগবৎ-পরায়ণ লোকের নিকট মোক্ষ-লাভও অতি তুচ্ছ ॥ ২৬৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৬-স্কন্ধে ১৭-অধ্যায়ে ১৩-শ্লোকঃ—

নারায়ণ-পরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গ-নরকেষ্বপি তুল্যার্থ-দর্শিনঃ ॥ ২৬৯ ॥

শ্রীনারায়ণ ভক্তগণ কাহাকেও ভয় করেন না, তাঁহারা স্বর্গ, মুক্তি ও নরককে তুল্যরূপেই দেখিয়া থাকেন ॥ ২৬৯ ॥

কর্ম্ম মুক্তি দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ।
সেই দুই স্থাপ' তুমি সাধ্য-সাধন ॥ ২৭০ ॥
সন্ন্যাসী দেখিয়া আমা করহ বঞ্চন।
এই ত বৈষ্ণবের নহে সাধ্য-সাধন ॥ ২৭১ ॥
শুনি তত্ত্বাচার্য্য হৈলা অন্তরে লজ্জিত।
প্রভুর বৈষ্ণবতা দেখি হইলা বিস্মিত ॥ ২৭২ ॥
আচার্য্য কহে—তুমি যেই কহ সেই সত্য হয়।
সর্ব্বশাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই সুনিশ্চয় ॥ ২৭৩ ॥
তথাপি মধ্বাচার্য্য যেই করিয়াছে নির্ব্বন্ধ।
সেই আচরিয়ে সবে সম্প্রদায়-সম্বন্ধ ॥ ২৭৪ ॥
প্রভু কহে—কর্ম্মী জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন।
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই দুই চিহ্ন ॥ ২৭৫ ॥
সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে।
সত্য-বিগ্রহ করি ঈশ্বরে করহ নিশ্চয়ে ॥ ২৭৬ ॥
এইমত তার ঘরে গর্ব্ব চূর্ণ করি।
ফল্গুতীর্থে তবে চলি আইলা গৌরহরি ॥ ২৭৭ ॥
ত্রিতকূপ-বিশালার করি দরশন।
পঞ্চাপ্সরা-তীর্থ আইলা শচীর নন্দন ॥ ২৭৮ ॥
গোকর্ণ-শিব দেখি আইলা দ্বৈপায়নী।
সূর্পারক-তীর্থে আইলা ন্যাসি-শিরোমণি ॥ ২৭৯ ॥*
কোলাপুরে লক্ষ্মী দেখি ক্ষীর-ভগবতী।
লাঙ্গা-গণেশ দেখি আর চোরা-ভগবতী ॥ ২৮০ ॥

তথা হৈতে পাণ্ডুপুর আইলা গৌরচন্দ্র।
বিঠ্‌ঠল ঠাকুর দেখি পাইল আনন্দ ॥ ২৮১ ॥*
প্রেমাবেশে কৈল বহু নর্ত্তন-কীর্ত্তন।
প্রভুর প্রেম দেখি সবার চমৎকার মন ॥ ২৮২ ॥
তাঁহা এক বিপ্র তাঁরে নিমন্ত্রণ কৈল।
ভিক্ষা করি তাহা এক শুভবার্ত্তা পাইল— ॥ ২৮৩ ॥

শ্রীরঙ্গ-পুরী সহ মিলন

মাধব-পুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গ-পুরী নাম।
সেই গ্রামে বিপ্র-গৃহে করেন বিশ্রাম ॥ ২৮৪ ॥
শুনিয়া চলিলা প্রভু তাঁরে দেখিবারে।
বিপ্র-গৃহে বসি আছেন দেখিল তাঁহারে ॥ ২৮৫ ॥
প্রেমাবেশে করে তাঁরে দণ্ড-পরণাম।
পলকাশ্রু কম্প সব অঙ্গে পড়ে ঘাম ॥ ২৮৬ ॥
দেখিয়া বিস্মিত হৈল শ্রীরঙ্গ-পুরীর মন।
'উঠ উঠ শ্রীপাদ'—বলি বলিল বচন ॥ ২৮৭ ॥
শ্রীপাদ! ধরহ আমার গোসাঞির সম্বন্ধ।
তাহা বিনা কাহা নাহি এই প্রেমার গন্ধ ॥ ২৮৮ ॥
এত বলি প্রভুকে উঠাঞা কৈল আলিঙ্গন।
গলাগলি করি দোঁহে করেন ক্রন্দন ॥ ২৮৯ ॥
ক্ষণেকে আবেশ ছাড়ি দোঁহার ধৈর্য্য হৈল।
ঈশ্বর-পুরীর সম্বন্ধ প্রভু জানাইল ॥ ২৯০ ॥
দুইজনে কৃষ্ণ-কথা কহে রাত্রি-দিনে।
এইমত গোঙাইল পাঁচ-সাত দিনে ॥ ২৯১ ॥
কৌতুকে পুরী তাঁরে পুছিল জন্মস্থান।
গোসাঞি কৌতুকে নিল নবদ্বীপ-নাম ॥ ২৯২ ॥
শ্রীমাধব-পুরীর সঙ্গে শ্রীরঙ্গ-পুরী।
পূর্ব্বে আসিয়াছিলা নদীয়া-নগরী ॥ ২৯৩ ॥
জগন্নাথমিশ্র ঘরে ভিক্ষা যে করিল।
অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট তাহা যে খাইল ॥ ২৯৪ ॥

* সূর্পারক—বর্ত্তমান নাম সোপারা।

* বোম্বাই প্রদেশে অর্থাৎ শোলাপুরের নিকট পাণ্ডারপুর বা পাণ্ডুপুরে বিঠ্‌ঠল দেবের মন্দির অবস্থিত।

জগন্নাথের ব্রাহ্মণী মহাপতিব্রতা।
বাতসল্যে হয় তেঁহো যেন জগন্মাতা ॥ ২৯৫ ॥
রন্ধনে নিপুণা নাহি তাঁ-সম ত্রিভুবনে।
পুত্র-সম স্নেহে করায় সন্ন্যাসি-ভোজনে ॥ ২৯৬ ॥
তাঁর এক যোগ্য পুত্র করিলা সন্ন্যাস।
শঙ্করারণ্য নাম তাঁর অল্প বয়স ॥ ২৯৭ ॥
এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল।
প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গ-পুরী এতেক কহিল ॥ ২৯৮ ॥
প্রভু কহে—পূর্ব্বাশ্রমে তেঁহো মোর ভ্রাতা।
জগন্নাথ-মিশ্র পূর্ব্বাশ্রমে মোর পিতা ॥ ২৯৯ ॥
এইমতে দুইজনে ইষ্টগোষ্ঠী করি।
দ্বারকা দেখিতে চলিলা শ্রীরঙ্গ-পুরী ॥ ৩০০ ॥
দিন-চারি প্রভুকে তাঁহা রাখিল ব্রাহ্মণ।
ভীমরথী-স্নান করি বিঠ্‌ঠল-দর্শন ॥ ৩০১ ॥*

কৃষ্ণবেণ্বা-তীরে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত-
গ্রন্থ প্রাপ্তি

তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবেণ্বা-তীরে।
নানা তীর্থ দেখি তাঁহা দেবতা-মন্দিরে ॥ ৩০২ ॥†
ব্রাহ্মণ-সমাজ সব বৈষ্ণব-চরিত।
বৈষ্ণব-সকল পড়ে কৃষ্ণকর্ণামৃত ॥ ৩০৩ ॥‡
কর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল।
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাইয়া লৈল ॥ ৩০৪ ॥
কর্ণামৃত-সম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হৈতে হয় শুদ্ধ-কৃষ্ণপ্রেম-জ্ঞানে ॥ ৩০৫ ॥
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য কৃষ্ণ-লীলার অবধি।
সে জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি ॥ ৩০৬ ॥

* ভীমরথী—ভীমানদীর অপর নাম।

† কৃষ্ণবেণ্বা—কৃষ্ণানদীর একটি শাখা। এই নদী-তীরেই শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুরের বাস ছিল।

‡ কৃষ্ণকর্ণামৃত—শ্রীবিল্বমঙ্গল-ঠাকুর-প্রণীত 'শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত' গ্রন্থ।

ব্রহ্মসংহিতা কর্ণামৃত দুই পুঁথি পাইয়া।
মহারত্ন-প্রায় দুই আইলা সঙ্গে লৈয়া ॥ ৩০৭ ॥

সপ্ততাল মোচন

তাপী-স্নান করি আইলা মাহেষ্মতীপুরে।*
নানা তীর্থ দেখে তাঁহা নর্ম্মদার তীরে ॥ ৩০৮ ॥
ধনুতীর্থ দেখি কৈল নির্ব্বিন্ধ্যাতে স্নানে।†
ঋষ্যমূক-পর্ব্বত আইলা দণ্ডক-অরণ্যে ॥ ৩০৯ ॥
সপ্ত তালবৃক্ষ তাঁহা কানন-ভিতর।
অতিবৃদ্ধ অতিস্থূল অতি উচ্চতর ॥ ৩১০ ॥
সপ্ততাল দেখি প্রভু আলিঙ্গন কৈল।
সশরীরে সপ্ততাল বৈকুণ্ঠে চলিল ॥ ৩১১ ॥
শূন্যস্থান দেখি লোকের হৈল চমৎকার।
লোকে কহে—এ সন্ন্যাসী রাম-অবতার ॥ ৩১২ ॥
সশরীরে গেল তাল শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধাম।
ঐছে শক্তি কার হয় বিনা এক রাম ॥ ৩১৩ ॥

বিদ্যানগরে আসিয়া রামানন্দ সহ
পুনঃ মিলন

প্রভু আসি কৈলা পম্পা-সরোবরে স্নান।‡
পঞ্চবটী আসি তাঁহা করিলা বিশ্রাম ॥ ৩১৪ ॥
নাসিক-ত্র্যম্বক দেখি গেলা ব্রহ্মগিরি।||
কুশাবর্ত্তে আইলা যাঁহা জন্মিলা গোদাবরী ॥৩১৫॥

* তাপী—বর্ত্তমান তাপ্তী-নদী।

† নির্ব্বিন্ধ্যা—উজ্জয়িনীর নিকটস্থ একটি নদী।

‡ পম্পা সরোবর—বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণে অবস্থিত, রামায়ণে ইহার উল্লেখ আছে। ইহার অনতিদূরে পৌরাণিক বালীরাজার দেশ।

|| নাসিক-ত্র্যম্বক—গোদাবরী নদীর উৎপত্তি স্থলে নাসিক-ত্র্যম্বক নগর অবস্থিত। যে স্থানে লক্ষ্মণ সূর্পণখার নাককাণ কাটিয়াছিলেন, তাহাই নাসিক-ত্র্যম্বক নামে অভিহিত।

সপ্ত-গোদাবরী দেখি তীর্থ বহুতর। *
পুনরপি আইলা প্রভু বিদ্যানগর ॥ ৩১৬ ॥
রামানন্দ-রায় শুনি প্রভুর আগমন।
আনন্দে আসিয়া কৈল প্রভুর মিলন ॥ ৩১৭ ॥
দণ্ডবত হইয়া পড়ে চরণে ধরিয়া।
আলিঙ্গন কৈল প্রভু তাঁরে উঠাইয়া ॥ ৩১৮ ॥
দুই জন প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন।
প্রেমাবেশে শিথিল হৈল দু'জনার মন ॥ ৩১৯
কতক্ষণে দুইজন সুস্থির হইয়া।
নানা ইষ্টগোষ্ঠী করে একত্র বসিয়া ॥ ৩২০ ॥
তীর্থযাত্রা-কথা প্রভু সকল কহিল।
কর্ণামৃত ব্রহ্মসংহিতা দুই পুঁথি দিল ॥ ৩২১ ॥
প্রভু কহে—তুমি যেই সিদ্ধান্ত কহিলে।
এই দুই পুঁথি সেই সব সাক্ষী দিলে ॥ ৩২২ ॥
রায়ের আনন্দ হৈল পুস্তক পাইয়া।
প্রভু সহ আস্বাদিয়া রাখিল লিখিয়া ॥ ৩২৩ ॥
গোঁসাই আইলা—গ্রামে হৈল কোলাহল।
প্রভুকে দেখিতে লোক আইল সকল ॥ ৩২৪
লোক দেখি রামানন্দ গেল নিজ-ঘরে।
মধ্যাহ্নে উঠিলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে ॥ ৩২৫
রাত্রিকালে রায় পুনঃ কৈল আগমন।
দুইজন কৃষ্ণ-কথায় করে জাগরণ ॥ ৩২৬ ॥
দুইজনে কৃষ্ণ-কথা কহে রাত্রিদিনে।
পরম-আনন্দে গেল পাঁচ সাত দিনে ॥ ৩২৭ ॥

নীলাচল-যাত্রা এবং আলালনাথে আসিয়া
ভক্তগণ সহ প্রভুর মিলন ও তৎসঙ্গে
নীলাচলে আগমন

রামানন্দ কহে—গোঁসাই তোমার আজ্ঞা পাইয়া
রাজারে লিখিলুঁ আমি মিনতি করিয়া ॥ ৩২৮ ॥
রাজা মোরে আজ্ঞা দিলা নীলাচল যাইতে।
চলিবার সজ্জা আমি লাগিয়াছি করিতে ॥ ৩২৯ ॥
প্রভু কহে—এথা মোর এ নিমিত্ত আগমন।
তোমা লৈয়া নীলাচলে করিব গমন ॥ ৩৩০ ॥
রায় কহে—প্রভু! আগে চল নীলাচল।
মোর সঙ্গে হাতী-ঘোড়া-সৈন্য-কোলাহল ॥ ৩৩১ ॥
দিন-দশে ইঁহা সব করি সমাধান।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব প্রয়াণ ॥ ৩৩২ ॥
তবে মহাপ্রভু তারে আসিতে আজ্ঞা দিয়া।
নীলাচল চলিলা প্রভু আনন্দিত হৈয়া ॥ ৩৩৩ ॥
যেই পথে পূর্ব্বে প্রভু করিল গমন।
সেই পথে চলিলা প্রভু দেখি বৈষ্ণবগণ ॥ ৩৩৪ ॥
যাঁহা যায় উঠে লোক হরিধ্বনি করি।
দেখিয়া আনন্দ বড় পাইলা গৌরহরি ॥ ৩৩৫ ॥
আলালনাথে আসি কৃষ্ণদাসে পাঠাইল।
নিত্যানন্দ-আদি নিজ-গণে বোলাইল ॥ ৩৩৬ ॥
প্রভুর আগমন শুনি নিত্যানন্দ-রায়।
উঠিয়া চলিলা—প্রেমে থেহ নাহি পায় ॥ ৩৩৭ ॥ *
জগদানন্দ দামোদর-পণ্ডিত মুকুন্দ।
নাচিয়া চলিলা—দেহে না ধরে আনন্দ ॥ ৩৩৮ ॥
গোপীনাথাচার্য্য চলে আনন্দিত হৈয়া।
প্রভুরে মিলিলা সবে পথে লাগ পাইয়া ॥ ৩৩৯ ॥
প্রভু প্রেমাবেশে সবা কৈল আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে সবে করে আনন্দে ক্রন্দন ॥ ৩৪০ ॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আনন্দে চলিলা।
সমুদ্রের তীরে আসি প্রভুরে মিলিলা ॥ ৩৪১ ॥
সার্ব্বভৌম পড়িলা আসি প্রভুর চরণে।
প্রভু তাঁরে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গনে ॥ ৩৪২ ॥
প্রেমাবেশে সার্ব্বভৌম করেন ক্রন্দনে।
সবা-সঙ্গে আইলা প্রভু ঈশ্বর-দর্শনে ॥ ৩৪৩ ॥
জগন্নাথ দেখি প্রভুর প্রেমাবেশ হৈল।
কম্প স্বেদ পুলকাশ্রু শরীর ভাসিল ॥ ৩৪৪

---

* সপ্তগোদাবরী—গোদাবরীর সাতটি সীমা—(১) বাণসখা (২) ঊর্দ্ধা (৩) পানিসত্ত্ব (৪) মঞ্জিরা (৫) পূর্ণা (৬) ইন্দ্রবতী (৭) গোদাবরী।

* থেহ—ধৈর্য।

বহু নৃত্যগীত কৈল প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
পাণ্ডা-পাল সব আইল প্রসাদ মালা লৈয়া ॥৩৪৫॥*
মালা প্রসাদ পাইয়া প্রভু সুস্থির হইলা।
জগন্নাথের সেবক-সব আনন্দে মিলিলা ॥ ৩৪৬ ॥
কাশী মিশ্র আসি পড়িল প্রভুর চরণে। †
মান্য করি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গনে ॥ ৩৪৭ ॥
জগন্নাথের পড়িছা আসি প্রভুরে মিলিলা।
প্রভু লৈয়া সার্ব্বভৌম নিজ-ঘরে গেলা ॥ ৩৪৮ ॥
'মোর ঘরে ভিক্ষা' বলি নিমন্ত্রণ কৈলা।
দিব্য দিব্য মহাপ্রসাদ অনেক আনাইলা ॥ ৩৪৯ ॥
মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু নিজ-গণ লৈয়া।
সার্ব্বভৌম-ঘরে ভিক্ষা করিলা আসিয়া ॥ ৩৫০ ॥
ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে করাইল শয়ন।
আপনে সার্ব্বভৌম করে পাদ-সম্বাহন ॥ ৩৫১ ॥‡
প্রভু তাঁরে পাঠাইলা ভোজন করিতে।
সেই রাত্রি তাঁর ঘরে রহিলা তাঁর প্রীতে ॥ ৩৫২ ॥
সার্ব্বভৌম-সঙ্গে, আর লৈয়া নিজ-গণ।
তীর্থযাত্রা-কথা কহি কৈল জাগরণ ॥ ৩৫৩ ॥

প্রভু কহে—এত তীর্থ কৈল পর্য্যটন।
তোমা-সম বৈষ্ণব না দেখিল একজন ॥ ৩৫৪
এক রামানন্দ-রায় বহু সুখ দিল।
ভট্ট কহে—এই লাগি মিলিতে কহিল ॥ ৩৫৫ ॥
তীর্থ-যাত্রার কথা এই হৈল সমাপন।
সংক্ষেপে কহিল—বিস্তার না যায় কথন ॥৩৫৬॥
অনন্ত চৈতন্য-কথা কহিতে না জানি।
লোভে লজ্জা খাইয়া তার করি টানাটানি ॥৩৫৭॥
প্রভুর তীর্থযাত্রা-কথা শুনে যেই জন।
চৈতন্য-চরণে পায় গাঢ় প্রেমধন ॥ ৩৫৮ ॥
চৈতন্যচরিত্র শুন শ্রদ্ধা-ভক্তি করি।
মাৎসর্য্য ছাড়িয়া মুখে বল 'হরি হরি' ॥ ৩৫৯ ॥
এই কলিকালে আর নাহি অন্য ধর্ম্ম।
বৈষ্ণব বৈষ্ণবশাস্ত্র এই কহে মর্ম্ম ॥ ৩৬০ ॥
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অগাধ গম্ভীর।
প্রবেশ করিতে নারি—স্পর্শি রহি তীর ॥৩৬১॥*
চৈতন্য-চরিত্র শ্রদ্ধায় শুনে যেইজন।
যতেক বিচারে, তত পায় প্রেমধন ॥ ৩৬২ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩৬৩ ॥

* পাণ্ডাপাল—পাণ্ডা ও ডহলেরাগণ।
† কাশী মিশ্র—রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরু।
‡ ভিক্ষা করাইয়া—ভোজন করাইয়া।
পাদ-সম্বাহন—পদ-সেবা।

* লীলা অগাধ গম্ভীর—লীলাসমুদ্র অপরিসীম গভীর যার আদি অন্ত নাই।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে দক্ষিণ-দেশ-তীর্থ-ভ্রমণং
নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

দশম পরিচ্ছেদ

তং বন্দে গৌর-জলদং স্বস্য যো দর্শনামৃতৈঃ।
বিচ্ছেদাবগ্রহ-ম্লান-ভক্তশস্যান্যজীবয়ৎ ॥ ১ ॥

যিনি স্বীয় বিচ্ছেদরূপ অনাবৃষ্টিতে শুষ্কপ্রায় ভক্তগণকে নিজ-দর্শনরূপ জল দ্বারা সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপ-মেঘকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২

মহাপ্রভুর সম্বন্ধে সার্বভৌম সহ প্রতাপরুদ্রের কথোপকথন

পূর্ব্বে যবে মহাপ্রভু চলিলা দক্ষিণে।
প্রতাপরুদ্র রাজা বোলাইল সার্ব্বভৌমে ॥ ৩ ॥
বসিতে আসন দিলা করি নমস্কারে।
মহাপ্রভুর বার্ত্তা তবে পুছিল তাঁহারে— ॥ ৪ ॥
শুনিল তোমার ঘরে এক মহাশয়।
গৌড় হৈতে আইলা তেঁহো মহাকৃপাময় ॥ ৫ ॥
তোমারে বহু কৃপা কৈলা—কহে সর্ব্বজন।
কৃপা করি করাহ মোরে তাঁহার দর্শন ॥ ৬ ॥
ভট্ট কহে—যে শুনিলে সেই সত্য হয়।
তাঁহার দর্শন তোমার ঘটন না হয় ॥ ৭ ॥
বিরক্ত সন্ন্যাসী তেঁহো রহয়ে নির্জ্জনে।
স্বপ্নেহো না করে তেঁহো রাজ-দরশনে ॥ ৮ ॥
তথাপি কোনো প্রকারে করাইতাম দর্শন।
সম্প্রতি করিলা তেঁহো দক্ষিণ-গমন ॥ ৯ ॥
রাজা কহে—জগন্নাথ ছাড়ি কেন গেলা।
ভট্ট কহে—মহান্তের এই এক লীলা ॥ ১০ ॥
তীর্থ পবিত্র করিতে করেন তীর্থ-ভ্রমণ।
সেই ছলে নিস্তারয়ে সাংসারিক জন ॥ ১১ ॥

* তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১-স্কন্ধে ১৩-অধ্যায়ে ৮ শ্লোকঃ—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো!।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥ ১২ ॥ *

কাশী মিশ্রের গৃহে মহাপ্রভুর বাসস্থান

বৈষ্ণবের এই হয় স্বভাব নিশ্চল।
তেঁহো জীব নহে—হন স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ ১৩ ॥
রাজা কহে—তাঁরে তুমি যাইতে কেনে দিলে।
পায়ে পড়ি যত্ন করি কেনে না রাখিলে ॥ ১৪ ॥
ভট্টাচার্য্য কহে—তেঁহো ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
সাক্ষাৎ-কৃষ্ণ তেঁহো—নহে পরতন্ত্র ॥ ১৫ ॥
তথাপি রাখিতে তাঁরে বহু যত্ন কৈল।
ঈশ্বরের স্বতন্ত্র ইচ্ছা—রাখিতে নারিল ॥ ১৬ ॥
রাজা কহে—ভট্ট! তুমি বিজ্ঞশিরোমণি।
তুমি তাঁরে কৃষ্ণ কহ—তাতে সত্য মানি ॥ ১৭ ॥
পুনরপি ইহা তাঁর হবে আগমন।
একবার দেখি করি সফল নয়ন ॥ ১৮ ॥
ভট্টাচার্য্য কহে—তেঁহো আসিবে অল্পকালে।
রহিতে তাঁরে এক স্থান চাহিয়ে বিরলে ॥ ১৯ ॥
ঠাকুরের নিকট, আর হইবে নির্জ্জন।
ঐছে নির্ণয় করি দেহ একস্থান ॥ ২০ ॥
রাজা কহে—ঐছে কাশী-মিশ্রের সদন।
ঠাকুরের নিকট হয়, পরম নির্জ্জন ॥ ২১ ॥
এত কহি রাজা রহে উৎকণ্ঠিত হৈয়া।
ভট্টাচার্য্য কাশী-মিশ্রে কহিল সব গিয়া ॥ ২২ ॥
কাশী-মিশ্র কহে—আমি বড় ভাগ্যবান্।
মোর ঘরে প্রভুপাদের হবে অবস্থান ॥ ২৩ ॥

* অনুবাদ ৩১ পৃষ্ঠায় ৬৩ দাগে দ্রষ্টব্য।

এইমত পুরুষোত্তমবাসী যত জন।
প্রভুতে মিলিতে সবার উৎকণ্ঠিত মন ॥ ২৪ ॥
সব লোকের উৎকণ্ঠা যবে অত্যন্ত বাঢ়িল।
মহাপ্রভু দক্ষিণ হৈতে তবহিঁ আইল ॥ ২৫ ॥
শুনি আনন্দিত হৈল সবাকার মন।
সবে মিলি সার্ব্বভৌমে কৈল নিবেদন ॥ ২৬ ॥
প্রভু-সহ আমা-সবার করাহ মিলন।
তোমার প্রসাদে পাই চৈতন্য-চরণ ॥ ২৭ ॥
ভট্টাচার্য্য কহে—কালি কাশীমিশ্র-ঘরে।
প্রভু যাইবেন তাঁহা মিলাব সবারে ॥ ২৮ ॥
আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্য-সঙ্গে।
জগন্নাথ-দরশন কৈল মহারঙ্গে ॥ ২৯ ॥
মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁহা মিলিলা সেবকগণ।
মহাপ্রভু সবাকারে কৈল আলিঙ্গন ॥ ৩০ ॥
দর্শন করি মহাপ্রভু চলিলা বাহিরে।
ভট্টাচার্য্য নিল তাঁরে কাশীমিশ্র-ঘরে ॥ ৩১ ॥
কাশীমিশ্র পড়িল আসি প্রভুর চরণে।
গৃহ-সহিত আত্মা তাঁরে কৈল সমর্পণে ॥ ৩২ ॥

কাশী-মিশ্রকে চতুর্ভুজমূর্ত্তি-প্রদর্শন

প্রভু চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি তাঁরে দেখাইল।
আত্মসাৎ করি তাঁরে আলিঙ্গন কৈল ॥ ৩৩ ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁহা বসিলা আসনে।
চৌদিকে বসিলা নিত্যানন্দ-আদি গণে ॥ ৩৪ ॥
সুখী হৈলা দেখি প্রভু বাসার সংস্থান।
যেই বাসায় হয় প্রভুর সর্ব্ব সমাধান ॥ ৩৫ ॥
সার্ব্বভৌম কহে—প্রভু! তোমার যোগ্য বাসা
তুমি অঙ্গীকার কর—মিশ্রের বড় আশা ॥ ৩৬ ॥
প্রভু কহে—এই দেহ তোমা-সবাকার।
যেই তুমি কহ, সেই সম্মত আমার ॥ ৩৭ ॥
তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর দক্ষিণ-পার্শ্বে বসি।
মিলাইতে লাগিলা সব পুরুষোত্তমবাসী ॥ ৩৮ ॥

নীলাচলবাসী উড়িয়া ভক্তগণ সহ প্রভুর মিলন

এই সব লোক প্রভু! বৈসে নীলাচলে।
উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে তোমা মিলিবারে ॥ ৩৯ ॥
তৃষিত চাতক যৈছে মেঘেরে হাঁকারে।
তৈছে এই সব, তুমি কর অঙ্গীকারে ॥ ৪০ ॥
জগন্নাথ-সেবক এই—নাম জনার্দ্দন।
অনবসরে করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-সেবন ॥ ৪১ ॥
কৃষ্ণদাস নাম এই—স্বর্ণবেত্রধারী।
শিখি মাহিতী এই—লিখন-অধিকারী ॥ ৪২ ॥*
প্রদ্যুম্ন মিশ্র ইঁহো বৈষ্ণব-প্রধান।
জগন্নাথ মহাসোয়ার ইঁহো দাস নাম ॥ ৪৩ ॥†
মুরারি মাহিতী—শিখি মাহিতীর ভাই।
তোমার চরণ বিনু অন্য গতি নাই ॥ ৪৪ ॥
চন্দনেশ্বর, সিংহেশ্বর, মুরারি ব্রাহ্মণ।
বিষ্ণুদাস ইঁহো ধ্যায় তোমার চরণ ॥ ৪৫ ॥
প্রহররাজ মহাপাত্র ইঁহো মহামতি।
পরমানন্দ মহাপাত্র ইঁহার সংহতি ॥ ৪৬ ॥
এই সব বৈষ্ণব এই ক্ষেত্রের ভূষণ।
একান্তভাবে ভজে সবে তোমার চরণ ॥ ৪৭ ॥
তবে সবে পায়ে পড়ে দণ্ডবত হৈয়া।
সবা আলিঙ্গিল প্রভু প্রসাদ করিয়া ॥ ৪৮ ॥

রায় ভবানন্দ সহ প্রভুর মিলন

হেনকালে আইলা তাঁহা ভবানন্দ রায়।
চারিপুত্র-সঙ্গে পড়ে মহাপ্রভুর পায় ॥ ৪৯ ॥
সার্ব্বভৌম কহে—এই রায় ভবানন্দ।
ইঁহার প্রথম পুত্র রায় রামানন্দ ॥ ৫০ ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
স্তুতি করি কহে রামানন্দ-বিবরণ— ॥ ৫১ ॥

---

* লিখন-অধিকারী—হিসাবপত্র-রক্ষক।
† মহাসোয়ার—প্রধান পাচক।

রামানন্দ হেন রত্ন যাহার তনয়।
তাঁহার মহিমা লোকে কহনে না যায় ॥ ৫২ ॥
সাক্ষাত পাণ্ডু তুমি, তোমার পত্নী কুন্তী।
পঞ্চ-পাণ্ডব তোমার পঞ্চপুত্র মহামতি ॥ ৫৩ ॥
রায় কহে—আমি শূদ্র বিষয়ী অধম।
মোরে স্পর্শ তুমি—এই ঈশ্বর-লক্ষণ ॥ ৫৪ ॥
নিজ-গৃহ-বিত্ত-ভৃত্য-পঞ্চপুত্র-সনে।
আত্ম সমর্পিল আমি তোমার চরণে ॥ ৫৫ ॥
এই বাণীনাথ রহিবে তোমার চরণে।
যবে যেই আজ্ঞা, সেই করিবে সেবনে ॥ ৫৬ ॥
আত্মীয় জ্ঞান করি সঙ্কোচ না করিবে।
যবে যেই ইচ্ছা হয়, সেই আজ্ঞা দিবে ॥ ৫৭ ॥
প্রভু কহে—কি সঙ্কোচ, নহ তুমি পর।
জন্মে জন্মে তুমি আমার সবংশে কিঙ্কর ॥ ৫৮ ॥
দিন-পাঁচ-সাত-ভিতরে আসিবে রামানন্দ।
তাঁর সঙ্গে পূর্ণ হবে আমার আনন্দ ॥ ৫৯ ॥
এত বলি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
তাঁর পুত্র-সব শিরে ধরিল চরণ ॥ ৬০ ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঘরে পাঠাইল।
বাণীনাথ পট্টনায়কে নিকটে রাখিল ॥ ৬১ ॥
ভট্টাচার্য্য সব লোকে বিদায় করিল।
তবে প্রভু কালা-কৃষ্ণদাসে বোলাইল ॥ ৬২ ॥

প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তন সংবাদ নবদ্বীপে প্রেরণ
এবং ঐ সংবাদে শচীমাতা ও
ভক্তগণের আনন্দ

প্রভু কহে—ভট্ট! শুন ইঁহার চরিত।
দক্ষিণ গেলেন ইঁহো আমার সহিত ॥ ৬৩ ॥
ভট্টমারি হৈতে গেলা আমারে ছাড়িয়া।
ভট্টমারি হৈতে ইঁহায় আনিল উদ্ধারিয়া ॥ ৬৪ ॥
এবে আমি ইঁহা আনি করিল বিদায়।
যাঁহা তাঁহা যাউ আমা-সনে নাহি দায় ॥ ৬৫ ॥
এত শুনি কৃষ্ণদাস কান্দিতে লাগিলা।
মধ্যাহ্ন করিতে মহাপ্রভু উঠি গেলা ॥ ৬৬

নিত্যানন্দ জগদানন্দ মুকুন্দ দামোদর।
চারিজনে যুক্তি তবে করিল অন্তর— ॥ ৬৭ ॥
গৌড়দেশে পাঠাইতে চাহি একজন।
আইকে কহিবে যাই প্রভুর আগমন ॥ ৬৮ ॥
অদ্বৈত শ্রীবাস-আদি যত ভক্তগণ।
সবেই আসিবে শুনি প্রভুর আগমন ॥ ৬৯ ॥
এই কৃষ্ণদাসে দিব গৌড়ে পাঠাইয়া।
এত কহি তাঁরে রাখিল আশ্বাস করিয়া ॥ ৭০ ॥
আরদিন প্রভু-ঠাঁই কৈল নিবেদন—।
আজ্ঞা দেহ, গৌড়দেশে পাঠাই একজন ॥ ৭১ ॥
তোমার দক্ষিণ-গমন শুনি শচী আই।
অদ্বৈতাদি বৈষ্ণব আছেন দুঃখ পাই ॥ ৭২ ॥
একজন যাই কহে শুভ সমাচার।
প্রভু কহে—কর সেই, যে ইচ্ছা তোমার ॥ ৭৩ ॥
তবে সেই কৃষ্ণদাসে গৌড়ে পাঠাইল।
বৈষ্ণব-সবারে দিতে মহাপ্রসাদ দিল ॥ ৭৪ ॥
তবে গৌড়দেশে আইলা কালা-কৃষ্ণদাস।
নবদ্বীপ গেলা তেহোঁ শচী-আই-পাশ ॥ ৭৫ ॥
মহাপ্রসাদ দিয়া তারে কৈল নমস্কার।
দক্ষিণ হৈতে আইলা প্রভু—কহে সমাচার ॥ ৭৬॥
শুনি আনন্দিত হৈল শচী-মাতার মন।
শ্রীনিবাস-আদি আর যত ভক্তগণ ॥ ৭৭ ॥
শুনিয়া সবার হৈল পরম উল্লাস।
অদ্বৈত-আচার্য্য-গৃহে গেলা কৃষ্ণদাস ॥ ৭৮ ॥

ভক্তগণের নীলাচলে যাত্রা

আচার্য্যে প্রসাদ দিয়া কৈল নমস্কার।
সম্যক্ কহিল মহাপ্রভুর সমাচার ॥ ৭৯ ॥
শুনিয়া আচার্য্য পরম আনন্দ হৈল।
প্রেমাবেশে হুহুঙ্কার নৃত্যগীত কৈল ॥ ৮০ ॥
হরিদাস-ঠাকুরের হৈল পরম আনন্দ।
বাসুদেব-দত্ত, গুপ্ত মুরারি, শিবানন্দ ॥ ৮১ ॥
আচার্য্যরত্ন, আর পণ্ডিত-বক্রেশ্বর।
আচার্য্যনিধি, আর পণ্ডিত-গদাধর ॥ ৮২ ॥

শ্রীরামপণ্ডিত, আর পণ্ডিত-দামোদর।
শ্রীমান্‌-পণ্ডিত, আর বিজয়, শ্রীধর ॥ ৮৩ ॥
রাঘব-পণ্ডিত, আর আচার্য্য-নন্দন।
কতেক কহিব আর যত প্রভুর গণ ॥ ৮৪ ॥
শুনিযা সবার হৈল পরম উল্লাস।
সবে মিলি আইলা শ্রীঅদ্বৈতের পাশ ॥ ৮৫ ॥
আচার্য্যের কৈল সবে চরণ-বন্দন।
আচার্য্য-গোঁসাই কৈল সবা আলিঙ্গন ॥ ৮৬ ॥
দুই তিন দিন আচার্য্য মহোৎসব কৈল।
নীলাচল যাইতে তবে দৃঢ় যুক্তি হৈল ॥ ৮৭ ॥
সবে মিলি নবদ্বীপে একত্র হইয়া।
নীলাদ্রি চলিল শচীমাতার আজ্ঞা লৈয়া ॥ ৮৮ ॥
প্রভুর আগমন শুনি কুলীনগ্রাম-বাসী।
সত্যরাজ, রামানন্দ মিলিলা তাঁহা আসি ॥ ৮৯ ॥
মুকুন্দ, নরহরি, রঘুনন্দন খণ্ড হৈতে।
আচার্য্যের স্থানে আইলা নীলাচল যাইতে ॥৯০॥
সেই কালে দক্ষিণ হৈতে পরমানন্দ-পুরী।
গঙ্গা-তীরে-তীরে আইলা নদীয়া-নগরী ॥ ৯১ ॥
আইর মন্দিরে সুখে করিল বিশ্রাম।
আই তাঁরে ভিক্ষা দিল করিয়া সম্মান ॥ ৯২ ॥
প্রভু-আগমন তেঁহো তাহাঁই শুনিল।
শীঘ্র নীলাচল যাইতে তাঁর ইচ্ছা হৈল ॥ ৯৩ ॥
প্রভুর এক ভক্ত—দ্বিজ-কমলাকান্ত নাম।
তাঁরে লৈয়া নীলাচলে করিলা পয়ান ॥ ৯৪ ॥

পরমানন্দ-পুরীর নীলাচলে আগমন ও
প্রভু সহ মিলন

সত্বরে আসিয়া তেঁহো মিলিলা প্রভুরে।
প্রভুর আনন্দ হৈল পাইয়া তাঁহারে ॥ ৯৫ ॥
প্রেমাবেশে কৈল তাঁর চরণ-বন্দন।
তেঁহো প্রেমাবেশে কৈল প্রভুরে আলিঙ্গন ॥৯৬
প্রভু কহে—তোমা-সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা হয়।
মোরে কৃপা করি কর নীলাদ্রি-আশ্রয় ॥ ৯৭ ॥
পুরী কহে—তোমা-সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা করি।
গৌড় হৈতে চলি আইলাম নীলাচল-পুরী ॥ ৯৮ ॥
দক্ষিণ হইতে তোমার শুনি আগমন।
শচী আনন্দিত, আর যত ভক্তগণ ॥ ৯৯ ॥
সবেই আসিতেছেন তোমারে দেখিতে।
তাঁ-সবার বিলম্ব দেখি আইলাম ত্বরিতে ॥ ১০০ ॥
কাশী মিশ্রের আবাসে নিভৃতে এক ঘর।
প্রভু তাঁরে দিল, এক সেবার কিঙ্কর ॥ ১০১ ॥

স্বরূপ-দামোদর সহ মহাপ্রভুর মিলন

আরদিন আইলেন স্বরূপ-দামোদর।
প্রভুর অত্যন্ত মর্ম্ম, রসের সাগর ॥ ১০২ ॥ *
পুরুষোত্তম-আচার্য্য তাঁর নাম পূর্ব্বাশ্রমে।
নবদ্বীপে ছিলা তেঁহো প্রভুর চরণে ॥ ১০৩ ॥
প্রভুর সন্ন্যাস দেখি উন্মত্ত হইয়া।
সন্ন্যাস-গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া ॥ ১০৪ ॥
চৈতন্যানন্দ গুরু তাঁর আজ্ঞা দিল তাঁরে।
বেদান্ত পড়িয়া পড়াও সকল লোকেরে ॥ ১০৫ ॥
পরম বিরক্ত তেঁহো পরম পণ্ডিত।
কায়-মনে আশ্রিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ-চরিত ॥ ১০৬ ॥
নিশ্চিন্তে ভজিব কৃষ্ণ- -এই ত কারণে।
উন্মাদে করিলা তেঁহো সন্ন্যাস-গ্রহণে ॥ ১০৭ ॥
সন্ন্যাস করিল শিখা-সূত্র-ত্যাগরূপ।
যোগপট্ট না লইল—নাম হইল 'স্বরূপ' ॥ ১০৮ ॥
গুরুস্থানে আজ্ঞা মাগি আইলা নীলাচলে।
রাত্রিদিন কৃষ্ণপ্রেম-আনন্দ-বিহ্বলে ॥ ১০৯ ॥
পাণ্ডিত্যের অবধি, কথা নাহি কারো সনে।
নির্জ্জনে রহয়ে সব লোক নাহি জানে ॥ ১১০ ॥
কৃষ্ণরস-তত্ত্ববেত্তা, দেহ প্রেমরূপ।
সাক্ষাত মহাপ্রভুর দ্বিতীয়-স্বরূপ ॥ ১১১ ॥
গ্রন্থ, শ্লোক, গীত কেহো প্রভু-পাশে আনে।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে প্রভু তবে শুনে ॥ ১১২ ॥

* মর্ম্ম—অন্তরঙ্গ।

ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ, আর রসাভাস।
শুনিতে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস ॥ ১১৩ ॥
অতএব স্বরূপ আগে করে পরীক্ষণ।
শুদ্ধ হয় যদি, করায় প্রভুকে শ্রবণ ॥ ১১৪ ॥
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ ॥ ১১৫ ॥
সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব-সম, শাস্ত্রে বৃহস্পতি।
দামোদর-সম আর নাহি মহামতি ॥ ১১৬ ॥
অদ্বৈত-নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম।
শ্রীবাসাদি ভক্তগণের হয় প্রাণ-সম ॥ ১১৭ ॥
সেই দামোদর আসি দণ্ডবত হৈলা।
চরণে পড়িয়া শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ১১৮ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৮-অঙ্কে
১৪ শ্লোকঃ—

হেলোদ্ধূনিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীল-
দামোদরা।
শাম্যচ্ছাস্ত্র-বিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া ॥
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্য মর্য্যাদয়া।
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে! তব দয়া
ভূয়াদমন্দোদয়া ॥ ১১৯ ॥

হে চৈতন্যদেব! হে দয়ার সাগর! তোমার যে মাধুর্য্য সর্ব্ব দুঃখ দূরীভূত করে, যাহা নির্ম্মল, যাহা আনন্দ প্রদান করে, যাহা শাস্ত্রবিবাদ ধ্বংস করে, যাহা ভক্তিরস প্রদান করে, যাহা চিত্তে উন্মাদ নামক ভাবোদয় করে, যাহা সর্ব্বদা ভক্তি-সুখ প্রদান করে এবং যাহা মদ-নামক ভাবের সহিত বিদ্যমান, সেই অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হওয়ায় তোমার যে দয়া সম্যক্ প্রকাশ পায়, সেই দয়া আমার প্রতি প্রকটিত হউক ॥ ১১৯ ॥

উঠাইয়া মহাপ্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুই জনে প্রেমাবেশে হৈলা অচেতন ॥ ১২০ ॥
কতক্ষণে দুইজনে স্থির যবে হৈলা।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কহিতে লাগিলা ॥ ১২১ ॥

তুমি যে আসিবে আজি স্বপ্নেতে দেখিল।
ভাল হইল—অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল ॥ ১২২ ॥
স্বরূপ কহে—প্রভু মোর ক্ষম অপরাধ।
তোমা ছাড়ি অন্যত্র গেনু—করিনু প্রমাদ ॥১২৩॥
তোমার চরণে মোর নাহি প্রেম-লেশ।
তোমা ছাড়ি পাপী মুই গেনু অন্য দেশ ॥ ১২৪ ॥
মুই তোমা ছাড়িনু, তুমি মোরে না ছাড়িলা।
কৃপা-রজ্জু গলে বান্ধি চরণে আনিলা ॥ ১২৫ ॥
তবে স্বরূপ কৈল নিত্যানন্দের বন্দন।
নিত্যানন্দ-প্রভু কৈল প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ১২৬ ॥
জগদানন্দ মুকুন্দ শঙ্কর সার্ব্বভৌম।
সবা-সনে যথাযোগ্য করিলা মিলন ॥ ১২৭ ॥
পরমানন্দ-পুরীর কৈল চরণ বন্দন।
পুরী-গোঁসাই কৈল তাঁরে প্রেম-আলিঙ্গন ॥১২৮॥
মহাপ্রভু দিল তারে নিভৃতে বাসাঘর।
জলাদি-পরিচর্য্যা লাগি এক কিঙ্কর ॥ ১২৯ ॥

ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য গোবিন্দের প্রভু-পাশ
আগমন

আর দিন সার্ব্বভৌমাদি ভক্তগণ সঙ্গে।
বসি আছেন মহাপ্রভু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ ১৩০ ॥
হেনকালে গোবিন্দের হৈল আগমন।
দণ্ডবত করি কহে বিনয়-বচন ॥ ১৩১ ॥
ঈশ্বর-পুরীর ভৃত্য—গোবিন্দ মোর নাম।
পুরী-গোঁসাইর আজ্ঞায় আইনু তোমার স্থান ॥১৩২॥
সিদ্ধিপ্রাপ্তি-কালে গোঁসাই আজ্ঞা কৈল মোরে।
কৃষ্ণচৈতন্য-নিকট রহি সেবহ তাঁহারে ॥ ১৩৩ ॥
কাশীশ্বর আসিবেন তীর্থ দেখিয়া।
প্রভু-আজ্ঞায় তোমার পদে আইনু ধাইয়া ॥১৩৪॥
প্রভু কহে—পুরীশ্বর বাৎসল্য করেন মোরে।
কৃপা করি মোর ঠাঁই পাঠাইলা তোমারে ॥১৩৫॥
এত শুনি সার্ব্বভৌম প্রভুরে পুছিলা—।
পুরী-গোঁসাই শূদ্র-সেবক কাঁহে ত রাখিলা ॥১৩৬॥

প্রভু কহে—ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র।
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদ-পরতন্ত্র ॥ ১৩৭ ॥
ঈশ্বরের কৃপা জাতি-কুলাদি না মানে।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিলা ভোজনে ॥ ১৩৮ ॥
স্নেহলেশাপেক্ষা মাত্র ঈশ্বর-কৃপার।
স্নেহবশ হৈয়া করে স্বতন্ত্র আচার ॥ ১৩৯ ॥
মর্য্যাদা হইতে কোটিসুখ স্নেহ-আচরণে।
পরম আনন্দ হয় যাহার শ্রবণে ॥ ১৪০ ॥
এত বলি গোবিন্দেরে কৈল আলিঙ্গন।
গোবিন্দ করিল প্রভুর-চরণ-বন্দন ॥ ১৪১ ॥
প্রভু কহে—ভট্টাচার্য্য ! করহ বিচার।
গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য সে আমার ॥ ১৪২ ॥
ইঁহাকে আপন সেবা করাইতে না যুয়ায়।
গুরু আজ্ঞা দিয়াছেন—কি করি উপায় ॥ ১৪৩।
ভট্টাচার্য্য কহে—গুরু-আজ্ঞা বলবান্।
গুরু-আজ্ঞা না লঙ্ঘিবে—শাস্ত্র-পরমাণ ॥ ১৪৪ ॥

তথাহি রঘুবংশে ১৪-সর্গে সীতা-
বনবাসে ৪৬ শ্লোকঃ—

স শুশ্রুবান্ মাতরি ভার্গবেণ
পিতুর্নিয়োগাৎ প্রহৃতং দ্বিষদ্বৎ
প্রত্যগ্রহীদগ্রজ-শাসনং তৎ
আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া ॥ ১৪৫ ॥

পরশুরাম পিতৃ-আজ্ঞায় শঙ্কা ত্যাগ মাতার শিরশ্ছেদন করিলেন, ইহা শুনিয়া লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ-প্রতিপালনার্থে সীতাকে বনে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, যেহেতু গুরুগণের আজ্ঞায় বিচার করিতে নাই ॥ ১৪৫ ॥

তবে মহাপ্রভু তাঁরে করি অঙ্গীকার।
আপন-শ্রীঅঙ্গ-সেবায় দিল অধিকার ॥ ১৪৬ ॥
'প্রভুর প্রিয়-ভৃত্য' করি সবে করে মান।
সকল বৈষ্ণবের গোবিন্দ করে সমাধান ॥ ১৪৭ ॥
ছোট বড় কীর্ত্তনীয়া দুই হরিদাস।
রামাই নন্দাই রহে গোবিন্দের পাশ ॥ ১৪৮ ॥
গোবিন্দের সঙ্গে করে প্রভুর সেবন।
গোবিন্দের ভাগ্যসীমা না যায় বর্ণন ॥ ১৪৯ ॥

ব্রহ্মানন্দ ভারতী সহ প্রভুর মিলন

আর দিন মুকুন্দ দত্ত কহে প্রভু-স্থানে—।
ব্রহ্মানন্দ-ভারতী আইলা তোমার দর্শনে ॥১৫০॥
আজ্ঞা দেহ যদি, তাঁরে আনিয়ে এথাই।
প্রভু কহে—গুরু তেঁহো, যাব তাঁর ঠাঁই ॥১৫১॥
এত বলি মহাপ্রভু সব-ভক্ত-সঙ্গে।
চলি আইলা ব্রহ্মানন্দ ভারতীর আগে ॥ ১৫২ ॥
ব্রহ্মানন্দ পরিয়াছে মৃগচর্ম্মাম্বর।
তাহা দেখি প্রভুর দুঃখ হইল অন্তর ॥ ১৫৩ ॥
দেখিয়াও ছল কৈল যেন দেখি নাই।
মুকুন্দেরে পুছে—কোথায় ভারতী-
গোঁসাই ॥ ১৫৪ ॥
মুকুন্দ কহে—এই দেখ আগে বিদ্যমান।
প্রভু কহে—তেঁহো নহে, তুমি অগেয়ান ॥১৫৫॥
অন্যেরে অন্য কহ, নাহি তোমার জ্ঞান।
ভারতী-গোঁসাই কেনে পরিবেন চাম ॥১৫৬॥*
শুনি ব্রহ্মানন্দ তবে হৃদয়ে বিচারে—।
মোর চর্ম্মাম্বর এই না ভায় ইঁহারে ॥ ১৫৭ ॥ †
ভাল কহে, চর্ম্মাম্বর দম্ভ লাগি পরি।
চর্ম্মাম্বর-পরিধানে সংসার না তরি ॥ ১৫৮ ॥
আজি হৈতে না পরিব এই চর্ম্মাম্বর।
বহির্ব্বাস আনাইলা প্রভু জানিয়া অন্তর ॥১৫৯॥
চর্ম্ম ছাড়ি ব্রহ্মানন্দ পরিল বসন।
প্রভু আসি কৈল তাঁর চরণ-বন্দন ॥ ১৬০ ॥
ভারতী কহে—তোমার আচার লোক শিখাইতে।
পুনঃ না করিবে নতি, ভয় পাই চিতে ॥ ১৬১ ॥
সাম্প্রতিক দুই ব্রহ্ম ইঁহ চলাচল।
জগন্নাথ অচল ব্রহ্ম, তুমি ত সচল ॥ ১৬২ ॥

* চাম—চামড়া।

† না ভায়—ভাল লাগে না।

তুমি গৌরবর্ণ, তেঁহো শ্যাম-বরণ।
দুই ব্রহ্মে কৈল সব জগত-তারণ ॥ ১৬৩ ॥
প্রভু কহে—সত্য কহ, তোমার আগমনে।
দুই ব্রহ্ম প্রকটিলা শ্রীপুরুষোত্তমে ॥ ১৬৪ ॥
ব্রহ্মানন্দ নামে তুমি গৌর-ব্রহ্ম চল।
শ্যাম-ব্রহ্ম জগন্নাথ বসি আছে অচল ॥ ১৬৫ ॥
ভারতী কহে—সার্ব্বভৌম! মধ্যস্থ হইয়া।
ইঁহার সনে মোর ন্যায় বুঝ মন দিয়া ॥ ১৬৬ ॥
ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাবে জীব ব্রহ্ম জানি।
জীব ব্যাপ্য, ব্রহ্ম ব্যাপক—শাস্ত্রেতে
বাখানি ॥ ১৬৭ ॥
চর্ম্ম ঘুচাইয়া কৈল আমার শোধন।
দোঁহার ব্যাপ্য-ব্যাপকত্বে এই ত কারণ ॥ ১৬৮ ॥

তথাহি মহাভারতে বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে—

সুবর্ণ-বর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥১৬৯॥*

এই সব নামের ইঁহো হয় নিজাস্পদ।
চন্দনাক্ত প্রসাদ-ডোর শ্রীভুজে অঙ্গদ ॥ ১৭০ ॥
ভট্টাচার্য্য কহে—ভারতী দেখি তোমার জয়।
প্রভু কহে—যেই কহ, সেই সত্য হয় ॥ ১৭১ ॥
গুরু-শিষ্য-ন্যায়ে শিষ্যের সত্য পরাজয়।
ভারতী কহে এই নহে, অন্য হেতু হয় ॥ ১৭২ ॥
ভক্ত-ঠাঁই তুমি হার—এ তোমার স্বভাব।
আর এক শুন তুমি আপন-প্রভাব ॥ ১৭৩ ॥
আজন্ম করিনু আমি নিরাকার-ধ্যান।
তোমা দেখি কৃষ্ণ হৈলা মোর বিদ্যমান ॥ ১৭৪ ॥
কৃষ্ণনাম মুখে স্ফুরে, মনে নেত্রে 'কৃষ্ণ'।
তোমাকে তদ্রূপ দেখি হৃদয় সতৃষ্ণ ॥ ১৭৫ ॥
বিল্বমঙ্গল কহিল যৈছে দশা আপনার।
তোমা দেখি সেই দশা হইল আমার ॥ ১৭৬ ॥

* অনুবাদ ৪৩ পৃষ্ঠায় ৪৮ দাগে দ্রষ্টব্য।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিম-বিভাগে
প্রথম-লহর্য্যাং ২০শ-শ্লোক-ধৃত
বিল্বমঙ্গল বাক্যং—

অদ্বৈতবীথী-পথিকৈরুপাস্যাঃ
স্বানন্দ-সিংহাসন-লব্ধদীক্ষাঃ।
হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন
দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥ ১৭৭ ॥

আমরা অদ্বৈত-মার্গের পথিকগণের আরাধ্য ছিলাম বলিয়া অর্থাৎ আমরা মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের শ্রেষ্ঠ ছিলাম বলিয়া সকলে আমাদিগকে মান্য করিত এবং আমরা ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়াছিলাম বলিয়া সকলে আমাদের পূজা করিত। আহা! আমরা এমন সম্মানে ছিলাম, কিন্তু কোন্ গোপবধূ-লম্পট ধূর্ত্ত আমাদের সে সম্মান ঘুচাইয়া আমাদিগকে বলপূর্ব্বক তাঁহার দাস করিল ॥ ১৭৭ ॥

প্রভু কহে—কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়।
যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরয় ॥ ১৭৮ ॥
ভট্টাচার্য্য কহে—দোঁহার সত্য বচন।
আগে যদি কৃষ্ণ দেন সাক্ষাত দর্শন ॥ ১৭৯ ॥
প্রেম বিনা কভু নহে তাঁর সাক্ষাৎকার।
ইঁহার কৃপাতে হয় দর্শন ইঁহার ॥ ১৮০ ॥
প্রভু কহে—বিষ্ণু বিষ্ণু! কি কহ সার্ব্বভৌম।
অতিস্তুতি হয় এই নিন্দার লক্ষণ ॥ ১৮১ ॥
এত বলি ভারতী লৈয়া নিজ-বাসা আইলা।
ভারতী-গোঁসাই প্রভুর নিকটে রহিলা ॥ ১৮২ ॥
রামভদ্রাচার্য্য, আর ভগবান্ আচার্য্য।
প্রভু-পাশে রহিলা দোঁহে ছাড়ি নিজ-কার্য্য ॥১৮৩॥
কাশীশ্বর-গোঁসাই আইলা আরদিনে।
সম্মান করিয়া প্রভু রাখিলা নিজস্থানে ॥ ১৮৪ ॥
প্রভুরে করান লৈয়া ঈশ্বর-দর্শন।
আগে লোক-ভিঁড় সব করে নিবারণ ॥ ১৮৫ ॥

যত নদ-নদী যৈছে সমুদ্রে মিলয় ।
ঐছে মহাপ্রভুর ভক্ত যাঁহা যাহা হয় ॥ ১৮৬ ॥
সবে আসি মিলিলা প্রভুর শ্রীচরণে ।
প্রভু কৃপা করি সবায় রাখিলা নিজ-স্থানে ॥১৮৭॥
এই ত কহিল প্রভুর বৈষ্ণব-মিলন ।
ইহা যেই শুনে, পায় চৈতন্য-চরণ ॥ ১৮৮ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৮৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বৈষ্ণব-মিলনং
নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ ।

একাদশ পরিচ্ছেদ

অত্যুদ্দণ্ডং তাণ্ডবং গৌরচন্দ্রঃ
কুর্ব্বন্ ভক্তৈঃ শ্রীজগন্নাথ-গেহে ।
নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ স্বধাম্না
চক্রে বিশ্বং প্রেমবন্যা-নিমগ্নং ॥ ১ ॥

বিবিধ-ভাব বিভূষিত শ্রীগৌরচন্দ্র শ্রীজগন্নাথ-মন্দির-পরিক্রমা-কালে অতি উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে নিজ-মাধুর্য্যে সমস্ত জগৎ প্রেমবন্যায় নিমগ্ন করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

প্রভু সহ মিলনে প্রতাপরুদ্রের উৎকণ্ঠা এবং তদর্থে
সার্ব্বভৌম ও রামানন্দের চেষ্টা

আরদিন সার্ব্বভৌম কহে প্রভু-স্থানে— ।
অভয়-দান দেহ, তবে করি নিবেদনে ॥ ৩ ॥
প্রভু কহে—কহ তুমি, কিছু নাহি ভয় ।
যোগ্য হৈলে করিব, অযোগ্য হৈলে নয় ॥ ৪ ॥
সার্ব্বভৌম কহে—এই প্রতাপরুদ্র রায় ।
উৎকণ্ঠিত হৈয়াছে, তোমা মিলিবারে চায় ॥ ৫ ॥
কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে নারায়ণ— ।
সার্ব্বভৌম ! কহ কেন অযোগ্য বচন ॥ ৬ ॥
সন্ন্যাসী বিরক্ত মোর রাজ-দরশন
স্ত্রী-দরশন সম বিষের ভক্ষণ ॥ ৭

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে
৮ম অঙ্কে ২৭ শ্লোকঃ—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য ।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত ! বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু ॥ ৮ ॥

যিনি সংসার-সমুদ্র পার হইবার ইচ্ছায় সমস্ত-বিষয়-ভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে বিষয়ী ব্যক্তি ও স্ত্রীলোকের সন্দর্শন অর্থাৎ বিশেষ-রূপ দর্শন কি না মিলিত হইয়া তৎসহ সংলাপাদি বিষ-ভক্ষণ হইতেও অধিক অমঙ্গলকর ॥ ৮ ॥

সার্ব্বভৌম কহে—সত্য তোমার বচন ।
কিন্তু রাজা জগন্নাথ-সেবক ভক্তোত্তম ॥ ৯ ॥
প্রভু কহে—তথাপি রাজা কাল-সর্পাকার ।
কাষ্ঠনারী-স্পর্শে যৈছে উপজে বিকার ॥ ১০ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে
৮ম-অঙ্কে ২৮শ-শ্লোকঃ—

আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।
যথাহের্ম্মনসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাকৃতেরপি ॥ ১১ ॥

স্ত্রীলোক ও বিষয়ীদিগের কাষ্ঠমৃত্তিকাদি নির্ম্মিত মূর্ত্তি বা চিত্রপটে অঙ্কিত মূর্ত্তি দেখিলেও ভজনোন্মুখ ব্যক্তির ভয় হওয়া কর্ত্তব্য, যেহেতু সর্প হইতেও যেমন ভয় হয়, তদ্রূপ তাহার সর্পের অর্থাৎ গঠিত বা অঙ্কিত আকার দেখিয়াও ভয় হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবা।
পুনঃ যদি কহ আমা এথা না দেখিবা ॥ ১২ ॥
ভয় পাইয়া সার্ব্বভৌম নিজ-ঘরে গেলা।
হেনকালে প্রতাপরুদ্র পুরুষোত্তম আইলা ॥ ১৩ ॥
রামানন্দ রায় আইলা গজপতি-সঙ্গে।
প্রথমেই প্রভুরে আসি মিলিলেন রঙ্গে ॥ ১৪ ॥ *
রায় প্রণতি কৈল, প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুইজনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন ॥ ১৫ ॥
রায়-সনে প্রভুর দেখি স্নেহ-ব্যবহার।
সব ভক্তগণ মনে হৈল চমৎকার ॥ ১৬ ॥
রায় কহে—তোমার আজ্ঞা রাজাকে কহিল।
তোমার ইচ্ছায় রাজা মোরে বিষয় ছাড়াইল ॥১৭॥
আমি কহি—আমা হৈতে না হয় বিষয়।
চৈতন্য-চরণে রহোঁ যদি আজ্ঞা হয় ॥ ১৮ ॥
তোমার নাম শুনি রাজা আনন্দিত হৈল।
আসন হৈতে উঠি মোরে আলিঙ্গন কৈল ॥ ১৯ ॥
তোমার নাম শুনি হৈল মহা-প্রেমাবেশে।
মোর হাতে ধরি কহে পীরিতি-বিশেষে— ॥২০॥
তোমার যে বর্ত্তন তুমি খাহ সে বর্ত্তন।
নিশ্চিন্ত হইয়া সেব' প্রভুর চরণ ॥ ২১ ॥
আমি ছার যোগ্য নহি তাঁর দরশনে।
তাঁরে যেই সেবে তার সফল জীবনে ॥ ২২ ॥
পরম কৃপালু তেঁহো ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কোনো জন্মে অবশ্য মোরে দিবে দরশন ॥ ২৩ ॥
যে তাহার প্রেম-আর্ত্তি দেখিল তোমাতে।
তার এক লেশ প্রীতি নাহিক আমাতে ॥ ২৪ ॥
প্রভু কহেন—তুমি কৃষ্ণ-ভকত-প্রধান।
তোমারে যে প্রীতি করে সেই ভাগ্যবান্ ॥ ২৫ ॥
তোমাতে এতেক প্রীতি হইল রাজার।
এই গুণে কৃষ্ণ তাঁরে করিবেন অঙ্গীকার ॥ ২৬ ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে ৭ম-শ্লোকে-
ধৃত আদিপুরাণ-বচনং—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ! ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥২৭॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! যাহারা কেবলমাত্র আমার ভক্ত, তাহারা আমার উত্তম ভক্ত নহে, কিন্তু যাহারা আমার ভক্তের ভক্ত, তাহারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত ॥ ২৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১-স্কঃ ১৯-অঃ
২১-শ্লোঃ—

আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনং।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতি ॥ ২৮ ॥

আমার সেবায় আদর করা, সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা আমার অভিবাদন করা এবং আমার ভক্তের পূজা করিলে আমি অধিক সন্তুষ্ট হই বলিয়া, আমার পূজা হইতে আমার ভক্তের পূজাকে শ্রেষ্ঠজ্ঞানে, ভক্তের পূজা করা ও সর্ব্বজীবে আমি আছি এইরূপ জ্ঞান করা—এ সমস্তই হইল আমাতে ভক্তির লক্ষণ ॥ ২৮ ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে ৫-শ্লোক-
ধৃত পদ্মপুরাণবাক্যং—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।
তস্মাৎ পরতরং দেবি! তদীয়ানাং সমর্চ্চনং ॥২৯॥

* আইলা গজপতি-সঙ্গে—মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সঙ্গেই আসিলেন। গজপতি হইল মহারাজ প্রতাপরুদ্রের উপাধি। রঙ্গে—মহানন্দে।

শ্রীমহাদেব শ্রীভগবতীকে বলিলেন, হে দেবি! সমস্ত দেবদেবীর আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু বিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষাও আবার তাঁহার ভক্তগণের আরাধনা অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে ভক্তগণের পূজা হইল আরও শ্রেষ্ঠ ॥ ২৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩-স্কন্ধে ৭-অধ্যায়ে ২০-শ্লোকে—

দুরাপা হ্যল্প-তপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠ-বর্ত্মসু।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥৩০ ॥

বিদুর-মহাশয় শ্রীমৈত্রেয়কে বলিলেন, যাঁহারা নিত্য দেবদেব শ্রীজনার্দ্দনের গুণগান করেন, বৈকুণ্ঠলোক-প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ সেই সমস্ত মহতের সেবা লাভ করা অল্প-পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণের পক্ষে বড়ই দুরূহ ॥ ৩০ ॥

মিলনার্থে প্রতাপরুদ্রের দারুণ উৎকণ্ঠা

পুরী, ভারতী-গোঁসাই, স্বরূপ, নিত্যানন্দ।
চারি গোঁসাইর কৈল রায় চরণাভিবন্দ ॥ ৩১ ॥*
জগদানন্দ মুকুন্দাদি যত ভক্তগণ।
যথাযোগ্য সব ভক্তে করিল মিলন ॥ ৩২ ॥
প্রভু কহে—রায়! দেখিলে কমল-লোচন।
রায় কহে—এবে যাই পাব দরশন ॥ ৩৩ ॥
প্রভু কহে—রায়! তুমি কি কর্ম্ম করিলে।
ঈশ্বর না দেখি আগে এথা কেনে আইলে ॥৩৪॥
রায় কহে—চরণ রথ, হৃদয় সারথি।
যাঁহা লৈয়া যায় তাঁহা যায় জীব রথী ॥ ৩৫ ॥
আমি কি করিব, মন ইঁহা লৈয়া আইল।
জগন্নাথ-দরশনে বিচার না কৈল ॥ ৩৬ ॥
প্রভু কহে—যাহ শীঘ্র কর দরশন।
ঐছে ঘর যাই কর কুটুম্ব-মিলন ॥ ৩৭ ॥
প্রভু-আজ্ঞা পাইয়া রায় চলিলা দর্শনে।
রায়ের প্রেমভক্তি-রীতি বুঝে কোন্ জনে ॥৩৮॥

মহাপ্রভুর কৃপা পাইবার জন্য সার্ব্বভৌম কর্তৃক প্রতাপরুদ্রকে উপায়-কথন

ক্ষেত্রে আসি রাজা সার্ব্বভৌমে বোলাইল।
সার্ব্বভৌমে নমস্করি তাঁহারে পুছিল— ॥ ৩৯ ॥
মোর লাগি প্রভু-পদে কৈলে নিবেদন।
সার্ব্বভৌম কহে—কৈল অনেক যতন ॥ ৪০ ॥*
তথাপি না করে তেঁহো রাজ-দরশন।
ক্ষেত্র ছাড়ে পুনঃ যদি করি নিবেদন ॥ ৪১ ॥
শুনিয়া রাজার মনে দুঃখ উপজিল।
বিষাদ করিয়া কিছু কহিতে লাগিল ॥ ৪২ ॥
পাপী নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার।
জগাই-মাধাই তেঁহো করিলা উদ্ধার ॥ ৪৩ ॥
প্রতাপরুদ্র ছাড়ি করিবেন জগত-উদ্ধার।
এই প্রতিজ্ঞা করি প্রভু করিয়াছেন অবতার ॥৪৪॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৮ম-অঙ্কে ৩৪শ-শ্লোকে সার্ব্বভৌমং প্রতি প্রতাপরুদ্র-বচনং—

অদর্শনীয়ানপি নীচজাতীন্।
স বীক্ষতে হন্ত! তথাপি নো মাং।
মদেকবর্জ্জং কৃপয়িষ্যতীতি
নির্ণীয় কিং সোঽবততার দেবঃ ॥ ৪৫ ॥

যিনি দর্শনযোগ্য ম্লেচ্ছাদি নীচজাতিকেও দর্শন দেন, কিন্তু হায়, হায়! তথাপি আমাকে দর্শন দিতেছেন না। অতএব আমাকে বর্জ্জন করিয়া সমস্ত জগৎ উদ্ধার করিবেন, এই নিশ্চয় করিয়াই কি সেই শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়াছেন? ॥ ৪৫ ॥

তাঁর প্রতিজ্ঞা—না করিব রাজ-দরশন।
মোর প্রতিজ্ঞা—তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন ॥৪৬॥
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপাধন।
কিবা রাজ্য কিবা দেহ—সব অকারণ ॥ ৪৭ ॥

চরণাভিবন্দ—শ্রীচরণে প্রণাম।

কৈল—করিলাম।

এত শুনি ভট্টাচার্য্য হইলা চিন্তিত।
রাজার অনুরাগ দেখি হইলা বিস্মিত ॥ ৪৮ ॥
ভট্টাচার্য্য কহে—দেব! না কর বিষাদ।
তোমার উপর প্রভুর অবশ্য হৈবে প্রসাদ ॥ ৪৯ ॥
তেঁহো প্রেমাধীন, তোমার প্রেম গাঢ়তর।
অবশ্য করিবেন কৃপা তোমার উপর ॥ ৫০ ॥
তথাপি কহিয়ে আমি এই এক উপায়।
এই উপায় করি তুমি দেখিবে প্রভুর পায় ॥৫১॥
রথযাত্রা-দিনে প্রভু সব ভক্ত লৈয়া।
রথ-আগে নৃত্য করেন প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ ৫২ ॥
প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে করেন প্রবেশ।
সেই কালে তুমি একা ছাড়ি রাজবেশ ॥ ৫৩ ॥
কৃষ্ণরাস-পঞ্চাধ্যায়ী করিতে পঠন।
একলা গিয়া মহাপ্রভুর ধরিবে চরণ ॥ ৫৪ ॥
বাহ্যজ্ঞান নাহি সে কালে কৃষ্ণনাম শুনি।
আলিঙ্গন করিবেন তোমায় বৈষ্ণব জানি ॥ ৫৫ ॥
রামানন্দ রায় আজি তোমার প্রেম-গুণ।
প্রভু-আগে কহিল, তাতে ফিরিয়াছে মন ॥ ৫৬॥
শুনি গজপতি মনে সুখ উপজিল।
প্রভুরে মিলিতে এই যুক্তি দৃঢ় কৈল ॥ ৫৭ ॥
স্নানযাত্রা কবে হবে—পুছিল ভট্টেরে।
ভট্ট কহে—তিনদিন আছয়ে যাত্রারে ॥ ৫৮ ॥
স্নানযাত্রা দেখি প্রভু পাইল বড় সুখ।
ঈশ্বরের অনবসরে পাইল মহাদুঃখ ॥ ৫৯ ॥
গোপীভাবে বিরহেতে বিহ্বল হইয়া।
আলালনাথে গেল প্রভু সবারে ছাড়িয়া ॥ ৬০ ॥

গৌড় হইতে ভক্তগণের নীলাচলে আগমন ও সপরিবারে প্রতাপরুদ্রের ঐ সমস্ত ভক্ত-দর্শন

পাছে ভক্তগণ গেলা প্রভুর চরণে।
গৌড় হৈতে ভক্ত আইসে—কৈল নিবেদনে ॥৬১॥
সার্ব্বভৌম নীলাচলে আইলা প্রভু লৈয়া।
প্রভু আইলা—রাজার ঠাঁই কহিলেন গিয়া ॥৬২॥
হেনকালে আইলা তাঁহা গোপীনাথাচার্য্য।
রাজারে আশীর্ব্বাদ করি কহে—শুন ভট্টাচার্য্য ॥ ৬৩ ॥
গৌড় হৈতে বৈষ্ণব আসিয়াছে দুই শত।
মহাপ্রভুর ভক্ত সব মহাভাগবত ॥ ৬৪ ॥
নরেন্দ্রে আসিয়া সবে হৈলা বিদ্যমান।
তাঁ-সবারে চাহি বাসা-প্রসাদ-সমাধান ॥ ৬৫ ॥*
রাজা কহে—পড়িছাকে আমি আজ্ঞা দিব।
বাসা-আদি যে চাহিয়ে পড়িছা সব দিব ॥ ৬৬ ॥
মহাপ্রভুর গণ যত আইলা গৌড় হৈতে।
ভট্টাচার্য্য! একে একে দেখাহ আমাতে ॥ ৬৭ ॥
ভট্ট কহে—অট্টালিকা কর আরোহণ।
গোপীনাথ চিনে সবারে, করাবে দর্শন ॥ ৬৮ ॥
আমি কাহো নাহি চিনি, চিনিতে মন হয়।
গোপীনাথাচার্য্য সবার করাবে পরিচয় ॥ ৬৯ ॥
এত কহি তিনজন অট্টালী চড়িলা।
হেনকালে বৈষ্ণবগণ নিকটে আইলা ॥ ৭০ ॥
দামোদর-স্বরূপ, গোবিন্দ—দুইজন।
মালা-প্রসাদ লৈয়া যায় যাঁহা বৈষ্ণবগণ ॥ ৭১ ॥
প্রথমেই মহাপ্রভু পাঠাইলা দোঁহারে।
রাজা কহে—দুই কোন্ চিনাহ আমারে ॥ ৭২ ॥
ভট্টচার্য্য কহে—এই স্বরূপ-দামোদর।
মহাপ্রভুর হয় ইঁহো দ্বিতীয়-কলেবর ॥ ৭৩ ॥
দ্বিতীয় গোবিন্দ ভৃত্য, ইঁহা দোঁহা দিয়া।
মালা পাঠাইয়াছেন প্রভু গৌরব করিয়া ॥ ৭৪ ॥
আগে মালা অদ্বৈতেরে স্বরূপ পরাইল।
পাছে গোবিন্দ দ্বিতীয়-মালা আনি তাঁরে দিল ॥৭৫॥
তবে গোবিন্দ দণ্ডবত কৈল আচার্য্যেরে।
তাঁরে না চিনেন আচার্য্য—পুছিল দামোদরে ॥৭৬॥
দামোদর কহেন—ইঁহার গোবিন্দ নাম।
ঈশ্বর-পুরীর সেবক অতি গুণবান্ ॥ ৭৭ ॥

* নরেন্দ্র—নরেন্দ্র-সরোবর। এই সরোবরে শ্রীজগন্নাথ-দেবের জলকেলি হয়।

প্রভুর সেবা করিতে ইঁহারে পুরী আজ্ঞা দিল
অতএব প্রভু ইঁহাকে নিকটে রাখিল ॥ ৭৮ ॥
রাজা কহে—যাঁরে মালা দিল দুইজন।
আশ্চর্য্য তেজ—কহ বড় মহান্ত কোন্ ॥ ৭৯ ॥
আচার্য্য কহে—ইঁহার নাম অদ্বৈত-আচার্য্য।
মহাপ্রভুর মান্যপাত্র সর্ব্ব-শিরোধার্য্য ॥ ৮০ ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত ইঁহো পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
বিদ্যানিধি আচার্য্য ইঁহো পণ্ডিত গদাধর ॥ ৮১
আচার্য্য-রত্ন ইঁহো আচার্য্য পুরন্দর।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত ইঁহো পণ্ডিত শঙ্কর ॥ ৮২ ॥
এই মুরারি গুপ্ত, এই পণ্ডিত নারায়ণ।
হরিদাস ঠাকুর এই ভুবন-পাবন ॥ ৮৩ ॥
এই হরিভট্ট, এই শ্রীনৃসিংহানন্দ।
এই বাসুদেব দত্ত, এই শিবানন্দ ॥ ৮৪ ॥
গোবিন্দ, মাধব, আর বাসুদেব ঘোষ।
তিন ভাই কীর্ত্তনে করে প্রভুর সন্তোষ ॥ ৮৫
রাঘব-পণ্ডিত এই, আচার্য্য-নন্দন।
শ্রীমান্-পণ্ডিত এই, শ্রীকান্ত, নারায়ণ ॥ ৮৬ ॥
শুক্লাম্বর এই, এই শ্রীধর, বিজয়।
বল্লভ সেন এই, পুরুষোত্তম সঞ্জয় ॥ ৮৭ ॥
কুলীন-গ্রামবাসী এই সত্যরাজ খান্।
রামানন্দ-আদি এই দেখ বিদ্যমান্ ॥ ৮৮ ॥

শ্রীচৈতন্যের শ্রীকৃষ্ণত্ব সম্বন্ধে সার্ব্বভৌমের সহিত প্রতাপরুদ্রের
কথোপকথন

মুকুন্দ-দাস নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর সুলোচন ॥ ৮৯ ॥
কতেক কহিব এই দেখ যত জন।
শ্রীচৈতন্য-গণ সব চৈতন্য-জীবন ॥ ৯০ ॥
রাজা কহে—দেখি মোর হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণবের ঐছে তেজ নাহি দেখি আর ॥ ৯১
কোটিসূর্য্য সম সবার উজ্জ্বল বরণ।
কভু নাহি শুনি এই মধুর কীর্ত্তন ॥ ৯২ ॥
ঐছে প্রেম, ঐছে নৃত্য, ঐছে হরিধ্বনি।
কাঁহা নাহি দেখি ঐছে, কাঁহা নাহি শুনি ॥৯৩॥
ভট্টাচার্য্য কহে—তোমার সত্য বচন।
চৈতন্যের সৃষ্টি এই নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৯৪ ॥
অবতরি চৈতন্য কৈল ধর্ম্ম-প্রচারণ।
কলিকালের ধর্ম্ম—"কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন" ॥ ৯৫ ॥
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন।
সেই ত সুমেধা, আর কলিহত জন ॥ ৯৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ে
২৯ শ্লোকঃ—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥৯৭॥*
রাজা কহে—শাস্ত্র-প্রমাণে চৈতন্য হন 'কৃষ্ণ'।
তবে কেন পণ্ডিত-সব তাঁহাতে বিতৃষ্ণ ॥ ৯৮ ॥
ভট্ট কহে—তাঁর কৃপালেশ হয় যারে।
সেই সে তাঁহারে 'কৃষ্ণ' করি লৈতে পারে ॥৯৯॥
তাঁর কৃপা নাহি যারে, পণ্ডিত নহে কেনে।
দেখিলে শুনিলে তারে 'ঈশ্বর' না মানে ॥১০০॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কন্ধে ১৪-অধ্যায়ে
২৮ শ্লোকঃ—

তথাপি তে দেব! পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥ ১০১ ॥†
রাজা কহে—সবে জগন্নাথ না দেখিয়া।
চৈতন্যের বাসা আগে চলিলা ধাইয়া ॥ ১০২ ॥
ভট্ট কহে—এই স্বাভাবিক প্রেমরীত।
প্রভুরে মিলিতে সবার উৎকণ্ঠিত চিত ॥ ১০৩ ॥

* অনুবাদ ৪১ পৃষ্ঠায় ৫০-৫১ দাগের ব্যাখ্যায় 'কলিযুগে ·' ইত্যাদি ৫১ দাগের অনুবাদে দ্রষ্টব্য।
† অনুবাদ ১৭৬ পৃষ্ঠায় ৮৩ দাগে দ্রষ্টব্য।

আগে তাঁরে মিলি সবে তাঁরে সঙ্গে লৈয়া।
তাঁর সঙ্গে জগন্নাথ দেখিবেন গিয়া ॥ ১০৪ ॥
রাজা কহে—ভবানন্দের পুত্র বাণীনাথ।
মহাপ্রসাদ লৈয়া সঙ্গে জন পাঁচ-সাত ॥ ১০৫ ॥
মহাপ্রভুর আলয়ে সবে করিল গমন।
এত মহাপ্রসাদ বা চাহি কি কারণ ॥ ১০৬ ॥
ভট্ট কহে—ভক্তগণ আইলা জানিয়া।
প্রভুর ইঙ্গিতে তাঁহা যায় প্রসাদ লৈয়া ॥ ১০৭ ॥
রাজা কহে—উপবাস ক্ষৌর তীর্থের বিধান।
তাহা না করিয়া কেনে খান অন্ন-পান ॥ ১০৮ ॥
ভট্ট কহে—তুমি কহ সেই বিধি-ধর্ম্ম।
এই রাগমার্গে আছে সূক্ষ্ম ধর্ম্ম-মর্ম্ম ॥ ১০৯ ॥
ঈশ্বরের পরোক্ষ-আজ্ঞা—ক্ষৌর উপোষণ।
প্রভুর সাক্ষাত-আজ্ঞা—প্রসাদ-ভক্ষণ ॥ ১১০ ॥
বিশেষে শ্রীহস্তে প্রভু করেন পরিবেশন।
এত লাভ ছাড়ি কেবা করে উপোষণ ॥ ১১১ ॥
তাঁহা উপবাস যাঁহা নাহিক প্রসাদ।
প্রভু-আজ্ঞা-প্রসাদ-ত্যাগ হয় অপরাধ ॥ ১১২ ॥
পূর্ব্বে প্রভু প্রসাদান্ন মোরে আনি দিল।
প্রাতে শয্যায় বসি আমি সেই অন্ন খাইল ॥ ১১৩ ॥
যারে কৃপা করি করে হৃদয়ে প্রেরণ।
কৃষ্ণাশ্রয়ে ছাড়ে সেই বেদ-লোক ধর্ম্ম ॥ ১১৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৪র্থ স্কন্ধে ২৯শ অধ্যায়ে
৪৬ শ্লোক:—

যদা যস্যানুগৃহ্নাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ
পরিনিষ্ঠিতাং ॥ ১১৫ ॥

দেবর্ষি নারদ প্রাচীনবর্হি রাজাকে বলিলেন, হে মহারাজ! ভক্ত কর্ত্তৃক শ্রীভগবান্ মনোমধ্যে চিন্তিত হইয়া যখন যে ভক্তকে কৃপা করেন, তখন সেই ভক্ত লোকাচার ও বেদ-বিহিত কর্ম্মে আসক্তি-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ১১৫ ॥

তবে রাজা অট্টালিকা হৈতে উত্তরিলা।
কাশী-মিশ্র, পড়িছা দোঁহায় আনাইলা ॥ ১১৬ ॥
প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা দিল, সেই দুই জনে—
প্রভু-স্থানে আসিয়াছে যত ভক্তগণে ॥ ১১৭ ॥
সবারে স্বচ্ছন্দ বাসা, স্বচ্ছন্দ প্রসাদ।
স্বচ্ছন্দে দর্শন করাইহ, যেন নহে বাধ ॥ ১১৮ ॥
প্রভুর আজ্ঞা ধরিহ দোঁহে সাবধান হৈয়া।
আজ্ঞা নহে তবু করিহ ইঙ্গিত বুঝিয়া ॥ ১১৯ ॥
এত বলি বিদায় দিল সেই দুই জনে।
সার্ব্বভৌম দেখি আইলা বৈষ্ণব-মিলনে ॥ ১২০ ॥
গোপীনাথাচার্য্য ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম।
দূরে রহি দেখে প্রভুর বৈষ্ণব-সঙ্গম ॥ ১২১ ॥
সিংহদ্বার ডাহিনে ছাড়ি সব বৈষ্ণবগণ।
কাশীমিশ্র গৃহ-পথে করিলা গমন ॥ ১২২ ॥
হেনকালে মহাপ্রভু নিজ-গণ-সঙ্গে।
বৈষ্ণবে মিলিলা আসি পথে মহারঙ্গে ॥ ১২৩ ॥
অদ্বৈত করিল প্রভুর চরণ-বন্দন।
আচার্য্যেরে কৈল প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ১২৪ ॥

মহাপ্রভু কর্ত্তৃক ভক্তগণের
সংবর্ধন

প্রেমানন্দে হৈলা দোঁহে পরম অস্থির।
সময় দেখিয়া প্রভু হৈলা কিছু ধীর ॥ ১২৫ ॥
শ্রীবাসাদি কৈল প্রভুর চরণ বন্দন।
প্রত্যেকে করিল প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ১২৬ ॥
একে একে সব ভক্তে কৈল সম্ভাষণ।
সবা লৈয়া অভ্যন্তরে করিলা গমন ॥ ১২৭ ॥
মিশ্রের আবাস সেই হয় অল্প স্থান।
অসংখ্য বৈষ্ণব তাহা হৈল পরিমাণ ॥ ১২৮ ॥
আপন-নিকটে প্রভু সবা বসাইল।
আপনে শ্রীহস্তে সবায় মালা-চন্দন দিল ॥ ১২৯ ॥
ভট্টাচার্য্য আর আচার্য্য আইলা প্রভু-স্থানে।
যথাযোগ্য মিলন করিল সবা-সনে ॥ ১৩০ ॥

অদ্বৈতেরে কহে প্রভু বিনয়-বচনে— ।
আজি আমি পূর্ণ হৈলাম তোমার আগমনে ॥১৩১॥
অদ্বৈত কহেন—ঈশ্বরের এই স্বভাব হয় ।
যদ্যপি আপনে পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যময় ॥ ১৩২ ॥
তথাপি ভক্ত-সঙ্গে তাঁর হয় সুখোল্লাস ।
ভক্ত-সঙ্গে করে নিত্য বিবিধ বিলাস ॥ ১৩৩ ॥
বাসুদেবে দেখি প্রভু আনন্দিত হৈয়া ।
তাঁরে কিছু কহে তাঁর অঙ্গে হস্ত দিয়া—॥১৩৪॥
যদ্যপি মুকুন্দ আমার সঙ্গে শিশু হৈতে ।
তাহা হৈতে অধিক সুখ তোমারে দেখিতে ॥১৩৫॥
বাসু কহে—মুকুন্দ আদৌ পাইলা তোমার সঙ্গ ।
তোমার চরণ-প্রাপ্তি—সেই পুনর্জন্ম ॥১৩৬॥
ছোট হৈয়া মুকুন্দ এবে হৈলা মোর জ্যেষ্ঠ ।
তোমার কৃপাপাত্র তাতে সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ ॥১৩৭॥
পুনঃ প্রভু কহে—আমি তোমার নিমিত্তে ।
দুই পুস্তক আনিয়াছি দক্ষিণ হইতে ॥ ১৩৮ ॥
স্বরূপের ঠাঁই আছে লেহ লেখাইয়া ।
বাসুদেব আনন্দিত হৈলা পুস্তক পাইয়া ॥ ১৩৯ ॥
প্রত্যেকে সকল বৈষ্ণব লিখিয়া লইল ।
ক্রমে ক্রমে দুই পুস্তক জগত ব্যাপিল ॥ ১৪০ ॥
শ্রীবাসাদ্যে কহে প্রভু করি মহা প্রীত ।
তোমার চারি ভাইর আমি হই মূল্য-ক্রীত ॥১৪১
শ্রীবাস কহেন—কেনে কহ বিপরীত ।
কৃপা-মূল্যে চারি ভাই হই তোমার ক্রীত ॥১৪২॥
শঙ্করে দেখিয়া প্রভু কহে দামোদরে— ।
সগৌরব প্রীতি আমার তোমার উপরে ॥১৪৩॥
শুদ্ধ কেবল-প্রেম আমার ইহার উপর ।
অতএব মোর সঙ্গে রাখহ শঙ্কর ॥ ১৪৪ ॥
দামোদর কহে—শঙ্কর ছোট আমা হৈতে ।
এবে আমার বড় ভাই তোমার কৃপাতে ॥ ১৪৫ ॥
শিবানন্দে কহে প্রভু—তোমার আমাতে ।
গাঢ় অনুরাগ হয় জানি আগে হৈতে ॥ ১৪৬ ॥
শুনি শিবানন্দ সেন প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ।
দণ্ডবত হৈয়া পড়ে শ্লোক পড়িয়া ॥ ১৪৭ ॥

তথাহি চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৮-অঙ্কে ৮০-শ্লোকঃ—

নিমজ্জতোঽনন্ত ! ভবার্ণবান্ত-
শ্চিরায় মে কূলমিবাসি লব্ধঃ ।
ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানী-
মনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ ॥ ১৪৮ ॥

হে দেব অনন্ত ! আমি চিরকাল এই সংসার-সাগরে ডুবিয়া রহিয়াছি ; অদ্য তাহার তটস্বরূপ তোমাকে পাইলাম । হে ভগবন্ ! তুমি অদ্য দয়া করিবার যোগ্যপাত্র আমাকে পাইয়াছ ॥ ১৪৮ ॥

প্রথমে মুরারি গুপ্ত প্রভুরে না মিলিয়া ।
বাহিরে পড়িয়া আছে দণ্ডবত হৈয়া ॥ ১৪৯ ॥
মুরারি না দেখি প্রভু করে অন্বেষণ ।
মুরারি লইতে ধাইয়া আইলা বহুজন ॥ ১৫০ ॥
তৃণ দুই গুচ্ছ মুরারি দশনে ধরিয়া ।
মহাপ্রভুর আগে গেলা দীনহীন হইয়া ॥ ১৫১ ॥
মুরারি দেখিয়া প্রভু উঠিলা মিলিতে ।
পাছে আগে মুরারি তবে লাগিলা বলিতে—॥১৫২॥
মোরে না ছুঁইহ মুই অধম পামর ।
তোমার স্পর্শযোগ্য নহে পাপ-কলেবর ॥ ১৫৩ ॥
প্রভু কহে—মুরারি কর দৈন্য-সংবরণ ।
তোমার দৈন্য দেখি মোর বিদীর্ণ হয় মন ॥১৫৪॥
এত বলি প্রভু তারে করি আলিঙ্গন ।
নিকটে বসাইয়া করে অঙ্গ-সম্মার্জ্জন ॥ ১৫৫ ॥
আচার্য্যরত্ন, বিদ্যানিধি, পণ্ডিত-গদাধর ।
হরিভট্ট, গঙ্গাদাস, আচার্য্য-পুরন্দর ॥ ১৫৬ ॥

শিবানন্দ—কুমারহট্ট নিবাসী শিবানন্দ সেন বৈদ্য-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কবি-কর্ণপুর সংস্কৃতে বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে চৈতন্যচরিতামৃত অন্যতম

প্রত্যেকে সবার প্রভু করি গুণগান।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গিয়া করিল সম্মান ॥ ১৫৭ ॥
সবারে সম্মানি প্রভুর হইল উল্লাস।
হরিদাসে না দেখি কহে—কাঁহা হরিদাস ॥১৫৮॥
দূরে হৈতে হরিদাস প্রভুরে দেখিয়া।
রাজপথ-প্রান্তে পড়ি আছে দণ্ডবত হৈয়া ॥১৫৯॥
মিলন-স্থানে আসি প্রভুরে না মিলিলা।
রাজপথ-প্রান্তে দূরে পড়িয়া রহিলা ॥ ১৬০ ॥
ভক্ত-সব ধাইয়া আইলা হরিদাসে নিতে।
প্রভু তোমা মিলিতে চাহে চলহ ত্বরিতে ॥১৬১॥
হরিদাস কহে—মুই নীচজাতি ছার।
মন্দির-নিকট যাইতে নাহি অধিকার ॥ ১৬২ ॥
নিভৃতে টোটা-মধ্যে যদি স্থানখানি পাঙ।
তাঁহা পড়ি রহোঁ একা কাল গোয়াঙ ॥ ১৬৩॥*
জগন্নাথের সেবক মোর স্পর্শ নাহি হয়।
তাঁহা পড়ি রহোঁ—মোর এই বাঞ্ছা হয় ॥ ১৬৪ ॥
এই কথা লোক গিয়া প্রভুরে কহিল।
শুনি মহাপ্রভু মনে বড় সুখ পাইল ॥ ১৬৫ ॥
হেনকালে কাশী-মিশ্র, পড়িছা—দুই জন।
আসিয়া করিল প্রভুর চরণ-বন্দন ॥ ১৬৬ ॥

মহাপ্রভু কর্তৃক হরিদাস ঠাকুরের
গুণ-বর্ণন

সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে দেখি বড় সুখী হৈলা।
যথাযোগ্য সবা-সনে আনন্দে মিলিলা ॥ ১৬৭ ॥
প্রভু-পদে দুই জনে কৈল নিবেদন—।
আজ্ঞা দেহ বৈষ্ণবেরে করি সমাধান ॥ ১৬৮ ॥
সবার করিয়াছি বাসাগৃহ-সংস্থান।
মহাপ্রসাদান্ন সবার করি সমাধান ॥ ১৬৯ ॥
প্রভু কহে—গোপীনাথ যাহ সবা লৈয়া।
যাঁহা যাঁহা বাসা তাঁহা বাসা দেহ যাইযা ॥ ১৭০ ॥

মহাপ্রসাদান্ন দেহ বাণীনাথ-স্থানে।
সর্ব্ব বৈষ্ণবের এঁহো করিবে সমাধানে ॥ ১৭১ ॥
আমার নিকটে এই পুষ্পের উদ্যানে।
একখানি ঘর আছে পরম নির্জ্জনে ॥ ১৭২ ॥
সেই ঘর আমাকে দেহ, আছে প্রয়োজন।
নিভৃতে বসিয়া তাঁহা করিব স্মরণ ॥ ১৭৩ ॥
মিশ্র কহে—সব তোমার, মাগ কি কারণে।
আপন-ইচ্ছায় লহ, চাহ যেই স্থানে ॥ ১৭৪ ॥
আমি-দুই হই তোমার দাস আজ্ঞাকারী।
যেই চাহ, সেই আজ্ঞা কর কৃপা করি ॥ ১৭৫ ॥
এত কহি দুই জন বিদায় লইল।
গোপীনাথ বাণীনাথ দুই সঙ্গে নিল ॥ ১৭৬ ॥
গোপীনাথে দেখাইল সব বাসা-ঘর।
বাণীনাথ-ঠাঁই দিল প্রসাদ বিস্তর ॥ ১৭৭ ॥
বাণীনাথ আইলা অন্ন পিঠা পানা লৈয়া।
গোপীনাথ আইলা বাসা-সংস্কার করিয়া ॥ ১৭৮ ॥
মহাপ্রভু কহে—শুন সব বৈষ্ণবগণ।
নিজ-নিজ-বাসা সবে করহ গমন ॥ ১৭৯ ॥
সমুদ্র-স্নান করি কর চূড়া-দরশন।
তবে এথা আসি আজি করিহ ভোজন ॥ ১৮০ ॥
প্রভু নমস্করি সবে বাসাতে চলিলা।
গোপীনাথাচার্য্য সবারে বাসাস্থান দিলা ॥ ১৮১ ॥
তবে মহাপ্রভু আইলা হরিদাস-মিলনে।
হরিদাস করে প্রেমে নাম-সঙ্কীর্ত্তনে ॥ ১৮২ ॥
প্রভু দেখি পড়ে আগে দণ্ডবত হইয়া।
প্রভু আলিঙ্গন কৈল তাঁরে উঠাইয়া ॥ ১৮৩ ॥
দুইজনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে।
প্রভু-গুণে ভৃত্য বিকল, প্রভু ভৃত্য-গুণে ॥ ১৮৪ ॥
হরিদাস কহে—প্রভু না ছুঁইহ মোরে।
মুই নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে ॥ ১৮৫ ॥
প্রভু কহে—তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র-ধর্ম্ম নাহিক আমাতে ॥ ১৮৬ ॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান ॥ ১৮৭ ॥

* টোটা—উদ্যান।
গোয়াঙ—কাটাই

নিরন্তর কর চারি বেদ-অধ্যয়ন ।
দ্বিজ ন্যাসী হৈতে তুমি পরম-পাবন ॥ ১৮৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩-স্কন্ধে ৩৩ অধ্যায়ে
৭-শ্লোকঃ—

অহোবত ! শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং ।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥ ১৮৯ ॥

দেবহূতি স্বীয় পুত্র শ্রীকপিলদেবকে বলিলেন, যাহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বিদ্যমান অর্থাৎ যিনি শ্রীহরিনাম করেন, তিনি চণ্ডাল হইলেও পূজ্য, যেহেতু যাহারা তোমার নাম গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে তাহা তপস্যা, হোম, তীর্থস্নান, সদাচার-পালন ও বেদাধ্যয়ন করাই হইয়া থাকে ॥ ১৮৯ ॥

ভক্তগণ সহ মহাপ্রভুর
ভোজন-লীলা

এত বলি তাঁরে লৈয়া গেলা পুষ্পোদ্যান ।
অত্যন্ত নিভৃত সেই—দিল বাসাস্থান ॥ ১৯০ ॥
এই স্থানে রহ, কর নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
প্রতিদিন আসি আমি করিব মিলন ॥ ১৯১ ॥
মন্দিরের চক্র দেখি করিহ প্রণাম ।
এই ঠাঁই তোমার আসিবে প্রসাদ-অন্ন ॥ ১৯২ ॥
নিত্যানন্দ জগদানন্দ দামোদর মুকুন্দ ।
হরিদাসে মিলি সবে পাইল আনন্দ ॥ ১৯৩ ॥
সমুদ্র-স্নান করি প্রভু আইলা নিজ-স্থানে ।
অদ্বৈতাদি গেলা সিন্ধু করিবারে স্নানে ॥ ১৯৪ ॥
আসি কৈল জগন্নাথের চূড়া-দরশন ।
প্রভুর আবাসে আইলা করিতে ভোজন ॥ ১৯৫ ॥
সবারে বসাইল প্রভু যোগ্য-ক্রম করি ।
শ্রীহস্তে পরিবেশন কৈলা গৌরহরি ॥ ১৯৬ ॥

অল্প অন্ন না আইসে দিতে প্রভুর হাতে ।
দুই তিন জনার ভক্ষ্য যেন একেক পাতে ॥১৯৭॥
প্রভু না খাইলে কেহো না করে ভোজন ।
ঊর্দ্ধ-হস্তে বসিয়া রহিলা ভক্তগণ ॥ ১৯৮ ॥
স্বরূপ-গোসাই প্রভুরে কৈল নিবেদন— ।
তুমি না বসিলে কেহো না করে ভোজন ॥১৯৯॥
তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী রহে যতজন ।
গোপীনাথাচার্য্য তারে করিয়াছে নিমন্ত্রণ ॥২০০॥
আচার্য্য আসিয়াছে ভিক্ষার প্রসাদান্ন লৈয়া ।
পুরী ভারতী আছে তোমার অপেক্ষা করিয়া ॥২০১॥
নিত্যানন্দ লৈয়া ভিক্ষা করিতে বৈস তুমি ।
বৈষ্ণবেরে পরিবেশন করিতেছি আমি ॥ ২০২ ॥
তবে প্রভু প্রসাদান্ন গোবিন্দ-হাতে দিল ।
যত্ন করি হরিদাস-ঠাকুরে পাঠাইল ॥ ২০৩ ॥
আপনে বসিলা সব সন্ন্যাসী লইয়া ।
পরিবেশন করে আচার্য্য হরষিত হৈয়া ॥ ২০৪ ॥
স্বরূপ-গোসাই দামোদর জগদানন্দ ।
বৈষ্ণবেরে পরিবেশে হইয়া আনন্দ ॥ ২০৫ ॥
নানা পিঠা পানা খায় আকণ্ঠ ভরিয়া ।
মধ্যে মধ্যে 'হরি' কহে উচ্চ করিয়া ॥ ২০৬ ॥
ভোজন-সমাপ্তি হৈলে কৈল আচমন ।
সবারে পরাইল প্রভু মাল্য-চন্দন ॥ ২০৭ ॥
বিশ্রাম করিতে সবে নিজ-বাসা গেলা ।
সন্ধ্যাকালে পুনঃ আসি প্রভুরে মিলিলা ॥ ২০৮ ॥
হেনকালে রামানন্দ আইলা প্রভু-স্থানে ।
প্রভু মিলাইলা তাঁরে সব-বৈষ্ণব-সনে ॥ ২০৯ ॥

জগন্নাথ-মন্দিরে ভক্তগণ সহ মহাপ্রভুর
কীর্ত্তন-বিলাস

সবা লৈয়া গেলা প্রভু জগন্নাথালয় ।
কীর্ত্তন আরম্ভ তাঁহা কৈল মহাশয় ॥ ২১০ ॥
সন্ধ্যাধূপ দেখি আরম্ভিলা সঙ্কীর্ত্তন ।
পড়িছা দিলেন সবায় মাল্য-চন্দন ॥ ২১১ ॥

চারিদিকে চারি সম্প্রদায় করে সঙ্কীর্ত্তন।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন ॥ ২১২ ॥
অষ্ট মৃদঙ্গ বাজে বত্রিশ করতাল।
হরিধ্বনি করে বৈষ্ণব কহে 'ভাল ভাল' ॥২১৩॥
কীর্ত্তনের মহামঙ্গল-ধ্বনি যে উঠিল।
চতুর্দ্দশ লোক ভরি ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল ॥ ২১৪ ॥
পুরুষোত্তমবাসী লোক আইল দেখিবারে।
কীর্ত্তন দেখি উড়িয়া-লোক হৈল চমৎকারে ॥২১৫॥
তবে প্রভু জগন্নাথের মন্দির বেড়িয়া।
প্রদক্ষিণ করি বুলে নর্ত্তন করিয়া ॥ ২১৬ ॥
আগে পাছে গান করে চারি সম্প্রদায়।
আছাড়ের কালে ধরে নিত্যানন্দ-রায় ॥ ২১৭ ॥
অশ্রু পুলক স্বেদ কম্প সঘন হুঙ্কার।
প্রেমের বিকার দেখি লোকে চমৎকার ॥ ২১৮ ॥
পিচকারীর ধারা যেন অশ্রু নয়নে।
চারিদিকের লোক-সব করায় সিনানে ॥ ২১৯ ॥
বেড়া-নৃত্য মহাপ্রভু করি কতক্ষণ।
মন্দিরের পাছে রহি করেন কীর্ত্তন ॥ ২২০ ॥
চারিদিকে চারি সম্প্রদায় উচ্চস্বরে গায়।
মধ্যে তাণ্ডব-নৃত্য করে প্রভু গৌররায় ॥ ২২১ ॥
বহুক্ষণ নৃত্য করি প্রভু স্থির হৈলা।
চারি মহান্তেরে তবে নাচিতে আজ্ঞা দিলা ॥২২২॥
অদ্বৈত-আচার্য্য নাচে এক সম্প্রদায়।
আর সম্প্রদায়ে নাচে নিত্যানন্দ রায় ॥ ২২৩ ॥
আর সম্প্রদায়ে নাচে পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
শ্রীবাস নাচেন আর-সম্প্রদায়-ভিতর ॥ ২২৪ ॥
মধ্যে রহি মহাপ্রভু করেন দর্শন।
তাঁহা এক ঐশ্বর্য্য তার হৈল প্রকটন ॥ ২২৫ ॥
চারিদিকে নৃত্য-গীত করে যত জন।
সবে দেখে—প্রভু করে আমারে দর্শন ॥ ২২৬ ॥
চারি-জনের নৃত্য প্রভুর দেখিতে অভিলাষ।
সেই অভিলাষে করেন ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ ॥ ২২৭ ॥
দর্শন-আবেশে তাঁরা দেখে মাত্র জানে।
কেমতে চৌদিকে দেখে—ইহা নাহি জানে ॥২২৮॥
পুলিন-ভোজনে যেন কৃষ্ণ মধ্যস্থানে।
চৌদিকের সখা কহে—চাহে আমা-পানে ॥২২৯॥
নৃত্য করিতে যেই আইসে সন্নিধানে।
মহাপ্রভু করে তারে দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥ ২৩০ ॥
মহা-নৃত্য মহা-প্রেম মহা-সঙ্কীর্ত্তন।
দেখি প্রেমানন্দে ভাসে নীলাচল-জন ॥ ২৩১ ॥
গজপতি রাজা শুনি কীর্ত্তন-মহত্ত্বে।
অট্টালিকা চড়ি দেখে স্বগণ-সহিতে ॥ ২৩২ ॥
কীর্ত্তন দেখিয়া রাজার হৈল চমৎকার।
প্রভুরে মিলিতে উৎকণ্ঠা বাঢ়িল অপার ॥ ২৩৩ ॥
কীর্ত্তন সমাপি প্রভু দেখি পুষ্পাঞ্জলি।
সর্ব্ব বৈষ্ণব লৈয়া প্রভু আইলা বাসা চলি ॥২৩৪॥
পড়িছা আনিয়া দিল প্রসাদ বিস্তর।
সবারে বাঁটিয়া তাহা দিলেন ঈশ্বর ॥ ২৩৫ ॥
সবারে বিদায় দিলা করিতে শয়ন।
এইমত লীলা করে শচীর নন্দন ॥ ২৩৬
যাবত আছিলা সবে মহাপ্রভুর সঙ্গে।
প্রতিদিন এইমত করেন কীর্ত্তন-রঙ্গে ॥ ২৩৭ ॥
এই ত কহিল প্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস।
যেই ইহা শুনে, হয় চৈতন্যের দাস ॥ ২৩৮ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৩৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বেড়া-সঙ্কীর্ত্তন-বিলাস-বর্ণনং
নাম একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরমাত্মবৃন্দৈঃ
সম্মার্জ্জয়ন্ ক্ষালনতঃ স গৌরঃ।
স্বচিত্তবচ্ছীতলমুজ্জ্বলঞ্চ
কৃষ্ণোপবেশৌপয়িকং চকার ॥ ১ ॥

সেই শ্রীগৌরচন্দ্র স্বীয় ভক্তবৃন্দ সহ শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জন ও ধৌত করতঃ নিজ-চিত্তের ন্যায় সুশীতল ও সমুজ্জ্বল করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের উপবেশনের উপযোগী করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য ॥ ২ ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ।
শক্তি দেহ করি যেন চৈতন্য-বর্ণন ॥ ৩ ॥

মহাপ্রভু সহ মিলনের নিমিত্ত প্রতাপরুদ্রের অলৌকিক অধৈর্য্য ও তদর্থে সার্ব্বভৌম, স্বরূপ দামোদর ও অপর ভক্তগণের চেষ্টা

পূর্ব্বে দক্ষিণ হৈতে প্রভু যবে আইলা।
তাঁরে মিলিতে গজপতি উৎকণ্ঠিত হৈলা ॥ ৪ ॥
কটক হৈতে পত্রী দিল সার্ব্বভৌম-ঠাঁই।
প্রভু-আজ্ঞা হয় যদি, দেখিবারে যাই ॥ ৫ ॥
ভট্টাচার্য্য লিখিল—প্রভুর আজ্ঞা না হইল।
পুনরপি রাজা তাঁরে পত্রী পাঠাইল— ॥ ৬ ॥
প্রভুর নিকটে আছে যত ভক্তগণ।
মোর লাগি তাঁ-সবারে করিহ নিবেদন ॥ ৭ ॥
সেই সব দয়ালু মোরে হইয়া সদয়।
মোর লাগি প্রভু-পদে করেন বিনয় ॥ ৮ ॥
তাঁ-সবার প্রসাদে মিলোঁ শ্রীপ্রভুর পায়।
প্রভু-কৃপা বিনু মোরে রাজ্য নাহি ভায় ॥ ৯ ॥
যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি।
রাজ্য ছাড়ি প্রাণ দিব হইব ভিখারী ॥ ১০ ॥
ভট্টাচার্য্য পত্রী দেখি চিন্তিত হইয়া।
ভক্তগণ-পাশ গেলা সে পত্রী লইয়া ॥ ১১ ॥
সবারে মিলিয়া কহে রাজ-বিবরণ।
পাছে সেই পত্রী সবায় করাইল দর্শন ॥ ১২ ॥
পত্রী দেখি সবার মনে হইল বিস্ময়—।
প্রভু-পদে গজপতির এত ভক্তি হয় ॥ ১৩ ॥
সবে কহে—প্রভু তাঁরে কভু না মিলিবে।
আমি-সব কহি যদি দুঃখ সে মানিবে ॥ ১৪ ॥
সার্ব্বভৌম কহে—সবে চল একবার।
মিলিতে না কহিয়া কহিব রাজ-ব্যবহার ॥ ১৫ ॥
এত বলি সবে গেলা মহাপ্রভুর-স্থানে।
কহিতে উন্মুখ সবে, না কহে বচনে ॥ ১৬ ॥
প্রভু কহে—কি কহিতে সবার আগমন।
দেখিয়ে কহিতে চাহ, না কহ কি কারণ ॥ ১৭ ॥
নিত্যানন্দ কহে—তোমায় চাহি নিবেদিতে।
না কহি রহিতে নারি, কহিতে ভয় চিতে ॥১৮॥
যোগ্যাযোগ্য সব তোমায় চাহি নিবেদিতে।
তোমা না মিলিলে রাজা চাহে যোগী হৈতে ॥১৯॥
যদ্যপি শুনিয়া প্রভুর কোমল হৈল মন।
তথাপি বাহিরে কহে নিষ্ঠুর বচন— ॥ ২০ ॥
তোমা-সবার ইচ্ছা এই আমারে লইয়া।
রাজাকে মিলউ ইঁহো কটকেতে যাইয়া ॥ ২১ ॥
পরমার্থ থাকুক, লোকে করিবে নিন্দন।
লোক রহু, দামোদর করিবে ভর্ৎসন ॥ ২২ ॥
তোমা-সবার কথায় আমি না মিলি রাজারে।
দামোদর কহে যদি, তবে মিলি তাঁরে ॥ ২৩ ॥
দামোদর কহে—তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সব তোমার গোচর ॥ ২৪ ॥
আমি কোন ক্ষুদ্র জীব তোমারে বিধি দিব।
আপনি মিলিবে তাঁরে, তাহাও দেখিব ॥ ২৫ ॥
রাজা তোমায় স্নেহ করে, তুমি স্নেহবশ।
তাঁর স্নেহে করাবে তাঁরে তোমার পরশ ॥ ২৬ ॥

যদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরম-স্বতন্ত্র।
তথাপি স্বভাবে হও প্রেম-পরতন্ত্র ॥ ২৭ ॥
নিত্যানন্দ কহে—ঐছে হয় কোন্ জন।
যে তোমারে কহে—কর রাজ-দরশন ॥ ২৮ ॥
কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয়।
ইষ্ট না পাইলে নিজ-প্রাণ সে ছাড়য় ॥ ২৯ ॥
যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণী হয় তাহাতে প্রমাণ।
কৃষ্ণ লাগি পতি-আগে ছাড়িলেক প্রাণ ॥ ৩০ ॥
তৈছে যুক্তি করি, যদি কর অবধান।
তুমিহ না মিল তারে, রহে তাঁর প্রাণ ॥ ৩১ ॥
এক বহির্ব্বাস যদি দেহ কৃপা করি।
তাহা পাইয়া প্রাণ রাখে তোমার আশা ধরি ॥৩২॥
প্রভু কহে—তুমি সব পরম বিদ্বান্।
যে ভাল হয়, সেই কর সমাধান ॥ ৩৩ ॥
তবে নিত্যানন্দ-প্রভু গোবিন্দের পাশ।
মাগিয়া লইল প্রভুর এক বহির্ব্বাস ॥ ৩৪ ॥
সেই বহির্ব্বাস সার্ব্বভৌম-পাশ দিল।
সার্ব্বভৌম সেই বস্ত্র রাজারে পাঠাইল ॥ ৩৫ ॥
বস্ত্র পাইয়া আনন্দিত হৈল রাজার মন।
প্রভু-রূপ করি করে বস্ত্রের পূজন ॥ ৩৬ ॥
রামানন্দ রায় যবে দক্ষিণ হৈতে আইলা।
প্রভু-সঙ্গে রহিবারে রাজারে নিবেদিলা ॥ ৩৭ ॥
তবে রাজা সন্তোষে তাঁহারে আজ্ঞা দিলা।
আপন-মিলন লাগি সাধিতে লাগিলা ॥ ৩৮ ॥
মহাপ্রভু মহাকৃপা করেন তোমারে।
মোরে মিলাইতে অবশ্য সাধিবে তাঁহারে ॥ ৩৯ ॥
একসঙ্গে দুইজন ক্ষেত্রে যবে আইলা।
রামানন্দ রায় তবে প্রভুরে মিলিলা ॥ ৪০ ॥
প্রভু-পদে প্রেমভক্তি জানাইল রাজার।
প্রসঙ্গ পাইয়া ঐছে কহে বারবার ॥ ৪১ ॥
রাজমন্ত্রী রামানন্দ ব্যবহারে নিপুণ।
রাজার প্রীতি কহি দ্রবায় প্রভুর মন ॥ ৪২ ॥
উৎকণ্ঠাতে প্রতাপরুদ্র নারে রহিবারে।
রামানন্দ সাধিলেন প্রভু মিলিবারে ॥ ৪৩ ॥
রামানন্দ প্রভু-পায় কৈল নিবেদন—।
একবার প্রতাপরুদ্রে দেখাহ চরণ ॥ ৪৪ ॥
প্রভু কহে—রামানন্দ ! কহ বিচারিয়া।
রাজারে মিলিতে জুয়ায় সন্ন্যাসী হইয়া ॥ ৪৫ ॥
রাজার মিলনে ভিক্ষুর দুই-লোক-নাশ।
পরলোক রহু, লোকে করে উপহাস ॥ ৪৬ ॥
রামানন্দ কহে—তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
কারে তোমার ভয়, তুমি নহ পরতন্ত্র ॥ ৪৭ ॥
প্রভু কহে, আমি মনুষ্য, আশ্রমে সন্ন্যাসী।
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি ॥ ৪৮ ॥

প্রতাপরুদ্রের প্রতিনিধি-স্বরূপ তৎপুত্র সহ
মহাপ্রভুর মিলন

শুক্লবস্ত্রে মসীবিন্দু যৈছে না লুকায়।
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্বলোকে গায় ॥ ৪৯ ॥
রায় কহে—কত পাপীর কৈলে অব্যাহতি।
ঈশ্বর-সেবক তোমার ভক্ত গজপতি ॥ ৫০ ॥
প্রভু কহে—পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দুপাতে কেহো না করে পরশ ॥ ৫১ ॥
যদ্যপি প্রতাপরুদ্র সর্ব্বগুণবান্।
তাঁহারে মলিন করে এক 'রাজ' নাম ॥ ৫২ ॥
তথাপি তোমার যদি মহাগ্রহ হয়।
তবে আনি মিলাহ মোরে তাঁহার তনয় ॥ ৫৩ ॥
"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"—এই শাস্ত্রবাণী।
পুত্রের মিলনে যেন মিলিলা আপনি ॥ ৫৪ ॥*
তবে রায় যাই সব রাজাকে কহিলা।
প্রভুর আজ্ঞায় তাঁর পুত্র লৈয়া আইলা ॥ ৫৫ ॥
সুন্দর রাজার পুত্র শ্যামল-বরণ।
কিশোর-বয়স দীর্ঘ চপল নয়ন ॥ ৫৬ ॥
পীতাম্বর অঙ্গে নানা রত্ন-আভরণ।
কৃষ্ণ-স্মরণের তেঁহো হৈলা উদ্দীপন ॥ ৫৭ ॥

* আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ—নিজের আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁরে দেখি মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-স্মৃতি হৈলা।
প্রেমাবেশে তাঁরে মিলি কহিতে লাগিলা ॥৫৮॥
এই মহা ভাগবত, যাঁহার দর্শনে।
ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্মৃতি হয় সর্ব্বজনে ॥ ৫৯ ॥
কৃতার্থ হইলাম আমি ইঁহার দর্শনে।
এত বলি পুনঃ তারে কৈল আলিঙ্গনে ॥ ৬০ ॥
প্রভু-স্পর্শে রাজপুত্রের হৈল প্রেমাবেশ।
স্বেদ কম্প অশ্রু স্তম্ভ যতেক বিশেষ ॥ ৬১ ॥
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহে, নাচে, করয়ে রোদন।
তাঁর ভাগ্য দেখি শ্লাঘা করে ভক্তগণ ॥ ৬২ ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে ধৈর্য্য করাইল।
নিত্য আসি মিলিহ মোরে— এই আজ্ঞা দিল ॥৬৩॥
বিদায় লৈয়া রায় আইলা রাজপুত্র লৈয়া।
রাজা সুখ পাইল পুত্রের চেষ্টা দেখিয়া ॥ ৬৪ ॥
পুত্রে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
সাক্ষাত পরশ যেন মহাপ্রভুর পাইলা ॥ ৬৫ ॥
সেই হৈতে ভাগ্যবান্ রাজার নন্দন।
প্রভুর ভক্তগণ-মধ্যে হৈলা একজন ॥ ৬৬ ॥
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
নিরন্তর ক্রীড়া করে সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে ॥ ৬৭ ॥
আচার্য্যাদি ভক্তগণ করে নিমন্ত্রণ।
তাঁহা তাঁহা ভিক্ষা করে লৈয়া ভক্তগণ ॥ ৬৮ ॥
এইমত নানা-রঙ্গে দিনকত গেল।
শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রার দিবস আইল ॥ ৬৯ ॥
প্রথমেই প্রভু কাশী-মিশ্রেরে আনিয়া।
পড়িছা-পাত্র সার্ব্বভৌম আনিল ডাকিয়া ॥ ৭০
তিন জনার পাশে প্রভু হাসিয়া কহিল।
গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন-সেবা মাগি নিল ॥ ৭১ ॥
পড়িছা কহে—আমি-সব সেবক তোমার।
যেই তোমার ইচ্ছা, সেই কর্ত্তব্য আমার ॥ ৭২ ॥
বিশেষে রাজার আজ্ঞা হৈয়াছে আমারে।
যেই প্রভুর ইচ্ছা, সেই শীঘ্র করিবারে ॥ ৭৩ ॥
তোমার যোগ্য সেবা নহে মন্দির-মার্জ্জন।
এহো এক লীলা কর, যে তোমার মন ॥ ৭৪ ॥

কিন্তু ঘট সম্মার্জ্জনী বহু ত চাহিয়ে।
আজ্ঞা দেহ আজি সব ইঁহা আনি দিয়ে ॥ ৭৫ ॥
তবে একশত ঘট, শত সম্মার্জ্জনী।
নূতন প্রভুর আগে পড়িছা দিল আনি ॥ ৭৬ ॥
আরদিন প্রভাতে প্রভু লৈয়া ভক্তগণ।
শ্রীহস্তে সবার অঙ্গে লেপিল চন্দন ॥ ৭৭ ॥
শ্রীহস্তে সবারে দিল এক এক মার্জ্জনী।
সব ভক্ত লৈয়া প্রভু চলিলা আপনি ॥ ৭৮ ॥
গুণ্ডিচা-মন্দিরে গেলা করিতে মার্জ্জন।
প্রথমে মার্জ্জনী লৈয়া করিল শোধন ॥ ৭৯ ॥
ভিতর-মন্দির উপর সব সম্মার্জ্জিল।
সিংহাসন মার্জ্জি চারি ভিত্তি সে শোধিল ॥ ৮০ ॥
ভিতর-মন্দির কৈল মার্জ্জন-শোধন।
পাছে তৈছে শোধিল শ্রীজগমোহন ॥ ৮১ ॥
চারিপাশে শত ভক্ত সম্মার্জ্জনী করে।
আপনে শোধেন প্রভু, শিখান সবারে ॥ ৮২ ॥
প্রেমোল্লাসে গৃহ শোধে, লয় কৃষ্ণনাম।
ভক্তগণ "কৃষ্ণ" কহে; করে নিজ-কাম ॥ ৮৩ ॥
ধূলী-ধূসর তনু দেখিতে শোভন।
কাঁহো কাহো অশ্রুজলে করে সম্মার্জ্জন ॥ ৮৪ ॥
ভোগ-মন্দির শোধি শোধিল প্রাঙ্গণ।
সকল আবাস ক্রমে করিল শোধন ॥ ৮৫ ॥
তৃণ ধূলা ঝিঁকর সব একত্র করিয়া।
বহির্ব্বাসে বান্ধি ফেলায় বাহিরে লইয়া ॥ ৮৬ ॥*
এইমত ভক্তগণ করি নিজ-বাসে।
তৃণ ধূলী বাহিরে ফেলে পরম হরিষে ॥ ৮৭ ॥
প্রভু কহে—কে কত করিয়াছ মার্জ্জন।
তৃণ-ধূলী-পরিমাণে জানিব পরিশ্রম ॥ ৮৮ ॥

গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন-লীলা

সবার ঝাঁটিনা-বোঝা একত্র করিল।
সবা হৈতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল ॥ ৮৯ ॥

* ঝিঁকর—কাঁকর।

এইমত অভ্যন্তর করিল মার্জ্জন।
পুনঃ সবাকারে দিল করিয়া বণ্টন ॥ ৯০ ॥
সূক্ষ্ম-ধূলী-তৃণ কাঁকর সব কর দূর।
ভালমতে শোধন কর সব অন্তঃপুর ॥ ৯১ ॥
সব বৈষ্ণব লৈয়া যবে দুইবার শোধিল।
দেখি মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল ॥ ৯২ ॥
আর শতজন শত ঘটে জল ভরি।
প্রথমেই লৈয়া আছে কালাপেক্ষা করি ॥ ৯৩ ॥
'জল আন' বলি যবে মহাপ্রভু কহিল।
তবে শতঘট জল আনি প্রভু-আগে দিল ॥ ৯৪ ॥
প্রথমে করিল প্রভু মন্দির-প্রক্ষালন।
ঊর্দ্ধ, অধো, ভিত্তি, গৃহ মধ্য, সিংহাসন ॥ ৯৫ ॥
খাপরা ভরিয়া জল ঊর্দ্ধে চালাইল।
সেই জলে ঊর্দ্ধ ভিত্তি সব প্রক্ষালিল ॥ ৯৬ ॥*
প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন।
শ্রীহস্তে করেন সিংহাসনের মার্জ্জন ॥ ৯৭ ॥
ভক্তগণ করে গৃহ-মধ্য প্রক্ষালন।
নিজ-নিজ-হস্তে করে মন্দির-মার্জ্জন ॥ ৯৮ ॥
কেহো জলঘট দেন মহাপ্রভুর করে।
কেহো ছলে জল দেয় চরণ-উপরে ॥ ৯৯ ॥
কেহো লুকাইয়া করে সেই জল পান।
কেহো মাগি লয়, কেহো অন্যে করে দান ॥১০০।
ঘর ধুই প্রণালিকায় জল ছাড়ি দিল।
সেই জলে প্রাঙ্গণ সব ভরিয়া রহিল ॥ ১০১ ॥†
নিজ-নিজ-বস্ত্রে কৈল গৃহ-সম্মার্জ্জন।
মহাপ্রভু নিজ-বস্ত্রে মার্জ্জিল সিংহাসন ॥ ১০২ ॥
শত ঘট জলে হৈল মন্দির-মার্জ্জন।
মন্দির শোধিয়া কৈল যেন নিজ-মন ॥ ১০৩ ॥
নির্ম্মল শীতল স্নিগ্ধ করিল মন্দিরে।
আপন-হৃদয় যেন ধরিল বাহিরে ॥ ১০৪ ॥

শত শত লোক জল ভরে সরোবরে।
ঘাটে স্থল নাহি, কেহো কূপে জল ভরে ॥১০৫॥
পূর্ণ কুম্ভ লৈয়া আইসে শত ভক্তগণ।
শূন্য ঘট লইয়া যায় আর শতজন ॥ ১০৬ ॥
নিত্যানন্দাদ্বৈত স্বরূপ ভারতী আর পুরী।
ইঁহা বিনু আর সব আনে জল ভরি ॥ ১০৭ ॥
ঘটে ঘটে ঠেকি কত ঘট ভাঙ্গি গেল।
শত শত ঘট তাঁহা লোকে লৈয়া আইল ॥ ১০৮ ॥
জল ভরে, ঘর ধোয়, করে 'হরিধ্বনি'।
কৃষ্ণ-হরি-ধ্বনি বিনু আর নাহি শুনি ॥ ১০৯ ॥
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহি করে ঘট-সমর্পণ।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহি করে ঘটের প্রার্থন ॥ ১১০ ॥
যেই যেই কহে, সেই কহে 'কৃষ্ণনামে'।
'কৃষ্ণনাম' হৈল সঙ্কেত সর্ব্ব কামে ॥ ১১১ ॥
প্রেমাবেশে কহে প্রভু 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম।
একলে করেন প্রেমে শত জনের কাম ॥ ১১২ ॥
শত হাতে করে যেন ক্ষালন-মার্জ্জন।
প্রতিজন-পাশে যাই করান শিক্ষণ ॥ ১১৩ ॥
ভাল কর্ম্ম দেখি তাঁরে করে প্রশংসন।
মন না মানিলে করে পবিত্র ভর্ৎসন ॥ ১১৪ ॥
'তুমি ভাল করিয়াছ শিখাহ অন্যেরে।
এইমত ভাল কর্ম্ম সেহো যেন করে' ॥ ১১৫ ॥
এ কথা শুনিয়া সবে সঙ্কুচিত হৈয়া।
ভালমতে করে কর্ম্ম সবে মন দিয়া ॥ ১১৬ ॥
তবে প্রভু প্রক্ষালিল শ্রীজগমোহন।
ভোগ-মণ্ডপ তবে কৈল প্রক্ষালন ॥ ১১৭ ॥
নাটশালা ধুই ধুইল চত্বর-প্রাঙ্গণ।
পাকশালা-আদি সব কৈল প্রক্ষালন ॥ ১১৮ ॥
মন্দিরের চতুর্দ্দিক প্রক্ষালন কৈল।
সব অন্তঃপুর ভালমতে ধোয়াইল ॥ ১১৯ ॥
হেনকালে এক গৌড়ীয়া সুবুদ্ধি সরল।
প্রভুর চরণ-যুগে দিল ঘটজল ॥ ১২০ ॥
সেই জল লৈয়া সে আপনে পান কৈল।
তাহা দেখি প্রভুর মনে দুঃখ রোষ হৈল ॥ ১২১ ।

* খাপরা—ভাঙ্গা কলসীর টুকরা ; খোলা।
† প্রণালিকায়—নালায় , নর্দ্দমায়।

যদ্যপি গোঁসাই তারে হৈয়াছেন সন্তোষ।
শিক্ষা লাগি তথাপি বাহিরে করে রোষ ॥১২২॥
স্বরূপ-গোঁসাইরে আনি কহিল তাঁহারে।
এই দেখ তোমার গৌড়ীয়ার ব্যবহারে ॥ ১২৩ ॥
ঈশ্বর-মন্দিরে মোর পদ ধোয়াইল।
সেই জল লইয়া আপনে পান কৈল ॥ ১২৪ ॥
এই অপরাধে মোর কাঁহা হবে গতি।
তোমার-গৌড়ীয়া করে এতেক দুর্গতি ॥ ১২৫ ॥
তবে স্বরূপ-গোঁসাই তার ঘাড়ে হাত দিয়া।
ঢেকা মারি পুরীর বাহির কৈল লৈয়া ॥ ১২৬ ॥
পুনঃ আসি প্রভুর পায় করিল বিনয়।
অল্প-অপরাধ ক্ষমা করিতে জুয়ায় ॥ ১২৭ ॥
তবে মহাপ্রভু মনে সন্তোষ হইল।
সারি করি দুই পাশে সবারে বসাইল ॥ ১২৮ ॥
আপনে বসিয়া মাঝে আপনার হাতে।
তৃণ-কাঁটা-কুটা সব লাগিল কুড়াইতে ॥ ১২৯ ॥
কে কত কুড়ায় সব একত্র করিব।
যার অল্প, তার ঠাঁই পিঠা-পানা লব ॥ ১৩০ ॥
এইমত সব পুরী করিল শোধন।
শীতল নির্ম্মল কৈল যেন নিজ-মন ॥ ১৩১ ॥
প্রণালিকা ছাড়ি যদি জল বহাইল।
নূতন নদী যেন সমুদ্রে মিলিল ॥ ১৩২ ॥
এইমত পুর-দ্বার-অগ্রে পথ যত।
সকল শোধিল তাহা কে বর্ণিবে কত ॥ ১৩৩ ॥
নৃসিংহমন্দির-ভিতর-বাহির শোধিল।
ক্ষণেক বিশ্রাম করি নৃত্য আরম্ভিল ॥ ১৩৪ ॥
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু মত্তসিংহ-সম ॥ ১৩৫ ॥
স্বেদ কম্প বৈবর্ণ্যাশ্রু পুলক হুঙ্কার।
নিজ-অঙ্গ ধুই আগে চলে অশ্রুধার ॥ ১৩৬ ॥
চারিদিকে ভক্ত-অঙ্গ কৈল প্রক্ষালন।
শ্রাবণ-মাসের মেঘ যেন করে বরিষণ ॥ ১৩৭ ॥
মহা-উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে আকাশ ভরিল।
প্রভুর উদ্দণ্ড-নৃত্যে ভূমিকম্প হৈল ॥ ১৩৮ ॥
স্বরূপের উচ্চগান প্রভুরে সদা ভায়।
আনন্দে উদ্দণ্ড-নৃত্য করে গৌররায় ॥ ১৩৯ ॥
এইমত কতক্ষণ নৃত্য যে করিয়া।
বিশ্রাম করিল প্রভু সময় বুঝিয়া ॥ ১৪০ ॥

শ্রীঅদ্বৈত-পুত্র গোপালের মূর্চ্ছা ও মহাপ্রভুর কৃপায় মূর্চ্ছা-ভঙ্গ

আচার্য্য-গোঁসাইর পুত্র শ্রীগোপাল নাম।
নৃত্য করিতে তারে আজ্ঞা দিলা ভগবান্ ॥১৪১॥
প্রেমাবেশে নৃত্যে তেঁহো পড়িলা মূর্চ্ছিতে।
অচেতন হৈয়া তেঁহো পড়িলা ভূমিতে ॥ ১৪২ ॥
আস্তেব্যস্তে আচার্য্য-গোঁসাই তারে লৈল কোলে।
শ্বাস-রহিত দেখি আচার্য্য হইলা বিকলে ॥১৪৩॥*
নৃসিংহের মন্ত্র পড়ি মারে জলছাটি।
হুহুঙ্কার-শব্দে ব্রহ্মাণ্ড যায় ফাটি ॥ ১৪৪ ॥
অনেক করিল, তবু না হৈল চেতন।
আচার্য্য কান্দেন, কান্দে সব ভক্তগণ ॥ ১৪৫ ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁর বুকে হাত দিল।
'উঠহ গোপাল' বলি উচ্চস্বরে কৈল ॥ ১৪৬ ॥
শুনিতেই গোপালের হইল চেতন।
'হরি' বলি নৃত্য করে সব ভক্তগণ ॥ ১৪৭ ॥
এই লীলা বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।
অতএব সংক্ষেপ করি করিল বর্ণন ॥ ১৪৮ ॥

গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনান্তে সরোবরে জলক্রীড়া ও ভক্তগণ সহ উদ্যানে প্রভুর বন্যভোজন

তবে মহাপ্রভু ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া।
সরোবরে জলক্রীড়া কৈল ভক্ত লৈয়া ॥ ১৪৯ ॥
তীরে উঠি পরি সবে শুষ্ক বসন।
নৃসিংহ-দেব নমস্করি গেলা উপবন ॥ ১৫০ ॥
উদ্যানে বসিলা প্রভু ভক্তগণ লৈয়া।
তবে বাণীনাথ আইলা মহাপ্রসাদ লইয়া ॥ ১৫১ ॥

* বিকলে—অস্থির

কাশী-মিশ্র তুলসী-পড়িছা—দুই-জন।
পঞ্চশত লোক যত করয়ে ভক্ষণ ॥ ১৫২ ॥*
তত অন্ন পিঠা পানা সব পাঠাইল।
দেখিয়া প্রভুর চিত্তে সন্তোষ হইল ॥ ১৫৩ ॥
পুরী-গোঁসাই, মহাপ্রভু, ভারতী-ব্রহ্মানন্দ।
অদ্বৈত-আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ১৫৪ ॥
আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, শ্রীবাস, গদাধর।
শঙ্কর, নন্দনাচার্য্য, রাঘব, বক্রেশ্বর ॥ ১৫৫ ॥
প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া বৈসে আপনে সার্ব্বভৌম।
পিণ্ডোপরি বৈসে প্রভু লৈয়া এত জন ॥১৫৬॥†
তার তলে, তার তলে, করি অনুক্রম।
উদ্যান ভরি বৈসে ভক্ত করিতে ভোজন ॥১৫৭॥
'হরিদাস' বলি প্রভু ডাকে ঘনে ঘন।
দূরে রহি হরিদাস করে নিবেদন— ॥ ১৫৮ ॥
ভক্ত-সঙ্গে করুন প্রভু প্রসাদ অঙ্গীকার।
এ-সঙ্গে বসিতে যোগ্য নহি মুই ছার ॥ ১৫৯ ॥
পাছে মোরে প্রসাদ গোবিন্দ দিবে বহির্দ্বারে।
মন জানি প্রভু পুনঃ না বলিলা তাঁরে ॥ ১৬০ ॥
স্বরূপ-গোঁসাই, জগদানন্দ, দামোদর।
কাশীশ্বর গোপীনাথ, বাণীনাথ, শঙ্কর ॥ ১৬১ ॥
পরিবেশন করে তাঁহা এই সাতজন।
মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ ॥ ১৬২ ॥
পুলিন-ভোজন যেন কৃষ্ণ পূর্ব্বে কৈল।
সেই লীলা মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল ॥ ১৬৩ ॥
যদ্যপি প্রেমাবেশে প্রভু হইলা অধীর।
সময় বুঝিয়া তবু মন কৈল স্থির ॥ ১৬৪ ॥
প্রভু কহে—মোরে দেহ লাফ্‌রা-ব্যঞ্জনে।
পিঠা-পানা অমৃত-গুটিকা দেহ ভক্তগণে ॥ ১৬৫ ॥
সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানেন—যার যেই ভায়।
তাঁরে তাঁরে সেই দেওয়ায় স্বরূপ-দ্বারায় ॥১৬৬॥‡
জগদানন্দ বেড়ায় পরিবেশন করিতে।
প্রভুর পাতে ভাল দ্রব্য দেন আচম্বিতে ॥ ১৬৭ ॥
যদ্যপিহ দিলে প্রভু তাঁরে করেন রোষ।
বলে ছলে তবু দেন, দিলে সে সন্তোষ ॥ ১৬৮ ॥
পুন আসি সেই দ্রব্য করে নিরীক্ষণ।
তাঁর ভয়ে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ ॥ ১৬৯ ॥
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাস।
তাঁর আগে কিছু খায়, মনে এই ত্রাস ॥ ১৭০ ॥*
স্বরূপ-গোঁসাই ভাল মিষ্ট প্রসাদ লইয়া।
প্রভুকে নিবেদন করে আগে দাণ্ডাইয়া ॥ ১৭১ ॥
এই মহাপ্রসাদ অল্প কর আস্বাদন।
দেখ জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন ॥১৭২॥
এত বলি কিছু আগে করে সমর্পণ।
তাঁর স্নেহে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ ॥ ১৭৩ ॥
এইমত দুইজন করে বারবার।
চিত্র এই দুই ভক্তের স্নেহ-ব্যবহার ॥ ১৭৪ ॥
সার্ব্বভৌমে প্রভু বসাইয়াছেন নিজ-পাশে।
দুই ভক্তের স্নেহ দেখি সার্ব্বভৌম হাসে ॥১৭৫॥
সার্ব্বভৌমেরে প্রভু প্রসাদ উত্তম।
স্নেহ করি বারবার করান ভোজন ॥ ১৭৬ ॥

ভোজনাপলক্ষে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের প্রীতি কোন্দল

গোপীনাথাচার্য্য উত্তম মহাপ্রসাদ আনি।
সার্ব্বভৌমে দিয়া কহে সুমধুর-বাণী ॥ ১৭৭ ॥
ভট্টাচার্য্য কাঁহা তোমার পূর্ব্ব ব্যবহার।
কাঁহা এই পরমানন্দ করহ বিচার ॥ ১৭৮ ॥
সার্ব্বভৌম কহে—আমি তার্কিক কুবুদ্ধি।
তোমার প্রসাদে মোর এ সম্পদ সিদ্ধি ॥১৭৯॥†
মহাপ্রভু বিনে কেহো নাহি দয়াময়।
কাকেরে গরুড় করে ঐছে কোন্ হয় ॥ ১৮০ ॥

* তুলসী-পড়িছা—তুলসী নামক পূজারী পাণ্ডা।
† পিণ্ডোপরি—পিঁড়ের উপর।
‡ ভায়—ভাল লাগে।

* মনে এই ত্রাস—না খাইলে জগদানন্দ উপবাস করিবে, এই ভয়।
† এ সম্পদ-সিদ্ধি—এই পরমানন্দ-রূপ মহারত্ন লাভ হইল।

তার্কিক-শৃগাল-সঙ্গে ভেউ ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি 'কৃষ্ণ' 'হরি' ॥ ১৮১ ॥
কাঁহা বহির্ম্মুখ-তার্কিক-শিষ্যগণ-সঙ্গ।
কাঁহা এই সঙ্গ সুধা-সমুদ্র-তরঙ্গ ॥ ১৮২ ॥
প্রভু কহে—পূর্ব্বসিদ্ধ কৃষ্ণে তোমার প্রীতি।
তোমা-সঙ্গে আমা-সবার হৈল কৃষ্ণে মতি ॥ ১৮৩ ॥
ভক্ত-মহিমা বাঢ়াইতে, ভক্তে সুখ দিতে।
মহাপ্রভু-সম আর নাহি ত্রিজগতে ॥ ১৮৪ ॥
তবে প্রভু প্রত্যেকে সব ভক্ত-নাম লৈয়া।
পিঠা-পানা দেওয়াইল প্রসাদ করিয়া ॥ ১৮৫ ॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ বসিয়াছেন একঠাই।
দুইজনে ক্রীড়া-কলহ লাগিল তথাই ॥ ১৮৬ ॥
অদ্বৈত কহে—অবধূত সহ এক-পঙ্‌ক্তি।
ভোজন করি, না জানিয়ে হবে কোন্ গতি ॥ ১৮৭ ॥
প্রভু ত সন্ন্যাসী—উঁহার নাহি অপচয়।
অন্নদোষে সন্ন্যাসীর দোষ নাহি হয় ॥ ১৮৮ ॥
'নান্নদোষেণ মস্করী' এই শাস্ত্রীয় প্রমাণ।
গৃহস্থ ব্রাহ্মণ—আমার এই দোষস্থান ॥ ১৮৯ ॥
জন্ম-কুল-শীলাচার না জানি যাহার।
তার সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তি—বড় অনাচার ॥ ১৯০ ॥
নিত্যানন্দ কহে—তুমি অদ্বৈত-আচার্য্য।
অদ্বৈত সিদ্ধান্তে বাধে শুদ্ধভক্তি-কার্য্য ॥ ১৯১ ॥
তোমার সিদ্ধান্ত-সঙ্গ করে যেই জনে।
এক বস্তু বিনা সেই দ্বিতীয় না মানে ॥ ১৯২ ॥
এই তোমার সঙ্গে মোর একত্র ভোজন।
না জানি তোমার সঙ্গে কৈছে হয় মন ॥ ১৯৩ ॥
হেনমতে দুইজনে করে বোলাবুলি।
ব্যাজস্তুতি করে দোঁহে যেন গালাগালি ॥ ১৯৪ ॥

জগন্নাথের 'নেত্রোৎসব' নামে মহোৎসব

তবে প্রভু সব বৈষ্ণবের নাম লৈয়া।
প্রসাদ দেওয়ান কৃপা অমৃত সিঞ্চিয়া ॥ ১৯৫ ॥
ভোজন করি উঠে সবে হরিধ্বনি করি।
হরিধ্বনি উঠিল সেই স্বর্গ-মর্ত্ত্য ভরি ॥ ১৯৬ ॥
তবে মহাপ্রভু সব নিজ-ভক্তগণে।
সবাকে শ্রীহস্তে দিলা মাল্য-চন্দনে ॥ ১৯৭ ॥
তবে পরিবেশক স্বরূপাদি সাতজন।
গৃহ-মধ্যে বসি কৈল প্রসাদ-ভোজন ॥ ১৯৮ ॥
প্রভুর অবশেষ গোবিন্দ রাখিল ধরিয়া।
সেই অন্ন কিছু হরিদাসে দিল লৈয়া ॥ ১৯৯ ॥
ভক্তগণ গোবিন্দ-পাশ প্রসাদ মাগি নিল।
পাছে সেই প্রসাদ গোবিন্দ আপনি পাইল ॥ ২০০ ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু করে নানা খেলা।
"ধোয়া-পাখালা" নাম কৈল এই এক লীলা ॥ ২০১ ॥
আর দিনে জগন্নাথের 'নেত্রোৎসব' নাম।
মহোৎসব হৈল—ভক্তের আইল পরাণ ॥ ২০২ ॥
পক্ষ দিন দুঃখী লোক প্রভুর অদর্শনে।
আনন্দিত হৈল জগন্নাথ-দরশনে ॥ ২০৩ ॥
মহাপ্রভু সুখে লৈয়া সব ভক্তগণ।
জগন্নাথ-দরশনে করিলা গমন ॥ ২০৪ ॥
আগে কাশীশ্বর যায় লোক নিবারিয়া।
পাছে গোবিন্দ যায় জল-করঙ্গ লইয়া ॥ ২০৫ ॥
প্রভু আগে পুরী ভারতী দোঁহার গমন।
স্বরূপ অদ্বৈত দুই পার্শ্বে দুই জন ॥ ২০৬ ॥
পাছে পার্শ্বে চলি যায় আর ভক্তগণ।
উৎকণ্ঠায় গেলা জগন্নাথের ভবন ॥ ২০৭ ॥
দরশন-লোভে করি মর্য্যাদা-লঙ্ঘন।
ভোগ-মণ্ডপে যাইয়া করে শ্রীমুখ-দর্শন ॥ ২০৮ ॥
তৃষ্ণার্ত্ত প্রভুর নেত্র-ভ্রমর-যুগল।
গাঢ়াসক্ত্যে পিয়ে কৃষ্ণের বদন-কমল ॥ ২০৯ ॥
প্রফুল্ল কমল জিনি নয়ন-যুগল।
নীলমণি-দর্পণ-কান্তি গণ্ড ঝলমল ॥ ২১০ ॥
বান্ধুলির ফুল জিনি অধর সুরঙ্গ।
ঈষৎ-হসিত-কান্তি অমৃত-তরঙ্গ ॥ ২১১ ॥
শ্রীমুখ-সৌন্দর্য্য-মধু বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণে।
কোটি কোটি-ভক্ত-নেত্রভৃঙ্গ করে পানে ॥ ২১২ ॥

যত পিয়ে তত তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তর।
মুখাম্বুজ ছাড়ি নেত্র না হয় অন্তর ॥ ২১৩ ॥
এইমত মহাপ্রভু লৈয়া ভক্তগণ।
মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কৈল শ্রীমুখ-দর্শন ॥ ২১৪ ॥
স্বেদ কম্প অশ্রুজল বহে অনুক্ষণ।
দর্শনের লোভে প্রভু করে সম্বরণ ॥ ২১৫ ॥
মধ্যে মধ্যে ভোগ লাগে, মধ্যে দরশন।
ভোগের সময়ে প্রভু করে সঙ্কীর্ত্তন ॥ ২১৬ ॥
দর্শন-আনন্দে প্রভু সব পাসরিলা।
ভক্তগণ মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু লৈয়া গেলা ॥২১৭॥
প্রাতঃকালে রথযাত্রা হইবে জানিয়া।
সেবক লাগায় ভোগ দ্বিগুণ করিয়া ॥ ২১৮ ॥
গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলা সংক্ষেপে কহিল।
যাহা দেখি শুনি পাপীর কৃষ্ণভক্তি হইল ॥ ২১৯ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২২০ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জনং
নাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

স জীয়াৎ কৃষ্ণচৈতন্যঃ শ্রীরথাগ্রে ননর্ত্ত যঃ।
যেনাসীজ্জগতাং চিত্রং জগন্নাথোঽপি বিস্মিতঃ ॥১।

যিনি শ্রীজগন্নাথ-দেবের মনোহর রথের সম্মুখে নৃত্য করিয়া জগদ্বাসিগণকে চমকিত করিয়াছিলেন এবং যাঁহার নৃত্য দেখিয়া স্বয়ং শ্রীজগন্নাথদেবও বিস্মিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জয় হউক ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

রথযাত্রা-উপলক্ষে জগন্নাথের পাণ্ডুবিজয় বা রথারোহণ-লীলা

জয় শ্রোতাগণ শুন করি একমন।
রথযাত্রায় নৃত্য প্রভুর পরম-মোহন ॥ ৩ ॥
আর দিন মহাপ্রভু হৈয়া সাবধান।
রাত্রে উঠি গণ-সঙ্গে কৈলা কৃত্য-স্নান ॥ ৪ ॥
পাণ্ডুবিজয় দেখিবারে করিলা বিজয়।
গণ-সহিত আইলা প্রভু জগন্নাথালয় ॥ ৫ ॥*
জগন্নাথ যাত্রা কৈল ছাড়ি সিংহাসন।
আপনে প্রতাপরুদ্র লৈয়া পাত্রগণ ॥ ৬ ॥
মহাপ্রভুর গণে করায় বিজয়-দর্শন।
অদ্বৈত-নিত্যানন্দ আদি সঙ্গে ভক্তগণ ॥ ৭ ॥
সুখে মহাপ্রভু দেখে ঈশ্বর-গমন।
দেখিয়া আনন্দ হৈল প্রভু, ভক্তগণ ॥ ৮ ॥
বলিষ্ঠ দয়িতাগণ যেন মত্ত-হাতী।
জগন্নাথ-বিজয় করায় করি হাতাহাতি ॥ ৯ ॥†
কতক দয়িতা করে স্কন্ধ-আলম্বন।
কতক দয়িতা ধরে শ্রীপদ্ম-চরণ ॥ ১০ ॥

* পাণ্ডুবিজয়—হাত ধরাধরি করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে শ্রীমন্দির হইতে রথে উঠান বা রথ হইতে শ্রীমন্দিরে লইয়া যাওয়ার নাম পাণ্ডুবিজয়।

† দয়িতাগণ—জগন্নাথের রক্ষক পাণ্ডাগণ।

কটিতটে বদ্ধ দৃঢ় স্থূল পট্টডোরী।
দুইদিকে দয়িতাগণ উঠায় তাহা ধরি ॥ ১১ ॥
উচ্চ দৃঢ় তুলী সব পাতি স্থানে স্থানে।
এক তুলী হৈতে ত্বরায় আর তুলীতে আনে ॥১২॥
প্রভুর পদাঘাতে তুলী হয় খণ্ড খণ্ড।
তুলা সব উড়ি যায়, শব্দ হয় প্রচণ্ড ॥ ১৩ ॥
বিশ্বম্ভর জগন্নাথ চালাইতে শক্তি কার।
আপন-ইচ্ছায় চলে করিতে বিহার ॥ ১৪ ॥
মহাপ্রভু 'মণিমা' বলি করে উচ্চধ্বনি।
নানাবাদ্য-কোলাহল—কিছুই না শুনি ॥ ১৫ ॥*

জগন্নাথের রথ-টান

তবে প্রতাপরুদ্র করে আপনে সেবন।
স্বর্ণ-মার্জ্জনী লৈয়া করে পথ-সম্মার্জ্জন ॥ ১৬ ॥
চন্দন-জলেতে করে পথ-নিসিঞ্চনে।
তুচ্ছ সেবা করে বৈসে রাজ-সিংহাসনে ॥ ১৭ ॥
উত্তম হইয়া রাজা করে তুচ্ছ-সেবন।
অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন ॥ ১৮ ॥
মহাপ্রভু সুখ পাইল সে সেবা দেখিতে।
মহাপ্রভুর কৃপা হৈল সেই সেবা হইতে ॥ ১৯ ॥
রথের সাজনি দেখি লোকে চমৎকার।
সব হেমময় রথ সুমেরু-আকার ॥ ২০ ॥†
শত শত শুক্ল-চামর দর্পণ-উজ্জ্বল।
উপরে পতাকা শত চান্দোয়া নির্ম্মল ॥ ২১ ॥
ঘাঘর কিঙ্কিণী বাজে ঘণ্টার ক্বণিত।
নানা চিত্র পট্টবস্ত্রে রথ বিভূষিত ॥ ২২ ॥‡
লীলায় চড়িলা ঈশ্বর রথের উপর।
আর দুই রথে চড়ে সুভদ্রা হলধর ॥ ২৩ ॥[ ]

মণিমা—সর্ব্বেশ্বর, মহাশয়। এইটি উড়িয়া ভাষা।
সুমেরু-আকার—সোনার পর্ব্বতের মত।
ক্বণিত—শব্দ। চিত্র—সুন্দর।
হলধর—বলরাম।

পঞ্চদশ দিন ঈশ্বর মহালক্ষ্মী লৈয়া।
তাঁর সঙ্গে ক্রীড়া কৈল নিভৃতে বসিয়া ॥ ২৪ ॥

রথাগ্রে গণ সহ মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-লীলা

তাঁহার সম্মতি লৈয়া ভক্তে সুখ দিতে।
রথে চড়ি বাহির হৈলা বিহার করিতে ॥ ২৫ ॥
সূক্ষ্ম-শ্বেত-বালু-পথ পুলিনের সম।
দুই দিকে টোটা সব যেন বৃন্দাবন ॥ ২৬ ॥*
রথে চড়ি জগন্নাথ করিল গমন।
দুই পার্শ্বে দেখি চলে আনন্দিত-মন ॥ ২৭ ॥
গৌড়-সব রথ টানে করিয়া আনন্দ।
ক্ষণে শীঘ্র চলে রথ, ক্ষণে চলে মন্দ ॥ ২৮ ॥†
ক্ষণে স্থির হৈয়া রহে—টানিলে না চলে।
ঈশ্বর-ইচ্ছায় চলে, না চলে কারো বলে ॥ ২৯
তবে মহাপ্রভু সব লৈয়া নিজ-গণ.
স্বহস্তে পরাইল সবারে মাল্য-চন্দন ॥ ৩০ ॥
পরমানন্দ-পুরী আর ভারতী-ব্রহ্মানন্দ।
শ্রীহস্তে-চন্দন পাইয়া বাড়িল আনন্দ ॥ ৩১ ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীহস্ত-স্পর্শে দোঁহে হইলা আনন্দ ॥ ৩২ ॥
কীর্ত্তনীয়াগণে দিলা সুমাল্য-চন্দন।
স্বরূপ শ্রীবাস তার মুখ্য দুই জন ॥ ৩৩ ॥

কীর্ত্তন-দর্শনে প্রতাপরুদ্রের বিস্ময়

চারি সম্প্রদায় হৈল চব্বিশ গায়ন।
দুই-দুই মার্দ্দঙ্গিক—হৈল অষ্টজন ॥ ৩৪ ॥
তবে মহাপ্রভু মনে বিচার করিয়া।
চারি সম্প্রদায় কৈল গায়ন বাঁটিয়া ॥ ৩৫ ॥

* টোটা—বাগিচা; ফল-ফুলের বাগান।
† গৌড় অর্থাৎ গৌড় দেশীয় মল্লগণ।

নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, হরিদাস, বক্রেশ্বরে।
চারি জনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে ॥ ৩৬।
প্রথম সম্প্রদায় কৈল স্বরূপ-প্রধান।
আর পঞ্চ-জন দিল তাঁর পালি গান ॥ ৩৭ ॥
দামোদর, নারায়ণ, দত্ত গোবিন্দ।
রাঘব-পণ্ডিত, আর শ্রীগোবিন্দানন্দ ॥ ৩৮ ॥
অদ্বৈত-আচার্য্যে তাঁহা নাচিতে আজ্ঞা দিল।
শ্রীবাস-প্রধান আর সম্প্রদায় কৈল ॥ ৩৯ ॥
গঙ্গাদাস, হরিদাস, শ্রীমান্, শুভানন্দ।
শ্রীরাম-পণ্ডিত তাঁহা নাচে নিত্যানন্দ ॥ ৪০ ॥
বাসুদেব গোপীনাথ মুরারি যাঁহা গায়।
মুকুন্দ-প্রধান কৈল আর সম্প্রদায় ॥ ৪১ ॥
শ্রীকান্ত, বল্লভসেন, আর দুই জন।
হরিদাস-ঠাকুর তাঁহা করেন নর্ত্তন ॥ ৪২ ॥
গোবিন্দঘোষ-প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়।
হরিদাস, বিষ্ণুদাস রাঘব যাঁহা গায় ॥ ৪৩ ॥
মাধব, বাসুদেব আর দুই সহোদর।
নৃত্য করেন তাঁহা পণ্ডিত বক্রেশ্বর ॥ ৪৪ ॥
কুলীনগ্রামের এক কীর্ত্তনীয়া-সমাজ।
তাঁহা নৃত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ ॥ ৪৫ ॥
শান্তিপুর-আচার্য্যের এক সম্প্রদায়।
অচ্যুতানন্দ নাচে তাঁহা, আর সব গায় ॥ ৪৬।
খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্ত্তন।
নরহরি নাচে তাঁহা শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৪৭ ॥
জগন্নাথ-আগে চারি সম্প্রদায় গায়।
দুই পার্শ্বে দুই, পাছে এক সম্প্রদায় ॥ ৪৮ ॥
সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল।
যার ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হইল পাগল ॥ ৪৯ ॥
বৈষ্ণবের ঘটামেঘে হইল বাদল।
সঙ্কীর্ত্তনামৃত সহ বর্ষে নেত্র-জল ॥ ৫০ ॥
ত্রিভুবন ভরি উঠে সঙ্কীর্ত্তন-ধ্বনি।
অন্য বাদ্যাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি ॥ ৫১ ॥
সাত ঠাঁই বলে প্রভু 'হরি হরি' বুলি।
'জয় জয় জগন্নাথ' কহে হস্ত তুলি ॥ ৫২ ॥
আর এক শক্তি প্রভু করিলা প্রকাশ।
এককালে সাত ঠাঁই করেন বিলাস ॥ ৫৩ ॥
সবে কহে—প্রভু আছেন মোর সম্প্রদায়।
অন্য ঠাঁই নাহি যায় আমারে দয়ায় ॥ ৫৪ ॥
কেহো সে লিখিতে নারে অচিন্ত্য প্রভুর শক্তি।
অন্তরঙ্গ-ভক্ত জানে—যাঁর শুদ্ধভক্তি ॥ ৫৫ ॥
কীর্ত্তন দেখিয়া জগন্নাথ হরষিত।
কীর্ত্তন দেখেন রথ করিয়া স্থগিত ॥ ৫৬ ॥*
প্রতাপরুদ্রের হৈল পরম বিস্ময়।
দেখিতে বিবশ রাজা হৈল প্রেমময় ॥ ৫৭ ॥

রথোপলক্ষে রাজার হীন সেবা দেখিয়া
মহাপ্রভুর সন্তোষ

কাশী-মিশ্রে কহে রাজা প্রভুর মহিমা।
কাশী-মিশ্র কহে—তোমার নাহি ভাগ্যসীমা ॥৫৮॥
সার্ব্বভৌম সহ রাজা করে ঠারাঠারি।
আর কেহো নাহি জানে চৈতন্যের চুরি ॥ ৫৯ ॥
যারে তাঁর কৃপা, তারে সে চিনিতে পারে।
কৃপা বিনা ব্রহ্মাদিক জানিতে না পারে ॥ ৬০ ॥
রাজার তুচ্ছসেবা দেখি প্রভুর প্রসন্ন মন।
সে প্রসাদে পাইল এই রহস্য-দর্শন ॥ ৬১ ॥
সাক্ষাতে না দেখা দেন, পরোক্ষে এত দয়া।
কে বুঝিতে পারে চৈতন্যের এই মায়া ॥ ৬২ ॥
সার্ব্বভৌম কাশী-মিশ্র দুই মহাশয়।
রাজারে প্রসাদ দেখি হৈল বিস্ময় ॥ ৬৩ ॥
এইমত লীলা প্রভু করি কতক্ষণ।
আপনে গায়েন, নাচে সব ভক্তগণ ॥ ৬৪ ॥
কভু একমূর্ত্তি হয়, কভু বহুমূর্ত্তি।
কার্য্য-অনুরূপ প্রভু প্রকাশয়ে শক্তি ॥ ৬৫ ॥
লীলাবেশে নাহি প্রভুর নিজানুসন্ধান।
ইচ্ছা জানি লীলা-শক্তি করে সমাধান ॥ ৬৬ ॥

* করিয়া স্থগিত—দাঁড় করাইয়া।

পূর্ব্বে যৈছে রাসাদি-লীলা কৈল বৃন্দাবনে।
অলৌকিক লীলা গৌর করে ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৬৭ ॥
ভক্তগণ অনুভবে, নাহি জানে আন।
শ্রীভাগবত-শাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ ॥ ৬৮ ॥*

এইমত মহাপ্রভু করি নৃত্যরঙ্গে।
ভাসাইল সর্ব্বলোক প্রেমের তরঙ্গে ॥ ৬৯ ॥
এইমত হইল কৃষ্ণের রথ-আরোহণ।
তাঁর আগে নাচাইল প্রভু নিজ-গণ ॥ ৭০ ॥
আগে শুন জগন্নাথের গুণ্ডিচা-গমন।
তার আগে প্রভু যৈছে করিল নর্ত্তন ॥ ৭১ ॥
এইমত কীর্ত্তন প্রভু কৈল কতক্ষণ।
আপন-উদ্যোগে নাচাইল ভক্তগণ ॥ ৭২ ॥
আপনে নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল।
সাত সম্প্রদায় তবে একত্র করিল ॥ ৭৩ ॥
শ্রীবাস, রামাই, রঘু, গোবিন্দ, মুকুন্দ।
হরিদাস, গোবিন্দানন্দ, মাধব, গোবিন্দ ॥ ৭৪ ॥
উদ্দণ্ড-নৃত্যে যবে প্রভুর হৈল মন।
স্বরূপের সঙ্গে দিল এই নব জন ॥ ৭৫ ॥†
এই দশ জন প্রভুর সঙ্গে গায় যায়।
আর সম্প্রদায় চারিদিকে রহি গায় ॥ ৭৬ ॥
দণ্ডবত করি প্রভু যুড়ি দুই হাত।
ঊর্দ্ধমুখে স্তুতি করে দেখি জগন্নাথ ॥ ৭৭ ॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (১।১৯।৬৫), মহাভারতে
শান্তিপর্ব্বণি চ (৪৭।৯৪)—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৭৮ ॥

যিনি ব্রহ্মণ্যদেব, যিনি গো ও ব্রাহ্মণের হিতকারী, যিনি জগতের হিতকারী এবং যিনি গো-পালক, সেই কৃষ্ণকে বারম্বার নমস্কার করি ॥ ৭৮ ॥

তথাহি মুকুন্দমালাস্তোত্রে, পদ্যাবল্যাং চ—

জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশ-প্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘ-শ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভার-নাশো মুকুন্দঃ ॥৭৯॥

এই দেবকীনন্দন-দেবের জয় হউক, যদুকুলোজ্জ্বলকারী এই শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক; এই নবজলধর-শ্যাম সুকুমার কৃষ্ণচন্দ্রের জয় হউক, ভূভার হরণকারী অসুর-মুক্তিদাতা এই শ্রীমুকুন্দের জয় হউক ॥ ৭৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কঃ ৯০ অঃ
২৪ শ্লোক :—

জয়তি জন-নিবাসো দেবকী-জন্মবাদো
যদুবর-পরিষৎ স্বৈর্দোভিরস্যন্নধর্ম্মং।
স্থিরচর-বৃজিনঘ্নঃ সুস্মিত-শ্রীমুখেন
ব্রজপুর-বনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবং ॥ ৮০ ॥

যিনি সর্ব্বজীবে অন্তর্য্যামি-রূপে অবস্থান করিতেছেন, দেবকী গর্ভে জন্মিয়াছেন বলিয়া যাঁহার খ্যাতি, যদুবংশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ সেবক রূপে যাঁহার সভাসদ্, যিনি নিজ-বাহু বলে অধর্ম্ম বিনাশ করেন, যিনি স্থাবর ও জঙ্গমের দুঃখ বিনাশ করেন এবং যিনি ব্রজগোপীগণের ও মথুরা-দ্বারকা নগরীস্থ বনিতাগণের পরম প্রেম পরিবর্দ্ধিত করিতে-ছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জয়যুক্ত হউন ॥ ৮০ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ৬৩ অঙ্ক-ধৃত-সার্ব্বভৌমোক্তি :—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল-পরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদ-কমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥ ৮১ ॥

* ভাগবতশাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসলীলার সময় গোপিনীরা শ্রীকৃষ্ণকে সমীপস্থ বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। প্রভুর ভক্তগণও সেরূপ প্রভুকে সমীপস্থ বলিয়া অনুভব করিলেন।

† নবজন—নয় জন।

আমি ব্রাহ্মণও নহি, ক্ষত্রিয়ও নহি, বৈশ্যও নহি, শূদ্রও নহি অর্থাৎ আমি কোনও জাতির মধ্যেই নহি, অথবা আমি ব্রহ্মচারীও নহি, গৃহস্থও নহি, বাণপ্রস্থও নহি, সন্ন্যাসীও নহি অর্থাৎ আমি কোন আশ্রমের মধ্যেও নহি, তবে আমি কি—না, আমি সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত নিখিল পরমানন্দ-পূর্ণ অমৃতসাগর-স্বরূপ গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ-কমলের দাসানুদাস মাত্র অর্থাৎ তাঁহার অতি তুচ্ছ একটি দাস বই আমি আর কিছুই নহি ॥ ৮১ ॥

এত পড়ি পুনরপি করিলা প্রণাম।
যোড়হাতে ভক্তগণ বন্দে ভগবান্ ॥ ৮২ ॥
উদ্দণ্ড-নৃত্যে প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
চক্রভ্রমি ভ্রমে যৈছে আলাত-আকার ॥ ৮৩ ॥ *

কীর্ত্তনে মহাপ্রভুর অদ্ভুত প্রেম-বিকার
ও ভাব

নৃত্যে প্রভুর যাঁহা যাঁহা পড়ে পদতল।
সসাগর শৈল মহী করে টলমল ॥ ৮৪ ॥
স্তম্ভ স্বেদ পুলকাশ্রু কম্প বৈবর্ণ্য।
নানাভাবে বিবশতা গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য ॥ ৮৫ ॥
আছাড় খাইয়া পড়ি ভূমে গড়ি যায়।
সুবর্ণ-পর্ব্বত যেন ভূমেতে লোটায় ॥ ৮৬ ॥
নিত্যানন্দ-প্রভু দুই হস্ত প্রসারিয়া।
প্রভুকে ধরিতে বুলে আশেপাশে ধাইয়া ॥ ৮৭ ॥
প্রভু-পাছে বুলে আচার্য্য করিয়া হুঙ্কার।
হরিদাস 'হরি বোল' বলে বারবার ॥ ৮৮ ॥
লোক নিবারিতে হৈল তিন-মণ্ডল।
প্রথম-মণ্ডলে নিত্যানন্দ মহাবল ॥ ৮৯ ॥†
কাশীশ্বর-গোবিন্দাদি যত ভক্তগণ।
হাতাহাতি করি হৈল দ্বিতীয়-আবরণ ॥ ৯০ ॥
বাহিরে প্রতাপরুদ্র লৈয়া পাত্রগণ।
মণ্ডলী হইয়া করে লোক-নিবারণ ॥ ৯১ ॥

* আলাত—জ্বলন্ত অঙ্গার।

† তিন মণ্ডল—তিনটি দল।

হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্ত আলম্বিয়া।
প্রভুর নৃত্য দেখে রাজা আবিষ্ট হইয়া ॥ ৯২ ॥*
হেনকালে শ্রীবাস প্রেমাবিষ্ট-মন।
রাজার আগে রহি দেখে প্রভুর নর্ত্তন ॥ ৯৩ ॥
রাজার আগে হরিচন্দন দেখি শ্রীনিবাস।
হস্তে তারে স্পর্শি কহে—হও একপাশ ॥ ৯৪ ॥
নৃত্যালোকাবেশে শ্রীনিবাস কিছুই না জানে।
বারবার ঠেলে—তাঁর ক্রোধ হৈল মনে ॥ ৯৫ ॥
চাপড় মারিয়া তারে কৈল নিবারণ।
চাপড় খাইয়া ক্রুদ্ধ হৈল সে হরিচন্দন ॥ ৯৬ ॥
ক্রুদ্ধ হৈয়া তারে কিছু চাহে বলিবারে।
আপনে প্রতাপরুদ্র নিবারিল তারে— ॥ ৯৭ ॥
ভাগ্যবান্ তুমি ইঁহার হস্ত-স্পর্শ পাইলা।
আমার ভাগ্যে নাহি, তুমি কৃতার্থ হইলা ॥ ৯৮ ॥
প্রভুর নৃত্য দেখি লোকের হৈল চমৎকার।
অন্য আছু, জগন্নাথের আনন্দ অপার ॥ ৯৯ ॥
রথ স্থির করি আগে না করে গমন।
অনিমেষ-নেত্রে করে নৃত্য-দরশন ॥ ১০০ ॥
সুভদ্রা শ্রীবলরামের হৃদয়ে উল্লাস।
নৃত্য দেখি দুই জনার মুখে হৈল হাস ॥ ১০১ ॥
উদ্দণ্ড-নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
অষ্ট-সাত্ত্বিক ভাবোদয় হয় সমকাল ॥ ১০২ ॥
মাংস-ব্রণ-সহ রোম-বৃন্দ পুলকিত।
শিমূলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত ॥ ১০৩ ॥
একেক দন্তের কম্প দেখি লাগে ভয়।
লোকে মানে—দন্ত সব খসিয়া পড়য় ॥ ১০৪ ॥
সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে, তাতে রক্তোদ্গম।
'জজ জজ গগ গগ' গদ্গদ বচন ॥ ১০৫ ॥
জলযন্ত্র-ধারা যেন বহে অশ্রুজল।
আশ-পাশ লোক যত ভিজিল সকল ॥ ১০৬ ॥

* হরিচন্দন—মহারাজ প্রতাপরুদ্রের একজন পার্শ্বচর বা শ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারী।

স্কন্ধে হস্ত আলম্বিয়া—কাঁধে হাত রাখিয়া।

দেহকান্তি গৌর কভু দেখিযে অরুণ।
কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকাপুষ্প-সম ॥ ১০৭ ॥
কভু স্তব্ধ হৈয়া প্রভু ভূমিতে পড়য়।
শুষ্ককাষ্ঠ-সম—হস্ত পদ না চলয় ॥ ১০৮ ॥
কভু ভূমি পড়ে, কভু হয় শ্বাসহীন।
যাহা দেখি ভক্তগণের হয় প্রাণ ক্ষীণ ॥ ১০৯ ॥
কভু নেত্রে নাসায় জল, মুখে পড়ে ফেন।
অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্বে বহে যেন ॥ ১১০ ॥
সেই ফেন লৈয়া শুভানন্দ কৈল পান।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত তেঁহো—বড় ভাগ্যবান্ ॥ ১১১ ।
এইমত তাণ্ডব-নৃত্য করি কতক্ষণ।
ভাব-বিশেষে প্রভুর প্রবেশিল মন ॥ ১১২ ॥
তাণ্ডব-নৃত্য ছাড়ি প্রভু স্বরূপে আজ্ঞা দিল।
হৃদয় জানিয়া স্বরূপ গাহিতে লাগিল ॥ ১১৩ ॥

তথাহি পদং :—

সেই ত পরাণনাথ পাইনু।
যাঁহা লাগি মদন-দহনে ঝুরি গেনু ॥ ধ্রু ॥ ১১৪ ॥*
এই ধুয়া উচ্চস্বরে গায় দামোদর।
আনন্দে মধুর নৃত্য করেন ঈশ্বর ॥ ১১৫ ॥
ধীরে ধীরে জগন্নাথ করিল গমন।
আগে নৃত্য করি চলে শচীর নন্দন ॥ ১১৬ ॥

মহাপ্রভুর কুরুক্ষেত্র-মিলনাবেশ

জগন্নাথে নেত্র দিয়া সবে গায় নাচে।
কীর্ত্তনীয়া-সহ প্রভু চলে পাছে পাছে ॥ ১১৭ ॥
জগন্নাথে মগ্ন প্রভুর নয়ন হৃদয়।
শ্রীহস্ত-যুগলে করে গীত অভিনয় ॥ ১১৮ ॥
গৌর যদি পাছে যায়, শ্যাম হয় স্থিরে।
গৌর আগে চলে, শ্যাম চলে ধীরে ধীরে ॥১১৯॥

এইমত গৌর শ্যাম করে ঠেলাঠেলি।
সরথ-শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী ॥ ১২০ ॥
নাচিতে নাচিতে প্রভুর হৈল ভাবান্তর।
হস্ত তুলি শ্লোক পড়ে করি উচ্চস্বর ॥ ১২১ ॥

তথাহি কাব্যপ্রকাশে ১ উল্লাসে ৪১ শ্লোকঃ—

যঃ কৌমার-হরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিত-মালতী-সুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত-ব্যাপার-লীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরু-তলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥ ১২২ ॥ *

এই শ্লোক মহাপ্রভু পড়ে বারবার।
স্বরূপ বিনা কেহো অর্থ না জানে ইহার ॥ ১২৩॥
এই শ্লোকের অর্থ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
শ্লোকের ভাবার্থ করি সংক্ষেপে আখ্যান ॥ ১২৪॥
পূর্ব্বে যেন কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ।
কৃষ্ণের দর্শন পাঞা আনন্দিত মন ॥ ১২৫ ॥
জগন্নাথ দেখি প্রভুর সে ভাব উঠিল।
সেই ভাবাবিষ্ট হৈয়া ধুয়া গাওয়াইল ॥ ১২৬ ॥
অবশেষে রাধা কৃষ্ণে কৈলা নিবেদন।
সেই তুমি, সেই আমি, সে নব-সঙ্গম ॥ ১২৭ ॥
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে উদয় করাহ আপন-চরণ ॥ ১২৮ ॥
ইঁহা লোকারণ্য হাতি-ঘোড়া রথ-ধ্বনি।
তাঁহা পুষ্পবন ভৃঙ্গ-পিক-নাদ শুনি ॥ ১২৯ ॥
ইঁহা রাজবেশ সঙ্গে সব ক্ষত্রিয়গণ।
তাঁহা গোপগণ সঙ্গে মুরলী-বদন ॥ ১৩০ ॥
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ-আস্বাদন।
সে সুখ-সমুদ্রের ইঁহা নাহি এক-কণ ॥ ১৩১ ॥
আমা লইয়া পুনঃ লীলা কর বৃন্দাবনে।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয় ত পূরণে ॥ ১৩২ ॥

* মদন-দহনে ঝুরি গেনু—কামানলে দগ্ধ হইয়া মরিলাম। এই কামানল প্রকৃত কামজনিত নহে, ইহা হইল কামগন্ধহীন সুনির্ম্মল সমুজ্জ্বল প্রেমজনিত কৃষ্ণবিরহ-শোকানল।

* অনুবাদ ১৩৬ পৃষ্ঠায় ৫৮ দাগে দ্রষ্টব্য।

ভাগবতে আছে এই রাধিকা-বচন।
পূর্ব্বে তাহা সূত্র-মধ্যে করিয়াছি বর্ণন ॥ ১৩৩ ॥
সেই ভাবাবেশে প্রভু পড়ে এই শ্লোক।
এ শ্লোকের অর্থ কেহো নাহি বুঝে লোক ॥১৩৪॥
স্বরূপ-গোঁসাই জানে, না কহে অর্থ তার।
শ্রীরূপ-গোঁসাই কৈল সে অর্থ-প্রচার ॥ ১৩৫ ॥
স্বরূপ-সঙ্গে যার অর্থ করে আস্বাদন।
নৃত্য-মধ্যে সেই শ্লোক করেন পঠন ॥ ১৩৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কঃ ৮২ অঃ
৩৫ শ্লোকঃ—

আহুশ্চ তে নলিননাভ-পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধ-বোধৈঃ।
সংসারকূপ-পতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥ ১৩৭ ॥*

অস্যার্থঃ। যথারাগঃ।

অন্যের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি জানি।
তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ-কৃপা মানি ॥ ১৩৮ ॥
প্রাণনাথ! শুন মোর সত্য নিবেদন।
ব্রজ আমার সদন, তাহাতে তোমার সঙ্গম,
না পাইলে না রহে জীবন ॥ ১৩৯ ॥
পূর্ব্বে উদ্ধব-দ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে,
যোগ-জ্ঞানের কহিলে উপায়।
তুমি বিদগ্ধ কৃপাময়, জান আমার হৃদয়,
আমার ঐছে করিতে না জুয়ায় ॥ ১৪০ ॥
চিত্ত কাড়ি তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে,
যত্ন করি নারি কাড়িবারে।
তারে ধ্যান শিক্ষা কর, লোক হাসাইয়া মার,
স্থানাস্থান না কর বিচারে ॥ ১৪১ ॥

নহে গোপী যোগেশ্বর, তোমার পদকমল,
ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ।
তোমার বাক্য-পরিপাটী, তার মধ্যে কুটিনাটী,
শুনি গোপীর বাঢ়ে আরো রোষ ॥ ১৪২ ॥
দেহ-স্মৃতি নাহি যার, সংসারকূপ কাঁহা তার,
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।
বিরহ-সমুদ্র-জলে, কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে,
গোপীগণে লেহ তার পার ॥ ১৪৩ ॥
বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন, যমুনা-পুলিন বন,
সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা।
সেই ব্রজে ব্রজজন, মাতা পিতা বন্ধুগণ,
বড় চিত্র! কেমনে পাসরিলা ॥ ১৪৪ ॥
বিদগ্ধ মৃদু সদ্-গুণ, সুশীল স্নিগ্ধ করুণ,
তুমি—তোমায় নাহি দোষাভাস।
তবে যে তোমার মন, নাহি স্মরে ব্রজজন,
সে আমার দুর্দ্দৈব-বিলাস ॥ ১৪৫ ॥
না গণি আপন দুখ, দেখি ব্রজেশ্বরী-মুখ,
ব্রজ-জনের হৃদয় বিদরে।
কিবা মার ব্রজবাসী, কিবা জীয়াও ব্রজে আসি
কেনে জীয়াও দুঃখ সহিবারে ॥ ১৪৬ ॥
তোমার যে অন্য-বেশ, অন্য-সঙ্গ অন্য-দেশ,
ব্রজ-জনে কভু নাহি ভায়।
ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে,
ব্রজ-জনের কি হবে উপায় ॥ ১৪৭ ॥
তুমি ব্রজের জীবন, ব্রজ-জনের প্রাণধন,
তুমি ব্রজের সকল সম্পদ।
কৃপার্দ্র তোমার মন, আসি জীয়াও ব্রজ-জন,
ব্রজে উদয় করাও নিজ-পদ ॥ ১৪৮ ॥

পুনর্যথারাগঃ।

শুনিয়া রাধিকা-বাণী, ব্রজপ্রেম মনে আনি,
ভাবে ব্যাকুল হৈল মন।
ব্রজলোকের প্রেম শুনি, আপনাকে ঋণী মানি,
করেন কৃষ্ণ তাঁরে আশ্বাসন ॥ ১৪৯ ॥

* অনুবাদ ১৩৮ পৃষ্ঠায় ৮১ দাগে দ্রষ্টব্য।

প্রাণপ্রিয়ে ! শুন মোর এ সত্য বচন ।
তোমা সবার স্মরণে, ঝুরোঁ মুই রাত্রি-দিনে,
মোর দুঃখ জানে কোনজন ॥ ১৫০ ॥
ব্রজবাসী যত জন, মাতা-পিতা সখাগণ,
সবে হয় মোর প্রাণ-সম ।
তার মধ্যে গোপীগণ, সাক্ষাত মোর জীবন,
তুমি মোর জীবনের জীবন ॥ ১৫১ ॥
তোমা-সবার প্রেমরসে, আমাকে করিল বশে,
আমি তোমার অধীন কেবল ।
তোমা-সবা ছাড়াইয়া, আমা দূরদেশে লইয়া,
রাখিয়াছে দুর্দ্দৈব প্রবল ॥ ১৫২ ॥
প্রিয় প্রিয়া-সঙ্গহীনা, প্রিয় প্রিয় সঙ্গ বিনা,
নাহি জীয়ে এ সত্য প্রমাণ ।
মোর দশা শুনে যবে, তার এই দশা হবে,
এই ভয়ে দোঁহে রাখে প্রাণ ॥ ১৫৩ ॥
সেই সতী প্রেমবতী, প্রেমবান্ সেই পতি,
বিয়োগে যে বাঞ্ছে প্রিয়-হিতে ।
না গণে আপন-দুখ, বাঞ্ছে প্রিয়জন-সুখ,
সেই দুই মিলে অচিরাতে ॥ ১৫৪ ॥
রাখিতে তোমার জীবন, সেবি আমি নারায়ণ,
তাঁর শক্ত্যে আসি নিতি নিতি ।
তোমা-সনে ক্রীড়া করি, নিত্য যাই যদুপুরী,
তাহা তুমি মান মোর স্ফূর্ত্তি ॥ ১৫৫ ॥
মোর ভাগ্যে মো-বিষয়ে, তোমার যে প্রেম হয়ে,
সেই প্রেম পরম প্রবল ।
লুকাইয়া আমা আনে, সঙ্গ করায় তোমা-সনে,
প্রকটেহ আনিবে সত্বর ॥ ১৫৬ ॥
যাদবের প্রতিপক্ষ, দুঃখ যত কংস-পক্ষ
তাহা আমি কৈল সব ক্ষয় ।
আছে দুই চারি জন, তাহা মারি বৃন্দাবন,
আইলাঙ আমি—জানিহ নিশ্চয় ॥ ১৫৭ ॥
সেই শত্রুগণ হৈতে, ব্রজজনে রাখিতে,
রহি রাজ্যে উদাসীন হৈয়া ।
যেবা স্ত্রী পুত্র-ধন, করি বাহ্য আবরণ,
যদুগণের সন্তোষ লাগিয়া ॥ ১৫৮ ॥
তোমার যে প্রেমগুণে, করে আমা আকর্ষণে,
আনিবে আমা দিন-দশ-বিশে ।
পুনঃ আসি বৃন্দাবনে, ব্রজবধূ তোমা সনে,
বিলসিব রাত্রি-দিবসে ॥ ১৫৯ ॥
এত তারে কহি কৃষ্ণ, ব্রজে যাইতে সতৃষ্ণ,
এক শ্লোক পড়ি শুনাইল ।
সেই শ্লোক শুনি রাধা, খণ্ডিল সকল বাধা,
কৃষ্ণ-প্রাপ্তি প্রতীত হইল ॥ ১৬০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কঃ ৮২ অঃ ৩১ শ্লোকঃ—

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে ।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎ-স্নেহো ভবতীনাং
মদাপনঃ ॥ ১৬১ ॥*

এই সব অর্থ প্রভু স্বরূপের সনে ।
রাত্রি-দিনে ঘরে বসি করে আস্বাদনে ॥ ১৬২ ॥
নৃত্যকালে সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়া ।
শ্লোক পড়ি নাচে জগন্নাথ-মুখ চাইয়া ॥ ১৬৩ ॥
স্বরূপ-গোঁসাইর ভাগ্য না যায় বর্ণন ।
প্রভুতে আবিষ্ট যাঁর কায়-বাক্য-মন ॥ ১৬৪ ॥
স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে প্রভু নিজেন্দ্রিয় গণে ।
আবিষ্ট করিয়া করে গান-আস্বাদনে ॥ ১৬৫ ॥
ভাবাবেশে কভু প্রভু ভূমিতে বসিয়া ।
তর্জ্জনীতে ভূমি লেখে অধোমুখ হৈয়া ॥ ১৬৬ ॥
অঙ্গুলিতে ক্ষত হবে জানি দামোদর ।
ভয়ে নিজ-করে নিবারয়ে প্রভু-কর ॥ ১৬৭ ॥
প্রভুর ভাবানুরূপ স্বরূপের গান ।
যবে যেই রস, তাহা করে মূর্ত্তিমান্ ॥ ১৬৮ ॥
শ্রীজগন্নাথের দেখি শ্রীমুখ-কমল ।
তাহার উপর সুন্দর নয়ন-যুগল ॥ ১৬৯ ॥

* অনুবাদ ৪৮ পৃষ্ঠায় ২২ দাগে দ্রষ্টব্য

সূর্য্যের কিরণে মুখ করে ঝলমল।
মাল্য বস্ত্র অলঙ্কার দিব্য পরিমল ॥ ১৭০ ॥
প্রভুর হৃদয়ে আনন্দ-সিন্ধু উথলিল।
উন্মাদ-ঝঞ্ঝাবায়ু তৎক্ষণে উঠিল ॥ ১৭১ ॥
আনন্দ-উন্মাদে উঠে ভাবের তরঙ্গ।
নানাভাব-সৈন্যে উপজিল যুদ্ধ-রঙ্গ ॥ ১৭২ ॥
ভাবোদয় ভাব-সন্ধি ভাব-শাবল্য।
সঞ্চারি সাত্ত্বিক স্থায়ী—সবার প্রাবল্য ॥ ১৭৩ ॥
প্রভুর শরীর যেন শুদ্ধ হেমাচল।
ভাব-পুষ্পদ্রুম তাতে পুষ্পিত সকল ॥ ১৭৪ ॥
দেখিয়া লোকের আকর্ষয়ে চিত্ত মন।
প্রেমামৃত-বৃষ্ট্যে প্রভু সিঞ্চে সর্ব্বজন ॥ ১৭৫ ॥
জগন্নাথ-সেবক যত, রাজপাত্রগণ।
যাত্রিক-লোক নীলাচলবাসী যত জন ॥ ১৭৬ ॥
প্রভুর নৃত্য প্রেম দেখি হয় চমৎকার।
কৃষ্ণপ্রেম উছলিল হৃদয়ে সবার ॥ ১৭৭ ॥
প্রেমে নাচে গায় লোক করে কোলাহল।
প্রভুর নৃত্য দেখি সবে আনন্দে বিহ্বল ॥ ১৭৮ ॥
অন্যের কা কথা, জগন্নাথ হলধর।
প্রভুর নৃত্য দেখি সুখে চলেন মন্থর ॥ ১৭৯ ॥
কভু সুখে নৃত্য-রঙ্গ দেখে রথ রাখি।
সে কৌতুক যে দেখিল সেই তার সাক্ষী ॥১৮০॥

নৃত্যাবেশে রাজার স্পর্শে মহাপ্রভুর
আত্ম ধিক্কার

এইমত প্রভু নৃত্য করিতে করিতে।
প্রতাপরুদ্রের আগে লাগিলা পড়িতে ॥ ১৮১ ॥
সম্ভ্রমে প্রতাপরুদ্র প্রভুকে ধরিল।
তাঁহারে দেখিতে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল ॥ ১৮২
রাজা দেখে মহাপ্রভু করেন ধিক্কার।
ছি ছি বিষয়ীর স্পর্শ হইল আমার ॥ ১৮৩ ॥
আবেশে নিত্যানন্দ না হৈলা সাবধানে।
কাশীশ্বর গোবিন্দ আছিলা অন্য স্থানে ॥ ১৮৪ ॥
যদ্যপি রাজার দেখি হাড়ির সেবন।
প্রসন্ন হৈয়াছে—তাঁরে মিলিবারে মন ॥ ১৮৫ ॥*
তথাপি আপন-গণ করিতে সাবধান।
বাহ্যে কিছু রোষাভাস কৈলা ভগবান্ ॥ ১৮৬ ॥
প্রভুর বচনে রাজার মনে হৈল ভয়।
সার্ব্বভৌম কহে—তুমি না কর সংশয় ॥ ১৮৭ ॥
তোমার উপরে প্রভুর সুপ্রসন্ন মন।
তোমা লক্ষ্য করি শিখায়েন নিজ-গণ ॥ ১৮৮ ॥
অবসর জানি আমি করিব নিবেদন।
সেই কালে যাই করিহ প্রভুর মিলন ॥ ১৮৯ ॥
তবে মহাপ্রভু রথ প্রদক্ষিণ করিয়া।
রথ-পাছে যাই ঠেলে রথে মাথা দিয়া ॥ ১৯০ ॥
ঠেলিলে চলিল রথ হড়হড় করি।
চৌদিকের লোক-সব বলে "হরি হরি" ॥ ১৯১ ॥

বলগণ্ডীতে রথ রাখিয়া জগন্নাথের বিরাট ভোগ ও
তৎকালে গণ সহ মহাপ্রভুর
উদ্যানে বিশ্রাম

তবে প্রভু নিজ-ভক্তগণ লৈয়া সঙ্গে।
বলভদ্র-সুভদ্রা আগে নৃত্য করে রঙ্গে ॥ ১৯২ ॥
তাঁহা নৃত্য করি জগন্নাথ আগে আইলা।
জগন্নাথ দেখি নৃত্য করিতে লাগিলা ॥ ১৯৩ ॥
চলিয়া আইলা রথ বলগণ্ডী-স্থানে।
জগন্নাথ রথ রাখি দেখে ডাহিনে বামে ॥ ১৯৪ ॥
বামে বিপ্রশাসন নারিকেল-বন।
ডাহিনে পুষ্পোদ্যান যেন বৃন্দাবন ॥ ১৯৫ ॥

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, রাজা প্রতাপরুদ্রকে রথের সম্মুখস্থ পথ মার্জ্জনা করিতে দেখিয়া চৈতন্যদেব তার প্রতি অতীব সন্তুষ্ট হন এবং তার সাথে মিলিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু পাছে ভক্তগণ তাঁহার আন্তরিক অভিলাষ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে ভুল বুঝে এবং তাঁহার অনুকরণ করিয়া বিষয়ী ব্যক্তির সহিত মিলিত হয়, সেজন্য প্রভু কৃত্রিম ভৎর্সনা করিলেন।

আগে নৃত্য করে গৌর লৈয়া ভক্তগণ।
রথ রাখি জগন্নাথ করেন দর্শন ॥ ১৯৬ ॥
সেই স্থানে ভোগ লাগে আছয়ে নিয়ম।
কোটি ভোগ জগন্নাথ করে আস্বাদন ॥ ১৯৭ ॥
জগন্নাথের ছোট বড় যত ভক্তগণ।
নিজ-নিজোত্তম ভোগ করে সমর্পণ ॥ ১৯৮ ॥
রাজা রাজমহিষীবৃন্দ পাত্র-মিত্রগণ।
নীলাচলবাসী যত ছোট বড় জন ॥ ১৯৯ ॥
নানাদেশের যাত্রিক দেশী যত জন।
নিজ-নিজ-ভোগ তাঁহা কৈল সমর্পণ ॥ ২০০ ॥
আগে পাছে দুই পার্শ্বে পুষ্পোদ্যান-বনে।
যে যাঁহা পায় ভোগ লাগায় নাহিক নিয়মে ॥২০১
ভোগের সময়ে লোকের মহাভিড় হৈল।
নৃত্য ছাড়ি মহাপ্রভু উপবনে গেল ॥ ২০২ ॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু উপবনে গিয়া।
পুষ্পোদ্যানে গৃহপিণ্ডায় রহিলা পড়িয়া ॥ ২০৩ ॥
নৃত্য-পরিশ্রমে প্রভুর দেহে ঘর্ম্ম ঘন।
সুগন্ধি শীতল বায়ু করয়ে সেবন ॥ ২০৪ ॥
যত ভক্ত কীর্ত্তনীয়া আসিয়া আরামে।
প্রতি বৃক্ষতলে সবে করেন বিশ্রামে ॥ ২০৫ ॥
এই ত কহিল প্রভুর মহাসঙ্কীর্ত্তন।
জগন্নাথের আগে যৈছে করিলা নর্ত্তন ॥ ২০৬ ॥
রথাগ্রে মহাপ্রভুর নৃত্য বিবরণ।
চৈতন্যাষ্টকে রূপ-গোঁসাই করিয়াছে বর্ণন ॥২০৭॥

তথাহি স্তবমালায়াং ১ম-স্তবে ৭ম-শ্লোকঃ—

রথারূঢ়স্যারাদধিপদবি নীলাচলপতে-
রদভ্র-প্রেমোর্ম্মি-স্ফুরিত-নটনোল্লাস-বিবশঃ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃত-তনুর্বৈষ্ণব জনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি
পদং ॥ ২০৮ ॥

রথাধিষ্ঠিত শ্রীজগন্নাথ-দেবের সম্মুখে পথিমধ্যে বৈষ্ণবগণ পরমানন্দে নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকিলে, যিনি মহাপ্রেমে নৃত্য করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে কি পুনর্ব্বার আমি দেখিতে পাইব ? ॥ ২০৮॥

ইহা যেই শুনে, সেই গৌরচন্দ্র পায়।
সুদৃঢ় বিশ্বাস সহ প্রেমভক্তি হয় ॥ ২০৯ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২১০ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে রথাগ্রে নর্ত্তনং
নাম ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

গৌরঃ পশ্যন্নাত্মবৃন্দৈঃ শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবং।
শ্রুত্বা গোপীরসোল্লাসং হৃষ্টঃ প্রেম্না ননর্ত্ত সঃ ॥১॥

সেই শ্রীগৌরাঙ্গ-দেব নিজ-গণ সহ শ্রীলক্ষ্মী দেবীর বিজয়োৎসব দর্শন করিলা এবং এজ গোপীগণের রসোল্লাসের কথা শ্রবণ করিয়া প্রেমোল্লাসে নৃত্য করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য ॥ ২ ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ।
জয় শ্রোতাগণ যার গৌর প্রাণধন ॥ ৩ ॥

প্রতাপরুদ্রের প্রতি প্রভুর কৃপা ও
তৎসহ মিলন

এইমত প্রভু আছেন প্রেমের আবেশে।
হেনকালে প্রতাপরুদ্র করিলা প্রবেশে ॥ ৪ ॥
সার্ব্বভৌম-উপদেশে ছাড়ি রাজবেশ।
একলা বৈষ্ণব-বেশে আইল সেই দেশ ॥ ৫ ॥
সব ভক্তের আজ্ঞা লৈল যোড়হাত হৈয়া।
প্রভু-পদ ধরি পড়ে সাহস করিয়া ॥ ৬ ॥
আঁখি বুজি প্রভু প্রেমে ভূমিতে শয়ন।
নৃপতি নৈপুণ্যে করে পাদ-সম্বাহন ॥ ৭ ॥
রাসলীলার শ্লোক পড়ি করয়ে স্তবন।
"জয়তি তেঽধিকং"-অধ্যায় করেন পঠন ॥ ৮ ॥
শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার।
"বোল-বোল" বলি প্রভু বলে বারবার ॥ ৯ ॥
"তব কথামৃতং" শ্লোক রাজা যে পড়িলা।
উঠি প্রভু প্রেমাবেশে আলিঙ্গন কৈলা ॥ ১০ ॥
তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন।
মোর কিছু দিতে নাহি, দিনু আলিঙ্গন ॥ ১১ ॥
এত বলি সেই শ্লোক পড়ে বারবার।
দুইজনার অঙ্গে কম্প, নেত্রে জলধার ॥ ১২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ৩১-অঃ ৯-শ্লোকঃ—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।
শ্রবণ-মঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥ ১৩ ॥

গোপীগণ বলিলেন, হে নাথ! তোমার অপূর্ব্ব কথামৃত সন্তপ্ত জনগণের জীবন-স্বরূপ ও পাপ-বিনাশন, তোমার অমৃতময়ী কথা শ্রবণমাত্রেই মঙ্গল ও শান্তি প্রদান করে, এই নিমিত্ত ব্রহ্মাদি মহানুভবগণ তোমার লীলাকথাই সর্ব্বোত্তম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ধরাতলে যাহারা তোমার সেই কথামৃত কীর্ত্তন পূর্ব্বক প্রচার করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বহু জন্মের সুকৃতিশালী, যেহেতু তাঁহারা লোককে সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করিতেছেন ॥ ১৩ ॥

"ভূরিদা ভূরিদা" বলি করে আলিঙ্গন।
ইহা নাহি জানে—এই হয় কোন্ জন ॥ ১৪ ॥
পূর্ব্ব-সেবা দেখি তাঁরে কৃপা উপজিল।
অনুসন্ধান বিনা কৃপা-প্রসাদ করিল ॥ ১৫ ॥
এই দেখ চৈতন্যের কৃপা-মহাবল।
তাঁর অনুসন্ধান বিনা করয়ে সফল ॥ ১৬ ॥
প্রভু কহে—কে তুমি করিলে মোর হিত।
আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত ॥ ১৭ ॥
রাজা কহে—আমি তোমার দাস-অনুদাস।
ভৃত্যের ভৃত্য কর মোরে—এই মোর আশ ॥১৮॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঐশ্বর্য্য দেখাইল।
কাঁহা না কহিবে ইহা—নিষেধ করিল ॥ ১৯ ॥
রাজা হেন জ্ঞান প্রভু না কৈল প্রকাশ।
অন্তরে সকল জানে বাহিরে উদাস ॥ ২০ ॥
প্রতাপরুদ্রের ভাগ্য দেখি ভক্তগণ।
রাজাকে প্রশংসে সবে আনন্দিত-মন ॥ ২১ ॥
দণ্ডবত করি রাজা বাহিরে চলিলা।
যোড়হাত করি সব ভক্তেরে বন্দিলা ॥ ২২ ॥

উদ্যানে বলগণ্ডী-ভোগের অলৌকিক প্রসাদভোজন-লীলা

মধ্যাহ্ন করিলা প্রভু লৈয়া ভক্তগণ।
বাণীনাথ প্রসাদ লৈয়া কৈল আগমন ॥ ২৩ ॥
সার্ব্বভৌম রামানন্দ বাণীনাথ দিয়া।
প্রসাদ পাঠাইল রাজা বহুত করিয়া ॥ ২৪ ॥
বলগণ্ডী-ভোগের প্রসাদ উত্তম অনন্ত।
নিসকড়ি প্রসাদ আইল যার নাহি অন্ত—॥২৫॥*
ছেনা পানা পৈড় আম্র নারিকেল কাঁঠাল।†
নানাবিধ কদলক আর বীজতাল ॥ ২৬ ॥
নারঙ্গ, ছোলঙ্গ, টাবা, কমলা, বীজপূর।
বাদাম, ছোহরা, দ্রাক্ষা, পিণ্ড-খর্জ্জুর ॥ ২৭ ॥‡
মনোহরা-লাড়ু আদি শতেক প্রকার।
অমৃতগুটিকা-আদি ক্ষীরসা অপার ॥ ২৮ ॥[]
অমৃতমণ্ডা, ছানাবড়া আর কর্পূর কেলি।
রসামৃত, সরভাজা, আর সরপুলী ॥ ২৯ ॥
হরিবল্লভ, সেবতী, কর্পূর-মালতী।
ডালিম, মরিচালাড়ু, নবাত, অমৃতী ॥ ৩০ ॥
পদ্মচিনি, চন্দ্রকান্তি, খাজা খণ্ডসার।
বিয়ড়ী, কদমা, তিল খাজার প্রকার ॥ ৩১ ॥
নারঙ্গ ছোলঙ্গ আম্রবৃক্ষের আকার।
ফল-ফুল-পত্র-যুক্ত খণ্ডের বিকার ॥ ৩২ ॥
দধি, দুগ্ধ, দধিতক্র, রসালা শিখরিণী।
সলবণ-মুদ্গাঙ্কুর আদা খানি খানি ॥ ৩৩ ॥[০]
নেবু-কোলি-আদি নানা-প্রকার আচার।
লিখিতে না পারি প্রসাদ কতেক প্রকার ॥ ৩৪ ॥
প্রসাদে পূরিত হৈল অর্দ্ধ উপবন।
দেখিয়া সন্তোষ হৈল মহাপ্রভুর মন ॥ ৩৫ ॥
এইমত জগন্নাথ করেন ভোজন।
এই সুখে মহাপ্রভুর জুড়ায় নয়ন ॥ ৩৬ ॥
কেয়াপত্র-দ্রোণী আইল বোঝা পাঁচ সাত।
একেক-জনে দশদোনা দিল একেক-পাত ॥৩৭॥
কীর্ত্তনীয়ার পরিশ্রম জানি গৌররায়।
তাঁ-সবারে খাওয়াইতে প্রভুর মন ধায় ॥ ৩৮ ॥
পাঁতি পাতি করি ভক্তগণে বসাইলা।
পরিবেশন করিবারে আপনে লাগিলা ॥ ৩৯ ॥
প্রভু না খাইলে কেহো না করে ভোজন।
স্বরূপ-গোঁসাই তবে কৈলা নিবেদন— ॥ ৪০ ॥
আপনে বৈসহ প্রভু, ভোজন করিতে।
তুমি না খাইলে কেহো না পারে খাইতে ॥ ৪১ ॥
তবে মহাপ্রভু বৈসেন নিজ-গণ লৈয়া।
ভোজন করাইল সবাকে আকণ্ঠ পূরিয়া ॥ ৪২ ॥
ভোজন করি বসিলা প্রভু করি আচমন।
প্রসাদ উবরিল খায় সহস্রেক জন ॥ ৪৩ ॥
প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীনহীন-জনে।
দুঃখিত-কাঙ্গাল আনি করাইল ভোজনে ॥ ৪৪ ॥
কাঙ্গালের ভোজন-রঙ্গ দেখি গৌরহরি।
'হরিবোল' বলি তারে উপদেশ করি ॥ ৪৫ ॥
'হরি-হরি বোলে কাঙ্গাল—প্রেমে ভাসি যায়।
ঐছন অদ্ভুত লীলা করে গৌররায় ॥ ৪৬ ॥

জগন্নাথের রথ টানা লইয়া মহাপ্রভুর লীলা

ইঁহা জগন্নাথের রথ-চলন-সময়।
গৌড়-সব রথ টানে, আগে নাহি যায় ॥ ৪৭ ॥
টানিতে না পারি গৌড়, রথ ছাড়ি দিলা।
পাত্র-মিত্র লৈয়া রাজা ব্যগ্র হৈয়া আইলা ॥ ৪৮ ॥

---

* নিসকড়ি—ভাত, রুটি, ডাল, তরকারী ভিন্ন ফলমূল ও মিষ্ট-মিঠাই প্রভৃতি দ্রব্য, যাহা সকড়ি নয়।

† পৈড়—পেঁড়া

‡ ছোহরা—শুকনা পাকা খেজুর ; খুর্মা।

[] ক্ষীরসা—ক্ষীরের জিনিস।

[০ রসালা—উৎকৃষ্ট দধির সহিত চিনি, ঘৃত, মধু, মরিচ, কর্পূর ও এলাচ মিশাইয়া রসালা প্রস্তুত হয়।

শিখরিণী—রসালা ও শিখরিণী প্রায় একই জিনিস।

মহামল্লগণ লৈয়া রথ চালাইতে।
আপনে লাগিলা রাজা, না পারে টানিতে॥ ৪৯
ব্যগ্র হৈয়া রাজা আনি মত্তহস্তিগণ।
রথ চালাইতে রথে করিল যোটন॥ ৫০॥
মত্তহস্তিগণ টানে যার যত বল।
এক পদ না চলে রথ—হইল অচল॥ ৫১॥
শুনি মহাপ্রভু আইলা নিজ-গণ লৈয়া।
মত্তহস্তী রথ টানে দেখে দাণ্ডাইয়া॥ ৫২॥
অঙ্কুশের ঘায়ে হস্তী করয়ে চীৎকার।
রথ নাহি চলে—লোকে করে হাহাকার॥ ৫৩॥
তবে মহাপ্রভু সব হস্তী ঘুচাইল।
নিজ-গণে রথের কাছি টানিবারে দিল॥ ৫৪॥
আপনে রথের পাছে ঠেলে মাথা দিয়া।
হড়হড় করি রথ চলিল ধাইয়া॥ ৫৫॥
ভক্তগণ কাছিতে হাত দিয়া মাত্র ধায়।
আপনে চলয়ে রথ, টানিতে না পায়॥ ৫৬॥
মহানন্দে লোক-সব করে জয়ধ্বনি।
'জয় জগন্নাথ' বহি আর নাহি শুনি॥ ৫৭॥
নিমেষেকে রথ গেল গুণ্ডিচার দ্বার।
চৈতন্য-প্রতাপ দেখি লোকে চমৎকার॥ ৫৮॥
'জয় গৌরচন্দ্র জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।'
এইমত কোলাহল করে লোক ধন্য॥ ৫৯॥
দেখিয়া প্রতাপরুদ্র পাত্র-মিত্র-সঙ্গে।
প্রভুর মহিমা দেখি প্রেমে ফুলে অঙ্গে॥ ৬০॥
পাণ্ডু-বিজয় তবে কৈল সেবকগণে।
জগন্নাথ বসিল আসি নিজ-সিংহাসনে॥ ৬১॥
সুভদ্রা বলদেব সিংহাসনেতে আইলা।
জগন্নাথের স্নান ভোগ হইতে লাগিলা॥ ৬২॥
অঙ্গনেতে মহাপ্রভু লৈয়া ভক্তগণ।
আনন্দেতে আরম্ভিলা নর্ত্তন কীর্ত্তন॥ ৬৩॥
আনন্দেতে মহাপ্রভুর প্রেম উছলিল।
দেখি সব লোক প্রেম-সমুদ্রে ভাসিল॥ ৬৪॥
নৃত্য করি সন্ধ্যাকালে আরতি দেখিল।
আইটোটা আসি প্রভু বিশ্রাম করিল॥ ৬৫॥*
অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নিমন্ত্রণ কৈল।
মুখ্য মুখ্য নব-জন নব-দিন পাইল॥ ৬৬॥
আর ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্য যত দিন।
এক এক দিন করি করিল বণ্টন॥ ৬৭॥
চারি-মাসের দিন মুখ্য-ভক্ত বাঁটি নিল।
আর ভক্তগণ অবসর না পাইল॥ ৬৮॥
একদিন নিমন্ত্রণ করে দুই তিন মিলি।
এইরূপে মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ-কেলি॥ ৬৯॥
প্রাতঃকালে স্নান করি দেখি জগন্নাথ।
সঙ্কীর্ত্তন নৃত্য করে ভক্তগণ-সাথ॥ ৭০॥
কভু অদ্বৈত নাচে, কভু নিত্যানন্দ।
কভু হরিদাস নাচে, কভু অচ্যুতানন্দ॥ ৭১॥
কভু বক্রেশ্বর, কভু আর ভক্তগণে!
দ্বিসন্ধ্যা কীর্ত্তন করে গুণ্ডিচা-প্রাঙ্গণে॥ ৭২॥
বৃন্দাবন আইলা কৃষ্ণ—এই প্রভুর জ্ঞান।
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্ত্তি হৈল অবসান॥ ৭৩॥
'রাধা-সঙ্গে কৃষ্ণ-লীলা'—এই হৈল জ্ঞানে।
এই রসে মগ্ন প্রভু হইলা আপনে॥ ৭৪॥

ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে মহাপ্রভুর জলকেলি

নানোদ্যানে ভক্ত-সঙ্গে বৃন্দাবন-লীলা।
ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে করে জলখেলা॥ ৭৫॥
আপনে সকল ভক্তে সিঞ্চে জল দিয়া।
সব ভক্তগণ সিঞ্চে চৌদিকে বেড়িয়া॥ ৭৬॥
কভু এক মণ্ডলে, কভু অনেক মণ্ডলে।
জলমণ্ডুক-বাদ্য সবে বাজায় করতলে॥ ৭৭॥
দুই দুই জন মিলি করে জল-রণ।
কেহ হারে জিনে—প্রভু করে দরশন॥ ৭৮॥
অদ্বৈত-নিত্যানন্দে জল-ফেলাফেলি।
আচার্য্য হারিয়া পাছে করে গালাগালি॥ ৭৯॥

---

* আইটোটা—আইটোটা নামক বাগান: ইহা তখন ফুলের বাগান ছিল।

বিদ্যানিধির জলযুদ্ধ স্বরূপের সনে।
গুপ্ত দত্ত জলযুদ্ধ করে দুইজনে ॥ ৮০ ॥
শ্রীবাস-সহিতে জল খেলে গদাধর।
রাঘবপণ্ডিত-সনে খেলে বক্রেশ্বর ॥ ৮১ ॥
সার্ব্বভৌম-সহ খেলে রামানন্দ রায়।
গাম্ভীর্য্য দোঁহার গেল—হৈলা শিশুপ্রায় ॥ ৮২ ॥
মহাপ্রভু তাঁহা-দোঁহার চাঞ্চল্য দেখিয়া।
গোপীনাথাচার্য্যে কিছু কহেন হাসিয়া— ॥ ৮৩ ॥
পণ্ডিত গম্ভীর দোঁহে প্রামাণিক-জন।
বাল্যচাঞ্চল্য করে, করহ বর্জ্জন ॥ ৮৪ ॥
'গোপীনাথ কহে—তোমার কৃপা মহাসিন্ধু।
উছলিত হয় যদি তার একবিন্দু ॥ ৮৫ ॥
মেরু-মন্দর-পর্ব্বত ডুবায় যথা তথা।
এই দুই গণ্ডশৈল—ইহার কা কথা ॥ ৮৬ ॥
শুষ্কতর্ক-খলি খাইতে জন্ম গেল যার।
তারে লীলামৃত পিয়াও, এ কৃপা তোমার ॥ ৮৭ ॥
হাসি মহাপ্রভু তবে অদ্বৈতে আনিল।
জলের উপরে তাঁরে শেষ-শয্যা কৈল ॥ ৮৮ ॥
আপনে তাঁহার উপর করিলা শয়ন।
শেষশায়ি-লীলা প্রভু কৈল প্রকটন ॥ ৮৯ ॥
শ্রীঅদ্বৈত নিজ-শক্তি প্রকট করিয়া।
মহাপ্রভু লৈয়া বুলে জলেতে ভাসিয়া ॥ ৯০ ॥
এইমত জলক্রীড়া করি কতক্ষণ।
আইটোটা আইলা প্রভু লৈয়া ভক্তগণ ॥ ৯১ ॥
পুরী-ভারতী আদি মুখ্য ভক্তগণ।
আচার্য্যের নিমন্ত্রণে করিল ভোজন ॥ ৯২ ॥
বাণীনাথ আর যত প্রসাদ আনিল।
মহাপ্রভুর গণে সেই প্রসাদ খাইল ॥ ৯৩ ॥
অপরাহ্ণে আসি কৈল দর্শন-নর্ত্তন।
নিশাতে উদ্যানে আসি করিল শয়ন ॥ ৯৪ ॥
আর দিন আসি কৈল ঈশ্বর-দর্শন।
প্রাঙ্গণে নৃত্য-গীত করিলা কতক্ষণ ॥ ৯৫ ॥
ভক্তগণ-সঙ্গে প্রভু উদ্যানে আসিয়া।
বৃন্দাবন-বিহার করে ভক্তগণ লৈয়া ॥ ৯৬ ॥
বৃক্ষ-বল্লী প্রফুল্লিত প্রভুর দর্শনে।
ভৃঙ্গ পিক গায়, বহে শীতল পবনে ॥ ৯৭ ॥
প্রতি বৃক্ষতলে প্রভু করেন নর্ত্তন।
বাসুদেব দত্ত মাত্র করেন গায়ন ॥ ৯৮ ॥
এক এক বৃক্ষতলে এক এক গান গায়।
পরম-আবেশে একা নাচে গৌররায় ॥ ৯৯ ॥
তবে বক্রেশ্বরে প্রভু কহিলা নাচিতে।
বক্রেশ্বর নাচে প্রভু লাগিলা গাইতে ॥ ১০০ ॥
প্রভু-সঙ্গে স্বরূপাদি কীর্ত্তনীয়া গায়।
দিক্‌বিদিক্ নাহি জ্ঞান প্রেমের বন্যায় ॥ ১০১ ॥
এইমত কতক্ষণ করি বনলীলা।
নরেন্দ্র-সরোবরে গেলা করিতে জলখেলা ॥ ১০২ ॥

হোরাপঞ্চমী উৎসব-বর্ণন ও তৎসঙ্গে বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা ব্রজের বৈশিষ্ট্য-প্রদর্শন

জলক্রীড়া করি পুনঃ আইলা উদ্যানে।
ভোজনলীলা কৈল তবে লৈয়া ভক্তগণে ॥ ১০৩ ॥
নব-দিন গুণ্ডিচাতে রহে জগন্নাথ।
মহাপ্রভু ঐছে লীলা করে ভক্ত-সাথ ॥ ১০৪ ॥
'জগন্নাথ-বল্লভ' নাম বড় পুষ্পারাম।
নব-দিন করেন প্রভু তাহাতে বিশ্রাম ॥ ১০৫ ॥
হোরা-পঞ্চমীর দিন আইল জানিয়া।
কাশী-মিশ্রে কহে রাজা সযত্ন করিয়া ॥ ১০৬ ॥
কালি হোরাপঞ্চমী—শ্রীলক্ষ্মীর বিজয়া।*
ঐছে উৎসব কর, যৈছে কভু নাহি হয় ॥ ১০৭ ॥
মহোৎসব কর তৈছে বিশেষ সম্ভার।
দেখি মহাপ্রভুর যেন হয় চমৎকার ॥ ১০৮ ॥

* হোরা-পঞ্চমী—প্রথম রথের পরেই যে পঞ্চমী, সেই পঞ্চমীর নাম হোরা-পঞ্চমী। এই পঞ্চমীতে শ্রীলক্ষ্মীদেবী জগন্নাথকে খুঁজিবার জন্য গুণ্ডিচা মন্দিরে গমন করেন বলিয়া, ইহা হোরা-পঞ্চমী নামে প্রসিদ্ধ। 'হোরা' অর্থে গমন করা।

ঠাকুরের ভাণ্ডারে, আর আমার ভাণ্ডারে।
চিত্র-বস্ত্র, আর ছত্র কিঙ্কিণী চামরে ॥ ১০৯ ॥
ধ্বজ ঘণ্টা পতাকা দর্পণ করহ মণ্ডলী।
নানাবাদ্য নৃত্য দোলা করহ সাজনী ॥ ১১০ ॥
দ্বিগুণ করিয়া কর সব উপহার।
রথযাত্রা হৈতে যেন হয় চমৎকার ॥ ১১১ ॥
সেই ত করিহ—প্রভু লৈয়া ভক্তগণ।
স্বচ্ছন্দে আসিয়া যৈছে করেন দর্শন ॥ ১১২ ॥
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু নিজগণ লৈয়া।
জগন্নাথ-দর্শন কৈল সুন্দরাচল যাইয়া ॥ ১১৩ ॥
নীলাচল আইলা পুনঃ ভক্তগণ-সঙ্গে।
দেখিতে উৎকণ্ঠা হোরা-পঞ্চমীর-রঙ্গে ॥ ১১৪ ॥
কাশী-মিশ্র প্রভুকে বহু আদর করিয়া।
গণ-সহ ভাল স্থানে বসাইল লৈয়া ॥ ১১৫ ॥
রস-বিশেষ প্রভুর শুনিতে ইচ্ছা হৈল।
ঈষত হাসিয়া তবে স্বরূপে পুছিল— ॥ ১১৬ ॥
যদ্যপি জগন্নাথ করে দ্বারকা-বিহার।
সহজ প্রকট করে পরম-উদার ॥ ১১৭ ॥
তথাপি বৎসর-মধ্যে হয় একবার।
বৃন্দাবন দেখিবারে উৎকণ্ঠা অপার ॥ ১১৮ ॥
বৃন্দাবন-সম এই উপবনগণ।
তাহা দেখিবারে উৎকণ্ঠিত হয় মন ॥ ১১৯ ॥
বাহির হইতে করে রথযাত্রা-ছল
সুন্দরাচল যায় প্রভু ছাড়ি নীলাচল ॥ ১২০ ॥
নানা পুষ্পোদ্যানে তাঁহা খেলে রাত্রি-দিনে।
লক্ষ্মীদেবী সঙ্গে নাহি লয় কি কারণে ॥ ১২১ ॥
স্বরূপ কহে—শুন প্রভু! কারণ ইহার।
বৃন্দাবন-ক্রীড়াতে লক্ষ্মীর নাহি অধিকার ॥১২২॥
বৃন্দাবন-লীলায় কৃষ্ণের সহায় গোপীগণ।
গোপীগণ বিনা কৃষ্ণের হরিতে নারে মন ॥ ১২৩ ॥
প্রভু কহে—যাত্রা-ছলে কৃষ্ণের গমন।
সুভদ্রা আর বলদেব সঙ্গে দুই জন ॥ ১২৪ ॥
গোপী সঙ্গে যত লীলা করে উপবনে।
নিগূঢ় কৃষ্ণের ভাব কেহো নাহি জানে ॥ ১২৫ ॥
অতএব কৃষ্ণের প্রকট নাহি কিছু দোষ।
তবে কেন লক্ষ্মীদেবী করে এত রোষ ॥ ১২৬ ॥
স্বরূপ কহে—প্রেমবতীর এই ত স্বভাব।
কান্তের ঔদাস্য-লেশে হয় ক্রোধ-ভাব ॥ ১২৭ ॥
হেনকালে খচিত যাহে বিবিধ রতন।
সুবর্ণের চতুর্দ্দোলে করি আরোহণ ॥ ১২৮ ॥
ছত্র-চামর-ধ্বজা-পতাকার গণ।
নানা বাদ্য, আগে নাচে দেবদাসীগণ ॥ ১২৯ ॥
তাম্বুল-সম্পুট, ঝারি ব্যজন চামর।
হাতে যায় দাসী-শত দিব্য-ভূষাম্বর ॥ ১৩০ ॥
অনেক ঐশ্বর্য্য সঙ্গে বহু পরিবার।
ক্রুদ্ধ হৈয়া লক্ষ্মীদেবী আইলা সিংহদ্বার ॥ ১৩১ ॥
শ্রীজগন্নাথের যত মুখ্য ভৃত্যগণ।
লক্ষ্মীদাসীগণ তারে করেন বন্ধন ॥ ১৩২ ॥
বান্ধিয়া আনিয়া পাড়ে লক্ষ্মীর চরণে।
চোরে দণ্ড করি যেন লয় নানা ধনে ॥ ১৩৩ ॥
অচেতন রথ—তারে করেন তাড়নে।
নানামত গালি দেন ভণ্ড-বচনে ॥ ১৩৪ ॥
লক্ষ্মী-সঙ্গে দাসীগণের প্রাগল্ভ্য দেখিয়া।
হাসে মহাপ্রভু সব নিজ-গণ লৈয়া ॥ ১৩৫ ॥
দামোদর কহে—ঐছে মানের প্রকার।
ত্রিজগতে কাঁহা দেখি শুনি নাহি আর ॥ ১৩৬ ॥
মানিনী নিরুৎসাহে ছাড়ে বিভূষণ।
ভূমে বসি নখে লিখে, মলিন বসন ॥ ১৩৭ ॥
পূর্ব্বে সত্যভামার শুনি এইবিধ মান।
ব্রজে গোপীগণের মান রসের নিধান ॥ ১৩৮ ॥
ইঁহো নিজ-সম্পত্তি সব প্রকট করিয়া।
প্রিয়ের উপরে যায় সৈন্য সাজাইয়া ॥ ১৩৯ ॥
প্রভু কহে—কহ ব্রজের মানের প্রকার।
স্বরূপ কহে—গোপী-মান নদী শতধার ॥ ১৪০ ॥
নায়িকার স্বভাব প্রেমবৃত্তি বহুভেদ।
সেই ভেদে নানাপ্রকার মানের উদ্ভেদ ॥ ১৪১ ॥
সম্যক গোপীকার মান না যায় কথন।
এক-দুই-ভেদে করি দিগ্‌দরশন ॥ ১৪২ ॥

মানে কেহো হয় ধীরা কেহ ত অধীরা।
এই তিন ভেদ হয়, কেহো ধীরা ধীরা ॥ ১৪৩ ॥
ধীরা কান্ত দূরে দেখি করে প্রত্যুত্থান।
নিকটে আসিলে করে আসন-প্রদান ॥ ১৪৪ ॥
হৃদে কোপ, মুখে কহে মধুর বচন।
প্রিয় আলিঙ্গিতে তাঁরে করে আলিঙ্গন ॥ ১৪৫ ॥
সরল ব্যবহারে করে মানের পোষণ।
কিম্বা সোল্লুণ্ঠ-বাক্যে করে প্রিয়-নিরসন ॥১৪৬॥*
অধীরা নিষ্ঠুর-বাক্যে করয়ে ভর্ৎসন।
কর্ণোৎপলে তাড়ে, করে মালায় বন্ধন ॥ ১৪৭ ॥†
ধীরাধীরা বক্র-বাক্যে করে উপহাস।
কভু স্তুতি, কভু নিন্দা, কভু বা উদাস ॥ ১৪৮ ॥
মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্ভা—তিন নায়িকার ভেদ।
মুগ্ধা নাহি জানে মানের বৈদগ্ধ্য-বিভেদ ॥ ১৪৯ ॥
মুখ আচ্ছাদিয়া করে কেবল রোদন।
কান্তের বিনয়-বাক্যে হয় পরসন্ন ॥ ১৫০ ॥
মধ্যা প্রগল্ভা—ধরে ধীরাদি-বিভেদ।
তার মধ্যে সবার স্বভাব তিন ভেদ ॥ ১৫১ ॥
কেহো প্রখরা, কেহ মৃদু, কেহো হয় সমা।
স্ব-স্ব-স্বভাবে কৃষ্ণের [illegible] প্রেমসীমা ॥ ১৫২ ॥
প্রাখর্য্য, মার্দ্দব, সাম্য—স্বভাব নির্দ্দোষ।
সেই সেই স্বভাবে কৃষ্ণে করায় সন্তোষ ॥ ১৫৩ ॥
এ কথা শুনিয়া প্রভুর আনন্দ অপার।
"কহ কহ দামোদর"—বলে বারবার ॥ ১৫৪ ॥
দামোদর কহে—কৃষ্ণ রসিক-শেখর।
রস-আস্বাদক রসময়-কলেবর ॥ ১৫৫ ॥
প্রেমময়-বপু কৃষ্ণ, ভক্তপ্রেমাধীন।
শুদ্ধ-প্রেমরস-গুণে গোপিকা প্রবীণ ॥ ১৫৬ ॥
গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাস-দোষ।
অতএব কৃষ্ণের করে পরম সন্তোষ ॥ ১৫৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কন্ধে ৩৩-অধ্যায়ে
২৫-শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি
শ্রীশুকদেববাক্যং—

এবং শশাঙ্কাংশু-বিরাজিতা নিশাঃ
স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধ-সৌরতঃ
সর্ব্বাঃ শরৎ-কাব্যকথা-রসাশ্রয়াঃ ॥ ১৫৮ ॥

সত্যসঙ্কল্প ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মনোমধ্যে সুরত-সম্বন্ধীয় হাবভাবাদিকে অবরুদ্ধ করিয়া অনুরাগিনী রমণীগণসহ এই-রূপে শরৎকালীন শৃঙ্গাররস-ক্রীড়া করিতে করিতে চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত সুদীর্ঘ রজনীসমূহ অতিবাহিত করিলেন ॥ ১৫৮ ॥

'বামা' এক গোপীগণ, 'দক্ষিণা' এক গণ।
নানাভাবে করায় কৃষ্ণে রস-আস্বাদন ॥ ১৫৯ ॥
গোপীগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধা-ঠাকুরাণী।
নির্ম্মল-উজ্জ্বল-রস-প্রেমরত্ন-খনি ॥ ১৬০ ॥
বয়সে 'মধ্যমা' তেঁহো স্বভাবেতে 'সমা'।
গাঢ়-প্রেমভাবে তেঁহো নিরন্তর 'বামা' ॥ ১৬১ ॥
বাম্য-স্বভাবে উঠে মান নিরন্তর।
তার বাম্যে বাড়ে কৃষ্ণের আনন্দ-সাগর ॥ ১৬২ ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদ-কথনে
৪০শ শ্লোকঃ—

অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাব-কুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান
উদঞ্চতি ॥ ১৬৩ ॥*

* সোল্লুণ্ঠ-বাক্যে—পরিহাস-বচনে। করে প্রিয়-নিরসন—প্রিয়কে হতাশ্বাস করে, ভাসাইয়া দেয়।

† কর্ণোৎপলে তাড়ে—যে পদ্মে কানে ভূষণ-স্বরূপে পরিয়াছে, তাহাই ছুঁড়িয়া মারে।

* অনুবাদ ১৯৮ পৃষ্ঠায় ১১১ দাগে দ্রষ্টব্য

এত শুনি বাঢ়ে প্রভুর আনন্দ-সাগর।
'কহ কহ' বলে প্রভু, কহে দামোদর ॥ ১৬৪ ॥
অধিরূঢ় মহাভাব রাধিকার প্রেম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল যেন দশবাণ-হেম ॥ ১৬৫ ॥*
কৃষ্ণের দর্শন যদি পায় আচম্বিতে।
নানা-ভাব-বিভূষণে হয় বিভূষিতে ॥ ১৬৬ ॥
অষ্ট-সাত্ত্বিক, হর্ষাদি-ব্যভিচারী আর।
সহজ প্রেম, বিংশতি-ভাব-অলঙ্কার ॥ ১৬৭ ॥
কিলকিঞ্চিত, কুট্টমিত, বিলাস, ললিত।
বিব্বোক মোট্টায়িত আর মৌগ্ধ্য, চকিত ॥১৬৮॥
এত ভাব-ভূষায় ভূষিত শ্রী-রাধার অঙ্গ।
দেখিয়া উথলে কৃষ্ণের সুখাব্ধি-তরঙ্গ ॥ ১৬৯ ॥
কিলকিঞ্চিতাদি-ভাবের শুন বিবরণ।
যে ভাব ভূষায় রাধা হরে কৃষ্ণ-মন ॥ ১৭০ ॥
রাধা দেখি কৃষ্ণ যদি ছুঁইতে করে মন।
দানঘাটি-পথে যবে বর্জ্জেন গমন ॥ ১৭১ ॥
যবে আসি মানা করে পুষ্প উঠাইতে।
সখী-আগে চাহে যদি গায়ে হাত দিতে ॥ ১৭২ ॥
এই সব স্থানে কিলকিঞ্চিত-উদ্গম।
প্রথমেতে হর্ষ-সঞ্চারী মূল-কারণ ॥ ১৭৩ ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ বিভাবকথনে
৭৫ শ্লোকঃ—

গর্ব্বাভিলাষ-রুদিত-স্মিতাসূয়া-ভয়-ক্রুধাং।
সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতং ॥ ১৭৪ ॥

হর্ষ-হেতু গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, দ্বেষ, ভয় ও ক্রোধ—এই সাতটি ভাবের এক সময়ে উদয় হইলে, তাহাকে কিলকিঞ্চিৎ বলে ॥ ১৭৪ ॥

আর সাত ভাব আসি সহজে মিলয়।
অষ্টভাব-সম্মিলনে মহাভাব হয় ॥ ১৭৫ ॥†

গর্ব্ব, অভিলাষ, ভয়, শুষ্ক-রুদিত।
ক্রোধ অসূয়া সহ আর মন্দ-স্মিত ॥ ১৭৬ ॥*
নানা স্বাদু অষ্টভাবে একত্র মিলন।
যাহার আস্বাদে তৃপ্ত হয় কৃষ্ণ-মন ॥ ১৭৭ ॥
দধিখণ্ড ঘৃত মধু মরিচ কর্পূর।
এলাচি মিলনে যৈছে রসালা মধুর ॥ ১৭৮ ॥
এই ভাবযুক্ত দেখি রাধাস্য-নয়ন।
সঙ্গম হইতে সুখ পায় কোটি গুণ ॥ ১৭৯ ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ অনুভাব-প্রকরণে
৭৩-অঙ্কধৃতঃ দানকেলিকৌমুদ্যাঃ
১ম-শ্লোকঃ—

অন্তঃস্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকণ-ব্যাকীর্ণ পক্ষ্মাঙ্কুরা
কিঞ্চিৎপাটলিতাঞ্চলা রসিকতোৎসিক্তা
পুরঃ কুঞ্চতী।
রুদ্ধায়াঃ পথি মাধবেন মধুর-ব্যাভুগ্ন-তারোত্তরা
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী দৃষ্টিঃ শ্রিয়ং বঃ
ক্রিয়াৎ ॥ ১৮০ ॥

দানঘাটির পথে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শ্রীরাধিকা অবরুদ্ধ হইলে, তাঁহার যে নয়নের দৃষ্টি, অন্তরের হর্ষ বশতঃ, ঈষৎ হাস্যে উজ্জ্বল হইয়াছিল, শুষ্ক ক্রন্দন বশতঃ যে নয়নের পক্ষ-সকল অশ্রুজলে পূর্ণ হইয়াছিল, ক্রোধবশতঃ যে নয়নের প্রান্তভাগ রক্তিমবর্ণ ধারণ করিয়াছিল, গর্ব্ববশতঃ যে নয়ন রসভরে অভিষিক্ত হইয়াছিল, ভয়বশতঃ যে নয়ন শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে কুঞ্চিত হইয়াছিল, অসূয়া ও অভিলাষবশতঃ যে নয়নের তারা দুইটি মধুরভাবে বক্র হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালী হইয়াছিল, কিলকিঞ্চিৎভাব-রূপ পুষ্প-গুচ্ছ-পরিশোভিত শ্রীরাধিকার সেই নয়ন-দৃষ্টি তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন ॥ ১৮০ ॥

* দশবাণ-হেম—পরম নির্ম্মল।

† অষ্টভাব—হর্ষ একটি ভাব ও গর্ব্বাদি সাতটি ভাব—এই আটটি ভাব।

অসূয়া—বিদ্বেষ।

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে ৯ সর্গে
১৮ শ্লোকঃ—

বাষ্প-ব্যাকুলিতারুণাঞ্চল-চলন্নেত্রং রসোল্লাসিতং
হেলোল্লাস-চলাধরং কুটিলিত-ভ্রূযুগ্মমুদ্যৎ-স্মিতং।
কান্তায়াঃ কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতমসৌ বীক্ষ্যাননং সঙ্গমা-
দানন্দং তমবাপ কোটিগুণিতং যোঽভূন্ন গীর্গোচরং॥ ১৮১॥

ক্রন্দন জন্য শ্রীরাধিকার যে মুখে অশ্রুজল পরিব্যাপ্ত, ক্রোধ ও ভয়বশতঃ যাহাতে রক্তিম-প্রান্ত ও চঞ্চল-চক্ষু বিরাজ করিতেছে, গর্ব্ববশতঃ যাহা হেলা নামক শৃঙ্গাররসোল্লাসে চঞ্চলঅধরবিশিষ্ট, অসূয়াবশতঃ যাহাতে চক্ষের ভ্রূ দুইটি কুটিলভাবে শোভা পাইতেছে এবং যাহাতে ঈষৎ হাস্যের উদয় হইয়াছে, শ্রীরাধিকার সেই কিলকিঞ্চিৎ-ভাবালঙ্কৃত মুখ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সঙ্গম অপেক্ষাও কোটীগুণ অধিক যে সুখ পাইয়াছিলেন, তাহা বাক্যের দ্বারা বর্ণনা করা যায় না॥ ১৮১॥

এত শুনি প্রভু হৈলা আনন্দিত-মন।
সুখাবিষ্ট হৈয়া স্বরূপে কৈল আলিঙ্গন॥ ১৮২॥
বিলাসাদি-ভাবভূষার কহ ত লক্ষণ।
যেই ভাবে রাধা হরে গোবিন্দের মন॥ ১৮৩॥
তবে ত স্বরূপ-গোঁসাই কহিতে লাগিলা।
শুনি প্রভু, ভক্তগণ মহাসুখ পাইলা॥ ১৮৪॥
রাধা বসি আছে, কিবা বৃন্দাবনে যাই।
তাঁহা যদি আচম্বিতে কৃষ্ণ-দর্শন পায়॥ ১৮৫॥
দেখিতেই নানাভাব হয় বিলক্ষণ।
সেই বৈলক্ষণ্যের নাম বিলাস-ভূষণ॥ ১৮৬॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ অনুভাবকথনে ৬৭ শ্লোঃ—

গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদি-কর্ম্মণাং।
তাৎকালিকস্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজং॥ ১৮৭॥

প্রিয়-সঙ্গারম্ভকালে গমন, স্থিতি ও উপবেশনাদির এবং মুখ ও চক্ষু প্রভৃতির কার্য্যসমূহের তৎকালীন যে বৈশিষ্ট্য বা অলৌকিকভাব, তাহার নাম বিলাস॥ ১৮৭॥

লজ্জা হর্ষ অভিলাষ সম্ভ্রম বাম্য ভয়।
এই ভাব মিলি রাধার চঞ্চল করয়॥ ১৮৮॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে ৯ সর্গে ১১ শ্লোকঃ—

পুরঃ কৃষ্ণালোকাৎ স্থগিত-কুটিলাস্যা গতিরভূৎ
তিরশ্চীনং কৃষ্ণাম্বর-দরবৃতং শ্রীমুখমপি।
চলত্তারং স্ফারং নয়নযুগমাভুগ্নমিতি সা
বিলাসাখ্য-স্বালঙ্করণ-বলিতাসীৎ প্রিয়মুদে॥১৮৯॥

হঠাৎ সম্মুখে কৃষ্ণ দর্শন করিয়া শ্রীরাধার গতি প্রথমে স্থগিত হইয়া তৎপরেই বক্র হইল; তাঁহার বদনও বক্র এবং নীল বসনে ঈষৎ আবৃত হইল, তাঁহার নয়নের তারা দুইটি ঘূর্ণিত হইতে লাগিল এবং নয়নদ্বয় বিস্তৃত ও ঈষৎ বক্র হইল, এইরূপে শ্রীরাধিকা বিলাস-নামক ভাব ভূষণে ভূষিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দিতে লাগিলেন॥ ১৮৯॥

কৃষ্ণ-আগে রাধা যদি রহে দাণ্ডাইয়া।
তিন-অঙ্গ-ভঙ্গে রহে ভ্রূ নাচাইয়া॥ ১৯০॥
মুখে নেত্রে হয় নানা ভাবের উদ্গার।
এই কান্ত-ভাবের নাম ললিতালঙ্কার॥ ১৯১॥

উজ্জ্বলনীলমণৌ অনুভাবকথনে
৭৫ শ্লোকঃ—

বিন্যাস-ভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাস-মনোহরা।
সুকুমারা ভবেদ্ যত্র ললিতং তদুদাহৃতং॥ ১৯২॥

যে ভাবের উদয় হইলে অঙ্গ সকলের বিন্যাসভঙ্গী ভ্রূ-বিক্ষেপ দ্বারা মনোহর ও সুকুমার হয়, তাহাকে ললিত বলে॥ ১৯২

ললিত-ভূষিত রাধা দেখে যদি কৃষ্ণ।
দোঁহে দোঁহা মিলিবারে হয় ত সতৃষ্ণ॥ ১৯৩॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে ৯ সর্গে ১৪ শ্লোঃ—

হ্রিয়া তির্য্যগ্‌-গ্রীবা-চরণ-কটী-ভঙ্গী-সুমধুরা
চলচ্চিল্লী-দলিত-রতিনাথোর্জ্জিত-ধনুঃ।
প্রিয়-প্রেমোল্লাসোল্লসিত-ললিতা-লালিত-তনুঃ
প্রিয়-প্রীত্যৈ সাসীদুদিত-ললিতাঙ্কতি-যুতা ॥১৯৪

যে শ্রীরাধা লজ্জাবশতঃ বক্র গ্রীবা, চরণ ও কটী-ভঙ্গী দ্বারা অতীব মধুর হইয়াছিলেন, যিনি চঞ্চল ভ্রূলতা দ্বারা কামদেবের প্রবল-পরাক্রান্ত ধনুকেও পরাভূত করিয়াছেন এবং কৃষ্ণ-প্রেমোল্লাসে উল্লসিতা শ্রীললিতা কর্ত্তৃক যাঁহার দেহ লালিত, সেই শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষের নিমিত্ত, সমুদিত ললিত-ভাবালঙ্কারে ভূষিত হইয়াছিলেন ॥ ১৯৪ ॥

লোভে আসি কৃষ্ণ করে কঞ্চুকাকর্ষণ।
অন্তরে উল্লাস রাধা করে নিবারণ ॥ ১৯৫ ॥
বাহিরে বামতা ক্রোধ, ভিতরে সুখ মন।
'কুট্টমিত' নাম এই ভাব-বিভূষণ ॥ ১৯৬ ॥*

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ অনুভাবকথনে
৭৩ শ্লোঃ—

স্তনাধরাদি-গ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ।
বহিঃক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং
বুধৈঃ ॥ ১৯৭ ॥

নায়ক যদি নায়িকার অধরাদি গ্রহণ করেন তবে তাহাতে নায়িকার অন্তরে আনন্দ হইলেও, সম্ভ্রম বশতঃ যেন ব্যথা পাইয়াই তিনি বাহিরে যে ক্রোধ প্রকাশ করেন, পণ্ডিতেরা তাহাকে কুট্টমিত বলেন ॥ ১৯৭ ॥

কৃষ্ণ-বাঞ্ছা পূর্ণ হয় করে পাণিরোধ।
অন্তরে আনন্দ রাধা, বাহিরে বাম্য ক্রোধ ॥১৯৮॥
ব্যথা পাইয়া করে যেন শুষ্ক-রোদন।
ঈষত হাসিয়া কৃষ্ণে করেন ভর্ৎসন ॥ ১৯৯ ॥

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ—

পাণিরোধমবিরোধিত-বাঞ্ছং
ভর্ৎসনাশ্চ মধুর-স্মিত-গর্ভাঃ।
মাধবস্য কুরুতে করভোরু-
র্হারি শুষ্ক-রুদিতঞ্চ মুখেঽপি ॥ ২০০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যখন হস্তি-শুণ্ডের ন্যায় উরু-বিশিষ্টা শ্রীরাধার স্তনাদি গ্রহণ করেন, তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের বাসনা পূর্ণ হইবার পক্ষে যেন কোনও বাধা না হয়, এমনভাবে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের হাত ঠেলিয়া দেন, অন্তরের মধুর হাসি গোপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করেন এবং মুখে কৃষ্ণ-মনোহরণকারী শুষ্ক রোদন করেন ॥ ২০০ ॥

এইমত আর সব ভাব-বিভূষণ।
যাহাতে ভূষিত রাধা হরে কৃষ্ণ-মন ॥ ২০১ ॥
অনন্ত কৃষ্ণের লীলা—না যায় বর্ণন।
আপনি বর্ণিতে নারে সহস্র-বদন ॥ ২০২ ॥
শ্রীবাস হাসিয়া কহে—শুন দামোদর।
আমার লক্ষ্মীর দেখ সম্পদ্‌ বিস্তর ॥ ২০৩ ॥
বৃন্দাবনের সম্পদ্‌ কেবল পুষ্প কিসলয়।
গিরিধাতু-শিখিপিঞ্ছ গুঞ্জাফলময় ॥ ২০৪ ॥
বৃন্দাবন দেখিবারে গেলা জগন্নাথ।
শুনি লক্ষ্মীদেবীর মনে হৈল অসোয়াথ ॥২০৫॥*
এত সম্পত্তি ছাড়ি কেনে গেলা বৃন্দাবন।
তাঁরে হাস্য করিতে লক্ষ্মী করিল সাজন ॥ ২০৬ ॥
তোমার ঠাকুর দেখ এত সম্পত্তি ছাড়ি।
পত্র-ফল-ফুল-লোভে গেলা পুষ্পবাড়ী ॥ ২০৭ ॥
এই কর্ম্ম করি কহায় বিদগ্ধ-শিরোমণি।
লক্ষ্মীর অগ্রেতে নিজ-প্রভু দেহ আনি ॥ ২০৮ ॥
এত বলি লক্ষ্মী-দেবীর সব দাসীগণ।
কটিবস্ত্রে বান্ধি আনে প্রভুর পরিজন ॥ ২০৯ ॥
লক্ষ্মীর চরণে আনি করায় প্রণতি।
ধন-দণ্ড লয়, আর করায় মিনতি ॥ ২১০ ॥

* বামতা—প্রতিকূল-ভাব।

অসোয়াথ—অশান্তি, অস্বস্তি

রথের উপরে করে দণ্ডের তাড়নে।
চোর-প্রায় করে জগন্নাথের ভৃত্যগণে ॥ ২১১ ॥
সব ভৃত্যগণ কহে করি যোড়হাত—।
কালি আনি দিব তোমার আগে জগন্নাথ ॥২১২॥
তবে লক্ষ্মী শান্ত হৈয়া যান নিজ-ঘর।
আমার লক্ষ্মীর সম্পদ বাক্য-অগোচর ॥ ২১৩ ॥
দুগ্ধ আবর্ত্তে, দধি মথে তোমার গোপীগণে।
আমার ঠাকুরাণী বৈসে রত্ন-সিংহাসনে ॥ ২১৪ ॥*
নারদ প্রকৃতি শ্রীবাস করে পরিহাস।
শুনি হাসে মহাপ্রভুর যত নিজদাস ॥ ২১৫ ॥
প্রভু কহে—শ্রীবাস তোমার নারদ-স্বভাব।
ঐশ্বর্য্য ভায় তোমার ঈশ্বর-প্রভাব ॥ ২১৬ ॥
দামোদর-স্বরূপ ইঁহো শুদ্ধ-ব্রজবাসী।
ঐশ্বর্য্য না জানে-ইঁহো শুদ্ধ-প্রেমে ভাসি ॥২১৭॥
স্বরূপ কহেন—শ্রীবাস! শুন সাবধানে।
বৃন্দাবন-সম্পদ তোমার নাহি পড়ে মনে ॥ ২১৮ ॥
বৃন্দাবনে সাহজিক যে সম্পদ্-সিন্ধু।
দ্বারকা-বৈকুণ্ঠ-সম্পদ্ তার এক বিন্দু ॥ ২১৯ ॥
পরম-পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্।
কৃষ্ণ যাঁহা ধনী, তাহা বৃন্দাবন-ধাম ॥ ২২০ ॥
চিন্তামণি যাঁহা ভূমি, রত্নের ভবন।
চিন্তামণিগণ দাসী-চরণ-ভূষণ ॥ ২২১ ॥
কল্পবৃক্ষলতা যাহা সাহজিক বন।
ফুল-ফল বিনা কেহো না মাগে অন্য ধন ॥২২২॥
অনন্ত কামধেনু যাঁহা চরে বনে বনে।
দুগ্ধমাত্র দেন, কেহ না মাগে অন্য ধনে ॥ ২২৩ ॥
সহজ লোকের কথা যাঁহা দিব্য-গীত।
সহজ গমন করে—নৃত্য-পরতীত ॥ ২২৪ ॥
সর্ব্বত্র জল যাঁহা অমৃত-সমান।
চিদানন্দ জ্যোতি স্বাদ্য যাঁহা মূর্ত্তিমান্ ॥ ২২৫ ॥
লক্ষ্মী জিনি গুণ যাঁহা লক্ষ্মীর সমাজ।
কৃষ্ণ-বংশী করে যাহা প্রিয়সখী কাজ ॥ ২২৬ ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অঃ ৬২ শ্লোকঃ—

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো।
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতং।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী।
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ॥২২৭॥

শ্রীব্রজধামের কৃষ্ণকান্তাগণ সকলেই হইলেন লক্ষ্মী; সেই অসংখ্য ব্রজসুন্দরীগণের কান্ত হইলেন একমাত্র পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজের বৃক্ষসকল হইলেন কল্পবৃক্ষ, ভূমি চিন্তামণি, জল অমৃত, কথা গান, চলন নৃত্য, বংশী দূতী, চন্দ্র-সূর্য্য চিদানন্দ-জ্যোতির্ম্ময় ও উপভোগ্য বস্তু, সবই চিদানন্দময় ॥ ২২৭ ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণ-বিভাগে
ভক্তিরস-সামান্য নিরূপণে বিভাবলহর্য্যাং
ধৃতঃ বিল্বমঙ্গল-শ্লোকঃ —

চিন্তামণিশ্চরণ-ভূষণমঙ্গনানাং
শৃঙ্গার-পুষ্পতরবস্তরবঃ সুরাণাং।
বৃন্দাবনে ব্রজধনং ননু কামধেনু-
বৃন্দানি চেতি সুখসিন্ধুরহো বিভূতিঃ ॥২২৮॥

ব্রজের গোপীগণের চরণ-ভূষণ হইল চিন্তামণি; বেশ-বিন্যাসের সামগ্রী-সাধক পুষ্পবৃক্ষ-সমূহ হইল কল্পবৃক্ষ এবং ধেনুগণ হইল কামধেনু। আহা মরি! ব্রজের এই মহৈশ্বর্য্য না জানি কি সুখের সাগর। ॥ ২২৮ ॥

শুনি প্রেমাবেশে নৃত্য করে শ্রীনিবাস।
কক্ষতালি বাজায়, করে অট্ট অট্ট হাস ॥ ২২৯ ॥*
রাধার শুদ্ধরস প্রভু আবেশে শুনিল।
সেই রসাবেশে প্রভু নৃত্য আরম্ভিল ॥ ২৩০ ॥
রসাবেশে প্রভুর নৃত্য, স্বরূপের গান।
'বোল বোল' বলি প্রভু পাতে নিজ-কাণ ॥২৩১॥
ব্রজরস-গীত শুনি প্রেম উথলিল।
পুরুষোত্তম-গ্রাম প্রভু প্রেমে ভাসাইল ॥ ২৩২ ॥

* দুগ্ধ আবর্ত্তে—দুধ জ্বাল দেয়

* কক্ষতালি বাজায়—বগল বাজায়

লক্ষ্মীদেবী যথাকালে গেলা নিজ-ঘর।
প্রভু নৃত্য করে—হৈল তৃতীয় প্রহর ॥ ২৩৩ ॥
চারি সম্প্রদায় গান করি শ্রান্ত হৈল।
মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ দ্বিগুণ বাড়িল ॥ ২৩৪ ॥
রাধা-প্রেমাবেশে প্রভু হৈলা সেই মূর্ত্তি।
নিত্যানন্দ দেখি দূরে করিলেন স্তুতি ॥ ২৩৫ ॥
নিত্যানন্দ জানিয়া প্রভুর ভাবাবেশ।
নিকটে না আইসে—রহে কিছু দূরদেশ ॥ ২৩৬ ॥
নিত্যানন্দ বিনা প্রভুকে ধরে কোন্‌জন।
প্রভুর আবেশ না যায, না রহে কীর্ত্তন ॥ ২৩৭
ভঙ্গী করি স্বরূপ সবার শ্রম জানাইল।
ভক্তগণের শ্রম দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল ॥ ২৩৮ ।
সব ভক্তে লৈয়া প্রভু গেলা পুষ্পোদ্যানে।
বিশ্রাম করিয়া কৈল মাধ্যাহ্নিক-স্নানে ॥ ২৩৯
জগন্নাথের প্রসাদ আইল বহু উপহার।
লক্ষ্মীর প্রসাদ আইল বিবিধ প্রকার ॥ ২৪০ ॥
সবা লৈয়া নানারঙ্গে করিলা ভোজন।
সন্ধ্যা-স্নান করি কৈল জগন্নাথ-দর্শন ॥ ২৪১ ॥
জগন্নাথ দেখি করে নর্ত্তন কীর্ত্তন।
নরেন্দ্রে জলক্রীড়া করে লৈয়া ভক্তগণ ॥২৪২॥*
উদ্যানে আসিয়া কৈল বন্য-ভোজনে।
এইমত ক্রীড়া প্রভু কৈল অষ্টদিনে ॥ ২৪৩ ॥

রথে জগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা

আরদিন জগন্নাথের ভিতর-বিজয়।
রথে চড়ি জগন্নাথ চলে নিজালয় ॥ ২৪৪ ॥†

* নরেন্দ্রে—নরেন্দ্র সরোবরে।

† ভিতর বিজয়—শ্রীমন্দিরে গমন।

পূর্ব্ববত কৈল প্রভু লৈয়া ভক্তগণ।
পরম-আনন্দে করেন নর্ত্তন-কীর্ত্তন ॥ ২৪৫ ॥
জগন্নাথের পুনঃ পাণ্ডু-বিজয় হৈল;
একগুটি পট্ট-ডোরী তাঁহা টুটি গেল ॥ ২৪৬ ॥
পাণ্ডু-বিজয়ের তুলি ফাটি-ফুটি যায়।
জগন্নাথের ভরে তূলা উড়িয়া পলায় ॥ ২৪৭ ॥
কুলীনগ্রামী রামানন্দ সত্যরাজ খান
তারে আজ্ঞা দিলা প্রভু করিয়া সম্মান ॥ ২৪৮ ॥
এই পট্ট-ডোরীর তুমি হও যজমান।
প্রতিবর্ষ আনিবে ডোরী করিয়া নির্ম্মাণ ॥ ২৪৯ ।
এত বলি দিলা তারে ছিঁড়া পট্টডোরী।
ইহা দেখি করিবে ডোরী অতি দৃঢ় করি ॥২৫০॥
এই পট্ট-ডোরীতে হয় শেষ-অধিষ্ঠান।
দশমূর্ত্তি ধরি যেঁহো সেবে ভগবান্ ॥ ২৫১ ॥
ভাগ্যবান্ সত্যরাজ, বসু রামানন্দ।
সেবা-আজ্ঞা পাইয়া হৈল পরম-আনন্দ ॥ ২৫২ ॥
প্রতিবর্ষ গুণ্ডিচাতে ভক্তগণ-সঙ্গে।
পট্টডোরী লৈয়া আইসে অতি বড় রঙ্গে ॥ ২৫৩
তবে জগন্নাথ যাই বসিলা সিংহাসনে।
মহাপ্রভু ঘরে আইলা লৈয়া ভক্তগণে ॥ ২৫৪ ॥
এইমত ভক্তগণে যাত্রা দেখাইল।
ভক্তগণ লৈয়া বৃন্দাবন-কেলি কৈল ॥ ২৫৫ ॥
চৈতন্য-প্রভুর লীলা অনন্ত অপার।
সহস্র-বদন যার নাহি পায় পার ॥ ২৫৬ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৫৭

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে হোরাপঞ্চমীযাত্রা দর্শনং

নাম চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ।

———

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সার্ব্বভৌম-গৃহে ভুঞ্জন্ স্বনিন্দকমমোঘকং।
অঙ্গীকুর্ব্বন্ স্ফুটাং চক্রে গৌরঃ স্বাং
ভক্তবশ্যতাম্॥ ১ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গদেব সার্ব্বভৌম-গৃহে ভজন পূর্ব্বক নিজ-নিন্দাকারী অমোঘ নামক সার্ব্বভৌম-জামাতাকে অঙ্গীকার করিয়া স্বীয় ভক্তবশ্যতা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
জয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রোতাগণ।
চৈতন্যচরিতামৃত যাঁর প্রাণধন ॥ ৩ ॥

মহাপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতের পরস্পর পূজা

এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
নীলাচলে রহি করে নৃত্যগীত-রঙ্গে ॥ ৪ ॥
প্রথমাবসরে জগন্নাথ দরশন।
নৃত্য-গীত করে দণ্ড-প্রণাম স্তবন ॥ ৫ ॥
উপল লাগিলে করে বাহিরে বিজয়। *
হরিদাসে মিলি আইসে আপন-আলয় ॥ ৬ ॥
ঘরে আসি করে প্রভু নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
অদ্বৈত আসিয়া করে প্রভুর পূজন ॥ ৭ ॥
সুগন্ধি সলিলে দেয় পাদ্য আচমন।
সর্ব্বাঙ্গে লেপয়ে প্রভুর সুগন্ধি চন্দন ॥ ৮ ॥
গলে মালা দেয়, মাথায় তুলসী-মঞ্জরী।
যোড়হাতে স্তুতি করে পদে নমস্করি ॥ ৯ ॥
পূজা-পাত্রে পুষ্প-তুলসী শেষ যা আছিল।
সেই সব লৈয়া প্রভু আচার্য্যে পূজিল ॥ ১০ ॥
যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে এই মন্ত্র পড়ে।
মুখবাদ্য করি প্রভু হাসে আচার্য্যেরে ॥ ১১ ॥
এইমত অন্যোন্যে করেন নমস্কার।
প্রভুকে নিমন্ত্রণ আচার্য্য করে বারবার ॥ ১২ ॥

মহাপ্রভু কর্ত্তৃক জন্মাষ্টমীর উৎসব-প্রদর্শন

আচার্য্যের নিমন্ত্রণ আশ্চর্য্য কথন।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥ ১৩ ॥
পুনরুক্তি-ভয়ে তাহা না কৈল বর্ণন।
আর ভক্তগণ প্রভুকে করে নিমন্ত্রণ ॥ ১৪ ॥
একেক দিন একেক ভক্ত ঘরে মহোৎসব।
প্রভু-সঙ্গে তাঁহা ভোজন করে ভক্ত-সব ॥ ১৫ ॥
কেহো ঘর-ভাত করে প্রসাদান্ন।
এইমত বৈষ্ণবগণ করে নিমন্ত্রণ ॥ ১৬ ॥
চারি মাস রহিলা সবে মহাপ্রভু-সঙ্গে।
জগন্নাথের নানা যাত্রা দেখে মহারঙ্গে ॥ ১৭ ॥
এইমত নানারঙ্গে চাতুর্ম্মাস্য গেলা।
কৃষ্ণজন্মযাত্রায় প্রভু গোপবেশ হৈলা ॥ ১৮ ॥
কৃষ্ণ-জন্মযাত্রা-দিনে নন্দ-মহোৎসব।
গোপবেশ হৈলা প্রভু লৈয়া ভক্ত সব ॥ ১৯ ॥
দধি-দুগ্ধভার সবে নিজ-স্কন্ধে করি।
মহোৎসব-স্থানে আইলা বলি 'হরি হরি' ॥ ২০
কানাই খুঁটিয়া আছে নন্দবেশ ধরি।
জগন্নাথ মাহিতি হইয়াছে ব্রজেশ্বরী ॥ ২১ ॥
আপনে প্রতাপরুদ্র আর মিশ্র কাশী।
সার্ব্বভৌম আর পড়িছা-পাত্র তুলসী ॥ ২২ ॥
ইঁহা-সবা লইয়া প্রভু করে নৃত্যরঙ্গ।
দুগ্ধ-দধি-হরিদ্রা-জলে ভরে সবার অঙ্গ ॥ ২৩ ॥
অদ্বৈত কহে—সত্য কহি, না করিহ কোপ।
লগুড় ফিরাইতে পার, তবে জানি গোপ ॥ ২৪
তবে লগুড় লৈয়া প্রভু ফিরাইতে লাগিলা।
বারবার আকাশে ফেলি লুফিয়া ধরিলা ॥ ২৫ ॥

---

* উপল—উপলভোগ; বাল্যভোগ; প্রাতঃকালীন মিষ্টান্নাদি-ভোগ।

শিরের উপরে, পৃষ্ঠে, সম্মুখে, দুই পাশে।
পাদমধ্যে ফিরায় লগুড়, দেখি লোক হাসে ॥২৬॥
অলাতচক্রের প্রায় লগুড় ফিরায়।
দেখি সব লোক চিত্তে চমৎকার পায় ॥ ২৭ ॥
এই মত নিত্যানন্দ ফিরায় লগুড়।
কে বুঝিবে তাঁহা-দোঁহার গোপভাব গূঢ় ॥ ২৮ ॥
প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞায় পড়িছা তুলসী।
জগন্নাথের প্রসাদ এক বস্ত্র লৈয়া আসি ॥ ২৯ ॥
বহুমূল্য বস্ত্র-প্রভুর মস্তকে বান্ধিল।
আচার্য্যাদি প্রভুর সব গণে-পরাইল ॥ ৩০ ॥
কানাই-খুঁটিয়া, জগন্নাথ—দুইজন।
আবেশে বিলায ঘরে ছিল যত ধন ॥ ৩১ ॥
দেখি মহাপ্রভু বড় সন্তোষ পাইল।
পিতা-মাতা-জ্ঞানে দোঁহায় নমস্কার কৈল ॥ ৩২ ॥
পরম-আবেশে প্রভু আইলা নিজ-ঘর।
এইমত লীলা করে গৌরাঙ্গ-সুন্দর ॥ ৩৩ ॥

বিজয়া দশমীতে লঙ্কাবিজয়লীলা প্রদর্শন

বিজয়া-দশমী লঙ্কা-বিজয়ের দিনে।
বানর-সৈন্য হৈল প্রভু লৈয়া ভক্তগণে ॥ ৩৪ ॥
হনুমানাবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লঞা।
লঙ্কার গড়ে চড়ি ফেলে গড় ভাঙ্গিয়া ॥ ৩৫ ॥
কাঁহা রে রাবণা—প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
জগন্মাতা হরে পাপী, মারিমু সবংশে ॥ ৩৬ ॥
গোঁসাইর আবেশ দেখি লোকে চমৎকার।
সর্ব্বলোক 'জয় জয়' বলে বারবার ॥ ৩৭ ॥
এইমত রাসযাত্রা আর দীপাবলী।
উত্থান-দ্বাদশী-যাত্রা দেখিল সকলি ॥ ৩৮ ॥

গৌড়দেশে প্রেমবিতরণের জন্য শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি বিশেষ আদেশ

একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ লৈয়া।
দুই ভাই যুক্তি কৈল নিভৃতে বসিয়া ॥ ৩৯ ॥
কিবা যুক্তি কৈল দোঁহে কেহো নাহি জানে।
ফলে অনুমান পাছে কৈল ভক্তগণে ॥ ৪০ ॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বোলাইল।
গৌড়দেশে যাহ সবে—বিদায় করিল ॥ ৪১ ॥
সবারে কহিল প্রভু—প্রত্যব্দ আসিয়া।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যাবে আমারে মিলিয়া ॥ ৪২ ॥
আচার্য্যেরে আজ্ঞা দিল করিয়া সম্মান।
আচণ্ডাল জনে কর কৃষ্ণভক্তি দান ॥ ৪৩ ॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল—যাহ গৌড়দেশে।
অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে ॥ ৪৪ ॥

শচীমাতার নিকট শ্রীনিত্যানন্দ দ্বারা প্রভু কর্তৃক স্বীয় সংবাদ প্রেরণ ও অপূর্ব্ব মাতৃভক্তি-প্রদর্শন

রামদাস গদাধর আদি কত জনে।
তোমার সহায় লাগি দিল তোমা-সনে ॥ ৪৫ ॥
মধ্যে মধ্যে আমি তোমার নিকটে যাইব।
অলক্ষিতে রহি তোমার নৃত্য দেখিব ॥ ৪৬ ॥
শ্রীবাস পণ্ডিতে প্রভু করি আলিঙ্গনে।
কণ্ঠে ধরি কহে তাঁরে মধুর-বচনে ॥ ৪৭ ॥
তোমার ঘরে কীর্ত্তনে আমি নিত্য নাচিব।
তুমি দেখা পাবে, আর কেহো না দেখিব ॥ ৪৮
এই বস্ত্র মাতাকে দিহ এ সব প্রসাদ।
দণ্ডবত করি আমার ক্ষমাইহ অপরাধ ॥ ৪৯ ॥
তার সেবা ছাড়ি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
ধর্ম্ম নহে, কৈল আমি নিজধর্ম্ম-নাশ ॥ ৫০ ॥
তাঁর প্রেমবশ আমি, তার সেবা ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি করিয়াছি বাতুলের কর্ম্ম ॥ ৫১ ॥
বাতুল-বালকের মাতা নাহি লয় দোষ।
এত জানি মাতা মোরে মানিবে সন্তোষ ॥ ৫২ ॥
কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজ-ধন।
যে কালে সন্ন্যাসে কৈল, ছন্ন হৈল মন ॥ ৫৩ ॥
নীলাচলে আছি মুই তাহার অজ্ঞাতে।
মধ্যে মধ্যে আসিমু তাঁর চরণ দেখিতে ॥ ৫৪ ॥

নিত্য যাই দেখি মুই তাঁহার চরণে।
স্ফূর্ত্তি-জ্ঞানে তেঁহো তাহা সত্য নাহি মানে ॥৫৫॥

একদিন শাল্যন্ন, ব্যঞ্জন পাঁচ সাত।
শাক মোচাঘণ্ট ভৃষ্ট-পটোল-নিম্বপাত ॥ ৫৬ ॥

লেবু আদাখণ্ড দধি দুগ্ধ খণ্ডসার।
শালগ্রামে সমর্পিলেন বহু উপহার ॥ ৫৭ ॥*

প্রসাদ লইয়া কোলে করেন ক্রন্দন—।
নিমাইর প্রিয় মোর এ সব ব্যঞ্জন ॥ ৫৮ ॥

নিমাই নাহিক ঘরে, কে করে ভক্ষণ।
মোর ধ্যানে অশ্রুজলে ভরিল নয়ন ॥ ৫৯ ॥

শীঘ্র যাই মুই সব করিনু ভোজন।
শূন্যপাত্র দেখে অশ্রু করিয়া মার্জ্জন ॥ ৬০ ॥

কে অন্ন ব্যঞ্জন খাইল, শূন্য কেনে পাত।
বালগোপাল হেন বুঝি খাইল সব ভাত ॥ ৬১ ॥

কিবা মোর মনঃকথায় ভ্রম হৈয়া গেল।
কিবা কোনো জন্তু আসি সকল খাইল ॥ ৬২ ॥

কিবা আমি ভ্রমে অন্ন পাতে না বাঢ়িল।
এত চিন্তি পাকপাত্র যাইয়া দেখিল ॥ ৬৩ ॥

অন্ন-ব্যঞ্জন-পূর্ণ দেখি সকল ভাজন।
দেখিয়া সংশয় কিছু চমৎকার-মন ॥ ৬৪ ॥

ঈশান দ্বারায় পুনঃ স্থান লেপাইল।
পুনরপি গোপালেরে অন্ন সমর্পিল ॥ ৬৫ ॥

এইমত যবে করে উত্তম রন্ধন।
মোরে খাওয়াইতে করেন উৎকণ্ঠা-ক্রন্দন ॥৬৬॥

তাঁর প্রেমে আনি আমায় করায় ভোজনে।
অন্তরে আনয়ে সুখ, বাহ্যে নাহি মানে ॥ ৬৭ ॥

এই বিজয়া-দশমীতে হৈল এই রীতি।
তাঁহাকে পুছিয়া তাঁর করাইহ প্রতীতি ॥ ৬৮ ॥

এতেক কহিতে প্রভু বিহ্বল হইলা।
লোক বিদায় করিতে প্রভু ধৈর্য্য ধরিলা ॥ ৬৯ ॥

মহাপ্রভু কর্ত্তৃক রাঘব-পণ্ডিতের অদ্ভুত ভক্তি-কথন

রাঘব পণ্ডিতে কহেন বচন সরস—।
তোমার শুদ্ধ প্রেমে আমি হই তোমার বশ ॥৭০॥

ইঁহার কৃষ্ণসেবার কথা শুন সর্ব্বজন।
পরম পবিত্র সেবা অতি সর্ব্বোত্তম ॥ ৭১ ॥

আর দ্রব্য রহু শুন নারিকেলের কথা।
পাঁচ গণ্ডা করি নারিকেল বিকায় যথা তথা ॥৭২॥

বাটীতে কত শত বৃক্ষ, লক্ষ লক্ষ ফল।
তথাপি শুনেন যথা মিষ্ট নারিকেল ॥ ৭৩ ॥

একেক ফলের মূল্য দিয়া চারি চারি পণ।
দশ ক্রোশ হৈতে আনায় করিয়া যতন ॥ ৭৪ ॥

প্রতিদিন পাঁচ সাত ফল ছোলাইয়া।
সুশীতল করিতে রাখে জলে ডুবাইয়া ॥ ৭৫ ॥

ভোগের সময়ে পুনঃ ছলি সংস্করি।
কৃষ্ণে সমর্পণ করে মুখে ছিদ্র করি ॥ ৭৬ ॥

কৃষ্ণ সেই নারিকেল-জল পান করি।
কভু শূন্যফল রাখেন, কভু জল ভরি ॥ ৭৭ ॥

জলশূন্য ফল দেখি পণ্ডিত হরষিত।
ফল ভাঙ্গি শস্য কৈল সৎপাত্র-পূরিত ॥ ৭৮ ॥

শস্য সমর্পিয়া করে বাহিরে ধেয়ান।
শস্য খাইয়া কৃষ্ণ করেন শূন্য-ভাজন ॥ ৭৯ ॥

কভু শস্য খাইয়া পুনঃ পাত্র ভরে শাঁসে।
শ্রদ্ধা বাঢ়ে পণ্ডিতের প্রেমসিন্ধু ভাসে ॥ ৮০ ॥

একদিন দশ ফল সংস্কার করিয়া।
ভোগ লাগাইতে সেবক আইল লইয়া ॥ ৮১ ॥

অবসর নাহি হয়—বিলম্ব হইল।
ফলপাত্র-হাতে সেবক দ্বারেতে রহিল ॥ ৮২ ॥

দ্বারের উপর ভিতে তেঁহো হাত দিল।
সেই হাতে ফল ছুঁইল পণ্ডিত দেখিল ॥ ৮৩ ॥

পণ্ডিত কহে—দ্বারে লোক করে যাতায়াতে।
তার পদধূলি উড়ি লাগে উপর-ভিতে ॥ ৮৪ ॥

* খণ্ডসার—খাঁড়; ভাল গুড়।

সেই ভিতে হাত দিয়া ফল পরশিলা।
কৃষ্ণযোগ্য নহে ফল অপবিত্র হৈলা ॥ ৮৫ ॥
এত বলি ফল ফেলে প্রাচীর লঙ্ঘিয়া।
ঐছে পবিত্র প্রেমসেবা জগত জিনিয়া ॥ ৮৬ ॥
তবে আর নারিকেল সংস্কার করাইল।
পরম পবিত্র করি ভোগ লাগাইল ॥ ৮৭ ॥
এইমত কলা আম্র নারঙ্গ কাঁটাল।
যাঁহা যাঁহা দূর-গ্রামে শুনে আছে ভাল ॥ ৮৮ ॥
বহু মূল্য দিয়া আনে করিয়া যতন।
পবিত্র সংস্কার করি করে নিবেদন ॥ ৮৯ ॥
এইমত ব্যঞ্জনের শাক মূল ফল।
এইমত চিঁড়া হুড়ুম সন্দেশ সকল ॥ ৯০ ॥
এইমত পিঠা পানা ক্ষীর ওদন।
পরম পবিত্র সেবা করে সর্ব্বোত্তম ॥ ৯১ ॥
কাশন্দি আদি আচার অনেক প্রকার।
গন্ধ বস্ত্র অলঙ্কার সব দ্রব্য সার ॥ ৯২ ॥
এইমত প্রেম-সেবা করে অনুপম।
যাহা দেখি সর্ব্বলোকের জুড়ায় নয়ন ॥ ৯৩ ॥
এত বলি রাঘবেরে কৈল আলিঙ্গনে।
এইমত সম্মানিল সব ভক্তগণে ॥ ৯৪ ॥

শিবানন্দ সেনের প্রতি প্রভুর সম্মান ও কৃপাদেশ

শিবানন্দ সেনে কহে করিয়া সম্মান।
বাসুদেব দত্তের তুমি করিহ সমাধান ॥ ৯৫ ॥
পরম উদার ইঁহো যে দিন যা আইসে।
সেইদিনে ব্যয় করে, নাহি রাখে শেষে ॥ ৯৬ ॥
গৃহস্থ হয়েন ইঁহো চাহিয়ে সঞ্চয়।
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব-ভরণ না হয় ॥ ৯৭ ॥
ইহার ঘরের আয়-ব্যয় সব তোমা স্থানে।
সরখেল হইয়া তুমি করিহ সমাধানে ॥ ৯৮ ॥
প্রতি বৎসর আমার সব ভক্তগণে লইয়া।
গুণ্ডিচায় আসিবে সবায় পালন করিয়া ॥ ৯৯

কুলীনগ্রামীদিগের প্রশ্নোপলক্ষে গৃহস্থ-ভক্তের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মহাপ্রভুর শ্রীমুখের উপদেশ ও আনুষঙ্গিক কৃষ্ণনামের মহিমা-কথন

কুলীন গ্রামীরে কহে প্রভু সম্মান করিয়া।
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লৈয়া ॥১০০॥
গুণরাজ খান্ কৈল 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়।'
তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়— ॥১০১॥
'নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।'
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত ॥ ১০২ ॥
তোমার কা কথা, তোমার গ্রামের কুকুর।
সেহো মোর প্রিয়, অন্যজন রহু দূর ॥ ১০৩ ॥
তবে রামানন্দ আর সত্যরাজ খান্।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন— ॥ ১০৪ ॥
গৃহস্থ বিষয়ী আমি, কি মোর সাধনে।
শ্রীমুখে আজ্ঞা কর প্রভু! নিবেদি চরণে ॥১০৫॥
প্রভু কহে—কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণব-সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ১০৬ ॥
সত্যরাজ বলে—বৈষ্ণব চিনিব কেমনে।
কে বৈষ্ণব কহ তার সামান্য লক্ষণে ॥ ১০৭ ॥
প্রভু কহে—যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥ ১০৮ ॥
এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব্ব-পাপক্ষয়।
নববিধ ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥ ১০৯ ॥
দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা-বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বা স্পর্শে আচণ্ডাল সবারে উদ্ধারে ॥ ১১০ ॥
আনুষঙ্গ-ফল—করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণপ্রেমোদয় ॥ ১১১ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ১৮শ-অঙ্কধৃত-শ্লোকঃ—

আকৃষ্টিঃ কৃত-চেতসাং সুমহতামুচ্চাটনং চাংহসা-
মাচণ্ডালমমূকলোক-সুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং
মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি
শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ ॥ ১১২ ॥

এই কৃষ্ণনামাত্মক মন্ত্র অর্থাৎ 'কৃষ্ণ' এই নামরূপ মন্ত্র কোন দীক্ষা, সদাচার বা পুরশ্চরণের অপেক্ষা করেন না, জিহ্বায় উচ্চারিত হইবামাত্রই ইনি ফল প্রদান করেন। এই কৃষ্ণনাম স্বভাবতঃই মহৎ ব্যক্তিগণের চিত্তাকর্ষক, মহাপাপ-সমূহের ধ্বংস-কারক এবং চণ্ডাল পর্য্যন্ত সমস্ত নীচগণের বা বাক্‌শক্তি সম্পন্ন জীবমাত্রেরই মুক্তিদায়ক ॥ ১১২ ॥

অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই ত বৈষ্ণব, তার করিবে সম্মান ॥ ১১৩ ॥

মহাপ্রভু কর্তৃক খণ্ডবাসী মুকুন্দ ও রঘুনন্দনের গুণ-বর্ণন ও তাঁহাদের কর্তব্য উপদেশ

খণ্ডের মুকুন্দ দাস, শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীনরহরি—এই মুখ্য তিন জন ॥ ১১৪ ॥
মুকুন্দ দাসেরে পুছে শ্রীশচীনন্দন।
তুমি পিতা, পুত্র তোমার শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১১৫ ॥
কিবা রঘুনন্দন পিতা, তুমি তার তনয়।
নিশ্চয় করিয়া কহ, যাউক সংশয় ॥ ১১৬ ॥
মুকুন্দ কহে—রঘুনন্দন মোর পিতা হয়।
আমি তার পুত্র—এই আমার নিশ্চয় ॥ ১১৭ ॥
আমা-সবার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে।
অতএব রঘু পিতা - আমার নিশ্চিতে ॥ ১১৮ ॥
শুনি হর্ষে কহে প্রভু—কহিলে নিশ্চয়।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি, সেই গুরু হয় ॥ ১১৯ ॥
ভক্তের মহিমা প্রভু কহিতে পায় সুখ।
ভক্তের মহিমা কহিতে হয় পঞ্চমুখ ॥ ১২০ ॥
ভক্তগণে কহে—শুন মুকুন্দের প্রেম।
নিগূঢ় নির্ম্মল প্রেম যেন শুদ্ধ হেম ॥ ১২১ ॥
বাহ্যে রাজবৈদ্য ইঁহা করে রাজসেবা।
অন্তরে কৃষ্ণপ্রেম ইঁহার—জানিবেক কেবা ॥১২২॥
একদিন ম্লেচ্ছরাজার উচ্চ টুঙ্গিতে।
চিকিৎসার বাত কহে তাঁহার অগ্রেতে ॥ ১২৩ ॥
হেনকালে এক ময়ূর-পুচ্ছের আড়ানি।
রাজ-শিরোপরি ধরে এক সেবক আনি ॥১২৪॥
ময়ূর-পুচ্ছ দেখি মুকুন্দ প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
অতি উচ্চ টুঙ্গি হৈতে ভূমিতে পড়িলা ॥ ১২৫ ॥
রাজার জ্ঞান—রাজবৈদ্যের হইল মরণ।
আপনে নামিয়া রাজা করাইল চেতন ॥ ১২৬ ॥
রাজা বলে—ব্যথা তুমি পাইলে কোন ঠাঁই।
মুকুন্দ কহে—অতিবড় ব্যথা নাহি পাই ॥ ১২৭ ॥
রাজা কহে—মুকুন্দ! তুমি পড়িলা কি লাগি।
মুকুন্দ কহে—রাজা মোর ব্যাধি আছে মৃগী ॥১২৮॥
মহা-বিদগ্ধ রাজা সেই—সব বাত জানে।
মুকুন্দেরে হৈল তাঁর মহাসিদ্ধ-জ্ঞানে ॥ ১২৯ ॥

প্রভু কর্তৃক রঘুনন্দনের গুণ-বর্ণন

রঘুনন্দন সেবা করে কৃষ্ণের মন্দিরে।
দ্বারে পুষ্করিণী তার ঘাটের উপরে ॥ ১৩০ ॥
কদম্বের বৃক্ষ এক ফুটে বারমাসে।
নিত্য দুই ফুল হয় কৃষ্ণ-অবতংশে ॥ ১৩১ ॥
মুকুন্দেরে কহে পুনঃ মধুর বচন—।
তোমার সে কার্য্য—ধর্ম্মে ধন উপার্জ্জন ॥ ১৩২ ॥
রঘুনন্দনের কার্য্য—শ্রীকৃষ্ণ-সেবন।
কৃষ্ণসেবা বিনা ইঁহার অন্যত্র নাহি মন ॥ ১৩৩ ॥
নরহরি! রহ আমার ভক্তগণ-সনে।
এই তিন কার্য্য সদা কর তিন জনে ॥ ১৩৪ ॥
সার্ব্বভৌম বিদ্যা-বাচস্পতি দুই ভাই।
দুই জনে কৃপা করি কহেন গোসাঞি ॥ ১৩৫ ॥

দারু-জল-রূপে কৃষ্ণ প্রকট সম্প্রতি।
দর্শনে স্নানে করেন জীবের মুকতি ॥ ১৩৬ ॥
দারুব্রহ্ম-রূপে সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম।
ভাগীরথী সাক্ষাৎ হন জলব্রহ্ম-সম ॥ ১৩৭ ॥
সার্ব্বভৌম! কর দারুব্রহ্ম-আরাধন।
বাচস্পতি! কর জলব্রহ্মের সেবন ॥ ১৩৮ ॥
মুরারী গুপ্তেরে প্রভু করি আলিঙ্গন।
তাঁর ভক্তিনিষ্ঠা কহে, শুনে ভক্তগণ— ॥ ১৩৯
পূর্ব্বে আমি ইঁহারে লোভাইল বারবার—।
পরম মধুর গুপ্ত! ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ১৪০ ॥
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ সর্ব্ব-অংশী সর্ব্বাশ্রয়।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম, সর্ব্ব-রসময় ॥ ১৪১ ॥

প্রভু কর্তৃক বাসুদেব দত্তের গুণ-বর্ণন প্রসঙ্গে কৃষ্ণ-কৃপার মহিমা বর্ণন

বিদগ্ধ চতুর ধীর রসিক-শেখর।
সকল-সদ্গুণবৃন্দ-রত্ন-রত্নাকর ॥ ১৪২ ॥
মধুর চরিত কৃষ্ণের মধুর বিলাস।
চাতুর্য্যে-বৈদগ্ধ্যে করে যেঁহো লীলা রাস ॥ ১৪৩ ॥
সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি, হও কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ বিনা উপাসনা মনে নাহি লয় ॥ ১৪৪ ॥
এইমত বারবার শুনিয়া বচন।
আমার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন ॥ ১৪৫ ॥
আমারে কহেন—আমি তোমার কিঙ্কর।
তোমার আজ্ঞাকারী আমি নহি স্বতন্তর ॥ ১৪৬ ॥
এত বলি ঘরে গেলা, চিন্তে রাত্রিকালে।
রঘুনাথ-ত্যাগ চিন্তি হইলা বিহ্বলে ॥ ১৪৭ ॥
কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ।
আজি রাত্রে প্রভু! মোর করাহ মরণ ॥ ১৪৮ ॥
এইমত সর্ব্বরাত্রি করেন ক্রন্দন।
মনে স্বাস্থ্য নাহি, রাত্রি কৈল জাগরণ ॥ ১৪৯ ॥
প্রাতঃকালে আসি মোর ধরিয়া চরণ।
কাঁদিতে কাঁদিতে কিছু কৈল নিবেদন— ॥১৫০॥
রঘুনাথের পায়ে মুঞি বেচিয়াছি মাথা।
কাড়িতে না পারোঁ মাথা মনে পাও ব্যথা ॥১৫১॥
শ্রীরঘুনাথের চরণ ছাড়ন না যায়।
তোমার আজ্ঞা ভঙ্গ হয়, কি করি উপায় ॥১৫২॥
তাতে মোরে এই কৃপা কর দয়াময়।
তোমার আগে মৃত্যু হউক্, যাউক্ সংশয় ॥১৫৩॥
এত শুনি মনে আমি বড় সুখ পাইল।
ইহারে উঠাইয়া তবে আলিঙ্গন কৈল ॥ ১৫৪ ॥
সাধু সাধু, গুপ্ত! তোমার সুদৃঢ় ভজন।
আমার বচনে তোমার না টলিল মন ॥ ১৫৫ ॥
এইমত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভু-পায়।
প্রভু ছাড়াইলেহ পদ ছাড়ন না যায় ॥ ১৫৬ ॥
এই তোমার ভাব-নিষ্ঠা জানিবার তরে।
তোমারে আগ্রহ আমি কৈল বারে বারে ॥১৫৭॥
সাক্ষাত হনূমান্ তুমি শ্রীরাম-কিঙ্কর।
তুমি কেনে ছাড়িবে তাঁর চরণ-কমল ॥ ১৫৮ ॥
সেই মুরারি গুপ্ত এই—মোর প্রাণ-সম।
ইঁহার দৈন্য শুনি মোর ফাটয়ে জীবন ॥ ১৫৯ ॥
তবে বাসুদেবে প্রভু করি আলিঙ্গন।
তাঁর গুণ কহে হৈয়া সহস্র-বদন ॥ ১৬০ ॥
নিজ-গুণ শুনি দত্ত মনে লজ্জা পাইয়া।
নিবেদন করে প্রভুর চরণে ধরিয়া— ॥ ১৬১ ॥
জগত তারিতে প্রভু! তোমার অবতার।
মোর এক নিবেদন কর অঙ্গীকার ॥ ১৬২ ॥
করিতে সমর্থ প্রভু! তুমি দয়াময়।
তুমি মনে কর যদি, অনায়াসে হয় ॥ ১৬৩ ॥
জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে।
সর্ব্বজীবের পাপ প্রভু! দেহ মোর শিরে ॥১৬৪॥
জীবের পাপ লৈয়া মুঞি করি নরক-ভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ ॥ ১৬৫ ॥
এত শুনি মহাপ্রভুর চিত্ত দরবিল।
অশ্রু-কম্প-স্বরভঙ্গে কহিতে লাগিল— ॥ ১৬৬ ॥
তোমার এই চিত্র নহে—তুমি যে প্রহ্লাদ।
তোমার উপরে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ প্রসাদ ॥ ১৬৭ ॥

কৃষ্ণ সেই সত্য করে, যেই মাগে ভৃত্য।
ভৃত্য-বাঞ্ছা পূর্ত্তি বিনা কৃষ্ণের নাহি কৃত্য ॥১৬৮॥
ব্রহ্মাণ্ড-জীবের তুমি বাঞ্ছিলে নিস্তার
বিনা পাপ-ভোগে হবে সবার উদ্ধার ॥ ১৬৯ ॥
অসমর্থ নহে কৃষ্ণ—ধরে সর্ব্ব-বল।
তোমারে বা কেনে ভুঞ্জাইবে পাপফল ॥ ১৭০
তুমি যার হিত বাঞ্ছ, সে হৈল বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব ১৭১

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অঃ ৬০ শ্লোকঃ—

যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম্ম-
বন্ধানুরূপ-ফলভাজনমাতনোতি।
কর্ম্মাণি নির্দ্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৭২ ॥

অহো! কি ইন্দ্রগোপ নামক ক্ষুদ্র কীট, কি দেবরাজ ইন্দ্র—সকলকেই যিনি নিজ নিজ কর্ম্মের অনুরূপ ফল প্রদান করেন, কিন্তু যিনি ভক্তিমান্ জনের কর্ম্ম সকল নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া থাকেন, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ১৭২ ॥

তোমার ইচ্ছামাত্রে হবে ব্রহ্মাণ্ড-মোচন।
সর্ব্বমুক্ত করিতে কৃষ্ণের নাহি কিছু শ্রম ॥১৭৩॥
একই উড়ুম্বর-বৃক্ষে লাগে কোটি ফলে।
ঐছে কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসে বিরজার জলে ॥১৭৪॥
তার এক ফল পড়ি যদি নষ্ট হয়।
তথাপি না জানে বৃক্ষ নিজ-অপচয় ॥ ১৭৫ ॥
তৈছে এক ব্রহ্মাণ্ড যদি মুক্ত হয়।
তবু অল্প হানি কৃষ্ণের মনে নাহি লয় ॥ ১৭৬ ॥
অনন্ত ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের বৈকুণ্ঠাদি-ধাম।
তার গড়খাই 'কারণাব্ধি' যার নাম ॥ ১৭৭ ॥
তাতে ভাসে মায়া লৈয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড।
গড়খাইতে ভাসে যেন রাই-পূর্ণ ভাণ্ড ॥ ১৭৮ ॥
তার এক-রাই-নাশে হানি নাহি মানি।
ঐছে এক-অণ্ড-নাশে কৃষ্ণের নাহি হানি ॥ ১৭৯ ॥
সব-ব্রহ্মাণ্ড-সহ যদি মায়ার হয় ক্ষয়
তথাপি না মানে কৃষ্ণ কিছু অপচয় ॥ ১৮০ ॥
কোটি-কামধেনু-পতির ছাগী যৈছে মরে।
ষড়ৈশ্বর্য্য-পতি কৃষ্ণের মায়া কিবা করে ॥ ১৮১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কঃ ৮৭ অঃ
১৪শ-শ্লোকঃ—

জয় জয় জহ্যজামজিত! দোষ-গৃভীত-গুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধ-সমস্ত-ভগঃ।
অগ-জগ-দোকসামখিল-শক্ত্যববোধক! তে
ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ ॥ ১৮২ ॥

হে অজিত! তোমার জয়, তোমার জয়! স্থাবর ও জঙ্গমদেহধারী জীবগণের আনন্দবাধক মায়াকে তুমিই ধ্বংস করিয়া থাক, তাহাতে তোমার কিছু ক্ষতি নাই, যেহেতু তোমার স্বরূপভূত চিচ্ছক্তি দ্বারা তুমি পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছ। হে জীবগণের নিখিল-শক্তির উদ্বোধক! সৃষ্টিকালে তুমি যখন মায়ার সহিত ক্রীড়া কর, অথচ স্ব স্বরূপেও বর্ত্তমান থাক, তখন বেদগণ তোমাকেই প্রতিপন্ন করে ॥১৮২॥

গৌড়ীয় ভক্তগণের বিদায়

এইমত সব ভক্তের কহি সব গুণ।
সবারে বিদায় দিল করি আলিঙ্গন ॥ ১৮৩ ॥
প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্ত করয়ে রোদন।
ভক্তের বিচ্ছেদে প্রভুর বিষণ্ণ হৈল মন ॥ ১৮৪ ॥
গদাধর-পণ্ডিত রহিলা প্রভুর পাশে।
যমেশ্বরে প্রভু তাঁর করাইলা আবাসে ॥ ১৮৫ ॥
পুরী-গোসাই জগদানন্দ স্বরূপ-দামোদর।
দামোদর-পণ্ডিত, আর গোবিন্দ, কাশীশ্বর ॥১৮৬॥
এই সব-সঙ্গে প্রভু রহে নীলাচলে।
জগন্নাথ দর্শন করে নিত্য প্রাতঃকালে ॥ ১৮৭ ॥

সার্ব্বভৌম কর্তৃক মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ-প্রসঙ্গ

একদিন প্রভু-পাশে আসি সার্ব্বভৌম।
যোড়হাত করি কিছু কৈল নিবেদন— ॥ ১৮৮ ॥
এবে যে বৈষ্ণব-সব গৌড়দেশে গেল।
এবে প্রভুর নিমন্ত্রণে অবসর হৈল ॥ ১৮৯ ॥
এবে মোর ঘরে ভিক্ষা কর মাস ভরি।
প্রভু কহে—ধর্ম্ম নহে, করিতে না পারি ॥১৯০॥
সার্ব্বভৌম কহে—ভিক্ষা কর বিংশ দিন।
প্রভু কহে—এহো নহে যতিধর্ম্ম-চিহ্ন ॥ ১৯১ ॥
সার্ব্বভৌম কহে—কর দিন পঞ্চদশ।
প্রভু কহে—তোমার ভিক্ষা এক দিবস ॥ ১৯২ ॥
তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর চরণে ধরিয়া।
দশদিন কর—কহে মিনতি করিয়া ॥ ১৯৩ ॥
প্রভু ক্রমে ক্রমে পাঁচদিন ঘটাইল।
পাঁচ দিনে তার ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ নিল ॥ ১৯৪ ॥
তবে সার্ব্বভৌম করে আর নিবেদন—।
তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী আছে দশজন ॥ ১৯৫ ॥
পুরী-গোঁসাইর পঞ্চদিন ভিক্ষা মোর ঘরে।
পূর্ব্বে আমি কহিয়াছি তোমার গোচরে ॥ ১৯৬ ॥
দামোদর-স্বরূপ এই—বান্ধব আমার।
কভু তোমার সঙ্গে যাবে কভু একেশ্বর ॥ ১৯৭ ॥
আর অন্ট সন্ন্যাসীর দুই দুই দিবসে।
একেক দিন একেক জন—পূর্ণ হবে মাসে ॥ ১৯৮ ॥
বহু ত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঁই।
সম্মান করিতে নারি—অপরাধ পাই ॥ ১৯৯ ॥
তুমি নিজ-ছায়া-সঙ্গে আসিবে মোর ঘরে।
কভু সঙ্গে আসিবেন স্বরূপ-দামোদরে ॥ ২০০ ॥*
প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া আনন্দিত মন।
সেই দিন মহাপ্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ২০১ ॥

* নিজ-ছায়া-সঙ্গে—একলা।

সার্ব্বভৌম-গৃহে মহাপ্রভুর ভোজনলীলা

ষাঠীর মাতা নাম—ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী।*
প্রভুর মহাভক্ত তেঁহো, স্নেহেতে জননী ॥ ২০২ ॥
ঘরে আসি ভট্টাচার্য্য তাঁরে আজ্ঞা দিল।
আনন্দে ষাঠীর মাতা পাক চড়াইল ॥ ২০৩ ॥
ভট্টাচার্য্যের গৃহে সব দ্রব্য আছে ভরি।
যেবা শাক-ফলাদিক আনিল আহরি ॥ ২০৪ ॥
আপনে ভট্টাচার্য্য করে পাকের সর্ব্ব কর্ম্ম।
ষাঠীর মাতা বিচক্ষণা জানেন পাকের মর্ম্ম ॥২০৫॥
পাকশালার দক্ষিণে দুই ভোগালয়।
এক ঘরে শালগ্রামের ভোগ-সেবা হয় ॥ ২০৬ ॥
আর ঘর মহাপ্রভুর ভিক্ষার লাগিয়া।
নিভৃতে করিয়াছে ভট্ট নূতন করিয়া ॥ ২০৭ ॥
বাহ্যে এক দ্বার তার প্রভু প্রবেশিতে।
পাকশালায় আর দ্বার অন্ন পরিবেশিতে ॥২০৮॥
বত্রিশা-কলার এক আঙ্গটিয়া পাত।
তিন মান তণ্ডুলের তাতে ধরে ভাত ॥ ২০৯ ॥
পীত সুগন্ধি ঘৃতে অন্ন সিক্ত কৈল।
চারিদিকে পাতে ঘৃত বহিয়া চলিল ॥ ২১০ ॥
কেয়াপত্র কলার খোলা ডোঙ্গা সারি সারি।
চারিদিকে ধরিয়াছে নানা ব্যঞ্জন ভরি ॥ ২১১ ॥
দশ প্রকার শাক, নিম্ব-শুক্তার ঝোল।
মরিচের ঝাল, ছেনাবড়া, বড়ী-ঘোল ॥ ২১২ ॥
দুগ্ধতুম্বী, দুগ্ধ-কুষ্মাণ্ড, বেসারি, লাফরা।
মোচাঘণ্ট, মোচাভাজা, বিবিধ শাকরা ॥ ২১৩ ॥
বৃদ্ধকুষ্মাণ্ড-বড়ীর ব্যঞ্জন অপার।
ফুলবড়ী ফল-মূল বিবিধ প্রকার ॥ ২১৪ ॥
নব-নিম্বপত্র সহ ভৃষ্ট বার্ত্তাকী।
ফুলবড়ী পটোল-ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী ॥২১৫॥
ভৃষ্ট-মাষ মুদ্গ-সূপ অমৃত নিন্দয়।
মধুরাম্ল, বড়াম্লাদি, অম্ল পাঁচ ছয় ॥ ২১৬ ॥

* ষাঠী—সার্ব্বভৌমের কন্যা।

মুদ্গবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট ।
ক্ষীরপুলি নারিকেল-পুলি আর যত পিষ্ট ॥২১৭
কাঁজিবড়া দুগ্ধ-চিড়া দুগ্ধ-লক্‌লকী ।
আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি ॥ ২১৮
ঘৃতসিক্ত-পরমান্ন মৃৎকুণ্ডিকা ভরি ।
চাঁপাকলা ঘনদুগ্ধ আম্র তাঁহা ধরি ॥ ২১৯ ॥
রসালা, মথিত-দধি, সন্দেশ অপার ।
গৌড়ে উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার ॥ ২২০ ॥
শ্রদ্ধা করি ভট্টাচার্য্য সব করাইল ।
শুভ্র পীঠোপরি এক বসন পাতিল ॥ ২২১
দুই পাশে সুগন্ধি-শীতল-জল-ঝারী ।
অন্ন-ব্যঞ্জনোপরি দিল তুলসী-মঞ্জরী ২২২
অমৃত-গুটিকা পিঠা পানা আনাইল
জগন্নাথের প্রসাদ সব পৃথক্ ধরিল ॥ ২২৩
হেনকালে মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিয়া ।
একলা আইলা তাঁর হৃদয় জানিয়া ॥ ২২৪ ॥
ভট্টাচার্য্য কৈল তবে পাদ-প্রক্ষালন ।
ঘরের ভিতর গেলা প্রভু করিতে ভোজন ॥২২৫॥
অন্নাদি দেখিয়া প্রভু বিস্মিত হইয়া ।
ভট্টাচার্য্যে কহেন কিছু ভঙ্গী করিয়া ॥ ২২৬ ॥
অলৌকিক এই সব অন্ন ব্যঞ্জন ।
দুই-প্রহর-ভিতরে কৈছে হইল রন্ধন ॥ ২২৭ ॥
শত চুলায় শত জন পাক যদি করে ।
তবু শীঘ্র এত ব্যঞ্জন রান্ধিতে না পারে ২২৮
কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়াছ অনুমান করি ।
উপরে দেখিযে যাতে তুলসী-মঞ্জরী ॥ ২২৯
ভাগ্যবান্ তুমি, সফল তোমার উদ্যোগ ।
রাধাকৃষ্ণে লাগাইয়াছ এতাদৃশ ভোগ ॥ ২৩০ ॥
অন্নের সৌরভ, বর্ণ অতি মনোরম ।
রাধাকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ইহা করিয়াছেন ভোজন ॥২৩১॥
তোমার বহু ত ভাগ্য কত প্রশংসিব ।
আমি ভাগ্যবান্ ইহার অবশেষ পাব ॥ ২৩২ ॥
কৃষ্ণের আসন-পীঠ রাখ উঠাইয়া ।
মোরে প্রসাদ দেহ ভিন্ন-পাত্রেতে করিয়া ॥২৩৩॥
ভট্টাচার্য্য কহে—প্রভু ! না কর বিস্ময় ।
যে খাইবে তাঁর শক্ত্যে ভোগ সিদ্ধ হয় ॥ ২৩৪ ॥
না মোর উদ্‌যোগে, না গৃহিণীর রন্ধনে ।
যাঁর শক্ত্যে ভোগ সিদ্ধ, সেই তাহা জানে ॥২৩৫॥
এই ত আসনে বসি করহ ভোজন ।
প্রভু কহে—পূজ্য এই কৃষ্ণের আসন ॥ ২৩৬ ॥
ভট্ট কহে—অন্ন পীঠ সমান প্রসাদ ।
অন্ন খাবে—পীঠে বসিতে কাঁহা অপরাধ ॥ ২৩৭ ॥
প্রভু কহে—ভাল কহিলে, শাস্ত্র-আজ্ঞা হয় ।
কৃষ্ণের সকল শেষ ভৃত্য আস্বাদয় ॥ ২৩৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ-স্কঃ ৬ অঃ ৩১ শ্লোকঃ—

ত্বয়োপযুক্ত-স্রগ্ গন্ধ-বাসোঽলঙ্কার-চর্চ্চিতাঃ ।
উচ্ছিষ্ট-ভোজিনো দাসাস্তব মায়াং
জয়েম হি ॥ ২৩৯ ॥

উদ্ধব-মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, হে প্রভো! তোমার দাস আমরা তোমার উপভুক্ত মালা, চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য, বস্ত্র ও অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত হইয়া এবং তোমার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া অনায়াসে তোমার মায়া জয় করিতে সমর্থ হইব ॥ ২৩৯ ॥

তথাপি এতেক অন্ন খাওন না যায় ।
ভট্ট কহে—জানি, খাও যতেক যুয়ায় ॥ ২৪০ ॥
নীলাচলে ভোজন তুমি কর বায়ান্নবার ।
এক এক ভোগের অন্ন শত শত ভার ॥ ২৪১ ॥
দ্বারকাতে যোলসহস্র-মহিষী-মন্দিরে ।
অষ্টাদশ মাতা আর যাদবের ঘরে ॥ ২৪২ ॥
ব্রজে জ্যেঠা খুড়া মামা পিসাদি গোপগণ ।
সখা বৃন্দ—সবার ঘরে ত্রিসন্ধ্যা-ভোজন ॥ ২৪৩ ॥
গোবর্দ্ধন-যজ্ঞে খাইলে অন্ন রাশি রাশি ।
তার লেখে এই অন্ন নহে এক গ্রাসী ॥ ২৪৪ ॥
তুমি ত ঈশ্বর, মুই ক্ষুদ্র জীব ছার ।
একগ্রাস মাধুকরী কর অঙ্গীকার ॥ ২৪৫ ॥

এত শুনি হাসি প্রভু বসিলা ভোজনে।
জগন্নাথের প্রসাদ ভট্ট দেন হর্ষ-মনে ॥ ২৪৬ ॥

অমোঘ কর্তৃক মহাপ্রভুর নিন্দা ও অমোঘের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা

হেনকালে অমোঘ নাম—ভট্টের জামাতা।
কুলীন নিন্দক তেঁহো ষাঠী-কন্যার ভর্ত্তা ॥ ২৪৭ ॥
ভোজন দেখিতে চাহে আসিতে না পারে।
লাঠি হাতে ভট্টাচার্য্য আছেন দুয়ারে ॥ ২৪৮ ॥
তেঁহো যদি প্রসাদ দিতে হৈলা আনমন।
অমোঘ আসি অন্ন দেখি করয়ে নিন্দন ॥ ২৪৯ ॥
এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ-বার জন।
একলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভোজন ॥ ২৫০ ॥
শুনি ভট্টাচার্য্য তবে উলটি চাহিল।
তাঁর অবধান দেখি অমোঘ পলাইল ॥ ২৫১ ॥
ভট্টাচার্য্য লাঠি লৈয়া মারিতে ধাইল।
পলাইল অমোঘ, তার লাগ না পাইল ॥ ২৫২ ॥
তবে গালি শাপ দিতে ভট্টাচার্য্য আইল।
নিন্দা শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিল ॥ ২৫৩ ॥
শুনিয়া ষাঠীর মাতা শিরে হাত মারে।
ষাঠী রাণ্ডী হউক্—ইহা বলে বারেবারে ॥ ২৫৪॥
দোঁহার দুঃখ দেখি প্রভু দোঁহা প্রবোধিয়া।
দোঁহার ইচ্ছাতে ভোজন কৈল তুষ্ট হৈয়া ॥২৫৫॥
আচমন করাইয়া ভট্ট দিল মুখবাস।
তুলসী-মঞ্জরী লবঙ্গ এলাচি রসবাস ॥ ২৫৬ ॥
সর্ব্বাঙ্গে লেপিল প্রভুর সুগন্ধি চন্দন।
দণ্ডবত হৈয়া কহে সদৈন্য-বচন ॥ ২৫৭ ॥
নিন্দা করাইতে তোমা আনিনু নিজ-ঘরে।
এই অপরাধ প্রভু ! ক্ষমা কর মোরে ॥ ২৫৮ ॥
প্রভু কহে—নিন্দা নহে, সহজ কহিল।
ইহাতে তোমার কিবা অপরাধ হৈল ॥ ২৫৯ ॥
এত বলি মহাপ্রভু চলিলা ভবনে।
ভট্টাচার্য্য তাঁর ঘরে গেলা তাঁর সনে ॥ ২৬০ ॥
প্রভু-পদে পড়ি বহু আত্মনিন্দা কৈল।
তাঁরে শান্ত করি প্রভু ঘরে পাঠাইল ॥ ২৬১ ॥
ঘরে আসি ভট্টাচার্য্য ষাঠীর মাতা-সনে।
আপনা নিন্দিয়া কিছু কহেন বচনে— ॥ ২৬২
চৈতন্য-গোঁসাইর নিন্দা শুনিল যাহা হৈতে।
তারে বধ কৈলে হয় পাপ-প্রায়শ্চিত্তে ॥ ২৬৩ ॥
কিংবা নিজ-প্রাণ যদি করি বিমোচন।
দুই যোগ্য নহে—দুই শরীর ব্রাহ্মণ ॥ ২৬৪ ॥
পুনঃ সেই নিন্দকের মুখ না দেখিব।
পরিত্যাগ কৈল, তার নাম না লইব ॥ ২৬৫ ॥
ষাঠীরে কহ—তারে ছাড়ুক, সে হৈল পতিত।
পতিত হইলে ভর্ত্তা ত্যজিতে উচিত ॥ ২৬৬ ॥

তথাহি স্মৃতি-বচনং—

পতিঞ্চ পতিতং ত্যজেৎ ॥ ২৬৭ ॥

পতিত অর্থাৎ—মহাপাতকী পতিকে পরিত্যাগ করিবে ॥ ২৬৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ স্কঃ ১১ অঃ ২৬ শ্লোঃ—

সন্তুষ্টাহলোলুপা দক্ষা ধর্ম্মজ্ঞা প্রিয়-সত্য-বাক্।
অপ্রমত্তা শুচিঃ স্নিগ্ধ পতিন্ত্বপতিতং
ভজেৎ ॥ ২৬৮ ॥

সাধ্বী নারী যথালাভে সন্তুষ্টা, লোভহীনা, আলস্যহীনা, ধর্মজ্ঞা, প্রিয় ও সত্যভাষিণী, সকল বিষয়ে মনোযোগিনী, শুচি ও স্নিগ্ধা হইয়া অপতিত অর্থাৎ মহাপাতক-শূন্য পতির ভজনা করিবে ॥ ২৬৮ ॥

সেই রাত্রে অমোঘ কাঁহা পলাইয়া গেল।
প্রাতঃকালে তার বিসূচিকা-ব্যাধি হৈল ॥২৬৯॥
অমোঘ মরেন শুনি কহে ভট্টাচার্য্য—।
সহায় হইয়া দৈব কৈল মোর কার্য্য ॥ ২৭০ ॥
ঈশ্বরেতে অপরাধ ফলে ততক্ষণ।
এত বলি পড়ে দুই শাস্ত্রের বচন ॥ ২৭১ ॥

তথাহি মহাভারতে বনপর্ব্বণি ২৪১ অঃ ১৭ শ্লোঃ—

মহতা হি প্রযত্নেন হস্ত্যশ্ব-রথ-পত্তিভিঃ।
অস্মাভির্যদনুষ্ঠেয়ং গন্ধর্ব্বৈস্তদনুষ্ঠিতং ॥ ২৭২ ॥

ভীম যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, আমরা হাতী, ঘোড়া রথ ও পদাতিক সৈন্য দ্বারা বহু চেষ্টায় অর্থাৎ যুদ্ধাদি করিয়া যাহা করিতাম, গন্ধর্ব্বগণ তাহা করিয়া দিয়াছে অর্থাৎ তাহারা ঘোর দৈত্য কীচককে বধ করিয়াছে ॥ ২৭২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কঃ ৪ অঃ ৩১ শ্লোঃ—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকনাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥২৭৩॥

শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিলেন, হে মহারাজ! মহৎ ব্যক্তিগণের অবমাননা করিলে, লোকের আয়ু, লক্ষ্মীশ্রী, যশ, ধর্ম্ম, ধর্ম্মকর্ম্ম-লভ্য স্বর্গাদি, নিজের বাঞ্ছিত ও সর্ব্ববিধ মঙ্গল—এ সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ২৭৩ ॥

গোপীনাথ আচার্য্য গেলা প্রভুর দর্শনে।
প্রভু তাঁরে পুছিল ভট্টাচার্য্য-বিবরণে ॥ ২৭৪ ॥
আচার্য্য কহে—উপবাস কৈল দুই-জন।
বিসূচিকা-ব্যাধিতে অমোঘ ছাড়য়ে জীবন ॥২৭৫॥
শুনি কৃপাময় প্রভু আইলা ধাইয়া।
অমোঘেরে কহে তার বুকে হাত দিয়া— ॥২৭৬॥
সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ-হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্য-স্থান হয় ॥ ২৭৭ ॥
মাৎসর্য্য-চণ্ডাল কেনে ইঁহা বসাইলে।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র-কৈলে ॥ ২৭৮ ॥
সার্ব্বভৌম-সঙ্গে তোমার কলুষ হইল ক্ষয়।
কলুষ ঘুচিলে জীব 'কৃষ্ণনাম' লয় ॥ ২৭৯ ॥
উঠহ অমোঘ! তুমি লও কৃষ্ণনাম।
অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান্ ॥ ২৮০ ॥
শুনি 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি অমোঘ উঠিল।
প্রেমোন্মাদে মত্ত হৈয়া নাচিতে লাগিল ॥ ২৮১ ॥
কম্পাশ্রু পুলক স্তম্ভ স্বেদ স্বরভঙ্গ।
প্রভু হাসে দেখি তার প্রেমের তরঙ্গ ॥ ২৮২ ॥

প্রভুর চরণ ধরি করেন বিনয়—।
অপরাধ ক্ষম মোর প্রভু দয়াময় ॥ ২৮৩ ॥
এই ছার মুখে তোমার করিনু নিন্দনে।
এত বলি আপন-গালে চড়ায় আপনে ॥ ২৮৪ ॥
চড়াইতে চড়াইতে গাল ফুলি গেল।
হাতে ধরি গোপীনাথাচার্য্য নিষেধিল ॥ ২৮৫ ॥
প্রভু আশ্বাসন করে স্পর্শি তার গাত্র—।
সার্ব্বভৌম-সম্বন্ধে তুমি মোর স্নেহপাত্র ॥ ২৮৬ ॥
সার্ব্বভৌম-গৃহে দাস-দাসী যে কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয়, অন্য জন রহু দূর ॥ ২৮৭ ॥
অপরাধ নাহি তব, লও "কৃষ্ণনাম।"
এত বলি প্রভু আইলা সার্ব্বভৌম-স্থান ॥ ২৮৮ ॥
প্রভু দেখি সার্ব্বভৌম ধরিলা চরণে।
প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিয়া বসিলা আসনে ॥ ২৮৯ ॥
প্রভু কহে—অমোঘ শিশু, কিবা তার দোষ।
কেনে উপবাস কর, কেনে তারে রোষ ॥ ২৯০ ॥
উঠ, স্নান কর, দেখ জগন্নাথ-মুখ।
শীঘ্র আসি ভোজন কর, তবে মোর সুখ ॥ ২৯১ ॥
তাবত রহিব আমি এথাই বসিয়া।
যাবত না পাবে তুমি প্রসাদ আসিয়া ॥ ২৯২ ॥
প্রভু-পদ ধরি ভট্ট কহিতে লাগিলা—।
মরিত অমোঘ, তারে কেনে জীয়াইলা ॥ ২৯৩ ॥
প্রভু কহেন—অমোঘ হয় তোমার বালক।
বালক-দোষ না লয় পিতা যাহাতে পালক ॥২৯৪॥
এবে বৈষ্ণব হৈল—তার গেল অপরাধ।
তাহার উপরে এবে করহ প্রসাদ ॥ ২৯৫ ॥
ভট্ট কহে—চল প্রভু! ঈশ্বর-দর্শনে।
স্নান করি তাহা মুই আসিবে এখনে ॥ ২৯৬ ॥
প্রভু কহে—গোপীনাথ ইঁহাই রহিবা।
ইঁহো প্রসাদ পাইলে বার্ত্তা আমারে কহিবা ॥২৯৭॥
এত বলি প্রভু গেলা ঈশ্বর-দর্শনে।
ভট্ট স্নান দর্শন করি করিলা ভোজনে ॥ ২৯৮ ॥
সেই অমোঘ হৈল প্রভুর ভক্ত একান্ত।
প্রেমে মত্ত—'কৃষ্ণনাম' লয় মহাশান্ত ॥ ২৯৯ ॥

ঐছে চিত্র-লীলা করে শচীর নন্দন।
যেই দেখে শুনে তার বিস্ময় হয় মন ॥ ৩০০ ॥
ঐছে ভট্ট-গৃহে করে ভোজন-বিলাস।
তার মধ্যে নানা চিত্র-চরিত্রপ্র-কাশ ॥ ৩০১ ॥
সার্ব্বভৌম-গৃহে এই ভোজন-চরিত।
সার্ব্বভৌম-প্রেম যাঁহা হৈল বিদিত ॥ ৩০২ ॥
ষাঠীর মাতার প্রেম, আর প্রভুর প্রসাদ।
ভক্ত-সম্বন্ধে যাঁহা ক্ষমিলা অপরাধ ॥ ৩০৩ ॥
শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুনে যেইজন।
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্য-চরণ ॥ ৩০৪ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩০৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সার্ব্বভৌমগৃহে ভোজনবিলাসো
নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

গৌড়োদ্যানং গৌরমেঘঃ সিঞ্চন্ স্বালোক-
নামৃতৈঃ।
ভবাগ্নি-দগ্ধ-জনতা-বীরুধঃ সমজীবয়ৎ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপ মেঘ স্বীয় দর্শন-রূপ জল গৌড়দেশ-রূপ উদ্যানে সিঞ্চন করিয়া সংসারাগ্নি দগ্ধ জীব-রূপ লতাসমূহকে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন অর্থাৎ মহাপ্রভু নীলাচল হইতে গৌড়দেশে আসিয়া সংসারক্লিষ্ট লোক-সকলকে উদ্ধার করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

মহাপ্রভুর বৃন্দাবন গমনেচ্ছা-প্রকাশ

প্রভুর হইল ইচ্ছা যাইতে বৃন্দাবন।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র হইলা বিমন ॥ ৩ ॥
সার্ব্বভৌম রামানন্দ আনি দুই জনে।
দোঁহাকে কহেন রাজা বিনয়-বচনে ॥ ৪ ॥
নীলাদ্রি ছাড়ি প্রভুর মন অন্যত্র যাইতে।
তোমরা করহ যত্ন তাঁহারে রাখিতে ॥ ৫ ॥
তাঁহা বিনা এই রাজ্য মোরে নাহি ভায়।
গোঁসাই রাখিতে কর অনেক উপায় ॥ ৬ ॥
এই ত কহিল রাজা দুইজন স্থানে।
প্রভু বোলাইল রামানন্দ-সার্ব্বভৌমে ॥ ৭ ॥
রামানন্দ সার্ব্বভৌম দুইজন-সনে।
তবে যুক্তি করে প্রভু যাইতে বৃন্দাবনে ॥ ৮ ॥

রথযাত্রায় গৌড়ীয়ভক্তগণের নীলাচলে আগমন ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় উৎসবাদি-দর্শন

দোঁহে কহে—রথযাত্রা কর দরশন।
কার্ত্তিক আইলে তবে করিহ গমন ॥ ৯ ॥
কার্ত্তিক আইলে কহে—এবে হয় শীত।
দোলযাত্রা দেখি যাইহ এই ভাল রীত ॥ ১০ ॥
'আজি কালি' করি উঠায় বিবিধ উপায়।
যাইতে সম্মতি না দেয়—বিচ্ছেদের ভয় ॥ ১১
যদ্যপি স্বতন্ত্র প্রভু—নহে নিবারণ।
ভক্ত-ইচ্ছা বিনা তবু না করে গমন ॥ ১২ ॥
তৃতীয় বৎসরে সব গৌড়ের ভক্তগণ।
নীলাচলে চলিতে সবার হৈল মন ॥ ১৩ ॥

সবে মিলি গেলা অদ্বৈত-আচার্য্যের পাশে।
প্রভু দেখিতে চলিলা সবে পরম উল্লাসে ॥ ১৪ ॥
যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়েতে রহিতে।
নিত্যানন্দ-প্রভুকে প্রেম-ভক্তি প্রকাশিতে ॥১৫॥
তথাপি চলিলা মহাপ্রভুকে দেখিতে।
নিত্যানন্দের প্রেম-চেষ্টা কে পারে বুঝিতে ॥১৬॥
আচার্য্য-রত্ন, বিদ্যানিধি, শ্রীবাস, রামাই।
বাসুদেব, মাধব, গোবিন্দ—তিন ভাই ॥ ১৭ ॥
রাঘব-পণ্ডিত নিজ-ঝালি সাজাইয়া।
কুলীনগ্রামবাসী চলে পট্টডোরী লৈয়া ॥ ১৮ ॥
খণ্ডবাসী নরহরি আর শ্রীরঘুনন্দন।
সব ভক্ত চলে, তার কে করে গণন ॥ ১৯ ॥
শিবানন্দ সেন করে ঘাটী-সমাধান।
সবাকে পালন করি সুখে লৈয়া যান ॥ ২০ ॥
সবার সর্ব্ব কার্য্য করেন দেন বাসস্থান।
শিবানন্দ জানে উড়িয়া-পথের সন্ধান ॥ ২১ ॥
সে বৎসর প্রভু দেখিতে সব ঠাকুরাণী।
চলিলা আচার্য্য-সঙ্গে অচ্যুত-জননী ॥ ২২ ॥
শ্রীবাস-পণ্ডিত-সঙ্গে চলিলা মালিনী।
শিবানন্দ-সঙ্গে চলে তাঁহার গৃহিণী ॥ ২৩ ॥
শিবানন্দের বালক—নাম চৈতন্যদাস।
তেঁহো চলিয়াছে প্রভু দেখিতে উল্লাস ॥ ২৪ ॥
আচার্য্যরত্ন-সঙ্গে চলে তাঁহার গৃহিণী।
তাঁহার প্রেমের কথা কহিতে না জানি ॥ ২৫ ॥
সব ঠাকুরাণী মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতে।
প্রভুর প্রিয় নানা দ্রব্য নিল ঘর হৈতে ॥ ২৬ ॥
শিবানন্দ সেন করে সব সমাধান।
ঘাটিয়াল প্রবোধি দেন সবারে বাসস্থান ॥ ২৭ ॥
ভক্ষ্য দিয়া করেন সবার সর্ব্বত্র পালনে।
পরম-আনন্দে যান প্রভুর দর্শনে ॥ ২৮ ॥
রেমুণা আসিয়া কৈল গোপীনাথ দর্শন।
আচার্য্য করিল তাঁহা কীর্ত্তন-নর্ত্তন ॥ ২৯ ॥
নিত্যানন্দের পরিচয় সব-সেবক-সনে।
বহুত সম্মান কৈল আসি সেবকগণে ॥ ৩০ ॥
সেই রাত্রি সব ভক্ত তাঁহাই রহিলা।
বার ক্ষীর আনি আগে সেবক ধরিলা ॥ ৩১ ॥
ক্ষীর বাঁটি সবারে দিল প্রভু নিত্যানন্দ।
প্রসাদ পাইয়া সবার বাড়িল আনন্দ ॥ ৩২ ॥
মাধব-পুরীর কথা গোপাল-স্থাপন।
তাঁহারে গোপাল যৈছে মাগিল চন্দন ॥ ৩৩ ॥
তাঁর লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈল।
মহাপ্রভুর মুখে আগে যে কথা শুনিল ॥ ৩৪ ॥
সে কথা সবার মধ্যে কহে নিত্যানন্দ।
শুনিয়া বৈষ্ণব-মনে বাড়িল আনন্দ ॥ ৩৫ ॥
এইমত চলি চলি কটক আইলা।
সাক্ষি গোপাল দেখি সে দিন রহিলা ॥ ৩৬ ॥
সাক্ষি-গোপালের কথা কহে নিত্যানন্দ।
শুনিয়া বৈষ্ণব-মনে বাড়িল আনন্দ ॥ ৩৭ ॥
প্রভুকে মিলিতে সবার উৎকণ্ঠা অন্তরে।
শীঘ্র করি আইলা সবে শ্রীনীলাচলে ॥ ৩৮ ॥
আঠার-নালা সবে আইলা গোঁসাই শুনিয়া।
দুই মালা পাঠাইলা গোবিন্দ-হাত দিয়া ॥ ৩৯ ॥
দুই মালা গোবিন্দ দুই জনে পরাইল।
অদ্বৈত অবধূত-গোসাই বড় সুখ পাইল ॥ ৪০ ॥
তাঁহাই আরম্ভ কৈল কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
নাচিতে নাচিতে চলি আইলা দুই জন ॥ ৪১
পুনঃ মালা দিয়া স্বরূপাদি নিজ-গণে।
আগু বাড়ি পাঠাইলা শচীর নন্দনে ॥ ৪২ ॥
নরেন্দ্র আসিয়া তাঁরা সবারে মিলিলা।
মহাপ্রভুর দত্ত-মালা সবারে পরাইলা ॥ ৪৩ ॥
সিংহদ্বার-নিকটে আইলা শুনি গৌররায়।
আপনে আসিয়া প্রভু মিলিলা সবায় ॥ ৪৪ ॥
সবা লৈয়া কৈল জগন্নাথ-দরশন।
সবা লৈয়া আইলা তবে আপন-ভবন ॥ ৪৫ ॥
বাণীনাথ কাশীমিশ্র প্রসাদ আনিল।
স্বহস্তে সবারে প্রভু প্রসাদ খাওয়াইল ॥ ৪৬ ॥
পূর্ব্ব বৎসরের যাঁর যেই বাসস্থান।
তাঁহা সবা পাঠাইলা করিতে বিশ্রাম ॥ ৪৭ ॥

এইমত ভক্তগণ রহিলা চারিমাস।
প্রভুর সহিত করে কীর্ত্তন-বিলাস ॥ ৪৮ ॥
পূর্ব্ববত রথযাত্রা-কাল যবে আইল।
সবা লৈয়া গুণ্ডিচা-মন্দির প্রক্ষালিল ॥ ৪৯ ॥
কুলীনগ্রামীর পট্টডোরী জগন্নাথে দিল।
পূর্ব্ববত রথ-অগ্রে নর্ত্তন করিল ॥ ৫০ ॥
বহু নৃত্য করি পুনঃ চলিলা উদ্যানে।
বাপী-তীরে তাঁহা যাই করিলা বিশ্রামে ॥ ৫১ ॥*
রাঢ়ী এক বিপ্র তেঁহো নিত্যানন্দ-দাস।
মহাভাগ্যবান্ তেঁহো—নাম কৃষ্ণদাস ॥ ৫২ ॥
ঘট ভরি প্রভুর তেঁহো অভিষেক কৈল।
তাঁর অভিষেকে প্রভু মহাতৃপ্ত হৈল ॥ ৫৩ ॥
বলগণ্ডি-ভোগের বহু প্রসাদ আইল।
সবা-সঙ্গে মহাপ্রভু প্রসাদ খাইল ॥ ৫৪ ॥
পূর্ব্ববত রথযাত্রা কৈল দরশন।
হোরাপঞ্চমী-যাত্রা দেখে লৈয়া ভক্তগণ ॥ ৫৫ ॥
আচার্য্য-গোঁসাই প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ।
তার মধ্যে হৈল যৈছে ঝড়-বরিষণ ॥ ৫৬ ॥
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।
শ্রীবাস-প্রভুরে তবে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ৫৭ ॥
প্রভুর প্রিয় ব্যঞ্জন সব রান্ধেন মালিনী।
ভক্ত্যে দাসী-অভিমান, স্নেহেতে জননী ॥ ৫৮ ॥
আচার্য্য-রত্ন আদি যত মুখ্য ভক্তগণ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুরে করেন নিমন্ত্রণ ॥ ৫৯ ॥
চাতুর্ম্মাস্য-অন্তে প্রভু নিত্যানন্দ লৈয়া।
কিবা যুক্তি করে নিত্য নিভৃতে বসিয়া ॥ ৬০ ॥
আচার্য্য-গোঁসাই প্রভুকে কহে ঠারেঠোরে।
আচার্য্য তর্জ্জা পড়ে কেহো বুঝিতে না পারে ॥৬১॥
তাঁর মুখ দেখি হাসে শচীর নন্দন।
অঙ্গীকার জানি আচার্য্য করেন নর্ত্তন ॥ ৬২ ॥
কিবা প্রার্থনা, কিবা আজ্ঞা, কেহো না বুঝিল
আলিঙ্গন করি প্রভু তাঁরে বিদায় দিল ॥ ৬৩ ॥
নিত্যানন্দে কহে প্রভু—শুনহ শ্রীপাদ।
এই আমি মাগি, তুমি করহ প্রসাদ ॥ ৬৪ ॥
প্রতিবর্ষ নীলাচলে তুমি না আসিবা।
গৌড়ে রহি মোর ইচ্ছা সফল করিবা ॥ ৬৫ ॥
তাহা সিদ্ধ করে হেন অন্য না দেখিয়ে।
আমার দুষ্কর কর্ম্ম তোমা হৈতে হয়ে ॥ ৬৬ ॥
নিত্যানন্দ কহে—আমি দেহ, তুমি প্রাণ।
দেহ প্রাণ ভিন্ন নহে—এই ত প্রমাণ ॥ ৬৭ ॥
অচিন্ত্য-শক্ত্যে কর তুমি তাহার ঘটন।
যে করাহ সেই করি—নাহিক নিয়ম ॥ ৬৮ ॥
তাঁরে বিদায় দিল প্রভু করি আলিঙ্গনে।
এইমত বিদায় দিল সব ভক্তগণে ॥ ৬৯ ॥

কুলীনগ্রামীর প্রশ্নচ্ছলে মহাপ্রভু কর্ত্তৃক পুনরায়
গৃহস্থ-ভক্তের কর্ত্তব্য-উপদেশ

কুলীনগ্রামী পূর্ব্ববত কৈল নিবেদন—।
প্রভু আজ্ঞা কর আমার কর্ত্তব্য-সাধন ॥ ৭০ ॥
প্রভু কহে—বৈষ্ণব-সেবা, নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ॥ ৭১ ॥
তেঁহো কহে—কে বৈষ্ণব, কি তাঁর লক্ষণ।
তবে হাসি কহে প্রভু জানি তাঁর মন ॥ ৭২
কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে ॥ ৭৩
বর্ষান্তরে পুনঃ তাঁরা ঐছে প্রশ্ন কৈল।
বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিখাইল— ॥ ৭৪ ॥
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান ॥ ৭৫ ॥
ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব-লক্ষণ।
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর, আর বৈষ্ণবতম ॥ ৭৬ ॥
এইমত সব বৈষ্ণব গৌড়ে চলিলা।
বিদ্যানিধি সে বৎসর নীলাদ্রি রহিলা ॥ ৭৭ ॥
স্বরূপ-সহিতে তাঁর হয় সখ্য-প্রীতি।
দুই জনে কৃষ্ণ-কথায় একত্রই স্থিতি ॥ ৭৮ ॥

* বাপী-তীরে—বড় পুকুরের ধারে।

গদাধর-পণ্ডিতে তেঁহো পুনঃ মন্ত্র দিল।
ওড়ন-ষষ্ঠীর দিনে যাত্রা যে দেখিল ॥ ৭৯ ॥
জগন্নাথ পরেন তথা মাড়ুয়া বসন।
দেখিয়া সঘৃণ হৈল বিদ্যানিধির মন ॥ ৮০ ॥
সেই রাত্রে জগন্নাথ-বলাই আসিয়া।
দুই ভাই চড়ান তাঁরে হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৮১ ॥
গাল ফুলিল—বিদ্যানিধি অন্তরে উল্লাস।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস ॥ ৮২ ॥

গৌড়দেশ হইতে মহাপ্রভুর বৃন্দাবন যাইবার জন্য যাত্রা ও তৎকালে গদাধরের অলৌকিক প্রীতি-প্রকাশ

এইমত প্রত্যব্দ আইসে গৌড়ের ভক্তগণ।
প্রভু-সঙ্গে রহি করে যাত্রা দরশন ॥ ৮৩ ॥
তার মধ্যে যে যে বর্ষ আছয়ে বিশেষ।
বিস্তারিয়া আগে তাহা কহিব বিশেষ ॥ ৮৪ ॥
এইমত মহাপ্রভুর চারি বৎসর গেল।
দক্ষিণ যাইয়া আসিতে দুই বৎসর লাগিল ॥ ৮৫
আর দুই বৎসর চাহে বৃন্দাবন যাইতে।
রামানন্দ-হঠে প্রভু না পারে চলিতে ॥ ৮৬ ॥
পঞ্চম বৎসরে গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
রথ দেখি না রহিলা—গৌড়ে চলিলা ॥ ৮৭ ॥
তবে প্রভু সার্ব্বভৌম-রামানন্দ-স্থানে।
আলিঙ্গন করি কহে মধুর-বচনে— ॥ ৮৮ ॥
বহু ত উৎকণ্ঠা মোর যাইতে বৃন্দাবন।
তোমার হঠে দুই বৎসর না কৈল গমন ॥ ৮৯ ॥
অবশ্য চলিব, দোঁহে করহ সম্মতি।
তোমা-দোঁহা বিনা মোর নাহি অন্য গতি ॥ ৯০
গৌড়দেশে হয় মোর দুই সমাশ্রয়।
জননী, জাহ্নবী—এই দুই দয়াময় ॥ ৯১ ॥
গৌড়দেশ দিয়া যাব তাঁ-সবা দেখিয়া।
তুমি-দোঁহে আজ্ঞা দেহ প্রসন্ন হইয়া ॥ ৯২ ॥
শুনিয়া প্রভুর বাণী দোঁহে বিচারয়—।
প্রভু-সনে অতি হঠ কভু ভাল নয় ॥ ৯৩ ॥
দোঁহে কহে—এবে বর্ষা চলিতে নারিবা।
বিজয়া-দশমী আইলে অবশ্য চলিবা ॥ ৯৪ ॥
আনন্দে মহাপ্রভু বর্ষা কৈল সমাধান।
বিজয়া-দশমী-দিনে করিলা পয়ান ॥ ৯৫ ॥
জগন্নাথ প্রসাদ প্রভু যত পাইয়াছিলা।
কড়ার-চন্দন ডোর—সব সঙ্গে লৈলা ॥ ৯৬ ॥
জগন্নাথে আজ্ঞা মাগি প্রভাতে চলিলা।
উড়িয়া ভক্তগণ সব পাছে চলি আইলা ॥ ৯৭ ॥
উড়িয়া ভক্তগণে প্রভু যত্নে নিবারিলা।
নিজ-ভক্তগণ সঙ্গে ভবানীপুর আইলা ॥ ৯৮ ॥
রামানন্দ আইলা পাছে দোলায় চড়িয়া।
বাণীনাথ বহু প্রসাদ দিলা পাঠাইয়া ॥ ৯৯ ॥
প্রসাদ ভোজন করি তাঁহাই রহিলা।
প্রাতঃকালে চলি প্রভু ভুবনেশ্বর আইলা ॥১০০॥
কটক আসিয়া কৈল গোপাল দর্শন।
স্বপ্নেশ্বর-বিপ্র কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥ ১০১ ॥
রামানন্দ রায় সব গণ নিমন্ত্রিল।
বাহির-উদ্যানে আসি প্রভু বাসা কৈল ॥ ১০২ ॥
ভিক্ষা করি বকুল-তলে করিলা বিশ্রাম।
প্রতাপরুদ্র-ঠাঁই রায় করিল পয়ান ॥ ১০৩ ॥
শুনি আনন্দিত রাজা শীঘ্র আইলা।
প্রভু দেখি দণ্ডবত ভূমিতে পড়িলা ॥ ১০৪ ॥
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে হইয়া বিহ্বল।
স্তুতি করে পুলকাঙ্গ পড়ে অশ্রুজল ॥ ১০৫ ॥
তাঁর ভক্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হৈল মন।
উঠি মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ॥ ১০৬ ॥
পুনঃ স্তুতি করি রাজা করয়ে প্রণাম।
প্রভুর কৃপাশ্রুতে তাঁর দেহ হৈল স্নান ॥ ১০৭ ।
সুস্থ করি রামানন্দ রাজা বসাইল।
কায়মনোবাক্যে প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল ॥ ১০৮
ঐছে তাঁহারে কৃপা কৈল গৌরধাম।
'প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা' যাতে হৈল নাম ॥ ১০৯ ।

* গণ—প্রভুর ভক্তগণ।

রাজপাত্রগণ কৈল প্রভুর বন্দন।
রাজারে বিদায় দিল শচীর নন্দন ॥ ১১০ ॥
বাহিরে আসিয়া রাজা পত্র লেখাইল।
নিজ-রাজ্যে যত বিষয়ী তাহারে পাঠাইল ॥১১১॥
নিজ-নিজ-গ্রামে নূতন আবাস করিবা।
পাঁচ সাত নব-গৃহে সামগ্রী ভরিবা ॥ ১১২ ॥
আপনি প্রভুকে লৈয়া তাঁহা উত্তরিবা।
রাত্রিদিন বেত্র-হস্তে সেবায় রহিবা ॥ ১১৩ ॥
দুই মহাপাত্র—হরিচন্দন, মঙ্গরাজ।
তারে আজ্ঞা দিল রাজা—কর সব কাজ ॥১১৪॥*
এক নব নৌকা আনি রাখ নদীতীরে।
মহাপ্রভু স্নান করি যাবেন নদী-পারে ॥ ১১৫ ॥
তাঁহা স্তম্ভ রোপণ কর মহাতীর্থ করি।
নিত্য স্নান করিব তাঁহা, তাঁহা যেন মরি ॥১১৬॥
চতুর্দ্বারে করহ উত্তম নবাবাস।
রামানন্দ! যাহ তুমি মহাপ্রভু-পাশ ॥ ১১৭ ॥
সন্ধ্যাতে চলিবে প্রভু—নৃপতি শুনিল।
হস্তী-উপর তাম্বু-গৃহে স্ত্রীগণে চড়াইল ॥ ১১৮ ॥
প্রভু চলিবার পথে রহে সারি হৈয়া।
সন্ধ্যাতে চলিলা প্রভু নিজ-গণ লৈয়া ॥ ১১৯ ॥
চিত্রোৎপলা-নদী আসি ঘাটে কৈল স্নান।
মহিষী-সকল দেখি করয়ে প্রণাম ॥ ১২০ ॥
প্রভুর দর্শনে সবে হৈল প্রেমময়।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহে নেত্রে অশ্রু বরিষয় ॥ ১২১ ॥
এমন কৃপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে।
কৃষ্ণপ্রেম হয় যাঁর দূর-দরশনে ॥ ১২২ ॥
নৌকাতে চড়িয়া প্রভু হৈল নদী পার।
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রে চলি আইলা চতুর্দ্বার ॥১২৩॥
রাত্রে তথা রহি প্রাতে স্নানকৃত্য কৈল।
হেনকালে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আইল ॥ ১২৪ ॥
রাজার আজ্ঞায় পড়িছা প্রতি দিনে দিনে।
বহু ত প্রসাদ পাঠায় দিয়া বহুজনে ॥ ১২৫ ॥
স্বগণ-সহিতে প্রভু প্রসাদ অঙ্গীকরি।
উঠিয়া চলিলা প্রভু বলি 'হরি হরি' ॥ ১২৬ ॥
রামানন্দ, মঙ্গরাজ, শ্রীহরিচন্দন।
সঙ্গে সেবা করি চলে এই তিনজন ॥ ১২৭ ॥
প্রভু-সঙ্গে পুরী-গোঁসাই স্বরূপ-দামোদর।
জগদানন্দ মুকুন্দ গোবিন্দ কাশীশ্বর ॥ ১২৮ ॥
হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
গোপীনাথাচার্য্য আর পণ্ডিত দামোদর ॥ ১২৯ ॥
রামাই নন্দাই আর বহু ভক্তগণ।
প্রধান কহিল, সবার কে করে গণন ॥ ১৩০ ॥
গদাধর-পণ্ডিত যবে সঙ্গে চলিলা।
ক্ষেত্র-সন্ন্যাস না ছাড়িহ প্রভু নিষেধিলা ॥১৩১॥
পণ্ডিত কহে—যাঁহা তুমি সেই নীলাচল।
ক্ষেত্র-সন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল ॥ ১৩২ ॥
প্রভু কহে—ইঁহা কর গোপীনাথ-সেবন।
পণ্ডিত কহে—কোটি সেবা ত্বৎপদ-দর্শন ॥ ১৩৩॥
প্রভু কহে—সেবা ছাড়িবে আমায় লাগে দোষ।
ইঁহা রহি সেবা কর—আমার সন্তোষ ॥ ১৩৪ ॥
পণ্ডিত কহে—সব দোষ আমার উপর।
তোমা-সঙ্গে না যাইব, যাব একেশ্বর ॥ ১৩৫ ॥
আই দেখিতে যাব আমি, না যাব তোমা লাগি।
প্রতিজ্ঞা-সেবা-ত্যাগদোষ তার আমি ভাগী ॥১৩৬॥
এত বলি পণ্ডিত-গোঁসাই পৃথক্ চলিলা।
কটক আসি প্রভু তাঁরে সঙ্গে আনাইলা ॥ ১৩৭ ॥
পণ্ডিতের চৈতন্য-প্রেম বুঝন না যায়।
প্রতিজ্ঞা, শ্রীকৃষ্ণসেবা ছাড়িল তৃণপ্রায় ॥ ১৩৮ ॥
তাঁহার চরিত্রে প্রভুর অন্তরে সন্তোষ।
তাঁহার হাতে ধরি কহে করি প্রণয়-রোষ— ॥১৩৯॥
প্রতিজ্ঞা, সেবা ছাড়িবে—এ তোমার উদ্দেশ।
সে সিদ্ধ হইল—ছাড়ি আইলে দূরদেশ ॥ ১৪০ ॥
আমার সঙ্গে রহিতে চাহ—বাঞ্ছ নিজ-সুখ।
তোমার দুই ধর্ম্ম যায়—আমার হয় দুখ ॥ ১৪১ ॥
মোর সুখ চাহ যদি, নীলাচলে চল।
আমার শপথ, যদি আর কিছু বল ॥ ১৪২ ॥

* মহাপাত্র—বড় কর্ম্মচারী।

এত বলি মহাপ্রভু নৌকাতে চড়িলা।
মূর্চ্ছিত হইয়া পণ্ডিত তথাই পড়িলা ॥ ১৪৩ ॥
পণ্ডিতে লৈয়া যাইতে সার্ব্বভৌমে আজ্ঞা দিলা।
ভট্টাচার্য্য কহে—উঠ ঐছে প্রভুর লীলা ॥ ১৪৪ ॥
তুমি জান কৃষ্ণ-নিজ-প্রতিজ্ঞা ছাড়িলা।
ভক্ত-কৃপাবশে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রাখিলা ॥১৪৫॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কঃ ৯ম অঃ
৩৭ শ্লোকঃ—

স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞা-
মৃতমধিকর্ত্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ।
ধৃত-রথচরণোঽভ্যযাচ্চলদ্গু-
র্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ ॥১৪৬॥

ভীষ্মদেব মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, যে শ্রীকৃষ্ণ নিজ-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য অর্জ্জুনের রথ হইতে নামিয়া সুদর্শন চক্র ধারণপূর্ব্বক হস্তীকে মারিবার জন্য যেমন সিংহ ধাবিত হয় তদ্রূপ আমার দিকে ধাবিত হইলে, তৎকালে যাঁহার পদভরে পৃথিবী কম্পিত ও অঙ্গ হইতে উত্তরীয় স্খলিত হইয়াছিল, সেই শ্রীকৃষ্ণ আমার গতি হউন ॥ ১

এইমত প্রভু তোমার বিচ্ছেদ সহিয়া।
তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কৈল যতন করিয়া ॥১৪৭॥
এইমত কহি তাঁরে প্রবোধ করিলা।
দুইজনে শোকাকুল নীলাচলে আইলা ॥ ১৪৮ ॥
প্রভু লাগি ধর্ম্মকর্ম্ম ছাড়ে ভক্তগণ।
ভক্ত-ধর্ম্ম-হানি প্রভুর না হয় সহন ॥ ১৪৯ ॥
প্রেমের বিবর্ত্ত ইহা শুনে যেই জন।
অচিরে মিলয়ে তারে চৈতন্য-চরণ ॥ ১৫০ ॥

পথিমধ্যে যবন-রাজার প্রতি প্রভুর কৃপা

দুই রাজপাত্র যেই প্রভু-সঙ্গে যায়।
যাজপুর আসি প্রভু তারে দিলেন বিদায় ॥ ১৫১॥
প্রভু বিদায় দিল, রায় যান তাঁর সনে।
কৃষ্ণকথা রামানন্দ-সনে রাত্রি দিনে ॥ ১৫২ ॥
প্রতিগ্রামে রাজ-আজ্ঞায় রাজ ভৃত্যগণ।
নবগৃহে নানা দ্রব্যে করয়ে সেবন ॥ ১৫৩ ॥
এইমত চলি প্রভু রেমুণা আইলা।
তথা হৈতে রামানন্দ-রায়ে বিদায় দিলা ॥ ১৫৪
ভূমিতে পড়িলা রায়—নাহিক চেতন।
রায় কোলে করি প্রভু করেন ক্রন্দন ॥ ১৫৫ ॥
রায়ের বিদায়-কথা না যায় কথন।
কহিতে না পারি এই তাহার বর্ণন ॥ ১৫৬ ॥
তবে ওড্রদেশ-সীমা প্রভু চলি আইলা ।*
তথা রাজ-অধিকারী প্রভুরে মিলিলা ॥ ১৫৭ ॥
দিন দুই চারি তেঁহো করিল সেবন।
আগে চলিবার সেই কহে বিবরণ ॥ ১৫৮ ॥
মদ্যপ যবন-রাজার আগে অধিকার।
তার ভয়ে পথে কেহো নারে চলিবার ॥ ১৫৯ ॥
পিছলদা পর্য্যন্ত সব তার অধিকার।
তার ভয়ে নদী কেহো হৈতে নারে পার ॥ ১৬০
দিনকত রহ, সন্ধি করি তাহা সনে।
তবে সুখে নৌকাতে করাইব গমনে ॥
হেনকালে সেই যবনের এক অনুচর।
উড়িয়া-কটকে আইল করি বেশান্তর
প্রভুর অদ্ভুত সেই চরিত্র দেখিয়া
হিন্দু চর কহে সেই যবন-পাশ গিয়া ॥ ১৬৩ ॥
এক সন্ন্যাসী আইল জগন্নাথ হৈতে।
অনেক সিদ্ধপুরুষ হয় তাঁহার সহিতে ॥ ১৬৪ ॥
নিরন্তর করে সবে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
সবে হাসে নাচে গায় করয়ে ক্রন্দন ॥ ১৬৫ ॥
লক্ষ লক্ষ লোক আসে তাঁরে দেখিবারে।
তাঁরে দেখি পুনরপি যাইতে নারে ঘরে ॥ ১৬৬ ॥
সেইসব লোক হয় বাউলের প্রায়।
'কৃষ্ণ' কহি নাচে কান্দে গড়াগড়ি যায় ॥ ১৬৭ ॥

* ওড্রদেশ-সীমা—উড়িষ্যার প্রাচীন শেষ সীমা।

কহিবার কথা নহে, দেখিলে সে জানি।
তাঁহার প্রভাবে তাঁরে ঈশ্বর করি মানি ॥ ১৬৮ ॥
এত কহি সেই চর "হরি কৃষ্ণ" গায়।
হাসে কান্দে নাচে গায় বাউলের প্রায় ॥ ১৬৯ ॥
এত শুনি যবনের মন ফিরি গেল।
আপন-বিশ্বাস প্রভু স্থানে পাঠাইল ॥ ১৭০ ॥
বিশ্বাস আসিয়া প্রভুর চরণ বন্দিল।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহি প্রেমে বিহ্বল হইল ॥ ১৭১ ॥
ধৈর্য্য হৈয়া উড়িয়াকে কহে নমস্কারি।
তোমা-স্থানে পাঠাইল ম্লেচ্ছ-অধিকারী ॥ ১৭২ ॥
তুমি যদি আজ্ঞা দেহ, এখানে আসিয়া।
যবন-অধিকারী যায় প্রভুকে মিলিয়া ॥ ১৭৩ ॥
বহু ত উৎকণ্ঠা তার, করিয়াছে বিনয়।
তোমা-সনে এই সন্ধি—নাহি যুদ্ধ-ভয় ॥ ১৭৪ ॥
শুনি মহাপাত্র কহে হইয়া বিস্ময়। *
মদ্যপ-যবনের চিত্ত ঐছে কে করয় ॥ ১৭৫ ॥
আপনে মহাপ্রভু তার মন ফিরাইল।
দর্শনে স্মরণে যার জগত তরিল ॥ ১৭৬ ॥
এত বলি বিশ্বাসেরে কহিল বচন—।
ভাগ্য তার, আসি করুক্ প্রভুর দর্শন ॥ ১৭৭ ॥
প্রতীত করিয়ে যদি নিরস্ত্র হইয়া।
আসিবেক পাঁচ সাত ভৃত্য সঙ্গে লৈয়া ॥ ১৭৮ ॥
বিশ্বাস যাইয়া তাঁরে সকল কহিল।
হিন্দু-বেশ ধরি সেই যবন আইল ॥ ১৭৯ ॥
দূর হৈতে প্রভু দেখি ভূমেতে পড়িয়া।
দণ্ডবত করে অশ্রু-পুলকিত হৈয়া ॥ ১৮০ ॥
মহাপাত্র আনিল তারে করিয়া সম্মান।
যোড়হাতে প্রভু আগে লয় কৃষ্ণনাম ॥ ১৮১ ॥
অধম-যবন-কুলে কেন জন্ম হইল।
বিধি মোরে হিন্দুকুলে কেন না সৃজিল ॥ ১৮২ ॥
হিন্দু হৈলে পাইতাম তব চরণ-সন্নিধান।
ব্যর্থ মোর এই দেহ, যাউক্ পরাণ ॥ ১৮৩ ॥

* মহাপাত্র—উড়িষ্যা সীমান্তের শাসকের উপাধি-বিশেষ।

এত শুনি মহাপাত্র আবিষ্ট হইয়া।
প্রভুকে করেন স্তুতি চরণে ধরিয়া— ॥ ১৮৪ ॥
চণ্ডাল পবিত্র যাঁর শ্রীনাম-শ্রবণে।
হেন তোমার এই জীব পাইল দর্শনে ॥ ১৮৫ ॥
ইহার যে এই গতি, কি ইহা বিস্ময়।
তোমার দর্শন-প্রভাব এইমত হয় ॥ ১৮৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩-স্কন্ধে ৩৩-অধ্যায়ে
৬-শ্লোকঃ—

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ
যৎ-প্রহ্বণাদ্ যৎ-স্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥ ১৮৭ ॥

দেবহূতি শ্রীকপিলদেবকে কহিলেন, হে ভগবান! চণ্ডাল যদি কখনও তোমার নাম শ্রবণ বা কীর্ত্তন করে, অথবা তোমাকে প্রণাম বা স্মরণ করে, তবে সেও তৎক্ষণাৎ সোমযাগকারী ব্রাহ্মণের ন্যায় পবিত্র সুতরাং তোমার দর্শনে যে লোক পবিত্র হইবে, তার আর কথা কি? ॥ ১৮৭।

তবে মহাপ্রভু তারে কৃপাদৃষ্টি করি।
আশ্বাসিয়া কহে—তুমি কহ "কৃষ্ণ হরি" ॥ ১৮৮ ॥
সেই কহে—মোরে যদি কৈলে অঙ্গীকার।
এক আজ্ঞা দেহ সেবা করিয়ে তোমার ॥ ১৮৯ ॥
গো ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব হিংসা করেছি অপার।
সে পাপ হৈতে মোর হউক্ নিস্তার ॥ ১৯০ ॥
তবে মুকুন্দ দত্ত কহে—শুন মহাশয়।
গঙ্গাতীরে যাইতে মহাপ্রভুর মন হয় ॥ ১৯১ ॥
তাঁহা যাইতে কর তুমি সহায়-প্রকার।
এই বড় আজ্ঞা, এই বড় উপকার ॥ ১৯২ ॥
তবে সেই মহাপ্রভুর চরণ বন্দিয়া।
সবার চরণ বন্দি চলে হৃষ্ট হৈয়া ॥ ১৯৩ ॥
মহাপাত্র তার সনে কৈল কোলাকুলি।
অনেক সামগ্রী দিয়া করিল মিতালী ॥ ১৯৪

পানিহাটি প্রভৃতি স্থানে মহাপ্রভুর আগমন

প্রাতঃকালে সেই বহু নৌকা সাজাইয়া।
প্রভুকে আনিতে দিল বিশ্বাস পাঠাইয়া ॥ ১৯৫ ॥
মহাপাত্র চলি আইল মহাপ্রভুর সনে।
ম্লেচ্ছ আসি কৈল প্রভুর চরণ-বন্দনে ॥ ১৯৬ ॥
এক নবীন নৌকা তার মধ্যে এক ঘর।
স্বগণ চড়াইল প্রভু তাহার উপর ॥ ১৯৭ ॥
মহাপাত্রে মহাপ্রভু করিলা বিদায়।
কান্দিতে কান্দিতে সেই তীরে রহি চায় ॥১৯৮॥
জল-দস্যু-ভয়ে সেই যবন চলিল।
দশ নৌকা ভরি বহু সৈন্য সঙ্গে নিল ॥ ১৯৯ ॥
মন্ত্রেশ্বর-দুষ্টনদে পার করাইল।
পিছল্‌দা পর্য্যন্ত সেই যবন আইল ॥ ২০০ ॥
তারে বিদায় দিল প্রভু সেই গ্রাম হৈতে।
সে কালে তার প্রেম-চেষ্টা না পারি বর্ণিতে ॥২০১॥
অলৌকিক লীলা করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যেই ইহা শুনে তার জন্ম-দেহ ধন্য ॥ ২০২ ॥
সেই নৌকা চড়ি প্রভু আইলা পানিহাটি।
নাবিকেরে পরাইল প্রভু নিজ কৃপা-শাটী ॥২০৩॥*
প্রভু আইলা বলি লোকে হৈল কোলাহল।
মনুষ্যে ভরিল সব জল আর স্থল ॥ ২০৪ ॥
রাঘব পণ্ডিত আসি প্রভু লৈয়া গেলা।
পথে যেতে লোকভিড় কষ্টে-সৃষ্টে আইলা ॥২০৫॥
একদিন প্রভু সেথা করিয়া নিবাস।
প্রাতে কুমারহট্টে আইলা যাঁহা শ্রীনিবাস ॥২০৬॥
তাঁহা হৈতে আগে গেলা শিবানন্দঘর।
বাসুদেব-গৃহে পাছে আইলা-ঈশ্বর ॥ ২০৭ ॥

শান্তিপুরে রঘুনাথ দাস সহ মহাপ্রভুর মিলন এবং মহাপ্রভু কর্তৃক রঘুনাথের চরিত্র বর্ণন ও তৎপ্রতি শিক্ষা

বাচস্পতি-গৃহে প্রভু যেমতে রহিলা।
লোকভিড়-ভয়ে যৈছে কুলিয়া আইলা ॥ ২০৮॥
মাধব-দাস-গৃহে তথা শচীর নন্দন।
লক্ষ-কোটি লোক তথা পাইল দরশন ॥ ২০৯ ॥
সাতদিন রহি তথা লোক নিস্তারিলা।
শান্তিপুর আচার্য্যের গৃহে ঐছে আইলা ॥২১০॥
দিন দুই চারি প্রভু তাঁহাই রহিলা।
শচী মাতা মিলি তাঁর দুঃখ খণ্ডাইলা ॥ ২১১ ॥
তবে রামকেলি-গ্রামে যৈছে প্রভু গেলা।
তাঁহা যৈছে রূপ-সনাতনেরে মিলিলা ॥ ২১২ ॥
সূত্র মধ্যে তাহা আগে করিয়াছি বর্ণন।
অতএব তাহা ইঁহা না করি লিখন ॥ ২১৩ ॥
নাটশালা হৈতে যৈছে পনঃ ফিরি আইলা।
লোকভিড় দেখি বৃন্দাবন নাহি গেলা ॥ ২১৪ ॥
শান্তিপুরে পুনঃ কৈল দশদিন বাস।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস ॥ ২১৫ ॥
অতএব ইঁহা তার না কৈল বিস্তার।
পুনরুক্তি হয়, গ্রন্থ বাড়য়ে অপার ॥ ২১৬ ॥
তার মধ্যে মিলিলা যৈছে রূপ-সনাতন।
নৃসিংহানন্দ কৈল যৈছে পথের সাজন ॥ ২১৭ ॥
সূত্র-মধ্যে সেই লীলা আমিহ বর্ণিল।
অতএব পুনঃ ইঁহা তাহা না লিখিল ॥ ২১৮ ॥
পুনরপি প্রভু যদি শান্তিপুর আইলা।
রঘুনাথ দাস আসি প্রভুরে মিলিলা ॥ ২১৯ ॥
হিরণ্য গোবর্দ্ধন দাস দুই সহোদর।
সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর ॥ ২২০ ॥
মহৈশ্বর্য্যযুক্ত দোঁহে বদান্য ব্রহ্মণ্য।
সদাচার সৎকুলীন ধার্ম্মিক-অগ্রগণ্য ॥ ২২১ ॥
নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য-প্রায়।
অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায় ॥ ২২২ ॥

* খড়দহের সন্নিকটে গঙ্গাতীরে পানিহাটি বা পেনেটিগ্রাম। চৈতন্যপ্রভু নৌকায় মন্ত্রেশ্বর নদী অতিক্রম করিয়া পিছলদায় আসেন। তথায় যবন রাজাকে বিদায় দিয়া পেনেটি আসিলেন; ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে চৈতন্য-প্রভু মন্ত্রেশ্বর নদী হইতে বঙ্গোপসাগরে পড়েন এবং ক্রমে গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া পেনেটিতে উপস্থিত হন।

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আরাধ্য দোঁহার।
চক্রবর্ত্তী করে দোঁহায় ভ্রাতৃ-ব্যবহার ॥ ২২৩ ॥
মিশ্র পুরন্দরের পূর্ব্বে করিয়াছেন সেবনে।
অতএব প্রভু ভাল জানেন দুই জনে ॥ ২২৪ ॥
সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র—রঘুনাথ দাস।
বাল্যকাল হৈতে তিঁহো বিষয়ে উদাস ॥ ২২৫ ॥
সন্ন্যাস করি প্রভু যবে শান্তিপুর আইলা।
তবে আসি রঘুনাথ প্রভুরে মিলিলা ॥ ২২৬ ॥
প্রভুর চরণে পড়ে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
পাদস্পর্শ করাইল প্রভু করুণা করিয়া ॥ ২২৭ ॥
তাঁর পিতা সদা করে আচার্য্য-সেবন।
অতএব আচার্য্য তাঁরে হইলা প্রসন্ন ॥ ২২৮ ॥
আচার্য্য-প্রসাদে পাইল প্রভুর উচ্ছিষ্ট-পাত।
প্রভুর চরণ দেখে দিন পাঁচ সাত ॥ ২২৯ ॥
প্রভু তাঁরে বিদায় দিয়া গেলা নীলাচল।
তেঁহো ঘরে আসি হৈলা প্রেমেতে পাগল ॥২৩০॥
বারবার পলায় তেঁহো নীলাদ্রি যাইতে।
পিতা তারে বান্ধি রাখে আনি পথ হৈতে ॥২৩১॥
পঞ্চ পাইক তাঁরে রাখে রাত্রি দিনে।
চারি সেবক দুই ব্রাহ্মণ রহে তার সনে ॥ ২৩২ ॥
একাদশ জন তাঁরে রাখে নিরন্তর।
নীলাচলে যাইতে না পায—দুঃখিত অন্তর ॥২৩৩॥
এবে যদি মহাপ্রভু শান্তিপুর আইলা।
শুনিয়া পিতারে রঘুনাথ নিবেদিলা ॥ ২৩৪ ॥
আজ্ঞা দেহ, যাই দেখি প্রভুর চরণ।
অন্যথা না রহে মোর শরীরে জীবন ॥ ২৩৫ ॥
শুনি তার পিতা বহু লোক দ্রব্য দিয়া।
পাঠাইলা তারে 'শীঘ্র আসিহ' কহিয়া ॥ ২৩৬ ॥
সাত দিন শান্তিপুরে প্রভু-সঙ্গে রহে।
রাত্রি-দিবসে এই মনঃ-কথা কহে ॥ ২৩৭ ॥
'রক্ষকের হাতে আমি কেমনে ছুটিব।
কেমনে প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাব' ॥ ২৩৮ ॥
সর্ব্বজ্ঞ গৌরাঙ্গ-প্রভু জানি তাঁর মন।
শিক্ষা-রূপে কহে তাঁরে আশ্বাস-বচন— ॥ ২৩৯ ॥

স্থির হৈয়া ঘরে যাহ, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু-কূল ॥ ২৪০ ॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া ॥ ২৪১ ॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার ॥২৪২॥
বৃন্দাবন দেখি যবে আসি নীলাচলে।
তবে তুমি মোর পাশ আসিহ কোন ছলে ॥২৪৩॥

সনাতনের বাক্যে প্রভুর বৃন্দাবন যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ
ও নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন

সে কালে সে ছল কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে।
কৃষ্ণ-কৃপা যারে, তারে কে রাখিতে পারে ॥২৪৪॥
এত কহি মহাপ্রভু তারে বিদায় দিল।
ঘরে আসি তেঁহ প্রভু শিক্ষা আচরিল ॥ ২৪৫ ॥
বাহ্য-বৈরাগ্য বাতুলতা সকল ছাড়িয়া।
যথাযোগ্য কার্য্য করে অনাসক্ত হইয়া ॥ ২৪৬ ॥
দেখি তাঁর পিতা-মাতা বড় সুখ পাইল।
তাঁর আবরণ কিছু শিথিল হইল ॥ ২৪৭ ॥
ইহা প্রভু একত্র করি সব ভক্তগণ।
অদ্বৈত-নিত্যানন্দ-আদি যত ভক্তজন ॥ ২৪৮ ॥
সবা আলিঙ্গন করি কহেন গোসাঞি—।
সবে আজ্ঞা দেহ আমি নীলাচলে যাই ॥ ২৪৯ ॥
সবা-সহিত ইহা আমার হইল মিলন।
এ বর্ষ নীলাদ্রি কেহো না কর গমন ॥ ২৫০ ॥
তাঁহা হৈতে অবশ্য আমি বৃন্দাবনে যাব।
সবে আজ্ঞা দেহ তবে নির্ব্বিঘ্নে আসিব ॥ ২৫১ ॥
মাতার চরণ ধরি বহু বিনয় কৈল।
বৃন্দাবন যাইবারে তার আজ্ঞা নিল ॥ ২৫২ ॥
তবে নবদ্বীপে তাঁরে দিলা পাঠাইয়া।
নীলাদ্রি চলিলা সঙ্গে ভক্তগণ লইয়া ॥ ২৫৩ ॥
সেই সব লোক পথে করেন সেবন।
সুখে নীলাচলে আইলা শচীর নন্দন ॥ ২৫৪ ॥

প্রভু আসি জগন্নাথ দরশন কৈল।
'মহাপ্রভু আইলা' গ্রামে কোলাহল হৈল ॥ ২৫৫ ॥
আনন্দিত ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা।
প্রেম-আলিঙ্গন প্রভু সবারে করিলা ॥ ২৫৬ ॥
কাশী-মিশ্র রামানন্দ প্রদ্যুম্ন সার্ব্বভৌম।
বাণীনাথ শিখি আদি যত ভক্তগণ ॥ ২৫৭ ॥
গদাধর-পণ্ডিত আসি প্রভুরে মিলিলা।
সবার অগ্রেতে প্রভু কহিতে লাগিলা ॥ ২৫৮ ॥
বৃন্দাবন যাব আমি গৌড়দেশ দিয়া।
নিজ মাতা আর গঙ্গার চরণ দেখিয়া ॥ ২৫৯ ॥
এত মনে করি কৈলুঁ গৌড়েরে গমন।
সহস্রেক সঙ্গে হৈল নিজ-ভক্তগণ ॥ ২৬০ ॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে কৌতুক দেখিতে।
লোকের সংঘট্টে পথ না পারি চলিতে ॥ ২৬১ ॥
যথা রহি, তথা ঘর প্রাচীর হয় পূর্ণ।
যথা নেত্র পড়ে, তথা লোক দেখি পূর্ণ ॥ ২৬২ ॥
কষ্ট সৃষ্ট করি গেলাম রামকেলি-গ্রাম।
আমার ঠাঁই আইলা রূপ-সনাতন নাম ॥ ২৬৩ ॥
দুই ভাই ভক্তরাজ কৃষ্ণ-কৃপাপাত্র।
ব্যবহারে রাজমন্ত্রী হয় রাজপাত্র ॥ ২৬৪ ॥
বিদ্যা-ভক্তি-বুদ্ধি-বলে পরম প্রবীণ।
তবু আপনাকে মানে তৃণ হৈতে হীন ॥ ২৬৫ ॥
তার দৈন্য দেখি শুনি পাষাণ বিদরে।
আমি তুষ্ট হইয়া তবে কহিল দোঁহারে ॥ ২৬৬ ॥
উত্তম হইয়া হীন করি মান আপনারে।
অচিরে করিবে কৃষ্ণ তোমার উদ্ধারে ॥ ২৬৭ ॥
এত কহি আমি যবে দোঁহে বিদায় দিল।
গমন-কালে সনাতন প্রহেলী কহিল— ॥ ২৬৮ ॥
যার সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ কোটি।
বৃন্দাবন যাবার এই নহে পরিপাটী ॥ ২৬৯ ॥
তবে তাহা শুনিল মাত্র, না কৈল অবধান।
প্রাতে চলি আইলাম কানাইর
নাটশালাগ্রাম ॥ ২৭০ ॥
রাত্রিকালে মনে আমি বিচার করিল—।
সনাতন মোরে কিবা প্রহেলী কহিল ॥ ২৭১ ॥
ভাল ত কহিল, মোর এত লোক সঙ্গে।
লোকে দেখি কহিবে মোরে এই এক ঢঙ্গে ॥২৭২॥
দুর্লভ দুর্গম সেই নির্জ্জন বৃন্দাবন।
একাকী যাইব কিবা সঙ্গে একজন ॥ ২৭৩ ॥
মাধবেন্দ্র-পুরী তথা গেলা একেশ্বরে।
দুগ্ধদান-ছলে কৃষ্ণ সাক্ষাত হৈল তাঁরে ॥ ২৭৪ ॥
বাদিয়ার বাজী পাতি চলেছি তথারে।
বহু-সঙ্গে বৃন্দাবন গমন না করে ॥ ২৭৫ ॥
একা যাব, কিবা সঙ্গে ভৃত্য একজন।
তবে সে শোভয়ে বৃন্দাবনেরে গমন ॥ ২৭৬ ॥
বৃন্দাবন যাব কোথা একাকী হইয়া।
সৈন্য-সঙ্গে চলিয়াছি ঢাক বাজাইয়া ॥ ২৭৭ ॥
'ধিক্ ধিক্' আপনাকে বলি হইলাম স্থির।
নিবৃত্ত হইয়া পুনঃ আইলাম গঙ্গাতীর ॥ ২৭৮ ॥
ভক্তগণে রাখিয়া আইনু নিজ-নিজ স্থানে।
আমা-সঙ্গে আইল সবে পাঁচ ছয় জনে ॥ ২৭৯ ॥
নির্ব্বিঘ্নে এবে কৈছে যাব বৃন্দাবন।
সবে মিলি যুক্তি দেহ হৈয়া পরসন্ন ॥ ২৮০ ॥
গদাধরে ছাড়ি গেনু, ইঁহো দুঃখ পাইল।
সেই হেতু বৃন্দাবন যাইতে নারিল ॥ ২৮১ ॥
তবে গদাধর-পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
প্রভু-পদে ধরি কহে বিনয় করিয়া— ॥ ২৮২ ॥
তুমি যাঁহা যাঁহা রহ, তাঁহা বৃন্দাবন।
তাঁহা যমুনা গঙ্গা তাঁহা সর্ব্ব-তীর্থগণ ॥ ২৮৩ ॥
তবু বৃন্দাবন যাহ লোক শিক্ষাইতে।
সেই ত করিবে তোমার যেই লয় চিতে ॥ ২৮৪ ॥
এই যে আইল প্রভু! বর্ষা চারিমাস।
এই চারিমাস কর নীলাচলে বাস ॥ ২৮৫ ॥
পাছে সেই আচরিবা যেই তোমার মন।
আপন ইচ্ছায় চল রহ—কে করে বারণ ॥ ২৮৬ ॥
শুনি সব ভক্ত কহে প্রভুর চরণে—।
সবাকার ইচ্ছা পণ্ডিত কৈল নিবেদনে ॥ ২৮৭ ॥

সবার ইচ্ছায় প্রভু চারিমাস রহিলা।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র আনন্দিত হৈলা ॥ ২৮৮ ॥
সেইদিন গদাধর কৈল নিমন্ত্রণ।
তাঁহা ভিক্ষা কৈল প্রভু লৈয়া ভক্তগণ ॥ ২৮৯
ভিক্ষাতে পণ্ডিতের স্নেহ, প্রভুর আস্বাদন।
মনুষ্যের শক্ত্যে দুই না যায় বর্ণন ॥ ২৯০ ॥
এইমত গৌর-লীলা অনন্ত অপার।
সংক্ষেপে কহিয়ে, কহা না যায় বিস্তার ॥ ২৯১ ॥
সহস্রবদনে কহে আপনে অনন্ত।
তবু এক দিনের লীলার নাহি পায় অন্ত ॥২৯২॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৯৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে পুনর্গৌড়গমনবিলাসো
নাম ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

গচ্ছন্ বৃন্দাবনং গৌরো ব্যাঘ্রেভৈণ-খগান্ বনে।
প্রেমোন্মত্তান্ সহোন্নৃত্যান্ বিদধে কৃষ্ণজল্পিনঃ ॥১॥

শ্রীগৌরাঙ্গ চাঁদ বৃন্দাবন যাইতে যাইতে পথিমধ্যে বনে ব্যাঘ্র, হস্তী, মৃগ ও পক্ষীদিগকে কৃষ্ণনাম বলাইয়াছিলেন এবং তাহারাও প্রেমোন্মত্ত হইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে বলিতে তাঁহার সহিত নৃত্য করিয়াছিল ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

ঝারিখণ্ড-পথে মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-যাত্রা

শরৎকাল আইল প্রভুর চলিতে হৈল মতি।
রামানন্দ-স্বরূপ-সঙ্গে নিভৃতে যুকতি— ॥ ৩ ॥
মোর সহায় কর যদি তুমি-দুইজন।
তবে আমি যাই দেখি শ্রীবৃন্দাবন ॥ ৪ ॥
রাত্রে উঠি বনপথে পলাইয়া যাব।
একাকী যাইব, কাঁহো সঙ্গে না লইব ॥ ৫ ॥
কেহ যদি, সঙ্গে যাইতে পাছে উঠি ধায়।
সবারে রাখিবে যেন কেহ নাহি যায় ॥ ৬ ॥
প্রসন্ন হৈয়া আজ্ঞা দিবা, না মানিবা দুঃখ।
তোমা-সবার সুখে পথে হবে মোর সুখ ॥ ৭ ॥
দুই জন কহে—তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
যেই ইচ্ছা সেই কর, নহ পরতন্ত্র ॥ ৮ ॥
কিন্তু আমা-দোঁহার শুন এক নিবেদনে।
'তোমার সুখে আমার সুখ' কহিলে আপনে ॥৯॥
আমা-সবার মনে তবে বড় সুখ হয়।
এক নিবেদন যদি শুন মহাশয় ॥ ১০ ॥
উত্তম ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে অবশ্য চাহি।
ভিক্ষা করি ভিক্ষা দিবে, যাবে পাত্র বহি ॥১১॥
বনপথে যাইতে নাহি ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ।
আজ্ঞা কর, সঙ্গে চলে বিপ্র একজন ॥ ১২ ॥
প্রভু কহে—নিজ সঙ্গী কাঁহো না লইব।
একজনে নিলে অন্যের মনে দুঃখ হব ॥ ১৩ ॥
নূতন সঙ্গী হইবে স্নিগ্ধ যার মন।
ঐছে যদি পাই তবে লই একজন ॥ ১৪ ॥
স্বরূপ কহে—এই বলভদ্র ভট্টাচার্য্য।
তোমাতে সুস্নিগ্ধ বড় পণ্ডিত সাধু আর্য্য ॥ ১৫ ॥
প্রথমেই তোমার সঙ্গে আইলা গৌড় হৈতে।
ইহার ইচ্ছা আছে সর্ব্বতীর্থ করিতে ॥ ১৬ ॥

ইহার সঙ্গে আছে বিপ্র এক ভৃত্য।
ইঁহো পথে করিবেন সেবা-ভিক্ষা-কৃত্য ॥ ১৭ ॥
ইহা সঙ্গে লহ যদি, হয় সবার সুখ।
বনপথে যাইতে তোমার না হবে কোনো দুখ ॥১৮॥
এই বিপ্র বহি লবে বস্ত্রাম্বু-ভাজন।
ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা দিবে করি ভিক্ষাটন ॥ ১৯ ॥
তাহার বচন প্রভু অঙ্গীকার কৈল।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্যে সঙ্গে করি নিল ॥ ২০ ॥
পূর্ব্বরাত্রে জগন্নাথ দেখি আজ্ঞা লৈয়া।
শেষরাত্রে উঠি প্রভু চলিলা লুকাইয়া ॥ ২১ ॥
প্রাতঃকালে ভক্তগণ প্রভু না দেখিয়া।
অন্বেষণ করি ফিরে ব্যাকুল হইয়া ॥ ২২ ॥
স্বরূপ-গোসাই সবারে কৈল নিবারণ।
নিবৃত্ত হৈয়া রহে সবে জানি প্রভুর মন ॥ ২৩ ॥

বন-মধ্যে ব্যাঘ্র-মৃগাদি পশুগণকে কৃষ্ণ-নামোপদেশ
দানরূপ অপূর্ব্ব লীলা

প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা।
কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা ॥ ২৪ ॥
নির্জ্জন বনে চলেন প্রভু কৃষ্ণনাম লৈয়া।
হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুকে দেখিয়া ॥ ২৫ ॥
পালে পালে ব্যাঘ্র হস্তী গণ্ডার শূকরগণ।
তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেন গমন ॥ ২৬ ॥
দেখি ভট্টাচার্য্যের মনে হয় মহাভয়।
প্রভুর প্রতাপে তারা একপাশ হয় ॥ ২৭ ॥
একদিন পথে ব্যাঘ্র করি আছে শয়ন।
আবেশে তার গায়ে প্রভুর লাগিল চরণ ॥ ২৮ ॥
প্রভু কহে—'কহ কৃষ্ণ,' ব্যাঘ্র উঠিল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥
আরদিন মহাপ্রভু করে নদী-স্নান।
মত্ত হস্তিযূথ আইল করিতে জলপান ॥ ৩০ ॥
প্রভু জলকৃত্য করে, আগে হস্তী আইলা।
'কৃষ্ণ কহ' বলি প্রভু জল ফেলি মাইলা ॥ ৩১ ॥
সেই জলবিন্দু-কণা লাগে যার গায়।
সেই 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহে, খেলে নাচে ধায় ॥ ৩২ ॥
কেহো ভূমে পড়ে, কেহো করয়ে চীৎকার।
দেখি ভট্টাচার্য্যের মনে হয় চমৎকার ॥ ৩৩ ।
পথে যাইতে করে প্রভু উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনি আইলা মৃগীগণ ॥ ৩৪ ॥
ধ্বনি শুনি ডাইনে বামে যায় প্রভু-সঙ্গে।
প্রভু তার অঙ্গ মুছে, শ্লোক পড়ে রঙ্গে ॥ ৩৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ২১ অঃ ১১-শ্লোকঃ—

ধন্যাঃ স্ম মূঢ়পতয়োঽপি হরিণ্য এতা
যা নন্দনন্দনমুপাত্ত-বিচিত্রবেশং।
আকর্ণ্য বেণু-রণিতং সহ-কৃষ্ণসারাঃ
পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ ॥ ৩৬ ॥

গোপীগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন, হে সখি! এই হরিণীগণ পশুজাতি হইলেও ইহারা ধন্য, যেহেতু বিচিত্র-বেশধারী নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শ্রবণ করিয়া, ইহারা নিজ-পতি হরিণগণের সহিত মিলিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেম দৃষ্টি দ্বারা দর্শন রূপে তাঁহার পূজা করিতেছে অর্থাৎ তাহারা প্রেমনেত্রে কৃষ্ণ দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভে কৃত-কৃতার্থ হইতেছে ॥ ৩৬ ॥

হেনকালে ব্যাঘ্র তথা আইল পাঁচ সাত।
ব্যাঘ্র মৃগী মিলি চলে মহাপ্রভুর সাথ ॥ ৩৭ ॥
দেখি মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-স্মৃতি হৈল।
বৃন্দাবন-গুণ-বর্ণন শ্লোক পড়িল ॥ ৩৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ১৩-অঃ ৫৫-শ্লোঃ -

যত্র নৈসর্গ-দুর্ব্বৈরাঃ সহাসন্ নৃ-মৃগাদয়ঃ।
মিত্রাণীবাজিতাবাস-দ্রুত-রুট্তর্ষণাদিকে ॥ ৩৯ ॥

যে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ বাস করিতেছেন বলিয়া, ক্রোধ-লোভাদি তথা হইতে পলায়ন করিয়াছে, সেই বৃন্দাবনে অনিবার্য্য ও স্বাভাবিক শত্রুভাবাপন্ন মনুষ্য ও সিংহ-ব্যাঘ্রাদি মিত্রের ন্যায় একত্র বাস করিতেছে ॥ ৩৯ ॥

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহ বলি প্রভু যবে বৈল।
'কৃষ্ণ' কহি ব্যাঘ্র মৃগ নাচিতে লাগিল ॥ ৪০ ॥
নাচে কান্দে মৃগীগণ ব্যাঘ্রগণ-সঙ্গে।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য দেখে অপূর্ব্ব রঙ্গে ॥ ৪১ ॥
ব্যাঘ্র মৃগ অন্যোন্যে করে আলিঙ্গন।
মুখে মুখ দিয়া করে অন্যোন্যে চুম্বন ॥ ৪২ ॥
কৌতুক দেখিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলা।
তা-সবাকে তাঁহা ছাড়ি আগে চলি গেলা ॥ ৪৩ ॥
ময়ূরাদি-পক্ষিগণ প্রভুকে দেখিয়া।
সঙ্গে চলে, 'কৃষ্ণ' বলে, নাচে মত্ত হৈয়া ॥ ৪৪ ॥
'হরি' বোল বলি প্রভু করে উচ্চধ্বনি।
বৃক্ষ-লতা প্রফুল্লিত সেই ধ্বনি শুনি ॥ ৪৫ ॥
ঝারিখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত ॥ ৪৬ ॥*
যেই গ্রাম দিয়া যান, যাঁহা করেন স্থিতি।
সে সব গ্রামের লোকের হয় প্রেমভক্তি ॥ ৪৭ ॥
কেহ যদি তার মুখে শুনে কৃষ্ণনাম।
তার মুখে আন শুনে, তার মুখে আন ॥ ৪৮ ॥
সবে 'কৃষ্ণ হরি' বলি নাচে কান্দে হাসে।
পরম্পরায় বৈষ্ণব হইল সর্ব্বদেশে ॥ ৪৯ ॥
যদ্যপিহ প্রভু লোক-সংঘট্টের ত্রাসে।
প্রেম গুপ্ত করে, বাহিরে না করে প্রকাশে ॥৫০
তথাপি তাঁর দর্শন-শ্রবণ-প্রভাবে।
সকল দেশের লোক হইল বৈষ্ণবে ॥ ৫১ ॥
গৌড়, বঙ্গ, উৎকল, দক্ষিণ-দেশে গিয়া।
লোকের নিস্তার কৈলা আপনে ভ্রমিয়া ॥ ৫২ ॥
মথুরা যাবার ছলে আসি ঝারিখণ্ড।
ভিল্ল-প্রায় লোক তাঁহা পরম পাষণ্ড ॥ ৫৩ ॥
নাম প্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার।
চৈতন্যের গূঢ়লীলা বুঝে শক্তি কার ॥ ৫৪ ॥
বন দেখি ভ্রম হয়—এই বৃন্দাবন।
শৈল দেখি মনে হয়—এই গোবর্দ্ধন ॥ ৫৫ ॥
যাঁহা নদী দেখে, তাঁহা মানয়ে কালিন্দী।
তাঁহা নাচে গায় প্রেমাবেশে পড়ে কান্দি ॥ ৫৬
পথে যাইতে ভট্টাচার্য্য শাক মূল ফল।
যাঁহা যেই পায়েন তাহা লয়েন সকল ॥ ৫৭ ॥
যে গ্রামে রহেন প্রভু তথায় ব্রাহ্মণ।
পাঁচ সাত জন আসি করেন নিমন্ত্রণ ॥ ৫৮ ॥
কেহো অন্ন আনি দেয় ভট্টাচার্য্য-স্থানে।
কেহো দুগ্ধ দধি, কেহো ঘৃতখণ্ড আনে ॥ ৫৯ ॥
যাঁহা বিপ্র নাহি, তাঁহা শূদ্র মহাজন।
আসি সবে ভট্টাচার্য্যে করে নিমন্ত্রণ ॥ ৬০ ॥
ভট্টাচার্য্য পাক করে বন্য-ব্যঞ্জন।
বন্য-ব্যঞ্জনে প্রভুর আনন্দিত মন ॥ ৬১ ॥

বনপথে মহাপ্রভুর সুখ ও লীলা-বর্ণন

দুই চারি দিনের অন্ন রাখেন সংহতি।
যাঁহা শূন্য বন—লোকের নাহিক বসতি ॥ ৬২
তাঁহা সেই অন্ন ভট্টাচার্য্য করে পাক।
ফলমূলে ব্যঞ্জন করে বন্য নানা শাক ॥ ৬৩ ॥
পরম সন্তোষ প্রভুর বন্য-ভোজনে।
মহাসুখ পান যে দিন রহেন নির্জ্জনে ॥ ৬৪ ॥
ভট্টাচার্য্য সেবা করে স্নেহে যৈছে দাস।
তাঁর বিপ্র বহে জলপাত্র বহির্ব্বাস ॥ ৬৫ ॥
নির্ঝরের উষ্ণোদকে স্নান তিনবার।
দুই সন্ধ্যা অগ্নিতাপে, কাষ্ঠ অপার ॥ ৬৬ ॥
নিরন্তর প্রেমাবেশে নির্জ্জনে গমন।
সুখ অনুভবি প্রভু কহেন বচন— ॥ ৬৭ ॥
শুন ভট্টাচার্য্য ! আমি গেলাম বহু দেশ।
বনপথে সুখের সম কাঁহা নাহি লেশ ॥ ৬৮ ॥
কৃষ্ণ কৃপালু আমায় বড় কৃপা কৈল।
বনপথে আনি আমায় বহু সুখ দিল ॥ ৬৯ ॥
পূর্ব্বে বৃন্দাবন যাইতে করিলাম বিচার—।
মাতা, গঙ্গা, ভক্তগণ দেখিব একবার ॥ ৭০॥
ভক্তগণ-সঙ্গে অবশ্য করিব মিলন।
ভক্তগণ-সঙ্গে লৈয়া যাব বৃন্দাবন ॥ ৭১ ॥

* ঝারিখণ্ডে—জঙ্গলময় প্রদেশে।

এত ভাবি গৌড়দেশে করিল গমন।
মাতা, গঙ্গা, ভক্ত দেখি সুখী হৈল মন ॥ ৭২ ॥
ভক্তগণে লৈয়া তবে চলিলাম রঙ্গে।
লক্ষ কোটি লোক তাঁহা হৈল আমা-সঙ্গে ॥ ৭৩ ॥
সনাতন মুখে কৃষ্ণ আমা শিখাইলা।
তাঁহা বিঘ্ন করি বনপথে লৈয়া আইলা ॥ ৭৪ ॥
কৃপার সমুদ্র দীন-হীনে দয়াময়।
কৃষ্ণ-কৃপা বিনে কোন সুখ নাহি হয় ॥ ৭৫ ॥
ভট্টাচার্য্যে আলিঙ্গিয়া তাঁহারে কহিল—।
তোমার প্রসাদে আমি এত সুখ পাইল ॥ ৭৬ ॥
তেঁহো কহে—তুমি কৃষ্ণ, বড় দয়াময়।
অধম জীব মুই, মোরে হইলা সদয় ॥ ৭৭ ॥
মুই ছার, মোরে তুমি সঙ্গে লৈয়া আইলা।
কৃপা করি মোর হাতে ভিক্ষা যে করিলা ॥ ৭৮ ॥
অধম কাকেরে কৈলে গরুড়-সমান।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি স্বয়ং ভগবান্ ॥ ৭৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১-স্কঃ ১-অঃ ১ম শ্লোকস্য
শ্রীধরস্বামি-কৃতটীকায়াঃ মঙ্গলাচরণে—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ-মাধবং ॥ ৮০ ॥

যাঁহার কৃপায় বোবাও বক্তৃতা করিতে পারে এবং খোঁড়াও পর্ব্বত ডিঙ্গাইতে সমর্থ হয়, সেই পরমানন্দময় শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি ॥ ৮০ ॥

মহাপ্রভুর কাশীতে আগমন

এইমত বলভদ্র করেন স্তবন।
প্রেমসেবা করি তুষ্ট কৈল প্রভুর মন ॥ ৮১ ॥
এইমত নানা সুখে প্রভু আইলা কাশী।
মধ্যাহ্ন-স্নান কৈল মণিকর্ণিকায় আসি ॥ ৮২ ॥
সেই কালে তপন মিশ্র করেন গঙ্গাস্নান।
প্রভু দেখি তাঁর কিছু হৈল বিস্ময়-জ্ঞান ॥ ৮৩ ॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছে—প্রভু করিয়াছেন সন্ন্যাস।
নিশ্চয় করিল—হৈল পরম উল্লাস ॥ ৮৪ ॥
প্রভুর চরণ ধরি করেন রোদন।
প্রভু তাঁরে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গন ॥ ৮৫ ॥
প্রভু লৈয়া গেলা বিশ্বেশ্বর-দরশনে।
তবে আসি দেখে বিন্দুমাধব-চরণে ॥ ৮৬ ॥
ঘরে লৈয়া আইলা প্রভুকে আনন্দিত হৈয়া।
সেবা করি নৃত্য করে বস্ত্র উড়াইয়া ॥ ৮৭ ॥
প্রভুর চরণোদক সবংশে কৈল পান।
ভট্টাচার্য্যের পূজা কৈল করিয়া সম্মান ॥ ৮৮
প্রভুরে নিমন্ত্রণ করি ঘরে ভিক্ষা দিল।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্যে পাক করাইল ॥ ৮৯ ॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিলা শয়ন।
মিশ্র-পুত্র রঘু করে পাদ-সংবাহন ॥ ৯০ ॥
প্রভুর শেষান্ন মিশ্র সবংশে খাইল।
'প্রভু আইলা' শুনি চন্দ্রশেখর আইল ॥ ৯১
মিশ্রের সখা তেঁহো, প্রভুর পূর্ব্ব-দাস।
বৈদ্য-জাতি লিখনবৃত্তি বারাণসী-বাস ॥ ৯২ ॥

মহিমা-বর্ণন ও তচ্ছ্রবণে প্রভুর প্রতি প্রকাশানন্দের তাচ্ছিল্য-
প্রকাশ বশতঃ বিপ্রের মহাদুঃখ

আসি প্রভুর পদে পড়ি করেন রোদন।
প্রভু তাঁরে কৃপা করি কৈল আলিঙ্গন ॥ ৯৩ ॥
চন্দ্রশেখর কহে—প্রভু! বড় কৃপা কৈলা।
আপনে আসিয়া ভৃত্যে দরশন দিলা ॥ ৯৪ ॥
আপন-প্রারব্ধে বসি বারাণসী-স্থানে।
'মায়া' 'ব্রহ্ম' শব্দ বিনা নাহি শুনি কাণে ॥৯৫॥*
'ষড়্দর্শন-ব্যাখ্যা' বিনা কথা নাহি এথা।
মিশ্র কৃপা করি মোরে শুনান কৃষ্ণকথা ॥ ৯৬ ॥
নিরন্তর দোঁহে চিন্তি তোমার-চরণ।
সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর তুমি দিলে দরশন ॥ ৯৭ ॥

* প্রারব্ধে—জন্ম-জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলে।

শুনি—মহাপ্রভু যাবেন শ্রীবৃন্দাবন।
দিন কত রহি তারো ভৃত্য দুই জন ॥ ৯৮ ॥
মিশ্র কহে—প্রভু! যাবৎ কাশীতে রহিবা।
মোর নিমন্ত্রণ বিনা অন্য না মানিবা ॥ ৯৯ ॥
এইমত মহাপ্রভু দুই ভৃত্যের বশে।
ইচ্ছা নাহি, তবু তথা রহিল দিন দশে ॥ ১০০ ॥
মহারাষ্ট্রী বিপ্র আইসে প্রভু দেখিবারে।
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হয় চমৎকারে ॥ ১০১ ॥
বিপ্র-সব নিমন্ত্রয়ে, প্রভু নাহি মানে।
প্রভু কহে—আজি মোর হৈয়াছে নিমন্ত্রণে ॥১০২॥
এইমত প্রতিদিন করেন বঞ্চন।
সন্ন্যাসীর সঙ্গ-ভয়ে না মানে নিমন্ত্রণ ॥ ১০৩ ॥
প্রকাশানন্দ শ্রীপাদ সভাতে বসিয়া।
বেদান্ত পড়ান বহু শিষ্যগণ লৈয়া ॥ ১০৪ ॥
এক বিপ্র দেখি আইল প্রভুর ব্যবহার।
প্রকাশানন্দ-আগে কহে চরিত্র তাঁহার— ॥১০৫॥
এক সন্ন্যাসী আইলা জগন্নাথ হৈতে।
তাঁহার মহিমা প্রভাব না পারি বর্ণিতে ॥ ১০৬ ॥
প্রকাণ্ড শরীর, শুদ্ধ-কাঞ্চন বরণ।
আজানু-লম্বিত ভুজ, কমল নয়ন ॥ ১০৭ ॥
যত কিছু ঈশ্বরের সর্ব্ব সল্লক্ষণ।
সকল দেখিয়ে তাতে অদ্ভুত-কথন ॥ ১০৮ ॥
তাঁরে দেখি জ্ঞান হয়—এই নারায়ণ।
যেই তাঁরে দেখে, করে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন। ১০৯
মহাভাগবত-লক্ষণ শুনি ভাগবতে।
সে সব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাঁহাতে ১১০
নিরন্তর ‘কৃষ্ণনাম’ জিহ্বা তাঁর গায়।
দুই নেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গাধারা-প্রায় ॥ ১১১ ॥
ক্ষণে নাচে হাসে গায় করয়ে ক্রন্দন।
ক্ষণে হুহুঙ্কার করে সিংহের গর্জ্জন ॥ ১১২ ॥
জগত-মঙ্গল তাঁর ‘কৃষ্ণচৈতন্য’ নাম।
নাম, রূপ, গুণ—তাঁর সব অনুপাম ॥ ১১৩ ॥
দেখিয়ে সে জানি তাঁর ঈশ্বরের রীতি।
অলৌকিক কথা শুনি কে করে প্রতীতি ॥১১৪॥
শুনিয়া প্রকাশানন্দ বহু ত হাসিলা।
বিপ্রে উপহাস করি কহিতে লাগিলা— ॥১১৫॥
শুনিয়াছি গৌড়দেশের সন্ন্যাসী ভাবুক।
কেশব-ভারতী-শিষ্য লোক-প্রতারক ॥ ১১৬ ॥

মহাপ্রভুর সমীপে ঐ বিপ্রের দুঃখ নিবেদন ও মহাপ্রভু
কর্ত্তৃক শ্রীনামমহিমার অপূর্ব্ব
মহিমা-কথন

‘চৈতন্য’ নাম তাঁর, ভাবকগণ লৈয়া।
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ফিরে নাচাইয়া ॥১১৭॥
যেই তারে দেখে, সেই ঈশ্বর করি কহে।
ঐছে মোহন-বিদ্যা—যে দেখে সে মোহে ॥১১৮॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত প্রবল।
শুনি—চৈতন্যের সঙ্গে হইল পাগল ॥ ১১৯ ॥
সন্ন্যাসী নামমাত্র—মহা ইন্দ্রজালী।
কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাবকালী ॥ ১২০ ॥
বেদান্ত শ্রবণ কর, না যাইহ তার পাশ।
উচ্ছৃঙ্খল-লোক-সঙ্গে দুইলোক-নাশ ॥ ১২১ ॥
এত শুনি সেই বিপ্র মহাদুঃখ পাইল।
‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ কহি তথা হইতে উঠি গেল ॥ ১২২ ॥
প্রভুর দর্শনে শুদ্ধ হইয়াছে তার মন।
প্রভু-আগে দুঃখী হৈয়া কহে বিবরণ ॥ ১২৩ ॥
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিলা।
পুনরপি সেই বিপ্র প্রভুরে পুছিলা— ॥ ১২৪ ॥
তার আগে যবে আমি তোমার নাম লৈল।
সেহো তোমার নাম জানে আপনে কহিল ॥১২৫॥
তোমার দোষ কহিতে করে নামের উচ্চার।
‘চৈতন্য’ ‘চৈতন্য’ করি কহে তিনবার ॥ ১২৬ ॥
তিনবারে ‘কৃষ্ণ’-নাম না আইল তার মুখে।
অবজ্ঞাতে নাম লয়, শুনি পাই দুখে ॥ ১২৭ ॥
ইহার কারণ মোরে কহ কৃপা করি।
তোমা দেখি জিহ্বা মোর বলে ‘কৃষ্ণ হরি’ ॥১২৮॥
প্রভু কহে—মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী।
‘ব্রহ্ম’ ‘আত্মা’ ‘চৈতন্য’ কহে নিরবধি ॥ ১২৯ ॥

অতএব তার মুখে না আইসে 'কৃষ্ণ'-নাম।
কৃষ্ণ-নাম কৃষ্ণ-স্বরূপ—দুই ত সমান ॥ ১৩০ ॥
নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দ-রূপ ॥ ১৩১ ॥
দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম—নাম, দেহ, স্বরূপ বিভেদ ॥ ১৩২ ॥

তথাহি শ্রীহরিভক্তিবিলাসস্য ১১শ-বিলাসে
২৬৯-অঙ্কধৃত-বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরবচনং—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরস-বিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম-
নামিনোঃ ॥ ১৩৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে নাম ও নামীতে কোনও ভেদ নাই বলিয়া, কৃষ্ণনাম শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় চৈতন্যরসমূর্ত্তি, সর্ব্বপ্রকারে পূর্ণ, মায়াগন্ধহীন, নিত্যমুক্ত ও চিন্তামণির ন্যায় সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদ ॥ ১৩৩ ॥

অতএব কৃষ্ণের নাম, দেহ, বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ ॥ ১৩৪ ॥
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ-সম—সব চিদানন্দ ॥ ১৩৫ ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
সাধনভক্তিলহর্য্যাং ১০৯ শ্লোকঃ—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥১৩৬॥

শ্রীকৃষ্ণের নাম, দেহ ও লীলা সবই চিদানন্দময় বলিয়া, উহা প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে; তবে জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়গণ শ্রীকৃষ্ণনামাদিগ্রহণে অভিলাষী হইলে, ঐ নামাদি তাহাতে স্বয়ংই প্রকাশিত হইয়া থাকেন ॥ ১৩৬ ॥

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ ॥ ১৩৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১২-স্কঃ ১২-অঃ
৫২-শ্লোকঃ—

স্বসুখ-নিভৃত-চেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্য-ভাবো-
ঽপ্যজিত-রুচির-লীলাকৃষ্ট-সারস্তদীয়ং।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিল বৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি ॥ ১৩৮ ॥

যাহার চিত্ত ব্রহ্মসুখে নিমগ্ন ছিল এবং তন্নিমিত্ত অন্য আর কোনও বিষয়ে যাহার বাসনা না থাকিলেও, যিনি শ্রীকৃষ্ণের সুমনোহর লীলায় আকৃষ্ট হইয়া কৃপা করিয়া ঐ শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব-প্রকাশক শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ জগতে প্রকাশ করিয়াছেন, নিখিল-পাপ-বিনাশক সেই ব্যাস-তনয় শ্রীশুকদেবকে আমি প্রণাম করি ॥ ১৩৮ ॥

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ।
অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন ॥ ১৩৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১-স্কঃ ৭-অঃ ১০-শ্লোকঃ—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূত-
গুণো হরিঃ ॥ ১৪০ ॥ *
ইহো সব রহু কৃষ্ণ-চরণ সম্বন্ধে।
আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে ॥ ১৪১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩-স্কঃ ১৫-অঃ
৪৩-শ্লোকঃ—

তস্যারবিন্দ-নয়নস্য পদারবিন্দ
কিঞ্জল্ক-মিশ্র-তুলসী-মকরন্দ-বায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষর-জুষামপি চিত্ত-তন্বোঃ ॥ ১৪২ ॥

* অনুবাদ ১৮১ পৃষ্ঠায় ১৮২ দাগে দ্রষ্টব্য।

পদ্মপলাশ-লোচন সেই শ্রীবিষ্ণুর চরণার্পিত পদ্মকেশর-মিশ্রিত তুলসীর সৌরভযুক্ত বায়ু নাসারন্ধ্র দ্বারা অন্তরে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মানন্দসেবী সনকাদিরও চিত্তের ও দেহের সম্যক্ ক্ষোভ জন্মাইয়াছিল অর্থাৎ তাঁহাদের চিত্তে অত্যধিক হর্ষ ও দেহে রোমাঞ্চ আনয়ন করিয়াছিল ॥ ১৪২ ॥

প্রয়াগ হইয়া মহাপ্রভুর মথুরায় আগমন

অতএব কৃষ্ণনাম না আইসে তার মুখে।
মায়াবাদিগণ যাতে মহা বহির্মুখে ॥ ১৪৩ ॥
ভাবকালী বেচিতে আমি আইলাম কাশীপুরে।
গ্রাহক নাহি, না বিকায়, লৈয়া যাব ঘরে ॥১৪৪॥
ভারী বোঝা লৈয়া আইলাম কেমনে লৈযা যাব।
অল্পস্বল্প মূল্য পাইলে এথাই বেচিব ॥ ১৪৫ ॥
এত বলি সেই বিপ্রে আত্মসাত করি।
প্রাতে উঠি মথুরায় চলিলা গৌরহরি ॥ ১৪৬ ॥
সেই তিন সঙ্গে চলে প্রভু নিষেধিল।
দূর হৈতে তিন জনে ঘরে পাঠাইল ॥ ১৪৭ ॥
প্রভুর বিরহে তিনে একত্রে বসিয়া।
প্রভু-গুণ গান করে প্রেমে মত্ত হৈয়া ॥ ১৪৮ ॥
প্রয়াগে আসিয়া প্রভু কৈলা বেণীস্নান।
মাধব দেখিয়া প্রেমে কৈলা নৃত্য-গান ॥ ১৪৯ ॥

মথুরায় সনোড়িয়া বিপ্র সহ প্রভুর মিলন

যমুনা দেখিয়া প্রেমে পড়ে ঝাঁপ দিয়া।
আস্তে-ব্যস্তে ভট্টাচার্য্য উঠায় ধরিয়া ॥ ১৫০ ॥
এইমত তিন দিন প্রয়াগে রহিলা।
কৃষ্ণ-নাম-প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা ॥ ১৫১ ॥
মথুরা চলিতে পথে যথা রহি যায়।
কৃষ্ণ-নাম-প্রেম দিয়া লোকেরে নাচায় ॥ ১৫২ ॥
পূর্ব্বে যৈছে দক্ষিণ যাইতে লোক নিস্তারিলা।
পশ্চিম-দেশে তৈছে সব বৈষ্ণব করিলা ॥১৫৩॥
পথে যাঁহা যাঁহা হয় যমুনা-দর্শন।
তাঁহা ঝাঁপ দিয়া পড়ে প্রেমে অচেতন ॥ ১৫৪ ॥
মথুরা-নিকটে আইলা, মথুরা দেখিয়া।
দণ্ডবত হৈয়া পড়ে প্রেমাবিষ্ট হইয়া ॥ ১৫৫ ॥
মথুরা আসিয়া কৈল বিশ্রামতীর্থে স্নান।
জন্মস্থানে কেশব দেখি করিলা প্রণাম ॥ ১৫৬ ॥
প্রেমাবেশে নাচে গায় সঘন হুঙ্কার।
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি লোকে চমৎকার ॥১৫৭॥
এক বিপ্র পড়ে প্রভুর চরণ ধরিয়া।
প্রভু-সঙ্গে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ ১৫৮ ॥
দোঁহে প্রেমে নৃত্য করি করে কোলাকুলি।
"হরি কৃষ্ণ" কহে দোঁহে দুই বাহু তুলি ॥ ১৫৯ ॥
লোকে 'হরি কৃষ্ণ' বলে—কোলাহল হৈল।
কেশব-সেবক প্রভুকে মালা পরাইল ॥ ১৬০ ॥
প্রভু দেখি লোকে কহে হইয়া বিস্ময়—।
এ রূপ, এ প্রেম লৌকিক কভু নয় ॥ ১৬১ ॥
যাঁহার দর্শনে লোক প্রেমে মত্ত হৈয়া।
হাসে কান্দে নাচে গায় কৃষ্ণনাম লৈয়া ॥ ১৬২ ॥
সর্ব্বথা নিশ্চিত—ইঁহো কৃষ্ণ-অবতার।
মথুরা আইলা লোকের করিতে নিস্তার ॥ ১৬৩ ॥
তবে মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণ লইয়া।
তাঁহারে পুছিল কিছু নিভৃতে বসিয়া— ॥ ১৬৪ ॥
আর্য্য সরল তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
কাঁহা হৈতে পাইলে তুমি এই প্রেমধন ॥ ১৬৫ ॥
বিপ্র কহে—শ্রীপাদ শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরী।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরা-নগরী ॥ ১৬৬ ॥
কৃপা করি তেঁহো মোর নিলয়ে আইলা।
মোরে শিষ্য করি মোর হাতে ভিক্ষা কৈলা ॥১৬৭॥
গোপাল প্রকট করি সেবা কৈল মহাশয়।
অদ্যাপিহ তাঁর সেবা গোবর্দ্ধনে হয় ॥ ১৬৮ ॥
শুনি প্রভু কৈল তাঁর চরণ-বন্দন।
ভয় পাইয়া প্রভুর পায় পড়িলা ব্রাহ্মণ ॥ ১৬৯ ॥
প্রভু কহে—তুমি গুরু আমি শিষ্য-প্রায়।
গুরু হৈয়া শিষ্যে নমস্কার না জুয়ায় ॥ ১৭০ ॥
শুনিয়া বিস্মিত বিপ্র, কহে ভয় পাইয়া—।
ঐছে বাত কহ কেনে সন্ন্যাসী হইয়া ॥ ১৭১ ॥

কিন্তু তোমার প্রেম দেখি মনে অনুমানি।
মাধবেন্দ্র-পুরীর সম্বন্ধ ধর জানি ॥ ১৭২ ॥
কৃষ্ণপ্রেমা তাঁহা, যাঁহা তাঁহার সম্বন্ধ।
তাঁহা বিনা এই প্রেমার কাঁহা নাহি গন্ধ ॥ ১৭৩ ॥
তবে ভট্টাচার্য্য তারে সম্বন্ধ কহিল।
শুনি আনন্দিত বিপ্র নাচিতে লাগিল ॥ ১৭৪ ॥
তবে বিপ্র প্রভু লৈয়া আইলা নিজ-ঘরে।
আপন-ইচ্ছায় প্রভুর নানা সেবা করে ॥ ১৭৫ ॥

সনোড়িয়া বিপ্র-সঙ্গে প্রভুর বৃন্দাবন-দর্শন

ভিক্ষা লাগি ভট্টাচার্য্যে করাইল রন্ধন।
তবে মহাপ্রভু হাসি বলিলা বচন— ॥ ১৭৬ ॥
পুরী-গোঁসাই তোমার ঠাঁই করিয়াছেন ভিক্ষা।
মোরে তুমি ভিক্ষা দেহ—এই মোর শিক্ষা ॥১৭৭॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং ৩ অঃ ২১ শ্লোকঃ—

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥১৭৮॥*

যদ্যপি সনোড়িয়া হয় সেই ত ব্রাহ্মণ।
সনোড়িয়া-ঘরে সন্ন্যাসী না করে ভোজন ॥১৭৯॥
তথাপি পুরী দেখি তাঁর বৈষ্ণব-আচার।
শিষ্য করি তাঁর ভিক্ষা কৈল অঙ্গীকার ॥ ১৮০ ॥
মহাপ্রভু তাঁরে যদি ভিক্ষা মাগিল।
দৈন্য-করি সেই বিপ্র কহিতে লাগিল— ॥১৮১॥
তোমারে ভিক্ষা দিব বড় ভাগ্য সে আমার।
তুমি ঈশ্বর—নাহি তোমার বিধি-ব্যবহার ॥১৮২॥
মূর্খ লোক করিবেক তোমার নিন্দন।
সহিতে না পারিব সেই দুষ্টের বচন ॥ ১৮৩ ॥
প্রভু কহে—শ্রুতি, স্মৃতি, যত ঋষিগণ।
সব একমত নহে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ॥ ১৮৪ ॥

ধর্ম্ম-স্থাপন-হেতু সাধু ব্যবহার।
পুরী-গোঁসাইর আচরণ—সেই ধর্ম্ম সার ॥ ১৮৫ ॥

তথাহি মহাভারতে বনপর্ব্বে ৩১৩ অঃ ১১৭ শ্লোকে—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥ ১৮৬ ॥

তর্কদ্বারা সঠিক মীমাংসা কিছু করা যায় না; বেদাদি শাস্ত্রসকলের মতও ভিন্ন ভিন্ন; এমন কোনও মুনিই নাই, যাহার মত ভিন্ন নহে অর্থাৎ নানা মুনির নানা মত, ধর্ম্মের তত্ত্ব অতি গুহ্যস্থানে রহিয়াছে, সুতরাং মহাজনগণ যে পথে চলিয়াছেন, তাহাই হইল প্রকৃত ধর্ম্মপথ; সেই পথে চলাই আমাদের কর্ত্তব্য ॥ ১৮৬ ॥

তবে সেই বিপ্র প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
মধুপুরীর লোক প্রভুকে দেখিতে আইল ॥১৮৭॥*
লক্ষসংখ্য লোক আইসে নাহিক গণন।
বাহির হইয়া প্রভু দিলা দরশন ॥ ১৮৮ ॥
বাহু তুলি বলে প্রভু—বোল 'হরি হরি'।
প্রেমে মত্ত নাচে লোক হরিধ্বনি করি ॥ ১৮৯ ॥
যমুনার চব্বিশ ঘাটে প্রভু কৈল স্নান।
সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থস্থান ॥ ১৯০ ॥
স্বয়ম্ভু, বিশ্রাম, দীর্ঘবিষ্ণু, ভূতেশ্বর।
মহাবিদ্যা, গোকর্ণাদি দেখিলা বিস্তর ॥ ১৯১ ॥†
বন দেখিবারে যদি প্রভুর মন হৈল।
সেই ত ব্রাহ্মণে প্রভু নিজ-সঙ্গে লৈল ॥ ১৯২ ॥
মধুবন, তাল-কুমুদ-বহুলা-বন গেলা।
তাঁহা তাঁহা স্নান করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥ ১৯৩ ॥

* অনুবাদ ৪২ পৃষ্ঠায় ২৪ দাগে দ্রষ্টব্য।

* মধুপুরীর—মথুরার।

† ভূতেশ্বর—শিবলিঙ্গ মহাবিদ্যা—দেবীমূর্ত্তি। গোকর্ণ—শ্রীশিবলিঙ্গ।

পথে গাভী-ঘটা চরে, প্রভুকে দেখিয়া।
প্রভুকে বেড়য়ে আসি হুঙ্কার করিয়া ॥ ১৯৪ ।*
গাভী দেখি স্তব্ধ প্রভু প্রেমের তরঙ্গে।
বাৎসল্যে গাভী চাটে প্রভুর শ্রীঅঙ্গে ॥ ১৯৫ ॥
সুস্থ হৈয়া প্রভু করে অঙ্গ-কণ্ডুয়ন।
প্রভু-সঙ্গে চলে, নাহি ছাড়ে ধেনুগণ ॥ ১৯৬ ॥
কষ্টে-সৃষ্টে ধেনু-সব রাখিল গোয়াল।
প্রভু-কণ্ঠধ্বনি শুনি আইসে মৃগীপাল ॥ ১৯৭ ॥†
মৃগ-মৃগী মুখ দেখি প্রভুর অঙ্গ চাটে।
ভয় নাহি করে সঙ্গে যায় বাটে বাটে ॥ ১৯৮ ॥
পিক ভৃঙ্গ প্রভুকে দেখি পঞ্চম গায়।
শিখিগণ নৃত্য করি প্রভু-আগে যায় ॥ ১৯৯ ॥
প্রভু দেখি বৃন্দাবনের বৃক্ষ-লতাগণ।
অঙ্কুর—পুলক, মধু—অশ্রু-বরিষণ ॥ ২০০ ॥
ফুল-ফলে ভরি ডাল পড়ে প্রভুর পায়।
বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ভেট লৈয়া যায় ॥ ২০১ ॥
প্রভু দেখি বৃন্দাবনে স্থাবর জঙ্গম।
আনন্দিত বন্ধু যেন দেখি বন্ধুগণ ॥ ২০২ ॥
তা-সবার প্রীতি দেখি প্রভু ভাবাবেশে।
সবা সনে ক্রীড়া করে হৈয়া তার বশে ॥ ২০৩ ॥
প্রতি বৃক্ষ-লতা প্রভু করেন আলিঙ্গন।
পুষ্পাদি ধ্যানে করেন কৃষ্ণে সমর্পণ ॥ ২০৪ ॥
অশ্রু কম্প পুলক প্রেমে শরীর অস্থিরে।
'কৃষ্ণ বোল কৃষ্ণ বোল' বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥২০৫॥
স্থাবর জঙ্গম মিলি করে কৃষ্ণধ্বনি।
প্রভুর গম্ভীর স্বরের যেন প্রীতিধ্বনি ॥ ২০৬ ॥
মৃগের গলা ধরি প্রভু করেন ক্রন্দন।
মৃগের পুলক অঙ্গ, অশ্রু নয়ন ॥ ২০৭ ॥
বৃক্ষ ডালে শুক-শারী দিল দরশন।
তাহা দেখি প্রভুর কিছু শুনিতে হৈল মন ॥২০৮॥
শুক-শারিকা প্রভুর হাতে উড়ি পড়ে।
প্রভুকে শুনাইয়া কৃষ্ণের গুণশ্লোক পড়ে ॥২০৯॥

* গাভী-ঘটা—গাভীসমূহ।
† গোয়াল—গোপগণ।

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ১৩ সর্গে
২৯ শ্লোকঃ—

সৌন্দর্য্যং ললনালি-ধৈর্য্য-দলনং লীলা রমা-স্তম্ভিনী
বীর্য্যং কন্দুকিতাদ্রি-বর্য্যমমলাঃ পারে
পরার্দ্ধং গুণাঃ।
শীলং সর্ব্বজনানুরঞ্জনমহো যস্যায়মস্মৎ-প্রভুর্বিশ্বং
বিশ্বজনীনকীর্ত্তিরবতাৎ কৃষ্ণো জগন্মোহনঃ ॥২১০॥

শুক বলিতে লাগিল, অহো! যাঁহার সৌন্দর্য্য রমণীগণের ধৈর্য্য নাশ করে, যাঁহার লীলা বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মীদেবীকেও স্তম্ভিত করে, যাঁহার বীর্য্য পর্ব্বতকেও খেলনার সামগ্রী করে অর্থাৎ যিনি গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতকে খেলনার ন্যায় অনায়াসে ধারণ করিয়াছিলেন, যাঁহার গুণ সকল অনন্ত ও পবিত্র, যাঁহার চরিত্র লোক-সকলকে সুখী করে এবং যাঁহার কীর্ত্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের হিতকারী, সেই ভুবনমোহন শ্রীকৃষ্ণ জগৎব্রহ্মাণ্ডকে রক্ষা করুন ॥ ২১০ ॥

শুক-মুখে শুনি তবে কৃষ্ণের বর্ণন
শারিকা পড়য়ে তবে রাধিকা-বর্ণন　২১১

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ১৩ সর্গে ৩০ শ্লোঃ—

শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা স্বরূপতা
সুশীলতা নর্ত্তন-গান-চাতুরী।
গুণালি-সম্পৎ কবিতা চ রাজতে
জগন্মনোমোহন-চিত্ত-মোহিনী ॥ ২১২ ॥

শারী বলিল, হে শুক! আমাদের শ্রীরাধিকার প্রেম, সৌন্দর্য্য, সুশীলতা, নৃত্যগীতচাতুর্য্য গুণসম্পদ্ ও পাণ্ডিত্য তোমাদের শ্রীকৃষ্ণচিত্তকে মোহিত করিয়া দীপ্ত পাইতেছে ॥ ২১২ ॥

পুনঃ শুক কহে—কৃষ্ণ মদনমোহন।
তবে আর শ্লোক শুক করিল পঠন ॥ ২১৩ ॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতেঃ—

বংশীধারী জগন্নারী-চিত্তহারী স শারিকে!।
বিহারী গোপনারীভির্জীয়ান্মদনমোহনঃ ॥ ২১৪ ॥

শুক বলিল, হে শারি! আমাদের কৃষ্ণ হইলেন বংশীধারী, ত্রিভুবনে রমণী-চিত্ত হরণকারী ও গোপাঙ্গনাসহ বিহারকারী সেই মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ২১৪

পুনঃ শারী কহে শুকে করি পরিহাস।
এত শুনি প্রভুর হৈল বিস্ময় প্রেমোল্লাস ॥২১৫॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতেঃ—

রাধা সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদন-মোহিতঃ ॥২১৬॥

শারী বলিল, হে শুক তোমার শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধিকার সঙ্গে বিরাজ করেন, তখনই তিনি মদনমোহন, নতুবা তোমার কৃষ্ণ বিশ্বমোহন হইলেও শ্রীরাধা যদি সঙ্গে না থাকেন, তাহা হইলে তোমার কৃষ্ণ মদন কর্তৃক মোহিত হইয়া পড়েন ॥ ২১৬ ॥

শুক শারীর শ্লোক শুনি প্রভুর হৈল হাস।
পক্ষী লৈয়া করে কৃষ্ণের রসের প্রকাশ ॥ ২১৭ ॥
শুক শারী উড়ি পুনঃ গেলা বৃক্ষ-ডালে।
ময়ূরের নৃত্য প্রভু দেখে কুতুহলে ॥ ২১৮ ॥
'জয় জয় রাধে কৃষ্ণ' শিখিগণ গায়।
ধন্য এই ব্রজের পক্ষী প্রশংসে গৌর রায় ॥২১৯॥
ময়ূরের কণ্ঠ দেখি কৃষ্ণস্মৃতি হৈলা।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িলা ॥ ২২০ ॥
প্রভুকে মূর্চ্ছিত দেখি সেই ত ব্রাহ্মণ।
ভট্টাচার্য্য-সঙ্গে করে প্রভুর সন্তর্পণ ॥ ২২১ ॥
আস্তে-ব্যস্তে মহাপ্রভুর লৈয়া বহির্বাস।
জলসেক করে অঙ্গে বস্ত্রের বাতাস ॥ ২২২ ॥
প্রভু-কর্ণে "কৃষ্ণনাম" কহে উচ্চ করি।
চেতনা পাইয়া প্রভু যান গড়াগড়ি ॥ ২২৩ ॥
কণ্টক-দুর্গম বনে অঙ্গ ক্ষত হৈল।
ভট্টাচার্য্য কোলে করি প্রভুরে সুস্থ কৈল ॥২২৪॥
কৃষ্ণাবেশে প্রভুর প্রেমে গরগর মন।
'বোল বোল' করি উঠি করেন নর্ত্তন ॥ ২২৫ ॥
ভট্টাচার্য্য, সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম গায়।
নাচিতে নাচিতে পথে প্রভু চলি যায় ॥ ২২৬ ॥
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি ব্রাহ্মণ বিস্মিত।
প্রভুর রক্ষা লাগি বিপ্র হইলা চিন্তিত ॥ ২২৭ ॥
নীলাচলে ছিলা যৈছে প্রেমাবেশ-মন।
বৃন্দাবন যাইতে পথে হৈল শতগুণ ॥ ২২৮ ॥
সহস্রগুণ প্রেম বাড়ে মথুরা-দর্শনে।
লক্ষগুণ প্রেম বাড়ে ভ্রমে যবে বনে ॥ ২২৯ ॥
অন্যদেশে প্রেম উছলে বৃন্দাবন-নামে।
সাক্ষাৎ ভ্রমণে এবে সেই বৃন্দাবনে ॥ ২৩০ ॥
প্রেমে গরগর মন রাত্রি-দিবসে।
স্নান-ভিক্ষাদি নির্ব্বাহ করেন অভ্যাসে ॥ ২৩১ ॥
এইমত প্রেমে যাবত ভ্রমিলা বারো বন।
একত্র লিখিল, সর্ব্বত্র না যায় বর্ণন ॥ ২৩২ ॥
বৃন্দাবনে হৈল প্রভুর যতেক বিকার।
কোটি-গ্রন্থে অনন্ত লিখে তাহার বিস্তার ॥ ২৩৩ ॥
তবু লিখিবারে নারে তার এক কণ।
উদ্দেশ করিতে করি দিগ্-দরশন ॥ ২৩৪ ॥
জগত ভাসিল চৈতন্য-লীলার পাথারে।
যার যত শক্তি তত পাথারে সাঁতারে ॥ ২৩৫ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৩৬ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবনগমনং
নাম সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবনে স্থিরচরান্ নন্দয়ন্ স্বাবলোকনৈঃ।
আত্মানঞ্চ তদালোকাদ্ গৌরাঙ্গঃ
পরিতোঽভ্রমৎ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ শ্রীবৃন্দাবনে স্বীয় দর্শন দ্বারা স্থাবর-জঙ্গমদিগকে আনন্দিত করিয়া এবং তাহাদিগের দর্শনে স্বয়ং আনন্দিত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত-বৃন্দ ॥ ২ ॥

মহাপ্রভু কর্ত্তৃক শ্রীরাধাকুণ্ডের আবিষ্কার

এই মত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
আরিট-গ্রামে আসি বাহ্য হৈল আচম্বিতে ॥ ৩ ॥
আরিটে রাধাকুণ্ড-বার্ত্তা পুছে লোক-স্থানে।
কেহ নাহি কহে, সঙ্গের ব্রাহ্মণ না জানে ॥ ৪ ॥
তীর্থ লুপ্ত জানি প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্।
দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্প জলে কৈল স্নান ॥ ৫ ॥
দেখি সব গ্রাম্য-লোকের বিস্ময় হৈল মন।
প্রেমে প্রভু করে রাধাকুণ্ডের স্তবন— ॥ ৬ ॥
সব গোপী হইতে রাধা কৃষ্ণের প্রেয়সী।
তৈছে রাধাকুণ্ড প্রিয়-প্রিয়ার সরসী ॥ ৭ ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে ৪১শ-অঙ্কধৃত
পদ্মপুরাণবচনং—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্ত-বল্লভা ॥ ৮ ॥
যেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে।
জলে জলকেলি করে, তীরে রাস রঙ্গে ॥ ৯ ॥
সেই কুণ্ডে একবার যেই করে স্নান।
তারে রাধা-সম প্রেম কৃষ্ণ করে দান ॥ ১০ ॥
কুণ্ডের মাধুরী যেন রাধার মধুরিমা।
কুণ্ডের মহিমা যেন রাধার মহিমা ॥ ১১ ॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ৭ম সর্গে
১০২ শ্লোকঃ—

শ্রীরাধেব হরেস্তদীয়-সরসী প্রেষ্ঠাদ্ভুতৈঃ স্বৈর্গুণৈ-
র্যস্যাং শ্রীযুতমাধবেন্দুরনিশং প্রীত্যা তয়া ক্রীড়তি।
প্রেমাস্মিন্ বত রাধিকেব লভতে যস্যাং সকৃৎ
স্নানকৃৎ
তস্যা বৈ মহিমা তথা মধুরিমা কেনাস্তু
বর্ণ্যঃ ক্ষিতৌ ॥ ১২ ॥

যে শ্রীরাধাকুণ্ড স্বীয় অসাধারণ মহিমাবশতঃ শ্রীরাধার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়, যে কুণ্ডে ব্রজের পূর্ণচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যহ শ্রীরাধিকাসহ কেলি করিয়া থাকেন এবং যে কুণ্ডে কোনও ব্যক্তি একবার মাত্র স্নান করিলে তিনি শ্রীরাধার ন্যায় কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন, সেই শ্রীরাধাকুণ্ডের মহিমা ও মাধুর্য্য পৃথিবীতে কে বর্ণনা করিতে সমর্থ হইবে? ॥ ১২ ॥

শ্রীগোবর্দ্ধনাদি লীলাস্থল ও গোপাল দর্শন

এইমত স্তুতি করে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
তীরে নৃত্য করে কুণ্ডলীলা সঙরিয়া ॥ ১৩ ॥*
কুণ্ডের মৃত্তিকা লৈয়া তিলক করিল।
ভট্টাচার্য্য দ্বারা মৃত্তিকা সঙ্গে কিছু লৈল ॥ ১৪ ॥
তবে চলি আইলা প্রভু সুমনঃ-সরোবর।
গোবর্দ্ধন দেখি তাঁহা হইলা বিহ্বল ॥ ১৫ ॥
গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু কৈলা দণ্ডবত।
এক শিলা আলিঙ্গিয়া হইলা উন্মত্ত ॥ ১৬ ॥
প্রেমে মত্ত চলি আইলা গোবর্দ্ধন-গ্রাম।
হরিদেব দেখি তাঁহা করিলা প্রণাম ॥ ১৭ ॥

* অনুবাদ ৬০ পৃষ্ঠায় ২১৩ দাগে দ্রষ্টব্য।

* সঙরিয়া — স্মরণ করিয়া।

মথুরা-পদ্মের পশ্চিম-দলে যাঁর বাস।
হরিদেব-নারায়ণ আদি-পরকাশ ॥ ১৮ ॥
হরিদেব-আগে নাচে প্রেমে মত্ত হইয়া।
লোক-সব দেখিতে আইসে আশ্চর্য্য শুনিয়া ॥১৯॥
প্রভুর প্রেম সৌন্দর্য্য দেখি লোকে চমৎকার।
হরিদেবের ভৃত্য প্রভুর করিল সৎকার ॥ ২০ ॥
ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মকুণ্ডে যাইয়া পাক কৈল।
ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করি প্রভু ভিক্ষা কৈল ॥ ২১ ॥
সে রাত্রি রহিলা হরিদেবের মন্দিরে।
রাত্রে মহাপ্রভু করে মনেতে বিচারে ॥ ২২ ॥
গোবর্দ্ধন-উপরে আমি কভু না চড়িব।
গোপাল দেবের দরশন কেমনে পাইব ॥ ২৩ ॥
এত মনে করি প্রভু মৌন করি রহিলা।
জানি গোপাল ম্লেচ্ছভয়-ভঙ্গী উঠাইলা ॥ ২৪ ॥

তথাহি গ্রন্থকারস্য—

অনারুরুক্ষবে শৈলং স্বস্মৈ ভক্তাভিমানিনে।
অবরুহ্য গিরেঃ কৃষ্ণো গৌরায় সমদর্শয়ৎ ॥ ২৫ ॥

শ্রীগোপালদেব গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত হইতে নামিয়া, ভক্তাভিমানী সুতরাং গোবর্দ্ধনে চড়িতে অনিচ্ছুক যে শ্রীগৌরাঙ্গদেব, তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

অন্নকূট-নাম-গ্রামে গোপালের স্থিতি।
রাজপুত-লোকের সেই গ্রামেতে বসতি ॥ ২৬ ॥
এক জন আসি রাত্রে গ্রামীকে বলিল।
তোমার গ্রাম মারিতে তুড়ুকধারী সাজিল ॥২৭॥*
আজি রাত্রে পলাহ, গ্রামে না রহ একজন।
ঠাকুর লইয়া ভাগ, কাল আসিবে যবন ॥ ২৮ ॥
শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইল।
প্রথমে গোপাল লৈয়া গাঠুঁলি-গ্রামে থুইল ॥২৯॥
বিপ্র-গৃহে গোপালের নিভৃতে সেবন।
গ্রাম উজাড় হৈল—পলাইল সর্ব্বজন ॥ ৩০ ॥

ঐছে ম্লেচ্ছ-ভয়ে গোপাল ভাগে বারেবারে।
মন্দির ছাড়ি কুঞ্জে রহে, কিবা গ্রামান্তরে ॥ ৩১ ॥
প্রাতঃকালে প্রভু মানস-গঙ্গার করি স্নান।
গোবর্দ্ধন-পরিক্রমায় করিলা প্রয়াণ ॥ ৩২ ॥*
গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
নাচিতে নাচিতে চলিলা শ্লোক পড়িয়া ॥ ৩৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কঃ ২১ অঃ ১৮ শ্লোকঃ—

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাস-বর্য্যো
যদ্রাম-কৃষ্ণ-চরণ-স্পর্শ-প্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ-গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়-সুযবস-কন্দর-কন্দমূলৈঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বেণুরব-মোহিতা কোনও গোপী বলিলেন, হে সখীগণ! এই গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত হরিদাসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যেহেতু ইনি রাম-কৃষ্ণের শ্রীচরণ স্পর্শে উৎফুল্ল হইয়া উত্তম পানীয়, কাঁচা কাঁচা তৃণ, গহ্বর এবং কন্দ ও মূল দ্বারা গোপগণ ও সখাগণসহ শ্রীরাম কৃষ্ণের যথাযথ পূজা করিতেছেন ॥ ৩৪ ॥

গোবিন্দকুণ্ড-তীর্থে আসি প্রভু কৈল স্নানে।
তাঁহাই শুনিল—গোপাল গাঠুলিয়া গ্রামে ॥৩৫॥
সেই গ্রামে গিয়া কৈল গোপাল-দর্শন।
প্রেমাবেশে করে প্রভু কীর্ত্তন নর্ত্তন ॥ ৩৬ ॥
গোপালের সৌন্দর্য্য দেখি প্রভুর আবেশ।
এই শ্লোক পড়ি নাচে, হৈল দিন শেষ ॥ ৩৭ ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ২৬ শ্লোকঃ—

বামস্তামরসাক্ষস্য ভুজদণ্ডঃ স পাতু বঃ।
ক্রীড়া-কন্দুকতাং যেন নীতো গোবর্দ্ধনো গিরিঃ ॥ ৩৮ ॥

---

* তুড়ুকধারী—অস্ত্রশস্ত্রধারী অশ্বারোহী যবনসৈন্য।

* গোবর্দ্ধন-পরিক্রমায়—অর্থাৎ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত পরিক্রম করিবার জন্য

পদ্মপলাশ লোচন শ্রীকৃষ্ণের বাম বাহু তোমাদিগকে রক্ষা করুন, যে বাহুতে তিনি গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতকে খেলার জিনিসের ন্যায় অনায়াসে ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥

এইমত তিন দিন গোপাল দেখিলা।
চতুর্থ দিবসে গোপাল মন্দিরে চলিলা ॥ ৩৯ ॥
গোপাল-সঙ্গে চলি আইলা নৃত্যগীত করি।
আনন্দ-কোলাহলে লোক বলে 'হরি হরি' ॥ ৪০॥
গোপাল মন্দিরে গেলা প্রভু রহিলা তলে।
প্রভুর বাঞ্ছা পূর্ণ সব করিল গোপালে ॥ ৪১ ॥
এইমত গোপালের করুণ-স্বভাব।
যেই ভক্তজনের দেখিতে হয় ভাব ॥ ৪২ ॥
দেখিতে উৎকণ্ঠা হয়, না চড়ে গোবর্দ্ধনে।
কোনো ছলে গোপাল আসি উতরে আপনে ॥৪৩॥
কভু কুঞ্জে রহে, কভু রহে গ্রামান্তরে।
সেই ভক্ত তাহা আসি দেখয়ে তাহারে ॥ ৪৪ ॥
পর্ব্বতে না চড়ে দুই—রূপ, সনাতন।
এইরূপে তাঁ-সবারে দিয়াছেন দর্শন ॥ ৪৫ ॥
বৃদ্ধকালে রূপ-গোসাঞি না পারে যাইতে।
বাঞ্ছা হৈল গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিতে ॥ ৪৬
ম্লেচ্ছ-ভয়ে আইলা গোপাল মথুরা নগরে।
একমাস রহিল বিঠ্ঠলেশ্বর ঘরে ॥ ৪৭ ॥
তবে রূপ-গোসাঞি সব নিজ-গণ লৈয়া।
একমাস দর্শন কৈল মথুরায় রহিয়া ॥ ৪৮ ॥

শ্রীনন্দগ্রাম দর্শন

সঙ্গে গোপাল-ভট্ট, দাস রঘুনাথ।
রঘুনাথ-ভট্টগোসাই আর লোকনাথ ॥ ৪৯ ॥
ভূগর্ভ-গোঁসাই, আর শ্রীজীব-গোসাঞি।
শ্রীযাদব-আচার্য্য, আর গোবিন্দ গোসাঞি ॥ ৫০
শ্রীউদ্ধব-দাস, আর মাধব দুই জন।
শ্রীগোপাল-দাস আর দাস-নারায়ণ ॥ ৫১ ॥
গোবিন্দ-ভক্ত, আর বাণী-কৃষ্ণদাস।
পুণ্ডরীকাক্ষ, ঈশান, আর লঘু-হরিদাস ॥ ৫২ ।
এইসব মুখ্য ভক্ত লৈয়া নিজ-সঙ্গে।
শ্রীগোপাল দরশন কৈল বহু-রঙ্গে ॥ ৫৩ ॥
একমাস রহি গোপাল গেলা নিজ-স্থানে।
শ্রীরূপ-গোসাঞি আইলা শ্রীবৃন্দাবনে ॥ ৫৪ ॥
প্রস্তাবে কহিল গোপাল কৃপার আখ্যানে।
তবে মহাপ্রভু গেলা শ্রীকাম্যবনে ॥ ৫৫ ॥
প্রভুর গমন রীতি পূর্ব্বে যে লিখিল।
সেইমত বৃন্দাবন যাবত দেখিল ॥ ৫৬ ॥
তাহা লীলাস্থল দেখি গেলা নন্দীশ্বর।
নন্দীশ্বর দেখি প্রেমে হইলা বিহ্বল ॥ ৫৭
পাবন আদি সব কুণ্ডে স্নান করিয়া।
লোকেরে পুছিল পর্ব্বত-উপরে যাইয়া ॥ ৫৮ ॥*
কিছু দেব-মূর্ত্তি হয় পর্ব্বত উপরে।
লোকে কহে—মূর্ত্তি হয় গোফার ভিতরে ॥ ৫৯ ॥
দুইদিকে মাতা পিতা পুষ্ট কলেবর।
মধ্যে এক শিশু হয় ত্রিভঙ্গ-সুন্দর ॥ ৬০ ॥
শুনি মহাপ্রভু মনে আনন্দ পাইয়া।
তিন মূর্ত্তি দেখে সেই গোফা উঘাড়িয়া ॥ ৬১ ॥
ব্রজেন্দ্র-ব্রজেশ্বরীর কৈল চরণ বন্দন।
প্রেমাবেশে কৃষ্ণের কৈল সর্ব্বাঙ্গ-স্পর্শন ॥ ৬২ ॥
সব দিন প্রেমাবেশে নৃত্য গীত কৈল।
তাহা হৈতে মহাপ্রভু খদির বন আইল ॥ ৬৩ ॥
লীলাস্থল দেখি তাহা গেলা শেষশায়ী।
লক্ষ্মী দেখি এই শ্লোক পড়েন গোসাঞি ॥ ৬৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কঃ ৩১ অঃ ১৯ শ্লোকঃ— †

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ৬৫ ॥

* পাঠান্তর—'পাবনাদি' পাঠ।

† অনুবাদ ৫৭ পৃষ্ঠায় ১৭২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

তবে খেলাতীর্থ দেখি ভাণ্ডীর-বন আইলা।
যমুনাতে পার হৈয়া ভদ্রবন গেলা ॥ ৬৬ ॥

গোকুল হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে প্রভুর আগমন

শ্রীবন দেখি পুনঃ গেলা লোহবন।
মহাবন গিয়া জন্মস্থান-দরশন ॥ ৬৭ ॥
যমলার্জ্জুন-ভঙ্গা'দি দেখিল সেই স্থল।
প্রেমাবেশে প্রভুর মন হৈল টলমল ॥ ৬৮ ॥
গোকুল দেখিয়া আইলা মথুরা-নগরে।
জন্মস্থান দেখি রহে সেই বিপ্র-ঘরে ॥ ৬৯ ॥
লোকের সংঘট্ট দেখি মথুরা ছাড়িয়া।
একান্তে অক্রূর-তীর্থে রহিলা আসিয়া ॥ ৭০ ॥
আরদিনে আইলা প্রভু দেখিতে বৃন্দাবন।
কালিয়-হ্রদে স্নান কৈল আর প্রস্কন্দন ॥ ৭১ ॥
দ্বাদশ-আদিত্য হৈতে কেশিতীর্থে আইলা।
রাসস্থলী দেখি প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা ॥ ৭২ ॥
চেতন পাইয়া পুনঃ গড়াগড়ি যায়।
হাসে কান্দে নাচে পড়ে উচ্চৈঃস্বরে গায় ॥ ৭৩ ॥
এই মতে সেই দিন তথা গোঙাইলা।
সন্ধ্যায় অক্রূরে আসি ভিক্ষা নির্ব্বাহিলা ॥ ৭৪ ॥
প্রাতে বৃন্দাবনে কৈল চীরঘাটে স্নান।
তেঁতুলী-তলাতে আসি করিল বিশ্রাম ॥ ৭৫ ॥
কৃষ্ণলীলা-কালের সেই বৃক্ষ পুরাতন।
তার তলে পিঁড়ি বাঁধা পরম চিক্কণ ॥ ৭৬ ॥
নিকটে যমুনা বহে, শীতল সমীর।
বৃন্দাবন-শোভা দেখি নয়নে বহে নীর ॥ ৭৭ ॥
তেঁতুলী-তলে বসি করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
মধ্যাহ্ন করি আসি করে অক্রূরে ভোজন ॥ ৭৮ ॥
অক্রূরের লোক আইসে প্রভুরে দেখিতে।
লোক-ভিড়ে স্বচ্ছন্দে নারে কীর্ত্তন করিতে ॥৭৯॥
বৃন্দাবনে আসি প্রভু বসিয়া একান্তে।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন করে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্তে ॥ ৮০ ॥
তৃতীয় প্রহরে লোক পায় দরশন।
সবারে উপদেশ করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৮১ ॥

শ্রীবৃন্দাবনে রাজপুত কৃষ্ণদাস সহ মিলন

হেনকালে আইলা বৈষ্ণব কৃষ্ণদাস নাম।
রাজপুত-জাতি, গৃহস্থ, যমুনাপারে গ্রাম ॥ ৮২ ॥
কেশীস্নান করি সেই কালিদহ যাইতে।
আমলি-তলায় প্রভুরে দেখে আচম্বিতে ॥ ৮৩ ॥
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈল চমৎকার।
প্রেমাবেশে প্রভুরে করেন নমস্কার ॥ ৮৪ ॥
প্রভু কহে—কে তুমি, কাঁহা তোমার ঘর।
কৃষ্ণদাস কহে—মুই গৃহস্থ পামর ॥ ৮৫ ॥
রাজপুত-জাতি মুই পারে মোর ঘর।
মোর ইচ্ছা হয—হঙ বৈষ্ণব-কিঙ্কর ॥ ৮৬ ॥
কিন্তু আজি এক মুই স্বপন দেখিনু।
সেই স্বপন পরতেক তোমা আসি পাইনু ॥ ৮৭ ।
প্রভু তারে কৃপা কৈল আলিঙ্গন করি।
প্রেমে মত্ত নাচে সেই, বলে 'হরি হরি' ॥ ৮৮ ॥
প্রভু-সঙ্গে মধ্যাহ্নে অক্রূর-তীর্থে আইলা।
প্রভুর অবশিষ্টপাত্র-প্রসাদ পাইলা ॥ ৮৯ ॥
প্রাতে প্রভু-সঙ্গে আইল জলপাত্র লৈয়া।
প্রভু-সঙ্গে রহে গৃহ-স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া ॥ ৯০ ॥
যাহা তাহা লোক সব—কহিতে লাগিল।
বৃন্দাবনে পুনঃ কৃষ্ণ প্রকট হইল ॥ ৯১ ॥
একদিন মথুরার লোক প্রাতঃকালে।
বৃন্দাবন হৈতে আইসে করি কোলাহলে ॥ ৯২ ॥
প্রভু দেখি করে লোক চরণ-বন্দন।
প্রভু কহে—কাঁহা হৈতে কৈলে আগমন ॥ ৯৩
লোক কহে—কৃষ্ণ প্রকট কালিদহের জলে।
কালিয়-শিরে নৃত্য করে, ফণারত্ন জ্বলে ॥ ৯৪ ॥
সাক্ষাৎ দেখিল লোক—নাহিক সংশয়।
শুনি হাসি কহে প্রভু—সব সত্য হয় ॥ ৯৫ ॥
এইমত তিন রাত্রি লোকের গমন।
সবে আসি কহে—কৃষ্ণ পাইল দর্শন ॥ ৯৬ ॥
প্রভু-আগে কহে লোক—শ্রীকৃষ্ণ দেখিল।
সরস্বতী এই বাক্য সত্য কহাইল ॥ ৯৭ ॥

মহাপ্রভু দেখি সত্য কৃষ্ণ-দরশন।
নিজাজ্ঞানে সত্য ছাড়ি অসত্যে সত্যভ্রম ॥ ৯৮ ॥
ভট্টাচার্য্য কহে তবে প্রভুর চরণে— ।
আজ্ঞা দেহ যাই করি কৃষ্ণ-দরশনে ॥ ৯৯ ॥
তবে তাঁরে কহে প্রভু চাপড় মারিয়া।
মূর্খের বাক্যে মূর্খ হৈলা পণ্ডিত হইয়া ॥ ১০০ ॥
কৃষ্ণ কেনে দরশন দিবেন কলিকালে।
নিজ-ভ্রমে মূর্খ লোক করে কোলাহলে ॥ ১০১ ॥
বাতুল না হইও, ঘরে রহ ত বসিয়া।
কৃষ্ণ-দর্শন করিহ কালি রাত্রে যাইয়া ॥ ১০২ ॥
প্রাতঃকালে ভব্য-লোক প্রভু-স্থানে আইল।
কৃষ্ণ দেখি আইলা —প্রভু তাহারে পুছিল ॥১০৩॥
লোক কহে—রাত্রে কৈবর্ত্ত নৌকাতে চড়িয়া।
কালিদহে মৎস্য মারে দেউটি জ্বালিয়া ॥ ১০৪ ॥

মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব জ্ঞানোপদেশ

দূর হৈতে তাহা দেখি লোকের হয় ভ্রম— ।
কালিয়-শরীরে কৃষ্ণ করেন নর্ত্তন ॥ ১০৫ ॥
নৌকাতে কালিয়-জ্ঞান দীপে রত্নজ্ঞানে।
জালিয়াকে মূঢ় লোক কৃষ্ণ করি মানে ॥ ১০৬ ॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আইলা—এহো সত্য হয়।
কৃষ্ণকে দেখিল লোক—ইহা মিথ্যা নয় ॥১০৭॥
কিন্তু কাঁহা কৃষ্ণ দেখে, কাঁহা ভ্রমে মানে।
স্থাণু পুরুষ যৈছে বিপরীত জ্ঞানে ॥ ১০৮ ॥
প্রভু কহে—কাঁহা পাইলে কৃষ্ণ-দরশন।
লোক কহে—সন্ন্যাসী তুমি জঙ্গম-নারায়ণ ॥১০৯॥
বৃন্দাবনে হৈলা তুমি কৃষ্ণ-অবতার।
তোমা দেখি সর্ব্বলোক হইল নিস্তার ॥ ১১০ ॥
প্রভু কহে—'বিষ্ণু বিষ্ণু' ইহা না কহিও।
জীবাধামে কৃষ্ণ-জ্ঞান কভু না করিও ॥ ১১১ ॥
সন্ন্যাসী চিৎকণ জীব, কিরণকণ সম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম ॥ ১১২ ॥
জীব আর ঈশ্বর-তত্ত্ব কভু নহে সম।
জ্বলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥ ১১৩ ॥

তথাহি ভগবৎসন্দর্ভে ধৃতং সর্ব্বজ্ঞসূক্তম্ :—

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশ-নিকরাকরঃ ॥১১৪॥

সচ্চিদানন্দময় ঈশ্বর হইলেন হ্লাদিনী ও সম্বিৎ-শক্তি-বিশিষ্ট, আর জীব হইল অজ্ঞানে আবৃত, সুতরাং জীবের অশেষ ক্লেশ ॥ ১১৪ ॥

যেই মূঢ় কহে—জীব ঈশ্বরের সম।
সেই ত পাষণ্ডী হয়, দণ্ডে তারে যম ॥ ১১৫ ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য ১ম বিলাসে
৭২ অঙ্কধৃত বৈষ্ণবতন্ত্রবচন —

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি-দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবং ॥১১৬॥

যে ব্যক্তি শ্রীনারায়ণকে ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবতাগণের সঙ্গে সমান বলিয়া মনে করে, সে নিশ্চয়ই পাষণ্ড মধ্যে গণ্য ॥ ১১৬ ॥

লোক কহে—তোমাতে কভু নহে জীব মতি।
কৃষ্ণের সদৃশ তোমার আকৃতি-প্রকৃতি ॥ ১১৭ ॥
আকৃত্যে তোমাকে দেখি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
দেহকান্তি, পীতাম্বর কৈলে আচ্ছাদন ॥ ১১৮ ॥
মৃগমদ বস্ত্রে বান্ধি, তবু না লুকায়।
ঈশ্বর-স্বভাব তোমার ঢাকা নাহি যায় ॥ ১১৯ ॥
অলৌকিক প্রকৃতি তোমার বুদ্ধি-অগোচর।
তোমা দেখি কৃষ্ণপ্রেমে জগত পাগল ॥ ১২০ ॥
স্ত্রী বাল বৃদ্ধ কিবা চণ্ডাল যবন।
যেই তোমার একবার পায় দরশন ॥ ১২১ ॥
কৃষ্ণনাম ল'য়ে নাচে হইয়ে উন্মত্ত।
আচার্য্য হইল সেই, তারিল জগত ॥ ১২২ ॥

দর্শনের কার্য্য আছুক, যে তোমার নাম শুনে।
সেহো কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত, তারে ত্রিভুবনে ॥ ১২৩ ॥
তোমার নাম শুনি হয় শ্বপচ পাবন।
অলৌকিক শক্তি তোমার না যায় কথন ॥১২৪॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কঃ ৩৩ অঃ ৭ শ্লোকঃ—

যন্নামধেয়-শ্রবণ ত্তুনাৎ
যৎ-প্রহ্বণাদ্ যৎ-স্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥ ১২৫ ॥ *

এই ত মহিমা তোমার তটস্থ-লক্ষণ।
স্বরূপ-লক্ষণে তুমি ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥ ১২৬ ॥

মহাপ্রভুকে লইয়া বৃন্দাবন হইতে
প্রত্যাবর্ত্তন

সেই সব লোকে প্রভু প্রসাদ করিল।
প্রেমে মত্ত হৈয়া লোক নিজ-ঘরে গেল ॥ ১২৭ ।
এইমত কতদিন অক্রূরে রহিলা।
কৃষ্ণনাম-প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা ॥ ১২৮ ॥
মাধব-পুরীর শিষ্য সেই ত ব্রাহ্মণ।
মথুরার ঘরে ঘরে করায় নিমন্ত্রণ ॥ ১২৯ ॥
মথুরার যত লোক ব্রাহ্মণ সজ্জন।
ভট্টাচার্য্য-স্থানে আসি করে নিমন্ত্রণ ॥ ১৩০ ॥
একদিনে দশ বিশ করে নিমন্ত্রণ।
ভট্টাচার্য্য এক মাত্র করেন গ্রহণ ॥ ১৩১ ॥
অবসর না পায় লোক নিমন্ত্রণ দিতে।
সেই বিপ্রে সাধে লোক নিমন্ত্রণ নিতে ॥ ১৩২
কান্যকুব্জ দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ।
দৈন্য করি করে মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ ॥ ১৩৩ ॥
প্রাতঃকালে অক্রূরে আসি রন্ধন করিয়া।
প্রভুকে ভিক্ষা দেন শালগ্রামে সমর্পিয়া ॥ ১৩৪

একদিন অক্রূর-ঘাটের উপরে।
বসি মহাপ্রভু কিছু করেন বিচারে ॥ ১৩৫ ॥
এই ঘাটে অক্রূর বৈকুণ্ঠ দেখিল।
ব্রজবাসী লোক গোলোকদর্শন পাইল ॥ ১৩৬ ॥
এত বলি ঝাঁপ দিলা জলের উপরে।
ডুবিয়া রহিলা প্রভু জলের ভিতরে ॥ ১৩৭ ॥
দেখি কৃষ্ণদাস কান্দি ফুকার করিল।
ভট্টাচার্য্য শীঘ্র আসি প্রভু উঠাইল ॥ ১৩৮ ॥
তবে ভট্টাচার্য্য সেই ব্রাহ্মণ লইয়া।
যুক্তি করিল কিছু নিভৃতে বসিয়া ॥ ১৩৯ ॥
আজি আমি আছিলাম উঠাইলুঁ প্রভুরে।
বৃন্দাবনে ডুবে যদি কে উঠাবে তাঁরে ॥ ১৪০ ॥
লোকের সংঘট্ট নিমন্ত্রণের জঞ্জাল।
নিরন্তর আবেশ প্রভুর না দেখিয়ে ভাল ॥১৪১॥
বৃন্দাবন হৈতে যদি প্রভুরে কাড়িয়ে।
তবে মঙ্গল হয়—এই ভাল যুক্তি হ'য়ে ॥ ১৪২ ॥
বিপ্র কহে—প্রয়াগেতে প্রভু ল'য়ে যাই।
গঙ্গাতীর-পথে যাই, তবে সুখ পাই ॥ ১৪৩ ॥
সোরোক্ষেত্রে আগে যাই করি গঙ্গাস্নান।
সেই পথে প্রভু লৈয়া করিয়ে পয়াণ ॥ ১৪৪ ॥
মাঘমাস লাগিল, এবে যদি যাই।
মকরে প্রয়াগ-স্নান কতদিনে পাই ॥ ১৪৫ ॥
আপনার দুঃখ কিছু করি নিবেদন।
মকরে পঁছসি প্রয়াগে করিহ সূচন ॥ ১৪৬ ॥

যবনগণের প্রতি প্রভুর কৃপা

গঙ্গাতীর-পথের সুখ জানাইহ তাঁরে।
ভট্টাচার্য্য আসি তবে কহিল প্রভুরে— ॥ ১৪৭ ॥
সহিতে না পারি আমি লোকের গড়বড়ি।
নিমন্ত্রণ লাগি লোক করে হুড়াহুড়ি ॥ ১৪৮ ॥
প্রাতঃকালে আইসে লোক, তোমাকে না পায়।
তোমাকে না পাইয়া লোক মোর মাথা খায় ॥১৪৯॥
তবে সুখ হয় যদি গঙ্গাপথে যাই।
এবে যদি যাই, প্রয়াগে মকর স্নান পাই ॥১৫০॥

* অনুবাদ ২৮৭ পৃষ্ঠায় ১৮৭ দাগে দ্রষ্টব্য।

উদ্বিগ্ন হইল প্রাণ, সহিতে না পারি।
প্রভুর যে আজ্ঞা হয়, সেই শিরে ধরি ॥ ১৫১ ॥
যদ্যপি বৃন্দাবন-ত্যাগে নাহি প্রভুর মন।
ভক্ত ইচ্ছা করিতে কহে মধুর-বচন— ॥ ১৫২ ॥
তুমি আমায় আনি দেখাইলে বৃন্দাবন।
এই ঋণ আমি নারিব করিতে শোধন ॥ ১৫৩ ॥
তোমার যে ইচ্ছা, আমি তাহাই করিব।
যাঁহা লৈয়া যাহ তুমি, তাঁহাই যাইব ॥ ১৫৪ ॥
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু প্রাতঃস্নান কৈল।
বৃন্দাবন ছাড়িব জানি প্রেমাবেশ হৈল ॥ ১৫৫ ॥
বাহ্য-বিকার নাহি, প্রেমাবিষ্ট মন।
ভট্টাচার্য্য কহে—চল যাই মহাবন ॥ ১৫৬ ॥*
এত বলি মহাপ্রভুকে নৌকায় বসাইল।
পার করি ভট্টাচার্য্য লইয়া চলিল ॥ ১৫৭ ॥
প্রেমিক কৃষ্ণদাস আর সেই ত ব্রাহ্মণ।
গঙ্গাপথে যাইবার বিজ্ঞ দুই জন ॥ ১৫৮ ॥
যাইতে এক বৃক্ষতলে প্রভু সবা লৈয়া।
বসিলা সবার পথ-শ্রান্তি দেখিয়া ॥ ১৫৯ ॥
সেই বৃক্ষ-নিকটে চরে বহু গাভীগণ।
তাহা দেখি মহাপ্রভুর উল্লাসিত মন ॥ ১৬০ ॥
আচম্বিতে এক গোপ বংশী বাজাইল।
শুনি মহাপ্রভুর মহা প্রেমাবেশ হৈল ॥ ১৬১ ॥
অচেতন হৈয়া প্রভু ভূমিতে পড়িল।
মুখে ফেন পড়ে, নাসায় শ্বাস রুদ্ধ হৈল ॥ ১৬২ ॥
হেনকালে তাঁহা আসোয়ার দশ আইল।
ম্লেচ্ছ পাঠান ঘোড়া হইতে উত্তরিল ॥ ১৬৩ ॥
প্রভুকে দেখিয়া ম্লেচ্ছ করয়ে বিচার।
এই যতি-পাশ ছিল সুবর্ণ অপার ॥ ১৬৪ ॥
এই চারি বাটোয়ার ধুতুরা খাওয়াইয়া।
মারি ডারিয়াছে যতির সব ধন লৈয়া ॥ ১৬৫ ॥
তবে সেই পাঠান চারি জনেরে বান্ধিল।
কাটিতে চাহে গৌড়ীয়া-সব কাঁপিতে লাগিল ।১৬৬॥

কৃষ্ণদাস-রাজপুত—সে নির্ভয় বড়।
সেই বিপ্র নির্ভয়, সে মুখে বড় দড় ॥ ১৬৭ ॥
বিপ্র কহে—পাঠান! তোমার পাতশার দোহাই।
চল তুমি, আমি সিকদার-পাশ যাই ॥ ১৬৮ ॥
এ যতি আমার গুরু, আমি মাথুর-ব্রাহ্মণ।
পাতশার আগে আছে মোর শতজন ॥ ১৬৯ ॥
এই যতি ব্যাধিতে কভু হয়েন মূর্চ্ছিত।
অবহিঁ চেতন পাবে, হইবে সম্বিত ॥ ১৭০ ॥
ক্ষণেক ইহা বৈস, বান্ধি রাখহ সবারে।
ইঁহাকে পুছিয়া তবে মারিহ আমারে ॥ ১৭১ ॥
পাঠান কহে – তুমি পশ্চিমা-সাধু দুইজন।
গৌড়ীয়া ঠগ এই কাঁপে দুই জন ॥ ১৭২ ॥
কৃষ্ণদাস কহে—আমার ঘর এই গ্রামে।
শতেক তুড়কী আছে, দুই শত কামানে ॥ ১৭৩ ॥
এখনি আসিবে সব আমি যদি ফুকারি।
ঘোড়া-পিড়া লুটি লবে তোমা-সবা মারি ॥ ১৭৪ ॥
গৌড়ীয়া বাটপাড় নহে, তুমি বাটপাড়।
তীর্থবাসী লুট, আর চাহ মারিবার ॥ ১৭৫ ॥
শুনিয়া পাঠান-মনে সঙ্কোচ হইল।
হেনকালে মহাপ্রভু চেতন পাইল ॥ ১৭৬ ॥
হুঙ্কার করিয়া উঠি বলে 'হরি হরি'।
প্রেমাবেশে নৃত্য করে ঊর্দ্ধবাহু করি ॥ ১৭৭ ॥
প্রেমাবেশে প্রভু যবে করেন চীৎকার।
ম্লেচ্ছের হৃদয়ে যেন লাগে শেল-ধার ॥ ১৭৮ ॥
ভয় পাইয়া ম্লেচ্ছ ছাড়ি দিল চারিজনে।
প্রভু না দেখিল নিজ-গণের বন্ধনে ॥ ১৭৯ ॥
ভট্টাচার্য্য আসি প্রভুকে ধরি বসাইল।
ম্লেচ্ছগণ আগে দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল। ১৮০ ॥
ম্লেচ্ছগণ আসি প্রভুর বন্দিল চরণ।
প্রভু-আগে কহে—এই ঠগ চারিজন। ১৮১ ॥
এই চারি মিলি তোমায ধুতুরা খাওয়াইয়া।
তোমার ধন লৈল তোমায় পাগল করিয়া ॥ ১৮২॥
প্রভু কহেন—ঠক নহে, মোর সঙ্গি-জন।
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী—মোর নাহি কিছু ধন ॥ ১৮৩ ॥

* যাই মহাবন—গোকুলে যাই।

মৃগী-ব্যাধিতে মুই প্রভু হই অচেতন।
এই চারি দয়া করি করেন পালন ॥ ১৮৪ ॥
সেই ম্লেচ্ছ-মধ্যে এক পরম গম্ভীর।
কালবস্ত্র পরে সেই, লোকে কহে পীর ॥ ১৮৫ ॥
চিত্ত আর্দ্র হৈল তার প্রভুকে দেখিয়া।
নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্থাপে স্বশাস্ত্র উঠাইয়া ॥ ১৮৬ ॥
অদ্বয়-ব্রহ্মবাদ সেই করিল স্থাপন।
তারি শাস্ত্র-যুক্ত্যে প্রভু করিল খণ্ডন ॥ ১৮৭ ॥
যেই যেই কহে, প্রভু সকলি খণ্ডিল।
না আইসে মুখে—মহাস্তব্ধ হৈল ॥ ১৮৮ ॥

মহাপ্রভুর প্রয়াগে গমন

প্রভু কহে—তোমার শাস্ত্রে কহি নির্ব্বিশেষ।
তাহা খণ্ডি সবিশেষ স্থাপিয়াছে শেষ ॥ ১৮৯ ॥
তোমার শাস্ত্রে কহে শেষে—একই ঈশ্বর।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ তেঁহো শ্যাম-কলেবর ॥ ১৯০ ॥
সচ্চিদানন্দ-দেহ পূর্ণব্রহ্ম-রূপ।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বজ্ঞ নিত্য সর্ব্বাদি-স্বরূপ ॥ ১৯১ ॥
সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় তাঁহা হৈতে হয়।
স্থূল সূক্ষ্ম জগতের তেঁহো সমাশ্রয় ॥ ১৯২ ॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বারাধ্য কারণের কারণ।
তাঁর ভক্ত্যে হয় জীবের সংসার-তারণ ॥ ১৯৩ ॥
তাঁর সেবা বিনে জীবের না যায় সংসার।
তাঁহার চরণে প্রীতি – পুরুষার্থ সার ॥ ১৯৪ ॥
মোক্ষাদি-আনন্দ নহে যার এক কণ।
পূর্ণানন্দ-প্রাপ্তি তাঁর চরণ-সেবন ॥ ১৯৫ ॥
কর্ম্ম জ্ঞান যোগ আগে করিয়া স্থাপন।
সকল খণ্ডিয়া স্থাপে ঈশ্বর-সেবন ॥ ১৯৬ ॥
তোমার পণ্ডিত সবার নাহি শাস্ত্রজ্ঞান।
পূর্ব্ব-পর-বিধি-মধ্যে পর বলবান্ ॥ ১৯৭ ॥
নিজ-শাস্ত্র দেখ তুমি বিচার করিয়া।
কিবা লিখিয়াছে শেষে নির্ণয় করিয়া ॥ ১৯৮ ॥

ম্লেচ্ছ কহে—যেই কহ, সেই সত্য হয়।
শাস্ত্রে লিখিয়াছে কেহো লইতে না পারয় ॥১৯৯॥
'নির্ব্বিশেষ-গোঁসাই' লৈয়া করেন ব্যাখ্যান।
'সাকার-গোঁসাই সেব্য' কারো নাহি জ্ঞান ॥২০০॥
সেই ত গোঁসাই তুমি সাক্ষাত ঈশ্বর।
মোরে কৃপা কর, মুই অযোগ্য পামর ॥ ২০১ ॥
অনেক দেখিনু মুই ম্লেচ্ছশাস্ত্র হৈতে।
সাধ্য-সাধন-বস্তু নারি নির্দ্ধারিতে ॥ ২০২ ॥
তোমা দেখি জিহ্বা মোর বলে কৃষ্ণনাম।
'আমি বড় জ্ঞানী' এই গেল অভিমান ॥ ২০৩ ॥
কৃপা করি বল মোরে সাধ্য-সাধনে।
এত বলি পড়ে মহাপ্রভুর চরণে ॥ ২০৪ ॥
প্রভু কহে—উঠ তুমি কৃষ্ণনাম লৈলে।
কোটি-জন্মের পাপ গেল—পবিত্র হইলে ॥২০৫॥
কৃষ্ণ কহ, কৃষ্ণ কহ কৈল উপদেশ।
সবে কৃষ্ণ কহে, সবার হৈল প্রেমাবেশ ॥ ২০৬ ॥
রামদাস বলি প্রভু কৈল তাঁর নাম।
আর এক পাঠান তার নাম বিজুলি-খান ॥ ২০৭ ॥
অল্প বয়স তার, রাজার কুমার।
রামদাস আদি পাঠান চাকর তাহার ॥ ২০৮ ॥
কৃষ্ণ বলি পড়ে সেই মহাপ্রভুর পায়।
প্রভু শ্রীচরণ দিল তাহার মাথায় ॥ ২০৯ ॥
তাঁ-সবারে কৃপা করি প্রভু ত চলিলা।
সেই ত পাঠান সব বৈরাগী হইলা ॥ ২১০ ॥
'পাঠান-বৈষ্ণব' বলি হৈল তাঁর খ্যাতি।
সর্ব্বত্র গাইয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি ॥ ২১১ ॥
সেই বিজুলী-খান হৈল মহাভাগবত।
সর্ব্বতীর্থে হৈল তাঁর পরম মহত্ত্ব ॥ ২১২ ॥
ঐছে লীলা করে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পশ্চিম আসিয়া কৈল যবনাদি ধন্য ॥ ২১৩ ॥
সোরোক্ষেত্রে আসি প্রভু কৈল গঙ্গাস্নান।
গঙ্গাতীর-পথে কৈল প্রয়াগে পয়াণ ॥ ২১৪ ॥
সেই বিপ্রে, কৃষ্ণদাসে প্রভু বিদায় দিলা।
যোড়হাতে দুই জন কহিতে লাগিলা— ॥ ২১৫ ॥

প্রয়াগ পর্য্যন্ত দোঁহে তোমা-সঙ্গে যাব।
তোমার চরণ-সঙ্গ পুনঃ কাঁহা পাব ॥ ২১৬ ॥
ম্লেচ্ছদেশে কেহো কাঁহা করয়ে উৎপাত।
ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত কহিতে না জানেন বাত ॥২১৭॥
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিতে লাগিলা।
সেই দুইজন প্রভুর সঙ্গেতে চলিলা ॥ ২১৮ ॥
যেই যেই জন প্রভুর পাইল দর্শন।
সেই প্রেমে মত্ত, করে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ২১৯ ॥
তার সঙ্গে অন্যান্য, তার সঙ্গে আন।
এইমতে বৈষ্ণব কৈল সব দেশ গ্রাম ॥ ২২০ ॥
দক্ষিণ যাইতে যৈছে শক্তি প্রকাশিল।
সেইমত পশ্চিমদেশ প্রেমে ভাসাইল ॥ ২২১ ॥
এইমত চলি প্রভু প্রয়াগে আইলা।
দশদিন ত্রিবেণীতে মকর-স্নান কৈলা ॥ ২২২ ॥
বৃন্দাবন-গমন প্রভুর চরিত্র অনন্ত।
সহস্র-বদন যার নাহি পায় অন্ত ॥ ২২৩ ॥
তাহা কে কহিতে পারে ক্ষুদ্র জীব হৈয়া।
দিগ্‌দরশন কৈল সূত্র করিয়া ॥ ২২৪ ॥
অলৌকিক লীলা প্রভুর অলৌকিক রীতি।
শুনিলেও ভাগ্যহীনের না হয় প্রতীতি ॥ ২২৫ ॥
আদ্যোপান্ত চৈতন্য-লীলা অলৌকিক জ্ঞান।
শ্রদ্ধা করি শুন ইহা, সত্য করি মান ॥ ২২৬ ॥
যেই তর্ক করে ইহা, সেই মূর্খরাজ।
আপনার মুণ্ডে সে আপনি পাড়ে বাজ ॥ ২২৭ ॥
চৈতন্য-চরিত্র এই অমৃতের সিন্ধু।
জগত আনন্দে ভাসায় যার একবিন্দু ॥ ২২৮ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২২৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবনদর্শনং
নাম অষ্টাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবনীয়াং রসকেলি-বার্ত্তাং
কালেন লুপ্তাং নিজশক্তিমুৎকঃ।
সঞ্চার্য্য রূপে ব্যতনোৎ পুনঃ স
প্রভুর্বিধৌ প্রাগিব লোকসৃষ্টিং ॥ ১ ॥

সেই শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু সৃষ্টির প্রারম্ভে যেমন ব্রহ্মাতে শক্তি সঞ্চার করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া শ্রীরূপ-গোস্বামিতে শক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক তাঁহার দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনের রসময় লীলা কথা পুনর্ব্বার সর্ব্বত্র বিস্তার করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্রীরূপ সনাতন-প্রসঙ্গ

শ্রীরূপ সনাতন রামকেলি-গ্রামে।
প্রভুকে মিলিয়া গেলা আপন-ভবনে ৩
দুই ভাই বিষয়-ত্যাগের উপায় সৃজিল।
বহু ধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণ বরিল ॥ ৪ ॥
কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ।
অচিরাতে পাইবারে চৈতন্য-চরণ ॥ ৫ ॥
শ্রীরূপ-গোঁসাই তবে নৌকাতে ভরিয়া।
আপনার ঘরে আইলা বহুধন লৈয়া ॥ ৬
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে দিল তার অর্দ্ধ-ধনে।
এক চৌঠি ধন দিল কুটুম্ব-ভরণে ॥ ৭ ॥

দণ্ড-বন্ধ লাগি চৌঠি সঞ্চয় করিল।
ভাল ভাল বিপ্র-স্থানে স্থাপ্য রাখিল ॥ ৮ ॥
গৌড়ে রাখিল মুদ্রা দশ হাজারে।
সনাতন ব্যয় করে, রহে মুদি-ঘরে ॥ ৯ ॥
শ্রীরূপ শুনিলা প্রভুর নীলাদ্রি-গমন।
বনপথে যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ॥ ১০ ॥
রূপ-গোঁসাই নীলাচলে পাঠাইল দুই জন।
প্রভু বৃন্দাবনে যবে করেন গমন ॥ ১১ ॥
শীঘ্র আসি মোরে দিবে তাঁর সমাচার।
শুনিয়া তদনুরূপ করিব ব্যবহার ॥ ১২ ॥
এথা সনাতন-গোঁসাই ভাবে মনে মন।
রাজা মোরে প্রীতি করে, সে মোর বন্ধন ॥ ১৩
কোনমতে রাজা যদি মোরে ক্রুদ্ধ হয়।
তবে অব্যাহতি হয়—করিল নিশ্চয়। ১৪ ॥
অস্বাস্থ্যের ছদ্ম করি রহে নিজ-ঘরে।
রাজকার্য্য ছাড়িল, না যায় রাজদ্বারে ১৫
লোভী কায়স্থগণ রাজকার্য্য করে।
আপন স্বগৃহে করে শাস্ত্রের বিচারে ॥
ভট্টাচার্য্য-পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লৈয়া।
ভাগবত-বিচার করেন সভাতে বসিয়া ১৭
আর-দিন গৌড়েশ্বর সঙ্গে একজন।
আচম্বিতে গোঁসাই-সভাতে কৈল আগমন ॥ ১৮ ॥
পাতসা দেখিয়া সবে সম্ভ্রমে উঠিলা।
সম্ভ্রমে আসন দিয়া রাজাকে বসাইলা ॥ ১৯ ॥
রাজা কহে—তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠাইল।
বৈদ্য কহে—ব্যাধি নাহি, সুস্থ যে দেখিল ॥২০॥
আমার যে কিছু কার্য্য সব তোমা লৈয়া।
কার্য্য ছাড়ি রহিলা তুমি ঘরেতে বসিয়া ॥ ২১ ॥
মোর যত কার্য্য-কাম সব কৈলে নাশ।
কি তোমার হৃদয়ে আছে, কহ মোর পাশ ॥২২॥
সনাতন কহে—নহে আমা হৈতে কাম।
আর একজন দিয়া কর সমাধান ॥ ২৩ ॥

* দণ্ড-বন্ধ—যদি রাজদণ্ড জরিমানাদি হয় অথবা বাঁধিয়া লইয়া কারাগারে দেয়, তাহার প্রতিকারের নিমিত্ত।

তবে ক্রুদ্ধ হৈয়া রাজা কহে আরবার—।
তোমার বড় ভাই করে দস্যু-ব্যবহার ॥ ২৪ ॥
জীব পশু মারি সব বাকলা কৈল খাস।
এথা তুমি কৈলে মোর সব কার্য্য নাশ ॥ ২৫ ॥
সনাতন কহে—তুমি স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর।
যেবা যেই দোষ করে, দেহ তার ফল ॥ ২৬ ॥
এত শুনি গৌড়েশ্বর উঠি ঘরে গেল।
পলাইবে বলি সনাতনেরে বান্ধিল ॥ ২৭ ॥
হেনকালে গেল রাজা উড়িয়া মারিতে।
সনাতনে কহে—তুমি চল মোর সাথে ॥ ২৮ ॥
তেঁহো কহে—যাবে তুমি দেবতায় দুঃখ দিতে।
মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে যাইতে ॥ ২৯ ॥
তবে তাঁরে বান্ধি রাখি করিল গমন।
এথা নীলাচল হৈতে প্রভু চলিলা বৃন্দাবন ॥৩০॥
তবে সেই দুই চর শ্রীরূপ-ঠাঁই আইলা।
'বৃন্দাবনে চলিলা প্রভু' আসিয়া কহিলা ॥ ৩১ ॥
শুনিয়া শ্রীরূপ লিখিল সনাতন-ঠাঁই—।
বৃন্দাবন চলিলা শ্রীচৈতন্য-গোঁসাই ॥ ৩২ ॥
আমি-দুইভাই চলিলাম তাঁহারে মিলিতে।
তুমি যৈছে তৈছে ছুটি আইস তথা হৈতে ॥ ৩৩
দশ সহস্র মুদ্রা তথা আছে মুদি-স্থানে।
তাহা দিয়া কর শীঘ্র আত্ম-বিমোচনে ॥ ৩৪ ॥
যৈছে তৈছে ছুটি তুমি আইস বৃন্দাবন।
এত লিখি দুই ভাই করিলা গমন ॥ ৩৫ ॥
অনুপম-মল্লিক তাঁর নাম শ্রীবল্লভ।
রূপ-গোঁসাইর ছোট ভাই, পরম বৈষ্ণব ॥ ৩৬ ॥
তাঁরে লৈয়া শ্রীরূপ প্রয়াগে আইলা।
মহাপ্রভু তাঁহা শুনি আনন্দিত হৈলা ॥ ৩৭ ॥
প্রভু চলিয়াছেন বিন্দুমাধব-দর্শনে।
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুর মিলনে ॥ ৩৮ ॥
কেহো কান্দে কেহো হাসে কেহো নাচে গায়।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি কেহ গড়াগড়ি যায় ॥ ৩৯ ॥
গঙ্গা-যমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে।
প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণপ্রেমের বন্যাতে ॥ ৪০ ॥

ভিড় দেখি দুই ভাই রহিলা নির্জ্জনে।
প্রভুর আবেশ হৈল মাধব-দর্শনে ॥ ৪১ ॥

প্রয়াগে মহাপ্রভুসহ শ্রীরূপের মিলন

প্রেমাবেশে নাচে প্রভু হরিধ্বনি করি।
ঊর্দ্ধবাহু করি বলে—'বল হরি হরি' ॥ ৪২ ॥
প্রভুর মহিমা দেখি লোকে চমৎকার।
প্রয়াগে প্রভুর লীলা নারি বর্ণিবার ॥ ৪৩ ॥
দাক্ষিণাত্য-বিপ্র-সনে আছে পরিচয়।
সেই বিপ্র নিমন্ত্রিয়া নিল নিজালয় ॥ ৪৪ ॥
বিপ্র-গৃহে আসি প্রভু নিভৃতে বসিলা।
শ্রীরূপ বল্লভ দোঁহে আসিয়া মিলিলা ॥ ৪৫ ॥
দুই গুচ্ছ তৃণ দোঁহে দশনে ধরিয়া।
প্রভু দেখি দূরে পড়ে দণ্ডবৎ হইয়া ॥ ৪৬ ॥
নানা শ্লোক পড়ি উঠে পড়ে বারবার।
প্রভু দেখি প্রেমাবেশ হইল দোঁহার ॥ ৪৭ ॥
শ্রীরূপে দেখিয়া প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন।
উঠ উঠ রূপ! আইস—বলিলা বচন ॥ ৪৮ ॥
কৃষ্ণের করুণা কিছু না যায় বর্ণন।
বিষয়-কূপ হৈতে কাড়িল তোমা-দুইজন ॥ ৪৯ ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে ১০ম-বিঃ ৯১-অঙ্কধৃতং
ইতিহাসসমুচ্চয়ধৃত-ভগবদ্বাক্যং—

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো
যথা হ্যহং ॥ ৫০ ॥

শ্রীভগবান্ বলেন, চারি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণও যদি আমার ভক্ত না হয়, তবে সে আমার প্রিয় নহে, কিন্তু চণ্ডালও যদি আমার ভক্ত হয়, তবে সে আমার প্রিয়, তাহাকেই দান করিবে ও তাহার নিকট হইতেই গ্রহণ করিবে ॥ ৫০ ॥

এই শ্লোক পড়ি দোঁহারে কৈল আলিঙ্গন।
কৃপাতে দোঁহার মাথায় ধরিল চরণ ॥ ৫১ ॥

প্রভু-কৃপা পাইয়া দোঁহে দুই হাত যুড়ি।
দীন হৈয়া স্তুতি করে বিনয় আচরি ॥ ৫২ ॥

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামি-বাক্যং—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥ ৫৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-প্রদানকারী, দাতা-শিরোমণি, গৌর-কলেবর-ধারী শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে নমস্কার করি ॥ ৫৩ ॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ১ম-সর্গে
২য়-শ্লোকে গ্রন্থকার-বাক্যং—

যোঽজ্ঞান-মত্তং ভুবনং দয়ালু-
রুল্লাঘয়ন্নপ্যকরোৎ প্রমত্তং।
স্বপ্রেম-সম্পৎ-সুধয়াদ্ভুতেহং
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে ॥ ৫৪ ॥

যিনি অত্যন্ত দয়ালু বলিয়া অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবগণের ভব-বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহাদিগকে নিজপ্রেমসম্পত্তিরূপ অমৃত প্রদান পূর্ব্বক উন্মত্ত করিয়াছেন, সেই অদ্ভুত-লীলাকারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের শরণাগত হইলাম ॥ ৫৪ ॥

তবে মহাপ্রভু তারে নিকটে বসাইলা।
সনাতনে বার্ত্তা কহ—তাহারে পুছিলা ॥ ৫৫ ॥
শ্রীরূপ কহেন—তেঁহো বন্দী রাজঘরে।
তুমি যদি উদ্ধারো, তবে হইবে উদ্ধারে ॥ ৫৬ ॥
প্রভু কহে—সনাতনের হৈয়াছে মোচন।
অচিরাতে আমা-সনে হইবে মিলন ॥ ৫৭ ॥

বল্লভভট্টসহ প্রভুর মিলন

মধ্যাহ্ন করিতে বিপ্র প্রভুকে কহিলা।
রূপ-গোঁসাই সে দিবস তথাই রহিলা ॥ ৫৮ ॥
ভট্টাচার্য্য দুই ভাইর নিমন্ত্রণ কৈল।
প্রভুর শেষ প্রসাদ-পাত্র দুই ভাই পাইল ॥ ৫৯ ॥
ত্রিবেণী-উপর প্রভুর বাসাঘর-স্থান।
দুই ভাই বাসা কৈল প্রভু-সন্নিধান ॥ ৬০ ॥

সে-কালে বল্লভভট্ট রহে আড়ৈল গ্রামে।
মহাপ্রভু আইলা শুনি আইলা তাঁর স্থানে ॥৬১॥
দণ্ডবত কৈল তেঁহো প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুই-জনে কৃষ্ণকথা হৈল কতক্ষণ ॥ ৬২ ॥
কৃষ্ণকথায় মহাপ্রভুর প্রেম উথলিল।
ভট্টের সঙ্কোচে প্রভু সম্বরণ কৈল ॥ ৬৩ ॥
অন্তরে গরগর প্রেম, নহে সম্বরণ।
দেখি চমৎকার হৈল বল্লভ-ভট্টের মন ॥ ৬৪ ॥
তবে ভট্ট মহাপ্রভু নিমন্ত্রণ কৈল।
মহাপ্রভু দুই ভাই তাঁরে মিলাইল ॥ ৬৫ ॥
দুই ভাই দূরে হৈতে ভূমিতে পড়িয়া।
ভট্টে দণ্ডবৎ কৈল অতি দীন হৈয়া ॥ ৬৬ ॥
ভট্ট মিলিবারে যায়, দোঁহে পলায় দূরে।
অস্পৃশ্য পামর মুই, না ছুঁইহ মোরে ॥ ৬৭ ॥
ভট্টের বিস্ময় হৈল, প্রভুর হর্ষ-মন।
ভট্টেরে কহিলা প্রভু তার বিবরণ—॥ ৬৮ ॥
দোঁহা না স্পর্শিহ, ইঁহো জাতি অতি হীন।
বৈদিক যাজ্ঞিক তুমি কুলীন প্রবীণ ॥ ৬৯ ॥
দোঁহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনি।
ভট্ট কহে প্রভুর কিছু ইঙ্গিত-ভঙ্গী জানি ॥ ৭০
দোঁহার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ত্তন।
এ দুই অধম নহে, হয় সর্ব্বোত্তম ॥ ৭১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩য়-স্কন্ধে ৩৩শ-অধ্যায়ে
৮ম-শ্লোকে কপিলদেবং প্রতি
দেবহূতি-বাক্য—

অহো বত শ্বপচোহতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥ ৭২ ॥*

শুনি মহাপ্রভু তারে বহু প্রশংসিলা।
প্রেমাবিষ্ট হৈয়া শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥৭৩॥

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে ৩য়-অধ্যায়ে
১২শ-শ্লোকঃ—

শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নি দগ্ধ-দুর্জ্জাতি-কল্মষঃ।
শ্বপাকোহপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞো-
হপি নাস্তিকঃ ॥ ৭৪ ॥

উত্তমভক্তি-রূপ প্রজ্বলিত অগ্নি দ্বারা যাঁহার নীচজাতিত্ব-দোষ ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া, যিনি পরম পবিত্র, তাদৃশ চণ্ডাল পণ্ডিতগণেরও পরমাদরণীয়, পরন্তু ভক্তিহীন ব্যক্তি বেদজ্ঞ হইলেও তিনি পণ্ডিতগণের আদরণীয় নহেন ॥ ৭৪ ॥

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে ৩য়-
অধ্যায়ে ১১শ-শ্লোকঃ—

ভগবদ্ভক্তি-হীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোক-রঞ্জনং ॥ ৭৫ ॥

ভগবদ্ভক্তি-বিহীন জনের উত্তম জাতিতে জন্ম, বিপুল শাস্ত্রজ্ঞান, মন্ত্রাদি-জপ, তপস্যা—এ সমস্তই মৃতদেহে অলঙ্কার পরানর ন্যায় লোক-দেখানো অর্থাৎ নিরর্থক হইয়া থাকে ॥৭৫॥

রঘুপতি উপাধ্যায়সহ প্রভুর মিলন

প্রভুর প্রেমাবেশ আর স্বভাব ভক্তি সার।
সৌন্দর্য্যাদি দেখি ভট্টের হৈল চমৎকার ॥ ৭৬ ॥
স্বগণে প্রভুকে ভট্ট নৌকাতে চড়াইয়া।
ভিক্ষা দিতে নিজঘরে চলিলা লইয়া ॥ ৭৭ ॥
যমুনার জল দেখি চিক্কণ শ্যামল।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল ॥ ৭৮ ॥
হুঙ্কার করি যমুনার জলে দিল ঝাঁপ।
প্রভু দেখি সবার মনে হৈল ভয় কাঁপ ॥ ৭৯ ॥
আস্তে-ব্যস্তে সবে ধরি প্রভুরে উঠাইল।
নৌকার উপরে প্রভু নাচিতে লাগিল ॥ ৮০ ॥
মহাপ্রভুর ভরে নৌকা করে টলমল।
ডুবিতে লাগিল নৌকা ঝলকে ভরে জল ॥ ৮১ ॥
যদ্যপি ভট্ট আগে প্রভুর ধৈর্য্য হৈল মন।
দুর্ব্বার উদ্ভট প্রেম—নহে সংবরণ ॥ ৮২ ॥

* অনুবাদ ২৪০ পৃষ্ঠায় ১৮৯ দাগে দ্রষ্টব্য।

দেশ পাত্র দেখি মহাপ্রভুর ধৈর্য্য হৈল।
আড়েলের ঘাটে নৌকা আসি উত্তরিল ॥ ৮৩ ॥
ভয়ে ভট্ট সঙ্গে রহি মধ্যাহ্ন করাইয়া।
নিজ-গৃহে আনিলা প্রভুকে সঙ্গেতে লইয়া ॥৮৪॥
আনন্দিত হৈয়া ভট্ট দিল দিব্যাসন।
আপনে করিল প্রভুর পাদ-প্রক্ষালন ॥ ৮৫ ॥
সবংশে সেই জল মস্তকে ধরিল।
নূতন কৌপীন বহির্ব্বাস পরাইল ॥ ৮৬ ॥
গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপে মহাপূজা কৈল।
ভট্টাচার্য্যে মান্য করি পাক করাইল ॥ ৮৭ ॥
ভিক্ষা করাইল প্রভুকে সস্নেহ-যতনে।
রূপ-গোঁসাই দুইভাইকে করাইল ভোজনে ॥৮৮॥
ভট্টাচার্য্য শ্রীরূপে দেওয়াইল অবশেষ।
তবে সেই প্রসাদ কৃষ্ণদাস পাইল শেষ ॥ ৮৯ ॥
মুখবাস দিয়া প্রভুকে করাইল শয়ন।
আপনে ভট্ট করেন প্রভুর পাদ-সম্বাহন ॥ ৯০ ॥
প্রভু পাঠাইল তাঁরে করিতে ভোজনে।
ভোজন করি আইলা তেঁহো প্রভুর চরণে ॥ ৯১ ॥
হেনকালে আইলা রঘুপতি উপাধ্যায়।
তিরোহিতা-পণ্ডিত বড় বৈষ্ণব মহাশয় ॥ ৯২ ॥
আসি তেঁহো কৈল প্রভুর চরণ-বন্দন।
'কৃষ্ণে মতি রহু' বলি প্রভুর বচন ॥ ৯৩ ॥
শুনি আনন্দিত হৈল উপাধ্যায়ের মন।
প্রভু তাঁরে কহিল, কহ কৃষ্ণের বর্ণন ॥ ৯৪ ॥
নিজ-কৃত কৃষ্ণলীলা-শ্লোক পড়িল।
শুনি মহাপ্রভুর মহা-প্রেমাবেশ হৈল ॥ ৯৫ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং শ্রীনন্দ-প্রণামে প্রথমাঙ্কধৃত-
রঘুপত্যুপাধ্যায় শ্লোকঃ—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমপরে ভারতমন্যে ভজন্তু
ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম ॥ ৯৬ ॥

ভব-ভয়ে ভীত হইয়া কেহ বা বেদের, কেহ বা স্মৃতি-শাস্ত্রের, কেহ বা মহাভারতের আশ্রয় লইতেছে; আমি কিন্তু যাঁহার উদ্যানে পরব্রহ্ম ক্রীড়া করিতেছেন, সেই শ্রীনন্দ-মহারাজের বন্দনা করি ॥ ৯৬ ॥

রঘুপতি উপাধ্যায় নমস্কার কৈল।
'আগে কহ'-প্রভুবাক্যে উপাধ্যায় কহিল ॥৯৭॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ৯৯-অঙ্কধৃত রঘুপত্যু-
পাধ্যায়োক্তঃ শ্লোকঃ—

কং প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি কো বা
প্রতীতিমায়াতু।
গোপতি-তনয়া-কুঞ্জে গোপবধূটী-বিটং ব্রহ্ম ॥৯৮॥

আমি এ কথা কাহাকেই বা বলিব এবং বলিলেই বা কে বিশ্বাস করিবে যে, যমুনাতীরস্থ কুঞ্জবনে পরব্রহ্ম ছোট ছোট গোপবধূগণের সঙ্গে উপপতি-রূপে খেলা করিতেছেন ॥ ৯৮

প্রভু কহেন—কহ, তেঁহো পড়ে কৃষ্ণলীলা।
প্রেমাবেশে প্রভুর দেহ মন আলুইলা ॥ ৯৯ ॥
প্রেম দেখি উপাধ্যায় হৈল চমৎকার।
'মনুষ্য নহে, ইহোঁ কৃষ্ণ'—করিল নির্দ্ধার ॥১০০॥
প্রভু কহে—উপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ মান কায়।
'শ্যামমেব পরং রূপং'—কহে উপাধ্যায় ॥ ১০১ ॥
শ্যামরূপের বাসস্থান শ্রেষ্ঠ মান কায়।
'পুরী মধুপুরী বরা'—কহে উপাধ্যায় ॥ ১০২ ॥
বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর শ্রেষ্ঠ মান কায়।
'বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং'—কহে উপাধ্যায় ॥১০৩॥
রসগণ-মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান কায়।
'আদ্য এবং পরো রসঃ'— কহে উপাধ্যায় ॥১০৪॥
প্রভু কহে—ভাল তত্ত্ব শিখাইলা মোরে।
এত বলি শ্লোক পড়ে গদগদ-স্বরে ॥ ১০৫ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ৭৩-অঙ্কধৃত
মাধবেন্দ্রপুরীকৃত-শ্লোকঃ—

শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ ॥ ১০৬॥

শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ রূপের মধ্যে শ্যামরূপই শ্রেষ্ঠ, দ্বারকাদি পুরীর মধ্যে ব্রজপুরীই শ্রেষ্ঠ, বাল্যাদি বয়সের মধ্যে কৈশোর বয়সই শ্রেষ্ঠ ও শান্তাদি রসের মধ্যে শৃঙ্গার বা মধুর রসই শ্রেষ্ঠ ॥ ১০৬ ॥

প্রয়াগে মহাপ্রভু কর্তৃক শ্রীরূপ-শিক্ষা

প্রেমাবেশে প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
প্রেমে মত্ত হৈয়া তেঁহো করেন নর্ত্তন ॥ ১০৭ ॥
দেখি বল্লভ ভট্ট মনে চমৎকার হইল।
দুই পুত্র আনি প্রভুর চরণে পড়িল ॥ ১০৮ ॥
প্রভু দেখিবারে গ্রামের সব লোক আইল।
প্রভুর দর্শনে সবে কৃষ্ণভক্ত হৈল ॥ ১০৯ ॥
ব্রাহ্মণ-সকল করে প্রভুর নিমন্ত্রণ।
বল্লভ ভট্ট তাঁ-সবারে করে নিবারণ ॥ ১১০ ॥
প্রেমোন্মাদে পড়ে গোঁসাই মধ্য-যমুনাতে।
প্রয়াগে চালাব, ইঁহা না দিব রহিতে ॥ ১১১ ॥
যাঁর ইচ্ছা প্রয়াগে যাই করু নিমন্ত্রণ।
এত বলি প্রভু লৈয়া করিল গমন ॥ ১১২ ॥
গঙ্গাপথে মহাপ্রভুকে নৌকায় বসাইয়া।
প্রয়াগে আইলা ভট্ট গোঁসাই লইয়া ॥ ১১৩ ॥
লোকভিড়-ভয়ে প্রভু দশাশ্বমেধে যাইয়া।
রূপগোঁসাইকে শিক্ষা করান শক্তি সঞ্চারিয়া ॥ ১১৪ ॥
কৃষ্ণতত্ত্ব-ভক্তিতত্ত্ব-রসতত্ত্ব প্রান্ত।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত-সিদ্ধান্ত ॥ ১১৫ ॥
রামানন্দ-পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল।
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিল ॥ ১১৬ ॥
শ্রীরূপ-হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্ব্বতত্ত্ব-নিরূপণে প্রবীণ করিলা ॥ ১১৭ ॥
শিক্ষা দিয়া বৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞা দিল।
প্রভু-আজ্ঞা-অনুসারে সব আচরিল ॥ ১১৮ ॥
শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি-কর্ণপুর।
রূপের মিলন গ্রন্থে লিখিয়াছেন প্রচুর ॥১১৯॥*

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে (৯।১০৪)—

কালেন বৃন্দাবন-কেলি-বার্ত্তা
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেব-
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥ ১২০ ॥

কাল বশে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা কথা বিলুপ্ত হইলে, তাহা বিশেষরূপে প্রকাশিত করিবার জন্য, মহাপ্রভু সেই বৃন্দাবনে রূপ ও সনাতনকে কৃপামৃতে অভিষিক্ত করিলেন অর্থাৎ তিনি কৃপা করিয়া শক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া লীলা প্রচার করিতে আদেশ করিলেন ॥ ১২০ ॥

তথাহি তত্রৈব ৯ অঙ্কে ৭০ শ্লোকঃ—

যঃ প্রাগেব প্রিয়-গুণৈর্গাঢ-বদ্ধোঽপি মুক্তো
গেহাধ্যাসাদ্রস ইব পরো মূর্ত্ত এবাপ্যমূর্ত্তঃ।
প্রেমালাপের্দৃঢ়তর-পরিষ্বঙ্গ-রঙ্গৈঃ প্রয়াগে
তং শ্রীরূপং সমমনুপমেনানুজগ্রাহ দেবঃ ॥ ১২১ ॥

যে শ্রীরূপ গৃহাশ্রম হইতেই শ্রীগৌরাঙ্গগুণে বদ্ধ হইয়া গৃহাসক্তি হইতে বিমুক্ত এবং শৃঙ্গার রস মূর্ত্তিহীন হইয়াও যেন মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক যে শ্রীরূপ হইয়া প্রকাশিত, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রয়াগে অনুপম অর্থাৎ শ্রীবল্লভ সহ সেই শ্রীরূপকে প্রেমালাপ ও গাঢ় আলিঙ্গন দ্বারা অনুগৃহীত করিয়াছিলেন ॥ ১২১ ॥

* কবি কর্ণপুর চৈতন্যচরিতামৃত কাব্য ও চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়াছেন। এস্থলে তাঁহার রচিত ঐসকল গ্রন্থকে রূপের মিলন গ্রন্থ বলা হইতেছে।

তথাহি তত্রৈব ৯ অঙ্কে ৭৫ শ্লোকে—

প্রিয়-স্বরূপে দয়িত-স্বরূপে
প্রেম-স্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে
ততান রূপে স্ববিলাসরূপে ॥ ১২২ ॥

শ্রীস্বরূপ গোস্বামী যাঁহার প্রিয়, যিনি মহাপ্রভুর প্রিয়-পাত্র, যিনি প্রভু হইতে অভিন্ন, যিনি স্বভাবতঃই মনোরম, প্রেম প্রচার বিষয়ে যিনি প্রভুর নিজের তুল্য, যিনি প্রভুর মুখ্য-স্বরূপ এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের কেলিবিলাস-তত্ত্ব-বিষয়ক নির্ণয়কর্ত্তা, সেই শ্রীরূপ গোস্বামীতে মহাপ্রভু প্রেম বিস্তার করিয়াছিলেন অর্থাৎ নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহাতে অনুপম শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন ॥ ১২২ ॥

এইমত কর্ণপূর লিখে স্থানে স্থানে।
প্রভু কৃপা কৈল যৈছে রূপ-সনাতনে ॥ ১২৩ ॥
মহাপ্রভুর যত বড় ছোট ভক্তমাত্র।
রূপ-সনাতন সবার কৃপা গৌরব-পাত্র ॥ ১২৪ ॥
কেহো যদি দেশে যায় দেখি বৃন্দাবন।
তারে প্রশ্ন করেন প্রভুর পারিষদগণ— ॥ ১২৫ ॥
কহ তাঁহা কৈছে রহে রূপ-সনাতন।
কৈছে বা বৈরাগ্য করেন কৈছে ভোজন ॥১২৬॥
কৈছে অষ্টপ্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণ-ভজন।
তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ— ॥ ১২৭ ॥
অনিকেতন দোঁহে রহে, যত বৃক্ষগণ।
একেক বৃক্ষের তলে একেক রাত্রি শয়ন ॥১২৮॥
বিপ্র-গৃহে স্থূল ভিক্ষা, কাঁহা মাধুকরী।
শুষ্ক রুটি ছানা চিবায় ভোগ পরিহরি ॥ ১২৯ ॥
করোয়া মাত্র হাতে, কাঁথা ছিঁড়া বহির্বাস।
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম নর্ত্তন-উল্লাস ॥ ১৩০ ॥
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণ-ভজন, চারিদণ্ড শয়নে।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন-প্রেমে, সেহ নহে কোনদিনে ॥১৩১॥
কভু ভক্তিরস-শাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্য-কথা শুনে, করে চৈতন্য-চিন্তন ॥ ১৩২ ॥
এই কথা শুনি মহান্তের মহাসুখ হয়।
চৈতন্যের কৃপা যাঁহা, তাঁহা কি বিস্ময় ॥ ১৩৩ ॥
চৈতন্যের কৃপা রূপ লিখিয়াছেন আপনে।
রসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে ॥ ১৩৪ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
ভক্তিসামান্যলহর্য্যাং
২য় শ্লোকঃ—

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং
বরাক-রূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদ কমলং বন্দে চৈতন্য-দেবস্য ॥১৩৫॥

আমি অতি ক্ষুদ্র হইয়াও যাঁহার প্রেরণায় এই গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই শ্রীহরিরূপ শ্রীচৈতন্য-দেবের পদ-কমল বন্দনা করি ॥ ১৩৫ ॥

এইমত দশদিন প্রয়াগে রহিয়া।
শ্রীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া ॥ ১৩৬ ॥
প্রভু কহে—শুন রূপ ! ভক্তিরসের লক্ষণ।
সূত্ররূপে কহি, বিস্তার না যায় বর্ণন ॥ ১৩৭ ॥
পারাবার-শূন্য গম্ভীর ভক্তিরস-সিন্ধু।
তোমা চাখাইতে তার কহি এক বিন্দু ॥ ১৩৮ ॥
এই ত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশিলক্ষ-যোনিতে করয়ে ভ্রমণ ॥ ১৩৯ ॥
কেশাগ্র-শতভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি ॥ ১৪০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবত ১০ স্কঃ ৮৭ অঃ ২৬ শ্লোকস্য
শ্রীধরস্বামি-ধৃত-শ্লোকঃ—

কেশাগ্র-শতভাগস্য শতাংশ-সদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো
হি চিৎকণঃ ॥ ১৪১ ॥

কেশাগ্রের শতভাগের যে এক ভাগ, সেই এক ভাগের শতাংশের ন্যায় সূক্ষ্ম হইল জীবের স্বরূপ। এই জীব হইল চৈতন্য-স্বরূপের কণাতুল্য ও সংখ্যায় ইহার অন্ত নাই ॥ ১৪১ ॥

তথাহি শ্বেতাশ্বেতরোপনিষৎমন্ত্রানুসারে
পঞ্চদশ্যাং শ্লোকঃ—

বালাগ্র-শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় ইতি চাহ
পরা শ্রুতিঃ ॥ ১৪২ ॥

পরা শ্রুতি বলেন, কেশাগ্রের শতভাগের যে এক ভাগ, সেই এক ভাগের শতাংশের একভাগের তুল্য বলিয়া জীবকে জানিবে ॥ ১৪২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কঃ ১৬ অঃ ১১ শ্লোকঃ—

সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ ॥ ১৪৩ ॥*

শ্রীভগবান বলিলেন, সূক্ষ্ম পদার্থের মধ্যে জীব আমি। এতদ্বারা জীবকে অতি সূক্ষ্ম বলা হইল ॥ ১৪৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কঃ ৮৭ অঃ
২৬ শ্লোকঃ—

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব ! নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া ॥ ১৪৪ ॥

শ্রুতিগণ কৃষ্ণকে বলিলেন, হে নিত্য অর্থাৎ হে ভগবন ! অতি সূক্ষ্ম-পদার্থ জীব কখনও ব্যাপক বা বৃহদ্বস্তু হইতে পারে না, যেহেতু অসংখ্য ও নিত্য জীব যদি বৃহদ্বস্তু হয়, তাহা হইলে জীব ও ঈশ্বর সমান হইবা যায় বলিয়া, জীব যে ঈশ্বরের শাসনযোগ্য এ নিয়ম থাকে না অর্থাৎ ঈশ্বর নিয়ন্তা ও জীব তাঁহার নিয়মাধীন এই বেদ-বাক্যের ব্যতিক্রম হইয়া যায়; পরন্তু জীব অতি সূক্ষ্ম-বস্তু হইলে ঐ নিয়মের কোন ব্যাঘাত হয় না। আর যাঁহার বিকার রূপে জীবের উৎপত্তি, সেই ঈশ্বর তাহাদের কারণ-স্বরূপ বলিয়া, তিনি হইলেন তাহাদের নিয়ন্তা এবং জীব হইল সেই ঈশ্বরের নিয়মাধীন। যাহারা জীব ও ঈশ্বরকে সমান মনে করে, তাহাদের মত বেদ-বিরুদ্ধ হওয়ায়, উহা দূষিত মত বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ১৪৪ ॥

তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্ জল-স্থলচর-বিভেদ ॥ ১৪৫ ॥
তার মধ্যে মনুষ্য-জাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর ॥ ১৪৬ ॥
বেদনিষ্ঠা-মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদ-নিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে ॥ ১৪৭ ॥
ধর্ম্মচারি-মধ্যে বহু ত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটিকর্ম্মনিষ্ঠ-মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ॥ ১৪৮ ॥
কোটিজ্ঞানি-মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটিমুক্ত-মধ্যে দুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্ত ॥ ১৪৯ ॥
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী—সকলি অশান্ত ॥১৫০॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৬ স্কঃ ১৪ অঃ ৪ শ্লোকঃ—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ-পরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥১৫১॥

মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে বলিলেন, হে মহামুনে ! কোটী কোটী জীবন্মুক্ত ও সালোক্যাদিপ্রাপ্ত সিদ্ধ-পুরুষ-গণের মধ্যে একজনও নারায়ণ-পরায়ণ প্রশান্তাত্ম ভক্ত সুদুর্ল্লভ ॥ ১৫১ ॥

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোনো ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥ ১৫২ ॥
মালী হৈয়া সেই বীজ করয়ে রোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন ॥ ১৫৩ ॥

* পুরা শ্লোকটি এইরূপ :—
গুণিনামপ্যহং সূত্রং মহতাঞ্চ মহানহং।
সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবো দুর্জ্জয়ানামহং মনঃ

উপজিয়া বাঢ়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায়॥ ১৫৪ ॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥ ১৫৫ ॥
তাঁহা বিস্তারিত হৈয়া ফলে প্রেমফল।
ইঁহা মালী সেচে নিত্য শ্রবণাদি-জল ॥ ১৫৬ ॥
যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিন্দে, তার শুকি যায় পাতা ॥১৫৭॥
তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ।
অপরাধ-হাতীর যৈছে না হয় উদ্গম ॥ ১৫৮ ॥
কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা-যত অসংখ্য তার লেখা ॥১৫৯॥
নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি জীব-হিংসন।
লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি উপশাখাগণ ॥ ১৬০ ॥
সেক-জল পাইয়া উপশাখা বাঢ়ি যায়।
স্তব্ধ হয় মূল-শাখা—বাঢ়িতে না পায় ॥ ১৬১ ॥
প্রথমেই উপশাখা করয়ে ছেদন।
তবে মূল-শাখা বাঢ়ি যায় বৃন্দাবন ॥ ১৬২ ॥
প্রেমফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায় ॥ ১৬৩ ॥
তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফল-রস করে আস্বাদন ॥ ১৬৪ ॥
এই ত পরম ফল পরম-পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণ-তুল্য চারি পুরুষার্থ ॥ ১৬৫ ॥

তথাহি ললিতমাধবে ৫ অঃ ২ শ্লোঃ পৌর্ণমাসী-
বাক্যং শ্রুত্বা নেপথ্যস্থ-বাক্যং—

ঋদ্ধা সিদ্ধিব্রজ-বিজয়িতা সত্যধর্ম্মা সমাধি-
র্ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়ত্যেব তাবৎ।
যাবৎ প্রেম্নাং মধুরিপু-বশীকার সিদ্ধৌষধীনাং
গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণ-সরণী-পান্থতাং
ন প্রয়াতি

শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণের সিদ্ধৌষধি রূপ প্রেমের লেশমাত্রও যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে উদিত না হয়, সে পর্য্যন্ত সমৃদ্ধিশালিনী অণিমাদি সিদ্ধিগুলির উৎকৃষ্টতা, সত্যধর্ম্ম, যোগসমাধি ও ব্রহ্মানন্দ—ইহারা চমৎকার বলিয়া অনুভূত হয় ॥ ১৬৬ ॥

শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ— ॥ ১৬৭ ॥
অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥ ১৬৮ ॥
এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥ ১৬৯ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
প্রথম-লহর্য্যাং ৯ম-শ্লোকঃ—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥ ১৭০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক বাসনা ব্যতীত অন্য সর্ব্বপ্রকার বাসনা পরিত্যাগ করিয়া এবং জ্ঞান ও কর্ম্মাদির সহিত কোনরূপ সম্পর্ক না রাখিয়া, অনুকূলভাবে অর্থাৎ ভক্তি-বিষয়ে পোষকতা না সহায়তা করে এরূপভাবে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় কার্য্যানুষ্ঠান করাই হইতেছে উত্তমা ভক্তি বা শুদ্ধভক্তি ॥ ১৭০ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে প্রথম-লহর্য্যাং
১১শ-অঙ্কধৃত-নারদপঞ্চরাত্রবচনং—

সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥১৭১॥

সর্ব্বোপাধিশূন্য অর্থাৎ অন্য সর্ব্ববিধ বাসনাহীন ও একান্ত কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাকে ভক্তি বলে ; ইহা হইল উত্তমা বা শুদ্ধভক্তি ॥ ১৭১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কঃ ২৯ অঃ
১০।১১।১২।১৩ শ্লোকেষু দেবহূতিং
প্রতি কপিলবাক্যং—

মদ্গুণ-শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥১৭২॥

লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতং।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥১৭৩॥
সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং
জনাঃ॥ ১৭৪॥ *

স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণাং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে
॥ ১৭৫ ॥ †

শ্রীকপিলদেব দেবহূতিকে বলিলেন, মা! যে ভক্তিযোগ ত্রিগুণাত্মক মায়াকে অতিক্রম করিয়া আমার প্রেমলাভের জন্য উপযোগী হয়, তাহাই আত্যন্তিক অর্থাৎ ঐকান্তিক ভক্তিযোগ বলিয়া কথিত হয়॥ ১৭৫॥

ভক্তি-মুক্তি-আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলেই প্রেম নাহি উপজয়॥ ১৭৬॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
দ্বিতীয়-লহর্য্যাং ১৬-শ্লোকঃ—

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥ ১৭৭॥

বিষয়ভোগ ও মুক্তিবিষয়ক আকাঙ্ক্ষারূপ পিশাচী যতক্ষণ হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষণ সে হৃদয়ে ভক্তিসুখের উদয় কি প্রকারে হইতে পারে? ১৭৭॥

সাধন-ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম হয়॥ ১৭৮॥
প্রেম বৃদ্ধি-ক্রমে নাম—স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥ ১৭৯॥

* ১৭২, ১৭৩, ১৭৪—ইহাদের অনুবাদ ৫৯ পৃষ্ঠায় ২০৪ ও ২০৫ দাগে দ্রষ্টব্য।

† যাহা দ্বারা মানব ত্রিগুণাত্মিকা মায়া পরিহার করিয়া মদ্ভাব প্রাপ্ত হয়, তাহাকে আত্যন্তিক ভক্তিযোগ নামে অভিহিত করা যায়।

যৈছে বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, সার।
শর্করা, সিতা, মিছরি, উত্তম মিছরি আর॥১৮০॥
এই সব কৃষ্ণভক্তিরস স্থায়িভাব।
স্থায়িভাবে মিলে যদি বিভাব অনুভাব॥ ১৮১॥
সাত্ত্বিক-ব্যভিচারি ভাবের মিলনে।
কৃষ্ণভক্তিরস হয় অমৃত-আস্বাদনে॥ ১৮২॥
যৈছে দধি সিতা ঘৃত মরিচ কর্পূর।
মিলনে রসালা হয় অমৃত-মধুর॥ ১৮৩॥
ভক্ত-ভেদে রতি-ভেদ পঞ্চ পরকার।
শান্তরতি দাস্যরতি সখ্যরতি আর॥ ১৮৪॥
বাৎসল্যরতি মধুররতি—এ পঞ্চ বিভেদ।
রতি-ভেদে কৃষ্ণভক্তিরস পঞ্চ ভেদ॥ ১৮৫॥
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুররস নাম।
কৃষ্ণভক্তিরস-মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান॥ ১৮৬॥
হাস্যাদ্ভুত বীর করুণ রৌদ্র বীভৎস ভয়।
পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্তরস হয়॥ ১৮৭॥
পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপি রহে ভক্ত-মনে।
সপ্ত গৌণ আগন্তুক পাইয়ে কারণে॥ ১৮৮॥
শান্তভক্ত—নব-যোগেন্দ্র সনকাদি আর। *
দাস্যভাব-ভক্ত—সর্ব্বত্র সেবক অপার॥ ১৮৯॥
সখ্যভক্ত—শ্রীদামাদি, পুরে ভীমার্জ্জুন
বাৎসল্যভক্ত—পিতা-মাতা যত গুরুজন॥ ১৯০
মধুর-রসে ভক্ত মুখ্য ব্রজে গোপীগণ।
মহিষীগণ লক্ষ্মীগণ অসংখ্য গণন॥ ১৯১॥
পুনঃ কৃষ্ণরতি হয় দুই ত প্রকার।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-মিশ্রা, কেবলা ভেদ-আর॥ ১৯২॥
গোকুলে কেবলা-রতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-হীন
পুরীদ্বয়ে বৈকুণ্ঠাদ্যে ঐশ্বর্য্য-প্রবীণ॥ ১৯৩॥
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-প্রাধান্যে সঙ্কুচিত প্রীতি।
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য—কেবলার রীতি॥১৯৪॥

* নব-যোগেন্দ্র—কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রাবিড়, চমশ ও করভাজন।

শান্ত-দাস্য-রসে ঐশ্বর্য্য কাঁহাও উদ্দীপন।
সখ্যে বাৎসল্যে মধুরে করে সঙ্কোচন ॥ ১৯৫ ॥
বসুদেব-দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে দোঁহার মনে ভয় হৈল ॥ ১৯৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কঃ ৪৪ অঃ ৩৭ শ্লোঃ—

দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ।
কৃত-সংবন্দনৌ পুত্রৌ সম্বজাতে ন শঙ্কিতৌ ॥১৯৭॥

দেবকী ও বসুদেব রামকৃষ্ণ পুত্রদ্বয়কে জগদীশ্বর বলিয়া জানিতে পারায় তাহারা প্রণাম করিলে ভীত হইয়া তাঁহাদিগকে ক্রোড়ে করিতে পারেন নাই ॥ ১৯৭ ॥

কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখি অর্জ্জুনের হৈল ভয়।
সখ্যভাবে ধার্ষ্ট্য ক্ষমায় করিয়া বিনয় ॥ ১৯৮ ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১১ অঃ
৪১।৪২ শ্লোঃ—

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ১৯৯ ॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহার-শয্যাসন-ভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত! তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ং ॥ ২০০ ॥

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, তোমার মহিমা না বুঝিয়া, তোমাকে সখা ভাবিয়া, প্রমাদ বা প্রণয়বশতঃ আমি তোমাকে হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে প্রভৃতি যে সব সম্বোধন করিয়াছি এবং ভ্রমণ, শয়ন, উপবেশন ও ভোজনকালে অন্যের অগোচরে বা বন্ধুজনের সমক্ষে পরিহাসচ্ছলে আমি যে কিছু অনাদর করিয়াছি, তজ্জন্য আমি অচিন্ত্য-প্রভাবশালী তোমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি ॥ ১৯৯-২০০ ॥

কৃষ্ণ যদি রুক্মিণীরে কৈল পরিহাস।
কৃষ্ণ ছাড়িবেন জানি রুক্মিণীর হৈল ত্রাস ॥২০১॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কঃ ৬০ অঃ
২১ শ্লোকঃ—

তস্যাঃ সুদুঃখ-ভয়-শোক-বিনষ্টবুদ্ধে-
র্হস্তাৎ শ্লথদ্বলয়তো ব্যজনং পপাত।
দেহশ্চ বিক্লব-ধিয়ঃ সহসৈব মুহ্যন্
রম্ভেব বাত-বিহতা প্রবিকীর্য্য কেশান্ ॥ ২০২ ॥

অতীব দুঃখ, ভয় ও শোকে হতবুদ্ধি হওয়ায় রুক্মিণীর হস্ত হইতে বালা ও পাখা খসিয়া পড়িল। আর হতজ্ঞান হওয়ায় তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া কেশ বিস্তার পূর্ব্বক বাতাহত-কদলীর ন্যায় ভূপতিত হইলেন ॥ ২০২ ॥

কেবলার শুদ্ধপ্রেম ঐশ্বর্য্য না জানে।
ঐশ্বর্য্য দেখিলেও নিজ-সম্বন্ধ সে মানে ॥ ২০৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কঃ ৮ অঃ ৩৬ শ্লোঃ—

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মান-মাহাত্ম্যং হরিং সামন্যতাত্মজম্ ॥২০৪॥

বেদত্রয়ে, উপনিষদে, সাংখ্যশাস্ত্রে ও ভক্তিশাস্ত্রে যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে, সেই শ্রীকৃষ্ণকে যশোদা আপনার পুত্র বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন ॥ ২০৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কঃ ৯ অঃ ১২ শ্লোঃ—

ত্বং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজং।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥২০৫॥

যশোদা-গোপী সেই মানব-রূপ-ধারী অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আপন-পুত্র-জ্ঞানে প্রাকৃত বালকের ন্যায় রজ্জু দ্বারা উদূখলে বন্ধন করিয়াছিলেন ॥ ২০৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কঃ ১৮ অঃ ১৪ শ্লোকঃ—

উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ।
বৃষভং ভদ্রসেনশ্চ প্রলম্বো রোহিণীসুতং ॥ ২০৬ ॥

খেলায় হারিয়া গিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে ভদ্রসেন বৃষভকে ও প্রলম্ব বলরামকে কাঁধে করিয়াছিলেন ॥ ২০৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কঃ ৩০ অঃ ৩৮ শ্লোঃ—

ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ ।
না পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ ॥২০৭॥

অনন্তর সেই গোপী (শ্রীরাধা) বনের একাংশে উপনীত হইয়া গর্ব্বিত-চিত্তে কেশবকে বলিলেন, হে প্রিয়তম ! আমি আর চলিতে পারি না, তোমার যেখানে মন হয় আমাকে সেইখানে লইয়া চল ॥ ২০৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কঃ ৩১ অঃ ১৬ শ্লোঃ—

পতিসুতান্বয়-ভ্রাতৃবান্ধবা-
নতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ ।
গতিবিদস্তবোদ্গীত-মোহিতাঃ
কিতব ! যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥২০৮॥

গোপীগণ বলিলেন, হে অচ্যুত ! আমরা যে তোমার উচ্চ গীতে মুগ্ধ হইয়া, পতি, পুত্র, ভ্রাতা ও বান্ধব সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তোমার চরণ সমীপে আসিয়াছি, তাহা তুমি জান। হে ধূর্ত্ত ! রাত্রিকালে এইরূপে স্বয়ং আগত কামিনীদিগকে তুমি ভিন্ন কে পরিত্যাগ করে ? ॥ ২০৮ ॥

শান্তরসে স্বরূপ-বুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা ।
"শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধে" এই শ্রীমুখ-গাথা ॥ ২০৯ ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে
শান্তভক্তিরস-লহর্য্যাং ২১ শ্লোকে—

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি শ্রীভগবদ্বচঃ ।
তন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা বুদ্ধেরেতাং শান্তিরতিং বিনা ॥২১০॥

'আমার প্রতি নিষ্ঠাবুদ্ধির নাম শম' এইটি হইল শ্রীকৃষ্ণের বাক্য, অতএব শান্তরতি ব্যতীত এইরূপ নিষ্ঠাবুদ্ধি হইতে পারে না ॥ ২১০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কঃ ১৯ অঃ ৩৩ শ্লোকে—

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়-সংযমঃ ।
তিতিক্ষা দুঃখ-সংমর্ষো জিহ্বোপস্থ-জয়ো
ধৃতিঃ ॥ ২১১ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন, আমাতে নিষ্ঠাবুদ্ধির নাম শম, ইন্দ্রিয়-সংযমের নাম দম, দুঃখ সহনের নাম তিতিক্ষা এবং জিহ্বা ও উপস্থ জয় করা অর্থাৎ খাওয়ার ও স্ত্রী সঙ্গ করার লোভ ত্যাগ করার নাম ধৃতি ॥ ২১১ ॥

কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণাত্যাগ —তার কার্য্য মানি ।
অতএব শান্ত কৃষ্ণভক্ত এক জানি ॥ ২১২ ॥
স্বর্গ মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত নরক করি মানে ।
কৃষ্ণনিষ্ঠা, তৃষ্ণাত্যাগ—শান্তের দুই গুণে ॥২১৩॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৬ স্কঃ ১৭ অঃ ২৮ শ্লোঃ—

নারায়ণ-পরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি ।
স্বর্গাপবর্গ-নরকেষ্বপি তুল্যার্থ দর্শিনঃ ॥ ২১৪ ॥ *

এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্তজনে ।
আকাশের শব্দ-গুণ যেন ভূতগণে ॥ ২১৫ ॥
শান্তের স্বভাব—কৃষ্ণে মমতা গন্ধহীন ।
পরংব্রহ্ম-পরমাত্মা-জ্ঞান প্রবীণ ॥ ২১৬ ॥
কেবল স্বরূপ-জ্ঞান হয় শান্তরসে ।
পূর্ণৈশ্বর্য্য-প্রভু-জ্ঞান অধিক হয় দাস্যে ॥ ২১৭ ॥
ঈশ্বর-জ্ঞানে সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর ।
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর ॥ ২১৮ ॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছে, অধিক সেবন ।
অতএব দাস্যরসে হয় দুই গুণ ॥ ২১৯ ॥
শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন—সখ্যে দুই হয় ।
দাস্যের সম্ভ্রম গৌরব-সেবা সখ্যে বিশ্বাসময় ॥২২০।
কান্ধে চড়ে, কান্ধে চড়ায়, করে ক্রীড়া-রণ ।
কৃষ্ণ সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন-সেবন ॥ ২২১ ॥

* অনুবাদ ২২১ পৃষ্ঠায় ২৬৯ স্ল.গে দ্রষ্টব্য ।

বিশ্রম্ভ-প্রধান সখ্য, গৌরব-সম্ভ্রম-হীন।
অতএব সখ্যরসের তিন গুণ চিন ॥ ২২২ ॥
মমতা অধিক কৃষ্ণে, আত্মসম-জ্ঞান।
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান্'॥ ২২৩ ॥
বাৎসল্যে শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন।
সেই সেই সেবনের ইঁহা নাম পালন ॥ ২২৪ ॥
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ, অগৌরব সার।
মমতা-আধিক্যে তাড়ন ভৎর্সন ব্যবহার ॥ ২২৫
আপনাকে পালক-জ্ঞান, কৃষ্ণে পাল্য জ্ঞান।
চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত-সমান ॥ ২২৬ ॥
সে অমৃতানন্দে ভক্ত সহ ডুবেন আপনে।
'কৃষ্ণ ভক্তবশ'-গুণ কহে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানিগণে ॥২২৭॥

তথাহি হরিভক্তি বিলাসে ১৬ বিলাসে
৯৯-অঙ্কধৃত পদ্মপুরাণবচনং—

ইতীদৃক্স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তং।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু স্বভক্তৈর্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে ॥ ২২৮ ॥

যে শ্রীকৃষ্ণ তুমি এইরূপ দামোদর-লীলা ও অন্যান্য বাল্য-লীলা দ্বারা ব্রজবাসী প্রাণিমাত্রকে আনন্দ সাগরে নিমগ্ন করিতেছ এবং স্বীয় ঐশ্বর্য্য জ্ঞানময় ব্যক্তিগণকে তুমি যে ভক্তাধীন, তাহাই জানাইতেছ, সেই তোমাকে ভ ভবে পুনরায় শত শত বার বন্দনা করি ॥ ২২৮ ॥

শ্রীরূপকে শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ

মধুর-রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা, সেবা অতিশয়।
সখ্যের অসঙ্কোচ, লালন মমতাধিক্য হয় ২২৯
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর-রসে হয় পঞ্চগুণ ॥ ২৩০ ॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে
এক-দুই-ক্রমে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ ২৩১ ॥
এইমত মধুরে সব-ভাব-সমাহার।
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার ॥ ২৩২ ॥
ভক্তিরসের কৈল এই দিগ্‌দরশন।
ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন ॥ ২৩৩ ॥
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে।
কৃষ্ণ-কৃপায় অজ্ঞ পায় রসসিন্ধু পারে ॥ ২৩৪ ॥
এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
বারাণসী চলিবারে প্রভুর হৈল মন ॥ ২৩৫ ॥
প্রভাতে উঠিয়া যবে করিল গমন।
তবে তাঁর পদে রূপ করে নিবেদন ॥ ২৩৬ ॥
আজ্ঞা হয় আইসো মুই শ্রীচরণ-সঙ্গে।
সহিতে না পারি মুই বিরহ-তরঙ্গে ॥ ২৩৭ ॥
প্রভু কহে—তোমার কর্ত্তব্য আমার বচন।
নিকটে আসিয়াছ, তুমি যাহ বৃন্দাবন ॥ ২৩৮ ॥
বৃন্দাবন হৈতে তুমি গৌড়দেশ দিয়া।
আমারে মিলিবে নীলাচলেতে আসিয়া ॥ ২৩৯ ॥
তাঁরে আলিঙ্গিয়া প্রভু নৌকাতে চড়িলা।
মূর্চ্ছিত হইয়া তেঁহো তাঁহাই পড়িলা ॥ ২৪০ ॥
দাক্ষিণাত্য-বিপ্র তাঁরে ঘরে লৈয়া গেলা।
তবে দুই ভাই বৃন্দাবনেতে চলিলা ॥ ২৪১ ॥

মহাপ্রভুর প্রয়াগ হইতে কাশীতে আগমন

মহাপ্রভু চলি চলি আইলা বারাণসী।
চন্দ্রশেখর মিলিলা গ্রামের বাহিরে আসি ॥২৪২॥
রাত্রে তেঁহো স্বপ্ন দেখে—প্রভু আইলা ঘরে।
প্রাতঃকালে আসি রহে গ্রামের বাহিরে ॥ ২৪৩ ॥
আচম্বিতে প্রভু দেখি চরণে পড়িলা।
আনন্দিত হৈয়া নিজ-গৃহে লৈয়া গেলা ॥ ২৪৪ ॥
তপনমিশ্র শুনি আসি প্রভুরে মিলিলা।
ইষ্টগোষ্ঠী করি প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা ॥ ২৪৫ ॥
নিজ ঘরে লৈয়া প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
ভট্টাচার্য্যে চন্দ্রশেখর নিমন্ত্রণ কৈল ॥ ২৪৬ ॥
ভিক্ষা করাইয়া মিশ্র কহে পায় ধরি—।
এক ভিক্ষা মাগি, মোরে দেহ কৃপা করি ॥২৪৭॥

যাবত হইবে তোমার কাশীপুরে স্থিতি।
মোর ঘরে বিনা ভিক্ষা না করিবে কতি ॥২৪৮॥
প্রভু জানেন—দিন পাঁচ সাত সে রহিব।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভিক্ষা কাঁহা না করিব ॥ ২৪৯ ॥
এত জানি তাঁর ভিক্ষা করিল অঙ্গীকার।
বাসা-নিষ্ঠা কৈল চন্দ্রশেখরের ঘর ॥ ২৫০ ॥
মহারাষ্ট্রী বিপ্র আসি প্রভুরে মিলিলা।
প্রভু তাঁরে স্নেহ করি কৃপা প্রকাশিলা ॥২৫১॥
'মহাপ্রভু আইলা' শুনি শিষ্ট শিষ্ট জন।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আসি করে দরশন ॥ ২৫২ ॥
শ্রীরূপ-উপরে প্রভু যৈছে কৃপা কৈল।
অত্যন্ত বিস্তার-কথা সংক্ষেপে কহিল ॥ ২৫৩
শ্রদ্ধা করি এই কথা যেই জন শুনে।
প্রেমভক্তি পায় সেই চৈতন্য-চরণে ॥ ২৫৪ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৫৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরূপানুগ্রহো
নাম ঊনবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

বিংশ পরিচ্ছেদ

বন্দেঽহমনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুং।
নীচোঽপি যৎপ্রসাদাৎ স্যাৎভক্তিশাস্ত্র-
প্রবর্ত্তকঃ ॥ ১ ॥

যাঁহার প্রসাদে অধম ব্যক্তি ও ভক্তি শাস্ত্র মীমাংসা ও রচনাদি করিতে সমর্থ হন, সেই অপার ও অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যশালী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২

সনাতনের কারা-মুক্তি ও বৃন্দাবন-যাত্রা

এথা গৌড়ে সনাতন আছে বন্দিশালে।
শ্রীরূপ-গোঁসাইর পত্রী আইল সেই কালে ॥ ৩ ॥
পত্রী পাইয়া সনাতন আনন্দিত হৈলা।
যবন-রক্ষক-পাশ কহিতে লাগিলা— ॥ ৪ ॥
তুমি এক জিন্দাপীর মহাভাগ্যবান্।
কেতাব-কোরাণ-শাস্ত্রে আছে তোমার জ্ঞান ॥৫॥
এক বন্দী ছাড়ে যদি নিজ-ধর্ম্ম দেখিয়া।
সংসার হৈতে তারে মুক্ত করেন গোঁসাইয়া ॥ ৬ ॥
পূর্ব্বে আমি করিয়াছি তোমার উপকার।
তুমি আমা ছাড়ি কর প্রত্যুপকার ॥ ৭ ॥
পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিব, কর অঙ্গীকার।
পুণ্য, অর্থ দুই লাভ হইবে তোমার ॥ ৮ ॥
তবে সেই যবন কহে—শুন মহাশয়।
তোমারে ছাড়িয়ে, কিন্তু করি রাজভয় ॥ ৯ ॥
সনাতন কহে—তুমি না কর রাজভয়।
দক্ষিণ গিয়াছে, যদি লেউটি আইসয় ॥ ১০ ॥
তাঁহাকে কহিও—সেই বাহ্য কৃতে গেল।
গঙ্গার নিকটে, গঙ্গা দেখি ঝাঁপ দিল ॥ ১১ ॥
অনেক দেখিল, তার লাগি না পাইল।
দাঁড়ুকা সহিত ডুবি কাঁহো বহি গেল ॥ ১২ ॥
কিছু ভয় নাহি আমি এদেশে না রব।
দরবেশ হৈয়া আমি মক্কায় যাইব ॥ ১৩ ॥
তথাপি যবন-মন প্রসন্ন না দেখিল।
সাতহাজার মুদ্রা তার আগে রাশি কৈল ॥ ১৪ ॥

লোভ হইল যবনের মুদ্রা দেখিয়া।
রাত্রে গঙ্গা-পার কৈল দাঁড়ুকা কাটিয়া ॥ ১৫ ॥
গড়িদ্বার পথ ছাড়িল, নারে তাঁহা যাইতে।
রাত্রি-দিনে চলি আইল পাতড়া-পর্ব্বতে ॥ ১৬
তথা এক ভূমিক হয়, তার ঠাঁই গেলা।
পর্ব্বত পার কর আমায় মিনতি করিলা। ১৭
সেই ভুঁইয়ার সঙ্গে হয় হাত-গণিতা।
ভুঁইয়া-কাণে কহে সেই জানি এক কথা ১৮
ইহার ঠাঁই সুবর্ণের অষ্ট মোহর হয়।
শুনি আনন্দিত ভুঁইয়া সনাতনে কয় — ॥১৯॥
রাত্রে পর্ব্বত পার করিব নিজ-লোক দিয়া।
ভোজন করহ তুমি রন্ধন করিয়া ॥ ২০ ॥
এত বলি অন্ন দিল করিয়া সম্মান।
সনাতন আসি তবে কৈল নদীস্নান ॥ ২১ ॥
দুই উপবাসে কৈল রন্ধন ভোজনে।
রাজমন্ত্রী সনাতন বিচারিল মনে ॥ ২২ ॥
এই ভুঁইয়া কেনে মোরে সম্মান করিল।
এত চিন্তি সনাতন ঈশানে পুছিল ॥ ২৩ ॥
তোমার ঠাঁই জানি কিছু দ্রব্য আছয়।
ঈশান কহে—মোর ঠাঁই সাত মোহর হয় ॥২৪॥
শুনি সনাতন তারে করিল ভর্ৎসন—।
সঙ্গে কেন আনিয়াছ এই কাল যম ॥ ২৫ ॥
তবে সেই সাত মোহর হস্তেতে করিয়া।
ভুঁইয়া কাছে গিয়া কহে মোহর ধরিয়া— ॥২৬॥
এই সাত-সুবর্ণ মোহর আছিল আমার।
ইহা লৈয়া ধর্ম্ম দেখি কর মোরে পার ॥ ২৭ ॥
রাজবন্দী আমি গড়িদ্বার যাইতে না পারি।
পুণ্য হবে, পর্ব্বত আমা দেহ পার করি ॥ ২৮ ॥

কাশীতে প্রভু সহ সনাতনের মিলন

ভুঁইয়া হাসি কহে—আমি জানিয়াছি পহিলে।
অষ্ট মোহর হয় তোমার সেবক-আঁচলে ॥ ২৯ ॥
তোমা মারি মোহর লৈতাম আজিকার রাত্রে।
ভালই করিলা তুমি—ছুটিলাম পাপ হৈতে ॥৩০॥
সন্তুষ্ট হইলাম আমি, মোহর না লইব।
পুণ্য লাগি পর্ব্বত তোমা পার করি দিব ॥ ৩১ ॥
গোসাই কহে—কেহো দ্রব্য লইবে আমা মারি।
আমার প্রাণ রক্ষা কর দ্রব্য অঙ্গীকরি ॥ ৩২ ॥
তবে ভুঁইয়া চারি পাইক গোসাই সঙ্গে দিল।
রাত্রে রাত্রে বনপথে পর্ব্বত পার কৈল ॥ ৩৩ ॥
পার হৈয়া গোসাই তবে পুছিল ঈশানে-—।
জানি কিছু শেষ দ্রব্য আছে তোমা-স্থানে ॥৩৪॥
ঈশান কহে—এক মোহর আছে অবশেষ।
গোসাই কহে—ইহা লৈয়া যাহ তুমি দেশ ॥৩৫॥
তারে বিদায় দিয়া গোসাই চলিলা একেলা।
হাতে করোয়া ছেঁড়া কান্থা নির্ভয় হইলা ॥ ৩৬ ॥
চলি চলি গোসাই তবে আইলা হাজিপুরে।
সন্ধ্যাকালে বসিলা এক উদ্যান-ভিতরে ॥ ৩৭ ॥
সেই হাজিপুরে রহে শ্রীকান্ত তাঁর নাম।
গোসাইর ভগিনীপতি করে রাজকাম ॥ ৩৮ ॥
তিন লক্ষ মুদ্রা রাজা দিয়াছে তাঁর স্থানে।
ঘোড়া মূল্য লৈয়া পাঠায় পাতসার স্থানে ॥৩৯॥
টুঙ্গির উপর বসি সেই গোসাইকে দেখিল।
রাত্রে একজন সঙ্গে গোসাই-পাশ আইল ॥ ৪০ ॥
দুইজন মিলি তথা ইষ্টগোষ্ঠী কৈল।
বন্ধন-মোক্ষণ-কথা গোসাই কহিল ॥ ৪১ ॥
তিঁহো কহে—দিন দুই রহ এই স্থানে।
ভদ্র-বেশ কর, ছাড় মলিন বসনে ॥ ৪২ ॥
গোসাই কহে—এক ক্ষণ এথা না রহিব।
গঙ্গাপার করি দেহ এখনি চলিব ॥ ৪৩ ॥
যত্ন করি তেঁহো এক ভোট-কম্বল দিল।
গঙ্গাপার করি দিল, গোসাই চলিল ॥ ৪৪ ॥
তবে বারাণসী আইলা গোসাই কতদিনে।
আনন্দিত হৈল শুনি—প্রভুর আগমনে ॥ ৪৫
চন্দ্রশেখরের ঘরে আসি দুয়ারে বসিলা।
মহাপ্রভু জানি চন্দ্রশেখরে কহিলা ॥ ৪৬
দ্বারে এক বৈষ্ণব হয়, বোলাহ তাঁহারে।
চন্দ্রশেখর দেখে—বৈষ্ণব নাহি দুয়ারে ॥ ৪৭ ॥

দ্বারেতে বৈষ্ণব নাহি—প্রভুরে কহিল।
'কেহ হয়' বলি প্রভু তাঁহারে পুছিল ॥ ৪৮ ॥
তেঁহো কহে—এক দরবেশ আছে দ্বারে।
'তাঁরে আন'-প্রভু বাক্যে কহিল আসি তাঁরে ॥৪৯॥
প্রভু তোমায় বোলায়, আইস দরবেশ।
শুনি আনন্দে সনাতন করিলা প্রবেশ ॥ ৫০ ॥
তাঁহারে অঙ্গনে দেখি প্রভু ধাইয়া আইলা।
তারে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥ ৫১ ॥
প্রভুস্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হৈল সনাতন।
মোরে না ছুঁইহ—কহে গদগদ বচন ॥ ৫২ ॥
দুই জনে গলাগলি রোদন অপার।
দেখি চন্দ্রশেখরের হৈল চমৎকার ॥ ৫৩ ॥
তবে প্রভু তাঁর হাতে ধরি লৈয়া গেলা।
পিণ্ডার উপরে আপন-পাশে বসাইলা ॥ ৫৪ ॥
শ্রীহস্তে করেন তার অঙ্গ-সম্মার্জ্জন।
তেঁহো কহে—মোরে প্রভু না কর স্পর্শন ॥৫৫॥
প্রভু কহে—তোমা স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে।
ভক্তি-বলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে ॥ ৫৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কঃ ১৩ অঃ ৮ শ্লোকঃ—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো!।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন
গদাভৃতা ॥ ৫৭ ॥*

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য ১০-বিঃ ৯১-অঙ্কধৃতং
ইতিহাসসমুচ্চয়োক্ত-ভগবদ্বাক্যং—

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো
যথা হ্যহং ॥ ৫৮ ॥†

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ স্কঃ ৯ অঃ ৯ শ্লোকঃ—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দ-বিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যে তদর্পিত-মনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ ৫৯ ॥

শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় শ্রীনৃসিংহদেবকে বলিলেন, হে প্রভো! দ্বাদশগুণ যুক্ত ব্রাহ্মণও যদি ভগবৎ পাদপদ্ম-বিমুখ হয়, তবে তাদৃশ ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও সেই চণ্ডালকে শ্রেষ্ঠ বলি, যিনি শ্রীভগবচ্চরণে মন, বাক্য, কর্ম্ম, অর্থ ও প্রাণ অর্পণ করিয়াছেন, যেহেতু এরূপ চণ্ডালও নিজ-কুলকে পবিত্র করিয়া থাকেন, কিন্তু ঐরূপ গর্ব্বিত ব্রাহ্মণ আপনাকেও পবিত্র করিতে পারেন না, তা আপনার কুল পবিত্র করা ত দূরের কথা ॥ ৫৯ ॥

তোমা দেখি, তোমা স্পর্শি, গাই তোমার গুণ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়-ফল এই শাস্ত্র-নিরূপণ ॥ ৬০ ॥

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে ১৩ অঃ ২-শ্লোকঃ—

অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশ-দর্শনং হি
তন্বাঃ ফলং ত্বাদৃশ-গাত্রসঙ্গঃ।
জিহ্বা-ফলং ত্বাদৃশ-কীর্ত্তনং হি
সুদুর্ল্লভা ভাগবতা হি লোকে ॥ ৬১ ॥

পৃথিবী বলিলেন, হে প্রহ্লাদ! তোমার মত ভক্তের দর্শনই চক্ষুর সার্থকতা, তোমার মত ভক্তের গাত্র-স্পর্শই দেহের সার্থকতা এবং তোমারমত ভক্তের গুণ-কীর্ত্তনই জিহ্বার সার্থকতা, যেহেতু ভক্তজন জগতে অত্যন্ত দুর্ল্লভ ॥ ৬১ ॥

এত কহি কহে প্রভু—শুন সনাতন।
কৃষ্ণ বড় দয়াময় পতিতপাবন ॥ ৬২ ॥
মহারৌরব হৈতে তোমা করিল উদ্ধার।
কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার ॥ ৬৩ ॥
সনাতন কহে—কৃষ্ণ আমি নাহি জানি।
আমার উদ্ধার-হেতু তোমার কৃপা মানি ॥ ৬৪ ॥

* অনুবাদ ৩১ পৃষ্ঠার ৬৩ দাগে দ্রষ্টব্য।
† অনুবাদ ৩১১ পৃষ্ঠায় ৫০ দাগে দ্রষ্টব্য।

মহাপ্রভুর ইঙ্গিতে সনাতনের ভোট-কম্বল ত্যাগ

'কেমনে ছুটিলা' বলি প্রভু প্রশ্ন কৈল।
আদ্যোপান্ত সব কথা তেঁহো শুনাইল ॥ ৬৫ ॥
প্রভু কহে—তোমার দুই ভাই প্রয়াগে মিলিলা।
রূপ, অনুপম দোঁহে বৃন্দাবন গেলা ॥ ৬৬ ॥
তপনমিশ্রেরে আর চন্দ্রশেখরেরে।
প্রভু-আজ্ঞায় সনাতন মিলিলা দোঁহারে ॥ ৬৭ ॥
তপন মিশ্র তবে তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ।
প্রভু কহে—ক্ষৌর করাহ, যাহ সনাতন ॥ ৬৮ ॥
চন্দ্রশেখরেরে প্রভু কহে বোলাইয়া—।
এই বেশ দূর কর, যাহ ইঁহা লৈয়া ॥ ৬৯ ॥
ভদ্র করাইয়া তাঁরে গঙ্গাস্নান করাইল।
শেখর আনিয়া তাঁরে নূতন বস্ত্র দিল ॥ ৭০ ॥
সেই বস্ত্র সনাতন না কৈল অঙ্গীকার।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ অপার ॥ ৭১ ॥
মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু ভিক্ষা করিবারে।
সনাতনে লৈয়া গেলা তপন মিশ্রের ঘরে ॥ ৭২ ॥
পাদ-প্রক্ষালন করি ভিক্ষাতে বসিলা।
সনাতনে ভিক্ষা দেহ—মিশ্রেরে কহিলা ॥ ৭৩ ॥
মিশ্র কহে—সনাতনের কিছু কৃত্য আছে।
তুমি ভিক্ষা কর, তাঁরে প্রসাদ দিব পাছে ॥৭৪॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু বিশ্রাম করিল।
মিশ্র প্রভুর শেষপাত্র সনাতনে দিল ॥ ৭৫ ॥
মিশ্র সনাতনে দিল নূতন বসন।
বস্ত্র নাহি নিল তেঁহো কৈল নিবেদন— ॥ ৭৬ ॥
মোরে বস্ত্র দিতে যদি তোমার হয় মন।
নিজ-পরিধান এক দেহ পুরাতন ॥ ৭৭ ॥
তবে মিশ্র পুরাতন এক ধুতি দিল।
তেঁহো দুই বহির্ব্বাস কৌপীন করিল ॥ ৭৮ ॥
মহারাষ্ট্রী দ্বিজে প্রভু মিলাইল সনাতনে।
সেই বিপ্র তাঁরে কৈল মহা নিমন্ত্রণে— ॥ ৭৯ ॥
সনাতন তুমি যাবৎ কাশীতে রহিবে।
তাবত আমার ঘরে ভিক্ষা যে করিবে ॥ ৮০ ॥
সনাতন কহে—আমি মাধুকরী করিব।
ব্রাহ্মণের ঘরে কেনে একত্র ভিক্ষা লব ॥ ৮১ ॥
সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ অপার।
ভোট-কম্বল পানে প্রভু চাহে বারেবার ॥ ৮২ ॥
সনাতন জানিল—এই প্রভুরে না ভায়।
ভোট ত্যাগ করিবারে চিন্তিল উপায় ॥ ৮৩ ॥
এত চিন্তি গেলা গঙ্গায় মধ্যাহ্ন করিতে।
এক গোড়ীয়া দিয়াছে কান্থা শুকাইতে ॥ ৮৪ ॥
তারে কহে—আরে ভাই! কর উপকারে।
এই ভোট লৈয়া এই কান্থা দেহ মোরে ॥ ৮৫ ॥
সেই কহে—হাস্য কর প্রামাণিক হৈয়া।
বহুমূল্য ভোট কেনে দেবে কান্থা লৈয়া ॥ ৮৬ ॥

শ্রীসনাতন কর্তৃক প্রভু সমীপে তত্ত্বকথা-জিজ্ঞাসা।

তেঁহো কহে—হাস্য নহে, কহি সত্যবাণী।
ভোট লহ তুমি, মোরে দেহ কান্থাখানি ॥ ৮৭ ॥
এত বলি কান্থা লৈল ভোট তারে দিয়া।
গোঁসাইর ঠাঁই আইলা কান্থা গলায় দিয়া ॥ ৮৮ ॥
প্রভু কহে—তোমার ভোট-কম্বল কোথা গেল।
প্রভু-পদে সব কথা গোঁসাই কহিল ॥ ৮৯ ॥
প্রভু কহে—ইহা আমি করিয়াছি বিচার।
বিষয়-রোগ খণ্ডাইল যে কৃষ্ণ তোমার ॥ ৯০ ॥
সে কেনে রাখিবে তোমার শেষ-বিষয়-ভোগ।
রোগ খণ্ডি সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ-রোগ ॥ ৯১ ॥
তিন মুদ্রার ভোট গায় মাধুকরী-গ্রাস।
ধর্ম্মহানি হয়, লোকে করে উপহাস ॥ ৯২ ॥
গোঁসাই কহে যে খণ্ডালে কুবিষয়-রোগ।
তাঁর ইচ্ছায় গেল মোর শেষ-বিষয়-ভোগ ॥ ৯৩ ॥
প্রসন্ন হইয়া প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল।
তাঁর কৃপায় প্রশ্ন করিতে তাঁর শক্তি হৈল ॥৯৪॥
পূর্ব্বে যৈছে রায়-পাশ প্রভু প্রশ্ন কৈল।
তাঁর শক্ত্যে রামানন্দ তার উত্তর দিল ॥ ৯৫ ॥

ইঁহা প্রভুর শক্ত্যে প্রশ্ন করে সনাতন।
আপনে মহাপ্রভু করে তত্ত্ব-নিরূপণ ॥ ৯৬ ॥

তথাহি (গ্রন্থকারস্য বাক্যং)—

কৃষ্ণ-স্বরূপ-মাধুর্য্যৈশ্বর্য্য-ভক্তিরসাশ্রয়ং।
তত্ত্বং সনাতনায়েশঃ কৃপয়োপদিদেশ সঃ ॥ ৯৭ ॥

সর্ব্বলোকবিদিত সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান কৃপা করিয়া শ্রীসনাতনকে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও ভক্তিরস-বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছিলেন ॥ ৯৭ ॥

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
দৈন্য বিনতি করে দন্তে তৃণ লৈয়া— ॥ ৯৮ ॥
নীচজাতি নীচসঙ্গী পতিত অধম।
কুবিষয়-কূপে পড়ি গোঙাইনু জনম ॥ ৯৯ ॥
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি।
গ্রাম্য-ব্যবহারে পণ্ডিত তাই সত্য মানি ॥ ১০০ ॥
কৃপা করি যদি মোরে করিল উদ্ধার।
আপন-কৃপাতে কহ কর্ত্তব্য আমার ॥ ১০১ ॥
কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি মুই কেমনে হিত হয় ॥ ১০২ ॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহ ত আপনি ॥ ১০৩ ॥

জীবতত্ত্ব কথন

তাঁর দৈন্য শুনি প্রভুর আনন্দিত মন।
কহিতে লাগিলা তাঁরে করি আলিঙ্গন ॥ ১০৪ ॥
প্রভু কহে—কৃষ্ণ-কৃপা তোমাতে পূর্ণ হয়।
সব তত্ত্ব জান, তোমার নাহি তাপত্রয় ॥ ১০৫ ॥
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি, জান তত্ত্বভাব।
জানি দার্ঢ্য লাগি পুছে—সাধুর স্বভাব ॥ ১০৬ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
সাধনভক্তিলহর্য্যাং ৪৭-অঙ্কে—

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিধ্যত্যেষামভীপ্সিত ॥১০৭॥

ভগবদ্ধর্ম্ম তত্ত্ব জানিবার জন্য যাঁহাদিগের আগ্রহ হয়, তাঁহাদিগের সকল বাঞ্ছাই শীঘ্র সিদ্ধ হয় ॥ ১০৭ ॥

যোগ্যপাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্ত্তাইতে।
ক্রমে সব তত্ত্ব শুন, কহিয়ে তোমাতে ॥ ১০৮ ॥
জীবের স্বরূপ হয়—কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি—ভেদাভেদ প্রকাশ ॥১০৯॥
সূর্য্যাংশ-কিরণ যেন অগ্নি-জ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয় ॥ ১১০ ॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে ১-অংশে ২৯ অঃ ৫২ শ্লোঃ—

একদেশ-স্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ ॥ ১১১ ॥

একস্থানে স্থিত প্রজ্বলিত অগ্নির কিরণ যেমন চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়, তদ্রূপ পরব্রহ্ম ভগবানের জীবরূপ শক্তি এই অখিল জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছে ॥ ১১১ ॥

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিনশক্তি-পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি ॥ ১১২ ॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে ৬-অংশে ৭-অঃ ৬১-শ্লোকঃ—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্ম্ম-সংজ্ঞান্যা তৃতীয়া
শক্তিরিষ্যতে ॥ ১১৩ ॥ †

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং ৭-অঃ ৫-শ্লোকঃ—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে
জগৎ ॥ ১১৪ ॥ *

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥ ১১৫ ॥

অনুবাদ ৮৫ পৃষ্ঠায় ১১৮ দাগে দ্রষ্টব্য

কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য-জনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥ ১১৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১-স্কঃ ২য়-অঃ ৩৫-শ্লোকঃ—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥ ১১৭ ॥

ভগবদ্বিমুখ জীব মায়ার ঘোরে পড়িয়া, সে যে কৃষ্ণদাস, তাহা অনুভব করিতে না পারায় তাহার দেহে অহংবুদ্ধি হয় বলিয়া, দেহাদি দ্বিতীয়বস্তুতে তাহার আসক্তি জন্মে, তন্নিমিত্ত তাহার ভয় উৎপত্তি হয়। অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি ইহার নিবারণার্থ গুরুকে দেবতা ও আত্মতুল্য প্রিয় জ্ঞান করিয়া ভগবদ্ভজন করিবেন ॥ ১১৭ ॥

সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥ ১১৮ ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং ৭ম-অধ্যায়ে ১৪শ শ্লোক—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥১১৯॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমার এই অলৌকিকী ও অত্যদ্ভুত গুণময়ী মায়ার হাত হইতে কাহারও নিস্তার নাই, তবে যাহারা আমার শরণাগত হয়, কেবলমাত্র তাহারাই আমার এই দুস্তর মায়ার হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে ॥ ১১৯ ॥

সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্ব

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান।
জীবের কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ ॥ ১২০ ॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্মা-রূপে আপনা জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা' জীবের হয় জ্ঞান ॥১২১॥
বেদশাস্ত্রে কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণপ্রাপ্য—সম্বন্ধ, ভক্তি—প্রাপ্যের সাধন ॥১২২॥
অভিধেয় নাম—ভক্তি, প্রেম—প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম মহাধন ॥ ১২৩ ॥
কৃষ্ণ-মাধুর্য্যসেবানন্দ-প্রাপ্তির কারণ।
কৃষ্ণসেবা করে কৃষ্ণরস-আস্বাদন ॥ ১২৪ ॥
ইহাতে দৃষ্টান্ত—যৈছে দরিদ্রের ঘরে।
সর্ব্বজ্ঞ আসি দুঃখ দেখি পুছয়ে তাহারে ॥১২৫॥
তুমি কেনে এত দুঃখী, তোমার আছে পিতৃধন।
তোমারে না কহি, অন্যত্র ছাড়িল জীবন ॥১২৬॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশে।
ঐছে বেদ পুরাণ জীবে কৃষ্ণ-উপদেশে ॥ ১২৭ ॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্য মূল ধন-অনুবন্ধ।
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে—শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ ॥ ১২৮ ॥
'বাপের ধন আছে' জানে, ধন নাহি পায়।
তবে সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তের উপায় ॥ ১২৯ ॥
এই স্থানে আছে ধন, যদি দক্ষিণে খুদিবে।

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব

ভীমরুল বরুলী উঠিবে, ধন না পাইবে ॥ ১৩০ ॥
পশ্চিমে খুদিলে তাঁহা যক্ষ এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে—ধন হাতে না পড়য় ॥ ১৩১ ॥
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ-অজাগরে।
ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে ॥১৩২॥
পূর্ব্বদিকে তাতে মাটি অল্প খুদিতে।
ধনের জাড়ি পড়িবেক তোমার হাতেতে ॥১৩৩॥
ঐছে শাস্ত্র কহে—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি ॥১৩৪॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১-স্কঃ ১৪-অঃ ২০-শ্লোঃ—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব!।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা
ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা ॥ ১৩৫ ॥ *

অনুবাদ ১২৪ পৃষ্ঠায় ৭৬ দাগে দ্রষ্টব্য

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কঃ ১৪ অঃ ২১-শ্লোঃ—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাং।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥১৩৬॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে উদ্ধব! সাধুগণের আত্মা ও প্রিয় আমি কেবল শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্তিদ্বারাই বশীভূত হই, আমাতে নিষ্ঠা ভক্তি চণ্ডালকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করে ॥ ১৩৬ ॥

অতএব ভক্তি কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায়।
'অভিধেয়' বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥ ১৩৭ ॥
ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ ফল পায়।
সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায় ॥ ১৩৮ ॥
তৈছে ভক্তিফলে কৃষ্ণে প্রেম উপজায়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভব নাশ পায় ॥ ১৩৯ ॥
'দারিদ্র্য-নাশ, ভব-ক্ষয়' প্রেমের ফল নয়।
'প্রেমসুখ ভোগ' মুখ্য প্রয়োজন হয় ॥ ১৪০ ॥
বেদশাস্ত্রে কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয় প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম—তিন মহাধন ॥ ১৪১ ॥
বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ মুখ্য সম্বন্ধ।
তার জ্ঞানে আনুষঙ্গে যায় মায়াবন্ধ ॥ ১৪২ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
ব্যাপ্তিচারিলহর্য্যাং ১১ অঙ্কধৃত
পদ্মপুরাণবচন—

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা-
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং
জল্পন্তু কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু
নিশ্চীয়তে ॥ ১৪৩ ॥

সেই সেই পুরাণ ও তন্ত্রগণ চরাচর সমস্ত জগতের মোহের নিমিত্ত কল্পকাল ধরিয়া সেই সেই দেবতাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বলে বলুক, কিন্তু সমস্ত আগমাদির রুচি বৃত্তিতে বিচার দ্বারা এই সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইবে যে, একমাত্র বিষ্ণুই হইলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা ॥ ১৪৩ ॥

গৌণ-মুখ্য বৃত্ত্যে কিবা অন্বয়-ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে ॥ ১৪৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১-স্কঃ ২১-অঃ ৪২-শ্লোঃ—

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ
কশ্চন ॥ ১৪৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব! বৃহতী অর্থাৎ বেদের ছন্দ-বিশেষ বিধিবাক্য দ্বারা কর্ম্মকাণ্ডে যে কি বিধান করে, মন্ত্র-বাক্য দ্বারা দেবতাকাণ্ডে যে কি প্রকাশ করে এবং জ্ঞান-কাণ্ডে যে কাহাকে অবলম্বন করিয়া তর্ক বিতর্ক করে, তাহা আমি ভিন্ন আর কেহ জানে না ॥ ১৪৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কঃ ২১ অঃ ৪৩ শ্লোঃ—

মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে
হ্যহং ॥ ১৪৬ ॥

কর্ম্মকাণ্ড মন্ত্রাদি দ্বারা আমারই পূজা বিধান করে, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রাদি দ্বারা আমারই আরাধনা প্রকাশ করে এবং জ্ঞানকাণ্ড তর্কবিতর্ক দ্বারা আমারই উপাসনা নির্দ্ধারিত হয় ॥ ১৪৬ ॥

কৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত, বৈভব অপার।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি আর ॥ ১৪৭ ॥
বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মাণ্ডগণ—শক্তি-কার্য্য হয়।
স্বরূপ, শক্তি, শক্তি-কার্য্যের কৃষ্ণ সমাশ্রয় ॥১৪৮॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবত ১০ স্কঃ ১-অঃ ১ম শ্লোকস্য
টীকায়াং শ্রীধরস্বামি বচনং—

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহং।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম
নমামি তৎ ॥ ১৪৯ ॥*

* অনুবাদ ৩৯ পৃষ্ঠায় ২৫ দাগে দ্রষ্টব্য

কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ববস্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৫০ ॥
সর্ব্ব-আদি সর্ব্ব-অংশী, কিশোর-শেখর।
চিদানন্দ-দেহ, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর ॥ ১৫১ ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫-অঃ ১-শ্লোকঃ--

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণং ॥১৫২॥

শ্রীকৃষ্ণ হইলেন পরমেশ্বর, তাঁহার বিগ্রহ সচ্চিদানন্দময়, তিনি অনাদি; তিনি সকলের আদি, তিনি গোবিন্দ, তিনি সমস্ত মূলের মূল স্বরূপ ॥ ১৫২

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, গোবিন্দ পর-নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ, যাঁর গোলোক নিত্যধাম ॥ ১৫৩

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১-স্কঃ ৩-অঃ ২৮-শ্লোকঃ—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারি-ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি
যুগে যুগে ॥ ১৫৪ ॥*

জ্ঞান, যোগ, ভক্তি—তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—ত্রিবিধ প্রকাশে ॥ ১৫৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১-স্কঃ ২-অঃ ১১-শ্লোকঃ-

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥১৫৬॥†
ব্রহ্ম—অঙ্গকান্তি তাঁর নির্ব্বিশেষ প্রকাশে।
সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে ॥ ১৫৭ ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অধ্যায়ে ৪০-শ্লোকঃ—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষ-বসুধাদি-বিভূতি-ভিন্নং।
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষ-ভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৫৮ ॥*
পরমাত্মা যেঁহো তেঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতংস ॥ ১৫৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ১৪-অঃ ৫২ শ্লোঃ—

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাং।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥১৬০॥

শুকদেব বলিলেন, হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! তুমি এই শ্রীকৃষ্ণকে সকলের আত্মার আত্মা বলিয়া জানিও। তিনি এবম্বিধ পরম-পুরুষ হইয়াও জগতের কল্যাণের নিমিত্ত যোগ-মায়াকে অবলম্বন করিয়া জগতে মানুষের ন্যায় দেহ ধারণ করিয়া প্রকাশ পাইতেছেন ॥ ১৬০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ১০ অঃ ৪২-শ্লোঃ —

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন!।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন
স্থিতো জগৎ ॥ ১৬১ ॥†
ভক্ত্যে ভগবানের অনুভব পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহ তাঁর অনন্ত স্বরূপ— ॥ ১৬২
স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ, আবেশ নাম।
প্রথমেই তিনরূপে রহে ভগবান্ ॥ ১৬৩ ॥
স্বয়ংরূপে স্বয়ংপ্রকাশ—দুইরূপে স্ফূর্ত্তি।
স্বয়ং-রূপে এক কৃষ্ণ ভজে গোপমূর্ত্তি
প্রাভব বৈভব-রূপে দ্বিবিধ প্রকাশে।
এক বপু বহুরূপ যৈছে হৈল রাসে ॥ ১৬৫ ॥
মহিষী-বিবাহে হৈলা বহুবিধ মূর্ত্তি।
প্রাভব-প্রকাশ এই শাস্ত্র-পরসিদ্ধি ॥ ১৬৬ ॥

* অনুবাদ ৩৮ পৃষ্ঠায় ৬৭ দাগে দ্রষ্টব্য।
† অনুবাদ ৩৫ পৃষ্ঠায় ১১ দাগে দ্রষ্টব্য।

* অনুবাদ ৩৫ পৃষ্ঠায় ১৪ দাগে দ্রষ্টব্য।
† অনুবাদ ৩৬ পৃষ্ঠায় ২০ দাগে দ্রষ্টব্য।

সৌভর্য্যাদি-প্রায় সেই কায়ব্যূহ নয়।
কায়ব্যূহ হৈলে নারদের বিস্ময় না হয় ॥ ১৬৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ৬৯-অঃ ২-শ্লোকঃ—

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥ ১৬৮ ॥*
সেই বপু, সেই আকৃতি পৃথক্ যদি ভাসে।
ভাবাবেশ-ভেদে নাম বৈভব-প্রকাশে ॥ ১৬৯ ॥
অনন্ত প্রকাশে কৃষ্ণের নাহি মূর্ত্তিভেদ।
আকার-বর্ণ-অস্ত্র-ভেদে নাম-বিভেদ ॥ ১৭০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ৪০-অঃ ৭-শ্লোঃ—

অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন তে।
যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকং ॥১৭১॥

সাংখ্য, যোগ ও বেদমার্গাবলম্বিগণ ভিন্নও অন্য ব্যক্তিগণ শৈব ও বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া একান্তভাবে তোমার চিন্তা করিতে করিতে তোমারই কথিত নারদপঞ্চরাত্রাদির বিধি-অনুসারে তোমার বহু স্বরূপে প্রকটিত মূর্ত্তিসমূহের উপাসনা দ্বারা প্রকারান্তরে তোমারই উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ১৭১ ॥

বৈভব-প্রকাশ কৃষ্ণের শ্রীবলরাম।
বর্ণমাত্র ভেদ—সব কৃষ্ণের সমান ॥ ১৭২ ॥
বৈভব-প্রকাশ যৈছে দেবকী-তনুজ।
দ্বিভুজ-স্বরূপ, কভু হয় চতুর্ভুজ ॥ ১৭৩ ॥
যে কালে দ্বিভুজ নাম বৈভব-প্রকাশ।
চতুর্ভুজ হৈলে নাম প্রাভব-বিলাস ॥ ১৭৪ ॥
স্বয়ংরূপে গোপবেশ গোপ-অভিমান।
বাসুদেবের ক্ষত্রিয়বেশ, আমি ক্ষত্রিয়জ্ঞান ॥১৭৫॥
সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, বৈদগ্ধ্য, বিলাস।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহা অধিক উল্লাস ॥ ১৭৬ ॥
গোবিন্দের মাধুরী দেখি বাসুদেবের ক্ষোভ।
সে মাধুরী আস্বাদিতে উপজয়ে লোভ ॥ ১৭৭ ॥

মথুরায় যৈছে গন্ধর্ব্ব-নৃত্য-দরশনে।
পুনঃ দ্বারকাতে যৈছে চিত্র-বিলোকনে ॥ ১৭৮ ॥

তথাহি ললিতমাধবে ৪-অঙ্কে ১৯-শ্লোকঃ—

উদ্গীর্ণাদ্ভুত-মাধুরী-পরিমলস্যাভীর-লীলস্য মে
দ্বৈতং হন্ত সমীক্ষয়ন্ মুহুরসৌ চিত্রীয়তে চারণঃ।
চেতঃ কেলিকুতূহলোত্তরলিতং
সত্যং সখে! মামকং
যস্য প্রেক্ষ্য সরূপতাং
ব্রজবধূ-সারূপ্যমন্বিচ্ছতি ॥ ১৭৯ ॥

মথুরায় ব্রজলীলাভিনয় কালে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বেশ-ধারী গন্ধর্বের নৃত্য দর্শন করিয়া বাসুদেব হর্ষভরে উদ্ধবকে বলিলেন, হে সখে! এই নট অদ্ভুত মাধুর্য্যময় ও গোপলীলা-কারী আমার কৃত্রিম রূপ দেখাইয়া আমাকে বারম্বার আশ্চর্য্যান্বিত করিতেছে। আমি সত্য বলিতেছি, এই নটের মনুষ্য মূর্ত্তি দেখিয়া আমার চিত্ত গোপলীলাকারী কৃষ্ণের সহিত বিহার করিবার জন্য অতিশয় লুব্ধ হইয়াছে, তন্নিমিত্ত ব্রজবধূগণের রূপ ধারণ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে ॥ ১৭৯ ॥

তথাহি ললিতমাধবে ৮-অঙ্কে ২৮ শ্লোকঃ—

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্য-পূরঃ।
অয়মহপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥ ১৮০ ॥*
সেই বপু ভিন্নাভাসে কিছু ভিন্নাকার।
ভাবাবেশাকৃতি-ভেদে তদেকাত্ম নাম তার ॥১৮১॥
তদেকাত্ম-রূপের 'বিলাস' 'স্বাংশ' দুই ভেদ।
বিলাস-স্বাংশের ভেদে বিবিধ বিভেদ ॥ ১৮২ ॥
প্রাভব-বৈভব-ভেদে বিলাস দ্বিধাকার।
বিলাসের বিলাস-ভেদে অনন্ত প্রকার ॥ ১৮৩ ॥

* অনুবাদ ৩২ পৃষ্ঠায় ৭১ দাগে দ্রষ্টব্য।
* অনুবাদ ৫৫ পৃষ্ঠায় ১৪৫ দাগে দ্রষ্টব্য।

প্রাভব-বিলাস—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ।
প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—মুখ্য চারিজন ॥ ১৮৪ ॥
ব্রজে গোপভাব রামের, পুরে ক্ষত্রিয়-ভাবন।
বর্ণ-বেশ-ভেদ, তাতে বিলাস তার নাম ॥ ১৮৫ ॥
বৈভব-প্রকাশে আর প্রাভব-বিলাসে।
এক-মূর্ত্ত্যে বলদেব ভাবভেদে ভাসে ॥ ১৮৬ ॥
আদি-চতুর্ব্যূহ, কেহো নাহি ইঁহার সম।
অনন্ত চতুর্ব্যূহগণের প্রাকট্য-কারণ ॥ ১৮৭ ॥
কৃষ্ণের এই চারি প্রাভব-বিলাস।
দ্বারকা-মথুরাপুরে নিত্য ইঁহার বাস ॥ ১৮৮ ॥
এই চারি হৈতে চব্বিশ-মূর্ত্তি-পরকাশ।
অস্ত্রভেদে নাম-ভেদ বৈভব-বিলাস ॥ ১৮৯ ॥
পুনঃ কৃষ্ণ চতুর্ব্যূহ লৈয়া পূর্ব্বরূপে।
পরব্যোম মধ্যে বৈসে নারায়ণরূপে ॥ ১৯০ ॥
তাহা হৈতে পুনঃ চতুর্ব্যূহ-পরকাশ।
আবরণ-রূপে চারিদিকে যার বাস ॥ ১৯১ ॥
চারি-জনের পুনঃ পৃথক্ তিন তিন মূর্ত্তি।
কেশবাদি যাহা হৈতে বিলাসের পূর্ত্তি ॥ ১৯২ ॥
চক্রাদিধারণ-ভেদে নাম-ভেদ সব।
বাসুদেব-মূর্ত্তি—কেশব, নারায়ণ, মাধব ॥ ১৯৩ ॥
সঙ্কর্ষণ-মূর্ত্তি—গোবিন্দ, বিষ্ণু, শ্রীমধুসূদন।
এ অন্য গোবিন্দ—নহে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৯৪ ॥
প্রদ্যুম্ন-মূর্ত্তি—ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর।
অনিরুদ্ধ-মূর্ত্তি হৃষীকেশ পদ্মনাভ দামোদর ॥১৯৫॥
দ্বাদশ মাসের দেবতা এই বার জন।
মার্গশীর্ষে কেশব, পৌষে নারায়ণ ॥ ১৯৬ ॥
মাঘের দেবতা মাধব, গোবিন্দ ফাল্গুনে।
চৈত্রে বিষ্ণু, বৈশাখে শ্রীমধুসূদনে ॥ ১৯৭ ॥
জ্যৈষ্ঠে ত্রিবিক্রম, আষাঢ়ে বামন দেবেশ।
শ্রাবণে শ্রীধর, ভাদ্রে দেব হৃষীকেশ ॥ ১৯৮ ॥
আশ্বিনে পদ্মনাভ, কার্ত্তিকে দামোদর।
রাধা-দামোদর অন্য—ব্রজেন্দ্র-কোঙর ॥ ১৯৯ ॥
দ্বাদশ-তিলক-মন্ত্র এই দ্বাদশ নাম।
আচমনে এই নামে স্পর্শি তত্তৎ স্থান ॥ ২০০ ॥
এই চারি জনের বিলাস অষ্ট জন।
তাঁ-সবার নাম কহি, শুন সনাতন— ॥ ২০১ ॥
পুরুষোত্তম, অচ্যুত, নৃসিংহ, জনার্দ্দন।
হরি, কৃষ্ণ, অধোক্ষজ, উপেন্দ্র—অষ্ট জন ॥২০২॥
বাসুদেবের বিলাস—অধোক্ষজ, পুরুষোত্তম।
সঙ্কর্ষণের বিলাস—উপেন্দ্র অচ্যুত দুই জন ॥২০৩॥
প্রদ্যুম্নের বিলাস—নৃসিংহ, জনার্দ্দন।
অনিরুদ্ধের বিলাস—হরি, কৃষ্ণ দুই জন ॥২০৪॥
এই চব্বিশ মূর্ত্তি প্রাভব-বিলাস প্রধান।
অস্ত্রধারণ-ভেদে ধরে ভিন্ন ভিন্ন নাম ॥ ২০৫ ॥
ইহার মধ্যে যাঁহার হয় আকার-বেশ-ভেদ।
সেই সেই হয় বিলাসবৈভব বিভেদ ॥ ২০৬ ॥
পদ্মনাভ, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, বামন।
হরি, কৃষ্ণ আদি হয় আকারে বিলক্ষণ ॥ ২০৭ ॥
কৃষ্ণের প্রাভব-বিলাস বাসুদেবাদি চারিজন।
সেই চারিজনার বিলাস—বিংশতি গণন ॥ ২০৮
ইঁহা-সবার পৃথক্ বৈকুণ্ঠ পরব্যোমধামে।
পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে তিন তিন ক্রমে ॥ ২০৯ ॥
যদ্যপি পরব্যোমে সবাকার নিত্যধাম।
তথাপি ব্রহ্মাণ্ডে কারো কাঁহো সন্নিধান ॥ ২১০
পরব্যোম-মধ্যে নারায়ণের নিত্যস্থিতি।
পরব্যোম-উপরি কৃষ্ণলোকের বিভূতি ॥ ২১১ ॥
এক কৃষ্ণলোক হয় ত্রিবিধ প্রকার— ।
গোকুলাখ্য, মথুরাখ্য, দ্বারকাখ্য আর ॥ ২১২ ॥
মথুরাতে কেশবের নিত্য-সন্নিধান।
নীলাচলে পুরুষোত্তম জগন্নাথ নাম ॥ ২১৩ ॥
প্রয়াগে মাধব, মন্দারে শ্রীমধুসূদন।
আনন্দারণ্যে বাসুদেব, পদ্মনাভ, জনার্দ্দন ॥২১৪॥
বিষ্ণুকাঞ্চীতে বিষ্ণু রহে, হরি মায়াপুরে।
ঐছে আর নানা মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে ॥ ২১৫ ॥*
এইমত ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে সবার প্রকাশ।
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে করেন বিলাস ॥ ২১৬ ॥

* মায়াপুরে—হরিদ্বারে।

সর্ব্বত্র প্রকাশ তাঁর ভক্তে সুখ দিতে।
জগতের অধর্ম্ম নাশি ধর্ম্ম স্থাপিতে ॥ ২১৭ ॥
ইহার মধ্যে কারে হয় অবতারে গণন।
যৈছে বিষ্ণু, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, বামন ॥২১৮॥
অস্ত্র-ধৃতি ভেদে নাম-ভেদের কারণ।
চক্রাদিধারণ-ভেদ শুন সনাতন ॥ ২১৯ ॥
দক্ষিণাধো হস্ত হৈতে বামাধঃ পর্য্যন্ত।
চক্রাদ্যস্ত্র-ধারণের গণনার অন্ত ॥ ২২০ ॥
সিদ্ধার্থ-সংহিতা করে চব্বিশ-মূর্ত্তি-গণন।
তার মতে আগে কহি চক্রাদি-ধারণ ॥২২১॥
বাসুদেব—গদা-শঙ্খ-চক্র-পদ্ম-ধর।
সঙ্কর্ষণ—গদা-শঙ্খ-পদ্ম-চক্র-কর ॥ ২২২ ॥
প্রদ্যুম্ন—চক্র-শঙ্খ-গদা-পদ্ম-ধর।
অনিরুদ্ধ—চক্র-গদা-শঙ্খ-পদ্ম-কর ॥ ২২৩ ॥
পরব্যোমে বাসুদেবাদি নিজ-নিজ-অস্ত্রধর।
শ্রীকেশব—পদ্ম-শঙ্খ-চক্র-গদা-কর ॥ ২২৪ ॥
নারায়ণ—শঙ্খ-পদ্ম-গদা চক্র-ধর।
শ্রীমাধব—গদা-চক্র-শঙ্খ-পদ্ম কর ॥ ২২৫ ॥
শ্রীগোবিন্দ—চক্র-গদা-পদ্ম-শঙ্খ-ধর।
বিষ্ণুমূর্ত্তি—গদা-পদ্ম শঙ্খ-চক্র-কর ॥ ২২৬ ॥
মধুসূদন—শঙ্খ-চক্র-পদ্ম-গদা-ধর।
ত্রিবিক্রম—পদ্ম-গদা-চক্র-শঙ্খ-কর ॥ ২২৭ ॥
শ্রীবামন—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধর।
শ্রীধর—পদ্ম-চক্র-গদা-শঙ্খ-কর ॥ ২২৮ ॥
হৃষীকেশ—গদা-চক্র-পদ্ম-শঙ্খ-ধর।
পদ্মনাভ—শঙ্খ-পদ্ম-চক্র-গদা-কর ॥ ২২৯ ॥
দামোদর—পদ্ম-চক্র-গদা-শঙ্খ-ধর।
পুরুষোত্তম—চক্র-পদ্ম-শঙ্খ-গদা-ধর ॥ ২৩০
শ্রীঅচ্যুত—গদা-পদ্ম-চক্র-শঙ্খ-ধর।
শ্রীনৃসিংহ—চক্র-পদ্ম-গদা-শঙ্খ-ধর ॥ ২৩১ ॥
জনার্দ্দন—পদ্ম-চক্র-শঙ্খ-গদা-কর।
শ্রীহরি—শঙ্খ-চক্র-পদ্ম-গদা-কর ॥ ২৩২ ॥
শ্রীকৃষ্ণ—শঙ্খ-গদা-পদ্ম-চক্র-ধর।
অধোক্ষজ—পদ্ম-গদা-শঙ্খ-চক্র-কর ॥২৩৩॥
শ্রীউপেন্দ্র—শঙ্খ-গদা-চক্র-পদ্ম ধর।
এ চব্বিশ মূর্ত্তি, আর শুন অতঃপর ॥ ২৩৪ ॥
হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে কহে ষোল জন।
তার মতে কহি এবে চক্রাদি-ধারণ ॥ ২৩৫ ॥
কেশব-ভেদ-পদ্ম-শঙ্খ-গদা-চক্র ধর।
মাধব-ভেদ-চক্র-গদা-পদ্ম শঙ্খ-কর ॥২৩৬॥
নারায়ণ-ভেদ নানা-ভেদ-অস্ত্র-কর।
ইত্যাদিক ভেদ এই সব অস্ত্রধর ॥২৩৭॥
স্বয়ং-ভগবান্ আর লীলা-পুরুষোত্তম।
এই দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥২৩৮॥
পুরীর আবরণ-রূপে পুরীর নব দিশে।
নবব্যূহ-রূপে নব মূর্ত্তি পরকাশে ॥ ২৩৯ ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে—

চত্বারো বাসুদেবাদ্যা নারায়ণনৃসিংহকৌ।
হয়গ্রীবো বরাহশ্চ ব্রহ্মা চেতি নবোদিতাঃ ॥২৪০॥

বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব, বরাহ, ব্রহ্মা — এই নব মূর্ত্তিকে নব-ব্যূহ বলে ॥২৪০॥

প্রকাশ-বিলাসের এই কৈল বিবরণ।
স্বাংশের ভেদ এবে শুন সনাতন— ॥২৪১॥
সঙ্কর্ষণ, মৎস্যাদিক দুই ভেদ তার।
পুরুষাবতার সঙ্কর্ষণ, মৎস্যাদি লীলাবতার ॥২৪২॥
অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্বিধ প্রকার।
পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর ॥২৪৩॥
গুণাবতার, আর মন্বন্তরাবতার।
যুগাবতার, আর শক্ত্যাবেশাবতার ॥ ২৪৪ ॥
বাল্য পৌগণ্ড হয় বিগ্রহের ধর্ম্ম।
এতরূপে লীলা করে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥২৪৫॥
অনন্ত অবতার কৃষ্ণের নাহিক গণন।
শাখাচন্দ্র-ন্যায় করি দিগ্‌দরশন ॥২৪৬॥

তত্রৈব শ্রীমদ্ভাগবতে ১-স্কঃ ৩-অঃ
২৬-শ্লোঃ—

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কূল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ ॥২৪৭॥

শৌনকাদি মুনিগণকে শ্রীসূত কহিলেন, হে দ্বিজগণ! যেমন অক্ষয় সরোবর হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র জলধারা নির্গত হয়, তদ্রূপ সত্ত্বনিধি শ্রীহরি হইতে অসংখ্য অবতার প্রকটিত হইয়া থাকেন ॥ ২৪৭ ॥

প্রথমেই করে কৃষ্ণ পুরুষাবতার।
সেই ত পুরুষ হয় ত্রিবিধ প্রকার ॥ ২৪৮ ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ৯ অঙ্ক—

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ড-সংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥২৪৯॥*

শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতত্ত্ব

অনন্ত শক্তি-মধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান।
ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি নাম ॥২৫০॥
ইচ্ছাশক্তি-প্রধান কৃষ্ণ—ইচ্ছায় সর্ব্বকর্ত্তা।
জ্ঞানশক্তি-প্রধান বাসুদেব চিদ্ধাধিষ্ঠাতা ॥ ২৫১ ॥
ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন।
তিনের তিন শক্তি মিলি প্রপঞ্চ-রচন ॥ ২৫২ ॥
ক্রিয়াশক্তি-প্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম।
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ ॥ ২৫৩ ॥
অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
গোলোক বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তি দ্বারায় ॥ ২৫৪ ॥
যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তি-বিলাস।
তথাপি সঙ্কর্ষণ-ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ ॥ ২৫৫ ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫-অধ্যায়ে ২-শ্লোকঃ—

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশ-সম্ভবম্ ॥ ২৫৬ ॥

সহস্রদল পদ্মাকৃতি গোকুল নামক যে পরমোৎকৃষ্ট ধাম ও তাহার মধ্যস্থানে শ্রীকৃষ্ণের যে আবাস, তাহা শ্রীসঙ্কর্ষণ হইতে প্রকাশ পাইয়াছেন ॥ ২৫৬ ॥

মায়াতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্ব

মায়া-দ্বারে-সৃজে তেঁহো ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
জড়রূপা-প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ড কারণ ॥ ২৫৭ ॥
জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বর-শক্তি বিনে।
তাহাতে সঙ্কর্ষণ করে শক্তি আধানে ॥ ২৫৮ ॥
ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি।
লৌহ যেন অগ্নিশক্ত্যে ধরে দাহশক্তি ॥ ২৫৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ৪৬ অঃ
৩১-শ্লোঃ—

এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী
রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানম্।
অন্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্য
জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ ॥ ২৬০ ॥

উদ্ধব-মহাশয় শ্রীনন্দ-মহারাজকে বলিলেন, হে ব্রজরাজ! রাম ও কৃষ্ণ দুইজন জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, পুরুষ ও প্রকৃতি তাঁহাদেরই অংশ ও শক্তি, অনাদি তাঁহারা দুইজন অন্তর্যামিরূপে প্রাণিসমূহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের নিয়ন্তা হন ॥ ২৬০ ॥

সৃষ্টিহেতু যেই মূর্ত্তি প্রপঞ্চে অবতরে।
সেই ঈশ্বরমূর্ত্তি 'অবতার' নাম ধরে ॥ ২৬১ ॥
মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান।
বিশ্বে অবতরি ধরে 'অবতার' নাম ॥ ২৬২ ॥

* অনুবাদ ৬৭ পৃষ্ঠায় ৭৬ দাগে দ্রষ্টব্য।

মায়া অবলোকিতে সেই শ্রীসঙ্কর্ষণ।
পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইলা প্রথম ॥ ২৬৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১-স্কঃ ৩-অঃ ১-শ্লোকঃ—

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোক-সিসৃক্ষয়া ॥২৬৪॥*

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ২-স্কঃ ৬-অঃ ৩৪-শ্লোকঃ—

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ ॥ ২৬৫ ॥†

সেই পুরুষ বিরজাতে করেন শয়ন।
'কারণাব্ধিশায়ী' নাম—জগত-কারণ ॥ ২৬৬ ॥
কারণাব্ধি-পারে মায়ার নিত্য-অবস্থিতি।
বিরজার পারে পরব্যোমে নাহি গতি ॥ ২৬৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ২-স্কঃ ৯-অঃ ১০-শ্লোকঃ—

প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ
সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কাল-বিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে-
রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ ॥ ২৬৮ ॥

ব্রহ্মা শ্রীনারদকে বলিলেন, যে বৈকুণ্ঠে রজোগুণ ও তমোগুণের এবং তৎসম্পর্কীয় প্রাকৃত সত্ত্বগুণের, তথা কালের প্রাধান্য নাই, অপিচ যেখানে মায়ার অস্তিত্ব নাই, সেখানে যে মায়ার কার্য্য রাগ-লোভাদি নাই, তাহা কি আর বলিতে হইবে? ॥ ২৬৮ ॥

মায়ার যে দুই বৃত্তি—'মায়া' আর 'প্রধান'।
মায়া নিমিত্ত-হেতু, বিশ্বের উপাদান প্রধান ॥২৬৯॥

সেই পুরুষ মায়া-পানে করে অবধান।
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি করে বীর্য্যাধান ॥ ২৭০ ॥
স্বাঙ্গ-বিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি স্পর্শন।
জীবরূপ বীজ তাতে কৈল সমর্পণ ॥ ২৭১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩-স্কঃ ২৬-অঃ ১৮-শ্লোঃ—

দৈবাৎ ক্ষুভিত-ধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাঽসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ং ॥ ২৭২ ॥

জীবের অদৃষ্টক্রমে প্রকৃতির সত্ত্বাদি-গুণ ক্ষোভিত হইলে পরমপুরুষ (কারণার্ণবশায়ী প্রথম-পুরুষাবতার) সেই প্রকৃতিতে বীর্য্য স্থাপন করেন, তখন সেই প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব নামক একটি তেজোময় পদার্থকে প্রসব করে ॥ ২৭২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩-স্কঃ ৫-অঃ ২৬-শ্লোকঃ—

কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্ ॥ ২৭৩ ॥

কালশক্তি বশতঃ প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণ ক্ষোভিত হইলে মহাশক্তিমান শ্রীভগবান প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা স্বীয় অংশ-স্বরূপ পুরুষের দ্বারা প্রকৃতিতে তদধিষ্ঠাতৃরূপে বীর্য্য স্থাপন করেন ॥ ২৭৩ ॥

তবে মহত্তত্ত্ব হৈতে ত্রিবিধ অহঙ্কার।
যাহা হৈতে দেবতেন্দ্রিয় ভূতের প্রচার ॥ ২৭৪ ॥
সর্ব্ব-তত্ত্ব মিলি সৃজিল ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর নাহিক গণন ॥ ২৭৫ ॥
এহো মহৎস্রষ্টা পুরুষ 'মহাবিষ্ণু' নাম।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর লোমকূপে ধাম ॥ ২৭৬ ॥
গবাক্ষে উড়িয়া যৈছে রেণু আসে যায়।
পুরুষ-নিশ্বাস সহ ব্রহ্মাণ্ড বাহিরায় ॥ ২৭৭ ॥
পুনরপি নিশ্বাস-সহ যায় অভ্যন্তর।
অনন্ত ঐশ্বর্য্য তাঁর সব মায়া-পার ॥ ২৭৮ ॥

---

* অনুবাদ ৬৮ পৃষ্ঠায় ৮৩ দাগে দ্রষ্টব্য।
† অনুবাদ ৬৮ পৃষ্ঠায় ৮২ দাগে দ্রষ্টব্য।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫-অধ্যায়ে ৫৪-শ্লোকঃ—

যস্যৈকনিশ্বসিত-কালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্ম্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২৭৯॥*

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণের ইঁহো অন্তর্য্যামী।
কারণাব্ধিশায়ী সব জগতের স্বামী ॥ ২৮০ ॥
এই ত কহিল প্রথম-পুরুষের তত্ত্ব।
দ্বিতীয়-পুরুষের এবে শুনহ মহত্ত্ব ॥ ২৮১ ॥
সেই পুরুষ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
একেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশিলা
একেক মূর্ত্তি হইয়া ॥২৮২॥
প্রবেশ করিয়া দেখে সব অন্ধকার।
রহিতে নাহিক স্থান, করিল বিচার ॥ ২৮৩ ॥
নিজাঙ্গ-স্বেদজলে ব্রহ্মাণ্ডার্দ্ধ ভরিল।
সেই জলে শেষশয্যায় শয়ন করিল ॥ ২৮৪ ॥
তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম।
সেই পদ্ম হইল ব্রহ্মার জন্মসদ্ম ॥ ২৮৫ ॥
সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দ ভুবন।
তেঁহো ব্রহ্মা হৈয়া সৃষ্টি করিল সৃজন ॥ ২৮৬ ॥
বিষ্ণুরূপ হৈয়া করে জগত-পালনে।
গুণাতীত বিষ্ণু—স্পর্শ নাহি মায়া সনে ॥ ২৮৭
রুদ্ররূপ ধরি করে জগত-সংহার।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হয় ইচ্ছায় যাঁহার ॥ ২৮৮ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তাঁর গুণঅবতার।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তিনে অধিকার ॥২৮৯॥
হিরণ্যগর্ভ, অন্তর্য্যামী, গর্ভোদকশায়ী।
সহস্রশীর্ষাদি করি বেদে যাঁরে গাই ॥ ২৯০ ॥
এই ত দ্বিতীয়-পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর।
মায়ার আশ্রয় হয়, তবু মায়া-পার ॥ ২৯১ ॥
তৃতীয়-পুরুষ বিষ্ণু গুণ অবতার।
দুই অবতার-ভিতর গণনা তাঁহার ॥ ২৯২ ॥
বিরাট্ ব্যষ্টিজীবের তেঁহো অন্তর্য্যামী।
ক্ষীরোদকশায়ী তেঁহো পালনকর্ত্তা স্বামী ॥২৯৩॥

লীলাবতার

পুরুষাবতারের এই কৈল নিরূপণ।
লীলাবতার কহি এবে শুন সনাতন ॥ ২৯৪ ॥
লীলাবতার কৃষ্ণের না যায় গণন।
প্রধান করিয়া কহি দিগ্‌দরশন ॥ ২৯৫ ॥
মৎস্য কূর্ম্ম রঘুনাথ নৃসিংহ বামন।
বরাহাদি লেখা যার না হয় গণন ॥ ২৯৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ২-অঃ
৪০-শ্লোকঃ—

মৎস্যাশ্ব-কচ্ছপ-নৃসিংহ-বরাহ-হংস-
রাজন্য বিপ্র-বিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ তথাধুনেশ
ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে ২৯৭॥

শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া দেবগণ বলিতেছেন, হে ঈশ! তুমি মৎস্য, অশ্ব, কচ্ছপ (কূর্ম্ম), নৃসিংহ, বরাহ, হংস, রাম, পরশুরাম, [illegible] রূপে আমাদিগকে [illegible] ত্রিভুবনকে রক্ষা করিয়াছ, এক্ষণেও তুমি সেইরূপ এই পৃথিবীর ভার হরণ কর [illegible] অসুরগণকে বিনাশ করিয়া পৃথিবীকে রক্ষা কর। হে যদুকুল-শিরোমণি! তোমাকে বন্দনা করি ॥ ২৯৭ ॥

লীলাবতারের কৈল দিগ্‌দরশন।
গুণাবতারের এবে শুন বিবরণ ॥ ২৯৮ ॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব তত্ত্ব

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-তিন গুণ-অবতার।
ত্রিগুণাঙ্গীকার করে সৃষ্ট্যাদি ব্যবহার ॥ ২৯৯॥
ভক্তিমিশ্র-কৃত-পুণ্যে কোন জীবোত্তম।
রজোগুণে বিভাবিত করি তাঁর মন ॥ ৩০০ ॥

* অনুবাদ ৬৭ পৃষ্ঠায় ৭০ দাগে দ্রষ্টব্য।

গর্ভোদকশায়ী দ্বারা শক্তি সঞ্চারি ।
ব্যষ্টি সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মারূপ ধরি ॥ ৩০১

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫-অধ্যায়ে ৫০-শ্লোকঃ—

ভাস্বান্ যথাশ্ম-সকলেষু নিজেষু তেজঃ
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র ।
ব্রহ্মা য এব জগদণ্ড-বিধানকর্ত্তা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩০২ ॥

সূর্য্য যেরূপ নিজ প্রস্তরসমূহে অর্থাৎ সূর্য্যকান্তমণি সমূহে স্বীয় তেজ কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশ করেন এবং সেই তেজঃপ্রাপ্ত মণি-সমূহ দ্বারা কিঞ্চিৎ দাহ ও প্রকাশাদি কার্য্যও করিয়া থাকেন, সেইরূপ ব্রহ্মাতে যিনি স্বীয় শক্তি-কণা সঞ্চার করিয়া ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি-কার্য্য সম্পন্ন করেন, সেই আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৩০২ ॥

কোনো কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায় ।
আপনে ঈশ্বর তবে অংশে ব্রহ্মা হয় ॥ ৩০৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ৬৮-অঃ ২৬ শ্লোকঃ—

যস্যাংঘ্রি পঙ্কজ-রজোঽখিল-লোকপালৈ-
র্মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিত-তীর্থং ।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক্ব ॥ ৩০৪ ॥*

নিজাংশ কলায় কৃষ্ণ তমোগুণ অঙ্গীকরি ।
সংহারার্থ মায়া-সঙ্গে রুদ্র-রূপ ধরি ॥ ৩০৫ ॥
মায়া-সঙ্গে বিকারী রুদ্র ভিন্নাভিন্ন রূপ ।
জীবতত্ত্ব নহে, নহে কৃষ্ণের স্বরূপ ॥ ৩০৬ ॥
দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধি-রূপ ধরে ।
দুগ্ধান্তর বস্তু নহে, দুগ্ধ হৈতে নারে ॥ ৩০৭ ॥

* অনুবাদ ৭০ পৃষ্ঠায় ১৪০ দাগে দ্রষ্টব্য।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫-অধ্যায়ে ৫৬-শ্লোকঃ—

ক্ষীরং যথা দধি-বিকার-বিশেষ-যোগাৎ
সঞ্জায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাৎ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩০৮ ॥

বিকার বিশেষের (অম্লের) যোগে দুগ্ধ যেমন দধি হইয়া থাকে, পরন্তু সেই দধি কখনও নিজ কারণ স্বরূপ দুগ্ধ হইতে পৃথক বস্তু নহে ; তদ্রূপ যিনি সংহারকার্য্যের জন্য রুদ্র-রূপ ধারণ করেন, সেই আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৩০৮ ॥

শিব মায়াশক্তি-সঙ্গী তমোগুণাবেশ ।
মায়াতীত গুণাতীত বিষ্ণু পরমেশ ॥ ৩০৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ৮৮ অঃ ৩-শ্লোকঃ—

শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা ॥৩১০॥

শিব নিরন্তরই শক্তি অর্থাৎ মায়া শক্তি-যুক্ত ত্রিলিঙ্গ ; ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির কোড়ে থাকায় তিনি ত্রিগুণোপাধিযুক্ত, তিনি সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা ॥ ৩১০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কঃ ৮৮ অঃ ৪-শ্লোকঃ—

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ ॥৩১১॥

যেহেতু শ্রীহরি হইলেন নির্গুণ, প্রকৃতির অতীত, সাক্ষাৎ ঈশ্বর, সর্ব্বদ্রষ্টা ও সর্ব্বসাক্ষী, সুতরাং তাঁহাকে ভজন করিলে নির্গুণ হওয়া যায় ॥ ৩১১ ॥

পালনার্থ স্বাংশ বিষ্ণুরূপে অবতার ।
সত্ত্বগুণ-দ্রষ্টা তাতে গুণ মায়া-পার ॥ ৩১২ ॥
স্বরূপ-ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ কৃষ্ণ-সম প্রায় ।
কৃষ্ণ অংশী, তেঁহো অংশ—বেদে হেন গায় ॥৩১৩॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫-অধ্যায়ে ৪৭ শ্লোকঃ—

দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতু-সমানধর্ম্মা।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩১৪ ॥

যেমন একটি প্রদীপ জ্যোতিঃ অন্য বর্ত্তিকে (শলিতাকে) প্রাপ্ত হইয়া পৃথক্ দীপরূপে পরিণত হয়, কিন্তু মূল-দীপের সমান-ধর্ম্মই প্রকাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ যিনি বিশ্ব-কার্য্যের নিমিত্ত গুণাবতার 'বিষ্ণু'-রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, সেই আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ৩১৪ ॥

ব্রহ্মা, শিব—আজ্ঞাকারী ভক্ত-অবতার।
পালনার্থে বিষ্ণু—কৃষ্ণের স্বরূপ-আকার ॥৩১৫॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ২-স্কঃ ৬-অঃ ৩০-শ্লোকঃ—

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥৩১৬॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে নারদ! আমি সেই ত্রিশক্তিধারী শ্রীহরি কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি করি, শিব তাঁহার অধীন হইয়া বিশ্বের সংহার করেন এবং তিনি স্বয়ং বিষ্ণুরূপে পালন করেন ॥ ৩১৬ ॥

মন্বন্তরাবতার এবং যুগাবতার ও যুগধর্ম্ম

মন্বন্তরাবতার এবে শুন সনাতন।
অসংখ্য গণনা তার শুনহ কারণ ॥ ৩১৭ ॥
ব্রহ্মার একদিনে হয় চৌদ্দ মন্বন্তর।
চৌদ্দ অবতার তাহা করেন ঈশ্বর ॥ ৩১৮ ॥
এ চৌদ্দ একদিনে, মাসে চারি শত বিশ।
ব্রহ্মার বৎসরে পঞ্চসহস্র চল্লিশ ॥ ৩১৯ ॥
শতেক বৎসর হয় জীবন ব্রহ্মার।
পঞ্চলক্ষ চারি সহস্র মন্বন্তরাবতার ॥ ৩২০ ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঐছে করহ গণন।
মহাবিষ্ণুর একনিশ্বাস ব্রহ্মার জীবন ॥ ৩২১ ॥
মহাবিষ্ণুর নিশ্বাসের নাহিক পর্য্যন্ত।
এক মন্বন্তরাবতারের দেখ লেখার অন্ত ॥ ৩২২ ॥
স্বায়ম্ভুবে 'যজ্ঞ', স্বারোচিষে 'বিভু' নাম।
ঔত্তমে 'সত্যসেন', তামসে 'হরি' অভিধান ॥৩২৩॥
রৈবতে বৈকুণ্ঠ, চাক্ষুষে 'অজিত', বৈবস্বতে 'বামন'।
সাবর্ণে সার্ব্বভৌম, দক্ষসাবর্ণে 'ঋষভ' গণন ॥৩২৪॥
ব্রহ্মসাবর্ণে বিষ্বক্সেন, 'ধর্ম্মসেতু' ধর্ম্মসাবর্ণে।
রুদ্রসাবর্ণে 'সুধামা', 'যোগেশ্বর' দেবসাবর্ণে ॥৩২৫॥
ইন্দ্রসাবর্ণে বৃহদ্ভানু-অভিধান।
এই চৌদ্দ মন্বন্তরে চৌদ্দ অবতার নাম ॥ ৩২৬ ॥
যুগাবতার কহি এবে শুন সনাতন।
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—যুগের গণন ॥৩২৭॥
শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ, পীত—ক্রমে চারি বর্ণ।
চারি বর্ণ ধরি কৃষ্ণ করেন যুগধর্ম্ম ॥ ৩২৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কঃ ৮ অঃ ১৩ শ্লোকঃ—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং
কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ৩২৯ ॥ *

সত্যযুগের ধর্ম্ম ধ্যান করয়ে শুক্লমূর্ত্তি ধরি।
কর্দ্দমকে বর দিলা যেঁহো কৃপা করি ॥ ৩৩০ ॥
কৃষ্ণ-ধ্যান করে লোক জ্ঞান-অধিকারী।
ত্রেতা ধর্ম্ম যজ্ঞ করায় রক্তবর্ণ ধরি ॥ ৩৩১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কঃ ৫-অঃ ২১-শ্লোকঃ—

কৃতে শুক্লশ্চতুর্ব্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ।
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ড-কমণ্ডলুং ॥৩৩২॥

সত্যযুগের অবতার হইলেন শুক্লবর্ণ, চতুর্ভুজ, জটাধারী, বল্কল-পরিহিত এবং কৃষ্ণাজিন, উপবীত, অক্ষ, দণ্ড ও কমণ্ডলুধারী ॥ ৩৩২ ॥

* অনুবাদ ৪২ পৃষ্ঠায় ৩৫ দাগে দ্রষ্টব্য।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১-স্কঃ ৫-অঃ ২৪-শ্লোকঃ—

ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্ব্বাহুস্ত্রিমেখলঃ।
হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুকস্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ ॥৩৩৩॥

ত্রেতাযুগের অবতার হইলেন রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজ, ত্রিমেখল, পিঙ্গলকেশ, বেদাত্মা ও স্রুক্ স্রুবাদি চিহ্নযুক্ত ॥ ৩৩৩ ॥

কৃষ্ণপদার্চ্চন হয় দ্বাপরের ধর্ম্ম।
কৃষ্ণবর্ণে করায় লোকে কৃষ্ণার্চ্চন-কর্ম্ম ॥ ৩৩৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১-স্কঃ ৫-অঃ ২৫-শ্লোকঃ—

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥৩৩৫॥*

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১-স্কঃ ৫-অঃ ২৮-শ্লোকঃ—

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥ ৩৩৬ ॥

হে ভগবন্ শ্রীবাসুদেব! তোমাকে নমস্কার; হে সঙ্কর্ষণ! তোমাকে নমস্কার, হে প্রদ্যুম্ন! তোমাকে নমস্কার; হে অনিরুদ্ধ! তোমাকে নমস্কার ॥ ৩৩৬ ॥

এই মন্ত্রে দ্বাপরে করে কৃষ্ণার্চ্চন।
কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন কলিযুগের ধর্ম্ম ॥ ৩৩৭ ॥
পীতবর্ণ ধরি তবে কৈল প্রবর্ত্তন।
প্রেমভক্তি দিলা লোকে লৈয়া ভক্তগণ ॥ ৩৩৮ ॥
ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন করে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রেমে গায় নাচে লোক করে সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৩৩৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১-স্কঃ ৫-অঃ ৩০-শ্লোকঃ—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ৩৪০॥†

আর তিন যুগে ধ্যানাদিতে যেই ফল হয়।
কলিযুগে কৃষ্ণ নামে সেই ফল পায় ॥ ৩৪১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১২-স্কঃ ৩-অঃ ৫১-শ্লোকঃ—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥ ৩৪২ ॥

শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিলেন, হে রাজন্! কলিযুগ অশেষ দোষের আকর হইলেও, ইহার একটি মহৎ গুণ আছে যে, ইহাতে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা লোকে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরম পুরুষ সেই শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করে ॥ ৩৪২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১২-স্কঃ ৩-অঃ ৫২ শ্লোকঃ—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি-
কীর্ত্তনাৎ ॥ ৩৪৩ ॥

সত্যযুগে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান করিয়া ত্রেতায় যজ্ঞ দ্বারা তাঁহার যাজন করিয়া ও দ্বাপরে তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়া যে ফল লাভ হয়। কলিযুগে একমাত্র হরি সঙ্কীর্ত্তন করিয়া সেই ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৪৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১-স্কঃ ৫-অঃ ৩৬-শ্লোকঃ—

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽপি লভ্যতে ॥৩৪৪॥

হে রাজন! কলিতে কেবলমাত্র সঙ্কীর্ত্তন করিলেই সমস্ত স্বার্থ লাভ হয় বলিয়া সারগ্রাহী গুণজ্ঞ আর্য্যগণ সেই কলিকে যথেষ্ট আদর করিয়া থাকেন ॥ ৩৪৪ ॥

পূর্ব্বমত লিখি যবে যুগাবতারগণ।
অসংখ্য সংখ্যা তার—না হয় গণন ॥ ৩৪৫ ॥

* অনুবাদ ৪৩ পৃষ্ঠায় ৩৮ দাগে দ্রষ্টব্য।
† অনুবাদ ৪৩ পৃষ্ঠায় ৫০-৫১ দাগের ব্যাখ্যায় 'কলিযুগে যিনি হইতে থাকেন পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

চারি-যুগ-অবতারের এই ত গণন।
শুনি ভঙ্গী করি তাঁরে পুছে সনাতন ॥ ৩৪৬ ॥

রাজমন্ত্রী সনাতন বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি।
প্রভুর কৃপাতে পুছে অসঙ্কোচ-মতি ॥ ৩৪৭ ॥

অতি ক্ষুদ্র জীব মুই নীচ নীচাচার।
কেমনে জানিব কলিতে কোন্ অবতার ॥ ৩৪৮ ॥

প্রভু কহে—অবতার শাস্ত্র দ্বারা জানি।
কলি অবতার তৈছে শাস্ত্র বাক্যে মানি ॥ ৩৪৯ ॥

সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্য—শাস্ত্র—পরমাণ।
আমা-সবা জীবের হয় শাস্ত্র দ্বারা জ্ঞান ॥ ৩৫০ ॥

অবতার নাহি কহে—আমি অবতার।
মুনি-সব জানি করে লক্ষণ বিচার ॥ ৩৫১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ১০-অঃ
৩০-শ্লোকঃ—

যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিষ্বশরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্য্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ ॥ ৩৫২॥

যমলার্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, যাঁহার তুল্য কেহ নাই, যাঁহার অধিকও কেহ নাই এবং দেহধারিগণের মধ্যে যিনি দুর্ল্লভ, এতাদৃশ প্রাকৃত শরীররহিত তোমার অবতার সকলকে দেহীদিগের মধ্য হইতে সেই সেই অলৌকিক বীর্য্য দ্বারা চিনিতে পারা যায় অর্থাৎ তোমার অতুলনীয় বীর্য্য-সমূহ দ্বারা তুমি যে দেহধারিগণের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছ, তাহা বুঝিতে পারা যায় ॥ ৩৫২ ॥

স্বরূপ-লক্ষণ আর তটস্থ-লক্ষণ।
এই দুই লক্ষণে বস্তু জানে মুনিগণ ॥ ৩৫৩ ॥

আকৃতে প্রকৃতে জানি স্বরূপ-লক্ষণ।
কার্য্য দ্বারা জ্ঞান—এই তটস্থ লক্ষণ ॥ ৩৫৪ ॥

ভাগবতারম্ভে ব্যাস মঙ্গলাচরণে।
পরমেশ্বর নিরূপিল এই দুই লক্ষণে ॥ ৩৫৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কঃ ১-অঃ ১-শ্লোকঃ—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র
ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং
ধীমহি ॥ ৩৫৬ ॥*

এই শ্লোকে 'পর'-শব্দে কৃষ্ণ-নিরূপণ।
'সত্য' শব্দে কহে তার স্বরূপ-লক্ষণ ॥ ৩৫৭ ॥

বিশ্বস্রষ্টা, ব্রহ্মাকে বেদ পড়াইল।
অর্থাভিজ্ঞতা, স্বরূপশক্ত্যে মায়া দূর কৈল ॥৩৫৮॥

এই সব কার্য্য তার তটস্থ-লক্ষণ।
অন্য অবতার ঐছে জানে মুনিগণ ॥ ৩৫৯ ॥

অবতার-কালে হয় জগতের গোচর।
এই দুই লক্ষণে কেহো জানয়ে ঈশ্বর ॥ ৩৬০ ॥

সনাতন কহে—যাতে ঈশ্বর-লক্ষণ।
পীতবর্ণ, কার্য্য—প্রেমদান সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৩৬১ ॥

কলিযুগে সেই কৃষ্ণাবতার নিশ্চয়।
সুদৃঢ় করিয়া কহ, যাউক সংশয় ॥ ৩৬২ ॥

প্রভু কহে—চাতুরালী ছাড় সনাতন।
শক্ত্যাবেশাবতারের শুন বিবরণ ॥ ৩৬৩ ॥

শক্ত্যাবেশাবতারের অসংখ্য-গণন।
দিগ্‌দরশনে কহি মুখ্য মুখ্য জন ॥ ৩৬৪ ॥

শক্ত্যাবেশ দুইরূপ—গৌণ মুখ্য দেখি।
সাক্ষাৎ-শক্ত্যে অবতার, আভাসে বিভূতি
লিখি ॥ ৩৬৫ ॥

সনকাদি নারদ পৃথু পরশুরাম।
জীবরূপ ব্রহ্মার আবেশাবতার নাম ॥ ৩৬৬ ॥

বৈকুণ্ঠে শেষ—ধরা ধরয়ে অনন্ত।
এই মুখ্যাবেশাবতার, বিস্তারে নাহি অন্ত ॥৩৬৭॥

সনকাদ্যে জ্ঞান শক্তি, নারদে ভক্তি-শক্তি।
ব্রহ্মায় সৃষ্টি-শক্তি, অনন্তে ভূধারণ-শক্তি ॥৩৬৮॥

* অনুবাদ ২০৬ পৃষ্ঠায় ২৭০ দাগে দ্রষ্টব্য।

শেষে স্ব-সেবন-শক্তি, পৃথুতে পালন।
পরশুরামের দুষ্ট-নাশক বীর্য্য-সঞ্চারণ ॥ ৩৬৯ ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে আবেশ
প্রকরণে ১৮-শ্লোকঃ—

জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহোত্তমাঃ ॥৩৭০॥

যাঁর জ্ঞান-শক্ত্যাদির কলা লইয়া জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত জীবে অধিষ্ঠিত হন, সেই সমস্ত মহত্তম জীবকে আবেশাবতার বলে ॥ ৩৭০ ॥

বিভূতি কহিয়ে—যৈছে গীতা একাদশে।
জগৎ ব্যাপিল কৃষ্ণের শক্ত্যাভাসাবেশে ॥ ৩৭১ ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১০-অঃ ৪১- শ্লোকঃ—

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশ-সম্ভবং ॥৩৭২॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! এ সংসারে ঐশ্বর্য্যযুক্ত বা সম্পত্তি-বিশিষ্ট বা বলপ্রতাপাদি সমন্বিত যে যে বস্তু দেখিবে, তৎসমুদায়কে আমার শক্তিলেশ সম্ভূত বলিয়া জানিবে ॥ ৩৭২ ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১০-অঃ
৪২-শ্লোকঃ—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন!।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো
জগৎ ॥ ৩৭৩ ॥*

শ্রীকৃষ্ণের লীলা তত্ত্ব

এই ত কহিল শক্ত্যাবেশ-অবতার।
বাল্য-পৌগণ্ড-ধর্ম্মের শুনহ বিচার ॥ ৩৭৪ ॥

কিশোর-শেখর-ধর্ম্মী ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রকট-লীলা করিবারে যবে করে মন ॥ ৩৭৫ ॥
আগে প্রকট করায় মাতা পিতা ভক্তগণে।
পাছে প্রকট হয় জন্মাদিক-লীলাক্রমে ॥৩৭৬॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
বিভাবলহর্য্যাং ২৭ শ্লোকঃ—

বয়সো বিবিধত্বেঽপি সর্ব্ব-ভক্তিরসাশ্রয়ঃ।
ধর্ম্মী কিশোর এবাত্র নিত্যলীলা-বিলাসবান্ ॥৩৭৭॥

কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ বয়সের নানাবিধ ভেদ থাকিলেও সর্ব্ব-ভক্তি-রসাশ্রয়, সর্ব্বগুণান্বিত ও নিত্যনূতন লীলাবিলাস-বিশিষ্ট কৈশোর-বয়সই শ্রীকৃষ্ণের প্রশস্ত বয়স ॥ ৩৭৭ ॥

পূতনা-বধাদি যত লীলা ক্ষণে ক্ষণে।
সব লীলা নিত্য প্রকট করে অনুক্রমে ॥ ৩৭৮ ॥

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, তার নাহিক গণন।
কোনো লীলা কোন ব্রহ্মাণ্ডে করে প্রকটন ॥৩৭৯॥
এইমত সব লীলা যেন গঙ্গাধার।
সে সে লীলা প্রকট করে ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ৩৮০ ॥
ক্রমে বাল্য-পৌগণ্ড-কিশোরতা-প্রাপ্তি।
রাস-আদি লীলা করে কৈশোরে
নিত্যস্থিতি ॥ ৩৮১ ॥
নিত্যলীলা কৃষ্ণের সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
বুঝিতে না পারে লীলা কেমনে নিত্য হয় ॥৩৮২॥
দৃষ্টান্ত দিয়া কহি যদি তবে লোকে জানে।
কৃষ্ণলীলা নিত্য জ্যোতিশ্চক্র-প্রমাণে ॥ ৩৮৩ ॥
জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যেন ভ্রমে রাত্রিদিনে।
সপ্তদ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি ফিরে ক্রমে ক্রমে ॥ ৩৮৪ ॥
রাত্রি দিনে ষষ্টিদণ্ড হয় পরিমাণ।
তিনসহস্র ছয়শত পল তার মান ॥ ৩৮৫ ॥
সূর্য্যোদয় হৈতে ষষ্টিপল ক্রমোদয়।
সেই এক দণ্ড, অষ্টদণ্ডে প্রহর হয় ॥ ৩৮৬ ॥

* অনুবাদ ৩৬ পৃষ্ঠায় ২০ দাগে দ্রষ্টব্য।

এক দুই তিন চারি প্রহরে অস্ত হয়।
চারি প্রহর রাত্রি গেলে পুনঃ সূর্য্যোদয় ॥ ৩৮৭ ॥
ঐছে কৃষ্ণের লীলামণ্ডল চৌদ্দ মন্বন্তরে।
ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডল ব্যাপি ক্রমে ক্রমে ফিরে ॥ ৩৮৮ ॥
সওয়া শত বৎসর কৃষ্ণের প্রকট প্রকাশ।
তাহা যৈছে ব্রজপুরে করিলা বিলাস ॥ ৩৮৯ ॥
আলাতচক্রবৎ সেই লীলাচক্র ফিরে।
সব লীলা সব ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে ॥ ৩৯০ ॥
জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর প্রকাশ।
পূতনা-বধাদি করি মৌষলান্ত বিলাস ॥ ৩৯১ ॥
কোনো ব্রহ্মাণ্ডে কোনো লীলার হয় অবস্থান।
তাতে নিত্যলীলা কহে নিগম পুরাণ ॥ ৩৯২ ॥
গোলোক—গোকুলধাম বিভু কৃষ্ণ-সম।
কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম ॥ ৩৯৩ ॥
অতএব গোলোকে তাঁর নিত্য-বিহার।
ব্রহ্মাণ্ডগণে ক্রমে ক্রমে প্রাকট্য তাহার ॥ ৩৯৪ ॥
ব্রজে কৃষ্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশে পূর্ণতম।
পুরীদ্বয়ে পরব্যোমে পূর্ণতর পূর্ণ ॥ ৩৯৫ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
বিভাবলহর্য্যাং ১১৮।১১৯।১২০ শ্লোকঃ—

হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা।
শ্রেষ্ঠ-মধ্যাদিভিঃ শব্দৈর্নাট্যে যঃ
পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৯৬ ॥

প্রকাশিতাখিল-গুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ।
অসর্ব্ব-ব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোঽল্প-দর্শকঃ ॥ ৩৯৭ ॥

কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূদ্ গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু ॥ ৩৯৮ ॥

নাট্যশাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ-মধ্যাদি-ভেদে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম, পূর্ণতর ও পূর্ণ এই তিনরূপে কথিত হইয়াছেন। পণ্ডিতগণ নিখিল-গুণ- প্রকাশক স্বরূপকে পূর্ণতম, তদপেক্ষা অল্প গুণ-প্রকাশক স্বরূপকে পূর্ণতর ও তদপেক্ষাও অল্প গুণ প্রকাশক স্বরূপকে পূর্ণ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমতা, মথুরায় পূর্ণতরতা এবং দ্বারকা ও পরব্যোমে পূর্ণতা ॥ ৩৯৬-৩৯৮।

এক কৃষ্ণ ব্রজে—পূর্ণতম ভগবান্।
আর সব স্বরূপ—পূর্ণতর-পূর্ণ-নাম ॥ ৩৯৯ ॥
সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার।
অনন্ত কহিতে নারে ইহার বিস্তার ॥ ৪০০ ॥
অনন্ত স্বরূপ কৃষ্ণের নাহিক গণন।
শাখাচন্দ্র-ন্যায় করি দিগ্‌দরশন ॥ ৪০১ ॥
ইহা যেই পড়ে শুনে সেই ভাগ্যবান্।
কৃষ্ণের স্বরূপ-তত্ত্বের হয় কিছু জ্ঞান ॥ ৪০২ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৪০৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সম্বন্ধতত্ত্ব নিরূপণে শ্রীভগবৎস্বরূপভেদবিচারো নাম বিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

অগত্যেক-গতিং নত্বা হীনার্থাধিক-সাধকং।
শ্রীচৈতন্যং লিখাম্যস্য মাধুর্য্যৈশ্বর্য্য-শীকরং ॥ ১ ॥

যিনি অগতির গতি ও যিনি নীচের প্রতি সমধিক কৃপালু, আমি সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে প্রণাম করিয়া তাঁহার মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের কণামাত্র বর্ণনা করিতেছি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

পরব্যোমধাম-তত্ত্ব

সর্ব্ব-স্বরূপের ধাম পরব্যোম-ধামে।
পৃথক পৃথক বৈকুণ্ঠ সব—নাহিক গণনে ॥ ৩ ॥
শত সহস্রাযুত লক্ষ কোটি যোজন।
এক এক বৈকুণ্ঠের বিস্তার-বর্ণন ॥ ৪ ॥
সব বৈকুণ্ঠ ব্যাপক আনন্দ-চিন্ময়।
পারিসদ ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ সব হয় ॥ ৫ ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ একদেশে রহে যার।
সে পরব্যোম-ধামের কেবা গণয়ে বিস্তার ॥ ৬ ॥
অনন্ত-বৈকুণ্ঠ পরব্যোম যার দলশ্রেণী।
সর্ব্বোপরি কৃষ্ণলোক কর্ণিকায় গণি ॥ ৭ ॥
এইমত ষড়ৈশ্বর্য্য স্থান অবতার।
ব্রহ্মা শিব অন্ত না পায়, জীব কোন্ ছার ॥ ৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কঃ ১৪-অঃ ২০-শ্লোকঃ—

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাং।
ক্কাহো কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াং ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, হে অপরিচ্ছন্ন! হে সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পূর্ণ ভগবন্! হে সর্ব্বান্তর্য্যামিন্! হে যোগেশ্বর! তুমি তোমার মহা-স্বরূপশক্তি যোগমায়াকে বিস্তার পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতেছ। অহো! তোমার লীলা কোথায়, কি প্রকারে, কত প্রকারে ও কোন্ সময়ে হইতেছে, তাহা ত্রিভুবনে কে বুঝিতে পারিবে? ॥ ৯ ।

শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও মহিমা-বর্ণন

এইমত কৃষ্ণের দিব্য সদ্গুণ অনন্ত।
ব্রহ্মা শিব সনকাদি না পায় যার অন্ত ॥ ১০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ১৪-অঃ ৭ শ্লোকঃ—

গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য।
কালেন যৈর্ব্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ-
র্ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ ॥ ১১ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে প্রভো! সুনিপুণ ব্যক্তিগণ বহু-কালেও পৃথিবীর পরমাণু, আকাশের হিমকণা ও সূর্য্যাদির কিরণ-কণা-সমূহও গণনা করিতে পারেন, কিন্তু অনন্ত গুণময় ও জগতের হিতের নিমিত্ত অবতীর্ণ তোমার গুণ-সমূহ গণনা করিতে কে সমর্থ হইবে? ॥ ১১ ॥

ব্রহ্মাদি রহু, সহস্র-বদন অনন্ত।
নিরন্তর গায় মুখে, না পায় গুণের অন্ত ॥ ১২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ২-স্কঃ ৭-অঃ ৪০-শ্লোকঃ—

নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে
মায়া-বলস্য পুরুষস্য কুতোঽবরা যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারং ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে নারদ! সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের মায়া-শক্তির অন্ত তোমার অগ্রজ সনকাদি মুনিগণও পান নাই বা আমিও পাই নাই, তা অন্যের কথা আর কি বলিব?

এমন কি সহস্রবদন শ্রীঅনন্তদেবও অনন্তকাল ধরিয়া সহস্র বদনে তাঁহার গুণ গান করিয়াও এ পর্য্যন্ত তাহা শেষ করিতে পারেন নাই ॥ ১৩ ॥

সেহো রহু, সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি কৃষ্ণ ।
নিজ-গুণের অন্ত না পান হ'য়েন সতৃষ্ণ ॥ ১৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ৮৭-অঃ ৩৭-শ্লোকঃ—

দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া
ত্বমপি যদন্তরাণ্ড-নিচয়া ননু সাবরণাঃ ।
খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যৎ শ্রুতয়-
স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে ভগবন্! ব্রহ্মাদি দেবতাগণও তোমার অন্ত পান না, তাঁহাদের কথা ত দূরে থাকুক, এমন কি, তুমি অনন্ত বলিয়া, তুমি নিজেও তোমার অন্ত পাও না। শূন্যে ঘূর্ণিত ধূলিকণাসমূহের ন্যায় তোমার মধ্যে সাবরণ ব্রহ্মাণ্ডগণ কালচক্র দ্বারা একই সময়ে ভ্রমণ করিতেছে বলিয়া, শ্রুতিগণ তন্ন তন্ন করিয়া অন্য সকলকে নিরসন পূর্ব্বক, তোমাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছেন, যেহেতু তুমিই তাহাদের আশ্রয় ॥ ১৫ ॥

সেহো রহু, ব্রজে যবে কৃষ্ণ-অবতার ।
তাঁর চরিত্র বিচারিতে মন না পায় পার ॥ ১৬ ॥
প্রাকৃতাপ্রাকৃত-সৃষ্টি কৈল একক্ষণে ।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ-অণ্ড স্ব-স্ব-নাথ-সনে ॥ ১৭ ॥
এমত অন্যত্র নাহি শুনিয়ে অদ্ভুত ।
যাহার শ্রবণে চিত্ত হয় অবধূত ॥ ১৮ ॥
"কৃষ্ণবৎসৈর সংখ্যাতৈঃ"—শুকদেব-বাণী ।
কৃষ্ণ-সঙ্গে কত গোপ—সংখ্যা নাহি জানি ॥১৯॥
এক এক গোপ করে যে বৎস-চারণ ।
কোটি অর্ব্বুদ পদ্ম শঙ্খ তাহার গণন ॥ ২০ ॥
বেত্র বেণুদল শৃঙ্গ বস্ত্র অলঙ্কার ।
গোপগণের যত, তার নাহি লেখা পার ॥ ২১ ॥
সব হৈলা চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠের পতি ।
পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা করে স্তুতি ॥ ২২ ॥
এক কৃষ্ণ-দেহ হৈতে সবার প্রকাশে ।
ক্ষণেকে সবাই সেই শরীরে প্রবেশে ॥ ২৩ ॥
ইহা দেখি ব্রহ্মা হৈলা মোহিত বিস্মিত ।
স্তুতি করি এই পাছে করিলা নিশ্চিত— ॥২৪॥
যে কহে কৃষ্ণের বৈভব মুই সব জানোঁ ।
সে জানুক, কায়মনে মুই এই মানোঁ ॥ ২৫
'এই যে তোমার অনন্ত-বৈভবামৃতসিন্ধু ।
মোর বাঙ্মনোগম্য নহে একবিন্দু' ॥ ২৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ১৪-অঃ ৩৮-শ্লোঃ—

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো ! ।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, হে প্রভো! অধিক আর কি বলিব, যাহারা তোমার মহিমা জানে একথা বলে, তাহারা জানুক, তোমার মহিমা কিন্তু আমার মন, দেহ ও বাক্যের অগোচর ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণের মহিমা রহু, কেবা তার জ্ঞাতা ।
বৃন্দাবন-স্থানের দেখ আশ্চর্য্য বিভুতা ॥ ২৮
ষোলক্রোশ বৃন্দাবন শাস্ত্রে পরকাশে ।
তার একদেশে বৈকুণ্ঠ-অজাণ্ডগণ ভাসে ॥ ২৯ ॥
অপার ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের নাহিক গণন ।
শাখাচন্দ্র-ন্যায় করি দিগ্‌দরশন ॥ ৩০ ॥
ঐশ্বর্য্য কহিতে স্ফুরিল ঐশ্বর্য্য-সাগর ।
মন ইন্দ্রিয় ডুবিল, প্রভু হইল ফাঁফর ॥ ৩১ ॥
ভাগবতের এই শ্লোক পড়িল আপনে ।
অর্থ আস্বাদিতে সুখে করেন ব্যাখ্যানে ॥ ৩২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কঃ ২ অঃ ২১ শ্লোকঃ—

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ
স্বারাজ্য-লক্ষ্ম্যাপ্ত-সমস্ত-কামঃ ।
বলিং হরদ্ভিশ্চির-লোকপালৈঃ
কিরীট-কোটীড়িত-পাদপীঠঃ ॥ ৩৩

উদ্ধব বলিলেন, হে বিদুর! যাঁহার সমান বা যাঁহা অপেক্ষা বড় আর কেহ নাই, যিনি ত্রিভুবনের অধীশ্বর, যিনি পরমানন্দরূপ সম্পত্তি দ্বারা নিজের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন এবং ব্রহ্মাদি লোকপালগণ কোটী কোটী মুকুটাগ্রভাগ দ্বারা যাঁহার পাদপীঠের পূজা করিতেছেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে উগ্রসেনের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলা আমাদিগের পক্ষে বড়ই ব্যথার কারণ ॥ ৩৩ ॥

ত্র্যধীশ বা ত্র্যধীশ্বর শব্দের অর্থ বর্ণন এবং তৎপ্রসঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনের
মহিমা কথন ও ব্রহ্মাকে স্বীয় নিজ তত্ত্ব প্রদর্শন
পূর্ব্বক তাহার বিস্ময়োৎপাদন

পরম-ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং-ভগবান্ ।
তাঁর বড়, তাঁর সম কেহো নাহি আন ॥ ৩৪ ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫-অধ্যায়ে ১-শ্লোকঃ—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্ব-কারণ-কারণং ॥ ৩৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ হইলেন পরমেশ্বর, তাঁহার শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময়, তিনি অনাদি, তিনি সকলের আদি, তিনি গোবিন্দ, তিনি সমস্ত মূলের মূল ॥ ৩৫ ॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর এই—সৃষ্ট্যাদি ঈশ্বর ।
তিন আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ অধীশ্বর ॥ ৩৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ২-স্কঃ ৬-অঃ
৩০-শ্লোকঃ—

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তি-ধৃক্ ॥৩৭॥*
এ সামান্যত্র্যধীশ্বরের অর্থ শুন আর ।
জগৎ-কারণ তিন পুরুষাবতার ॥ ৩৮ ॥
মহাবিষ্ণু পদ্মনাভ ক্ষীরোদক-স্বামী ।
এই তিন স্থূল-সূক্ষ্ম-সর্ব্ব-অন্তর্য্যামী ॥ ৩৯ ॥

এই তিন সর্ব্বাশ্রয় জগত-ঈশ্বর ।
ইঁহো কলা অংশ যাঁর, সে কৃষ্ণ অধীশ্বর ॥ ৪০ ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫-অঃ ৫৪-শ্লোকঃ—

যস্যৈক-নিশ্বসিত-কালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোম-বিলজা জগদণ্ড-নাথাঃ ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলা-বিশেষো
গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪১ ॥*
এহ অর্থ বাহ্য, গূঢ় অর্থ শুন আর ।
তিন আবাসস্থান কৃষ্ণের শাস্ত্রে খ্যাতি যার ॥৪২॥
অন্তঃপুর গোলক-শ্রীবৃন্দাবন ।
যাঁহা নিত্যস্থিতি মাতাপিতা বন্ধুগণ ॥ ৪৩ ॥
মধুর ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য-কৃপাদি-ভাণ্ডার ।
যোগমায়া দাসী যাঁহা রাসাদি লীলা-সার ॥ ৪৪ ॥

তথাহি গোস্বামিপাদোক্ত শ্লোকঃ—

করুণা-নিকুরম্ব-কোমলে
মধুরৈশ্বর্য্য-বিশেষ-শালিনি ।
জয়তি ব্রজরাজ-নন্দনে
ন হি চিন্তাকণিকাভ্যুদেতি নঃ ॥ ৪৫ ॥

যিনি নিজ করুণারাশিবশতঃ কোমলচিত্ত এবং যিনি মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য বিশেষযুক্ত, সেই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের জয় হইলে আমাদের আর একটুও চিন্তার কারণ থাকে না ॥৪৫॥

তার তলে পরব্যোম বিষ্ণুলোক নাম ।
নারায়ণ আদি অনন্ত স্বরূপের ধাম ॥ ৪৬ ॥
মধ্যম আবাস কৃষ্ণের ষড়ৈশ্বর্য্য ভাণ্ডার ।
অনন্ত-স্বরূপে যাঁহা করেন বিহার ॥ ৪৭ ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ যাঁহা ভাণ্ডার কোঠরি ।
পারিষদগণ ষড়ৈশ্বর্য্যে আছে ভরি ॥ ৪৮ ॥

* অনুবাদ ৩৩৭ পৃষ্ঠায় ৩১৬ দাগে দ্রষ্টব্য ।

অনুবাদ ৬৭ পৃষ্ঠায় ৭০ দাগে দ্রষ্টব্য ।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫-অধ্যায়ে ৪৩-শ্লোকঃ—

গোলোক-নাম্নি নিজ-ধাম্নি তলে চ তস্য
দেবী-মহেশ-হরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাব-নিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৯ ॥

যিনি সর্ব্বোপরিস্থ গোলোক নামক নিজ-ধামে এবং পর পর তন্নিম্নস্থ বিষ্ণু, শিব ও দেবীর তত্তৎ প্রসিদ্ধ ধাম-সমূহে তত্তৎ প্রভাবসমূহ বিস্তার করিয়াছেন, সেই আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৪৯ ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ৫-অঃ ২৪৭-২৪৮-অঙ্কধৃত-পদ্মপুরাণবচনং—

প্রধানপরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী।
বেদাঙ্গ-স্বেদ-জনিতৈস্তোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা-শুভা ॥৫০।
তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনং।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদং ॥ ৫১ ॥

প্রকৃতি ও পরব্যোমের মধ্যে বিরজা নামে যে নদী রহিয়াছে, উহা শ্রীনারায়ণের অঙ্গজাত স্বেদ জলে প্রবাহিতা, সুতরাং ত্রিভুবনপাবনী বলিয়া ইনি সর্ব্বমঙ্গলকারিণী। সেই বিরজার পারে ত্রিপাদ-বিভূতি-বিশিষ্ট পরম-ধাম পরব্যোম বিরাজিত; এই ধাম হইলেন সনাতন অর্থাৎ অবিনশ্বর, অমৃত অর্থাৎ অতি মধুর, শাশ্বত অর্থাৎ নিত্য-নূতন, নিত্য অর্থাৎ অনাদি এবং অনন্ত অর্থাৎ অসীম ॥ ৫০-৫১ ॥

তার তলে বাহ্যাবাস বিরজার পার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাহা কোঠরী অপার ॥ ৫২ ॥
'দেবীধাম' নাম তার, জীব যার বাসী।
জগল্লক্ষ্মী রাখে যাঁহা মায়া রহে দাসী ॥ ৫৩।
এই তিন ধামের হয় কৃষ্ণ অধীশ্বর।
গোলোক পরব্যোম-প্রকৃতির পর ॥ ৫৪ ॥
চিচ্ছক্তি-বিভূতিধাম-ত্রিপাদৈশ্বর্য্য নাম।
মায়িক বিভূতি 'এক পাদ' অভিধান ॥ ৫৫ ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ৫-অঃ ২৮৬-অঙ্কধৃত-পদ্মপুরাণবচনং—

ত্রিপাদ্‌বিভূতের্ধামত্বাৎ ত্রিপাদ্ভূতং হি তৎ পদং।
বিভূতির্ম্মায়িকী সর্ব্বা প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ ॥৫৬॥

ত্রিপাদ ঐশ্বর্য্যের আশ্রয় বলিয়া সেই পরব্রহ্ম হইলেন ত্রিপাদভূত; যেহেতু সমস্ত মায়িক ঐশ্বর্য্যকে একপাদ বলে, যাহার অস্তিত্ব পরব্যোমে নাই ॥ ৫৬ ॥

ত্রিপাদ-বিভূতি কৃষ্ণের বাক্য-অগোচর।
একপাদ-বিভূতির শুনহ বিস্তার ॥ ৫৭ ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত ব্রহ্মা-রুদ্রগণ।
চির-লোকপাল শব্দে তাহার গণন ॥ ৫৮ ॥
একদিন দ্বারকাতে কৃষ্ণ দেখিবারে।
ব্রহ্মা আইলা দ্বারপাল জানাইলা কৃষ্ণেরে ॥ ৫৯ ॥
কৃষ্ণ কহেন—কোন ব্রহ্মা কি নাম তাহার।
দ্বারী আসি ব্রহ্মারে পুছে আরবার ॥ ৬০ ॥
বিস্মিত হইয়া ব্রহ্মা দ্বারিকে কহিল।
কহ গিয়া সনক পিতা চতুর্ম্মুখ আইল ॥ ৬১ ॥
কৃষ্ণে জানাইয়া দ্বারী ব্রহ্মা লৈয়া গেলা।
কৃষ্ণের চরণে ব্রহ্মা দণ্ডবৎ কৈলা ॥ ৬২ ॥
কৃষ্ণ মান্য পূজা করি তারে প্রশ্ন কৈল।
কি লাগি তোমার হেথা আগমন হৈল ॥ ৬৩ ॥
ব্রহ্মা কহে তাহা পাছে করিব নিবেদন।
এক সংশয় মনে হয়, করহ ছেদন ॥ ৬৪ ॥
কোন্ ব্রহ্মা পুছিলা তুমি কোন্ অভিপ্রায়ে।
আমা বই জগতে আর কোন্ ব্রহ্মা হয়ে ॥ ৬৫ ॥
শুনি হাসি কৃষ্ণ তবে করিলেন ধ্যানে।
অসংখ্য ব্রহ্মার গণ আইলা ততক্ষণে ॥ ৬৬ ॥
দশ বিশ শত সহস্র অযুত লক্ষ-বদন।
কোট্যর্ব্বুদ মুখ কারো, না যায় গণন ॥ ৬৭ ॥
রুদ্রগণ আইলা লক্ষকোটি বদন।
ইন্দ্রগণ আইলা লক্ষকোটি নয়ন ॥ ৬৮ ॥
দেখি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ফাঁফর হইল।
হস্তিগণ-মধ্যে যেন শশক রহিল ॥ ৬৯ ॥

আসি সব ব্রহ্মা কৃষ্ণ-পাদপীঠ-আগে।
দণ্ডবত করিতে মুকুট পাদ-পীঠে লাগে ॥ ৭০ ॥
কৃষ্ণের অচিন্ত্য-শক্তি লিখিতে কেহ নারে।
যত ব্রহ্মা, তত মূর্ত্তি একই শরীরে ॥ ৭১ ॥
পাদপীঠ মুকুটাগ্র-সংঘট্টে উঠে ধ্বনি।
পাদপীঠের স্তুতি করে মুকুট—হেন জানি ॥৭২॥
যোড়হাতে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি করয়ে স্তবন—।
বড় কৃপা কৈলে প্রভু! দেখাইলে চরণ ॥ ৭৩ ॥
ভাগ্য—আমার বোলাইলা দাস অঙ্গীকরি।
কোন্ আজ্ঞা হয়, তাহা করি শিরে ধরি ॥ ৭৪ ॥
কৃষ্ণ কহে—তোমা-সবা দেখিতে ইচ্ছা হৈল।
তাহা লাগি সবাকে একত্রে বোলাইল ॥ ৭৫ ॥
সুখী হও ত সবে কিছু নাহি দৈত্য-ভয়।
তারা কহে—তোমার প্রসাদে সর্ব্বত্রই জয় ॥৭৬॥
সম্প্রতি পৃথিবীতে যেবা হৈয়া ছিল ভার।
অবতীর্ণ হৈয়া তাহা করিলে সংহার ॥ ৭৭ ॥
দ্বারকাদি-বিভূতির এই ত প্রমাণ।
আমারি ব্রহ্মাণ্ডে 'কৃষ্ণ'—সবার হৈল জ্ঞান ॥৭৮॥
কৃষ্ণসহ দ্বারকা-বৈভব অনুভব হৈল।
একত্র-মিলনে কেহো কাহো না দেখিল ॥ ৭৯ ॥
তবে কৃষ্ণ সব ব্রহ্মাগণে বিদায় দিলা।
দণ্ডবত হইয়া সবে নিজ ঘরে গেলা ॥ ৮০ ॥
দেখি চতুর্ম্মুখ-ব্রহ্মার হৈল চমৎকার।
কৃষ্ণের চরণে আসি কৈল নমস্কার ॥ ৮১ ॥
ব্রহ্মা বলে—পূর্ব্বে আমি যে নিশ্চয় করিল।
তার উদাহরণ আজি সাক্ষাত দেখিল ॥ ৮২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ১৪ অঃ
৩৮-শ্লোঃ—

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো!।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥ ৮৩ ॥*
কৃষ্ণ কহে—এই ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চাশৎ-কোটি যোজন।
অতি ক্ষুদ্র, তাতে তোমার চারি বদন ॥ ৮৪ ॥
কোনো ব্রহ্মাণ্ড শত-কোটি কোনো লক্ষ-কোটি।
কোনো নিযুত-কোটি কোনো কোটি-কোটি ॥৮৫॥
ব্রহ্মাণ্ডানুরূপ ব্রহ্মার শরীর বদন।
এইরূপে পালি আমি ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥ ৮৬ ॥
'একপাদ বিভূতি' ইহার নাহি পরিমাণ।
'ত্রিপাদ-বিভূতি' কেবা করে পরিমাণ ॥ ৮৭ ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ৫-অঃ
২৪৮-অঙ্কধৃত-পদ্মপুরাণবচনং—

তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনং।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদং ॥ ৮৮ ॥*
তবে কৃষ্ণ ব্রহ্মারে ত দিলেন বিদায়।
কৃষ্ণের বিভূতি-স্বরূপ জানন না যায় ॥ ৮৯ ॥
ত্র্যধীশ্বর শব্দের অর্থ গূঢ় আর হয়।
'ত্রি' শব্দে কৃষ্ণের তিন লোক হয় ॥ ৯০ ॥
গোলোকাখ্য-গোকুল, মথুরা, দ্বারাবতী।
এই তিন লোকে কৃষ্ণের সহজ নিত্যস্থিতি ॥৯১॥
অন্তরঙ্গ পূর্ণৈশ্বর্য্য-পূর্ণ তিন ধাম।
তিনের অধীশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ॥ ৯২ ॥
পূর্ব্ব-উক্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত দিক্‌পাল।
অনন্ত বৈকুণ্ঠাবরণ চির-লোকপাল ॥ ৯৩ ॥
তাঁ-সবার মুকুট কৃষ্ণপাদপীঠ-আগে।
দণ্ডবৎ কালে তার মণি পীঠে লাগে ॥ ৯৪ ॥
মণি পীঠে ঠেকাঠেকি উঠে ঝনঝনি।
'পীঠের স্তুতি করে মুকুট'—হেন অনুমানি ॥৯৫॥
নিজ-চিচ্ছক্ত্যে কৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান।
চিচ্ছক্তি-সম্পত্তির 'ষড়ৈশ্বর্য্য' নাম ॥ ৯৬ ॥
সেই স্বারাজ্যলক্ষ্মী করে নিত্য পূর্ণকাম।
অতএব বেদে কহে—স্বয়ং ভগবান্ ॥ ৯৭ ॥
কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অপার—অমৃতের সিন্ধু।
অবগাহিতে নারি তার ছুঁইল একবিন্দু ॥ ৯৮ ॥

* অনুবাদ ৩৪৩ পৃষ্ঠায় ২৭ দাগে দ্রষ্টব্য।

* অনুবাদ ৩৪৫ পৃষ্ঠায় ৫০-৫১ দাগে সেই হইতে অসীম পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

ঐশ্বর্য্য কহিতে প্রভুর কৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি হৈল।
মাধুর্য্যে মজিল মন এক শ্লোক পড়িল ॥ ৯৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩-স্কঃ ২-অঃ ১২-শ্লোকঃ—

যন্মর্ত্ত্যলীলোপয়িকং স্বযোগ-
মায়া-বলং দর্শয়তা গৃহীতং।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণ-ভূষণাঙ্গং ॥১০০॥

উদ্ধব বলিলেন, হে বিদুর! শ্রীকৃষ্ণ নিজ যোগমায়ার শক্তি দেখাইবার জন্য নর-লীলার উপযুক্ত, স্বীয় বিস্ময়কর সৌভাগ্য-সম্পত্তির শেষ সীমাপ্রাপ্ত এবং ভূষণেরও ভূষণ স্বরূপ যেরূপ প্রকট করেন, তাহা দেখিলে বোধ হয় যেন সমস্ত সৃষ্টি নৈপুণ্য এই রূপের নির্ম্মাণেই লাগাইয়াছেন ॥১০০॥

কৃষ্ণমাধুর্য্যের বর্ণন ও আনুষঙ্গিক
কামগায়ত্রীর অর্থ-কথন

যথারাগঃ

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নর-লীলা,
নর-বপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥ ১০১ ॥
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এককণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন,
সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ ॥ ধ্রু ॥১০২॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধসত্ত্ব-পরিণতি,
তাঁর শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপ-রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈল নিত্যলীলা হৈতে ॥ ১০৩ ॥
রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার,
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
স্বসৌভাগ্য যার নাম, সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম,
এইরূপ তার নিত্য-ধাম ॥ ১০৪ ॥
ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ,
তাহার উপর ভ্রূধনু-নর্ত্তন।
তেরছ-নেত্রান্ত-বাণ, তার দৃঢ় সন্ধান,
বিন্ধে রাধা-গোপীগণের মন ॥ ১০৫ ॥
ব্রহ্মাণ্ডাদি পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ,
তাঁ-সবার বলে হরে মন।
পতিব্রতা-শিরোমণি, যাঁরে কহে দেববাণী,
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ॥ ১০৬ ॥
চড়ি গোপী-মনোরথে, মন্মথের মন মথে,
নাম ধরে মদনমোহন।
যিনি পঞ্চশর-দর্প স্বয়ং নব কন্দর্প,
রাস করেন লৈয়া গোপীগণ ॥ ১০৭ ॥
নিজ-সম সখা-সঙ্গে, গোগণ-চারণ-রঙ্গে,
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দ-বিহার।
যাঁর বেণুধ্বনি শুনি, স্থাবর জঙ্গম প্রাণী,
পুলক কম্প বহে অশ্রু ধার ॥ ১০৮ ॥
মুক্তাহার বক-পাঁতি, ইন্দ্রধনু পিঞ্ছ তথি,
পীতাম্বর বিজরী-সঞ্চার।
কৃষ্ণ নব-জলধর, জগৎ-শস্য-উপর,
বরিষয়ে লীলামৃত-ধার ॥ ১০৯ ॥
মাধুর্য্য ভগবত্তা-সার, ব্রজে কৈল পরচার,
তাহা শুক ব্যাসের নন্দন।
স্থানে স্থানে ভাগবতে, বর্ণিয়াছে জানাইতে,
যাহা শুনি মাতে ভক্তগণ ॥ ১১০ ॥
কহিতে কৃষ্ণের রসে, শ্লোক পড়ে প্রেমাবেশে,
প্রেমে সনাতন-হাতে ধরি।
গোপীভাগ্য কৃষ্ণ-গুণ, যে করিল বর্ণন,
ভাবাবেশে মথুরা-নাগরী ॥ ১১১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কঃ ৪৪-অঃ
১৩-শ্লোকঃ—

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্য-সারমসমোর্দ্ধমনন্য-সিদ্ধং।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥ ১১২ ॥*

* অনুবাদ ৫৬ পৃষ্ঠায় ১৫৫ দাগে দ্রষ্টব্য।

তারুণ্যামৃত-পারাবার-, তরঙ্গ লাবণ্যসার,
তাতে সে আবর্ত্ত ভাবোদ্গম।
বংশীধ্বনি চক্রবাত, নারীর মন তৃণপাত,
তাতে ডুবায়, না হয় উদ্গম ॥ ১১৩ ॥

সখি হে! কোন্ তপ কৈল গোপীগণ।
কৃষ্ণ-রূপ-সুমাধুরী, পিবি পিবি নেত্র ভরি,
শ্লাঘ্য করে জন্ম, তনু, মন ॥ধ্রু॥ ১১৪ ॥

যে মাধুরীর ঊর্দ্ধ আন, নাহি যার সমান,
পরব্যোমে স্বরূপের গণে।
যেঁহো সব-অবতারী, পরব্যোমে অধিকারী,
এ মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে ॥ ১১৫

তাতে সাক্ষী সেই রমা, নারায়ণের প্রিয়তমা,
পতিব্রতাগণের উপাস্যা।
তেঁহো এ-মাধুর্য্য লোভে, ছাড়ি সব-কাম-ভোগে,
ব্রত করি করিল তপস্যা ॥ ১১৬ ॥

সেই ত মাধুর্য্য সার, অন্য সিদ্ধি নাহি তার,
তেঁহো মাধুর্য্যাদি-গুণখনি।
আর সব প্রকাশে, তার দত্ত গুণ ভাসে,
যাঁহা যত প্রকাশে কার্য্যে জানি ॥১১৭॥

গোপীভাব-দর্পণ, নব নব ক্ষণে ক্ষণ,
তার আগে কৃষ্ণের মাধুর্য্য।
দোঁহে করে হুড়াহুড়ি, বাড়ে মুখ নাহি মোড়ি,
নব নব দোঁহার প্রাচুর্য্য ॥ ১১৮ ॥

কর্ম্ম তপ যোগ জ্ঞান, বিধিভক্তি জপ ধ্যান,
ইহা হৈতে মাধুর্য্য দুর্লভ।
কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে,
তারে কৃষ্ণ-মাধুর্য্য সুলভ ॥ ১১৯ ॥

সেই রূপ ব্রজাশ্রয়, ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যময়,
দিব্য-গুণগণ রত্নালয়।
আনের বৈভব-সত্তা, কৃষ্ণদত্ত ভগবত্তা,
কৃষ্ণ সর্ব্ব-অংশী সর্ব্বাশ্রয় ॥ ১২০ ॥

লজ্জা দয়া কীর্ত্তি, ধৈর্য্য বৈশারদী মতি,
এ সব কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠিত।
সুশীল মৃদু বদান্য, কৃষ্ণ বিনা নাহি অন্য,
কৃষ্ণ করে জগতের হিত ॥ ১২১ ॥

কৃষ্ণ দেখি নানা জন, কৈল নিমিষ-নন্দন,
ব্রজে বিধি নিন্দে গোপীগণ।
সেই সব শ্লোক পড়ি, মহাপ্রভু অর্থ করি,
সুখে মাধুর্য্য করে আস্বাদন ॥১২২॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৯-স্কঃ ২৪-অঃ ৬৫ শ্লোঃ—

যস্যাননং মকর-কুণ্ডল-চারুকর্ণ-
ভ্রাজৎ-কপোল-সুভগং সুবিলাস-হাসং।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো
নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ ॥১২৩॥

মকর-কুণ্ডল-শোভিত কর্ণ ও সমুজ্জ্বল গণ্ড দ্বারা যাহা মনোহর, যাহা বিলাসময় হাস্যযুক্ত এবং যাহা সর্ব্বদাই আনন্দময়, শ্রীকৃষ্ণের সেই মুখখানি শ্রীরাধিকাদি ব্রজনারীগণ ও শ্রীদামাদি ব্রজনরগণ নেত্র দ্বারা পান করিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন নাই, যেহেতু তাঁহারা চক্ষের নিমেষ হেতু নিরবচ্ছিন্ন দর্শন করিতে না পাইয়া, ঐ নিমেষের নির্ম্মাণ কর্ত্তা নিমির প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ ১২৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ৩১-অঃ ১৫ শ্লোঃ—

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ক্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাং।
কুটিল-কুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাং ॥ ১২৪ ॥

যথারাগঃ।

কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণ-স্বরূপ,
সার্দ্ধ-চব্বিশ অক্ষর তার হয়।
সে অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণে করি উদয়,
ত্রিজগত কৈল কামময় ॥ ১২৫ ॥

সখি হে ! কৃষ্ণমুখ দ্বিজরাজ রাজ।
কৃষ্ণবপু সিংহাসনে, বসি রাজ্য-শাসনে,
সঙ্গে করে চন্দ্রের সমাজ ॥ ধ্রু ॥ ১২৬ ॥
দুই গণ্ড সুচিক্কণ, জিনি মণি-দর্পণ,
সেই দুই পূর্ণচন্দ্র জানি।
ললাট অষ্টমী-ইন্দু, তাহাতে চন্দন-বিন্দু,
সেহো এক পূর্ণচন্দ্র মানি ॥ ১২৭ ॥
কর-নখ চাঁদের ঠাট, বংশী-উপর করে নাট,
তার গীত মুরলীর তান।
পদনখ চন্দ্রগণ, তলে করে নর্ত্তন,
নূপুরের ধ্বনি যার গান ॥ ১২৮ ॥
নাচে মকর-কুণ্ডল, নেত্র-লীলা কমল,
বিলাসী রাজা সতত নাচায়।
ভ্রূধনু নাসিকা বাণ, ধনুর্গুণ দুই কাণ,
নারীমন লক্ষ্য বিন্ধে তায় ॥ ১২৯ ॥
এই চাঁদের বড় নাট, পসারি চাঁদের হাট,
বিনি মূলে বিলায় নিজামৃত।
কাহো স্মিত-জ্যোৎস্নামৃতে, কাহাকে অধরামৃতে
সব লোক করে আপ্যায়িত ॥ ১৩০ ॥
বিপুল আয়তারুণ, মদন-মদ-ঘূর্ণন,
মন্ত্রী যার এ দুই নয়ন।
লাবণ্য-কেলি-সদন, জন-নেত্র-রসায়ন,
সুখময় গোবিন্দ-বদন ॥ ১৩১
যার পুণ্যপুঞ্জ-ফলে, সে মুখ-দর্শন মিলে,
দুই আঁখি কি করিবে পান।
দ্বিগুণ বাঢ়ে তৃষ্ণা-লোভে, পিতে নারে মনঃক্ষোভ
দুঃখে করে বিধির নিন্দন ॥ ১৩২ ॥
না দিলেক লক্ষকোটি, সবে দিল আঁখি দুটি,
তাহে দিল নিমিষ-আচ্ছাদন।
বিধি জড় তপোধন, রস-শূন্য তার মন,
নাহি জানে যোগ্য সৃজন ॥ ১৩৩ ॥
যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তার করে দ্বিনয়ন,
বিধি হৈয়া হেন অবিচার।
মোর যদি বোল ধরে, কোটি আঁখি তার করে,
তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তার ॥ ১৩৪ ॥
কৃষ্ণাঙ্গ-মাধুর্য্য-সিন্ধু, মুখ সুমধুর-ইন্দু,
অতিমধুর-স্মিত সুকিরণ।
এ তিনে লাগিল মন, লোভে করে আস্বাদন,
শ্লোক পড়ে স্বহস্ত-চালন ॥ ১৩৫ ॥

তথাহি কর্ণামৃতে ৯২ শ্লোকে বিল্বমঙ্গল বাক্য—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরং।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং ॥ ১৩৬ ॥

এই শ্রীকৃষ্ণের দেহখানি বড় মধুর, ইহার বদনখানি বড় মধুর, ইহার মৃদুমন্দ হাস্য বড় মধুর, আহা মরি! ইহার সমস্তই অতি মধুর ॥ ১৩৬ ॥

যথারাগঃ।

সনাতন ! কৃষ্ণ-মাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু।
মোর মন সন্নিপাতি, সব পিতে করে মতি,
দুর্দ্দৈব-বৈদ্য না দেয় একবিন্দু ॥ধ্রু॥ ১৩৭॥
কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্য-পূর, মধুর হৈতে সুমধুর,
তাতে যেই মুখ-সুধাকর
মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর,
তার যেই স্মিত-জ্যোৎস্না-ভর ॥ ১৩৮ ॥
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তাহা হৈতে অতি সুমধুর।
আপনার এক কণে, ব্যাপে সব ত্রিভুবনে,
দশ দিক ব্যাপে যার পূর ॥ ১৩৯ ॥
স্মিত কিরণ-সুকর্পূরে, পৈশে অধর-মধুরে,
সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে।
বংশীছিদ্র-আকাশে, তার গুণ শব্দে পৈশে,
ধ্বনিরূপে পাইয়া পরিণামে ॥ ১৪০ ॥

সে ধ্বনি চৌদিকে ধায়, অণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠে যায়,
বলে পৈশে জগতের কাণে।
সবা মাতোয়াল করি, বলাৎকারে আনে ধরি,
বিশেষতঃ যুবতীর গণে ॥ ১৪১ ॥
ধ্বনি বড় উদ্ধত, পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত,
পতি-কোল হৈতে টানি আনে।
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে, যেই করে আকর্ষণে,
তার আগে কেবা গোপীগণে ॥ ১৪২ ॥
নীবি খসায় পতি-আগে, গৃহকর্ম্ম করায় ত্যাগে,
বলে ধরি আনে কৃষ্ণ-স্থানে।
লোকধর্ম্ম লজ্জা ভয়, সব জ্ঞান লুপ্ত হয়,
ঐছে নাচায় সব নারীগণে ॥ ১৪৩ ॥*
কাণের ভিতর বাসা করে, আপনি তাঁহা সদা স্ফুরে,
অন্য শব্দ না দেয় প্রবেশিতে।
আন কথা না শুনে কাণ, আন বলিতে বলে আন,
এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে ॥ ১৪৪ ॥
পুনঃ কহে বাহ্যজ্ঞানে, আন কহিতে কহিল আনে,
কৃষ্ণ-কৃপা তোমার উপরে।
মোর চিত্তভ্রম করি, নিজৈশ্বর্য্য-মাধুরী,
মোর মুখে শুনায় তোমারে ॥ ১৪৫ ॥
আমি ত বাউল, আন কহিতে আন কহি।
কৃষ্ণের মাধুর্য্য-স্রোতে আমি যাই বহি ॥ ১৪৬ ॥
তবে প্রভু ক্ষণ এক মৌন করি রহে।
মনে ধৈর্য্য করি পুনঃ সনাতনে কহে ॥ ১৪৭ ॥
কৃষ্ণের মাধুরী আর মহাপ্রভুর মুখে।
ইহা যেই শুনে সেই ভাসে প্রেমসুখে ॥ ১৪৮ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৪৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সম্বন্ধতত্ত্ব-বিচারে শ্রীকৃষ্ণৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-বর্ণনং নাম একবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবং তং করুণার্ণবং।
কলাবপ্যতি-গূঢ়েয়ং ভক্তির্যেন প্রকাশিতা ॥ ১ ॥

এই ভক্তি অর্থাৎ সাধন-ভক্তি অতি নিগূঢ় হইলেও, যিনি ইহা কলি-কালে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই প্রসিদ্ধ দয়ার সাগর ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি। ১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

অভিধেয়তত্ত্ব-কথনে ভক্তিমাহাত্ম্য ও ভক্তিতত্ত্ব-বর্ণন

এই ত কহিল সম্বন্ধ-তত্ত্বের বিচার।
বেদ-শাস্ত্রে উপদেশে—কৃষ্ণ এক সার ॥ ৩ ॥
এবে কহি শুন অভিধেয়-লক্ষণ।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ৪ ॥
কৃষ্ণভক্তি অভিধেয়—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
অতএব মুনিগণ করিয়াছে নিশ্চয় ॥ ৫ ॥

তথাহি মুনিবাক্যং—

শ্রুতির্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভবদারাধন-বিধিং
যথা মাতুর্ব্বাণী স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী।
পুরাণাদ্যা যে বা সহজ-নিবহাস্তে তদনুগা
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর! ভবানেব শরণং ॥ ৬ ॥

হে ভগবন্! শ্রুতি-মাতাকে অর্থাৎ বেদকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তোমারই আরাধনা করিতে উপদেশ করেন। আবার, মাতা যাহা বলেন, ভগিনী স্মৃতিও তাহাই বলেন।

* নীবি- -চুলের খোপা।

পুরাণাদি ভ্রাতাগণও আবার মাতা ও ভগিনীর অনুগামী; (সুতরাং দেখা যাইতেছে, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি সকলেই তোমাকে ভজন করিবার জন্যই বলিতেছেন)। অতএব ইহা সত্যই বুঝিতে পারিতেছি যে, হে কৃষ্ণ! একমাত্র তুমিই হইলে সকলের আশ্রয় ॥ ৬ ॥

অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং-ভগবান্।
স্বরূপ-শক্তি-রূপে তাঁর হয় অবস্থান ॥ ৭ ॥
স্বাংশ-বিভিন্নাংশ-রূপে হইয়া বিস্তার।
অনন্ত-বৈকুণ্ঠ-ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার ॥ ৮ ॥
স্বাংশ-বিস্তার—চতুর্ব্যূহ, অবতারগণ।
বিভিন্নাংশ জীব, তাঁর শক্তিতে গণন ॥ ৯ ॥
সেই বিভিন্নাংশ জীব দুই ত প্রকার—।
এক নিত্য-মুক্ত, একের নিত্য-সংসার ॥ ১০ ॥
নিত্যমুক্ত—নিত্য কৃষ্ণ-চরণে উন্মুখ।
কৃষ্ণ-পারিষদ নাম, ভুঞ্জে সেবা-সুখ ॥ ১১ ॥
নিত্যবদ্ধ—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য-বহির্মুখ।
নিত্য-সংসারী, ভুঞ্জে নরকাদি দুখ ॥ ১২ ॥
সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি-তাপত্রয়ে তারে জারি মারে ॥১৩॥
কাম-ক্রোধের দাস হৈয়া তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায় ॥ ১৪ ॥
তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায় ॥ ১৫ ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে
তভক্তি-লহর্য্যাং ৬-শ্লোকঃ-

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্ম-দাস্যে ॥১৬॥

হে যদুপতে! আমি কামাদির দুষ্ট আদেশ কত রকমেই না পালন করিয়াছি, তবু আমার উপর তাহাদের দয়া হইল না, অথবা তজ্জন্য তাহারা লজ্জিতও হইল না, কিম্বা আমাকে পরিত্যাগও করিল না। অতএব হে প্রভো! তোমার কৃপায় এখন আমার জ্ঞান হইয়াছে বলিয়া, আমি তাহাদিগকে দূর করিয়া দিয়া তোমার অভয় চরণে শরণ লইতেছি, তুমি আমাকে নিজ-দাস্যে নিযুক্ত কর ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান।
ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক—কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান ॥ ১৭ ॥
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নাহি বল ॥ ১৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১-স্কঃ ৫-অঃ ১২-শ্লোকঃ—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাব-বর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনং।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণং ॥ ১৯ ॥

সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত ব্রহ্ম জ্ঞানও হরিভক্তি বর্জ্জিত হইলে উহা যখন ব্রহ্ম দিতে সমর্থ হয় না, তখন সাধন-কালে ও ফলভোগ কালে দুঃখপ্রদ সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ না করিলে, উহা সুফলদায়ক হইবে না, তাহাতে আর কথা কি? ॥ ১৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ২-স্কঃ ৪ অঃ ১৭-শ্লোকঃ—

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো
মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং
তস্মৈ সুভদ্র-শ্রবসে নমো নমঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে ব্রহ্মা বলিলেন—জ্ঞানী, কর্ম্মী, যাজ্ঞিক, যোগী, আগমবিৎ ও সদাচারিগণ স্ব স্ব তপস্যাদি যে ভগবানে অর্পণ না করিলে মঙ্গল লাভ করিতে পারে না, সেই সুমঙ্গল-যশোময় শ্রীকৃষ্ণকে বারম্বার নমস্কার করি ॥ ২০ ॥

কেবল-জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে ॥ ২১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ১৪-অঃ
৪-শ্লোকঃ—

শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধ-লব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূল-তুষাবঘাতিনাং ॥ ২২ ॥*

যাহারা মঙ্গলের পথ স্বরূপ ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞান লাভের জন্য ক্লেশ করে, তাহাদের পক্ষে, তুষাবঘাতী অর্থাৎ ধান্যে আঘাত না করিয়া কেবল তুষে আঘাতকারী লোকদিগের ন্যায়, শুধু কষ্ট করাই সার হইয়া থাকে অর্থাৎ কষ্ট করিয়াও তাহারা কোনও ফল লাভ করিতে পারে না ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব, তাহা ভুলি গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল ॥ ২৩ ॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ ২৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ৭-অঃ
১৪-শ্লোকঃ—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে ॥ ২৫ ॥†

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিলেও সে রৌরবে পড়ি মজে ॥ ২৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১-স্কঃ ৫-অঃ ২।৩-শ্লোঃ—

মুখবাহূরু-পাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক ॥২৭॥

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্ম-প্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥২৮॥

পরম-পুরুষ শ্রীভগবানের মুখ, বাহু, উরু ও চরণ হইতে ব্রহ্মচর্য্যাদি চারিটি আশ্রম সহ, বর্ণ বিশেষে সত্ত্বাদি তিন-গুণের ইতর-বিশেষ হইয়া, যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। এই চারিবর্ণ ও আশ্রমীর সাক্ষাৎ পিতৃ-স্বরূপ পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে যে জন অজ্ঞানতা প্রযুক্ত ভজন না করে অথবা ইহা জানিয়াও যে তাঁহাকে অবজ্ঞা করে, সে ব্যক্তি স্বধর্ম্মাচরণ দ্বারা লব্ধ স্থান হইতেও ভ্রষ্ট হইয়া নরকগামী হয় ॥ ২৭।২৮ ॥

কৃষ্ণভজন-মাহাত্ম্য-কথন

জ্ঞান জীবন্মুক্তি-দশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে ॥ ২৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কঃ ২ অঃ ২৬-শ্লোকঃ—

যেহন্যেরবিন্দাক্ষ ! বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধ-বুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোহনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥ ৩০ ॥

দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে বলিতেছেন, হে পদ্মপলাশ লোচন! তোমাতে যাহাদের ভক্তি নাই, তাহাদের বুদ্ধি বিশুদ্ধ নহে; সুতরাং তাহারা মুক্ত হইতে না পারিলেও, আপনাদিগকে মুক্ত বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা কঠোর সাধনাদি দ্বারা বহু কষ্টে পরমপদে আরোহণ করিতে পারিলেও তোমার চরণ অনাদর করাতে, তাঁহারা তথা হইতে অধঃপতিত হন ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণ সূর্য্য-সম, মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার ॥ ৩১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ২-স্কঃ ৫-অঃ ১৩-শ্লোকঃ—

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষা-পথেহমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ ॥৩২॥

---

* তুষাবঘাতি—যাহারা ধান্য ত্যাগ করিয়া তুষকে আঘাত করিয়া তণ্ডুল পাইতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগকে তুষাবঘাতি বলা হইয়া থাকে।

† অনুবাদ ৩২৭ পৃষ্ঠায় ১১৯ দাগে দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মা বলিলেন, হে নারদ! যে মায়া ভগবানের দৃষ্টি-পথে থাকিতে লজ্জা বোধ করে, নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ সেই মায়ায় মোহিত হইয়া 'আমি' 'আমার' বলিয়া আত্মশ্লাঘা করে ॥ ৩২ ॥

'কৃষ্ণ তোমার হও' যদি বলে একবার।
মায়া বন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার ॥ ৩৩ ॥

তথাহি শ্রীহরিভক্তিবিলাসস্য ১১শ বিলাসে
৬৯৭-অঙ্কধৃত রামায়ণবচনং—

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥৩৪॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যে ব্যক্তি একবার "হে কৃষ্ণ! আমি তোমার হইলাম"—এই বলিয়া আমার শরণাগত হয়, আমি তাহাকে নিত্যই অভয়দান করি, ইহাই আমার ব্রত ॥ ৩৪ ॥

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি।
গাঢ়ভক্তি-যোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ৩৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ২-স্কঃ ৩ অঃ ১০-শ্লোকঃ—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরং ॥৩৬॥

শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিলেন, হে মহারাজ! নিষ্কাম একান্ত ভক্ত, কিম্বা কামনাযুক্ত কর্ম্মী, অথবা মোক্ষাভিলাষী জ্ঞানি-ব্যক্তি ইহারা যদি সুবুদ্ধি হন, তবে প্রগাঢ়-ভক্তি-সহকারে পরম পুরুষ শ্রীভগবানকে ভজনা করেন ॥ ৩৬ ॥

অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ ॥ ৩৭ ॥
কৃষ্ণ কহে—আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে, এই বড় মূর্খ ॥ ৩৮ ॥
আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেনে দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব ॥ ৩৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৫-স্কঃ ১৯-অঃ ২৭-শ্লোকঃ—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজ-পাদপল্লবং ॥ ৪০ ॥

দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে বলিতেছেন, কেহ শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলে, তিনি প্রার্থিত বিষয়দান করেন সত্য, কিন্তু তিনি পরমার্থ প্রদান করেন না, যেহেতু প্রার্থিত বস্তু পাইবার পরেও সে ব্যক্তি আবার অন্য বস্তু পাইবার প্রার্থনা করে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অন্য ব্যক্তির সম্বন্ধে এইরূপ করেন বটে, তবে তাহার ভজনকারী ব্যক্তি যদি বা তাঁহার শ্রীচরণ নাও চান, তথাপি তাহাকে তিনি সর্ব্ব-কামনা দূরকারী স্বীয় শ্রীপদ পল্লব দিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥

কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণ-রসে।
কাম ছাড়ি দাস হৈতে করে অভিলাষে ॥ ৪১ ॥

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে ধ্রুবচরিত্রে ৭ম-অধ্যায়ে
২৮শ-শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ধ্রুব বাক্যং—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব-মুনীন্দ্র-গুহ্যং।
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং
স্বামিন্! কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে ॥৪২॥

শ্রীকৃষ্ণ ধ্রুবকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, ধ্রুব-মহাশয় বলিলেন, হে প্রভো! লোকে যেমন কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে দিব্য রত্ন লাভ করে, আমিও সেইরূপ রাজ্য-লাভের আশায় তপস্যা করিতে করিতে দেবতা ও মুনিগণের দুর্ল্লভ তোমার শ্রীচরণ প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছি; সুতরাং আমি আর অন্য কিছু বর চাহি না ॥ ৪২ ॥

সাধু-সঙ্গ মাহাত্ম্য-কথন

সংসার ভ্রমিতে কোনো ভাগ্যে কেহো তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে ॥ ৪৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ৩৮-অঃ ৪-শ্লোকঃ—

মৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুত-দর্শনং।
হ্রিয়মাণঃ কাল-নদ্যা ক্বচিত্তরতি কশ্চন ॥ ৪৪ ॥

শ্রীঅক্রূর-মহাশয় বলিলেন—না, এরূপ হইতে পারে না—আমার সাধন-ভজন নাই বলিয়া যে আমি শ্রীকৃষ্ণ দর্শন পাইব না, তাহা হইতে পারে না; আমি নিতান্ত অধম হইলেও, কাল-নদীর স্রোতে পড়িয়াও কেহ কেহ যেমন তৃণাদির ন্যায় কখনও কখনও উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তদ্রূপ আমিও শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎকার নিশ্চয়ই লাভ করিব ॥ ৪৪ ॥

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধু-সঙ্গে তার কৃষ্ণে রতি উপজয় ॥ ৪৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ৫১-অঃ ৫৩-শ্লোঃ—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ
জনস্য তর্হ্যচ্যুত! সৎ-সমাগমঃ।
সৎ-সঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥ ৪৬ ॥

রাজা মুচুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে বলিলেন, হে অচ্যুত! এই সংসারে নানা যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে যখন কোন ব্যক্তির সংসার-বন্ধন ক্ষয় হইবার সময় উপস্থিত হয়, তখনই তাহার ভক্ত-সঙ্গ লাভ হয়, আবার যখনই ভক্ত-সঙ্গ লাভ হয়, তখনই সাধুগণের একমাত্র গতি ও সর্ব্ব-নিয়ন্তা তোমাতে রতি উৎপন্ন হয় ॥ ৪৬ ॥

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোনো ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্য্যামি-রূপে শিক্ষায় আপনে ॥ ৪৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১-স্কঃ ২৯-অঃ ৭-শ্লোকঃ—

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধ-মুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্য-চৈত্ত্য-বপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥ ৪৮ ॥*

সাধু-সঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল প্রেম হয়—সংসার যায় ক্ষয় ॥ ৪৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১-স্কঃ ২০-অঃ ৮ শ্লোকঃ—

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাত-শ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য
সিদ্ধিদঃ ॥ ৫০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে উদ্ধব! কোন পরম স্বতন্ত্র ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ-হেতু তৎ কৃপা-জাত ভাগ্যের ফলে আমার কথা-শ্রবণাদিতে যাহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে এবং যিনি অত্যন্ত বৈরাগ্যবানও নহেন, অত্যন্ত আসক্তও নহেন, এইরূপ ব্যক্তির ভক্তিযোগই সিদ্ধিপ্রদ অর্থাৎ প্রেমোৎপাদক হয় ॥ ৫০ ॥

মহৎ-কৃপা বিনা কোনো কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি দূরে রহু, সংসার না যায় ক্ষয় ॥ ৫১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৫-স্কঃ ১২-অঃ ১২-শ্লোকঃ—

রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্ বা।
নচ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নি-সূর্য্যৈ-
বিনা মহৎ-পাদরজোঽভিষেকং ॥ ৫২ ॥

শ্রীভরত-মহাশয় বলিলেন, হে মহারাজ রহূগণ! ভগবদ্ভক্তের চরণ-ধূলিতে অভিষেক ব্যতীত, তপস্যা, বৈদিক কর্ম্ম, অন্নাদি-দান বা গৃহাদি নির্ম্মাণ দ্বারা, অথবা পরোপকার ও বেদাধ্যয়ন দ্বারা, কিম্বা জল, অগ্নি ও সূর্য্যের উপাসনা দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করা যায় না ॥ ৫২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৭-স্কঃ ৫-অঃ ৩২-শ্লোকঃ—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥ ৫৩ ॥

* অনুবাদ ২৯ পৃষ্ঠায় ৪৭ দাগে দ্রষ্টব্য।

শ্রীপ্রহ্লাদ-মহাশয় তদীয় গুরু-পুত্রকে বলিলেন, লোকে বিষয়াভিমান-হীন মহাপুরুষগণের চরণ-ধূলি দ্বারা যে পর্য্যন্ত অভিষিক্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাদের মতি ভগবচ্চরণ স্পর্শ করিতে পারে না অর্থাৎ ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের কৃষ্ণপদে মতি হয় না ॥ ৫৩ ॥

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥ ৫৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১-স্কঃ ১৮-অঃ ১৩-শ্লোকঃ—

তুলযাম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবং ।
ভগবৎসঙ্গি-সঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ ৫৫ ॥

সৌনকাদি মুনিগণের প্রতি শ্রীসূত কহিলেন, যখন অত্যল্প কালের জন্যও ভগবদ্ভক্ত সঙ্গের ফলের সহিত স্বর্গ ও মোক্ষ-লাভেরও তুলনা করিতে পারি না, তখন মানবগণের পক্ষে তুচ্ছ রাজ্যাদি-লাভের আশীর্ব্বাদও যে অতি তুচ্ছ কথা, তাহা কি আর বলিতে হইবে ? ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণ কৃপালু অর্জ্জুনেরে লক্ষ্য করিয়া ।
জগতেরে রাখিয়াছেন উপদেশ দিয়া ॥ ৫৬ ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১৮-অঃ ৬৪।৬৫-শ্লোঃ—

সর্ব্ব-গুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি
তে হিতং ॥ ৫৭ ॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে
প্রিয়োঽসি মে ॥ ৫৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে অর্জ্জুন ! এইবার আবার তোমাকে সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্য কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, সেইজন্য তোমার হিতার্থে ইহা বলিতেছি :—তুমি আমাতে মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার অর্চ্চনা কর এবং আমাকে প্রণাম কর। তুমি আমার অতি প্রিয়, তাই আমি সত্য-সত্যই অঙ্গীকার করিতেছি, ইহা করিলে তুমি আমাকে নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫৭-৫৮ ॥

পূর্ব্ব আজ্ঞা—বেদকর্ম্ম কর্ম্ম যোগ জ্ঞান ।
সব সাধি শেষে এই আজ্ঞা বলবান্ ॥ ৫৯ ॥
এই আজ্ঞা-বলে যদি ভক্ত্যে শ্রদ্ধা হয় ।
সর্ব্ব-কর্ম্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয় ॥ ৬০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১-স্কঃ ২০-অঃ ৯-শ্লোকঃ—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা ।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥৬১॥*

শ্রদ্ধা-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয় ।
কৃষ্ণ-ভক্তি কৈলে সর্ব্ব-কর্ম্ম কৃত হয় ॥ ৬২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৪ স্কঃ ৩১-অঃ ১২-শ্লোকঃ—

যথা তরোর্ম্মূল-নিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎ-স্কন্ধ-ভুজোপশাখাঃ ।
প্রাণোপহারচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥ ৬৩ ॥

গাছের গোড়ায় জল দিলে তদ্দ্বারা যেমন তাহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা প্রভৃতি সমস্তই পরিপুষ্ট হয় এবং প্রাণকে আহার দিলে তদ্দ্বারা যেমন ইন্দ্রিয়গণের পরিতৃপ্ত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিলেই সমস্ত দেবতারই আরাধনা হইয়া যায় ॥ ৬৩ ॥

অধিকারি-ভেদে ভক্তের বিভেদ-কথন

শ্রদ্ধাবান জন হয় ভক্তি-অধিকারী ।
উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ—শ্রদ্ধা-অনুসারী ॥ ৬৪ ॥
শাস্ত্র-যুক্ত্যে সুনিপুণ, দৃঢ় শ্রদ্ধা যার ।
উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার ॥ ৬৫ ॥

* অনুবাদ ২২০ পৃষ্ঠায় ২৬৫ দাগে দ্রষ্টব্য।

শাস্ত্র-যুক্তি নাহি জানে, দৃঢ় শ্রদ্ধাবান।
মধ্যম অধিকারী সেই—মহাভাগ্যবান্॥ ৬৬॥
যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন।
ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম॥ ৬৭॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্বখণ্ডে দ্বিতীয়-লহর্য্যাং ১১।১২-শ্লোঃ—

শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্ব্বথা দৃঢ়-নিশ্চয়ঃ।
প্রৌঢ়-শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমো মতঃ॥ ৬৮॥

যিনি শাস্ত্রে ও তদনুগত সিদ্ধান্তাদিতে সুপণ্ডিত, যিনি শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া সর্ব্বপ্রকারে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণে যাহার অটল বিশ্বাস, তিনিই হইলেন উত্তম অধিকারী॥ ৬৮॥

যঃ শাস্ত্রাদিষ্বনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ
যো ভবেৎ কোমল-শ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠো নিগদ্যতে॥ ৬৯॥

যিনি শাস্ত্র ও তদনুগত সিদ্ধান্তগুলিতে বিশেষ পারদর্শী নহেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্, তিনি হইলেন মধ্যম অধিকারী। আর যাহার শ্রদ্ধা বড় কোমল অর্থাৎ তর্ক দ্বারা যাহাকে অনায়াসেই বিচলিত করা যায়, তিনি হইলেন কনিষ্ঠ অধিকারী॥ ৬৯॥

রতি-প্রেম তারতম্যে ভক্ত-তারতম।
একাদশ-স্কন্ধে সবার করিয়াছে লক্ষণ॥ ৭০॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১-স্কঃ ২-অঃ ৪৫।৪৬।৪৭-শ্লোকাঃ—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ ৭১॥*
ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥৭২॥

যিনি ঈশ্বরে প্রেম, তাঁহার ভক্তে মিত্রবৎ আচরণ, অজ্ঞের প্রতি কৃপা ও বিদ্বেষীকে উপেক্ষা করেন, তিনি হইলেন মধ্যম ভক্ত॥ ৭২॥

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥৭৩॥

যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তিতে কৃষ্ণ-পূজা করেন, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত বা অন্য কাহারও আদর করেন না, তাঁহাকে কনিষ্ঠ ভক্ত বলিয়া জানিতে হইবে॥ ৭৩॥

সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে॥ ৭৪॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৫-স্কঃ ১৮-অঃ ১৩ শ্লোকঃ—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥ ৭৫

এই সব গুণ হয় বৈষ্ণব লক্ষণ।
সব কহা নাহি যায়, করি দিগ্‌দরশন॥ ৭৬॥†
কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥ ৭৭॥‡
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ॥ ৭৮॥ ||

* অনুবাদ ২০৭ পৃষ্ঠার ২৭৯ দাগে দ্রষ্টব্য।

* অনুবাদ ৯১ পৃষ্ঠার ৫৮ দাগে দ্রষ্টব্য।

† করি দিগ্‌দরশন—উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি বলিতেছি মাত্র।

‡ অকৃতদ্রোহ—যিনি কাহারও অনিষ্ট করেন না।

|| কৃষ্ণৈকশরণ—যিনি একান্তভাবে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়াছেন।

বিজিত-ষড়্‌গুণ—যিনি কাম-ক্রোধাদি ছয় রিপুকে জয় করিয়াছেন, অথবা যিনি ক্ষুৎ, পিপাসা, শোক, মোহ, ব্যাধি ও জরা—এই ছয়টি তরঙ্গকে জয় করিয়াছেন।

মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥ ৭৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩য়-স্কঃ ২৫-অঃ ২০-শ্লোকঃ-

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্ব-দেহিনাং।
অজাত-শত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধু-ভূষণাঃ ॥ ৮০ ॥

যাঁহারা ক্ষমাশীল বা সহিষ্ণু, দয়ালু, সর্ব্বপ্রাণীর উপকার-কর্ত্তা, কাহারও প্রতি যাঁহাদের শত্রুভাব নাই, যাঁহারা ব্রহ্ম-নিষ্ঠ ও সাধুগণের সম্মানকারী, তাঁহারা সাধু।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৫-স্কঃ ৫-অঃ ২ শ্লোকঃ—

মহৎ-সেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গি-সঙ্গং।
মহান্তস্তে সম-চিত্তাঃ প্রশান্তা
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে ॥ ৮১ ॥

ঋষভদেব পুত্রগণকে বলিলেন, পণ্ডিতেরা মহৎ-সেবাকেই ভগবৎ-প্রাপ্তির দ্বার এবং স্ত্রী সঙ্গীর সঙ্গকে সংসার বন্ধনের দ্বার বলিয়াছেন। যাঁহারা সর্ব্বত্র সমদর্শী, প্রশান্ত, ক্রোধহীন, সর্ব্বপ্রাণীর হিতকারী ও সদাচারী, তাঁহারাই মহৎ ॥ ৮১ ॥

কৃষ্ণভক্তি-জন্ম-মূল হয় সাধু-সঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম-জন্মে পুনঃ তেঁহো মুখ্য অঙ্গ ॥ ৮২

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ৫১-অঃ ৩৫-শ্লোকঃ—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ
জনস্য তর্হ্যচ্যুত! সৎ-সমাগমঃ।
সৎ-সঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥ ৮৩ ॥ *

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১-স্কঃ ২-অঃ ২৮-শ্লোকঃ

অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ
সেবধির্নৃণাং ॥ ৮৪ ॥

মহারাজ নিমি নবযোগেন্দ্রকে বলিলেন, হে নিষ্পাপ ঋষিগণ! যেহেতু এই সংসারে ক্ষণকালের জন্যও সাধু-সঙ্গ মানবগণের পক্ষে সর্ব্বাভীষ্ট পদ, তন্নিমিত্ত আপনাদের ন্যায় সুদুর্লভ ভগবদ্ভক্তের নিকট আত্যন্তিক মঙ্গল অর্থাৎ পরম-মঙ্গল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥ ৮৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩-স্কঃ ২৫-অঃ ১৫শ-শ্লোকঃ—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্য-সংবিদো
ভবন্তি হৃৎ-কর্ণ-রসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ-বর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ৮৫ ॥*

অসৎসঙ্গ বর্জ্জনোপদেশ

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণা ভক্ত আর ॥ ৮৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কঃ ৩১-অঃ ৩৫-শ্লোকঃ—

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্য-প্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎ-সঙ্গাদ্ যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গি-
সঙ্গতঃ ॥ ৮৭ ॥

স্ত্রীসঙ্গে ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গে যেরূপ মোহ ও সংসার বন্ধন উৎপন্ন হয়, সেরূপ অন্য কোনও সঙ্গে হয় না; সুতরাং স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গীরও সঙ্গ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে ॥ ৮৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১-স্কঃ ৩১-অঃ ৩৩।৩৪-শ্লোকঃ—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধিহ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎ-সঙ্গাদ্ যাতি সংক্ষয়ং ॥৮৮॥

* অনুবাদ ৩৫৪ পৃষ্ঠায় ৪৬ দাগে দ্রষ্টব্য।

* ৩১ পৃষ্ঠায় ৬০ দাগে দ্রষ্টব্য।

শ্রীকপিলদেব বলিলেন, হে মাতঃ! অসৎব্যক্তিগণের সঙ্গ অতিশয় অনিষ্টকর, তদ্দ্বারা সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশ, ক্ষমা, শম (অন্তঃসংযম), দম (বাহ্য-সংযম), ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সমুদয়ই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ॥ ৮৮ ॥

তেম্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎ-ক্রীড়া-
মৃগেষু চ ॥ ৮৯ ॥

ঐ সমস্ত স্ত্রী বশীভূত অশান্ত, মূঢ়, দেহাত্মবুদ্ধিকারী ও অস্থির চিত্ত নিন্দনীয় অসৎ ব্যক্তিগণের সঙ্গ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে ॥ ৮৯ ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য ১০ম বিলাসে ২২৪-অঙ্কধৃত কাত্যায়নসংহিতাবচন-—

বরং হুতবহজ্বালা-পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তা-বিমুখ-জন-সংবাস-বৈশসং ॥ ৯০ ॥

প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার পিঞ্জরের মধ্যে থাকাও বরং ভাল, তথাপি কৃষ্ণচিন্তা-বিমুখ ব্যক্তির সহবাস-জনিত কষ্ট সহ্য করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে অর্থাৎ অভক্তের সঙ্গ কদাচ করিবে না ॥ ৯০ ॥

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকপাদঃ—

মা দ্রাক্ষীঃ ক্ষীণপুণ্যান্ ক্বচিদপি
ভগবদ্ভক্তি-হীনান্ মনুষ্যান্ ॥ ৯১ ॥

ভগবদ্ভক্তি-হীন পাপীদিগকে কদাচ দর্শন করিবে না ॥৯১॥

শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ভজনীয়

এই সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হৈয়া লয় কৃষ্ণৈকশরণ ॥ ৯২ ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১৮-অঃ ৬৬-শ্লোকঃ—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ ॥ ৯৩ ॥ *

* অনুবাদ ১৯৪ পৃষ্ঠায় ৬৩ দাগে দ্রষ্টব্য।

ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য।
হেন প্রভু ছাড়ি পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য ॥৯৪॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ৪৮-অঃ ২২-শ্লোঃ—

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়াদ্
ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ॥ ৯৫ ॥

শ্রীঅক্রূর-মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, হে প্রভো! যিনি ভক্তরূপ সুহৃদকে সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করেন এবং যাঁহার লাভ বা হানি কিছু নাই, সেই ভক্তপ্রিয়, সত্যবাক্, সর্ব্ব-সুহৃৎ ও কৃতজ্ঞ তোমাকে ছাড়িয়া কোন্ পণ্ডিত-ব্যক্তি অন্য কাহারও শরণাগত হইবে? ॥ ৯৫ ॥

বিজ্ঞ জনের হয় যদি কৃষ্ণগুণ-জ্ঞান।
অন্য ত্যজি ভজে, তাতে উদ্ধব প্রমাণ ॥ ৯৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩-স্কঃ ২-অঃ ২২-শ্লোকঃ—

অহো! বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥ ৯৭ ॥

শ্রীউদ্ধব শ্রীবিদুরকে বলিলেন, অহো কি আশ্চর্য্য! এই দুষ্ট পূতনা যাঁহাকে মারিবার অভিপ্রায়ে, তীব্র-বিষ-মাখান স্তন পান করাইয়াও মাতার উপযুক্ত গতি লাভ করিয়াছিল, সেই শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন এমন দয়ালু আর কে আছে যে তাঁহার শরণাগত হইব? ॥ ৯৭ ॥

শরণাগত অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্ম-সমর্পণ ॥ ৯৮ ॥

তথাহি শ্রীহরিভক্তিবিলাসস্য ১১শ-বিলাসে
৪১৭।৪১৮-অঙ্কধৃত-বৈষ্ণবতন্ত্র-বচনং—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূলস্য বর্জ্জনং।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা ॥
আত্ম-নিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড়বিধা শরণাগতিঃ ॥৯৯॥

ভগদ্ভক্তের পক্ষে ভজনের অনুকূল বিষয়ক ব্রত-গ্রহণ, প্রতিকূল-বিষয়-ত্যাগ, 'শ্রীকৃষ্ণ আমাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন' তৎপ্রতি এই দৃঢ় বিশ্বাস-স্থাপন, তাঁহাকে রক্ষা-কর্ত্তা পতিরূপে বরণ, তাঁহাতে আত্মসমর্পণ এবং "হে ভগবন্! আমায় রক্ষা কর, রক্ষা কর" বলিয়া তাঁহার নিকট আর্ত্তি প্রকাশ এই ছয় প্রকার হইল শরণাগতের লক্ষণ ॥ ৯৯ ॥

তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ ॥১০০॥

শরণাগত ব্যক্তি বাক্য দ্বারা "হে প্রভো! আমি তোমারই" এইরূপ বলিয়া ও মন দ্বারা তাহা অনুভব করিয়া এবং দেহ দ্বারা তাঁহার মথুরাদি-ধামে বাস করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করেন ॥ ১০০ ॥

শরণ লৈয়া করে কৃষ্ণে আত্ম-সমর্পণ।
কৃষ্ণ তারে তৎকালে করেন আত্মসম ॥ ১০১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১-স্কঃ ২৯-অঃ
৩২-শ্লোকঃ—

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্ত-সমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥ ১০২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে উদ্ধব! মানুষ যখন সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমাতে আত্ম-সমর্পণ করে, তখন তাহার জন্য বিশেষ কিছু করিতে আমার ইচ্ছা হয়; তাহাতেই সে তখন জীবন্মুক্ত হইয়া আমার সমান ঐশ্বর্য্য লাভ করিবার যোগ্য হয় ॥ ১০২

প্রয়োজনতত্ত্ব-কথনে সাধনভক্তির বর্ণন

এবে সাধনভক্তি-লক্ষণ কহি শুন সনাতন।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণপ্রেম-মহাধন ॥ ১০৩।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
দ্বিতীয়লহর্য্যাং ২য়-শ্লোকঃ—

কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা ॥১০৪॥

সাধারণভাবে পরিলক্ষিতা উত্তমা ভক্তি যদি চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের সহযোগে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা সাধিত হয়, তবে তাহাকে সাধনভক্তি বলে, এতদ্দ্বারা ভাব প্রেম সাধ্য হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ভাব ও প্রেম নিত্যসিদ্ধ বস্তু; ইহারা কদাচ সাধ্য নহেন, কিন্তু সাধনার প্রভাবে জীবের হৃদয়ে ভাব ও প্রেম স্বতঃই প্রকটিত হইয়া থাকেন ॥ ১০৪ ॥

শ্রবণাদি-ক্রিয়া তার স্বরূপ-লক্ষণ।
তটস্থ-লক্ষণে উপজায় প্রেমধন ॥ ১০৫ ॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয় ॥ ১০৬ ॥

সাধনভক্তির অন্তর্গত বৈধীভক্তির চৌষট্টি
অঙ্গ-যাজন-বর্ণন

এই ত সাধন ভক্তি দুই ত প্রকার।
এক বৈধী-ভক্তি, রাগানুগা-ভক্তি আর ॥ ১০৭ ॥
রাগহীন জনে ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধী-ভক্তি বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥ ১০৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ২-স্কঃ ১ অঃ
৫-শ্লোকঃ—

তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বর।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ
স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ং ॥ ১০৯ ॥

শ্রীশুকদেব বলিলেন, হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! বিষয়-ব্যক্তিগণ ত ক্রমশঃই মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকে; সুতরাং যে ব্যক্তি এই মায়া বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার বাসনা করে, সে সকলের আত্মা-স্বরূপ ভগবান্ ঈশ্বর শ্রীহরির গুণাদির শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করুক ॥ ১০৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১-স্কঃ ৫-অঃ
৩।৪-শ্লোঃ—

মুখবাহূরু-পাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্ব্বিপ্রাদয়ঃ
পৃথক্ ॥ ১১০ ॥*
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্ম-প্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥১১১॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং
৬-অঙ্ক্ধৃত-পদ্মপুরাণবচনং—

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্ব্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধি-নিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥১১২॥

বিষ্ণুকে সর্ব্বদাই স্মরণ করিবে, তাহাকে কদাচ বিস্মৃত হইও না, এই যে দুইটি বিধি ও নিষেধ ইহা অন্য সমস্ত বিধি-নিষেধের মূল অর্থাৎ অন্য সমস্ত বিধি-নিষেধেরই উদ্দেশ্য এই যে, বিষ্ণুকে সর্ব্বদা স্মরণ করিবে, কখনও তাঁহাকে ভুলিও না ॥ ১১২ ॥

বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তি বহুত বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ-সার ॥ ১১৩ ॥
গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন।
সদ্ধর্ম্ম-শিক্ষা-পৃচ্ছা, সাধুমার্গানুগমন ॥ ১১৪ ॥
কৃষ্ণপ্রীতে ভোগ-ত্যাগ, কৃষ্ণতীর্থে বাস।
যাবৎ নির্ব্বাহ-প্রতিগ্রহ, একাদশ্যুপবাস ॥ ১১৫ ॥
ধাত্র্যশ্বত্থ-গো-বিপ্র-বৈষ্ণব-পূজন।
সেবা-নামাপরাধাদি দূরে বিবর্জ্জন ॥ ১১৬ ॥

* অনুবাদ ৩৫২ পৃষ্ঠায় ২৭ দাগে দ্রষ্টব্য।

অবৈষ্ণব-সঙ্গ-ত্যাগ, বহু শিষ্য না করিব।
বহু গ্রন্থকলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিব ॥ ১১৭ ॥
হানি লাভ সম, শোকাদির বশ না হইব।
অন্যদেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিব ॥ ১১৮ ॥
বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিব।
প্রাণী মাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব ॥ ১১৯ ॥
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন।
পরিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য, আত্ম-নিবেদন ॥ ১২০ ॥
অগ্রে নৃত্য, গীত, বিজ্ঞপ্তি দণ্ডবত-নতি।
অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, তীর্থ-গৃহে গতি ॥ ১২১ ॥
পরিক্রমা, স্তবপাঠ, জপ, সঙ্কীর্ত্তন।
ধূপ-মাল্য-গন্ধ মহাপ্রসাদ-ভোজন ॥ ১২২ ॥
আরাত্রিক-মহোৎসব-শ্রীমূর্ত্তি-দরশন।
নিজপ্রিয়-দান, ধ্যান, তদীয়-সেবন ॥ ১২৩ ॥
তদীয়—তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা, ভাগবত।
এই চারি-সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত ॥ ১২৪ ॥
কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টা, তৎকৃপাবলোকন।
জন্মদিনাদি-মহোৎসব লৈয়া ভক্তগণ ॥ ১২৫ ॥
সর্ব্বথা শরণাপত্তি, কার্ত্তিকাদি-ব্রত।
চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ত্ব ॥ ১২৬ ॥
সাধু-সঙ্গ, নাম-কীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরা-বাস, শ্রীমূর্ত্তি শ্রদ্ধায় সেবন ॥ ১২৭ ॥
সকল-সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প-সঙ্গ ॥ ১২৮ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধন-
ভক্তিলহর্য্যাং ৪০।৪১ শ্লোঃ—

স্বজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ ॥১২৯॥

নিজের ন্যায় বাসনা-বিশিষ্ট অর্থাৎ নিজের ভাবানুরূপ যে সাধু, তথা স্নিগ্ধ-প্রকৃতি ও ভক্তি বিষয়ে নিজের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে সাধু, এইরূপ সাধুর সঙ্গ করিবে। আর রসিক-ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের মধুররসাস্বাদন করিবে ॥১২৯॥

শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রি-সেবনে।
নাম-সঙ্কীর্ত্তনং শ্রীমন্মথুরা-মণ্ডলে স্থিতিঃ ॥ ১৩০ ॥

শ্রদ্ধা ও বিশেষরূপ প্রীতির সহিত অর্থাৎ সাক্ষাৎকৃষ্ণ-বুদ্ধিতে পরম নিষ্ঠার সহিত শ্রীবিগ্রহের সেবা করিবে এবং নাম-সঙ্কীর্ত্তন ও মথুরামণ্ডলে বাস করিবে ॥ ১৩০ ॥

তথাহি তত্রৈব ১১০-শ্লোকঃ—

দুরূহাদ্ভুত-বীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাব-জন্মনে ॥১৩১॥

দুরূহ ও অদ্ভুত বীর্য্যশালী এই যে পাচ প্রকার অঙ্গ। (পূর্ব্ববর্ত্তী ১২৭-১২৮ দাগ মূল দ্রষ্টব্য), ইহাতে শ্রদ্ধা দূরে থাকুক, এতৎ সহ অল্পমাত্র সম্বন্ধ হইলেও, নিরপরাধ ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে অচিরাৎ ভাবের আবির্ভাব হয় ॥ ১৩১ ॥

এক অঙ্গ সাধে কেহো সাধে বহু-অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈলে উপজায় প্রেমের তরঙ্গ ॥ ১৩২ ॥
এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ।
অম্বরীষাদি-ভক্তের বহু-অঙ্গ-সাধন ॥ ১৩৩ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ৫৯-শ্লোকঃ, ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ চ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ২০০-শ্লোকঃ—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্
বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রি-ভজনে লক্ষ্মীঃ
পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দ্দাস্যেঽথ
সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং
পরং ॥ ১৩৪ ॥

শ্রীবিষ্ণুর নাম, গুণ ও লীলা কথাদির শ্রবণে পরীক্ষিৎ, কীর্ত্তনে শুকদেব, স্মরণে প্রহ্লাদ, পদসেবায় লক্ষ্মী, পূজায় পৃথুমহারাজ, বন্দনে অক্রূর, দাস্যে হনুমান, সখ্যে অর্জ্জুন এবং যথাসর্ব্বস্ব সহ আত্মনিবেদনে বলি-মহারাজের কৃষ্ণ-প্রাপ্তি হইয়াছিল, যেহেতু ইঁহারা সকলেই পরম নিষ্ঠার সহিত এই সমস্ত অঙ্গের যাজন করিয়াছিলেন ॥ ১৩৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৯-স্কঃ ৪-অঃ ১৬।১৭।১৮-শ্লোক—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণ-পদারবিন্দয়ো-
র্ব্বচাংসি বৈকুণ্ঠ-গুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্ম্মন্দির-মার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুত-সৎকথোদয়ে ॥ ১৩৫ ॥
মুকুন্দ-লিঙ্গালয়-দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্য-গাত্র-স্পর্শেঽঙ্গ-সঙ্গমং।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদ-সরোজ-সৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥ ১৩৬ ॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশ-পদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যযা
যথোত্তমঃ শ্লোক-জনাশ্রয়া রতিঃ ॥ ১৩৭ ॥

মহারাজ অম্বরীষ শ্রীকৃষ্ণপাদ-পদ্ম চিন্তায় মনকে, তদীয় গুণ-কীর্ত্তনে বাক্যকে, তদীয় শ্রীমন্দির মার্জ্জনাদি কার্য্যে হস্তকে, তাঁহার পবিত্র লীলাকথা-শ্রবণে কর্ণকে, তাঁহার শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীমন্দির দর্শনে চক্ষুকে, তাঁহার ভক্তের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিতে অঙ্গকে, তাঁহার শ্রীচরণার্পিত তুলসীর গন্ধ-গ্রহণে নাসিকাকে, তাঁহার প্রসাদ গ্রহণে জিহ্বাকে, তাঁহার ধাম সমূহে গমন করিবার জন্য পদদ্বয়কে এবং তাঁহার শ্রীচরণে প্রণাম করিবার জন্য মস্তককে—এইরূপে তিনি সমস্ত অঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তিনি যে মাল্য-চন্দনাদি ধারণ করিতেন, তাহা কখনও ভোগ লালসায় নহে, পরন্তু শ্রীভগবদ্ভক্তের চরণে রতি লাভের উদ্দেশ্যেই তিনি শ্রীভগবানের প্রসাদ-স্বরূপে ঐ মাল্য-চন্দনাদি ধারণ করিতেন; এইরূপে তিনি ভোগ-বাসনাকেও শ্রীকৃষ্ণ-দাস্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ॥ ১৩৫-১৩৭ ॥

কর্ম্ম ত্যাগী কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি।
দেব-ঋষি-পিত্রাদির কভু নহে ঋণী ॥ ১৩৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১-স্কঃ ৫-অঃ ৩৭-শ্লোকঃ—

দেবর্ষি-ভূতাপ্ত-নৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তং ॥ ১৩৯ ॥

মহর্ষি করভাজন শ্রীনিমি-মহারাজকে বলিলেন, হে রাজন্! যিনি ভেদজ্ঞান অথবা সমস্ত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য পরিহার করিয়া সর্ব্বতোভাবে শরণাগত-প্রতিপালক শ্রীমুকুন্দের শরণাগত হইয়াছেন, তাঁহাকে আর দেব, ঋষি, জীবগণ, আত্মীয়-স্বজন ও পিতৃগণের ঋণে ঋণী হইতে হয় না; সুতরাং তাঁহাদের কিঙ্কর হইয়াও থাকিতে হয় না ॥ ১৩৯ ॥

বিধি-ধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ-পাপাচারে তার কভু নহে মন ॥ ১৪০ ॥
অজ্ঞানেও হয় যদি পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে, না করে প্রায়শ্চিত্ত ॥১৪১॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১-স্কঃ ৫-অঃ ৩৮-শ্লোকঃ—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥ ১৪২ ॥

মহর্ষি করভাজন শ্রীনিমি-মহারাজকে বলিলেন, হে রাজন্! দেবতান্তর-ভজন বা অন্য ভাবনাদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যিনি শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবায় রত হইয়াছেন, তাঁহার মনে যদি কোনও দুষ্কর্ম্মের ভাবও উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই প্রিয় ভক্তের হৃদয়াধিষ্ঠিত ভগবান্ শ্রীহরি তাঁহার হৃদয় হইতে ঐ পাপভাব সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া দেন ॥ ১৪২ ॥

রাগানুরাগ ভক্তি বা রাগভক্তির যাজন-বর্ণন

জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।
যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ ॥ ১৪৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১-স্কঃ ২০-অঃ ৩১-শ্লোকঃ—

তস্মান্মদ্ভক্তি-যুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥ ১৪৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে উদ্ধব! ভক্তি অনন্যাপেক্ষী বলিয়া, যে ভক্তের চিত্ত আমাতে অর্পিত হইয়াছে, সেই ভক্তিযুক্ত যোগীর পক্ষে জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তি-পথের বিঘ্নকারী; সুতরাং উহারা তাহাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর হয় না ॥ ১৪৪ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধন-ভক্তিলহর্য্যাং ১২৮-অঙ্কধৃত-স্কন্দপুরাণবচনং—

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ! তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ ॥ ১৪৫ ॥

শ্রীনারদ-মহাশয় তাঁহার ব্যাধ শিষ্যকে বলিলেন, হে ব্যাধ! সম্প্রতি তোমার এই অহিংসাদি গুণ সকল আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যেহেতু যাহারা হরি-ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারা আর পরকে কোনও রূপ ক্লেশ দেয় না ॥ ১৪৫ ॥

বৈধীভক্তি-সাধনের কহিল বিবরণ।
রাগানুগা-ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন ॥ ১৪৬ ॥
রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসিজনে।
তার অনুগত ভক্তির রাগানুগা নামে ॥ ১৪৭ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধন-ভক্তিলহর্য্যাং ১০৪-শ্লোকঃ—

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা ॥১৪৮॥

ইষ্ট বস্তুতে স্বাভাবিক পরমাবিষ্টতা বশতঃ তৎপ্রতি যে প্রেমময়ী তৃষ্ণা, তাহার নাম রাগ। সেই রাগময়ী ভক্তির নাম রাগাত্মিকা ভক্তি ॥ ১৪৮ ॥

ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা—রাগে স্বরূপ-লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা—তার তটস্থ-লক্ষণ ॥ ১৪৯ ॥
রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোনো ভাগ্যবান্ ॥ ১৫০ ॥
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি ॥১৫১॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধন-ভক্তিলহর্য্যাং ১০৩-শ্লোকঃ—

বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসি-জনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে ॥১৫২॥

ব্রজবাসিগণে স্পষ্টরূপে বিরাজ করিতেছে যে রাগাত্মিকা-ভক্তি, তাহার অনুগতা ভক্তির নাম রাগানুগাভক্তি ॥ ১৫২ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ১১৮-শ্লোকঃ—

তত্তদ্ভাবাদি-মাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্য্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তি-লক্ষণং ॥ ১৫৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র-বর্ণিত ব্রজ-বাসিগণের দাস্য-সখ্যাদি ভাবমাধুর্য্য শ্রবণ করিলে তৎপ্রতি লোকের বুদ্ধি-বৃত্তি এরূপ অনুরক্ত হয় যে, তখন তাহা আর শাস্ত্রবিধি বা যুক্তির অপেক্ষা রাখে না; এইরূপ অবস্থা হইলে, তখন উহা হইল লোভোৎপত্তির লক্ষণ ॥ ১৫৩ ॥

বাহ্য অন্তর ইহার দুই ত সাধন।
বাহ্যে সাধক-দেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন ॥ ১৫৪ ॥
মনে নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি-দিন করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥ ১৫৫ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ১১৯-শ্লোকঃ—

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥১৫৬॥

সাধক-দেহে অর্থাৎ নিজের এই মর্ত্ত্যদেহে এবং সিদ্ধদেহে অর্থাৎ অন্তশ্চিন্তিত অপ্রাকৃত ব্রজবাসি-দেহে ব্রজপরিকর-গণের ভাবলিপ্সু হইয়া তাঁহাদের অনুসরণকরতঃ সেবা কার্য্য করিবে ॥ ১৫৬ ॥

নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হৈয়া ॥ ১৫৭ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তি-লহর্য্যাং ১৫০ শ্লোকঃ—

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজ-সমীহিতং।
তত্তৎকথা-রতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা ॥১৫৮॥

এই রাগানুগা-সাধক স্বীয় ভাবোচিত লীলা-বিলাসকারী বৃন্দাবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে এবং নিজাভীষ্টমত কৃষ্ণপ্রিয়-পরিকরকে স্মরণ পূর্ব্বক স্বীয় ভাবানুরূপ তাঁহাদের যে লীলা-কথা, তাহাতে অনুরক্ত হইয়া সর্ব্বদাই ব্রজে বাস করিবেন। সামর্থ্য থাকিলে সশরীরে ব্রজবাসই প্রশস্ত, কিন্তু অসমর্থ হইলে অগত্যা মনের দ্বারাই বাস করিবেন, তাহাতেই ব্রজবাস সিদ্ধ হইবে ॥ ১৫৮ ॥

দাস-সখা-পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ।
রাগমার্গে এই সবের ভাবের গণন ॥ ১৫৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩-স্কঃ ২৫-অঃ ৩৪-শ্লোকঃ—

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে
নঙ্‌ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টং ॥ ১৬০ ॥

শ্রীকপিলদেব বলেলেন, হে মাতঃ! আমি যাহাদিগের প্রিয়, আত্মা, পুত্র, সখা, গুরু, বন্ধু ও ইষ্টদেবতা, আমার

সেই বৈকুণ্ঠবাসী ভক্তগণেব কখনই ভোগ্যবস্তুব অভাব হয না এবং আমাব কালচক্র তাহাদিগকে কদাচ গ্রাস কবিতে পারে না অর্থাৎ কদাচ তাহাদেব মৃত্যু হয় না ॥ ১৬০ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
সাধনভক্তিলহর্য্যাং ১৬৩-শ্লোকঃ—

পতি-পুত্র-সুহৃদ্‌ভ্রাতৃ-পিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিং।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্‌যুক্তাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ ॥ ১৬১ ॥

যাহাবা আগ্রহ সহকাবে সর্ব্বদা শ্রীহরিকে পতি, পুত্র, সুহৃৎ, ভ্রাতা, পিতা ব মিত্রেব ন্যায় চিন্তা কবেন, তাঁহাদিগকে প্রণাম করি ॥ ১৬১ ॥

এইমত করে যেবা রাগানুগা ভক্তি।
কৃষ্ণের চরণে তার উপজয়ে প্রীতি ॥ ১৬২ ॥
প্রীত্যঙ্কুরের রতি ভাব হয় দুই নাম।
যাহা হইতে বশ হন শ্রীভগবান্‌ ॥ ১৬৩ ॥
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণের প্রেম-সেবন।
এই ত কহিল অভিধেয়-বিবরণ ॥ ১৬৪ ॥
অভিধেয় সাধনভক্তি কহিল সনাতন।
সংক্ষেপে কহিল বিস্তার না যায় বর্ণন ॥ ১৬৫
অভিধেয় সাধনভক্তি শুনে যেই জন।
অচিরাতে পায় সেই কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ১৬৬ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬৭ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে অভিধেয়ভক্তিতত্ত্ব-বিচারো
নাম দ্বাবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

চিরাদদত্তং নিজ-গুপ্তবিত্তং
স্বপ্রেমনামামৃতমত্যুদারঃ।
আপামরং যো বিততার গৌরঃ
কৃষ্ণো জনেভ্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥ ১ ॥

যাহা বহুকাল ধবিযা প্রদত্ত হয নাই, সেই নিজ-গুপ্তধন-রূপ স্বীয় প্রেমামৃত ও নামামৃত যিনি অতি নীচ পর্য্যন্ত সকলকে বিতবণ কবিযাছেন, আমি সেই পবম করুণাময় কৃষ্ণরূপ শ্রীগৌরাঙ্গেব শবণাগত হইতেছি ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

প্রেমেব লক্ষণাদি-বর্ণন

এবে শুন ভক্তিফল প্রেম—প্রয়োজন।
যাহার শ্রবণে হয ভক্তিরস-জ্ঞান ॥ ৩ ॥
কৃষ্ণে রতি গাঢ় হৈলে প্রেম অভিধান।
কৃষ্ণভক্তি রসের সেই স্থায়ীভাব নাম ॥ ৪ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
ভাবভক্তিলহর্য্যাং ১ম-শ্লোকঃ—

শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষাত্মা প্রেম-সূর্য্যাংশু-সাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্ত-মাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥ ৫

শ্রীভগবানের শুদ্ধসত্ত্ব নামক বৃত্তিবিশেষযুক্তা, প্রেমরূপ সূর্য্যকিরণের সাদৃশ্য-বিশিষ্টা ও সেবাপ্রাপ্তির অভিলাষাদি দ্বারা চিত্ত-দ্রবকারিণী যে ভক্তি, তাহার নাম ভাব ॥ ৫ ॥

এই দুই ভাবের স্বরূপ-তটস্থ-লক্ষণ।
প্রেমের লক্ষণ এবে শুন সনাতন ॥ ৬ ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
প্রেমভক্তিলহর্য্যাং ১ম-শ্লোকঃ—

সম্যঙ্মসৃণিত-স্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥৭॥

সর্ব্বতোভাবে চিত্ত-নির্ম্মলকারী এবং অতিশয় মমতা-সম্পন্ন যে ভাব অর্থাৎ রতি, তাহা গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলেই, উহা পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক প্রেম নামে অভিহিত হয় ॥ ৭ ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে ১১-বিলাসে ৭৮২-অঙ্কধৃত-
নারদপঞ্চরাত্রবচন,—

অনন্য-মমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদোদ্ধব-নারদৈঃ ॥ ৮ ॥

যাহা অন্য সমস্ত বিষয়ে মমতাশূন্য এবং যাহা প্রেমরসে আপ্লুত, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদৃশ মমতাকেই ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, নারদ ও উদ্ধব প্রভৃতি মহাশয়গণ প্রেমভক্তি বলিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয় ॥ ৯ ॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন ॥ ১০ ॥
অনর্থ-নিবৃত্তি হৈলে ভক্তে নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয় ॥ ১১ ॥
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর ॥১২॥
সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেম প্রয়োজন—সর্ব্বানন্দ-ধাম ॥ ১৩ ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
প্রেমভক্তিলহর্য্যাং ১১-শ্লোকঃ—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থ-নিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥১৪॥

প্রেম যে কিরূপে জন্মে, তাহার পরপর সোপান বলিতেছেন, যথা:—প্রথমে শ্রদ্ধা হয়, তারপর সাধুসঙ্গ, তৎপরে ভজন ক্রিয়া, অনন্তর অনর্থ নিবৃত্তি, তারপর নিষ্ঠা, তারপর রুচি, তারপর আসক্তি, তৎপরে ভাব, তারপর প্রেম লাভ হয়, সাধকগণের প্রেমোৎপত্তির এই হইল ক্রম ॥১৪॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩-স্কঃ ২৫-অঃ ২২-শ্লোকঃ—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্য-সংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণ-রসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ-বর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ১৫ ॥*
যাঁহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর হয়।
তাহাতে এতেক চিহ্ন সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥ ১৬ ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
রতিভক্তিলহর্য্যা ১১শ-শ্লোকঃ—

ক্ষান্তিরব্যর্থ-কালত্বং বিরক্তির্মান-শূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ ॥
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জ্জাত-ভাবাঙ্কুরে জনে ॥১৭॥

যে ব্যক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভাবের অঙ্কুর মাত্র জন্মিয়াছে, তাহাতে ক্ষান্তি, অব্যর্থ কালত্ব, বিরক্তি, মান-শূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদারুচি, শ্রীকৃষ্ণের গুণ কথনে আসক্তি, শ্রীকৃষ্ণের বসতিস্থল অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনাদি ধামসমূহে প্রীতি—ইত্যাদি রূপ মহৎ লক্ষণসমূহ সমুপস্থিত হয় ॥ ১৭ ॥

* অনুবাদ ৩১ পৃষ্ঠায় ৬০ দাগে দ্রষ্টব্য।

এই নব প্রীত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয়।
প্রাকৃত ক্ষোভেতে তার ক্ষোভ নাহি হয় ॥ ১৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১-স্কঃ ১৯-অঃ ১৩-শ্লোকঃ—

তং মোপযাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা
গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিত্তমীশে।
দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা
দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ ॥ ১৯ ॥

মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! আমি এক্ষণে শ্রীভগবানে চিত্ত ধারণ করিয়াছি; আপনারা এবং শ্রীগঙ্গাদেবী এখন শরণাগত আমাকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করুন। দ্বিজ প্রেরিত ঐ বস্তুটি অর্থাৎ ব্রহ্মশাপটি মায়া বিশেষই হউক বা তক্ষকই হউক অর্থাৎ সে যাই হউক না কেন, সে এখন আমাকে দংশন করুক, তাহাতে আমার কোন ক্ষোভই হইবে না, আপনারা হরিগুণ কীর্ত্তন করুন ॥ ১৯ ॥

কৃষ্ণসম্বন্ধ বিনা ব্যর্থ কাল নাহি যায়।
ভুক্তি সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায় ॥ ২০ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ হরিভক্তিসুধোদয়স্য ১২-অঃ ৩৮-শ্লোকঃ—

বাগ্‌ভি-স্তুবন্তো মনসা স্মরন্ত-
স্তন্বা নমন্তোঽপ্যনিশং ন তৃপ্তাঃ।
ভক্তাঃ স্রবন্নেত্রজলাঃ সমগ্র-
মায়ুর্হরেরেব সমর্পয়ন্তি ॥ ২১ ॥

নিরন্তর বাক্যের দ্বারা স্তব, মনের দ্বারা স্মরণ ও দেহের দ্বারা প্রণাম করিয়াও সাধুগণ পরিতৃপ্ত হইতে না পারিয়া অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে করিতে সারা জীবন শ্রীহরির সেবা-কার্য্যে অর্পণ করিয়াছেন ॥ ২১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৫-স্কঃ ১৪-অঃ ৪২-শ্লোকঃ—

যো দুস্ত্যজান্ দার-সুতান সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোক-লালসঃ ॥ ২২ ॥

শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিলেন, হে রাজন! ভরত-মহারাজ শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির বাসনায় যৌবনকালেই দুস্ত্যজ ও মনোরম স্ত্রী পুত্র, বন্ধু-বান্ধব এবং রাজ্যকে বিষ্ঠার ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি জানে।
কৃষ্ণ কৃপা করিবেন, দৃঢ় করি মানে ॥ ২৩ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তিলহর্য্যাং ১৫-অঙ্কধৃত-পদ্মপুরাণবচনং—

হরৌ রতিং বহন্নেষো নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ।
ভিক্ষামটন্নরিপুরে শ্বপাকমপি বন্দতে ॥ ২৪ ॥

সমস্ত নৃপতিগণের শিরোমণি এই মহারাজ ভরত শ্রীভগবানে একান্ত অনুরক্ত হইয়া ভিক্ষার জন্য শত্রু-গৃহেও গমন করিতেন এবং চণ্ডালকে পর্য্যন্তও বন্দনা করিতেন ॥ ২৪ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তি-লহর্য্যাং ১৬-শ্লোকঃ—

ন প্রেমা শ্রবণাদি-ভক্তিরপি বা
যোগোঽথবা বৈষ্ণবো।
জ্ঞানম্বা শুভকর্ম্ম বা কিয়দহো সজ্জাতিরপ্যস্তি বা।
হীনার্থাধিক-সাধকে ত্বয়ি তথাপ্যচ্ছেদ্য-মূলা সতী
হে গোপীজনবল্লভ ব্যথয়তে হা হো
মদাশৈব মাং ॥ ২৫ ॥

হে গোপীজনবল্লভ! তোমাকে পাইবার উপায় যে প্রেম, তাহা আমার নাই; প্রেম-লাভের উপায় যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধন-ভক্তি, তাহাও আমার নাই; ধ্যানাদি বৈষ্ণব-যোগের সাধনা বা ব্রহ্মাত্মক জ্ঞান বা কোনও শুভকর্ম্ম বা অধিক কি, সজ্জাতিত্ব আমার নাই; অতএব হে প্রভো! স্ব সুখাদি নিজ ইচ্ছা ঘুচাইয়া সাধু-ইচ্ছা-প্রদানকারী তোমার প্রতি আমার স্বসুখ-বাসনা-মূলক আশা আমাকে ব্যথিত করিতেছে, কেন না স্বসুখ বাসনা থাকিলে আমি প্রেম পাইব না, আর প্রেম না পাইলে তোমাকেও পাইব না; সুতরাং আমার আশা যাহাতে তদীয়-সুখ-মূলক হয়, তুমি কৃপা করিয়া তাহাই কর ॥ ২৫ ॥

সমুৎকণ্ঠা হয়-সদা লালসা-প্রধান।
নাম-গানে সদা রুচি লয় কৃষ্ণনাম ॥ ২৬ ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে ৩২-শ্লোকঃ—

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যং।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলী-বিলাসি
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাং ॥ ২৭ ॥*

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
রতিভক্তিলহর্য্যাং ১৬-শ্লোকঃ—

রোদনবিন্দু-মকরন্দ-স্যন্দি-দৃগিন্দীবরাদ্য
গোবিন্দ।
তব মধুরস্বরকণ্ঠী গায়তি নামাবলীং বালা ॥২৮॥

হে গোবিন্দ! আজ শ্রীচন্দ্রাবলী মধুর-স্বরে তোমার নামগান করিতেছেন এবং তাঁহার নয়ন হইতে সুধাধারা বিগলিত হইতেছে ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণ-গুণাখ্যানে হয় সর্ব্বদা আসক্তি।
কৃষ্ণ-লীলাস্থানে করে সর্ব্বদা বসতি ॥ ২৯ ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে ৯২-শ্লোকঃ—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরং।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং ॥ ৩০ ॥ †

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
সাধনভক্তিলহর্য্যাং ৬৫-শ্লোকঃ—

কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ! রচয়িষ্যামি তাণ্ডবং ॥৩১॥

হে পদ্মপলাশ-লোচন! কবে আমি শ্রীযমুনার তীরে কাঁদিতে কাঁদিতে তোমার নাম কীর্ত্তন করিতে থাকিব? ॥৩১॥

কৃষ্ণে রতির চিহ্ন এই কৈল বিবরণ।
কৃষ্ণপ্রেমের চিহ্ন এবে শুন সনাতন ॥ ৩২ ॥
যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়।
তার বাক্য-ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয় ॥ ৩৩ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
প্রেমভক্তিলহর্য্যাং ১২-শ্লোকঃ—

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্ব্বাণীভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা ॥ ৩৪ ॥

যাহার হৃদয়ে এই নূতন অর্থাৎ অননুভূতপূর্ব্ব প্রেমের উদয় হয়, তিনি ধন্য। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণও তাঁহার বাক্য ও কার্য্যাদির মুদ্রা অর্থাৎ পারিপাট্য বুঝিতে পারেন না ॥ ৩৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কঃ ২-অঃ ৩৮-শ্লোকঃ—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নাম-কীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুত-চিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ৩৫ ॥ *

ভক্তিলতের বর্ণন

প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয় ॥ ৩৬ ॥
যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ড সার।
শর্করা সিতা মিছরি শুদ্ধমিছরি আর ॥ ৩৭ ॥
ইহা যৈছে ক্রমে নির্ম্মল, ক্রমে বাড়ে স্বাদ।
রতি-প্রেমাদি তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ ॥ ৩৮ ॥
অধিকারি-ভেদে রতি পঞ্চ পরকার।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য মধুর আর ॥ ৩৯ ॥

* অনুবাদ ১৫০ পৃষ্ঠায় ৬১ দাগে দ্রষ্টব্য।

† অনুবাদ ৩৪৯ পৃষ্ঠায় ১৩৬ দাগে দ্রষ্টব্য।

অনুবাদ ৮৪ পৃষ্ঠায় ৯৪ দাগে দ্রষ্টব্য।

এই পঞ্চ স্থায়িভাব হয় পঞ্চ রস।
যে রসে ভক্ত সুখী, কৃষ্ণ হয় বশ ॥ ৪০ ॥
প্রেমাদিক স্থায়িভাব সামগ্রী-মিলনে।
কৃষ্ণভক্তিরস-রূপ পায় পরিণামে ॥ ৪১ ॥
বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী।
স্থায়িভাব-রস হয় মিলি এই চারি ॥ ৪২ ॥
দধি যেন খণ্ড-মরিচ-কর্পূর-মিলনে।
রসালাখ্য-রস হয় অপূর্ব্বাস্বাদনে ॥ ৪৩ ॥
দ্বিবিধ বিভাব—আলম্বন, উদ্দীপন।
বংশীস্বরাদি—উদ্দীপন, কৃষ্ণাদি—আলম্বন ॥৪৪॥
অনুভাব—স্মিত, নৃত্য-গীতাদি উদ্ভাস্বর।
স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক অনুভাবের ভিতর ॥ ৪৫ ॥
নির্ব্বেদ-হর্ষাদিতে ত্রিশ ব্যভিচারী।
সব মিলি রস হয় চমৎকারকারী ॥ ৪৬ ॥
পঞ্চবিধ রস—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য।
মধুর-নাম শৃঙ্গার-রস সবাতে প্রাবল্য ॥ ৪৭ ॥
শান্তরসে শান্তি রতি প্রেম পর্য্যন্ত হয়।
দাস্যরতি রাগ পর্য্যন্ত ক্রমেতে বাঢ়য় ॥ ৪৮ ॥
সখ্য-বাৎসল্য-রতি পায় অনুরাগ-সীমা।
সুবলাদ্যের ভাব পর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা ॥ ৪৯ ॥
শান্তাদি-রসের যোগ বিয়োগ দুই ভেদ।
সখ্য-বাৎসল্যে যোগাদির অনেক বিভেদ ॥৫০॥
রূঢ় অধিরূঢ় ভাব কেবল মধুরে।
মহিষীগণে রূঢ়, অধিরূঢ় গোপিকা-নিকরে ॥৫১॥
অধিরূঢ়-মহাভাব দুই ত প্রকার।
সম্ভোগে 'মাদন' বিরহে 'মোহন' নাম তার ॥৫২॥
মাদনে চুম্বনাদি হয় অনন্ত বিভেদ।
উদ্‌ঘূর্ণা চিত্রজল্প—মোহনে দুই ভেদ ॥ ৫৩ ॥
চিত্রজল্প দশ-অঙ্গ প্রজাল্পাদি নাম।
ভ্রমরগীতার দশ-শ্লোক তাহাতে প্রমাণ ॥ ৫৪ ॥
উদ্‌ঘূর্ণা বিবশচেষ্টা—দিব্যোন্মাদ নাম।
বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি, আপনাকে কৃষ্ণ-জ্ঞান ॥ ৫৫ ॥
সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভ—দ্বিবিধ শৃঙ্গার।
সম্ভোগ অনন্ত অঙ্গ নাহি অন্ত তার ॥ ৫৬ ॥
বিপ্রলম্ভ চতুর্ব্বিধ—পূর্ব্বরাগ, মান।
প্রবাসাখ্য, আর প্রেমবৈচিত্ত্য আখ্যান ॥ ৫৭ ॥
রাধিকাদ্যে পূর্ব্বরাগ প্রসিদ্ধ প্রবাস মানে।
প্রেম-বৈচিত্ত্য শ্রীদশমে মহিষীগণে ॥ ৫৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ৯০-অঃ ৭-শ্লোকঃ—

কুররি! বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে
স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ।
বয়মিব সখি! কচ্চিদ্গাঢ়-নির্ব্বিদ্ধ-চেতা
নলিননয়ন-হাসোদার-লীলেক্ষিতেন ॥ ৫৯ ॥

হে কুররি! আমাদিগের পতি শ্রীকৃষ্ণ এই রাত্রিকালে কোনও নিভৃত স্থানে নিদ্রা যাইতেছেন, কিন্তু তুমি শয়ন না করিয়া কেবল নিদ্রা-বিহীনা হইয়া বিলাপ করিতেছ কেন? তোমার শব্দে যে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইবে; অতএব তোমার বিলাপ করা উচিত নয়। তবে হে সখি! তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার এই বিলাপের কারণ কি? তোমার চিত্তও কি আমাদের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের হাস্যময়-কটাক্ষ দ্বারা বিদ্ধ হইয়াছে? ॥ ৫৯ ॥

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ—নায়ক-শিরোমণি।
নায়িকার শিরোমণি—রাধা-ঠাকুরাণী ॥ ৬০ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
বিভাবলহর্য্যাং ৭ম-শ্লোকঃ—

নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
যত্র নিত্যতয়া সর্ব্বে বিরাজন্তে মহাগুণাঃ ॥৬১॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইলেন সর্ব্বনায়কশিরোমণি, যেহেতু তাঁহাতে নিখিল মহদ্‌গুণরাশি নিত্য বিরাজ করিতেছে ॥ ৬১ ॥

তথাহি বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রে—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥৬২॥*

* অনুবাদ ৫২ পৃষ্ঠায় ৮২ দাগে দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণের প্রধান চৌষট্টিগুণ-কথন

অনন্ত কৃষ্ণের গুণ, চৌষট্টি প্রধান।
এক এক গুণ শুনি জুড়ায় ভক্ত-প্রাণ॥ ৬৩॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ১১-শ্লোক—

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্ব-সল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ॥ ৬৪॥
বিবিধাদ্ভুত-ভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ॥৬৫॥
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়-ব্রতঃ।
দেশ-কাল-সুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্ব্বশী॥ ৬৬॥
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ॥৬৭॥
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগত-পালকঃ।
সুখী ভক্ত-সুহৃৎ প্রেম-বশ্যঃ সর্ব্ব-শুভঙ্করঃ॥ ৬৮॥
প্রতাপী কীর্ত্তিমান রক্ত-লোকঃ সাধু-সমাশ্রয়ঃ।
নারীগণ-মনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্॥ ৬৯॥
বরীয়ান্ ঈশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশৎ দুর্ব্বিগাহা হরেরমী॥ ৭০॥

এই নায়ক শ্রীকৃষ্ণ হইলেন, সুরম্যাঙ্গ, সর্ব্ব-সুলক্ষণযুক্ত, নয়নানন্দপ্রদ-সৌন্দর্য্যশালী, তেজীয়ান্, বলবান্, নিত্যকিশোর, বিবিধ-অদ্ভুত-ভাষাভিজ্ঞ, সত্যবাক্, মধুরভাষী, বাকপটু, সুপণ্ডিত, বুদ্ধিমান্, প্রতিভাশালী, কলা-বিলাস পটু, চতুর, দক্ষ, কৃতজ্ঞ, দৃঢ়ব্রত, দেশকালপাত্রজ্ঞ, শাস্ত্রমত কার্য্যকারী, শুচি, জিতেন্দ্রিয়, স্থির, সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল, গম্ভীর, ধৃতিমান্, বাগদ্বেষ পরিশূন্য, দানশীল, ধার্ম্মিক, বীর, করুণ, মানদাতা, কোমল-চরিত, বিনয়ী, লজ্জাশীল, শরণাগত-পালক, সুখী, ভক্তবন্ধু, প্রেমবশ্য, সর্ব্বমঙ্গলকারী, প্রতাপশালী, কীর্ত্তিমান্, লোকানুরাগ-ভাজন, সাধু-সমাশ্রয়, নারী মনোহারী, সর্ব্বারাধ্য, মহাসম্পত্তিশালী, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ঈশ্বর অর্থাৎ স্বতন্ত্র ও দুর্ল্লঙ্ঘ্যাজ্ঞ। শ্রীহরির এই ৫০টি গুণ সমুদ্রের ন্যায় দুরবগাহ॥ ৬৪-৭০॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ১২-শ্লোকঃ—

জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দুবিন্দুতয়া ক্বচিৎ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে॥ ৭১॥

শ্রীভগবদনুগৃহীত কোনও কোনও জীবে এই সমস্ত গুণের কোনও কোনও গুণ বিন্দু বিন্দু পরিমাণে থাকিলেও, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণেই সমস্ত গুণ পরিপূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছে॥ ৭১।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যা ১৪-১৯ শ্লোকঃ—

অথ পঞ্চগুণা যে স্যুরংশেন গিরিশাদিষু।
সদা স্বরূপ-সংপ্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্য-নূতনঃ।
সচ্চিদানন্দ-সান্দ্রাঙ্গঃ সর্ব্বসিদ্ধি-নিষেবিতঃ॥ ৭২॥

শ্রীকৃষ্ণ মায়া কার্য্যের অবশীভূত, সর্ব্বজ্ঞ, নিত্যনূতন, ঘনীভূত-সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ও সর্ব্বসিদ্ধি নিষেবিত অর্থাৎ নিখিল সিদ্ধিগণ তাঁহার বশীভূত। শ্রীকৃষ্ণের এই পাঁচটি গুণ শ্রীশিবাদি দেবতাতে আংশিকরূপে বিদ্যমান আছে॥ ৭২॥

অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদি-বর্ত্তিনঃ।
অবিচিন্ত্য-মহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহঃ॥৭৩॥
অবতারাবলী-বীজং হতারি-গতি-দায়কঃ।
আত্মারামগণাকর্ষী ইত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ॥ ৭৪॥

শ্রীকৃষ্ণের অবিচিন্ত্য মহাশক্তি, অনন্ত-কোটী ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার শরীরে অবস্থান করিতেছে, তিনি সমস্ত অবতারের মূল-স্বরূপ, তিনি নিহত শত্রুগণেরও সদগতি দাতা ও তিনি আত্মারামগণ পর্য্যন্তেরও আকর্ষণ-কারী—এই পাঁচটি গুণ শ্রীনারায়ণাদিতে থাকিলেও, শ্রীকৃষ্ণে অদ্ভুতরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই গুণগুলি শ্রীশিবাদি দেবতায় নাই বুঝিতে হইবে, যেহেতু শিবাদিতে যে পাঁচটি গুণ আংশিকরূপে আছে, তাহা উপরে ৭২ দাগে উল্লিখিত হইয়াছে॥ ৭৩-৭৪॥

সর্ব্বাদ্ভুত-চমৎকার-লীলা-কল্লোল-বারিধিঃ।
অতুল্য-মধুর-প্রেম-মণ্ডিত-প্রিয়মণ্ডলঃ॥ ৭৫॥

ত্রিজগন্মানসাকর্ষি-মুরলী-কল-কূজিতঃ।
অসমানোর্দ্ধ-রূপ-শ্রী-বিস্মাপিত-চরাচরঃ ॥ ৭৬ ॥
লীলা-প্রেম্না প্রিয়াধিকং মাধুর্য্যে বেণু-রূপয়োঃ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ং ॥ ৭৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ হইলেন সর্ব্বপ্রকার অত্যদ্ভুতলীলাকারী, তিনি মধুর-প্রেমদ্বারা নিজ-প্রিয়বর্গকে অলঙ্কৃত করেন, তাঁহার বংশীধ্বনিতে ত্রিভুবন আকৃষ্ট হইয়া থাকে ও তাঁহার অসাধারণরূপের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া স্থাবর জঙ্গম সকলেই বিস্মিত হয়। প্রিয়গণের সংখ্যা-বৃদ্ধিকারী তাঁহার লীলা-মাধুর্য্য ও প্রেম-মাধুর্য্য এবং তাঁহার বেণু-মাধুর্য্য ও রূপমাধুর্য্য এই চারিটি হইল শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ গুণ, ইহা তাঁহার অন্য আর কোন স্বরূপে নাই ॥ ৭৫-৭৭ ॥

এবং গুণাশ্চতুর্ভেদাশ্চতুঃষষ্টিরুদাহৃতাঃ ॥ ৭৮ ॥

এইরূপে চারি প্রকার শ্রেণী-ভেদে শ্রীকৃষ্ণের চৌষট্টি গুণের কথা উল্লিখিত হইল ॥ ৭৮ ॥

শ্রীরাধিকার প্রধান পঁচিশগুণ-কথন

অনন্ত গুণ শ্রীরাধিকার, পঁচিশ প্রধান।
যেই গুণে বশ হয় কৃষ্ণ ভগবান্ ॥ ৭৯ ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ শ্রীরাধা প্রকরণে ৯-শ্লোকঃ—

অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ কীর্ত্ত্যন্তে প্রবরা গুণাঃ।
মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জ্বল-স্মিতা ॥ ৮০ ॥
চারু-সৌভাগ্যরেখ্যাঢ্যা গন্ধোন্মাদিত-মাধবা।
সঙ্গীত-প্রবরাভিজ্ঞা রম্যবাক নর্ম্ম-পণ্ডিতা ॥ ৮১ ॥
বিনীতা করুণাপূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা।
লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্য-শালিনী ॥৮২॥
সুবিলাসা মহাভাব-পরমোৎকর্ষ-তর্ষিণী।
গোকুল-প্রেমবসতির্জ্জগৎ শ্রেণী-লসদ্‌যশাঃ ॥৮৩॥
গুর্ব্বর্পিতগুরুস্নেহা সখী-প্রণয়িতা-বশা।
কৃষ্ণপ্রিয়াবলী-মুখ্যা সন্ততাশ্রব-কেশবা ॥ ৮৪ ॥
বহুনা কিং গুণাস্তস্যা সংখ্যাতীতা হরেরিব ॥ ৮৫ ॥

অনন্তর শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকার শ্রেষ্ঠ গুণসমূহ অর্থাৎ তাঁহার অনন্ত গুণের মধ্যে প্রধান পচিশটি গুণ কীর্ত্তিত হইতেছে, যথা :— তিনি মধুরা অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ে চারুতা-বিশিষ্টা, নিত্যকিশোরী, চঞ্চল-কটাক্ষ-শালিনী, মৃদুমধুর হাস্যময়ী, কর-চরণে শুভরেখান্বিতা, লজ্জাশীলা, নিজাঙ্গ গন্ধে শ্রীকৃষ্ণকে উন্মত্তকারিণী, সঙ্গীত বিদ্যায় সুনিপুণা, মনোরম বাক্যপটু, পরিহাস পটু, নম্র প্রকৃতি, করুণাময়ী, কলা-বিলাস-পটু, চাতুর্য্যশালিনী, সুমর্য্যাদা, সহিষ্ণু, গাম্ভীর্য্যময়ী, সুবিলাসময়ী, অধিরূঢ় মহাভাবের চরমোৎকর্ষ হেতু শ্রীকৃষ্ণে তৃষ্ণাময়ী, গোকুলবাসীদিগের প্রীতি-পাত্রী, জগদ্‌ঘোষিত-যশা, গুরুবর্গের পরম স্নেহ পাত্রী, সখী প্রণয়াধীনা, শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়াগণের সর্ব্বপ্রধানা ও শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই তাঁহার বচনাধীন ॥ ৮০-৮৫ ॥

নায়ক নায়িকা দুই রসের আলম্বন।
সেই দুই শ্রেষ্ঠ—রাধা, ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৮৬ ॥
এইমত দাস্যে দাস, সখ্যে সখাগণ।
বাৎসল্যে মাতা পিতা আশ্রয়ালম্বন ॥ ৮৭ ॥
এই রস অনুভবে যৈছে ভক্তগণ।
যৈছে রস হয় শুন তাহার লক্ষণ ॥ ৮৮ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
বিভাবলহর্য্যাং ৪-শ্লোকঃ—

ভক্তিনির্দ্ধূত-দোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বল-চেতসাং।
শ্রীভাগবত-রক্তানাং রসিকাসঙ্গ-রঙ্গিণাং ॥ ৮৯ ॥
জীবনীভূত-গোবিন্দ-পাদ-ভক্তি সুখশ্রিয়াং।
প্রেমান্তরঙ্গ-ভূতানি কৃত্যান্যেবানুতিষ্ঠতাং ॥ ৯০ ॥
ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কার-যুগলোজ্জ্বলা।
রতিরানন্দ-রূপৈব নীয়মানা তু রস্যতাং ॥ ৯১ ॥
কৃষ্ণাদিভিবিভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভবাধ্বনি।
প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকার কাষ্ঠামাপদ্যতে পরাং ॥ ৯২ ॥

ভক্তিপ্রভাবে যাঁহাদের চিত্ত হইতে সমস্ত দুর্ব্বাসনা বিদূরিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদের চিত্ত প্রসন্ন অর্থাৎ শুদ্ধ-সত্ত্বাবির্ভাবের যোগ্য হওয়াও, তথায় তদাবির্ভাব-হেতু, যাঁহারা

সর্ব্বজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়াছেন, যাঁহারা শ্রীভগবদ্বিষয়েই অনুরক্ত এবং যাঁহারা রসিক ভক্তগণের সঙ্গে আনন্দানুভব করেন, যাঁহারা শ্রীগোবিন্দ-পাদপদ্ম-ভক্তিরূপ সুখসম্পত্তিকে প্রাণের তুল্য প্রিয় বলিয়া জ্ঞান করেন, যাঁহারা কেবল প্রেমের অঙ্গীভূত সাধন ভক্তিরই অনুষ্ঠান করেন, সেই সমস্ত ভক্তগণের হৃদয়ে ইহজন্ম ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ভক্তি-সংস্কার-হেতু নির্ম্মলরূপে বিরাজমানা আনন্দরূপিণী যে রতি, তাহা অনুভব-লব্ধ বিভাগাদির দ্বারা আস্বাদন-যোগ্য হইয়া প্রৌঢ়ানন্দ চমৎকারিত্বের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তদ্দ্বারা অত্যদ্ভুত পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে ॥ ৮৯-৯২ ॥

এই রস-আস্বাদন-নাহি অভক্তের গণে ।
কৃষ্ণভক্তগণ করে রস আস্বাদনে ॥ ৯৩ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে পঞ্চম-লহর্য্যাং ৭৮-শ্লোকঃ—

সর্ব্বথৈব দুরূহোঽয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ ।
তৎপাদাম্বুজ-সর্ব্বস্বৈর্ভক্তৈরেবানুরস্যতে ॥ ৯৪ ॥

এই ভক্তিরস অভক্তগণের পক্ষে একেবারেই দুর্ল্লভ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম যাঁহাদের সর্ব্বস্বধন, কেবল তাঁহারাই অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তগণই ইহা নিরন্তর আস্বাদন করিয়া থাকেন ॥ ৯৪ ॥

সংক্ষেপে কহিল এই প্রয়োজন-বিবরণ ।
পঞ্চম-পুরুষার্থ এই প্রেমমহাধন ॥ ৯৫ ॥
পূর্ব্বে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে ।
তোমার ভাই রূপে কৈল শক্তি সঞ্চারে ॥ ৯৬ ॥
তুমিই করিহ ভক্তিরসের প্রচার ।
মথুরায় লুপ্ত তীর্থের করিহ উদ্ধার ॥ ৯৭ ॥

যুক্ত বৈরাগ্য ও শুষ্ক বৈরাগ্য-কথন

বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-সেবা, বৈষ্ণব-আচার ।
ভক্তি-স্মৃতিশাস্ত্র করি করিহ প্রচার ॥ ৯৮ ॥
যুক্ত-বৈরাগ্য স্থিতি সব শিখাইল ।
শুষ্ক-বৈরাগ্য জ্ঞান সব নিষেধিল ॥ ৯৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ১২-অধ্যায়ে ১৩-২০-শ্লোকঃ—

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সম-দুঃখ-সুখঃ ক্ষমী ॥ ১০০ ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়-নিশ্চয়ঃ ।
ময্যর্পিত-মনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১০১॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ ।
হর্ষামর্ষ-ভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥১০২॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ ।
সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১০৩ ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
শুভাশুভ-পরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১০৪ ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।
শীতোষ্ণ-সুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গ-বিবর্জ্জিতঃ ॥ ১০৫ ॥
তুল্য-নিন্দা-স্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১০৬ ॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়ঃ ॥১০৭॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে অর্জ্জুন ! যে ভক্ত সর্ব্বজীবে বিদ্বেষ-হীন, সকলের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন ও দয়ালু, যিনি সংসারে বা নিজ দেহাদিতে মমতাশূন্য, যিনি নিরহঙ্কার, সুখ দুঃখে যাঁহার সমজ্ঞান, যিনি স্বীয় অনিষ্টকারীর প্রতিও ক্ষমাপরায়ণ, যিনি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, যিনি অপ্রমত্ত, জিতেন্দ্রিয়, মদ্বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় অর্থাৎ আমার প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তি করা যে কর্ত্তব্য ইহা যাঁহার নিশ্চয়-বোধ হইয়াছে এবং যিনি একমাত্র আমাতেই মনোবুদ্ধি অর্পণ করিয়াছেন, সেই ভক্তই আমার প্রিয় । যাঁহা হইতে লোকে উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না বা যিনিও লোক হইতে উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না বা স্বীয় ইষ্ট লাভেও যাঁহার আনন্দ হয় না কিম্বা অন্যের ইষ্ট-লাভেও যাঁহার হিংসা হয় না, বিপদে যাঁহার ভয় হয় না বা ভয়াদিতেও যাঁহার চিত্ত

উদ্বিগ্ন হয় না, সেই ভক্তই আমার প্রিয়। যে ভক্ত যদৃচ্ছাগত ভোগ্য-বস্তুতেও নিস্পৃহ, যাহার বাহ্য ও অভ্যন্তর উভয়ই পবিত্র, যিনি ভজনাদি-বিষয়ে আলস্যহীন, যিনি ব্যবহারিক লোকসমূহে অনাসক্ত, কেহ পীড়ন করিলেও যাহার চিত্ত ক্ষুব্ধ হয় না এবং যিনি অনুষ্ঠিত কার্য্যসমূহের ফলাকাঙ্ক্ষা করেন না, সেই ভক্তই আমার প্রিয়। যিনি ইষ্টলাভে হৃষ্ট হন না বা অনিষ্ট প্রাপ্তিতেও শোক করেন না, যিনি প্রিয় বিচ্ছেদেও শোকাকুল হন না, যিনি কোনও প্রকার কামনা করেন না এবং যিনি পাপ পুণ্য উভয়ই পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই ভক্তিমান্ ব্যক্তিই আমার প্রিয়। যিনি শত্রু ও মিত্রে সমদর্শী; মান ও অপমানে, শীত ও গ্রীষ্মে, সুখ ও দুঃখে যাঁহার সম-জ্ঞান; যিনি কুসঙ্গ বিবর্জ্জিত; স্তুতি ও নিন্দায় যাঁহার তুল্য বোধ; যিনি মৌনী অর্থাৎ সংযতবাক্, যিনি যাহা তাহাতেই সন্তুষ্ট; যিনি এক স্থানে নিয়ত বাস করেন না এবং যিনি স্থিরমতি অর্থাৎ ব্যবস্থিতচিত্ত; এতাদৃশ ভক্তিমান ব্যক্তিই আমার প্রিয়। যে সকল ভক্ত উক্ত প্রকারে এই অমৃতময় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং যাঁহারা আমাতেই শ্রদ্ধাবান্ ও একান্ত মৎপরায়ণ, সেই সকল ভক্তই আমার অতিশয় প্রিয়॥ ১০০-১০৭॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ২-স্কঃ ২-অঃ ৫-শ্লোকঃ-

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্ভজন্তি কবযো ধনদুর্ম্মাদান্ধান্॥ ১০৮॥

শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিলেন, পথে কি জীর্ণ বস্ত্রের টুকরা পড়িয়া নাই? পরপ্রতিপালক বৃক্ষগণ কি ফলাদি প্রদান করে না? নদী সকল কি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? পর্ব্বতের গুহা সকল কি রুদ্ধ হইয়াছে? ভগবান শ্রীহরি কি শরণাগত জনকে রক্ষা করেন না? তবে কেন সাধুগণ ধন-মদান্ধ ব্যক্তিগণের আশ্রয় লইতে যান?॥ ১০৮॥

মৌষল-লীলাদির সুসঙ্গত ব্যাখ্যা

তবে সনাতন সব সিদ্ধান্ত পুছিল।
ভাগবত-সিদ্ধান্ত গূঢ় সকলি কহিল॥ ১০৯॥
হরিবংশে কহিয়াছে গোলোকের স্থিতি।
ইন্দ্র আসি কৈল যবে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি॥ ১১০॥
মৌষল-লীলা, আর কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান।
কেশাবতার, আর যত বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান॥ ১১১
মহিষীহরণ-আদি সব মায়াময়।
ব্যাখ্যা শিখাইল যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয়॥ ১১২॥
তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
নিবেদন করে দন্তে তৃণ-গুচ্ছ লৈয়া॥ ১১৩॥

শ্রীসনাতনকে বর দান

নীচজাতি নীচসেবী মুই সুপামর
সিদ্ধান্ত শিখাইলে যেই-ব্রহ্মার অগোচর॥১১৪॥
তুমি যে কহিলে এই সিদ্ধান্তামৃত-সিন্ধু।
মোর মন ছুঁইতে নারে তার একবিন্দু॥ ১১৫॥
পঙ্গু নাচাইতে যদি হয় তোমার মন।
বর দেহ মোর মাথে ধরিয়া চরণ—॥ ১১৬॥
"মুই যে শিখাইনু তোরে স্ফুরুক্ সকল।
এই তোমার বর হৈতে হবে মোর বল॥ ১১৭
তবে মহাপ্রভু তার শিরে ধরি করে।
বর দিল— এই সব স্ফুরক তোমারে॥ ১১৮॥
সংক্ষেপে কহিল এই প্রয়োজন-সংবাদ।
বিস্তারি কহন না যায় প্রভুর প্রসাদ॥ ১১৯॥
প্রভুর উপদেশামৃত শুনে যেই জন।
অচিরে মিলয়ে তারে কৃষ্ণ-প্রেমধন॥ ১২০॥
শ্রীরূপ-সনাতন পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১২১॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে প্রয়োজন-প্রেম-বিচারো-
নাম ত্রয়োবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

আত্মারামেতি পদ্যার্কস্যার্থ্যাংশূন্ যঃ প্রকাশয়ন্ ।
জগত্তমো জহারাব্যাৎ স চৈতন্যোদয়াচলঃ ॥ ১ ॥

যিনি 'আত্মারাম' শ্লোকরূপ সূর্য্যের অর্থ-রূপ কিরণ প্রকাশ পূর্ব্বক জগতের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূর করিয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্যরূপ উদয়গিরি আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

আনুষঙ্গিক ভক্তিমাহাত্ম্য-বর্ণন, শ্রীকৃষ্ণের গুণ মহিমা বর্ণন,
ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন ও সাধুসঙ্গ মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে
ব্যাধের উপাখ্যান কথন

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া ।
পুনরপি কহে কিছু বিনয় করিয়া— ॥ ৩ ॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি আমি সার্ব্বভৌম-স্থানে ।
এক শ্লোকের আঠার অর্থ করিয়াছ
ব্যাখ্যানে ॥ ৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১-স্কঃ ৭-অঃ ১০-শ্লোকঃ—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে ।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূত-গুণো হরিঃ ॥৫॥ *
আশ্চর্য্য শুনিয়া মোর উৎকণ্ঠিত মন ।
কৃপা করি কহ যদি জুড়ায় শ্রবণ ॥ ৬ ॥
প্রভু কহে—আমি বাতুল আমার বচনে ।
সার্ব্বভৌম বাতুলতা সত্য করি মানে ॥ ৭ ॥
কিবা প্রলাপিলাম কিছু নাহিক স্মরণে ।
তোমার সঙ্গ-বলে যদি কিছু হয় মনে ॥ ৮ ॥
সহজে আমার কিছু অর্থ নাহি ভাসে ।
তোমা-সবার সঙ্গ-বলে যে কিছু প্রকাশে ॥ ৯ ॥
একাদশ পদ এই শ্লোকে সুনির্ম্মল ।
পৃথক্ পৃথক্ নানা অর্থ পদে করে ঝলমল্ ॥১০॥

* অনুবাদ ১৮১ পৃষ্ঠায় ১৮২ দাগে দ্রষ্টব্য ।

'আত্মা'-শব্দে ব্রহ্ম, দেহ, মন, যত্ন, ধৃতি ।
বুদ্ধি, স্বভাব—এই সাত-অর্থ-প্রাপ্তি ॥ ১১ ॥

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে—

আত্মা দেহ-মনোব্রহ্ম-স্বভাব-ধৃতি-বুদ্ধিষু ।
প্রযত্নে চ ॥ ১২ ॥

আত্মা শব্দের ৭টি অর্থ, যথা :—দেহ, মন, ব্রহ্ম, স্বভাব, ধৃতি, বুদ্ধি ও যত্ন ॥ ১২ ॥

এই সাতে রমে যেই, সেই 'আত্মারাম'গণ ।
আত্মারামগণের আগে করিয়ে গণন ॥ ১৩ ॥
মুন্যাদি শব্দের অর্থ শুন সনাতন ।
পৃথক্ পৃথক্ অর্থ করি পাছে করিব মিলন ॥১৪॥
মুনি শব্দে মননশীল, আর কহে মৌনী ।
তপস্বী, ব্রতী, যতি, আর ঋষি মুনি ॥ ১৫ ॥
'নির্গ্রন্থ' শব্দে কহে অবিদ্যাগ্রন্থি-হীন ।
বিধি-নিষেধ-বেদশাস্ত্র-জ্ঞানাদি-বিহীন ॥ ১৬ ॥
মূর্খ, নীচ, ম্লেচ্ছ আদি শাস্ত্ররিক্তগণ ।
ধনসঞ্চয়ী—নির্গ্রন্থ, আর যে নির্ধন ॥ ১৭ ॥

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে—

নির্নিশ্চয়ে নিষ্ক্রমার্থে নির্নির্ম্মাণ-নিষেধয়োঃ ।
গ্রন্থো ধনে চ সন্দর্ভে বর্ণ-সংগ্রথনেঽপি চ ॥ ১৮ ॥

'নির' শব্দের অর্থ—নিশ্চয়, নিষ্ক্রাম, নির্ম্মাণ ও নিষেধ । 'গ্রন্থ' শব্দের অর্থ—ধন, সন্দর্ভ ও বর্ণবিন্যাস । পরন্তু এখানে নির্গ্রন্থ (নিঃ অর্থাৎ নির-গ্রন্থ) শব্দের অর্থ করিবার জন্য উপরোক্ত অর্থ গুলির মধ্যে 'নির' শব্দের 'নিশ্চয়' ও 'নিষেধ' অর্থাৎ 'নাই'—এই দুইটি অর্থ লইয়াছেন এবং 'গ্রন্থ' শব্দের 'ধন' ও 'সন্দর্ভ' অর্থাৎ সারবাক্য কি না 'শাস্ত্র'— এই দুইটি অর্থ লইয়াছেন । সুতরাং 'নির্গ্রন্থ' শব্দে যাহার 'শাস্ত্র' জ্ঞান নিশ্চয়ই আছে তাহাকে অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকেও বুঝায়, আর

যাহার শাস্ত্রজ্ঞান নাই তাহাকে অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞানহীন ব্যক্তিকেও বুঝায়। আবার যাহার ধন নিশ্চয়ই আছে তাহাকে অর্থাৎ ধনী ব্যক্তিকেও বুঝায়, আর যাহার ধন নাই, তাহাকে অর্থাৎ নির্ধন ব্যক্তিকেও বুঝায়॥ ১৮॥

'উরুক্রম' শব্দে কহে—বড় যার ক্রম।
ক্রম শব্দে কহে—এই পাদ-বিক্ষেপণ॥ ১৯॥
শক্তি, কল্প, পরিপাটী, যুক্তি, আক্রমণ।
চরণ-চালনে কাঁপাইল ত্রিভুবন॥ ২০॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ২-স্কঃ ৭-অঃ ৩৯-শ্লোকঃ—

বিষ্ণোর্নু বীর্য্যগণনাং কতমোঽর্হতীহ
যঃ পার্থিবান্যপি কবির্বিমমে রজাংসি।
চস্কম্ভ যঃ স্বরহসাস্খলতা ত্রিপৃষ্ঠং
যস্মাত্রিসাম্য-সদনাদুরুকম্পয়ানং॥ ২১॥

ব্রহ্মা বলিলেন, হে নারদ! যদি কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি পৃথিবীর পরমাণুসমূহ গণনা করিয়াও থাকেন, তথাপি কি তিনি শ্রীবিষ্ণুর বীর্য্য গণনা করিতে পারেন অর্থাৎ তদীয় শক্তির সীমা কি কভু নির্দ্ধারণ করিতে পারেন? কখনই না, যেহেতু যে বিষ্ণু পাদবিক্ষেপ দ্বারা এই প্রকৃতি অর্থাৎ মায়িক জগৎ হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত সমস্তই কম্পিত করিয়া আবার তাহা ধারণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ স্থস্থির করিয়াছিলেন, তাঁহার শক্তি যে কত, তাহা কে বলিতে সমর্থ হইবে॥ ২১॥

বিভুরূপে ব্যাপে, শক্ত্যে ধারণ পোষণ।
মাধুর্য্য-শক্ত্যে গোলোক, ঐশ্বর্য্যে পরব্যোম॥২২॥
মায়াশক্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডাদি পরিপাটী-সৃজন।
'উরুক্রম' শব্দের এই অর্থ-নিরূপণ॥ ২৩॥

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে—

ক্রমঃ শক্তৌ পরিপাট্যাং ক্রমশ্চালন-
কম্পয়োঃ॥ ২৪॥

'ক্রম' শব্দে শক্তি, পারিপাটি, চালন ও কম্প বুঝায়।

'কুর্ব্বন্তি' পদ এই পরস্মৈপদ হয়।
কৃষ্ণসুখ-নিমিত্ত ভজনে তাৎপর্য্য কহয়॥ ২৫॥

তথাহি পাণিনি—

স্বরিতঞিতঃ কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে॥ ২৬॥

স্বরিত অর্থাৎ যজাদি ধাতু এবং ঞ ইৎ যার এইরূপ ধাতু অর্থাৎ কৃ প্রভৃতি ধাতু আত্মনেপদী ও পরস্মৈপদী এই উভয়পদীই হয়। কিন্তু ক্রিয়ার ফল যেখানে কর্ত্তা প্রাপ্ত হয়, সেখানে ধাতু আত্মনেপদী হয়; আর ঐ ফল যদি অপরের প্রাপ্তির জন্য হয়, তবে তখন ধাতু পরস্মৈপদী হয়॥ ২৬॥

'হেতু' শব্দে কহে ভুক্তি আদি বাঞ্ছান্তরে।
ভুক্তি, সিদ্ধি, মুক্তি—মুখ্য এ তিন
প্রকারে॥ ২৭॥
এক ভুক্তি কহে ভোগ অনন্ত প্রকার।
সিদ্ধি অষ্টাদশ, মুক্তি পঞ্চবিধাকার॥ ২৮॥
এই যাঁহা নাহি, সেই ভক্তি অহৈতুকী।
যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকী॥ ২৯॥
'ভক্তি' শব্দের অর্থ হয় দশবিধাকার।
এক সাধন, প্রেমভক্তি নব প্রকার॥ ৩০॥
রতিলক্ষণা, প্রেমলক্ষণা ইত্যাদি প্রচার।
ভাবরূপা, মহাভাব-লক্ষণরূপা আর॥ ৩১॥
শান্ত-ভক্তের রতি বাড়ে প্রেম পর্য্যন্ত।
দাস্য-ভক্তের রতি হয় রাগদশা-অন্ত॥ ৩২॥
সখাগণের রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত।
পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ-আদি অনুরাগ-অন্ত॥ ৩৩॥
কান্তাগণের রতি পায় মহাভাব-সীমা।
'ভক্তি' শব্দের এই সব অর্থের মহিমা॥ ৩৪॥
'ইত্থম্ভূত-গুণ' শব্দের শুনহ ব্যাখ্যান।
'ইত্থং' শব্দের ভিন্ন অর্থ, 'গুণ' শব্দের আন॥৩৫॥
ইত্থম্ভূত শব্দের অর্থ পূর্ণানন্দময়।
যার আগে ব্রহ্মানন্দ তৃণ-তুল্য হয়॥ ৩৬॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ভক্তি-
সামান্যলহর্য্যাং ১৮-শ্লোকঃ—

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধি-স্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি
জগদ্গুরো ॥ ৩৭ ॥*

সর্ব্বাকর্ষক সর্ব্বাহ্লাদক মহারসায়ন।
আপনার বলে করায় সর্ব্ব-বিস্মরণ ॥ ৩৮ ॥
ভুক্তি-সিদ্ধি-মুক্তি-সুখ ছাড়ায় যার গন্ধে।
অলৌকিক-শক্তিগুণে কৃষ্ণ কৃপায় বান্ধে ॥ ৩৯ ॥
শাস্ত্র-যুক্তি নাহি ইঁহা সিদ্ধান্ত-বিচার।
এই স্বভাব গুণে যাতে মাধুর্য্যের সার ॥ ৪০ ॥
'গুণ' শব্দের অর্থ—কৃষ্ণের গুণ অনন্ত।
সৎচিৎ-রূপ গুণ সর্ব্ব পূর্ণানন্দ ॥ ৪১ ॥
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য কারুণ্য স্বরূপ-পূর্ণতা।
ভক্ত-বাৎসল্য আত্মা-পর্য্যন্ত বদান্যতা ॥ ৪২ ॥
অলৌকিক রূপ-রস-সৌরভাদি গুণ।
কারো মন কোনো গুণে করে আকর্ষণ ॥ ৪৩ ॥
সনকাদির মন হরিল সৌরভাদি-গুণে।
শুকদেবের মন হরিল লীলা-শ্রবণে ॥ ৪৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩-স্কঃ ১৫-অঃ ৪৩-শ্লোকঃ—

তস্যারবিন্দ-নয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্ক-মিশ্র-তুলসী-মকরন্দ-বায়ুঃ
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষর-জুষামপি চিত্ত-তন্বোঃ ॥ ৪৫ ॥†

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ২-স্কঃ ১-অঃ ৯-শ্লোকঃ—

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোক-লীলয়া
গৃহীতচেতা রাজর্ষে ! আখ্যানং যদধীতবান্ ॥৪৬॥

শ্রীশুকদেব কহিলেন, হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! আমি চিরদিনই নির্গুণ-ব্রহ্মে নিষ্ঠাবান্ ছিলাম, কিন্তু উত্তম শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা-শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া এই শ্রীমদ্ভাগবতরূপ আখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছি ॥ ৪৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১২-স্কঃ ১২-অঃ ৫২-শ্লোকঃ

স্বসুখ-নিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবোঽ-
প্যজিত-রুচির-লীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ং।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিল বৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি ॥ ৪৭ ॥

শ্রীসূত বলিলেন, যাহার চিত্ত ব্রহ্মানন্দে পূর্ণরূপে ডুবিয়া ছিল বলিয়া, যাহার মন অন্য সমস্ত বিষয়ের চিন্তা হইতে বিরত ছিল, তাদৃশ ব্রহ্মানন্দ হইতেও যাহার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের পরম মধুর লীলা কথা শ্রবণে আকৃষ্ট হওয়ায় যিনি কৃপা করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশক শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ বিস্তার-রূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন, সর্ব্ব মঙ্গল বিনাশকারী সেই ব্যাস-নন্দন শ্রীশুকদেবকে আমি প্রণাম করি ॥ ৪৭ ॥

শ্রীঅঙ্গ-শ্রীরূপে হরে গোপিকার মন।
রূপগুণ শ্রবণে রুক্মিণ্যাদি-আকর্ষণ ॥ ৪৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ২৯-অঃ ৩৯-শ্লোকঃ—

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রী-
গণ্ডস্থলাধর-সুধং হসিতাবলোকং।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ড-যুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈক-রমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ ॥ ৪৯ ॥

ব্রজগোপীগণ রাস-ক্রীড়ার জন্য আগমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ যখন বলিলেন, হে সুন্দরীগণ ! তোমরা গৃহাধিপত্য পরিত্যাগ করিয়া আমার দাসী হইতে চাহিতেছ কেন ? তখন তাঁহারা বলিলেন, হে সুন্দর ! তবে বলি শোন :—কুণ্ডল-শোভায় পরিশোভিত তোমার গণ্ডস্থল, তোমার সুধামন্দ বিম্বাধর, তোমার সহাস্যদৃষ্টি, তোমার অলকাবৃত মনোহর রূপ, তোমার অভয় প্রদ বাহুযুগল ও কমলার একমাত্র রতিপ্রদ তোমার বিশাল বক্ষঃস্থল দর্শন করিয়া আমরা তোমার শ্রীচরণের দাসী হইতে আসিয়াছি ॥ ৪৯ ॥

* অনুবাদ ৮৪ পৃষ্ঠায় ৯৮ দাগে দ্রষ্টব্য।
† অনুবাদ ২৯৬ পৃষ্ঠায় ১৪২ দাগে দ্রষ্টব্য।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ৫২-অঃ ৩৭-শ্লোকঃ—

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে
নির্বিবিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গ ! তাপং ।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে ॥ ৫০ ॥

শ্রীরুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন, হে অচ্যুত! হে ভুবন-সুন্দর! তোমার যে গুণের কথা শ্রোতাগণের কর্ণ দিয়া অন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাদের নিখিল তাপ বিনাশ করে, তোমার সেই সমস্ত গুণের কথা শুনিয়া এবং তোমার যে রূপ দেখিয়া তন্মাধুর্য্যাস্বাদন-পূর্ব্বক চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ চক্ষু সার্থক করেন, সেই রূপের কথা শুনিয়া আমার নির্লজ্জ চিত্ত তোমাতে আসক্ত হইয়াছে ॥ ৫০ ॥

বংশীগীতে রূপে হরে লক্ষ্ম্যাদির মন ।
যোগ্যভাবে জগতে যত যুবতীর গণ ॥ ৫১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ১৬-অঃ ৩৬-শ্লোকে
নাগপত্নী-বাক্যং —

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব ! বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রি-রেণু-স্পর্শাধিকারঃ ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥ ৫২ ॥*

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ২৯-অঃ ৪০-শ্লোকঃ—

কা স্ত্র্যঙ্গ ! তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্ত্রিলোক্যাং ।
ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গো-দ্বিজ-দ্রুম-মৃগাঃ পুলকান্য-বিভ্রন্ ॥ ৫৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যখন রাস-ক্রীড়ার্থে সমাগত গোপীগণকে বলিলেন যে, কুলস্ত্রীগণের উপপতি আশ্রয় করা অত্যন্ত নিন্দনীয়, তখন তাঁহারা বলিলেন, হে কৃষ্ণ! হাঁ, ইহা সত্য বটে, কিন্তু বল দেখি, ত্রিজগতে এমন রমণী কে আছে যে, সে তোমার বিশিষ্ট স্বরালাপ ও কলপদ-সমন্বিত বেণু গীত শ্রবণ করিয়া এবং তোমার ত্রিভুবন-মনোহর এইরূপ নিরীক্ষণ করিয়া স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয়? অধিক কি, তোমার গীত শ্রবণে ও রূপদর্শনে পুরুষেরাও স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া যায়; মনুষ্য, পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গ, তরুলতা, পাহাড়-পর্ব্বত প্রভৃতি স্থাবর-জঙ্গম সকলেই দ্রবীভূত হইয়া যায়, সকলেই পরমানন্দে বিভোর হইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠে ॥ ৫৩ ॥

গুরুতুল্য স্ত্রীগণের বাৎসল্যে আকর্ষণ ।
দাস্য-সখ্যাদি-ভাবে পুরুষাদিগণ ॥ ৫৪ ॥
পক্ষী, মৃগ, বৃক্ষ, লতা—চেতনাচেতন ।
প্রেমে মত্ত করি আকর্ষয়ে কৃষ্ণগুণ ॥ ৫৫ ॥

তথাহি পূর্ব্বশ্লোকস্য পরার্দ্ধং—

ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপ্যং ।
যদ্গো-দ্বিজ-দ্রুম-মৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥ ৫৬ ॥*

'হরি' শব্দের নানা অর্থ দুই মুখ্যতম ।
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া হরে মন ॥ ৫৭ ॥
যৈছে তৈছে যোহি কোহি করয়ে স্মরণ ।
চারিবিধ পাপ তার করে সংহরণ ॥ ৫৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১-স্কঃ ১৪-অঃ ১৮-শ্লোকঃ—

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥ ৫৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব! পাকাদির নিমিত্ত প্রজ্বালিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠ-সকলকে ভস্মীভূত করে, মদ্বিষয়িণী ভক্তিও তদ্রূপ পাপ-রাশিকে ধ্বংস করিয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

তবে করে ভক্তি-বাধক কর্ম্ম অবিদ্যা নাশ ।
শ্রবণাদ্যের ফল প্রেমা করয়ে প্রকাশ ॥ ৬০ ॥

---

* অনুবাদ ২০০ পৃষ্ঠায় ১৪৭ দাগে দ্রষ্টব্য।

* অনুবাদ ৫৩ দাগে দ্রষ্টব্য

নিজ-গুণে তবে হরে দেহেন্দ্রিয় মন।
ঐছে কৃপালু কৃষ্ণ, ঐছে তাঁর গুণ ॥ ৬১ ॥
চারি পুরুষার্থ ছাড়ায়, হরে সবার মন।
'হরি' শব্দের এই মুখ্যার্থ করিল লক্ষণ ॥ ৬২ ॥
'অপি' 'চ' দুই শব্দ হয়ত অব্যয়।
যেই অর্থে লাগাইয়ে সেই অর্থ হয় ॥ ৬৩ ॥
তথাপি 'চ'কারের কহে মুখ্য অর্থ সাত।
'অপি' শব্দের মুখ্য অর্থ সপ্ত বিখ্যাত ॥ ৬৪ ॥

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে—

চান্বাচয়ে সমাহারেঽন্যোন্যার্থে সমুচ্চয়ে।
যত্নান্তরে তথা পাদ-পূরণে ব্যবধারণে ॥ ৬৫ ॥

একতরের প্রাধান্যে, একীকরণে, পরস্পরার্থে, সমুচ্চয়ে, যত্নবিশেষে শ্লোকের পাদপূরণে ও নিশ্চয়ার্থে 'চ' শব্দের প্রয়োগ হয় ॥ ৬৫ ॥

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে—

অপি সম্ভাবনা-প্রশ্ন-শঙ্কা-গর্হা-সমুচ্চয়ে।
তথা যুক্তপদার্থেষু কামাচার-ক্রিয়াসু চ ॥ ৬৬ ॥

সম্ভাবনা, প্রশ্ন, শঙ্কা, নিন্দা, সমুচ্চয়, যুক্তপদার্থ ও কামাচার-ক্রিয়া—এই সাতটি অর্থে অপি শব্দের প্রয়োগ হয় ॥ ৬৬ ॥

এই একাদশ পদের অর্থ-নির্ণয়।
এবে শ্লোকার্থ কহি যাঁহা যে লাগয় ॥ ৬৭ ॥
'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ—তত্ত্ব সর্ব্ব-বৃহত্তম।
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য করি নাহি যার সম ॥ ৬৮ ॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে ১ম-অংশ ১২-অধ্যায় ৫৭-শ্লোকঃ—

বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ তদ্‌ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ ॥ ৬৯ ॥

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সর্ব্বব্যাপক বলিয়া সেই তত্ত্ববস্তুকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে ॥ ৬৯ ॥

সেই 'ব্রহ্ম'-শব্দে কহে স্বয়ং ভগবান্।
অদ্বিতীয়-জ্ঞান যাঁহা বিনা নাহি আন ॥ ৭০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১-স্কঃ ২-অঃ ১১-শ্লোকঃ—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥৭১॥*

সেই অদ্বয়-তত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
যাঁহা বিনু কালত্রয়ে বস্তু নাহি আন ॥ ৭২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ২-স্কঃ ৯-অঃ ৩২-শ্লোকঃ—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎ পরং।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত
সোঽস্ম্যহং ॥ ৭৩ ॥†

'আত্মা' শব্দে কহে কৃষ্ণ বৃহত্ত্ব-স্বরূপ।
সর্ব্ব-ব্যাপক সর্ব্ব-সাক্ষী পরম-স্বরূপ ॥ ৭৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১-স্কঃ ২-অঃ ৪৪-শ্লোকস্য
ব্যাখ্যায়াং শ্রীধরস্বামি-ধৃত-তন্ত্রবচনং—

আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ ॥৭৫॥

স্বরূপতঃ অতি বৃহৎ এবং জগতের মূল বলিয়া শ্রীহরি হইলেন পরমাত্মা ॥ ৭৫ ॥

সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি-হেতু ত্রিবিধ সাধন।
জ্ঞান, যোগ, ভক্তি—তিনের পৃথক্ লক্ষণ ॥ ৭৬ ॥
তিন সাধনে ভগবান্ তিন স্বরূপে ভাসে।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ প্রকাশে ॥ ৭৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১-স্কঃ ২-অঃ ১১-শ্লোকঃ—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥৭৮॥‡

* অনুবাদ ৩৫ পৃষ্ঠায় ১১ দাগে দ্রষ্টব্য।
† অনুবাদ ৩০ পৃষ্ঠায় ৫২ দাগে দ্রষ্টব্য।
‡ অনুবাদ ৩৫ পৃষ্ঠায় ১১ দাগে দ্রষ্টব্য।

'ব্রহ্ম' 'আত্মা' শব্দে যদি কৃষ্ণকে কহয়।
রূঢ়ি-বৃত্ত্যে নির্ব্বিশেষ অন্তর্য্যামী কয় ॥ ৭৯ ॥
জ্ঞানমার্গে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম প্রকাশে।
যোগমার্গে অন্তর্য্যামি-স্বরূপেতে ভাসে ॥ ৮০ ॥
রাগভক্তি, বিধিভক্তি হয় দুই রূপ।
স্বয়ং-ভগবত্ত্ব, ভগবত্ত্ব—প্রকাশে দ্বিরূপ ॥ ৮১ ॥
রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ং-ভগবান্ পায়।
বিধিভক্ত্যে পার্ষদ-দেহে বৈকুণ্ঠকে যায় ॥ ৮২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ৯-অঃ ১৭-শ্লোকঃ—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥৮৩॥*

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩-স্কঃ ১৫-অঃ ২৫-শ্লোকঃ—

যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা
দূরে যমা হ্যুপরি নঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ।
ভর্ত্তুর্মিথ সুযশসঃ কথনানুরাগ-
বৈক্লব্য-বাষ্প-কলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ ॥ ৮৪ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, হে দেবগণ! যাঁহারা দেবশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবানে ভক্তির প্রভাবে যমকে বিদূরিত করিয়াছেন, যাঁহারা আমাদিগের চেয়েও শ্রেষ্ঠ, যাঁহাদের কারুণ্যাদি গুণসমূহ অস্মদাদি সকলেরই বাঞ্ছনীয় যাঁহারা পরস্পর নিজ-প্রভু শ্রীভগবানের যশোগান করিতে করিতে অনুরাগ ভরে বিহ্বল হইলে, কাঁদিতে কাঁদিতে যাঁহাদের অঙ্গ পুলকিত হয়, সেই ভক্তগণই শ্রীবৈকুণ্ঠ ধামে গমন করেন ॥ ৮৪ ॥

সেই উপাসক হয় ত্রিবিধ প্রকার।
অকাম, সর্ব্বকাম মোক্ষকাম আর ॥ ৮৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ২-স্কঃ ৩-অঃ ১০-শ্লোকঃ—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরং ॥৮৬॥†

* অনুবাদ ২০৫ পৃষ্ঠায় ২৩১ দাগে দ্রষ্টব্য।

† অনুবাদ ৩৫৩ পৃষ্ঠায় ৩৬ দাগে দ্রষ্টব্য।

'বুদ্ধিমানের' অর্থ—যদি বিচারজ্ঞ হয়।
নিজ-কাম লাগি তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ৮৭ ॥
ভক্তি বিনা কোনো সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি—স্বতন্ত্র প্রবল ॥ ৮৮ ॥
অজা-গলস্তন-ন্যায় অন্য সাধন।
অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান জন ॥ ৮৯ ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং ৭-অধ্যায়ে ১৬-শ্লোকঃ—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ! ॥৯০॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে ভরতকুল-শিরোমণি অর্জ্জুন! আর্ত্ত অর্থাৎ রোগাদি পীড়িত, জিজ্ঞাসু অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান-পিপাসু, অর্থার্থী অর্থাৎ ভোগ-সুখাভিলাষী এবং জ্ঞানী—এই চারি প্রকার সুকৃতিশালী ব্যক্তি আমাকে ভজন করিয়া থাকে ॥ ৯০ ॥

আর্ত্ত, অর্থার্থী—দুই সকাম ভিতরে গণি।
জিজ্ঞাসু, জ্ঞানী—দুই মোক্ষকামী মানি ॥ ৯১ ॥
এই চারি সুকৃতি হয় মহাভাগ্যবান্।
তত্তৎ কামাদি ছাড়ি হয়ে শুদ্ধ-ভক্তিমান্ ॥৯২॥
সাধুভক্ত-সঙ্গে কিম্বা কৃষ্ণের কৃপায়।
কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি শুদ্ধ-ভক্তি পায় ॥ ৯৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১-স্কঃ ১০-অঃ ১১-শ্লোকঃ—

সৎসঙ্গান্মুক্ত-দুঃসঙ্গো হাতুং নোৎসহতে বুধঃ।
কীর্ত্ত্যমানং যশো যস্য সকৃদাকর্ণ্য রোচনং ॥৯৪॥

সাধুসঙ্গ-প্রভাবে যিনি শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য কামনারূপ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই বুদ্ধিমান জন সাধু কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত পরম-মধুর শ্রীভগবদ্‌যশ একবার শ্রবণ করিয়া সাধুসঙ্গ আর ছাড়িতে ইচ্ছা করেন না ॥ ৯৪ ॥

'দুঃসঙ্গ' কহিয়ে—কৈতব আত্ম-বঞ্চনা।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা ॥ ৯৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১-স্কঃ ১-অঃ ২-শ্লোকঃ—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো
নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনি-কৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ ৯৬ ॥*

'প্র' শব্দে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামী করিয়াছেন ব্যাখ্যান ॥৯৭॥
সকাম-ভক্ত অজ্ঞ জানি দয়ালু ভগবান্।
স্বচরণ দিয়া করে ইচ্ছার পিধান ॥ ৯৮ ॥†

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৫-স্কঃ ১৯-অঃ ২৮-শ্লোকঃ—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজ-পাদপল্লবং ॥ ৯৯ ॥‡

সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণকৃপা, ভক্তির স্বভাব।
এই তিন সব ছাড়ায়—করে কৃষ্ণ ভাব ॥ ১০০ ॥
আগে যত যত অর্থ ব্যাখ্যান করিব।
কৃষ্ণ-গুণাস্বাদের এই হেতু জানিব ॥ ১০১॥
শ্লোক-ব্যাখ্যা লাগি এই কহিল আভাস।
এবে করি শ্লোকের মূলার্থ-প্রকাশ ॥ ১০২॥
জ্ঞানমার্গে উপাসক দুই ত প্রকার—।
কেবল ব্রহ্ম উপাসক, মোক্ষাকাঙ্ক্ষী আর ॥ ১০৩॥
কেবল-ব্রহ্ম-উপাসক তিন ভেদ হয়—।
সাধক, ব্রহ্মময়, আর প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয় ॥ ১০৪

* অনুবাদ ৩৩ পৃষ্ঠায় ৯০ দাগে দ্রষ্টব্য।
† পিধান—নাশ করা।
‡ অনুবাদ ৩৫৩ পৃষ্ঠায় ৪০ দাগে দ্রষ্টব্য।

ভক্তি বিনা কেবল—জ্ঞানে মুক্তি নাহি হয়।
ভক্তি-সাধন করে যেই প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয় ॥ ১০৫ ॥
ভক্তির স্বভাব—ব্রহ্ম হৈতে করে আকর্ষণ।
দিব্যদেহ দিয়া করায় কৃষ্ণের ভজন ॥ ১০৬॥
ভক্তদেহ পাইলে হয় গুণের স্মরণ।
গুণাকৃষ্ট হৈয়া করে নির্ম্মল ভজন ॥ ১০৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ৮৭-অঃ ২১শ শ্লোকস্য
ব্যাখ্যায়াং শ্রীধরস্বামিকৃত-শ্রুতিবচনং —

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং
ভজন্তে ॥ ১০৮ ॥

ব্রহ্মে লীন হইয়াছে এরূপ মুক্তপুরুষগণ, পূর্ব্বাচরিত ভক্তির কৃপায়, ভজনোপযোগী দেহ পাইয়া ভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন ॥ ১০৮ ॥

জন্ম হৈতে শুক-সনকাদি ব্রহ্মময়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হৈয়া কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ১০৯ ॥
সনকাদ্যের কৃষ্ণ-কৃপায় সৌরভে হরে মন।
গুণাকৃষ্ট হৈয়া করে নির্ম্মল ভজন ॥ ১১০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩-স্কঃ ১৫-অঃ ৪৩-শ্লোকঃ—

তস্যারবিন্দ-নয়নস্য পদারবিন্দ
কিঞ্জল্ক-মিশ্র-তুলসী-মকরন্দ-বায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষর-জুষামপি চিত্ত-তন্বোঃ ॥ ১১১ ॥*

ব্যাস-কৃপায় শুকদেব লীলাদি শ্রবণে।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হৈয়া করেন ভজনে ॥ ১১২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১-স্কঃ ৭ অঃ ১১-শ্লোকঃ—

হরের্গুণাক্ষিপ্ত মতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ ॥১১৩॥

* অনুবাদ ২৯৬ পৃষ্ঠায় ১৪২ দাগে দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণবগণের নিত্যপ্রিয় ভগবান শ্রীশুকদেব গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণ গুণ-শ্রবণে আকুলচিত্ত হইয়া, এই সুবিস্তীর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত-আখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ॥ ১১৩ ॥

নবযোগীশ্বর জন্ম হৈতে সাধক জ্ঞানী।
বিধি-শিব-নারদ-মুখে কৃষ্ণগুণ শুনি ॥ ১১৪ ॥
গুণাকৃষ্ট হৈয়া করে কৃষ্ণের ভজন।
একাদশস্কন্ধে তার ভক্তি-বিবরণ ॥ ১১৫ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে
শান্তভক্তিলহর্য্যাং ৭-শ্লোকঃ—

অক্লেশাং কমলভুবঃ প্রবিশ্য গোষ্ঠীং
কুর্ব্বন্তঃ শ্রুতিশিরসাং শ্রুতিং শ্রুতিজ্ঞাঃ।
উত্তুঙ্গং যদুপুর-সঙ্গমায় রঙ্গং
যোগীন্দ্রাঃ পুলকভৃতো নবাপ্যবাপুঃ ॥ ১১৬ ॥

বেদজ্ঞ নবযোগীন্দ্রগণ যোগীন্দ্র হইয়াও, সর্ব্বক্লেশ-পরিশূন্য ব্রহ্মার সভায় আগমন-পূর্ব্বক উপনিষৎ শ্রবণ করিতে করিতে, সকলেই শ্রীকৃষ্ণগুণে পুলকিত হইয়া কৃষ্ণ-দর্শনার্থে মথুরায় গমনের নিমিত্ত অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন ॥ ১১৬ ॥

মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী হয় তিন প্রকার—।
মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত, প্রাপ্ত-স্বরূপ আর ॥ ১১৭ ॥
মুমুক্ষু অনেক মত সাংসারিক জন।
মুক্তি লাগি তারা করে কৃষ্ণের ভজন ॥ ১১৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কঃ ২-অঃ ২৬-শ্লোকঃ—

মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণ-কলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ ॥ ১১৯ ॥

মুমুক্ষুগণ ভীষণ ভৈরবাদিকে ও অন্য দেবতাদিকে ভজন না করিয়া এবং তাঁহাদের নিন্দাও না করিয়া, শান্তমূর্ত্তি শ্রীনারায়ণ বা তাঁহার অবতারগণের ভজনা করেন ॥ ১১৯ ॥

সেই-সবের সাধু-সঙ্গে গুণ স্ফুরায়।
শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করায় মুমুক্ষা ছাড়ায় ॥ ১২০ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে
প্রীতিভক্তিলহর্য্যাং ৬ষ্ঠ-শ্লোকঃ—

অহো মহাত্মন্! বহুদোষ-দুষ্টোঽ-
প্যেকেন ভাত্যেষ ভবো গুণেন।
সৎসঙ্গমাখ্যেন সুখাবহেন
কৃতাদ্য নো যেন কৃশা মুমুক্ষা ॥ ১২১ ॥

হে মহাত্মন! ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই সংসার বহু দোষে দোষযুক্ত হইলেও, ইহাতে সৎসঙ্গ নামক একটি সুখময় গুণ, সমস্ত দোষকে আবৃত করিয়া, বিকাশ পাইতেছে, যে গুণের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ-লাভের বাসনা হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাদের প্রবল মুমুক্ষা অর্থাৎ মুক্তি-লাভের তীব্র বাসনাও দূর করিয়া দিল ॥ ১২১ ॥

নারদের সঙ্গে শৌনকাদি মুনিগণ
মুমুক্ষা ছাড়িয়া কৈল কৃষ্ণের ভজন ॥ ১২২ ॥
কৃষ্ণের দর্শনে কেহো কৃষ্ণের কৃপায়।
মুমুক্ষা ছাড়িয়া গুণে ভজে তাঁর পায় ॥ ১২৩ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে
শান্তভক্তিলহর্য্যাং ১৩শ-শ্লোকঃ—

অস্মিন্ সুখঘনমূর্ত্তৌ পরমাত্মনি বৃষ্ণিপত্তনে স্ফুরতি।
আত্মারামতয়া মে বৃথা গতো বত চিরং কালঃ ॥ ১২৪ ॥

একদা কোন এক 'আত্মরাম'-মহানুভব দ্বারকায় আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার মোক্ষ-বাসনা দূর হইল, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণভজনে উৎসুক হইয়া এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, হায় হায়! এই আনন্দঘন-মূর্ত্তি যে যদুপুরী শ্রীদ্বারকায় বিরাজ করিতেছেন, তাহা না জানিতে পারিয়া, 'আত্মারাম' এই অভিমানে আমার চিরকালটা বৃথায় নষ্ট হইল—হায় হায়! আমি এমন মধুর-শ্রীকৃষ্ণ-ভজন না করিয়া এতকাল ব্রহ্ম-চিন্তায় বৃথা কাটাইলাম ॥ ১২৪ ॥

জীবন্মুক্ত অনেক, সেই দুই-ভেদ জানি।
ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত, জ্ঞানে জীবন্মুক্ত মানি ॥১২৫॥
ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত যেই, গুণে কৃষ্ণ ভজে।
শুষ্ক-জ্ঞানে জীবন্মুক্ত অপরাধে মজে ॥ ১২৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ২-অঃ ২৬-শ্লোকঃ—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ ! বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধ-বুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃত-যুষ্মদঙ্‌ঘ্রয়ঃ ॥ ১২৭

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১৮-অঃ ৫৪-শ্লোকঃ—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে
পরাং ॥ ১২৮ †

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে প্রথম-লহর্য্যাং
১০৭-শ্লোকধৃত বিল্বমঙ্গলবাক্য —

অদ্বৈতবীথী-পথিকৈরুপাস্যাঃ
স্বানন্দ-সিংহাসন-লব্ধদীক্ষাঃ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন
দাসীকৃতা গোপবধূ-বিটেন ॥ ১২৯ ॥‡

ভক্তিবলে প্রাপ্ত স্বরূপ দিব্যদেহ পায়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হৈয়া ভজে কৃষ্ণপায় ॥ ১৩০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ২-স্কঃ ১০-অঃ ৬-শ্লোকঃ—

মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ ॥১৩১॥

মায়িক স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ-স্বরূপে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় জীবের অবস্থিতির নাম মুক্তি ॥ ১৩১ ॥

* অনুবাদ ৩৫২ পৃষ্ঠায় ৩০ দাগে দ্রষ্টব্য।
† অনুবাদ ১৯৪ পৃষ্ঠায় ৬৫ দাগে দ্রষ্টব্য।
‡ অনুবাদ ২৩১ পৃষ্ঠায় ১৭৭ দাগে দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ-দোষে মায়া হৈতে ভয়।
কৃষ্ণোন্মুখ-ভক্তি হৈতে মায়ামুক্ত হয় ॥ ১৩২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১-স্কঃ ২ অঃ ৩৫-শ্লোকঃ—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥ ১৩৩ ॥*

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ৭-অঃ ১৪-শ্লোকঃ—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে ॥ ১৩৪ ॥†

ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি, ভক্ত্যে মুক্তি হয়।
ভক্ত্যে মুক্তি পাইলে অবশ্য কৃষ্ণেরে ভজয় ॥১৩৫॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ১৪-অঃ ৪-শ্লোকঃ—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধ-লব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূল তুষাবঘাতিনাং ॥ ১৩৬ ॥‡

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ২-অঃ ২৬-শ্লোকঃ—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ ! বিমুক্তমানিন
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধ-বুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥ ১৩৭ ॥||

* অনুবাদ ৩২৭ পৃষ্ঠায় ১১৭ দাগে দ্রষ্টব্য।
† অনুবাদ ৩২৭ পৃষ্ঠায় ১১৯ দাগে দ্রষ্টব্য।
‡ অনুবাদ ৩৫২ পৃষ্ঠায় ২২ দাগে দ্রষ্টব্য।
|| অনুবাদ ৩৫২ পৃষ্ঠায় ৩০ দাগে দ্রষ্টব্য।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১-স্কঃ ৫-অঃ ২-শ্লোকঃ—

মুখবাহূরু-পাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ
পৃথক ॥ ১৩৮ ॥*

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ৮৭-অঃ ২১শ-শ্লোকস্য
ব্যাখ্যায়াং শ্রীধরস্বামিধৃত-শ্রুতিবচনং—

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং
ভজন্তে ॥ ১৩৯ ॥†

এই ছয় আত্মারাম কৃষ্ণেরে ভজয় ।
পৃথক্ পৃথক্ 'চ'কার ইহার অপির অর্থ কয় ॥১৪০॥
আত্মারামা 'অপি' করে কৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি ।
মুনয়ঃ সন্তঃ ইতি কৃষ্ণ—মননে আসক্তি ॥১৪১॥
নির্গ্রন্থাঃ অবিদ্যাহীন, কেহো বিধিহীন ।
যাঁহা যেই যুক্ত, সেই অর্থের অধীন ॥ ১৪২ ॥
'চ' শব্দে করি যদি ইতরেতর অর্থ ।
আর এক অর্থ কহে—পরম সমর্থ ॥ ১৪৩ ॥
আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ করি বার ছয় ।
পঞ্চ 'আত্মারাম' ছয় চকার লুপ্ত হয় ॥ ১৪৪ ॥
এক আত্মারাম শব্দ অবশেষ রহে ।
এক আত্মারাম শব্দে ছয় জন কহে ॥ ১৪৫ ॥

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে—

সরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ ।
রামশ্চ রামশ্চ রামশ্চ রামা ইতিবৎ ॥ ১৪৬ ॥

একশেষ দ্বন্দ্ব সমাসে সমান-রূপ-বিশিষ্ট ও একই বিভক্তি যুক্ত বহু শব্দ থাকিলে, তাহাদের মধ্যে সব গুলির লোপ হইয়া কেবল একটি মাত্র অবশিষ্ট থাকে, অন্যগুলির আর প্রয়োগ হয় না, যেমন 'রামশ্চ রামশ্চ রামশ্চ' বলিলে কেবল 'রামা' হইয়া গেল, তাহাতে আর দুইটি 'রাম' শব্দের ও 'চ'য়ের লোপ হইল ॥ ১৪৬ ॥

তবে যে চকার, সেই সমুচ্চয় কয় ।
'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ' কৃষ্ণকে ভজয় ॥ ১৪৭ ॥
নির্গ্রন্থা 'অপি' এই 'অপি' সম্ভাবনে ।
এই সাত অর্থ প্রথম করিল ব্যাখ্যানে ॥ ১৪৮ ॥
অন্তর্য্যামী উপাসক—আত্মারাম কয় ।
সেই আত্মারাম-যোগী দুই বিধ হয় ॥ ১৪৯ ॥
সগর্ভ, নিগর্ভ—এই হয় দুই-ভেদ ।
এক এক তিন-ভেদে ছয়-বিভেদ ॥ ১৫০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ২-স্কঃ ২-অঃ ৮-শ্লোকঃ—

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে
প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তং ।
চতুর্ভুজং কঞ্জ-রথাঙ্গ-শঙ্খ-
গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥ ১৫১ ॥

কোনও কোনও মহাত্মা শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ পুরুষকে অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুকে নিজ দেহাভ্যন্তরস্থ হৃদয় মধ্যে অষ্টাঙ্গুলি পরিমিত অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্রাকৃতি পরমাত্মা-পুরুষরূপে ধারণা করিয়া তাঁহার চিন্তা করিয়া থাকেন ॥ ১৫১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কঃ ২৮-অঃ ৩৪-শ্লোকঃ—

এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধ-ভাবো
ভক্ত্যা দ্রবদ্ধৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ ।
ঔৎকণ্ঠ্য-বাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্দ্যমান-
স্তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্ব্বিযুঙ্‌ক্তে ॥১৫২॥

এইরূপ যোগমিশ্র ভক্তির অনুষ্ঠান দ্বারা যিনি শ্রীহরিতে ভাব লাভ করিয়াছেন বলিয়া শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তি-ভরে যাঁহার হৃদয় গলিয়া যায়; আনন্দভরে যাঁহার অঙ্গ পুলকিত হয় এবং উৎকণ্ঠাজনিত নয়ন-জলে যিনি আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হন, এতাদৃশ যোগীর চিত্ত বড়িশও, শ্রীভগবানরূপ ধ্যেয়বস্তু হইতে ক্রমে ক্রমে বিযুক্ত হইয়া পড়ে ॥ ১৫২ ॥

* অনুবাদ ৩৫৭ পৃষ্ঠায় ২৭-২৮ দাগের ব্যাখ্যায় গড়া হইতে 'হইয়াছে' পর্য্যন্ত ।

† অনুবাদ ৩৭৯ পৃষ্ঠায় ১০৮ দাগে দ্রষ্টব্য ।

যোগারুরুক্ষু, যোগারূঢ়, প্রাপ্তসিদ্ধি আর।
দোঁহে এই তিন-ভেদে ছয় প্রকার ॥ ১৫৩॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং ৬ অঃ ৩৪ শ্লোঃ —

আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ১৫৪ ॥

যোগারুরুক্ষু কি না যিনি যোগাবস্থা প্রাপ্তির জন্য অভিলাষী; নিষ্কাম ভাবে নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠানই হইল তাঁহার পক্ষে ঐ প্রাপ্তির কারণ-স্বরূপ। আর যোগারূঢ় কি না যে ব্যক্তি পরমাত্মায় চিত্ত নিরোধ করিতে পারিয়াছেন, তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্ম-ত্যাগই হইল উহার কারণ-স্বরূপ অর্থাৎ তিনি সর্ব্ববিধ কর্ম্ম ও বাসনাদি ত্যাগ করিয়া মনঃসংযমপূর্ব্বক স্থিরভাবে যোগাবস্থায় অবস্থিত হইতে পারিয়াছেন বলিয়া, তিনি হইলেন যোগারূঢ় ॥ ১৫৪ ॥

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্প-সন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ১৫৫ ॥

ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুতে　　কর্ম্মে আসক্তি ত্যাগ হইলে এবং সর্ব্বপ্রকার বাসনা দূরীভূত হইলে, তখন তাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত যোগ-সাধককে যোগারূঢ় বলে ॥ ১৫৫ ॥

এই ছয় যোগী সাধু-সঙ্গাদি হেতু পাইয়া।
কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণ-গুণে আকৃষ্ট হইয়া ॥ ১৫৬ ॥
‘চ’ শব্দে ‘অপি’ অর্থ ইঁহাও কহয়।
‘মুনি’, ‘নির্গ্রন্থ’ শব্দের পূর্ব্ববৎ অর্থ হয় ॥১৫৭।
উরুক্রম অহৈতুকী কাঁহা কোনো অর্থ।
এই তের অর্থ কহিল পরম সমর্থ ॥ ১৫৮ ॥
এই সব শান্ত যবে ভজে ভগবান্।
‘শান্তভক্ত’ করি তবে কহি তার নাম ॥ ১৫৯ ॥
‘আত্মা’-শব্দে মন কহে, মনে যেই রমে।
সাধুসঙ্গে সেই ভজে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে ॥ ১৬০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ৮৭-অঃ ১৪ শ্লোকঃ —

উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসর-পদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরং।
তত উদগাদনন্ত! তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্ত-মুখে ॥১৬১॥

ঋষিগণের মধ্যে যাঁহাদের স্থূল-দৃষ্টি, তাঁহারা উদর-মধ্যবর্ত্তী মণিপুরস্থ, ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন এবং হৃদয়ের যে স্থান হইতে নাড়ী সকল বহির্গত হইয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছে, আরুণি ঋষিরা হৃদয়ের সেই স্থানস্থিত সূক্ষ্ম ব্রহ্মের উপাসনা করেন। হে অনন্ত! সেই হৃদয় হইতে জ্যোতির্ম্ময় সুষুম্না নাড়ী উদ্গত হইয়া মস্তকস্থ ব্রহ্মরন্ধ্রে গমন করিয়াছে। সেই সুষুম্না-নাড়ী দ্বারা তোমাকে লাভ করা যায়, সুতরাং এই নাড়ী প্রাপ্ত হইলে সংসারে আর পতন হয় না। ॥ ১৬১ ॥

এহো কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট মহামুনি হৈয়া।
অহৈতুকী ভক্তি করে নির্গ্রন্থ হইয়া ॥ ১৬২ ॥
‘আত্মা’ শব্দে ‘যত্ন’ কহে, যত্ন করিয়া।
মুনয়োঽপি কৃষ্ণ ভজে গুণাকৃষ্ট হৈয়া ॥ ১৬৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১-স্কঃ ৫-অঃ ১৮-শ্লোকঃ—

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্ ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্ব্বত্র গভীর-রংহসা　৬৪ ॥

জীবগণ, নিম্নে স্থাবর যোনি ও ঊর্দ্ধে ব্রহ্মার পদ পর্য্যন্ত পাইয়াও, যে সুখ লাভ করিতে পারে না, সেই ভক্তি সুখের জন্যই যত্নবান্ হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য। বিষয় সুখ ত কাল প্রভাবে অর্থাৎ প্রাক্তন-কর্ম্ম-ফলে দুঃখের মতই আপনা আপনি আসিয়াই উপস্থিত হইবে; সুতরাং তার জন্য আবার যত্ন করিতে হইবে কেন? ॥ ১৬৪ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ৪৭-শ্লোকধৃত-নারদ পুরাণ বচনং—

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিদ্ধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ ॥১৬৫॥*

'চ' শব্দ অপি অর্থে, অপি অবধারণে।
যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে ॥ ১৬৬ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সামান্যভক্তি-নিরূপণে ২২-শ্লোকঃ—

সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।
হরিণা চাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ সুদুর্ল্লভা ॥১৬৭॥

আগ্রহ সহকারে সাধন না করিলে বহু জন্মেও যাহা লাভ করা যায় না এবং আগ্রহের সহিত সাধন করিলেও যতক্ষণ না বাসনা-শূন্য হওয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীহরি যাহা দেন না, সেই ভক্তি এই দুই প্রকারে সুদুর্ল্লভ অর্থাৎ ইহা অত্যন্ত দুর্ল্লভ ॥ ১৬৭ ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১০ অঃ ১০-শ্লোকঃ—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতি-পূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন
মামুপযান্তি তে ॥ ১৬৮ ॥†

'আত্মা' শব্দে 'ধৃতি' কহে ধৈর্য্যে যেই রমে।
'ধৈর্য্যবন্ত এব' হৈয়া করয়ে ভজনে ॥ ১৬৯ ॥
'মুনি' শব্দে পক্ষী ভৃঙ্গ, 'নির্গ্রন্থ' মূর্খজন।
কৃষ্ণ-কৃপায় সাধু-কৃপায় দোঁহার ভজন ॥ ১৭০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ২১-অঃ ১৪-শ্লোকঃ—

প্রায়ো বতাম্ব ! মুনয়ো বিহগা বনেঽস্মিন্
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতং।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচির-প্রবালান
শৃণ্বন্তি মীলিত-দৃশো বিগতান্যবাচঃ ॥ ১৭১॥

আহা হা মা গো! এই বৃন্দাবনের যাহারা পক্ষী, তাহারাও প্রায় মুনি-সদৃশ, যেহেতু তাহারাও কৃষ্ণ-দর্শন-লালসায় সমুজ্জ্বল ও মনোরম পল্লবময় বৃক্ষডালে বসিয়া চক্ষু-মুদ্রিত করিয়া নীরবে শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর বেণুগীত শ্রবণ করিতেছে ॥ ১৭১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ১৫-অঃ ৬।৭-শ্লোঃ শ্রীবলদেবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

এতেঽলিনস্তব যশোঽখিল-লোক-তীর্থং
গায়ন্ত আদিপুরুষানুপথং ভজন্তে।
প্রায়ো অমী মুনিগণা ভবদীয়-মুখ্যা
গূঢ়ং বনেঽপি ন জহত্যনঘাত্মদৈবং ॥ ১৭২ ॥

শ্রীবৃন্দাবনে রাম-কৃষ্ণ বনভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহাদের অঙ্গ গন্ধে ভ্রমরগণ আসিয়া, গুনগুন স্বরে গান করিতে করিতে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলরামকে বলিতেছেন, হে আদি পুরুষ ! তোমার নিখিল ভুবন-পাবন যশোগান করিতে করিতে এই ভ্রমরগণ পথে পথে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছে, ইহা দেখিয়া মনে হইতেছে, হে পরম করুণাময় ! তোমার ভক্ত-প্রধান মুনিগণ ভৃঙ্গের রূপ ধারণ করিয়া এই বৃন্দাবনে গূঢ়ভাবে লীলাকারী তোমাকে যেন পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না ॥ ১৭২ ॥

নৃত্যন্ত্যমী শিখিন ঈড্য মুদা হরিণ্যঃ
কুর্ব্বন্তি গোপ্য ইব তে প্রিয়মীক্ষণেন।
সূক্তৈশ্চ কোকিলগণা গৃহমাগতায়
ধন্যা বনৌকস ইয়ান্ হি সতাং নিসর্গঃ ॥ ১৭৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলরামকে আবার বলিতেছেন, হে পূজ্য ! এই বৃন্দাবনে ময়ূরগণ পরমানন্দে নৃত্য করিতেছে ; তাহা দেখিয়া মনে হইতেছে, তাহারা যেন গৃহাগত তোমারই অভ্যর্থনা করিতেছে। আর হরিণীগণ গোপীগণের ন্যায় একদৃষ্টি দ্বারা

* অনুবাদ ৩২৬ পৃষ্ঠায় ১০৭ দাগে দ্রষ্টব্য।
† অনুবাদ ২৯ পৃষ্ঠায় ৪৮ দাগে দ্রষ্টব্য।

ও কোকিলাগণ মধুর-ধ্বনি দ্বারা যেন তোমারই অভ্যর্থনা করিয়া তোমার প্রীতি-সাধন করিতেছে। বৃন্দাবন-বাসী এই সাধু-স্বভাব ময়ূর ময়ূরী, হরিণ-হরিণী ও কোকিল-কোকিলাগণ ধন্য, যেহেতু ইহারা সাধুর ন্যায়ই অভ্যাগত ব্যক্তির অভ্যর্থনা করিয়া তাহার প্রীতি-সাধন করিতেছে ॥ ১৭৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ৩৫-অঃ ১১শ-শ্লোকঃ-

সরসি সারস-হংস-বিহঙ্গা-
শ্চারুগীত-হৃত-চেতস এত্য।
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা
হন্ত মীলিত-দৃশো ধৃতমৌনাঃ ॥ ১৭৪

শ্রীকৃষ্ণ গোচারণার্থে বন-গমন করিলে, গোপীগণ তদ্বিরহে কাতর হইয়া এইরূপে তদীয় গুণগান করিতেন—আহা হা, মরি মরি! শ্রীকৃষ্ণ যখন বংশীধ্বনি করেন, তখন সরোবরস্থ হংস-সারসাদি জলচর পক্ষিগণ ও অন্যান্য পক্ষিগণও, শ্রীকৃষ্ণের সেই বেণুগীতে আকৃষ্ট হইয়া তাহার নিকটে আগমন পূর্ব্বক, নয়ন মুদ্রিত করিয়া মৌনভাবে তাহার উপাসনা করেন ॥ ১৭৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কঃ ৪ অঃ ১৮-শ্লোকঃ—

কিরাত-হূণান্ধ্র-পুলিন্দ-পুক্কশা
আভীর-কঙ্কা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেহন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥ ১৭৫ ॥

শ্রীশুকদেব বলিলেন, হে মহারাজ! কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুহ্ম, যবন ও খসাদি পাপ জাতিগণ এবং কর্ম্মদোষজনিত অন্যান্য পাপাত্মাগণ যে ভগবানের চরণাশ্রিত ভক্তগণকেও আশ্রয় করিয়া পবিত্র হয়, অমিত-প্রভাবশালী সেই শ্রীভগবান্‌কে আমি প্রণাম করি ॥ ১৭৫ ॥

কিংবা 'ধৃতি' শব্দে পূর্ণতা জ্ঞান কয়।
দুঃখাভাবে উত্তম-প্রাপ্ত্যে মহাপূর্ণ হয় ॥ ১৭৬ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ব্যভিচারি লহর্য্যাং ৬০-শ্লোকঃ—

ধৃতিঃ স্যাৎ পূর্ণতা-জ্ঞান- দুঃখভাবোত্তমাপ্তিভিঃ
অপ্রাপ্তাতীত-নষ্টার্থনভিসংশোচনাদিকৃৎ ॥ ১৭৭॥

জ্ঞান অর্থাৎ ভগবদনুভব-জনিত জ্ঞানহেতু দুঃখাভাব অর্থাৎ ভগবৎ-সম্বন্ধ বশতঃ দুঃখের অভাব হেতু ও উত্তম বস্তু অর্থাৎ ভগবৎ প্রেম লাভ হেতু মনের অচাঞ্চল্যের নাম ধৃতি। অপ্রাপ্ত অতীত ও নষ্ট বস্তুর জন্য শোক না হইতে দেওয়াই ইহার কার্য্য ॥ ১৭৭ ॥

কৃষ্ণভক্ত দুঃখহীন বাঞ্ছান্তর-হীন।
কৃষ্ণপ্রেমসেবা-পূর্ণানন্দ প্রবীণ ॥ ১৭৮

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৯-স্কঃ ৪-অঃ ৫০-শ্লোকঃ—

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি-চতুষ্টয়ং।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোহন্যৎ কাল-বিপ্লুতম্ *

তথাহি শ্রীগোস্বামিপাদোক্ত-শ্লোকঃ—

হৃষিকেশে হৃষীকাণি যস্য স্থৈর্য্যগতানি হি।
স এব ধৈর্য্যমাপ্নোতি সংসারে জীবচঞ্চলে ॥১৮০॥

যাহার ইন্দ্রিয়গণ হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হওয়ায় উহারা স্থিরত্ব লাভ করিয়াছে, তিনি এই চাঞ্চল্যময় সংসারের ধৈর্য্য লাভ করিয়াছেন ॥ ১৮০ ॥

'চ' অবধারণে ইঁহা, 'অপি' সমুচ্চয়ে।
ধৃতিমন্ত হৈয়া ভজে পক্ষী মূর্খচয়ে ॥ ১৮১ ॥
'আত্মা' শব্দে 'বুদ্ধি' কহে, বুদ্ধিবিশেষ।
সামান্যবুদ্ধি-যুক্ত যত জীব অশেষ ॥ ১৮২ ॥
বুদ্ধ্যে রমে আত্মারাম দুই ত প্রকার।
পণ্ডিত—মুনিগণ, নির্গ্রন্থ—মূর্খ আর ॥ ১৮৩ ॥

* অনুবাদ ৫৯ পৃষ্ঠায় ২০৬ দাগে দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণ-কৃপায় সাধুসঙ্গে রতি-বুদ্ধি পায়।
সব ছাড়ি শুদ্ধভক্তি করে কৃষ্ণ-পায় ॥ ১৮৪ ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১০-অধ্যায়ে ৮ শ্লোকঃ—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাব-সমন্বিতাঃ ॥১৮৫॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে অর্জ্জুন! আমিই সমস্ত প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বস্তুর উৎপত্তির কারণ স্বরূপ এবং আমিই সকলের বুদ্ধি জ্ঞানাদি প্রবর্ত্তক, ইহা অবগত হইয়া পণ্ডিত-গণ প্রীতির সহিত আমার ভজনা করেন ॥ ১৮৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ২-স্কঃ ৭-অঃ ৪৫ শ্লোকঃ—

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রী-শূদ্র-হূণ-শবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রম-পরায়ণ-শীলশিক্ষা-
স্তির্য্যগ্ জনা অপি কিমু শ্রুত-ধারণা যে ॥১৮৬॥

ব্রহ্মা বলিলেন, হে নারদ! স্ত্রী শূদ্র হূণ ও শবরাদি পাপ জীবগণ এবং পশুপক্ষী প্রভৃতি নিকৃষ্ট জীবগণ—ইহারাও যদি শ্রীভগবদ্ভক্তগণের চরিত্র শিক্ষা করে, তাহা হইলে ইহারাও যখন দেবমায়াকে বুঝিতে ও তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে, তখন যাহারা শ্রীভগবানের রূপে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাঁহারা যে তাহার কৃপায় মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইবেন, তার আর কথা কি? ॥ ১৮৬ ॥

বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণ-পায়।
সেই বুদ্ধি দেন কৃষ্ণ, যাতে তারে পায় ॥ ১৮৭ ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১০-অঃ ১১-শ্লোকঃ—

তেষাং সতত-যুক্তানাং ভজতাং প্রীতি-পূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥১৮৮॥*

সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম।
ব্রজে বাস—এই পঞ্চ সাধন-প্রধান ॥ ১৮৯ ॥

* অনুবাদ ২৯ পৃষ্ঠায় ৪৮ দাগে দ্রষ্টব্য

এই পঞ্চ-মধ্যে এক স্বল্প যদি হয়।
সুবুদ্ধি-জনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয় ॥ ১৯০

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
সাধন-ভক্তিলহর্য্যাং ৮৭-শ্লোকঃ—

দুরূহাদ্ভুত-বীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং
ভাব-জন্মনে ॥ ১৯১ ॥*

উদার মহতী যার সর্ব্বোত্তমা বুদ্ধি।
নানা কামে ভজে, তবু পায় ভক্তিসিদ্ধি ॥১৯২॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ২-স্কঃ ৩-অঃ ১০-শ্লোকঃ—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তি-যোগেন যজেত পুরুষং পরং ॥১৯৩॥†

ভক্তির প্রভাব সেই কাম ছাড়াইয়া।
কৃষ্ণপদে ভক্তি করায় গুণে আকর্ষিয়া ॥ ১৯৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১-স্কঃ ৭-অঃ ১০ শ্লোকঃ—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো
হরিঃ ॥ ১৯৫ ॥‡

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৫-স্কঃ ১৯-অঃ ২৮-শ্লোকঃ—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছা-পিধানং নিজপাদ-পল্লবং ॥ ১৯৬ ॥[]

* অনুবাদ ৩৬১ পৃষ্ঠায় ১৩১ দাগে দ্রষ্টব্য।
† অনুবাদ ৩৫৩ পৃষ্ঠায় ৩৬ দাগে দ্রষ্টব্য।
‡ অনুবাদ ১৮১ পৃষ্ঠায় ১৮২ দাগে দ্রষ্টব্য।
[] অনুবাদ ৩৫৩ পৃষ্ঠায় ৪০ দাগে দ্রষ্টব্য।

'আত্মা' শব্দে স্বভাব কহে, তাতে যেই রমে।
'আত্মারাম' জীব যত স্থাবর-জঙ্গমে ॥ ১৯৭ ॥
জীবের স্ব-ভাব—কৃষ্ণদাস-অভিমান।
দেহে আত্ম-জ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান ॥১৯৮॥
'চ'-শব্দ এব-অর্থে, 'অপি' সমুচ্চয়ে।
আত্মারাম এব হৈয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে ॥ ১৯৯ ॥
সেই জীব—সনকাদি সব মুনিগণ।
নির্গ্রন্থ—মূর্খ নীচ স্থাবর পশুগণ ॥ ২০০ ॥
ব্যাস-শুক-সনকাদির প্রসিদ্ধ ভজন।
নির্গ্রন্থ-স্থাবরাদির শুন বিবরণ ॥ ২০১ ॥
কৃষ্ণকৃপা হৈতে হয় স্ব-ভাব উদয়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হৈয়া তাঁহারে ভজয় ॥ ২০২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ১৫-অঃ ৮ম শ্লোকঃ—

ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবীরুধস্ত্বৎ-
পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগ-মৃগাঃ সদয়াবলোকৈ-
র্গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি
যৎস্পৃহা শ্রীঃ ॥ ২০৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলদেবকে বলিলেন, হে অগ্রজ। তোমার চরণ স্পর্শে এই পৃথিবী ও তৃণ গুল্মগণ, তোমার নখ স্পর্শে বৃক্ষ ও লতাগণ, তোমার কৃপাদৃষ্টিতে নদী, পর্ব্বত, পক্ষী ও মৃগাদি পশুগণ ধন্য হইল এবং লক্ষ্মীও তোমার ভুজদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী যে বক্ষঃ-স্পর্শ পাইতে বাসনা করে, সেই বক্ষঃস্থল-স্পর্শে গোপীগণও ধন্য হইল ॥২০৩॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ২১-অঃ ১৯-শ্লোকঃ—

গা গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদার-
বেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যঃ।
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং
নির্য্যোগ-পাশকৃত-লক্ষণয়োর্বিচিত্রং ॥ ২০৪ ॥

কোন এক ব্রজগোপী বলিতেছেন, হে সখীগণ! কি আশ্চর্য্য! যাঁহারা গোপগণের সঙ্গে বনে বনে গোচারণ করিতেছেন এবং যাঁহারা মস্তকে গোদোহনের ছাঁদন-রজ্জু ও স্কন্ধে গো বন্ধন রজ্জু ধারণ করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সুমধুর বেণুধ্বনি শ্রবণ করিয়া দেহধারী প্রাণীর মধ্যে জঙ্গম প্রাণিগণ আনন্দ ভরে স্থাবর-পদার্থের ন্যায় স্থির অর্থাৎ অসাড় হইয়া গিয়াছে ও বৃক্ষ পর্ব্বতাদি স্থাবর পদার্থগণ আনন্দভরে জঙ্গম পদার্থের ন্যায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে ॥২০৪॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ৩৫ অঃ ৫-শ্লোকঃ—

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্প-ফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভার-বিটপা মধুধারাঃ
প্রেমহৃষ্ট-তনবো ববৃষুঃ স্ম ॥ ২০৫ ॥*

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ২-স্কঃ ৪-অঃ ১৮ শ্লোকঃ—

কিরাত-হূণান্ধ্র-পুলিন্দ পুক্কশা
আভীর-কঙ্কা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥ ২০৬ ॥†

আগে তের অর্থ কৈল আর ছয় এই।
উনবিংশ অর্থ হৈল মিলি এই দুই ॥ ২০৭ ॥
এই উনিশ অর্থ করিল, আগে শুন আর।
'আত্মা' শব্দে দেহ কহে, চারি অর্থ তার ॥২০৮॥
দেহারামী দেহে ভজে দেহোপাধি ব্রহ্ম।
সৎসঙ্গে সেহ করে শ্রীকৃষ্ণ ভজন ॥ ২০৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ৮৭ অঃ ১৪ শ্লোকঃ—

উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসর-পদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরং।
তত উদগাদনন্ত! তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি
কৃতান্ত-মুখে ॥ ২১০ ॥‡

* অনুবাদ ২০৭ পৃষ্ঠায় ২৮০ দাগে দ্রষ্টব্য।
† অনুবাদ ৩৮৫ পৃষ্ঠায় ১৭৫ দাগে দ্রষ্টব্য।
‡ অনুবাদ ৩৮৩ পৃষ্ঠায় ১৬১ দাগে দ্রষ্টব্য।

দেহারামী কর্ম্মনিষ্ঠ—যাজ্ঞিকাদি জন।
সৎসঙ্গে কর্ম্ম ত্যজি করয়ে ভজন ॥ ২১১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১-স্কঃ ১২-অঃ
১৮-শ্লোকঃ—

কর্ম্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে ধূম-ধূম্রাত্মনাং ভবান্।
আপায়য়তি গোবিন্দ-পাদপদ্মাসবং মধু ॥ ২১২ ॥

শৌনকাদি ঋষিগণ বলিলেন, হে সূত! এই অবিশ্বাসনীয় যজ্ঞকর্ম্মে নিযুক্ত যে-আমাদিগের শরীর যজ্ঞাদির ধূমের দ্বারা বিবর্ণ হইতেছিল, সেই আমাদিগকে তুমি শ্রীগোবিন্দ-পদারবিন্দের সুমধুর মধু পান করাইয়া আশ্বাসিত করিলে অর্থাৎ কৃষ্ণকথা শুনাইয়া আমাদের প্রাণ জুড়াইলে ॥ ২১২ ॥

তপস্বী প্রভৃতি যত দেহারামী হয়।
সাধুসঙ্গে তপ ছাড়ি শ্রীকৃষ্ণ ভজয় ॥ ২১৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৪-স্কঃ ২১-অঃ
৩০-শ্লোকঃ—

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনা-
মশেষ-জন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী
যথা পদাঙ্গুষ্ঠ-বিনিঃসৃতা সরিৎ ॥ ২১৪ ॥

মহারাজ পৃথু স্বীয় সভাসদ্‌গণকে বলিলেন, ভগবানের চরণ সেবার অভিলাষ দিন দিন উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইয়া তপস্বিগণের বহুজন্ম-সঞ্চিত বুদ্ধি-মল অর্থাৎ দুর্ব্বাসনাদি, ভগবৎ পদাঙ্গুষ্ঠ-বিনির্গত গঙ্গার ন্যায়, সদ্য নিঃশেষে ধ্বংস করে; (অতএব তোমরা সকলে সেই ভগবান্ শ্রীহরিকেই ভজনা কর) ॥ ২১৪ ॥

দেহারামী সর্ব্বকাম সব আত্মারাম।
কৃষ্ণ-কৃপায় কৃষ্ণ ভজে ছাড়ি সব কাম ॥ ২১৫ ॥

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে ৭-অঃ ২৮-শ্লোকঃ—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোহহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব-মুনীন্দ্র-গুহ্যং।
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং
স্বামিন্! কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে ॥ ২১৬ ॥*

এই চারি অর্থ সহ হইল তেইশ অর্থ।
আর তিন অর্থ শুন পরম সমর্থ ॥ ২১৭ ॥
'চ' শব্দ সমুচ্চয়ে আর অর্থ কয়।
'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ' কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ২১৮ ॥
'রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ' যথা বিহরয়ে বনে।
'নির্গ্রন্থ' হইয়া ইঁহা 'অপি' নির্দ্ধারণে ॥ ২১৯ ॥
'চ' শব্দ অন্বাচয়ে অর্থ কহে আর।
'বটো! ভিক্ষামট গাঞ্চানয়' যৈছে
প্রকার ॥ ২২০ ॥†
কৃষ্ণমনন 'মুনি' কৃষ্ণে সর্ব্বদা ভজয়।
'আত্মারামা অপি' ভজে গৌণ অর্থ কয় ॥ ২২১ ॥
'চ' এবার্থে 'মুনয় এব' শ্রীকৃষ্ণ ভজয়।
'আত্মারামা অপি'—'অপি' গর্হা-অর্থ কয় ॥২২২॥
'নির্গ্রন্থ হইয়া' এই দোঁহার বিশেষণ।
আর অর্থ শুন, যৈছে সাধুর সঙ্গম ॥ ২২৩ ॥
'নিগ্রন্থ'-শব্দে কহে ব্যাধ নির্ধন।
সাধু-সঙ্গে সেহো করে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন ॥ ২২৪ ॥
'কৃষ্ণরামাশ্চ এব' হয় কৃষ্ণ-মনন।
ব্যাধ হৈয়া হয় পূজ্য ভাগবতোত্তম ॥ ২২৫ ॥
এক ভক্ত-ব্যাধের কথা শুন সাবধানে।
যাহা হৈতে হয় সৎসঙ্গ-মহিমার জ্ঞানে ॥ ২২৬ ॥
একদিন নারদ দেখি শ্রীনারায়ণ।
ত্রিবেণী-স্নানে প্রয়াগে করিল গমন ॥ ২২৭ ॥
বনপথে দেখে মৃগ আছে ভূমে পড়ি।
বাণবিদ্ধ ভগ্ন-পদ করে ধড়ফড়ি ॥ ২২৮ ॥

* অনুবাদ ৩৫৩ পৃষ্ঠায় ৪২ দাগে দ্রষ্টব্য।

† ইহার অর্থ "ভিক্ষাং মট গাঞ্চ আনয়" অর্থাৎ হে বটু! ভিক্ষার নিমিত্ত ভ্রমণ কর এবং গো আনয়ন কর।

আর কতদূরে এক দেখেন শূকর।
তৈছে বিদ্ধ ভগ্ন-পদ করে ধড়ফড়॥ ২২৯॥
ঐছে এক শশক দেখে আর কত দূরে।
জীবের দুঃখ দেখি নারদ ব্যাকুল অন্তরে॥ ২৩০॥
কতদূরে দেখে ব্যাধ বৃক্ষে ওত হৈয়া।
মৃগ মারিবারে আছে বাণ যুড়িয়া॥ ২৩১॥
শ্যামবর্ণ রক্তনেত্র মহাভয়ঙ্কর।
ধনুর্ব্বাণ হস্তে যেন যম দণ্ডধর॥ ২৩২॥
পথ ছাড়ি নারদ তার নিকটে চলিল।
নারদ দেখিয়া মৃগ সব পলাইল॥ ২৩৩॥
ক্রুদ্ধ হৈয়া ব্যাধ তাঁরে গালি দিতে চায়।
নারদ-প্রভাবে মুখে গালি নাহি আয়॥ ২৩৪॥
গোঁসাই প্রমাণ-পথ ছাড়ি কেনে আইলা।
তোমা দেখি মোর লক্ষ্য মৃগ পলাইলা॥ ২৩৫॥
নারদ কহে—পথ ভুলি আইলাম পুছিতে।
মনে এক সংশয় হয় তাহা খণ্ডাইতে॥ ২৩৬॥
পথে যে শূকর মৃগ, জানি তোমার হয়।
ব্যাধ কহে—যেই কহ, সেই ত নিশ্চয়॥ ২৩৭॥
নারদ কহে—যদি জীবে মার তুমি বাণ।
অর্দ্ধমারা কর কেনে না লও পরাণ॥ ২৩৮॥
ব্যাধ কহে—শুন গোঁসাই মৃগারি মোর নাম।
পিতার শিক্ষায় আমি করি ঐছে কাম॥ ২৩৯॥
অর্দ্ধমারা জীব যদি ধড়ফড় করে।
তবে ত আনন্দ মোর বাঢ়য়ে অন্তরে॥ ২৪০॥
নারদ কহে—এক বস্তু মাগি তোমা-স্থানে।
ব্যাধ কহে—মৃগাদি লহ যেই তোমার মনে॥২৪১॥
মৃগছাল চাহ যদি আইস মোর ঘর।
যেই চাহ, তাহা দিব মৃগ-ব্যাঘ্রাম্বর॥ ২৪২॥
নারদ কহে—ইহা আমি কিছুই না চাই।
আর এক বস্তু আমি মাগি তোমার ঠাঁই॥ ২৪৩॥
কালি হৈতে তুমি যেই মৃগাদি মারিবে।
প্রথমেই মারিবে, অর্দ্ধমারা না করিবে॥ ২৪৪॥
ব্যাধ কহে—কিবা দান মাগিলা আমারে।
অর্দ্ধ মারিলে কিবা হয়, তাহা কহ মোরে॥২৪৫॥
নারদ কহে—অর্দ্ধ মারিলে জীব পায় ব্যথা।
জীবে দুঃখ দিছ, তোমার হইবে অবস্থা॥ ২৪৬॥
ব্যাধ তুমি জীব মার—এ অল্প পাপ তোমার।
কদর্থনা দিয়া মার—এ পাপ অপার॥ ২৪৭॥
কদর্থনা দিয়া যত মারিলে জীবেরে।
তারা তোমা তৈছে মারিবে জন্ম-জন্মান্তরে॥২৪৮॥
নারদের সঙ্গে ব্যাধের মন প্রসন্ন হৈল।
তাঁর বাক্য শুনি মনে ভয় উপজিল॥ ২৪৯॥
ব্যাধ কহে—বাল্য হৈতে এই মোর কর্ম্ম।
কেমনে তরিব আমি পামর অধম॥ ২৫০॥
এই পাপ যায় মোর কেমন উপায়।
নিস্তার করহ মোরে পড়ি তোমার পায়॥ ২৫১॥
নারদ কহে—যদি ধর আমার বচন।
তবে সে করিতে পারি তোমার মোচন॥ ২৫২॥
ব্যাধ কহে—যেই কহ, সেই ত করিব।
নারদ কহে—ধনুক ভাঙ্গ, তবে সে কহিব॥২৫৩॥
ব্যাধ কহে—ধনুক ভাঙ্গিলে বাঁচিব কেমনে।
নারদ কহে—আমি অন্ন দিব প্রতিদিনে॥২৫৪॥
ধনুক ভাঙ্গি ব্যাধ তাঁর চরণে পড়িল।
তারে উঠাইয়া নারদ উপদেশ কৈল—॥ ২৫৫॥
ঘরে গিয়া ব্রাহ্মণে দেহ যত আছে ধন।
এক এক বস্ত্র পরি বাহির হও দুইজন॥ ২৫৬॥
নদীতীরে একখানি কুঁড়িয়া করিয়া।
তার আগে এক পিণ্ডি তুলসী রোপিয়া॥ ২৫৭॥
তুলসী পরিক্রমা কর তুলসীসেবন।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম কর সংকীর্ত্তন॥ ২৫৮॥
আমি তোমা বহু অন্ন পাঠাইব দিনে দিনে।
সেই অন্ন লবে যত খাও দুইজনে॥ ২৫৯॥
তবে সেই তিন মৃগ নারদ সুস্থ কৈল।
সুস্থ হৈয়া তিন মৃগ ধাইয়া পলাইল॥ ২৬০॥
দেখিয়া ব্যাধের মনে হৈল চমৎকার।
ঘরে গেলা ব্যাধ গুরুকে করি নমস্কার॥ ২৬১॥
যথাস্থানে গেলা নারদ ব্যাধ ঘরে আইল।
নারদের উপদেশ সকল করিল॥ ২৬২॥

গ্রামে ধ্বনি হৈল—ব্যাধ বৈষ্ণব হইল।
গ্রামের লোক সব অন্ন আনিতে লাগিল ॥ ২৬৩ ॥

একদিনে অন্ন আনে দশ বিশ জনে।
দিলে তত লয়, যত খায় দুই জনে ॥ ২৬৪ ॥

একদিন নারদ-গোঁসাই কহিল পর্ব্বতে—।
আমার এক শিষ্য আছে চলহ দেখিতে ॥ ২৬৫ ॥

তবে দুই ঋষি আইলা সেই ব্যাধ-স্থানে।
দূর হৈতে ব্যাধ পাইল গুরুর দর্শনে ॥ ২৬৬ ॥

আস্তেব্যস্তে ধাইয়া আসে পথ নাহি পায়।
পথে পিপীলিকা আদি—ইতি-উতি ধায় ॥২৬৭॥

দণ্ডবৎ-স্থানে পিপীলিকাদি দেখিয়া।
বস্ত্রে স্থান ঝাড়ি পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥ ২৬৮ ॥

নারদ কহে, ব্যাধ! এই না হয় আশ্চর্য্য।
হরিভক্ত্যে হিংসাশূন্য হয় সাধুবর্য্য ॥ ২৬৯ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ১০২-অঙ্কধৃত-স্কন্দপুরাণবচনং—

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ! তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরিতাপিনঃ ॥ ২৭০ ॥*

তবে সেই ব্যাধ দোঁহায় অঙ্গনে আনিল।
কুশাসন আনি দোঁহায় ভক্ত্যে বসাইল ॥ ২৭১ ॥

জল আনি ভক্ত্যে দোঁহার পাদ প্রক্ষালিল।
সেই জল স্ত্রী-পুরুষে পিয়া শিরে লৈল ॥ ২৭২ ॥

কম্প পুলকাশ্রু হৈল কৃষ্ণনাম গাইয়া।
ঊর্দ্ধবাহু নৃত্য করে বস্ত্র উড়াইয়া ॥ ২৭৩ ॥

দেখিয়া ব্যাধের প্রেম পর্ব্বত মহামুনি।
নারদেরে কহে—তুমি হও স্পর্শমণি ॥ ২৭৪ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ভাবভক্তি-লহর্য্যাং ১০ অঙ্কধৃত-স্কন্দপুরাণবচনং—

অহো! ধন্যোঽসি দেবর্ষে! কৃপয়া যস্য তৎক্ষণাৎ।
নীচোঽপ্যুৎপুলকো লেভে লুব্ধকো রতিমচ্যুতে ॥ ২৭৫ ॥

পর্ব্বতমুনি বলিলেন, হে দেবর্ষে নারদ! তুমি ধন্য, যেহেতু তোমার কৃপায় অতি নীচ ব্যাধও পুলকিত-তনু হইয়া শ্রীকৃষ্ণে রতি লাভ করিয়াছে ॥ ২৭৫ ॥

নারদ কহে—বৈষ্ণব! তোমার অন্ন কিছু আয়।
ব্যাধ কহে—যারে পাঠাও, সেই দিয়া যায় ॥২৭৬॥

এত অন্ন না পাঠাও—কিছু কার্য্য নাই।
সবে দুইজনার যোগ্য ভক্ষ্যমাত্র চাই ॥ ২৭৭ ॥

নারদ কহে—ঐছে রহ তুমি ভাগ্যবান।
এত বলি দুইজনে হৈলা অন্তর্দ্ধান ॥ ২৭৮ ॥

এই ত কহিল তোমায় ব্যাধের আখ্যান।
যা শুনিলে হয় সাধুসঙ্গ-প্রভাব-জ্ঞান ॥ ২৭৯ ॥

এই আর তিন অর্থ গণনাতে পাইল।
এই দুই মিলি ছাব্বিশ অর্থ হৈল ॥ ২৮০ ॥

আর অর্থ শুন যাহা অর্থের ভাণ্ডার।
স্থূলে দুই অর্থ, সূক্ষ্মে বত্রিশ প্রকার ॥ ২৮১ ॥

'আত্মা' শব্দে কহে সর্ববিধ ভগবান্।
স্বয়ং-ভগবান্, আর ভগবানাখ্যান ॥ ২৮২ ॥

তাতে রমে যেই, সেই সব 'আত্মারাম।'
বিধিভক্ত, রাগভক্ত—দুইবিধ নাম ॥ ২৮৩ ॥

দুইবিধ ভক্ত হয় চারি চারি প্রকার।
পারিষদ, সাধনসিদ্ধ, সাধকগণ আর ॥ ২৮৪ ॥

জাতাজাত রতিরূপে সাধক দুই ভেদ।
বিধি রাগমার্গে চারি চারি—অষ্ট-ভেদ ॥ ২৮৫ ॥

বিধিভক্ত্যে নিত্যসিদ্ধ পারিষদ—দাস।
সখা, গুরু কান্তাগণ চারিবিধ প্রকাশ ॥ ২৮৬ ॥

সাধনসিদ্ধ-দাস, সখা, গুরু কান্তাগণ।
উৎপন্নরতি সাধকভক্ত—চারিবিধ জন ॥ ২৮৭ ॥

* অনুবাদ ৩৬২ পৃষ্ঠায় ১৪৫ দাগে দ্রষ্টব্য।

অজাতরতি সাধকভক্ত—এ চারি প্রকার।
বিধিমার্গে ভক্ত ষোড়শ-ভেদ-প্রচার ॥ ২৮৮ ॥
রাগমার্গে ঐছে ভক্ত আর ষোল ভেদ।
দুই মার্গে আত্মারাম বত্রিশ-বিভেদ ॥ ২৮৯ ॥
'মুনি' 'নির্গ্রন্থ' চ 'অপি' চারি শব্দের অর্থ।
যাহা যেই লাগে, তাহা করিয়ে সমর্থ ॥ ২৯০ ॥
বত্রিশ ছাব্বিশ মিলি অষ্ট পঞ্চাশ।
আর এক ভেদ শুন অর্থের প্রকাশ ॥ ২৯১ ॥
ইতরেতর 'চ' দিয়া সমাস করিয়ে।
আটান্নবার আত্মারাম নাম লইয়ে ॥ ২৯২ ॥
'আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ' আটান্নবার।
শেষে সব লোপ করি রাখি একবার ॥ ২৯৩ ॥

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে—

সরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ
উক্তার্থানামপ্রয়োগ ইতি ॥ ২৯৪ ॥*
আটান্নবার 'চ'কারে সব লোপ হয়।
এক 'আত্মারাম' শব্দে আটান্ন অর্থ কয় ॥ ২৯৫ ॥

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে—

উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ ॥ ২৯৬ ॥
অশ্বত্থবৃক্ষাশ্চ বটবৃক্ষাশ্চ কপিত্থ-
বৃক্ষাশ্চ আম্রবৃক্ষাশ্চ বৃক্ষাঃ ॥ ২৯৭ ॥

অপর শব্দগুলির প্রয়োগ হয় না, যথা :—অশ্বত্থবৃক্ষাশ্চ বটবৃক্ষাশ্চ কপিত্থবৃক্ষাশ্চ আম্রবৃক্ষাশ্চ বলিলে, ইহাদের ইতরেতর দ্বন্দ্ব সমাসে কেবল 'বৃক্ষাঃ' এই সমাস-টীকা নিষ্পন্ন হইবে অর্থাৎ অশ্বত্থ বৃক্ষাশ্চ প্রভৃতি সব গুলি লোপ পাইয়া গেল; কিন্তু ঐ সমাস-নিষ্পন্ন 'বৃক্ষাঃ' পদটির দ্বারা সমস্ত-গুলিরই অর্থ প্রকাশ পাইবে ॥ ২৯৬-২৯৭ ॥

'অস্মিন্ বনে বৃক্ষাঃ ফলন্তি' যৈছে হয়।
তৈছে সব আত্মারাম কৃষ্ণে-ভক্তি করয় ॥ ২৯৮ ॥

'আত্মারামাশ্চ' সমুচ্চয়ে কহিয়ে 'চকার'।
'মুনযশ্চ' ভক্তি করে—এই অর্থ তার ॥ ২৯৯ ॥
'নির্গ্রন্থা এব' হৈয়া 'অপি' নির্দ্ধারণে।
এই ঊনষষ্টি প্রকার অর্থ করিল ব্যাখ্যানে ॥৩০০।
সর্ব্ব-সমুচ্চয়ে আর এক অর্থ হয়।
'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ নির্গ্রন্থাশ্চ' ভজয় ॥৩০১॥
অপি-শব্দ অবধারণে সেহো চারিবার।
চারিশব্দ-সঙ্গে 'এব' করিব উচ্চার ॥ ৩০২ ॥

যথাঃ—

উরুক্রম এব, ভক্তিমেব, অহৈতুকীমেব,
কুর্ব্বন্ত্যেব ॥ ৩০৩ ॥*

এই ত করিল শ্লোকের ষষ্ঠি-সংখ্যা অর্থ।
আর এক অর্থ শুন পরম সমর্থ ॥ ৩০৪ ॥
'আত্ম' শব্দে কহে—ক্ষেত্রজ্ঞ জীব-লক্ষণ।
ব্রহ্মাদি কীট পর্য্যন্ত তাঁর শক্তিতে গণন ॥৩০৫॥

তথাহি ভগবৎসন্দর্ভে ৬-অংশঃ ৭ অধ্যায়ঃ ৬১-শ্লোকঃ—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্ম্ম-সংজ্ঞান্যা তৃতীয়া
শক্তিরিষ্যতে ॥ ৩০৬

* 'উরুক্রম এব' বা 'উরুক্রমে এব' অর্থে শ্রীকৃষ্ণেই ভক্তি করে অন্য কাহাকেও নহে।

'ভক্তিমেব' বা 'ভক্তি এব' অর্থে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিই করেন অর্থাৎ একমাত্র ভক্তি দ্বারাই তাঁহার ভজন করে কর্ম্ম বা যোগ বা জ্ঞান বা অন্য কিছু দ্বারা নহে।

'অহৈতুকীমেব' বা 'অহৈতুকী এব' অর্থে অহৈতুকী ভক্তিই করেন অর্থাৎ স্বসুখ-বাসনাহীন ভক্তিই করেন, তাহাতে নিজসুখ-বাসনার গন্ধমাত্র থাকে না, কেবল কৃষ্ণ-সুখ-বাসনাই থাকে।

"কুর্ব্বন্ত্যেব" বা "কুর্ব্বন্তি এব" অর্থে তাঁহারা ভক্তি করেনই, না করিয়া থাকিতে পারেন না।

* অনুবাদ ৩৮২ পৃষ্ঠায় ১৪৬ দাগে দ্রষ্টব্য।

† অনুবাদ ৮৫ পৃষ্ঠায় ১১৯ দাগে দ্রষ্টব্য।

তথাহি অমরকোষেঃ—

ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ প্রধানং প্রকৃতিঃ
স্ত্রিয়াং ॥ ৩০৭ ॥

'আত্মা' শব্দের অর্থ—ক্ষেত্রজ্ঞ, পুরুষ, প্রধান ও স্ত্রীলিঙ্গে প্রকৃতি ॥ ৩০৭ ॥

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-সঙ্গ পায়।
সব ত্যজি তবে সেহো কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ৩০৮ ॥
ষাটি অর্থ কহিল—সব কৃষ্ণের ভজন।
সেই অর্থ হয় এই সব উদাহরণ ॥ ৩০৯ ॥
একষষ্টি অর্থ এবে স্ফুরিল তোমা-সঙ্গে।
তোমা ভক্তি-বলে উঠে অর্থের তরঙ্গে ॥ ৩১০ ॥

তথাহি প্রাচীন-শ্লোকঃ—

ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ
টীকয়া ॥ ৩১১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ কেবল ভক্তি দ্বারাই অবগত হওয়া যায়, বুদ্ধি দ্বারাও নহে বা টীকা দ্বারাও নহে ॥ ৩১১ ॥

অর্থ শুনি সনাতন বিস্মিত হইয়া।
স্তুতি করে মহাপ্রভুর চরণে ধরিয়া— ॥ ৩১২ ॥
সাক্ষাত ঈশ্বর তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তোমার নিঃশ্বাসে সব বেদ-প্রবর্ত্তন ॥ ৩১৩ ॥
তুমি বক্তা ভাগবতের, তুমি জান অর্থ।
তোমা বিনা অন্য জানিতে নাহিক সমর্থ ॥৩১৪॥
প্রভু কহে—কেন কর আমার স্তবন।
ভাগবতের স্বরূপ কেনে না কর বিচারণ ॥৩১৫ ॥
কৃষ্ণ-তুল্য ভাগবত—বিভু, সর্ব্বাশ্রয়।
প্রতি শ্লোকে প্রতি অক্ষরে নানা
অর্থ কয় ॥ ৩১৬ ॥
প্রশ্নোত্তরে ভাগবতে করিয়াছে নির্দ্ধার।
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার ॥ ৩১৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১-স্কঃ ১-অঃ ২৩-শোকে সূতং প্রতি শৌনক-প্রশ্নঃ—

ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মণি।
স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধর্ম্মঃ কং
শরণং গতঃ ॥ ৩১৮ ॥

শৌনকাদি ঋষিগণ বলিলেন, হে সূত! যোগেশ্বর, ব্রহ্মণ্যদেব ও ধর্ম্ম-রক্ষক শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বীয় নিত্যধামে গমন করিলেন, তখন ধর্ম্ম কাহার শরণাগত হইলেন, তাহা বল ॥ ৩১৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১-স্কঃ ৩-অঃ ৪২-শ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতোক্তবং—

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥৩১৯॥

শ্রীসূত বলিলেন, হে শৌনকাদি মুনিগণ! শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্ধর্ম্ম ও ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানাদির সহিত স্বধামে গমন করিলে, কলিযুগে ধর্ম্ম, জ্ঞান ও বিবেকহীন জীবের জন্য এই শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ-রূপ সূর্য্য উদিত হইয়াছেন অর্থাৎ ইনি শ্রীকৃষ্ণেরই তুল্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন ॥ ৩১৯ ॥

এই ত করিল এক শ্লোকের ব্যাখ্যান।
বাতুলের প্রলাপ করি, কে করে প্রমাণ ॥ ৩২০ ॥

মহাপ্রভু কর্তৃক শ্রীপাদ সনাতনের প্রতি বৈষ্ণব-স্মৃতি করিবার আদেশ ও তদর্থে শ্রীহরিভক্তিবিলাস-প্রণয়নের নির্দ্দেশরূপে সূত্র-কথন।

আমা-হেন যেবা কেহো বাতুল হয়।
এই দৃষ্টে ভাগবতের অর্থ জানয় ॥ ৩২১ ॥
পুনঃ সনাতন কহে যুড়ি দুই করে—।
প্রভু আজ্ঞা দিলা বৈষ্ণব-স্মৃতি করিবারে ॥৩২২॥
মুই নীচ-জাতি—কিছু না জানোঁ বিচার।
মো হৈতে কৈছে হয় স্মৃতি-পরচার ॥ ৩২৩ ॥
সূত্র করি দিশা যদি কর উপদেশ।
আপন করহ যদি হৃদয়ে প্রবেশ ॥ ৩২৪ ॥

তবে তার দিশা স্ফুরে মো-নীচের হৃদয়ে।
ঈশ্বর তুমি—যে করাহ, সেই সিদ্ধ হয়ে ॥ ৩২৫ ॥
প্রভু কহে—যে করিতে করিবে তুমি মন।
কৃষ্ণ সেই সেই তোমা করাবে স্ফুরণ ॥ ৩২৬ ॥
তথাপি সূত্র-রূপে শুন দিগ্‌দরশন—।
সর্ব্ব-কারণ লিখি আদৌ গুরু-আশ্রয়ণ ॥ ৩২৭ ॥
গুরু-লক্ষণ, শিষ্য-লক্ষণ, দোঁহার পরীক্ষণ।
সেব্য ভগবান, সবমন্ত্র-বিচারণ ॥ ৩২৮ ॥
মন্ত্র-অধিকারী মন্ত্র-সিদ্ধ্যাদি-শোধন।
দীক্ষা, প্রাতঃ-স্মৃতি-কৃত্য, শৌচ, আচমন ॥৩২৯॥
দন্তধাবন, স্নান, সন্ধ্যাদি-বন্দন।
গুরুসেবা, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-চক্রাদি-ধারণ ॥ ৩৩০ ॥*
গোপীচন্দন-মালা-ধৃতি, তুলসী-আহরণ।
বস্ত্র-পীঠ-গৃহসংস্কার, কৃষ্ণ-প্রবোধন ॥ ৩৩১ ॥†
পঞ্চ-ষোড়শ-পঞ্চাশৎ-উপচারে অর্চ্চন।
পঞ্চকাল পূজা-আরতি, কৃষ্ণের ভোজন শয়ন ॥৩৩২॥
শ্রীমূর্ত্তি-লক্ষণ, আর শালগ্রাম-লক্ষণ।
কৃষ্ণক্ষেত্র-যাত্রা, কৃষ্ণমূর্ত্তি-দরশন ॥ ৩৩৩ ॥
নাম-মহিমা, নামাপরাধ দূরেতে বর্জ্জন।
বৈষ্ণব-লক্ষণ, সেবা-অপরাধ-খণ্ডন ॥ ৩৩৪ ॥
শঙ্খ-জল-গন্ধ-পুষ্প-ধূপাদি লক্ষণ।
জপ, স্তুতি, পরিক্রমা, দণ্ডবৎ, বন্দন ॥ ৩৩৫ ॥
পুরশ্চরণ-বিধি, কৃষ্ণ-প্রসাদ-ভোজন।
অনিবেদিত-ত্যাগ, বৈষ্ণব-নিন্দাদি-বর্জ্জন ॥৩৩৬॥
সাধু-লক্ষণ, সাধু-সঙ্গ, সাধু-সেবন।
অসৎসঙ্গ-ত্যাগ, শ্রীভাগবত-শ্রবণ ॥ ৩৩৭ ॥
দিনকৃত্য, পক্ষকৃত্য, একাদশ্যাদি-বিবরণ।
মাসকৃত্য, জন্মাষ্টম্যাদি-বিধি-বিচারণ ॥ ৩৩৮ ॥
একাদশী, জন্মাষ্টমী, বামন-দ্বাদশী।
শ্রীরাম-নবমী আর নৃসিংহচতুর্দ্দশী ॥ ৩৩৯ ॥

* ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-চক্রাদি-ধারণ—তিলক এবং মুদ্রক ধারণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-নাম ও চরণ চিহ্নাদি ধারণ।

† গোপীচন্দন-মালা-ধৃতি—গোপীচন্দনের তিলক ও গলায় তুলসীমালা-ধারণ।

এই সবের বিদ্ধা-ত্যাগ, অবিদ্ধা-করণ।
অকরণে দোষ, কৈলে ভক্তির লম্ভন ॥ ৩৪০ ॥
সর্ব্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ-বচন।
শ্রীমূর্ত্তি-বিষ্ণুমন্দির-করণ-লক্ষণ ॥ ৩৪১ ॥
সামান্য-সদাচার, আর বৈষ্ণব-আচার।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্মার্ত্ত-ব্যবহার ॥ ৩৪২ ॥
এই ত সংক্ষেপে কহিল দিগ্‌দরশন।
যবে তুমি লিখিবে কৃষ্ণ করাবে স্ফুরণ ॥ ৩৪৩ ॥
এই ত কহিল প্রভুর সনাতনের প্রসাদ।
যাহার শ্রবণে ভক্তের খণ্ডে অবসাদ ॥ ৩৪৪ ॥
নিজ-গ্রন্থে কর্ণপূর বিস্তার করিয়া।
সনাতনে প্রভুর প্রসাদ রাখিয়াছে লিখিয়া ॥৩৪৫॥

তথাহি চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৯-অঙ্কে প্রতাপরুদ্রং প্রতি বার্ত্তাহারি-বাক্যং—

গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণ-মণিস্ত্যক্ত্বা য ঋদ্ধাং শ্রিয়ং
রূপস্যাগ্রজ এষ এব তরুণীং বৈরাগ্য-লক্ষ্মীং দধে।
অন্তর্ভক্তি-রসেন পূর্ণ-হৃদয়ো বাহ্যেঽবধূতাকৃতিঃ
শৈবালৈঃ পিহিতং মহাসর ইব প্রীতিপ্রদ-
স্তদ্বিদাং ॥ ৩৪৬ ॥

যিনি গৌড়েশ্বর-সভার রত্নালঙ্কার ছিলেন, ও যিনি শ্রীরূপের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সেই শ্রীপাদ-সনাতন গোস্বামী, অতুল-সম্পত্তিরূপ লক্ষ্মী পরিত্যাগ পূর্ব্বক নবীন-বৈরাগ্যরূপ লক্ষ্মী আশ্রয় করিয়া, শৈবালে আচ্ছাদিত অর্থাৎ শেওলায় ঢাকা মহাসরোবরের ন্যায় তাঁহার অন্তর ভক্তি রসে পূর্ণ থাকায়, তিনি বাহ্যে অবধূতাকৃতি হইলাও, ভক্তিতত্ত্ববেত্তাদিগের প্রীতির কারণ-স্বরূপ হইয়াছিলেন ॥ ৩৪৬ ॥

তথাহি তত্রৈব—

তৎ সনাতনমুপাগতমক্ষ্ণো-
র্দৃষ্টিপূর্ব্বমতিমাত্র-দয়ার্দ্রঃ।
আলিলিঙ্গ পরিঘায়ত-দোর্ভ্যাং
সানুকম্পমথ চম্পক-গৌরঃ ॥ ৩৪৭ ॥

সাতিশয় দয়ালু ও চম্পকপুষ্প-সদৃশ গৌরবর্ণ শ্রীচৈতন্যদেব, নিকটে সমাগত সেই শ্রীসনাতন গোস্বামীকে দেখিবামাত্র,

কৃপা করিয়া তাঁহাকে সুদীর্ঘ বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিয়াছিলেন ॥ ৩৪৭ ॥

তথাহি তত্রৈব—

কালেন বৃন্দাবন-কেলি-বার্ত্তা
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেব-
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥ ৩৪৮ ॥*

কৃষ্ণের স্বরূপগণের সকল হয় জ্ঞান।
বিধি রাগমার্গে সাধনভক্তির বিধান ॥ ৩৪৯
কৃষ্ণপ্রেম, ভক্তিরস, ভক্তির সিদ্ধান্ত।
ইহার শ্রবণে ভক্ত জানে সব অন্ত ॥ ৩৫০ ॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-চরণ।
যার প্রাণধন, সেই পায় এই ধন ॥ ৩৫১ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩৫২ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে আত্মারামাশ্চেতি শ্লোক-ব্যাখ্যায়াং সনাতনানুগ্রহো নাম চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

বৈষ্ণবীকৃত্য সন্ন্যাসি-মুখান্ কাশী-নিবাসিনঃ।
সনাতনং সুসংস্কৃত্য প্রভুর্নীলাদ্রিমাগমৎ ॥ ১ ॥

কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণকে ও অন্যান্য লোক-সকলকে বৈষ্ণব করিয়া এবং শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদকে ভক্তি সিদ্ধান্ত শিক্ষা দিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনীলাচলে আগমন করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

প্রকাশানন্দের প্রতি কৃপার সূত্রপাত

এইমত মহাপ্রভু দুইমাস পর্য্যন্ত।
শিখাইল তাঁরে ভক্তিসিদ্ধান্তের অন্ত ॥ ৩ ॥
পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া শেখরের সঙ্গী।
প্রভুকে কীর্ত্তন শুনায়—অতি বড় রঙ্গী ॥ ৪ ॥

সন্ন্যাসীর গণে প্রভু যদি উপেক্ষিল।
ভক্ত-দুঃখ খণ্ডাইতে পশ্চাৎ কৃপা কৈল ॥ ৫ ॥
সন্ন্যাসীরে কৃপা পূর্ব্বে লিখিয়াছি বিস্তারিয়া।
উদ্দেশ কহিয়ে ইঁহা সংক্ষেপ করিয়া ॥ ৬ ॥
যাঁহা তাঁহা প্রভুর নিন্দে সন্ন্যাসীর গণ।
শুনি দুঃখে মহারাষ্ট্রী করয়ে চিন্তন— ॥ ৭ ॥
প্রভুর স্বভাব—তাঁরে দেখে যেই জনে।
স্বরূপ অনুভবি তাঁরে ঈশ্বর করি মানে ॥ ৮ ॥
কোনো প্রকারে পারোঁ যদি একত্র করিতে।
ইঁহো দেখি সন্ন্যাসিগণ হইবে ইঁহার ভক্তে ॥ ৯
বারাণসী-বাস আমার হয় সর্ব্বকালে।
সর্ব্বকাল দুঃখ পাব ইহা না করিলে ॥ ১০ ॥
এত চিন্তি নিমন্ত্রিল সন্ন্যাসীর গণে।
তবে সেই বিপ্র আইল মহাপ্রভুর স্থানে ॥ ১১
হেনকালে নিন্দা শুনি শেখর, তপন।
দুঃখ পাইয়া প্রভুপদে কৈল নিবেদন ॥ ১২ ॥
ভক্ত-দুঃখ দেখি প্রভু মনেতে চিন্তিল।
সন্ন্যাসীর মন ফিরাইতে মন হৈল ॥ ১৩ ॥

* অনুবাদ ৩১৪ পৃষ্ঠায় ১২০ দাগে দ্রষ্টব্য।

হেনকালে বিপ্র আসি কৈল নিমন্ত্রণ।
অনেক দৈন্যাদি করি ধরিল চরণ ॥ ১৪ ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁর নিমন্ত্রণ মানিলা।
আরদিন মধ্যাহ্ন করি তার ঘরে গেলা ॥ ১৫ ॥
তাঁহা যৈছে কৈল প্রভু সন্ন্যাসি-নিস্তার।
পঞ্চতত্ত্বাখ্যানে তাহা করিয়াছি বিস্তার ॥ ১৬ ॥
গ্রন্থ বাঢ়ে, পুনরুক্ত হয় ত কথন।
তাঁহা যে না লিখিল তাহা করিয়ে লিখন ॥ ১৭ ॥
যে দিবসে প্রভু সন্ন্যাসীরে কৃপা কৈল।
সে দিবস হৈতে গ্রামে কোলাহল হৈল ॥ ১৮ ॥
লোকের সংঘট্ট আইসে প্রভুরে দেখিতে।
নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত আইসে শাস্ত্র বিচারিতে ॥১৯॥
সর্ব্বশাস্ত্র খণ্ডি প্রভু ভক্তি করে সার।
সযুক্তিক বাক্যে মন ফিরায় সবার ॥ ২০ ॥
উপদেশ লৈয়া করে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
সর্ব্বলোক হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন ॥ ২১ ॥
প্রভুরে প্রণত হৈল সন্ন্যাসীর গণ।
আত্ম-মধ্যে গোষ্ঠী করে ছাড়ি অধ্যয়ন ॥ ২২ ॥
প্রকাশানন্দের শিষ্য এক—তাঁহার সমান।
সভা-মধ্যে কহে প্রভুরে করিয়া সম্মান ॥ ২৩ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হন সাক্ষাত নারায়ণ।
ব্যাসসূত্রের অর্থ করেন অতি মনোরম ॥ ২৪ ॥
উপনিষদের করেন মুখ্যার্থ-ব্যাখ্যান।
শুনিয়া পণ্ডিত-লোকের জুড়ায় মন কাণ ॥ ২৫ ॥
সূত্র উপনিষদের মুখ্যার্থ ছাড়িয়া।
আচার্য্য কল্পনা করে আগ্রহ করিয়া ॥ ২৬ ॥
আচার্য্য-কল্পিত অর্থ যে পণ্ডিত শুনে।
মুখে 'হয় হয়' করে, হৃদয়ে না মানে ॥ ২৭ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী দৃঢ় সত্য মানি।
কলিকালে সন্ন্যাসে সংসার নাহি জিনি ॥ ২৮
'হরের্নাম' শ্লোকের যে করিল ব্যাখ্যান।
সেই সত্য, সুখদার্থ, পরম-প্রমাণ ॥ ২৯ ॥
ভক্তি বিনা মুক্তি নহে, ভাগবতে কয়।
কলিকালে নামাভাসে সুখে মুক্তি হয় ॥ ৩০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ১৪-অঃ ৪-শ্লোকঃ—

শ্রেয়ঃস্থতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধ-লব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূল-তুষাবঘাতিনাং ॥ ৩১ ॥*

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ২-অঃ ২৬-শ্লোকঃ—

যেঽন্যেরবিন্দাক্ষ ! বিমুক্ত-মানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধ-বুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥ ৩২ ॥†

'ব্রহ্ম' শব্দে কহে ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ ভগবান্।
তাঁরে নির্ব্বিশেষ স্থাপি পূর্ণতা হয় হান ॥ ৩৩ ॥
শ্রুতি পুরাণ কহে কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি-বিলাস।
তাহা নাহি মানি পণ্ডিত করে উপহাস ॥ ৩৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১-স্কঃ ৭-অঃ ৬-শ্লোকস্য শ্রীধর-
স্বামি-টীকাধৃত বিষ্ণুস্বামীবচনং, তথা
ভগবৎ-সন্দর্ভধৃত-সর্ব্বজ্ঞসূক্তং—

হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশ-নিকরাকরঃ ॥৩৫॥‡
'চিদানন্দ কৃষ্ণ-বিগ্রহ মায়িক করি মানি।
এই বড় পাপ'—সত্য চৈতন্যের বাণী ॥ ৩৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩-স্কঃ ৯-অঃ ৩-শ্লোকঃ—

নাতঃ পরং পরম ! যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধ-বর্চ্চং।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি ॥ ৩৭ ॥

* অনুবাদ ৩৫২ পৃষ্ঠায় ২২ দাগে দ্রষ্টব্য।
† অনুবাদ ৩৫২ পৃষ্ঠায় ৩০ দাগে দ্রষ্টব্য।
‡ অনুবাদ ৩০৫ পৃষ্ঠায় ১১৪ দাগে দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে পরমেশ্বর! তোমার যে স্বরূপ আনন্দ মাত্র অর্থাৎ কেবলই আনন্দময়, ভেদশূন্য অর্থাৎ অদ্বিতীয় এবং অনাবৃতপ্রকাশ অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি ব্যতীত যাহা স্বয়ংই নিত্য প্রকাশমান, তোমার সেই স্বরূপ হইতে তোমার এই রূপটি ভিন্ন দেখিতেছি না। হে আত্মন! তোমার এই রূপটি বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা; সুতরাং ইহা বিশ্ব হইতে ভিন্ন, ইহা ভূতগণ ও ইন্দ্রিয়গণের মূল এবং ইহা উপাস্যগণের মধ্যে প্রধান; সুতরাং আমি তোমার এই রূপের আশ্রয় লইলাম ॥ ৩৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ৪৬-অঃ ৩৩ শ্লোকঃ—

দৃষ্টং শ্রুতং ভূত-ভবদ্ভবিষ্যৎ-
স্থাস্নুশ্চরিষ্ণুর্ম্মহদল্পকং বা।
বিনাচ্যুতাদ্ বস্তুতরাং ন বাচ্যং
স এব সর্ব্বং পরমাত্মভূতঃ ॥ ৩৮ ॥

ভূত, ভবিষ্যত ও বর্ত্তমানে স্থাবর, জঙ্গম, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র যাহা কিছু দৃষ্ট বা শ্রুত হয়, অচ্যুত ব্যতীত সে সকল বস্তু হইতে পারে না, যেহেতু তিনি সকলের মূলস্বরূপ ॥ ৩৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩-স্কঃ ৯-অঃ ৪-শ্লোক—

তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল! মঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং তৎ উপাসকানাং।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যো নাদৃতো নরকভাগ্ভিরসৎ-প্রসঙ্গৈঃ ॥ ৩৯ ॥

হে ভুবনমঙ্গল! আমরা তোমার উপাসক, আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত তুমি আমাদিগকে ধ্যানে যে রূপ দর্শন করাইয়াছ, এই সেই রূপ, অতএব হে ভগবন! আমরা তোমার অনুগত হইয়া তোমাকে নমস্কার করি। নারকী নাস্তিকগণই তোমার আদর করে না ॥ ৩৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ৯-অধ্যায়ে ১১-শ্লোকঃ—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং।
পরং ভাবমজানন্তঃ সর্ব্বভূতমহেশ্বরং ॥ ৪০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমি অখিল-ভুবনের অধিপতি; কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তিগণ আমার পরম-তত্ত্ব জানে না বলিয়া, তাহারা আমাকে নরদেহধারী অর্থাৎ মনুষ্য জ্ঞান করিয়া অবজ্ঞা করে ॥ ৪০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ১৬-অধ্যায়ে ১৯-শ্লোকঃ—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ৪১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে অর্জ্জুন! আমি ঐ সকল দ্বেষ পরায়ণ, ক্রূর ও অমঙ্গলময় নরাধমদিগকে বারবার সংসার রূপ অসুর যোনিতে নিক্ষেপ করি ॥ ৪১ ॥

সূত্রে পরিণামবাদ তাহা না মানিয়া।
বিবর্ত্তবাদ স্থাপে ব্যাস ভ্রান্ত বলিয়া ॥ ৪২ ॥
এই ত কল্পিত অর্থ মনে নাহি ভায়।
শাস্ত্র ছাড়ি কুকল্পনা—পাষণ্ড বুঝায় ॥ ৪৩ ॥
পরমার্থ বিচার গেল, কাঁয় মাত্র বাদ।
কাঁহা মুক্তি পাব, কাঁহা কৃষ্ণের প্রসাদ ॥ ৪৪ ॥
ব্যাস সূত্রের অর্থ আচার্য্য করে আচ্ছাদন।
এই সত্য হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবচন ॥ ৪৫ ॥
চৈতন্যগোঁসাই যেই কহে, সেই মত সার।
আর যত মত, সেই সব ছারখার ॥ ৪৬ ॥
এত কহি সেই করে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
শুনি প্রকাশানন্দ কিছু কহেন বচন ॥ ৪৭ ॥
আচার্য্যের আগ্রহ অদ্বৈতবাদ স্থাপিতে।
তাতে সূত্রের ব্যাখ্যা করেন অন্য রীতে ॥ ৪৮ ॥
ভগবত্তা মানিলে অদ্বৈত না যায় স্থাপন।
অতএব সব শাস্ত্র করয়ে খণ্ডন ॥ ৪৯ ॥
যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্বমত স্থাপিতে।
শাস্ত্রের সহজ অর্থ না হয় তাহা হৈতে ॥ ৫০ ॥
মীমাংসক কহে—ঈশ্বর কর্ম্মের অঙ্গ হন।
সাঙ্খ্য কহে—জগতের প্রকৃতি কারণ ॥ ৫১ ॥
ন্যায় কহে পরমাণু হইতে বিশ্ব হয়।
মায়াবাদী—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হেতু কয় ॥ ৫২ ॥

পাতঞ্জল কহে—ঈশ্বরস্বরূপ জ্ঞান।
বেদমতে কহে তাঁরে স্বয়ং ভগবান্॥ ৫৩॥
ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈল আবর্ত্তন।
সেই সব সূত্র লৈয়া বেদান্ত বর্ণন॥ ৫৪॥
বেদান্ত-মতে ব্রহ্ম সাকার-নিরূপণ।
নির্গুণ ব্যতিরেকে তেঁহো হয়ত সগুণ॥ ৫৫॥
পরম-কারণ ঈশ্বর কেহো নাহি মানে।
স্ব-স্ব-মত স্থাপে পর-মতের খণ্ডনে॥ ৫৬॥
তাতে ছয় দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি।
মহাজন যেই কহে, সেই সত্য মানি॥ ৫৭॥

তথাহি মহাভারতে বনপর্ব্বণি ৩১৩-অধ্যায়ে
১১৭-শ্লোকঃ—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥ ৫৮॥*

শ্রীভগবান্ ও ভক্তির মাহাত্ম্য প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রকাশানন্দের
প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী অমৃতের ধার।
তেঁহো যে কহয়ে বস্তু—সেই তত্ত্ব সার॥ ৫৯॥
এসব বৃত্তান্ত শুনি মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ।
প্রভুকে কহিতে সুখে করিলা গমন॥ ৬০॥
হেনকালে প্রভু পঞ্চনদে স্নান করি।
দেখিতে চলিযাছেন বিন্দুমাধব হরি॥ ৬১॥
পথে সেই বিপ্র সব বৃত্তান্ত কহিলা।
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিতে লাগিলা॥ ৬২॥
মাধব সৌন্দর্য্য দেখি আবিষ্ট হইলা।
অঙ্গনে আসিয়া প্রেমে নাচিতে লাগিলা॥ ৬৩
শেখর, পরমানন্দ, তপন, সনাতন।
চারিজন মিলি করে নাম সঙ্কীর্ত্তন॥ ৬৪॥

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥ ৬৫॥
চৌদিকের লোক লক্ষ বলে হরি হরি।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি স্বর্গমর্ত্ত্য ভরি॥ ৬৬॥
নিকটে হরি ধ্বনি শুনি প্রকাশানন্দ।
কৌতুকে দেখিতে আইল লঞা শিষ্যবৃন্দ॥৬৭॥
দেখি প্রভুর নৃত্যগীত দেহের মাধুরী।
শিষ্যগণ সঙ্গে সেই বলে হরি হরি॥ ৬৮॥
কম্প, স্বরভঙ্গ, স্বেদ, বৈবর্ণ্য, স্তম্ভ।
অশ্রুধারায় ভিজে লোক, পুলক-কদম্ব॥ ৬৯॥
হর্ষ দৈন্য চাপল্যাদি সঞ্চারি বিকার।
দেখি কাশীবাসী লোকের হৈল চমৎকার॥ ৭০॥
লোকসংঘট্ট দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল।
সন্ন্যাসীর গণ দেখি নৃত্য সংবরিল॥ ৭১॥
প্রকাশানন্দের কৈল প্রভু চরণ বন্দন।
প্রকাশানন্দ আসি তাঁর ধরিল চরণ॥ ৭২॥
প্রভু কহে—তুমি জগদ্গুরু পূজ্যতম।
আমি তোমার না হই শিষ্যের শিষ্য সম॥ ৭৩॥
শ্রেষ্ঠ হইয়া কেন কর হীনের বন্দন।
আমার সর্ব্বনাশ হয়, তুমি ব্রহ্ম সম॥ ৭৪॥
যদ্যপি তোমারে সব ব্রহ্ম-সম ভাসে।
লোকশিক্ষা লাগি ঐছে করিতে না আইসে॥৭৫॥
তেঁহো কহে—তোমার নিন্দা পূর্ব্বে যে করিল।
তোমার চরণস্পর্শে সব ক্ষয় হইল॥ ৭৬॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১২-স্কঃ ৫-অঃ নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধ্য
ব্যাখ্যানাং বাসনাভাষ্যধৃত-পরিশিষ্টবচনং—

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসার-বাসনাং।
যদ্যচিন্ত্য-মহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥ ৭৭॥

অচিন্ত্যশক্তিমান শ্রীভগবানে যদি অপরাধী হয়, তাহা হইলে জীবন্মুক্ত ব্যক্তিও পুনর্ব্বার সংসার বাসনা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সংসার বন্ধনে পতিত হয়॥ ৭৭॥

* অনুবাদ ২৯৮ পৃষ্ঠায় ১৮৬ দাগে দ্রষ্টব্য।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ৩৪-অঃ ৭-শ্লোকঃ—

স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদ-স্পর্শহত-তাশুভঃ।
ভেজে সর্প-বপুর্হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চ্চিতং ॥ ৭৮ ॥

শ্রীশুকদেব বলিলেন, হে মহারাজ! সেই সুদর্শন-নামা বিদ্যাধর সর্প-দেহ পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যাধরেরও দুর্ল্লভরূপ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৭৮ ॥

প্রভু কহে—'বিষ্ণু বিষ্ণু' আমি জীব হীন।
জীবে বিষ্ণু মানি—এই অপরাধ চিহ্ন ॥ ৭৯ ॥
জীবে বিষ্ণু-বুদ্ধি কেনে, ব্রহ্ম রুদ্র সম।
নারায়ণে মানে, তার পাষণ্ডে গণন ॥ ৮০ ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে ১ম-বিলাসধৃত-
পদ্মপুরাণবচন.—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি-দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবং ॥৮১॥*
প্রকাশানন্দ কহে—তুমি সাক্ষাত ভগবান্।
তবু যদি কর তাঁর দাস-অভিমান ॥ ৮২ ॥
তবু পূজ্য হও তুমি আমা-সবা হইতে।
সর্ব্বনাশ হয় মোর তোমার নিন্দাতে ॥ ৮৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৬-স্কঃ ১৪-অঃ ৪-শ্লোকঃ--

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ-পরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে! ॥৮৪॥†

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ৪-অঃ ৩২-শ্লোকঃ—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো
মহদতিক্রমঃ ॥৮৫॥‡

* অনুবাদ ৩০৫ পৃষ্ঠায় ১১৬ দাগে দ্রষ্টব্য।

† অনুবাদ ৩১৬ পৃষ্ঠায় ১৫১ দাগে দ্রষ্টব্য।

‡ অনুবাদ ২৮০ পৃষ্ঠায় ২৭৩ দাগে দ্রষ্টব্য।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৭-স্কঃ ৫-অঃ ২৬ শ্লোকঃ—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥ ৮৬ ॥*

এবে তোমার পদাব্জে মোর উপজিবে ভক্তি।
তার লাগি করি তোমার চরণে প্রণতি ॥ ৮৭ ॥
এত বলি প্রভু লৈয়া তাঁহাই বসিলা।
প্রভুকে প্রকাশানন্দ পুছিতে লাগিলা ॥ ৮৮ ॥
মায়াবাদে কৈলে যত দোষের আখ্যান।
সবে জানি আচার্য্যের কল্পিত ব্যাখ্যান ॥ ৮৯ ॥
সূত্রের করিলে তুমি মুখ্যার্থ-বিবরণ।
তাহা শুনি সবার হৈল চমৎকার-মন ॥ ৯০ ॥
তুমি ত ঈশ্বর, তোমার আছে সর্ব্বশক্তি।
সংক্ষেপরূপে কহ তুমি, শুনিতে হয় মতি ॥৯১॥
প্রভু কহেন—আমি জীব, অতি তুচ্ছ জ্ঞান।
ব্যাস-সূত্রের গভীরার্থ ব্যাস ভগবান ॥ ৯২ ॥
তাঁর সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে।
অতএব আপনে সূত্র করিয়াছে ব্যাখ্যানে ॥৯৩॥
যেই সূত্রকর্ত্তা, সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান।
তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান ॥ ৯৪ ॥
প্রণবের যেই অর্থ, গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয় ॥ ৯৫ ॥
ব্রহ্মারে নারায়ণ চতুঃশ্লোকী যে কহিল।
ব্রহ্মা নারদেরে সেই উপদেশ কৈল ॥ ৯৬ ॥†
সেই অর্থ নারদ—ব্যাসদেবেরে কহিল।
শুনি বেদব্যাস মনে বিচার করিল ॥ ৯৭ ॥

* অনুবাদ ৩৫৪ পৃষ্ঠায় ৫৩ দাগে দ্রষ্টব্য।

† নারায়ণ সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মাকে যে চারিটি শ্লোক উপদেশ দেন, তাহাই ভগবানের মূল শ্লোক। ব্রহ্মার নিকট হইতে নারদ এবং নারদের নিকট ব্যাস উক্ত চারিটি শ্লোক অবগত হইয়া ভাগবত রচনা করেন, উক্ত চারিটি শ্লোকের নাম চতুঃশ্লোকী।

এই অর্থ—আমার সূত্রের ব্যাখ্যানুরূপ।
শ্রীভাগবত করিব সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ ॥ ৯৮ ॥
চারিবেদ উপনিষদ যত কিছু হয়।
তার অর্থ লৈয়া ব্যাস করিল সঞ্চয় ॥ ৯৯ ॥
যেই সূত্রে যেই ঋক বিষয় বচন।
ভাগবতে সেই ঋক শ্লোক নিবন্ধন ॥ ১০০ ॥
অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীভাগবত।
ভাগবত শ্লোক উপনিষদ কহে এক মত ॥ ১০১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৮-স্কঃ ১-অঃ ৮ শ্লোকঃ—

আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎ কিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনং ॥১০২॥

জগতে যাহা কিছু বস্তু আছে, সে সমস্তই ঈশ্বর কর্ত্তৃক তদীয় সত্তা ও চৈতন্য দ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া, তাহা ঈশ্বরেরই বস্তু; অতএব ধনাদি ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া ভোগ কর, অন্য কাহারও ধন আকাঙ্ক্ষা করিও না। ধন ত সব ঈশ্বরেরই, সুতরাং কাহার ধন আকাঙ্ক্ষা করিবে? ॥ ১০২ ॥

এক শ্লোক দেখাইয়া কৈল দিগ্‌দরশন।
এই মত ভাগবতে শ্লোক ঋক্ সম ॥ ১০৩ ॥
ভাগবতের সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
চতুঃশ্লোকীতে প্রকট তার করিয়াছে লক্ষণ ॥১০৪॥
আমি—সম্বন্ধ তত্ত্ব, আমার জ্ঞান-বিজ্ঞান।
আমা পাইতে সাধন ভক্তি—অভিধেয় নাম ॥১০৫॥
সাধনের ফল প্রেম—মূল প্রয়োজন।
সেই প্রেমে পায় জীব আমার সেবন ॥ ১০৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ২-স্কঃ ৯-অঃ ৩০-শ্লোকঃ—

জ্ঞানং পরম-গুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞান-সমন্বিতং।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ ১০৭ ॥*
এই তিন তত্ত্ব আমি কহিব তোমারে।
জীব তুমি এই তিন নারিবে জানিবারে ॥ ১০৮ ॥
যৈছে আমার স্বরূপ, যৈছে আমার স্থিতি।
যৈছে আমার গুণ, কর্ম্ম, ষড়ৈশ্বর্য্য, শক্তি ॥ ১০৯॥
আমার কৃপায় এসব স্ফুরুক্ তোমারে।
এত বলি তিন তত্ত্ব কহিল তাঁহারে ॥ ১১০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ২-স্কঃ ৯-অঃ ৩১-শ্লোক—

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপ-গুণ-কর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ব-বিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥ ১১১ ॥*
সৃষ্টির পূর্ব্বে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ আমি হইয়ে।
প্রপঞ্চ প্রকৃতি পুরুষ আমাতেই লয়ে ॥ ১১২ ॥
সৃষ্টি করি তার মধ্যে আমি ত বসিয়ে।
প্রপঞ্চ যে দেখ সব, সেও আমি হইয়ে ॥ ১১৩ ॥
প্রলয়ে অবশিষ্ট আমি পূর্ণ হইয়ে।
প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে ॥ ১১৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ২-স্কঃ ৯-অঃ ৩২-শ্লোকঃ—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎপরং।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত
সোঽস্ম্যহং ॥ ১১৫ ॥†
অহমেব, অহমেব শ্লোকে তিনবার।
পূর্ণৈশ্বর্য্য শ্রীবিগ্রহ স্থিতির নির্দ্ধার ॥ ১১৬ ॥
সে বিগ্রহ যে না মানে, নিরাকার মানে।
তারে তিরস্করিবারে কৈল নির্দ্ধারণে ॥ ১১৭ ॥
এই সব শব্দে হয় জ্ঞানবিজ্ঞান বিবেক।
মায়াকার্য্য মায়া হইতে, আমি ব্যতিরেক ॥ ১১৮ ॥
যৈছে সূর্য্যাভাস স্থানে ভাসয়ে আভাস।
সূর্য্য বিনা স্বতঃ তার না হয় প্রকাশ ॥ ১১৯ ॥
মায়াতীত হৈলে হয় আমার অনুভব।
এই সম্বন্ধতত্ত্ব কহিল, শুন আর সব ॥ ১২০ ॥

---

* অনুবাদ ৩০ পৃষ্ঠায় ৫০ দাগে দ্রষ্টব্য।

* অনুবাদ ৩০ পৃষ্ঠায় ৫১ দ্রষ্টব্য।

† অনুবাদ ৩০ পৃষ্ঠায় ৫২ দাগে দ্রষ্টব্য।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ২-স্কঃ ৯-অঃ ৩৩-শ্লোকঃ—

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো
যথা তমঃ ॥ ১২১ ॥*

অভিধেয় সাধনভক্তির শুনহ বিচার।
সর্ব্বজন দেশ-কাল-দশায় ব্যাপ্তি যার ॥ ১২২ ॥
ধর্ম্মাদি বিষয়ে যৈছে এ চারি বিচার।
সাধনভক্তি এই চারি বিচারের পার ॥ ১২৩ ॥
সর্ব্ব-দেশ-কাল-দশায় জনের কর্ত্তব্য।
গুরুপাশে সেই ভক্তি প্রষ্টব্য শ্রোতব্য ॥ ১২৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ২-স্কঃ ৯-অঃ ৩৫-শ্লোক—

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ
সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ১২৫ ॥†

আমাতে যে প্রীতি, সেই প্রেম—প্রয়োজন।
কার্য্য দ্বারে কহি তার স্বরূপ লক্ষণ ॥ ১২৬ ॥
পঞ্চভূত যৈছে ভূতের ভিতরে বাহিরে।
ভক্তগণে স্ফুরি আমি বাহিরে অন্তরে ॥ ১২৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ২-স্কঃ ৯-অঃ ৩৪-শ্লোক—

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু
ন তেষ্বহং ॥ ১২৮ ॥‡

ভক্ত আমা বান্ধিয়াছে হৃদয় কমলে।
যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা দেখয়ে আমারে ॥ ১২৯ ॥

* অনুবাদ ৩০ পৃষ্ঠায় ৫৩ দাগে দ্রষ্টব্য।
† অনুবাদ ৩০ পৃষ্ঠায় ৫৫ দাগে দ্রষ্টব্য।
‡ অনুবাদ ৩০ পৃষ্ঠায় ৫৪ দাগে দ্রষ্টব্য।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১-স্কঃ ২-অঃ ৫৫-শ্লোকঃ—

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা-
দ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘ-নাশঃ।
প্রণয়-রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবত-প্রধান উক্তঃ ॥ ১৩০ ॥

নব যোগিন্দ্রের শ্রীহরি নিমি-মহারাজকে বলিলেন, হে রাজন! অবশেও যাঁহার নাম উচ্চারিত হইলে, তৎক্ষণাৎ পাপরাশি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় সেই হরি প্রেমরজ্জু দ্বারা বদ্ধপাদ হইয়া যাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ করেন না, তিনিই উত্তম ভক্ত বলিয়া কথিত হন ॥ ১৩০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১-স্কঃ ২-অঃ ৪১-শ্লোকঃ—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ১৩১ ॥*

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ৩০-অঃ ৪-শ্লোকঃ—

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা
বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্ বনাদ্ বনং।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহি-
র্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্ ॥ ১৩২ ॥

রাসক্রীড়া করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ সহসা অন্তর্হিত হইলে, গোপীগণ পরস্পর মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ-গুণগান করিতে করিতে বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া তাহারই অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং যে মহাপুরুষ সর্ব্ব-ভূতের অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান রহিয়াছেন, সেই পরম-পুরুষের সন্ধান-সম্বন্ধে বৃক্ষগণকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ১৩২ ॥

অতএব ভাগবতে এই তিন কয়।
সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজনময় ॥ ১৩৩ ॥

* অনুবাদ ২০৭ পৃষ্ঠায় ২৭৯ দাগে দ্রষ্টব্য।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১-স্কঃ ২-অঃ ১১-শ্লোক—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি
শব্দ্যতে ॥ ১৩৪ ॥*

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩-স্কঃ ৫-অঃ ২৩-শ্লোকঃ—

ভগবানকে আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ ॥ ১৩৫ ॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র শ্রীভগবান ছিলেন বলিয়া এই বিশ্ব তাঁহাতেই লীন হইয়াছিল এবং তাঁহার সৃষ্টির ইচ্ছাও তাঁহাতে লীন হইয়াছিল; তিনি হইলেন সমস্ত জীবের আত্মাস্বরূপ, তৎকালে তিনি বৈকুণ্ঠাদি নানা বৈভবে উপলক্ষিত ছিলেন ॥ ১৩৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১-স্কঃ ৩-অঃ ২৮-শ্লোকঃ—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারি-ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি
যুগে যুগে ॥ ১৩৬ ॥†

এই ত সম্বন্ধ, শুন 'অভিধেয়'—ভক্তি।
ভাগবতে প্রতি শ্লোকে যার অবস্থিতি ॥ ১৩৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১-স্কঃ ১৪-অঃ ২১-শ্লোকঃ—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয় সতাং।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥১৩৮॥‡

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১-স্কঃ ১৪-অঃ ২০-শ্লোকঃ—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধবঃ!।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা
ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥ ১৩৯ ॥[]

* অনুবাদ ৩৫ পৃষ্ঠায় ১১ দাগে দ্রষ্টব্য।
† অনুবাদ ৩৮ পৃষ্ঠায় ৬৭ দাগে দ্রষ্টব্য।
‡ অনুবাদ ৩২৮ পৃষ্ঠায় ১৩৬ দাগে দ্রষ্টব্য।
[] অনুবাদ ১২৪ পৃষ্ঠায় ৭৬ দাগে দ্রষ্টব্য।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১-স্কঃ ২-অঃ ৩৫-শ্লোকঃ—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যযোঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥ ১৪০ ॥*

এবে শুন প্রেম, যেই মূল প্রয়োজন।
পুলকাশ্রু নৃত্য গীত যাহার লক্ষণ ॥ ১৪১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১-স্কঃ ৩-অঃ ৩১-শ্লোকঃ—

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘ-হরং হরিং।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং
তনুং ॥ ১৪২ ॥

শ্রীপ্রবুদ্ধ যোগীন্দ্র নিমি-মহারাজকে বলিলেন, হে রাজন্! প্রেমিক ভক্তগণ সর্ব্বপাপহারী শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া ও অন্যকে স্মরণ করাইয়া সাধনভক্তি-লব্ধ প্রেম দ্বারা রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া থাকে অর্থাৎ তাঁহাদের অঙ্গে পুলকোদ্গম হইয়া থাকে ॥ ১৪২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১-স্কঃ ২-অঃ ৩৯-শ্লোকঃ—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়-নাম-কীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুত-চিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ১৪৩ ॥†

অতএব ভাগবত-সূত্রের অর্থ-রূপ।
নিজকৃত-সূত্রের নিজ-ভাষ্যস্বরূপ ॥ ১৪৪ ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য ১০ম-বিলাসধৃত
গরুড়পুরাণবচনং—

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রী-ভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ ॥১৪৫॥

* অনুবাদ ৩২৭ পৃষ্ঠায় ১১৭ দাগে দ্রষ্টব্য।
† অনুবাদ ৮৪ পৃষ্ঠায় ৯৪ দাগে দ্রষ্টব্য।

পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ
দ্বাদশস্কন্ধ-যুক্তোহয়ং শতবিচ্ছেদ-সংযুতঃ
গ্রন্থোহষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ ॥ ১৪৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত নামক এই গ্রন্থ ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত সূত্রের অর্থ-স্বরূপ, যাহাতে মহাভারতের অর্থ নিরূপিত হইয়াছে, যাহা গায়ত্রীর ভাষ্য স্বরূপ, যাহার কলেবর সমগ্র বেদার্থ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত, যাহা পুরাণ-সমূহের মধ্যে সামবেদ স্বরূপ, যাহা দ্বাদশস্কন্ধ-যুক্ত, যাহাতে তিনশত পঁয়ত্রিশটি অধ্যায় বিরাজিত এবং যাহাতে অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক রহিয়াছে, এই সেই শ্রীমদ্ভাগবত স্বয়ং শ্রীভগবান কর্ত্তৃক কথিত ॥ ১৪৫-১৪৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১-স্কঃ ৩-অঃ ৪২-শ্লোকঃ—

সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতং ॥১৪৭॥

এই শ্রীমদ্ভাগবতে নিখিল বেদ ও ইতিহাসের সার উদ্ধৃত হইয়াছে ॥ ১৪৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১২-স্কঃ ১৩-অঃ ১৫-শ্লোকঃ—

সর্ব্ব-বেদান্ত-সারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে ।
তদ্রসামৃত-তৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ ॥১৪৮॥

এই শ্রীমদ্ভাগবত হইলেন, সমস্ত বেদান্তের সার-স্বরূপ; তন্নিমিত্ত এই শ্রীমদ্ভাগবতের রসামৃতে পরিতৃপ্তজনের আর অন্য শাস্ত্রাদিতে আসক্তির সম্ভাবনা থাকে না ॥ ১৪৮ ॥

গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ-আরম্ভন ।
'সত্যং পরং' সম্বন্ধ, 'ধীমহি' সাধন-
প্রয়োজন ॥ ১৪৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১-স্কঃ ১-অঃ ১-শ্লোকঃ—

জন্মাদ্যস্য যতোহন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ-স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ ।
তেজো-বারি-মৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত-কুহকং সত্যং
পরং ধীমহি ॥ ১৫০ ॥*

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১-স্কঃ ১-অঃ ২-শ্লোকঃ—

ধর্ম্মঃ-প্রোজ্ঝিত-কৈতবোহত্র পরমো
নির্ম্মৎসরণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং ।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনি-কৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেহত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ ১৫১ ॥*

কৃষ্ণভক্তিরস-স্বরূপ শ্রীভাগবত ।
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব ॥ ১৫২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১-স্কঃ ১-অঃ ৩-শ্লোকঃ—

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃত-দ্রব-সংযুতং ।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥ ১৫৩ ॥

এই ভাগবত শাস্ত্র সর্ব্বপুরুষার্থ-প্রদায়ক বেদরূপ কল্প-বৃক্ষের ফল—শুক মুখ হইতে গলিত হইয়া অবনীমণ্ডলে অখণ্ড-রূপে পতিত হইয়াছে; অতএব হে রসজ্ঞগণ! হে রসবিশেষ ভাবনা-চতুর-গণ! অমৃতদ্রব্যসংযুক্ত এই রসময় ফল মুহুর্মুহু আস্বাদন কর ॥ ১৫৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১-স্কঃ ১-অঃ ১৯-শ্লোকঃ—

বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃশ্লোক-বিক্রমে ।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥১৫৪॥

শৌনকাদি ঋষিগণ বলিলেন, হে সূত! উত্তম শ্লোক শ্রীভগবানের লীলা কথা-শ্রবণে আমরা কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না, যেহেতু আমরা যতই শুনিতেছি, ততই আরও শুনিবার জন্য আমাদের লালসা বৃদ্ধি হইতেছে, কেন না রসজ্ঞগণ শ্রীভগল্লীলা কথা শ্রবণে প্রবৃত্ত হইয়াই প্রতি-পদে তাহা পরম স্বাদু বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন ॥১৫৪॥

অনুবাদ ২০৬ পৃষ্ঠায় ২৭০ দাগে দ্রষ্টব্য

* অনুবাদ ৩৩ পৃষ্ঠায় ৯০ দাগে দ্রষ্টব্য

অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র শ্রুতির অর্থ সার॥ ১৫৫ ॥
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন।
হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে কৃষ্ণ প্রেমধন॥ ১৫৬ ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১৮-অধ্যায়ে ৫৪-শ্লোকঃ—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং॥১৫৭॥*

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবত ১০-স্কঃ ৮৭-অঃ ২১ শ্লোকস্য ব্যাখ্যায়াং শ্রীধরস্বামিধৃত শ্রুতিবচনং—

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা
ভগবন্তং ভজন্তে॥ ১৫৮ ॥†

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ২-স্কঃ ১-অঃ ৯-শ্লোকঃ—

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নির্গুণ্যে উত্তমশ্লোক-লীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে! আখ্যানং
যদধীতবান্॥ ১৫৯ ॥‡

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩-স্কঃ ১৫-অঃ ৪৩-শ্লোকঃ—

তস্যারবিন্দ-নয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্ক-মিশ্র-তুলসী-মকরন্দ-বায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষর-জুষামপি চিত্ত-তন্বোঃ॥ ১৬০ ॥[]

* অনুবাদ ১৯৮ পৃষ্ঠায় ৬৫ দাগে দ্রষ্টব্য।
† অনুবাদ ৩৭৯ পৃষ্ঠায় ১০৮ দাগে দ্রষ্টব্য।
‡ অনুবাদ ৩৭৫ পৃষ্ঠায় ৪৬ দাগে দ্রষ্টব্য।
[] অনুবাদ ২৯৬ পৃষ্ঠায় ১৪২ দাগে দ্রষ্টব্য।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১-স্কঃ ৭-অঃ ১০-শ্লোকঃ—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূত-গুণো
হরিঃ॥ ১৬১ ॥*

পূর্ববৎ আত্মারাম শ্লোকের অর্থ-বর্ণনা ও কাশীবাসিগণকে বৈষ্ণব-করণ

হেনকালে সেই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।
সভাতে কহিল এই শ্লোক বিবরণ॥ ১৬২ ॥
এই শ্লোকের অর্থ প্রভু একষষ্টি প্রকার।
করিয়াছেন, যাহা শুনি লোকে চমৎকার॥১৬৩॥
তবে সব লোক শুনিতে আগ্রহ করিল।
একষষ্টি অর্থ প্রভু বিবরি কহিল॥ ১৬৪ ॥
শুনিয়া সন্ন্যাসীগণের হৈল চমৎকার।
চৈতন্যগোঁসাই—কৃষ্ণ করিল নির্দ্ধার॥ ১৬৫ ॥
এত কহি উঠিয়া চলিলা গৌরহরি।
নমস্কার করে লোক হরিধ্বনি করি॥ ১৬৬ ॥
সব কাশীবাসী করে নামসঙ্কীর্ত্তন।
প্রেমে হাসে কান্দে গায় করয়ে নর্ত্তন॥ ১৬৭ ॥
সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত বিচার।
বারাণসীপুরী প্রভু করিল নিস্তার॥ ১৬৮ ॥
নিজ গণ লৈয়া প্রভু আইলা বাসাঘর।
বারাণসী হইল দ্বিতীয় নদীয়া নগর॥ ১৬৯ ॥
নিজগণ লৈয়া প্রভু কহে হাস্য করি।
কাশীতে আইলাম আমি বেচিতে ভাবকালী॥১৭০
কাশীতে গ্রাহক নাহি, বস্তু না বিকায়।
পুনরপি বহি দেশে লওয়া নাহি যায়॥ ১৭১ ॥
আমি বোঝা বহিব—তোমা সবার দুঃখ হৈল।
তোমা সবার ইচ্ছায় বিনামূল্যে বিলাইল॥ ১৭২॥
সবে কহে—লোক তারিতে তোমার অবতার।
পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম করিলে নিস্তার॥ ১৭৩ ॥

* অনুবাদ ১৮১ পৃষ্ঠায় ১৮২ দাগে দ্রষ্টব্য।

এক বারাণসী ছিল তোমাতে বিমুখ।
তাহা নিস্তারিয়া কৈলে আমা সবার সুখ ॥ ১৭৪॥
বারাণসী-গ্রামে যদি কোলাহল হৈল।
শুনি গ্রামী দেশী লোক আসিতে লাগিল ॥১৭৫॥
লক্ষকোটি লোক আইসে নাহিক গণন।
সঙ্কীর্ণ-স্থানে প্রভুর না পায় দর্শন ॥ ১৭৬॥
প্রভু যবে স্নানে যান, বিশ্বেশ্বর-দর্শনে।
দুইদিকে লোক করে প্রভু-বিলোকনে ॥ ১৭৭ ॥
বাহু তুলি প্রভু কহে—বোল 'কৃষ্ণ হরি।'
দণ্ডবত করে লোক 'হরিধ্বনি' করি ॥ ১৭৮ ॥
এই মত পঞ্চ দিন লোক নিস্তারিয়া।
আরদিন চলিলা প্রভু উদ্বিগ্ন হইয়া ॥ ১৭৯ ॥
রাত্রে উঠি প্রভু যদি করিলা গমন।
পাছে লাগ লৈল তবে ভক্ত পঞ্চজন ॥ ১৮০ ॥
তপন-মিশ্র, রঘুনাথ, মহারাষ্ট্রী-ব্রাহ্মণ।
চন্দ্রশেখর, পরমানন্দ-কীর্ত্তনীয়াজন ॥ ১৮১ ॥
সবে চাহে প্রভু-সঙ্গে নীলাচলে যাইতে।
সবারে বিদায় দিলা প্রভু যত্ন-সহিতে ॥ ১৮২ ॥
যার ইচ্ছা, পাশে আইস আমারে দেখিতে।
এবে আমি একা যাব ঝারিখণ্ড-পথে ॥ ১৮৩ ॥
সনাতনে কহিল—তুমি যাহ বৃন্দাবন।
তোমার দুই ভাই তথা করিয়াছে গমন ॥ ১৮৪ ॥
কাঁথা-করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল-ভক্তগণ।
বৃন্দাবনে আইলে তার করিহ পালন ॥ ১৮৫ ॥*
এত বলি চলিলা প্রভু সবা আলিঙ্গিয়া।
সবেই পড়িলা তবে মূর্চ্ছিত হইয়া ॥ ১৮৬ ॥
কতক্ষণে উঠি সবে দুঃখে ঘরে আইলা।
সনাতন গোঁসাই বৃন্দাবনেতে চলিলা ॥ ১৮৭ ॥

মহাপ্রভু কর্ত্তৃক সুবুদ্ধি রায়ের প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা

এথা রূপ-গোঁসাই যবে মথুরা আইলা।
ধ্রুবঘাটে তাঁহারে সুবুদ্ধি-রায় মিলিলা ॥ ১৮৮ ॥
পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধি-রায় ছিল গৌড়-অধিকারী।
হুসেন খাঁ সৈয়দ করে তাঁহার চাকরী ॥ ১৮৯ ॥
দীঘি খোদাইতে তাঁরে মনসীব কৈল।
ছিদ্র পাইয়া রায় তাঁরে চাবুক মারিল ॥ ১৯০ ॥*
পাছে যবে হুসেন খাঁ গৌড়ে রাজা হৈল।
সুবুদ্ধি-রায়ের তেঁহো বহু বাঢ়াইল ॥ ১৯১ ॥
তাঁর স্ত্রী তাঁর অঙ্গে দেখি মারণের চিহ্নে।
সুবুদ্ধি-রায়কে মারিতে কহে রাজা-স্থানে ॥১৯২॥
রাজা কহে, আমার পোষ্টা, রায় হয় পিতা।
তাহারে মারিব আমি—ভাল নহে কথা ॥১৯৩॥†
স্ত্রী কহে—জাতি লহ, যদি প্রাণে না মারিবে।
রাজা কহে—জাতি নিলে এহো
নাহি জীবে ॥ ১৯৪ ॥
স্ত্রী মরিতে চাহে, রাজা সঙ্কটে পড়িলা।
করোয়ার পানি তার মুখে দেয়াইলা ॥ ১৯৫ ॥
তবে সুবুদ্ধি-রায় সেই ছদ্ম পাইয়া।
বারাণসী আইলা সব বিষয় ছাড়িয়া ॥ ১৯৬ ॥
প্রায়শ্চিত্ত পুছিল সব পণ্ডিতের স্থানে।
তারা কহে, তপ্ত ঘৃত খাইয়া ছাড় প্রাণে ॥১৯৭॥
কেহো কহে—এই নহে, অল্প দোষ হয়।
শুনিয়া রহিলা রায় করিয়া সংশয় ॥ ১৯৮ ॥

সুবুদ্ধি রায়ের অপূর্ব্ব-বৈরাগ্য-কথন

তবে যদি মহাপ্রভু বারাণসী আইলা।
তাঁরে মিলি রায় আপন-বৃত্তান্ত কহিলা ॥ ১৯৯ ॥
প্রভু কহে—ইঁহা হৈতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ২০০ ॥

* কাঁথা-করঙ্গিয়া—কাঁথা-করঙ্গধারী; যাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া কাঁথা ও করঙ্গ অর্থাৎ করোয়া লইয়াছেন; নিষ্কিঞ্চন।

* মনসীব—মুন্সী; ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী।

† পোষ্টা—পালনকর্ত্তা।

এক-নামাভাসে তোমার পাপ-দোষ যাবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণ-চরণ পাইবে ॥ ২০১ ॥

আজ্ঞা পাইয়া রায় বৃন্দাবনেরে চলিল।
প্রয়াগ অযোধ্যা দিয়া নৈমিষারণ্য আইল ॥২০২॥

কতক দিবস তেঁহো নৈমিষারণ্যে রহিলা।
তাবৎ বৃন্দাবন দেখি প্রভু প্রয়াগে আইলা ॥২০৩॥

মথুরা আসিয়া রায় প্রভুর বার্ত্তা পাইল।
প্রভুর লাগি না পাইয়া বড় দুঃখী হৈল ॥ ২০৪ ॥

রায় শুষ্ক-কাষ্ঠ আনি বেচে মথুরাতে।
পাঁচ ছয় পয়সা হয় একেক বোঝাতে ॥ ২০৫ ॥

আপনে রহে এক পয়সার চানা চিবাইয়া।
আর পয়সা বেণিয়া-স্থানে রাখেন ধরিয়া ॥২০৬॥

দুঃখী বৈষ্ণব দেখি তারে করান ভোজন।
গৌড়িয়া আইলে দধি ভাত তৈল-মর্দ্দন ॥ ২০৭ ॥

রূপগোঁসাই আসি তাঁরে বহু প্রীতি কৈলা।
আপন সঙ্গে লৈয়া দ্বাদশ বন দেখাইলা ॥ ২০৮ ॥

মাসমাত্র রূপ-গোঁসাই রহিলা বৃন্দাবনে।
শীঘ্র চলি আইলা সনাতনানুসন্ধানে ॥ ২০৯ ॥

গঙ্গাতীর-পথে প্রভু প্রয়াগেতে গেলা।
ইহা শুনি দুই ভাই সে পথে চলিলা ॥ ২১০ ॥
এথা সনাতন-গোঁসাই প্রয়াগে আসিয়া।
মথুরা আইলা সনাতন রাজপথ দিয়া ॥ ২১১ ॥

মথুরাতে সুবুদ্ধি-রায় তাঁহারে মিলিলা।
রূপ-অনুপম-কথা সকলি কহিলা ॥ ২১২ ॥
গঙ্গাপথে দুই ভাই, রাজপথে সনাতন।
অতএব তাঁহা-সনে না হৈল মিলন ॥ ২১৩ ॥

সুবুদ্ধি-রায় বহু স্নেহ করে সনাতনে।
ব্যবহার-স্নেহ সনাতন নাহি মানে ॥ ২১৪ ॥
মহা-বিরক্ত সনাতন ভ্রমে বনে বনে।
প্রতিকুঞ্জে প্রতিবৃক্ষে রহে রাত্রিদিনে ॥২১৫॥
মথুরামাহাত্ম্য-শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া।
লুপ্ততীর্থ প্রকট করে বনেতে ভ্রমিয়া ॥ ২১৬ ॥

এইমত সনাতন বৃন্দাবনে রহিলা।
রূপ-গোঁসাই দুই ভাই কাশীতে আইলা ॥ ২১৭ ॥

মহারাষ্ট্রী দ্বিজ, শেখর, মিশ্র তপন।
তিনজনসহ রূপ করিল মিলন ॥ ২১৮ ॥

শেখরের ঘরে বাসা, মিশ্র-ঘরে ভিক্ষা।
মিশ্র-মুখে শুনে সনাতনে প্রভুর শিক্ষা ॥ ২১৯ ॥

কাশীতে প্রভুর চরিত্র শুনি তিনের মুখে।
সন্ন্যাসীরে কৃপা শুনি পাইল বড় সুখে ॥ ২২০ ॥

মহাপ্রভুর উপর লোকের প্রণতি দেখিয়া।
সুখী হইল লোক-মুখে কীর্ত্তন শুনিয়া ॥ ২২১ ॥

দিন দশ রহি রূপ গৌড়ে যাত্রা কৈল।
সনাতন-রূপের এই চরিত্র কহিল ॥ ২২২ ॥

কাশী হইতে মহাপ্রভুর নীলাচলে আগমন ও
ভক্তগণসহ মিলন

এথা মহাপ্রভু যদি নীলাদ্রি চলিলা।
নির্জ্জন বনপথে মহাসুখ পাইলা ॥ ২২৩ ॥

সুখে চলি আইসে প্রভু বলভদ্র সঙ্গে।
পূর্ব্ববৎ মৃগাদি সঙ্গে কৈল নানা রঙ্গে ॥ ২২৪ ॥

আঠারনালাতে আসি ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণে।
পাঠাইয়া বোলাইল নিজ ভক্তগণে ॥ ২২৫ ॥

শুনিয়া সকল ভক্ত পুনরপি জীল।
দেহে প্রাণ আইলে যেন ইন্দ্রিয় উঠিল ॥ ২২৬ ॥

আনন্দে বিহ্বল ভক্ত ধাইয়া আইলা।
নরেন্দ্রে আসিয়া সবে প্রভুরে মিলিলা ॥ ২২৭ ॥

পুরী ভারতীর প্রভু বন্দিলা চরণ।
দোঁহে মহাপ্রভুরে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ২২৮ ॥

দামোদর স্বরূপ, পণ্ডিত গদাধর।
জগদানন্দ, কাশীশ্বর, গোবিন্দ, বক্রেশ্বর ॥ ২২৯ ॥

কাশীমিশ্র, প্রদ্যুম্ন, পণ্ডিত দামোদর।
হরিদাসঠাকুর, আর পণ্ডিত শঙ্কর ॥ ২৩০ ॥

আর সব ভক্ত প্রভুর চরণে পড়িলা।
সবা আলিঙ্গিয়া প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥ ২৩১ ॥
আনন্দ-সমুদ্রে ভাসে সব ভক্তগণে।
সবা লইয়া চলে প্রভু জগন্নাথ দর্শনে ॥ ২৩২ ॥
জগন্নাথ দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
ভক্তসঙ্গে বহুক্ষণ নৃত্য-গীত কৈলা ॥ ২৩৩ ॥
জগন্নাথ সেবক আসি মালা-প্রসাদ দিলা।
তুলসী পড়িছা আসি চরণ বন্দিলা ॥ ২৩৪ ॥
মহাপ্রভু আইলা—গ্রামে কোলাহল হৈল।
সার্ব্বভৌম রামানন্দ বাণীনাথ মিলিল ॥ ২৩৫ ॥
সবা সঙ্গে লৈয়া প্রভু মিশ্রবাসা আইলা।
সার্ব্বভৌমপণ্ডিত গোসাঞিরে নিমন্ত্রণ কৈলা ॥২৩৬॥
প্রভু কহে, মহাপ্রসাদ আন এই স্থানে।
সবা সঙ্গে ইহা আজি করিব ভোজনে ॥ ২৩৭ ॥
তবে দোঁহে জগন্নাথের প্রসাদ আনিল।
সবা সঙ্গে মহাপ্রভু ভোজন করিল ॥ ২৩৮ ॥
এই ত কহিল—প্রভু দেখি বৃন্দাবন।
পুনরপি কৈল যৈছে নীলাদ্রি গমন ॥ ২৩৯ ॥
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ।
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্যচরণ ॥ ২৪০ ॥
মধ্যলীলার কৈল এই দিগ্‌দরশন।
ছয় বৎসর করিল যৈছে গমনাগমন ॥ ২৪১ ॥
শেষ-অষ্টাদশ বৎসর নীলাচলে বাস।
ভক্তগণ সঙ্গে করে কীর্ত্তন-বিলাস ॥ ২৪২ ॥

মধ্যলীলার অনুবাদ

মধ্যলীলার ক্রম এবে করি অনুবাদ।
অনুবাদ কৈলে হয় লীলার আস্বাদ ॥ ২৪৩ ॥
প্রথম পরিচ্ছেদে শেষ-লীলার সূত্রগণ।
তঁহি মধ্যে কোন ভাগের বিস্তার বর্ণন ॥ ২৪৪ ॥
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রভুর প্রলাপ-বর্ণন।
তঁহি মধ্যে নানা ভাগে দিগ্‌দরশন ॥ ২৪৫ ॥
তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রভুর কহিল সন্ন্যাস।
আচার্য্যের ঘরে যৈছে করিল বিলাস ॥ ২৪৬ ॥
চতুর্থে মাধবপুরীর চরিত্র আস্বাদন।
গোপাল-স্থাপন, ক্ষীর-চুরির বর্ণন ॥ ২৪৭ ॥
পঞ্চমে সাক্ষিগোপাল চরিত্র বর্ণন।
নিত্যানন্দ কহে, প্রভু করে আস্বাদন ॥ ২৪৮ ॥
ষষ্ঠে সার্ব্বভৌমে প্রভু করিলা উদ্ধার।
সপ্তমে তীর্থযাত্রা, বাসুদেব-নিস্তার ॥ ২৪৯ ॥
অষ্টমে রামানন্দ-সংবাদ বিস্তার।
আপনে শুনিল সব সিদ্ধান্তের সার ॥ ২৫০ ॥
নবমে কহিল দক্ষিণ-তীর্থভ্রমণ।
দশমে কহিল সব ভক্তের মিলন ॥ ২৫১ ॥
একাদশে শ্রী মন্দিরে বেড়া-সঙ্কীর্ত্তন।
দ্বাদশে গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জন ক্ষালন ॥ ২৫২ ॥
ত্রয়োদশে রথ-আগে প্রভুর নর্ত্তন।
চতুর্দ্দশে হোরাপঞ্চমী-যাত্রা-দরশন ॥ ২৫৩ ॥
তার মধ্যে ব্রজদেবীর ভাবের বর্ণন।
স্বরূপ-কহিল, প্রভু কৈল আস্বাদন ॥ ২৫৪ ॥
পঞ্চদশে ভক্তের গুণ শ্রীমুখে কহিল।
সার্ব্বভৌম-ঘরে ভিক্ষা—অমোঘে তারিল ॥ ২৫৫ ॥
ষোড়শে বৃন্দাবন-যাত্রা কৈল গৌড়-পথে।
পুনঃ নীলাচলে আইলা নাটশালা হইতে ॥২৫৬॥
সপ্তদশে বনপথে মথুরা গমন।
অষ্টাদশে বৃন্দাবন-বিহার-বর্ণন ॥ ২৫৭ ॥
ঊনবিংশে মথুরা হৈতে প্রয়াগে গমন।
তার মধ্যে শ্রীরূপেরে শক্তি-সঞ্চারণ ॥ ২৫৮ ॥
বিংশ পরিচ্ছেদে সনাতনের মিলন।
তার মধ্যে ভগবানের স্বরূপ-বর্ণন ॥ ২৫৯ ॥
একবিংশে কৃষ্ণৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-বর্ণন।
দ্বাবিংশে দ্বিবিধ-সাধনভক্তি বিবরণ ॥ ২৬০ ॥
ত্রয়োবিংশে প্রেমভক্তি-রসের কথন।
চতুর্ব্বিংশে আত্মারাম-শ্লোকার্থ-বর্ণন ॥ ২৬১ ॥

পঞ্চবিংশে কাশীবাসি বৈষ্ণবকরণ।
কাশী হৈতে পুনঃ নীলাচলে আগমন ॥ ২৬২ ॥
পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদে এই কৈল অনুবাদ।
যাহার শ্রবণে হয় গ্রন্থার্থ-আস্বাদ ॥ ২৬৩ ॥

শ্রীচৈতন্যলীলামৃত ও শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতের যুগপৎ আস্বাদন

সংক্ষেপে কহিল এই মধ্যলীলাসার।
কোটি গ্রন্থে বর্ণন না যায় ইহার বিস্তার ॥ ২৬৪ ॥
জীব নিস্তারিতে প্রভু ভ্রমিলা দেশে দেশে।
আপনে আস্বাদি ভক্তি করিলা প্রকাশে ॥ ২৬৫ ॥
কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব আর।
ভাবতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, লীলা তত্ত্বসার ॥ ২৬৬ ॥
শ্রীভাগবত-তত্ত্বরস করিল প্রচার।
কৃষ্ণতুল্য-ভাগবত জানাইল সংসার ॥ ২৬৭ ॥
ভক্ত লাগি বিস্তারিল আপন বদনে।
কাঁহা কাঁহা ভক্ত-মুখে শুনিলা আপনে ॥ ২৬৮ ॥
শ্রীচৈতন্য-সম আর কৃপালু বদান্য।
ভক্ত-বৎসল না দেখি ত্রিজগতে অন্য　২৬৯ ॥
শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুন-ভক্তগণ।
ইহার শ্রবণে পাবে চৈতন্য-চরণ ॥ ২৭
ইহার প্রসাদে পাবে কৃষ্ণতত্ত্ব-সার।
সর্ব্বশাস্ত্র-সিদ্ধান্তের ইহা পাইবে পার　২৭১

যথারাগঃ—

কৃষ্ণলীলামৃত-সার,　　তার শত শত ধার,
দশদিকে বহে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্য-লীলা হয়,　　সরোবর অক্ষয়,
মনোহংস চরাহ তাহাতে ॥ ২৭২ ॥
ভক্তগণ! শুন মোর দৈন্য-বচন।
তোমা সবার পদধূলি,　　অঙ্গে বিভূষণ করি,
কিছু মুই করোঁ নিবেদন ॥ ২৭৩ ॥
কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্তগণ,　　যাতে প্রফুল্ল পদ্মবন,
তার মধু কর আস্বাদন।
প্রেমরস-কুমুদবনে,　　প্রফুল্লিত রাত্রিদিনে,
তাতে চরাও মনোভৃঙ্গগণ ॥ ২৭৪ ॥
নানা ভাবের ভক্তজন,　　হংস চক্রবাকগণ,
যাতে সবে করেন বিহার।
কৃষ্ণকেলি সুমৃণাল,　　যাঁহা পাই সর্ব্বকাল,
ভক্তহংস করয়ে আহার ॥ ২৭৫ ॥
সেই সরোবরে গিয়া,　　ংস চক্রবাক হইয়া,
সদা তাঁহা করহ বিলাস।
খণ্ডিবে সকল দুঃখ,　　পাইবে পরম সুখ,
অনায়াসে হবে প্রেমোল্লাস ॥ ২৭৬ ॥
এই অমৃত অনুক্ষণ,　　সাধু-মহান্ত-মেঘগণ,
বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ।
তাতে ফলে প্রেমফল,　　ভক্ত খায় নিরন্তর,
তার শেষে জীয়ে জগজ্জন ॥ ২৭৭ ॥
চৈতন্যলীলামৃত-পূর,　　কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর,
দোঁহে মিলি হয় যে মাধুর্য্য।
সাধু-গুরু-প্রসাদে,　　তাহা যেই আস্বাদে,
সেই জানে মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য ॥ ২৭৮ ॥
এই লীলামৃত বিনে,　　খায় যদি অন্ন পানে,
তবু ভক্তের দুর্ব্বল জীবন।
যার একবিন্দু পানে,　　উল্লসিত তনু মনে,
হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন ॥ ২৭৯ ॥
এ অমৃত কর পান,　　যাহা সম নাহি আন,
চিত্তে করি সুদৃঢ় বিশ্বাস।
না পড় কুতর্ক-গর্ত্তে,　　অমেধ্য কর্কশাবর্ত্তে,
যাতে পড়িলে হয় সর্ব্বনাশ ॥ ২৮০ ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ,　　অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
আর যত শ্রোতা ভক্তগণ।
তোমা-সবার শ্রীচরণ,　　শিরে করি ভূষণ,
যাহা হৈতে অভীষ্ট-পূরণ ॥ ২৮১ ॥

শ্রীরূপ সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
শিরে ধরি যার করোঁ আশ।
কৃষ্ণলীলামৃতান্বিত, চৈতন্যচরিতামৃত,
কহে কিছু দীন কৃষ্ণদাস ॥ ২৮২ ॥

শ্রীমন্মদনগোপাল-গোবিন্দদেব-তুষ্টয়ে।
চৈতন্যার্পিতমস্ত্বেতচ্চৈতন্যচরিতামৃতং ॥ ২৮৩ ॥

এই "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থ শ্রীমন্মদনগোপাল ও শ্রীগোবিন্দদেবের প্রীতি উৎপাদন করুক ইহা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রে সমর্পিত হইল ॥ ২৮৩ ॥

তদিদমতি-রহস্যং গৌরলীলামৃতং যৎ
খল-সমুদয়লোকৈর্নাদৃতং তৈরলভ্যং।
ক্ষিতিরিয়মিহ কা মে স্বাদিতং যৎ সমন্তাৎ
সহৃদয়-সুমনোভির্মোদমেষাং তনোতি ॥ ২৮৪ ॥

এই যে পরম-নিগূঢ় শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃত, এই অমৃতকে খলরূপ শূকরগণ আদর করে না; তাই ইহা তাহাদের পক্ষে অলভ্য; তবে তাহাতে আমার ক্ষতি কি? কোন ক্ষতি নাই, যেহেতু সহৃদয় সাধুগণ কর্ত্তৃক ইহা আস্বাদিত হইয়া সর্ব্ব-প্রকারে তাহাদিগের আনন্দ বিধান করিতেছে ॥ ২৮৪ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে কাশীবাসি-বৈষ্ণবকরণং পুনর্নীলাদ্রি-গমনং নাম পঞ্চবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

মধ্যলীলা সম্পূর্ণ।



শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈত-শ্রীপাদপদ্মেভ্যো নমঃ।

অন্ত্যলীলা

প্রথম পরিচ্ছেদ

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েৎ শ্রুতিং।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরং ॥ ১ ॥

যাঁহার কৃপা পঙ্গু অর্থাৎ খোঁড়াকে গিরি লঙ্ঘন করায় এবং বোবাকে বেদ পাঠ করায়, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-ঈশ্বরকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

দুর্গমে পথি মেঽন্ধস্য স্খলৎ-পাদগতের্মুহুঃ।
স্বকৃপা-যষ্টি-দানেন সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনং ॥ ২ ॥

আমি ত অন্ধ অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞানহীন ; সুতরা, শ্রীগৌরাঙ্গের সুগভীর লীলা ও তত্ত্ব-বর্ণনরূপ দুরূহ পথে ভ্রমণ করিতে করিতে আমি প্রতিপদে পদস্খলিত হইতেছি ; অতএব সাধুগণ কৃপারূপ যষ্টি প্রদান পূর্ব্বক আমার সহায় হউন ॥ ২ ॥

শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপাল-ভট্ট, দাস-রঘুনাথ ॥ ৩ ॥

এই ছয় গুরুর করি চরণ-বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ন-নাশ অভীষ্ট-পূরণ ॥ ৪ ॥

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্ব-পদাম্ভোজৌ রাধা-মদনমোহনৌ ॥ ৫ ॥*

দীব্যদ্বৃন্দারণ্য-কল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগার-সিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধা শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালিভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ৬ ॥*

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবট-তট-স্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ
শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥ ৭ ॥*

* এই শ্লোকগুলির অনুবাদ ২৮ পৃষ্ঠায় ১৫, ১৬ ও ১৭ দাগে দ্রষ্টব্য।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ৮ ॥
মধ্যলীলা সংক্ষেপেতে করিল বর্ণন।
অন্ত্যলীলা-বর্ণন কিছু শুন ভক্তগণ ॥ ৯ ॥
মধ্যলীলা-মধ্যে অন্ত্যলীলার সূত্রগণ।
পূর্ব্বে গ্রন্থে সংক্ষেপে করিয়াছি বর্ণন ॥ ১০ ॥
আমি জরাগ্রস্ত—নিকট জানিয়া মরণ।
অন্ত্যলীলার কোনো সূত্র করিয়াছি বর্ণন ॥১১॥
পূর্ব্বের লিখিত সূত্রগণ-অনুসারে।
যেই নাহি লিখি, তাহা লিখিয়ে বিস্তারে ॥ ১২ ॥

মহাপ্রভুর বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমন-সংবাদ-শ্রবণে নবদ্বীপবাসী ও অন্যান্য ভক্তগণ প্রভু-দর্শনার্থে নীলাচল-যাত্রা

বৃন্দাবন হৈতে প্রভু নীলাচল আইলা।
স্বরূপ-গোঁসাই গৌড়ে বার্ত্তা পাঠাইলা ॥ ১৩ ॥
শুনি শচী আনন্দিত সর্ব্ব ভক্তগণ।
সবে মিলি নীলাচলে করিলা গমন ॥ ১৪ ॥

শিবানন্দ-সেনের ভাগ্যবান্ কুক্কুরের বৃত্তান্ত

কুলীনগ্রামী ভক্তগণ আর খণ্ডবাসী।
আচার্য্য-শিবানন্দ সনে মিলিলা সবে আসি ॥১৫॥
শিবানন্দ করে সব ঘাটি-সমাধান।
সবারে পালন করে, দেন বাসস্থান ॥ ১৬ ॥
এক কুক্কুর চলে শিবানন্দ-সনে।
ভক্ষ্য দিয়া লৈয়া চলে করিয়া পালনে ॥ ১৭ ॥
একদিন সবে এক নদী পার হৈতে।
উড়িয়া-নাবিক কুক্কুর না চড়ায় নৌকাতে ॥১৮॥
কুক্কুর রহিলা, শিবানন্দ দুঃখী হৈলা।
দশ পণ কড়ি দিয়া কুক্কুর পার কৈলা ॥ ১৯ ॥
একদিন শিবানন্দ ঘাটিতে রহিলা।
কুক্কুরকে ভাত দিতে সেবক পাসরিলা ॥ ২০ ॥
রাত্রে আসি শিবানন্দ ভোজনে বসিলা।
'কুক্কুর পাইয়াছে ভাত'—সেবকে পুছিলা ॥ ২১ ॥
কুক্কুর ভাত নাহি পায় শুনি দুঃখী হৈলা।
কুক্কুর চাহিতে দশলোক পাঠাইলা ॥ ২২ ॥
চাহিয়া না পায় কুক্কুর, লোক সব আইল।
দুঃখী হৈয়া শিবানন্দ উপবাস কৈল ॥ ২৩ ॥
প্রভাতে চাহিল কুক্কুর, কাঁহা না পাইল।
সকল-বৈষ্ণব-মনে চমৎকার হৈল ॥ ২৪ ॥
উৎকণ্ঠায় চলি সবে আইলা নীলাচলে।
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু মিলিলা সকলে ॥ ২৫ ॥
সব লৈয়া কৈল জগন্নাথ-দরশন।
সবা লৈয়া মহাপ্রসাদ করিলা ভোজন ॥ ২৬ ॥
পূর্ব্ববৎ সবারে প্রভু পাঠাইলা বাসস্থানে।
প্রভুস্থানে প্রাতে সবে আইলা আরদিনে ॥ ২৭ ॥
আসিয়া দেখিল তবে—সেই ত কুক্কুরে।
প্রভুর পাশে বসি আছে কিছু অল্পদূরে ॥ ২৮ ॥
প্রসাদ নারিকেল-শস্য প্রভু দেন ফেলাইয়া।
'কৃষ্ণ রাম হরি কহ' বলেন হাসিয়া ॥ ২৯ ॥
শস্য খায় কুক্কুর, 'কৃষ্ণ' কহে বারবার।
দেখিয়া লোকের মনে হৈল চমৎকার ॥ ৩০ ॥
শিবানন্দ কুক্কুর দেখি দণ্ডবত কৈলা।
দৈন্য করি নিজ-অপরাধ ক্ষমাইলা ॥ ৩১ ॥
আরদিন কেহো তার দেখা না পাইলা।
সিদ্ধদেহ পাইয়া কুক্কুর বৈকুণ্ঠেতে গেলা ॥ ৩২ ॥
ঐছে দিব্য লীলা করে শচীর নন্দন।
কুক্কুরকে 'কৃষ্ণ' কহাই করিলা মোচন ॥ ৩৩ ॥

শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদের বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নাটকদ্বয়-প্রসঙ্গ

এথা প্রভু-আজ্ঞায় রূপ আইলা বৃন্দাবন।
কৃষ্ণলীলা-নাটক করিতে হৈল তাঁর মন ॥ ৩৪ ॥
বৃন্দাবনে নাটকের আরম্ভ করিল।
মঙ্গলাচরণ-নান্দীশ্লোক তথাই লিখিল ॥ ৩৫ ॥

পথে চলি আইসে নাটকের ঘটনা ভাবিতে।
কড়চা করিয়া কিছু লাগিলা লিখিতে ॥ ৩৬ ॥
এইমত দুই ভাই গৌড়দেশে আইল।
গৌড়ে আসি অনুপমের গঙ্গা-প্রাপ্তি হৈল ॥৩৭॥
রূপ-গোঁসাই প্রভু-পাশ করিলা গমন।
প্রভুকে দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন ॥ ৩৮ ॥
অনুপমের লাগি তাঁর কিছু বিলম্ব হৈল।
ভক্তগণের পাছে আইল, লাগ না পাইল ॥ ৩৯ ॥
উড়িয়াদেশে সত্যভামাপুর নামে গ্রাম।
একরাত্রি সেই গ্রামে করিল বিশ্রাম ॥ ৪০ ॥
রাত্রে স্বপ্নে দেখে এক দিব্যরূপা নারী।
সম্মুখে আসিয়া আজ্ঞা দিলা বহু কৃপা করি— ॥৪১॥
আমার নাটক পৃথক্ করহ রচন।
আমার কৃপাতে নাটক হবে বিলক্ষণ ॥ ৪২ ॥
স্বপ্ন দেখি রূপ-গোঁসাই করিল বিচার।
সত্যভামার আজ্ঞা—পৃথক্ নাটক করিবার ॥৪৩॥
ব্রজ-পুর-লীলা একত্র করিয়াছি ঘটনা।
দুই ভাগ করি এবে করিব রচনা ॥ ৪৪ ॥
ভাবিতে ভাবিতে শীঘ্র আইলা নীলাচলে।
আসি উত্তরিলা হরিদাসের বাসাস্থলে ॥ ৪৫ ॥
হরিদাস-ঠাকুর তাঁরে বহু কৃপা কৈলা।
তুমি যে আসিবে মোরে প্রভুহো যে কহিলা ॥৪৬॥
প্রভুকে দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন।
হরিদাস কহে—প্রভু আসিব এখন ॥ ৪৭ ॥
উপলভোগ দেখি হরিদাসেরে মিলিতে।
প্রতিদিন আইসেন প্রভু, আইলা আচম্বিতে ॥৪৮॥
'রূপ দণ্ডবৎ করে'—হরিদাস কহিলা।
হরিদাসে মিলি প্রভু রূপে আলিঙ্গিলা ॥ ৪৯ ॥
হরিদাস রূপ লৈয়া প্রভু বসিলা একস্থানে।
কুশল-প্রশ্ন ইষ্টগোষ্ঠী কৈল কতক্ষণে ॥ ৫০ ॥
সনাতনের বার্ত্তা যদি গোঁসাই পুছিল।
রূপ কহে—তাঁর সঙ্গে দেখা না হইল ॥ ৫১ ॥

আমি গঙ্গাপথে আইলাম, তেঁহো রাজপথে।
অতএব আমার দেখা নহিল তাঁর সাথে ॥ ৫২ ॥
প্রয়াগে শুনিল—তেঁহো গেলা বৃন্দাবন।
অনুপমের গঙ্গা-প্রাপ্তি কৈল নিবেদন ॥ ৫৩ ॥
রূপে তাঁহা বাসা দিয়া গোঁসাই চলিলা।
গোঁসাইর সঙ্গের ভক্ত রূপেরে মিলিলা ॥ ৫৪ ॥
আরদিন মহাপ্রভু সব ভক্ত লৈয়া।
রূপে মিলাইলা সবায় কৃপা ত করিয়া ॥ ৫৫ ॥
সবার চরণ রূপ করিল বন্দন।
কৃপা করি রূপে সবে কৈল আলিঙ্গন ॥ ৫৬ ॥
অদ্বৈত-নিত্যানন্দ-প্রভু এই দুইজনে।
প্রভু কহে—রূপে কৃপা কর কায়মনে ॥ ৫৭ ॥
দোঁহার কৃপায় ইঁহার ঐছে হউক শক্তি।
যাতে বিবরিতে পারে কৃষ্ণ-রসভক্তি ॥ ৫৮ ॥
গৌড়ীয়া উড়িয়া যত প্রভুর ভক্তগণ।
সবার হইল রূপ স্নেহের ভাজন ॥ ৫৯ ॥
প্রতিদিন আসি প্রভু করেন মিলনে।
মন্দিরে যে প্রসাদ পান, দেন দুইজনে ৬০
ইষ্টগোষ্ঠী দোঁহা-সনে করি কতক্ষণ।
মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু করেন গমন ॥ ৬১
এইমত প্রতিদিন প্রভুর ব্যবহার।
প্রভু-কৃপা পাইয়া রূপের আনন্দ অপার ৬২
ভক্ত লৈয়া কৈল প্রভু গুণ্ডিচা-মার্জ্জন।
আইটোটা আসি কৈল বন্য-ভোজন ॥ ৬৩ ॥
প্রসাদ খায়, 'হরি' বলে সর্ব্ব ভক্তগণ।
দেখি হরিদাস-রূপের আনন্দিত মন ॥ ৬৪ ॥
গোবিন্দ দ্বারা প্রভুর শেষ-প্রসাদ পাইলা।
প্রেমে মত্ত দুই জন নাচিতে লাগিলা ॥ ৬৫ ॥
আর দিন প্রভু রূপে মিলিয়া বসিলা।
সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি প্রভু কহিতে লাগিলা— ॥৬৬॥
কৃষ্ণকে বাহির না করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাঁহাতে ॥ ৬৭ ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ-প্রকটলীলায়াং
৩২-অঙ্কধৃত যামলবচনং—

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি ॥ ৬৮ ॥

যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ শ্রীবসুদেব-সুত বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ হইলেন গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ; সুতরাং তিনি গোপেন্দ্রনন্দন হইতে পৃথক, পরন্তু যিনি গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তিনি বৃন্দাবন ছাড়িয়া অন্য কোথাও যান না ॥ ৬৮ ॥

এত কহি মহাপ্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা।
রূপ-গোঁসাই মনে কিছু বিস্ময় হইলা ॥ ৬৯ ॥
পৃথক্ নাটক করিতে সত্যভামা আজ্ঞা দিল।
জানি পৃথক্ নাটক করিতে প্রভুর
আজ্ঞা হৈল ॥ ৭০ ॥
পূর্ব্বে দুই নাটকের ছিল একত্র রচনা।
দুই ভাগ করি এবে করিব ঘটনা ॥ ৭১ ॥
দুই নান্দী প্রস্তাবনা দুই সংঘটনা।
পৃথক করিয়া লিখি করিয়া ভাবনা ॥ ৭২ ॥
রথযাত্রায় জগন্নাথ দর্শন করিল।
রথ-অগ্রে প্রভুর নৃত্য কীর্ত্তন দেখিল ॥ ৭৩ ॥
প্রভুর নৃত্যে শ্লোক শুনি শ্রীরূপ-গোঁসাই।
সেই শ্লোকের অর্থ-শ্লোক করিল তথাই ॥৭৪॥
পূর্ব্বে সেই সব কথা করিয়াছি বর্ণন।
তথাপি কহিয়ে কিছু সংক্ষেপ-কথন ॥ ৭৫ ॥
সামান্য এক শ্লোক প্রভু পড়েন কীর্ত্তনে।
কেনে শ্লোক পড়েন ইহা কেহো নাহি
জানে ॥ ৭৬ ॥
সবে এক স্বরূপ-গোঁসাই শ্লোকের অর্থ জানে।
শ্লোকানুরূপ পদ করান আস্বাদনে ॥ ৭৭ ॥
রূপ-গোঁসাই মহাপ্রভুর জানি অভিপ্রায়।
সেই অর্থে শ্লোক কৈল প্রভুরে যে ভায় ॥ ৭৮ ॥

তথাহি কাব্যপ্রকাশে ১ম-উল্লাসে ৪র্থ-শ্লোকঃ—

যঃ কৌমার-হরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিত-মালতী-সুরভয়ঃ
প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত-ব্যাপার-লীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরু-তলে চেতঃ
সমুৎকণ্ঠতে ॥ ৭৯ ॥*

তথাহি পদ্যাবল্যাং (৩৮৩) শ্রীরূপগোস্বামি-
পাদৈকক্ত-শ্লোকঃ—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি! কুরুক্ষেত্র-মিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গম-সুখং।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুর-মুরলী-পঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দী পুলিন-বিপিনায়
স্পৃহয়তি ॥ ৮০ ॥†

তালপত্রে শ্লোক লিখি চালেতে রাখিলা।
সমুদ্রস্নান করিবারে রূপ গোঁসাই গেলা ॥ ৮১ ॥
হেনকালে আইলা প্রভু তাঁহারে মিলিতে।
চালে গোঁজা শ্লোক পাইয়া লাগিলা পড়িতে ॥৮২॥
শ্লোক পড়ি প্রভু সুখে প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
হেনকালে রূপ-গোসাই স্নান করি আইলা ॥৮৩॥
প্রভু দেখি দণ্ডবত প্রাঙ্গণে পড়িলা।
প্রভু তারে চাপড় মারি কহিতে লাগিলা— ॥৮৪॥
গূঢ় মোর হৃদয় তুই জানিলি কেমনে।
এত কহি রূপে কৈল দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥ ৮৫ ॥
সেই শ্লোক লৈয়া প্রভু স্বরূপে দেখাইল।
স্বরূপের পরীক্ষা লাগি তাঁহারে পুছিল ॥ ৮৬ ॥
মোর অন্তর-বার্ত্তা রূপ জানিল কেমনে।
স্বরূপ কহে—জানি কৃপা করিয়াছ আপনে ॥৮৭॥

* অনুবাদ ১৩৬ পৃষ্ঠায় ৫৮ দাগে দ্রষ্টব্য।
† অনুবাদ ১৩৭ পৃষ্ঠায় ৭৩ দাগে দ্রষ্টব্য।

অন্যথা এ অর্থ কারো নাহি হয় জ্ঞান।
তুমি কৃপা করিয়াছ করি অনুমান ॥ ৮৮ ॥
প্রভু কহে—ইঁহো মোরে প্রয়াগে মিলিল।
যোগ্যপাত্র জানি মোর কৃপা ত হৈল ॥ ৮৯ ॥
তবে শক্তি সঞ্চারি আমি কৈল উপদেশ।
তুমিহ কহিও ইঁহায় রসের বিশেষ ॥ ৯০ ॥
স্বরূপ কহে—যবে এই শ্লোক দেখিল।
তুমি করিয়াছ কৃপা, তবহিঁ জানিল ॥ ৯১ ॥

তথাহি ন্যায়ঃ—

ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে ॥ ৯২ ॥

কোন কার্য্যের ফল দেখিলে তদ্দ্বারা ফলের কারণ অনুমান করা যায় ॥ ৯২ ॥

তথাহি নৈষধীয়ে তৃ-সর্গে ১৭শ-শ্লোকে দময়ন্তীং প্রতি হংসবাক্যং—

স্বর্গাপগা-হেম-মৃণালিনীনাং
নানা-মৃণালাগ্র-ভুজো ভজামঃ।
অন্নানুরূপাং তনুরূপ-ঋদ্ধিং
কার্য্যং নিদানাদ্ধি গুণানধীতে ॥ ৯৩ ॥

হংসগণ দময়ন্তীকে বলিল, আমরা স্বর্গীয় নদীর স্বর্ণপদ্ম-সমূহের নানা মৃণালের অগ্রভাগ ভোজন করিয়া ঐরূপ স্বর্ণবর্ণ দেহ প্রাপ্ত হইয়াছি, কেননা কারণ হইতে কার্য্য ঐ কারণের গুণ প্রাপ্ত হয় ॥ ৯৩ ॥

চাতুর্ম্মাস্য রহি গৌড়ে বৈষ্ণব চলিলা।
রূপ-গোঁসাই মহাপ্রভুর চরণে রহিলা ॥ ৯৪ ॥
একদিন রূপ করেন নাটক-লিখন।
আচম্বিতে মহাপ্রভুর হৈল আগমন ॥ ৯৫ ॥
সম্ভ্রমে দোঁহে উঠি দণ্ডবত হৈলা।
দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু আসনে বসিলা ॥ ৯৬ ॥
'কোন্ পুঁথি লিখ' বলি এক পত্র লৈল।
অক্ষর দেখিয়া প্রভু মনে সুখী হৈল ॥ ৯৭ ॥
শ্রীরূপের অক্ষর যেন মুকুতার পাঁতি।
প্রীত হৈয়া করে প্রভু অক্ষরের স্তুতি ॥ ৯৮ ॥
সেই পত্রে প্রভু এক শ্লোক দেখিলা।
পড়িতেই শ্লোক প্রেমে আবিষ্ট হইলা ॥ ৯৯ ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে ১-অঙ্কে ১১ শ্লোকঃ—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী-লব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়-কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং
চেতঃপ্রাঙ্গণ-সঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ
কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥ ১০০ ॥

আহা মরি! না জানি "কৃষ্ণ" এই বর্ণ দুইটি কত সুধা দিয়াই গঠিত। ইহা বদনে উচ্চারিত হইবা মাত্র শত সহস্র বদন লাভের কামনা অন্তরে উদিত হয়, কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র কোটি কোটি কর্ণ লাভের বাসনার উদ্রেক হয় এবং স্মৃতিপথে জাগরূক হইবামাত্র সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য স্থগিত করিয়া দেয় অর্থাৎ তাহাতে বাহ্য জ্ঞান লোপ হইয়া যায় ॥ ১০০ ॥

শ্লোক শুনি হরিদাস হইলা উল্লাসী।
নাচিতে লাগিলা শ্লোকের অর্থ প্রশংসি ॥ ১০১ ॥
কৃষ্ণনামের মহিমা শাস্ত্র-সাধু-মুখে জানি।
নামের মাধুর্য্য ঐছে কাঁহা নাহি শুনি ॥ ১০২ ॥
তবে মহাপ্রভু দোঁহায় করি আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন ॥ ১০৩ ॥
আর দিন মহাপ্রভু দেখি জগন্নাথ।
সার্ব্বভৌম-রামানন্দ-স্বরূপাদি-সাথ ॥ ১০৪ ॥
সবে মিলি চলি আইলা শ্রীরূপে মিলিতে।
পথে তাঁর গুণ সবারে লাগিলা কহিতে ॥ ১০৫ ॥
দুই শ্লোক শুনি প্রভুর হৈল মহাসুখ।
নিজ-ভক্তের গুণ কহে হৈয়া পঞ্চমুখ ॥ ১০৬ ॥
সার্ব্বভৌম-রামানন্দে পরীক্ষা করিতে।
শ্রীরূপের গুণ দোঁহারে লাগিলা কহিতে ॥ ১০৭ ॥

ঈশ্বর-স্বভাব—ভক্তের না লয় অপরাধ।
অল্প সেবা বহু মানে আত্ম-পর্য্যন্ত প্রসাদ ॥ ১০৮॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
বিভাবলহর্য্যাং ৭০-শ্লোকঃ—

ভৃত্যস্য পশ্যতি গুরূনপি নাপরাধান্
সেবাং কৃতামপি মনাগবহুধাভ্যুপৈতি।
আবিষ্করোতি পিশুনেষ্বপি নাভ্যসূয়াং
শীলেন নির্ম্মলমতিঃ পুরুষোত্তমোঽয়ং ॥ ১০৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণের স্যমন্তকমণি লইয়া অক্রূর কাশীতে গাইলে উদ্ধব তাঁহাকে এই বলিয়াছিলেন যে, এই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ নিজ-সেবকের গুরুতর অপরাধেও দৃকপাত করেন না, অধিকন্তু তিনি সেবকের অল্প সেবাকেও বহু বলিয়া গ্রহণ করেন এবং দুর্জ্জনের সম্বন্ধেও তিনি কোনরূপ বিদ্বেষ করেন না, কেন না সুস্বভাব বশতঃ তাঁহার মতিই হইল নির্ম্মল ॥ ১০৯ ॥

ভক্ত-সঙ্গে প্রভু আইলা দেখি দুইজন।
দণ্ডবত হৈয়া কৈল চরণ-বন্দন ॥ ১১০ ॥
ভক্ত-সঙ্গে কৈল প্রভু দোঁহার মিলন।
পিণ্ডার উপরে বসিলা লৈয়া ভক্তগণ ॥ ১১১ ॥
রূপ, হরিদাস দোঁহে বসিলা পিণ্ডাতলে।
সবার আগ্রহে না উঠিলা পিণ্ডার উপরে ॥ ১১২॥
'পূর্ব্ব শ্লোক পড় রূপ!'—প্রভু আজ্ঞা কৈল।
লজ্জাতে না পড়ে রূপ—মৌন ধরিল ॥ ১১৩ ॥
স্বরূপ-গোঁসাই তবে সে শ্লোক পড়িল।
শুনি সবাকার চিত্তে চমৎকার হৈল ॥ ১১৪ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং শ্রীরূপগোস্বামিকৃত-শ্লোকঃ—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি! কুরুক্ষেত্র-মিলিত
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গম-সুখং।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুর-মুরলী-পঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দী-পুলিন-বিপিনায়
স্পৃহয়তি ॥ ১১৫॥*

অনুবাদ ১৩৭ পৃষ্ঠায় ৭৬ দাগে দ্রষ্টব্য

রায়, ভট্টাচার্য্য বলে—তোমার প্রসাদ বিনে।
তোমার হৃদয় এই জানিবে কেমনে ॥ ১১৬ ॥
আমাতে সঞ্চারি পূর্ব্বে কহিলা সিদ্ধান্ত।
সে সব সিদ্ধান্তে ব্রহ্মা নাহি পায় অন্ত ॥ ১১৭ ॥
তাতে জানি পূর্ব্বে তোমার পাইয়াছে প্রসাদ।
তাহা বিনা নহে তোমার হৃদয়ের অনুবাদ ॥১১৮॥
প্রভু কহে—কহ রূপ! নাটকের শ্লোক।
যে শ্লোক শুনি লোকের যায় দুঃখ শোক ॥১১৯॥
বারবার প্রভু তাঁরে আজ্ঞা যদি দিল।
তবে সে শ্লোক রূপ কহিতে লাগিল ॥ ১২০ ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে ১-অঙ্কে ৩৩-শ্লোকঃ—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী-লব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়-কড়ম্বিনী ঘটয়তে
কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং।
চেতঃপ্রাঙ্গণ-সঙ্গিনী বিজয়তে
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ
কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥ ১২১ ॥*

যত ভক্তবৃন্দ, আর রামানন্দ-রায়।
শ্লোক শুনি সবার হৈল আনন্দ বিস্ময় ॥ ১২২ ॥
সবে বলে—নাম-মহিমা শুনিয়াছি অপার।
এমন মাধুর্য্য কেহো বর্ণে নাহি আর ॥ ১২৩ ॥
রায় কহে—কোনো গ্রন্থ কর হেন জানি।
যাহার ভিতরে এই সিদ্ধান্তের খনি ॥ ১২৪ ॥
স্বরূপ কহে—কৃষ্ণলীলা-নাটক করিতে।
ব্রজলীলা পুরলীলা একত্র বর্ণিতে ॥ ১২৫ ॥
আরম্ভিয়াছিলা, এবে প্রভু-আজ্ঞা পাইয়া।
দুই নাটক করিতেছেন বিভাগ করিয়া ॥ ১২৬ ॥
বিদগ্ধমাধব, আর ললিতমাধব।
দুই নাটকে প্রেমরস অদ্ভুত সব ॥ ১২৭ ॥

* অনুবাদ ৪১৩ পৃষ্ঠায় ১০০ দাগে দ্রষ্টব্য।

রায় কহে—নান্দী-শ্লোক পড় দেখি শুনি।
শ্রীরূপ শ্লোক পড়ে প্রভুর আজ্ঞা মানি ॥ ১২৮ ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে ১ অঙ্কে ১-শ্লোকঃ—

সুধানাং চান্দ্রীণামপি মধুরিমোন্মাদ-দমনী
দধানা রাধাদি-প্রণয়-ঘনসারৈঃ সুরভিতাং।
সমন্তাৎ সন্তাপোদ্গম-বিষম-সংসার-সরণী-
প্রণীতাং তে তৃষ্ণাং হরতু হরিলীলা-
শিখরিণী ॥ ১২৯ ॥

যে কৃষ্ণলীলা রূপ শিখরিণী চন্দ্রের সুধার মাধুর্য্য-গর্ব্বকে খর্ব্ব করে এবং যাহার শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীগণের প্রণয়রূপ কর্পূর দ্বারা সুবাসিত, সেই কৃষ্ণলীলা তোমার আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ের উদ্ভবকারিণী ও সংসারপথ ভ্রমণ বিধায়িণী তৃষ্ণা অর্থাৎ বিষয় তৃষ্ণা সর্ব্বদা হরণ করুন ॥ ১২৯ ॥

রায় কহে—কহ ইষ্টদেবের বর্ণন।
প্রভুর সঙ্কোচে রূপ না করে পঠন ॥ ১৩০ ॥
প্রভু কহে—কহ, কেনে কি সঙ্কোচ লাজে।
গ্রন্থের ফল শুনাইবে বৈষ্ণব-সমাজে ॥ ১৩১ ॥
তবে রূপ-গোঁসাই যদি শ্লোক পড়িল।
শুনি প্রভু কহে—এই অতি স্তুতি হৈল ॥১৩২॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে ১-অঙ্কে ২-শ্লোকঃ—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল-রসাং স্বভক্তি-শ্রিয়ং।
হরিঃ পুরটসুন্দর-দ্যুতি-কদম্ব সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়-কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥১৩৩॥*

সব ভক্তগণ কহে শ্লোক শুনিয়া।
সবারে কৃতার্থ কৈলে শ্লোক শুনাইয়া ॥ ১৩৪ ॥
রায় কহে—কোন আমুখে পাত্র-সন্নিধান।
রূপ কহে—কালসাম্যে 'প্রবর্ত্তক' নাম ॥ ১৩৫ ॥

*অনুবাদ ২৬ পৃষ্ঠায় ৪ দাগে দ্রষ্টব্য।

তল্লক্ষণং নাটকচন্দ্রিকায়াং ১২-শ্লোকে—

আক্ষিপ্তং কালসাম্যেন প্রবেশঃ স্যাৎ
প্রবর্ত্তকঃ ॥ ১৩৬ ॥

সময়-বর্ণনা প্রসঙ্গে আকৃষ্ট হইয়া নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তির রঙ্গস্থলে প্রবেশ করাকে প্রবর্ত্তক বলে ॥ ১৩৬ ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে ১-অঙ্কে ১০-শ্লোকে—

সোঽয়ং বসন্ত-সময়ঃ সমিয়ায় যস্মিন্
পূর্ণং তমীশ্বরমুপোঢ়-নবানুরাগং।
গূঢ়গ্রহা রুচিরয়া সহ রাধয়াসৌ
রঙ্গায় সঙ্গময়িতা নিশি পৌর্ণমাসী ॥ ১৩৭ ॥

এই শ্লোকটির স্বাভাবিক অর্থ—এই সে, সেই এই বসন্ত কাল সমাগত হইয়াছে, যখন পূর্ণিমা তিথি, পূর্ণচন্দ্রের উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় নবগ্রহকে মান করিয়া, নূতন রক্তিম বর্ণধারী পূর্ণ চন্দ্রকে শোভমানা বিশাখা-নক্ষত্রের সহিত শোভা পাইবার জন্য, রাত্রিতে পরস্পরের মিলন করিবেন ঃ পক্ষান্তরে বসন্ত-কালীন রাত্রিতে দেবী পৌর্ণমাসী অতীব আগ্রহ সহকারে নবীনানুরাগে অনুরাগী পূরিপূর্ণতম শ্রীহরির কৌতুক বর্দ্ধনার্থ তাঁহাকে সুরুচিরা রাধার সহিত মিলিত করিবেন ॥ ১৩৭ ॥

রায় কহে—প্ররোচনাদি কহ দেখি শুনি।
রূপ কহে—মহাপ্রভুর শ্রবণেচ্ছা জানি ॥ ১৩৮ ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে ১-অঙ্কে ৮-শ্লোকঃ—

ভক্তানামুদগাদনর্গল-ধিয়াং বর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ
শীলৈঃ পল্লবিতঃ স বল্লববধূ-বন্ধো প্রবন্ধোঽপ্যসৌ
লেভে চত্বরতাঞ্চ তাণ্ডব-বিধের্বৃন্দাটবী-গর্ভভূ-
র্ম্মন্যে মদ্বিধ-পুণ্যমণ্ডল-পরি-
পাকোঽয়মুন্মীলতি ॥ ১৩৯ ॥

সূত্রধারের প্রতি পারিপার্শ্বিক বলিতেছেন, মায়ামুক্ত, সুবিমল মতি ও স্বভাবোজ্জ্বল ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, গোপবধূ-বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের এই নাটক-রূপ প্রবন্ধও স্বভাবোক্তি-অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত হইয়াছে। বৃন্দাবনস্থ

রাসস্থলীও নাট্যালয়ত্ব লাভ করিয়াছে ; ইহাতে এই অনুমান করিতেছি যে, মাদৃশ হীন-জনেরও পুণ্যফল প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে॥ ১৩৯ ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে ১-অঙ্কে ৬-শ্লোকঃ—

অভিব্যক্তা মত্তঃ প্রকৃতি-লঘুরূপাদপি বুধা
বিধাত্রী সিদ্ধার্থান্ হরিগুণময়ী বঃ কৃতিরিয়ং।
পুলিন্দেনাপ্যগ্নিঃ কিমু সমিধমুন্মথ্য জনিতো
হিরণ্য-শ্রেণীনামপহরতি নান্তঃকলুষতাং॥ ১৪০ ॥

হে বিজ্ঞ শ্রোতাগণ! আমি স্বভাবতঃই অতি ক্ষুদ্র হইলেও আমার দ্বারা বর্ণিত এই হরিগুণময় প্রবন্ধ (নাটক) আপনাদিগের অভীষ্ট-লাভ-বিষয়ে সিদ্ধি প্রদান করিবে, যেহেতু অতি নীচ পুলিন্দজাতিও যদি কাষ্ঠ-সংঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদন করে, তবে কি সেই অগ্নি স্বর্ণের মলিনতা দূর করিতে সমর্থ হয় না॥ ১৪০ ॥

রায় কহে—কহ দেখি প্রেমোৎপত্তির কারণ।
পূর্ব্বরাগ-বিকার-চেষ্টা, কাম-লিখন॥ ১৪১ ॥
ক্রমে শ্রীরূপ-গোসাঞি সকলি কহিল।
শুনি প্রভুর ভক্তগণ চমৎকার হৈল॥ ১৪২ ॥

প্রেমোৎপত্তিহেতুর্যথা তত্রৈব ২-অঙ্কে ৮-শ্লোকে—

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং
সান্দ্রোন্মাদ-পরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ।
এষ স্নিগ্ধ-ঘনদ্যুতির্মনসি মে লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্যে
মৃতিঃ শ্রেয়সী॥ ১৪৩ ॥

শ্রীরাধিকা ললিতা ও বিশাখা সখীকে বলিতেছেন, হে সখিগণ! একজনের 'কৃষ্ণ' এই নাম শ্রবণ মাত্রেই আমার বুদ্ধি লোপ করিল, আর একজনের মধুর বংশীধ্বনি আমাকে পাগল করিল; অন্য আর একজনের স্নিগ্ধ নবজলধর-কান্তি এই চিত্রপটে দেখিবামাত্র আমার হৃদয়ে সংলগ্ন হইয়া গেল। অতএব ধিক আমাকে! তিনজন পুরুষে আমার রতি উৎপন্ন হইল ; এখন আমার মরণই মঙ্গল॥ ১৪৩॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে ২য়-অঙ্কে ৬-শ্লোকেঃ—

ইয়ং সখি! সুদুঃসাধ্যা রাধা-হৃদয়-বেদনা।
কৃতা যত্র চিকিৎসাপি কুৎসায়াং
পর্য্যবস্যতি॥ ১৪৪ ॥

হে সখি! রাধার এই হৃদয়-বেদনা কদাচ আরোগ্য হইবার নহে; সুতরাং ইহার চিকিৎসা কেবল নিন্দাতে পর্য্যবসিত হইবে; তাই বলিতেছি চিকিৎসার চেষ্টা করা বৃথা, কারণ তাহাতে কোন ফল হইবে না বলিয়া চিকিৎসার কেবল নিন্দামাত্রই হইবে; অথবা ব্যাধির কারণ ধরিয়া চিকিৎসা করিতে গেলে শ্রীরাধার কুৎসা বাহির হইয়া পড়িবে; সুতরাং চিকিৎসার চেষ্টা না করাই ভাল॥ ১৪৪ ॥

তথাহি তত্রৈব ২য়-অঙ্কে ৪৮-শ্লোকে—

ধরিঅ পরিচ্ছন্দ-গুণং সুন্দর
মহ মন্দিরে তুমং বসসি।
তহ তহ রুন্ধসি বলিঅং
জহ জহ চইদা পলাএম্হি॥ ১৪৫ ॥

হে সুন্দর! তুমিই চিত্রপটে রূপ ধারণ করিয়া নিরন্তর আমার গৃহে বাস করিতেছ, আমি ভীত হইয়া যেখানে যেখানে পলাইতেছি, তুমি সেইখানে সেইখানে আমাকে রুদ্ধ করিতেছ॥ ১৪৫॥

তথাহি তত্রৈব ২য় অঙ্কে ১৩শ-শ্লোকে—

অগ্রে বীক্ষ্য শিখণ্ডখণ্ডমচিরাদুৎকম্পমালম্বতে
গুঞ্জানাঞ্চ বিলোকনান্মুহুরসৌ
সাস্রং পরিক্রোশতি।
নো জানে জনয়ন্নপূর্ব্ব-নটনক্রীড়া-চমৎকারিতাং
বালায়াঃ কিলচিত্তভূমিমবিশৎ কোঽয়ং
নবীনগ্রহঃ॥ ১৪৬ ॥

শ্রীরাধা সম্মুখে ময়ূরপুচ্ছ দেখিবামাত্রই কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, গুঞ্জামালা দেখিয়া বারম্বার অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে; জানি না, কোন্ একটি

নূতন গ্রহ অপূর্ব্ব চমৎকার নৃত্য করিতে করিতে শ্রীরাধিকার চিত্তরূপ রঙ্গস্থলীতে উপস্থিত হইয়াছে অর্থাৎ রাধাকে যে কি একটি নূতন ভূতে পাইয়াছে, তা ত বুঝিতে পারিতেছি না ॥ ১৪৬ ॥

তথাহি তত্রৈব ২য়-অঙ্কে ৩৫-শ্লোকে—

অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি ময়ি তবাগঃ কথমিদং
মুধা মা রোদীর্মে কুরু পরমিমামুত্তরকৃতিং ।
তমালস্য স্কন্ধে সখি ! কলিতদোর্ব্বল্লরিরিয়ং
যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ ॥১৪৭॥

শ্রীরাধা সখী বিশাখাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :— হে সখি ! শ্রীকৃষ্ণ যদি আমার প্রতি নির্দ্দয়ই হইলেন, তাতে তোমার কি দোষ ? তাই বলি সখি ! তুমি মিছা আর কাঁদিও না, এখন আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার এই যোগাড় কর যে, আমি মরিলে যেন আমার এই বাহু দুইটি তমাল বৃক্ষের স্কন্ধে বেষ্টন করিয়া রাখিও, যাহাতে আমার দেহ চিরদিন এই বৃন্দাবনে থাকিতে পারে ॥ ১৪৭ ॥

রায় কহে—কহ দেখি ভাবের স্বভাব ।
রূপ কহে ঐছে হয় কৃষ্ণবিষয়ভাব— ॥ ১৪৮ ॥

তথাহি তত্রৈব ২য়-অঙ্কে ১৮শ-শ্লোকে—

পীড়াভির্নব-কালকূট-কটুতা-গর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধা-মধুরিমাহঙ্কার-সঙ্কোচনঃ ।
প্রেমা সুন্দরি ! নন্দনন্দন-পরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্র-মধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥ ১৪৯ ॥*

রায় কহে—কহ সহজ-প্রেমের লক্ষণ ।
রূপ-গোঁসাই কহে সাহজিক প্রেমধর্ম্ম ॥ ১৫০ ॥

যথা বিদগ্ধমাধবে ৫ম-অঙ্কে ৪থ-শ্লোকে—

স্তোত্রং যত্র তটস্থতাং প্রকটয়চ্চিত্তস্য ধত্তে ব্যথাং
নিন্দাপি প্রমদং প্রযচ্ছতি পরিহাস-শ্রিয়ং বিভ্রতী ।
দোষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন গুরুতাং কেনাপ্যনাতন্বতী
প্রেম্ণঃ স্বারসিকস্য কস্যচিদিয়ং বিক্রীড়তি প্রক্রিয়া ॥ ১৫১ ॥

যে প্রেমে প্রশংসা করিলে তাহা ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেছে বলিয়া মনে হইয়া চিত্তে দুঃখ আনয়ন করে অর্থাৎ প্রিয় প্রশংসা করিলে তাহাতে প্রিয় যেন আমার প্রতি স্বীয় ঔদাসীন্যভাব প্রকাশের জন্যই আমার প্রশংসা করিতেছেন এই ভাবিয়া মনে দুঃখ হয় এবং যাহাতে নিন্দা পরিহাস-শ্রীতে পরিণত হইয়া উহা আনন্দ প্রদান করে অর্থাৎ প্রিয় নিন্দা করিলেও তিনি পরিহাস করিতেছেন ভাবিয়া তাহাতে আনন্দ হয়, সেই অনির্ব্বচনীয় ও স্বাভাবিক প্রেমের ক্রিয়া আনন্দে ক্রীড়া করিতেছে অর্থাৎ কোনও দোষেও উহার হ্রাস নাই বা গুণেও বৃদ্ধি নাই ॥ ১৫১ ॥

[illegible]

যথা তত্রৈব ২য়-অঙ্কে ৩১ শ্লোকে—

শ্রুত্বা নিষ্ঠুরতাং মমেন্দুবদনা প্রেমাঙ্কুরং ভিন্দতী
স্বান্তে শান্তিধরাং বিধায় বিধুরে প্রায়ঃ পরাধিক্ষ্যতি ।
কিংবা পামর-কাম-কার্ম্মুক-পরিত্রস্তা বিমোক্ষ্যত্যসূন্
হা মৌগ্ধ্যাৎ ফলিনী মনোরথলতা মুগ্ধা ময়োন্মূলিতা ॥ ১৫২ ॥

শ্রীরাধিকা-প্রেরিত দূতীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাহিক উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া পরে ভাবিতে লাগিলেন :—চন্দ্রবদনী রাধিকা সখীর মুখে আমার নিষ্ঠুরতার কথা শুনিয়া প্রেমাঙ্কুর ভঙ্গ করিয়া অর্থাৎ আমার প্রতি নবানুরাগ ত্যাগ করিয়া বাথিত-চিত্তে ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক আমার প্রতি কি বিমুখী হইবেন ? অথবা তিনি কি নিষ্ঠুর কন্দর্পের ধনুকের ভয়ে প্রাণ ত্যাগ

----

* অনুবাদ ১৪৯ পৃষ্ঠায় ৫২ দাগে দ্রষ্টব্য ।

করিবেন? হায় হায়! আমার সুকোমল মনোরথ-লতা ফলবতী হইতে যাইতেছিল অর্থাৎ আমার মনোবাসনা পূর্ণ হইতে যাইতেছিল, কিন্তু আমি তাহা সমূলে উৎপাটিতা করিলাম ॥ ১৫২ ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে ২য়-অঙ্কে ৩২শ-শ্লোকে
শ্রীরাধিকায়া বাক্যং—

যস্যোৎসঙ্গ-সুখাশয়া শিথিলিতা গুর্ব্বী গুরুভ্যস্ত্রপা
প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃত্তমাঃ সখি!
তথা যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ।
ধর্ম্মঃ সোঽপি মহান্ ময়া ন গণিতঃ
সাধ্বীভিরধ্যাসিতো
ধিক্ ধৈর্য্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং
জীবামি পাপীয়সী ॥ ১৫৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উপেক্ষিতা হইয়াছেন ভাবিয়া, শ্রীরাধিকা সকাতরে বলিতে লাগিলেন, হে সখি! যে কৃষ্ণের সঙ্গ-সুখের আশায় গুরুজনের নিকটেও প্রবল লজ্জাকে শিথিল করিয়াছি অর্থাৎ গুরুজনের কাছেও লজ্জা ভয় রাখি নাই, অপিচ প্রাণ হইতেও প্রিয়তম তোমাদিগকেই কত প্রকারে না ক্লেশ দিয়াছি এবং সাধ্বীগণ-সেবিত প্রসিদ্ধ পাতিব্রত্য-ধর্ম্মকেও গ্রাহ্য করি নাই, সেই কৃষ্ণ কর্তৃক উপেক্ষিতা হইলাও পাপীয়সী আমি এখনও জীবিত আছি?—ধিক্, আমার ধৈর্য্যে ধিক্ ॥১৫৩॥

তথাহি তত্রৈব ২য়-অঙ্কে ৩৪-শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং
প্রতি শ্রীরাধিকা বাক্যং—

গৃহান্তঃ খেলন্ত্যো নিজ-সহজ-বাল্যস্য বলনা-
দভদ্রং ভদ্রং বা কিমপি ন হি জানীমহি মনাক্।
বয়ং নৈতুং যুক্তাঃ কথমশরণাং কামপি দশাং
কথং বা ন্যায্যা তে প্রথয়িতুমুদাসীন-পদবী ॥১৫৪॥

শ্রীকৃষ্ণ উপেক্ষা করিয়াছেন ভাবিয়া শ্রীরাধিকা তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণ! আমরা স্বীয় সহজ-বাল্য-স্বভাব বশতঃ গৃহ-মধ্যে থাকিয়া খেলা করি, আমরা ভাল মন্দ কিছুই জানি না; এবম্বিধ আমাদিগকে এরূপ নিরাশ্রয় অবস্থায় আনয়ন করা কি তোমার সঙ্গত হইয়াছে? তার উপর আবার এই অবস্থায় আনিয়া আমাদের প্রতি উদাসীন হওয়াটাও কি তোমার উচিত হইয়াছে? ॥ ১৫৪ ॥

তথাহি তত্রৈব ২য়-অঙ্কে ২৯শ-শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণ-সমক্ষং শ্রীললিতা-বাক্যং—

অন্তঃক্লেশকলঙ্কিতাঃ কিল বয়ং
যামোঽদ্য যাম্যাং পুরীং
নায়ং বঞ্চন-সঞ্চয়-প্রণয়িনং হাস্যং তথাপ্যুজ্ঝতি।
অস্মিন্ সম্পুটিতে গভীর-কপটৈরাভীরপল্লী-বিটে
হা মেধাবিনি রাধিকে তব কথং
প্রেমা গরীয়ানভূৎ ॥ ১৫৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া ললিতা শ্রীবিশাখাকে বলিতেছেন, দেখ সখি! অদ্য আমরা মনোদুঃখে দুঃখিত হইয়া যমালয়-গমনে উদ্যত হইয়াছি, তথাপি ইনি বঞ্চনাপূর্ণ সুনিপুণ হাস্য পরিত্যাগ করিতেছেন না। হা বুদ্ধিমতি রাধিকে! ঘোর কপটতার আবৃত এই গোপ-ধূর্ত্তের প্রতি তোমার এরূপ প্রগাঢ় প্রেম যে কিরূপে হইল, তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না ॥১৫৫॥

তথাহি তত্রৈব ৩য়-অঙ্কে ৭ম-শ্লোকে
পৌর্ণমাসী-বাক্যং—

হিত্বা দূরে পথি ধবতরোরন্তিকং ধর্ম্মসেতো-
র্ভঙ্গোদগ্রা গুরু-শিখরিণং রংহসা লঙ্ঘয়ন্তী।
লেভে কৃষ্ণার্ণব-নবরসা রাধিকা-বাহিনী ত্বাং
বাগ্বীচিভিঃ কিমিব বিমুখীভাবমস্যাস্তনোষি ॥১৫৬॥

হে কৃষ্ণ-সমুদ্র! এই নবরসময়ী শ্রীরাধিকা-নদী ধর্ম্ম-সেতু ভঙ্গ করতঃ প্রতিরূপ তরুর সান্নিধ্য দূরে পরিত্যাগ করিয়া প্রবলবেগে গুরুজন-রূপ পর্ব্বতকে লঙ্ঘন করিয়া তোমাকে লাভ করিয়াছে, তুমি কেন বচন-রূপ তরঙ্গ দ্বারা তাহাকে বিমুখী করিতেছ ॥ ১৫৬ ॥

রায় কহে—কহ বৃন্দাবন, মুরলী-নিঃস্বন।
কৃষ্ণ-রাধিকার কৈছে করিয়াছ বর্ণন ॥ ১৫৭ ॥

কহ তোমার কবিত্ব শুনি কৃষ্ণ চমৎকার।
ক্রমে রূপ-গোঁসাই কহে করি নমস্কার ॥ ১৫৮ ॥

শ্রীবৃন্দাবন-বর্ণনং যথা বিদগ্ধমাধবে ১ম-অঙ্কে
১৫শ-১৬শ-২৯শ-শ্লোকেষু—

সুগন্ধৌ মাকন্দ-প্রকর-মকরন্দস্য মধুরে
বিনিস্যন্দে বন্দীকৃত-মধুপ-বৃন্দং মুহুরিদং।
কৃতান্দোলং মন্দোন্নতিভিরনিলৈশ্চন্দন-গিরে-
র্ম্মমানন্দং বৃন্দাবিপিনমতুলং তুন্দিলয়তি ॥ ১৫৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে বলিলেন, হে সখে! যে বৃন্দাবনের আম্রমুকুল হইতে নির্গত মকরন্দের মধুর গন্ধ ভ্রমর-সমূহকে পুনঃ পুনঃ আবদ্ধ করিতেছে এবং যে বৃন্দাবন মলয়-পর্ব্বতের মৃদু বায়ু দ্বারা মন্দ মন্দ চালিত হইতেছে, সেই এই বৃন্দাবন আমার অনুপম আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে ॥ ১৫৯ ॥

বৃন্দাবনং দিব্যলতা-পরীতং
লতাশ্চ পুষ্প-স্ফুরিতাগ্র-ভাজঃ।
পুষ্পাণি চ স্ফীত-মধুব্রতানি
মধুব্রতাশ্চ শ্রুতিহারি-গীতাঃ ॥ ১৬০ ॥

হে সখে! এই বৃন্দাবন দিব্য লতাসমূহে পরিবেষ্টিত, সেই লতাসমূহের অগ্রভাগে কুসুমরাজি শোভা পাইতেছে, সেই কুসুম-সমূহে মধুকরগণ মধু-পানে আনন্দিত হইয়াছে এবং সেই মধুকরগণ কর্ণ-তৃপ্তিকর গান করিতেছে ॥ ১৬০ ॥

ক্বচিদ্ ভৃঙ্গীগীতং ক্বচিদনিলভঙ্গী-শিশিরতা
ক্বচিদ্ বল্লী-লাস্যং ক্বচিদমল-মল্লী-পরিমলঃ।
ক্বচিদ্ধারাশালী করক-ফল-পালী-রসভরো
হৃষীকাণাং বৃন্দং প্রমোদয়তি বৃন্দাবনমিদং ॥১৬১॥

হে সখে! এই বৃন্দাবনের কোথাও বা ভ্রমরীগণের সমধুর গান হইতেছে, কোথাও বা শীতল বায়ু বহিতেছে, কোথাও বা লতাগণ নৃত্য করিতেছে, কোথাও বা মল্লিকা-পুষ্পের গন্ধে বন আমোদিত হইতেছে, কোথাও বা শ্রেণীবদ্ধ দাড়িম্ব-বৃক্ষে ফল-সমূহ রসরাশি পূর্ণ হইয়া বিরাজ করিতেছে, অতএব সেই এই বৃন্দাবন আমার ইন্দ্রিয়গণকে অতুল আনন্দ প্রদান করিতেছে ॥ ১৬১ ॥

মুরলীবর্ণনং যথা তত্রৈব ৩য়-অঙ্কে ১ম-শ্লোকে—

পরামৃষ্টাঙ্গুষ্ঠ-ত্রয়মসিত-রত্নৈরুভয়তো
বহন্তী সঙ্কীর্ণৌ মণিভিররুণৈস্তৎ-পরিসরৌ।
তয়োর্ম্মধ্যে হীরোজ্জ্বল-বিমল-জাম্বুনদময়ী
করে কল্যাণীয়ং বিহরতি হরেঃ কেলিমুরলী ॥১৬২॥

শ্রীকৃষ্ণের কেলিমুরলীর ঊর্দ্ধ ও নিম্নভাগে তিন-অঙ্গুলি পরিমিত স্থান ইন্দ্রনীল মণি দ্বারা খচিত, তৎপরে দুইদিকেই তিন-অঙ্গুলি-পরিমিত স্থান অরুণবর্ণ মণি দ্বারা-খচিত; আর ঠিক মধ্যস্থলের স্থানটি হীরক খচিত জাম্বুনদ স্বর্ণ দ্বারা জড়িত ॥ ১৬২ ॥

তথাহি তত্রৈব ৫ অঙ্কে ১২শ-শ্লোকে বিশাখা-
সমক্ষং শ্রীরাধিকা-বাক্যং—

সদ্বংশতস্তব জনিঃ পুরুষোত্তমস্য
পাণৌ স্থিতির্মুরলিকে! সরলাসি জাত্যা।
কস্মাত্ত্বয়া সখি! গুরোর্ব্বিষমা গৃহীতা
গোপাঙ্গনাগণ-বিমোহন-মন্ত্রদীক্ষা ॥ ১৬৩ ॥

হে মুরলি! সদ্বংশে (উত্তম বাঁশে) তোমার জন্ম, উত্তম পুরুষের (পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের) হস্তে তোমার অবস্থান ও তুমি জাতিতে সরলা অর্থাৎ সরল বাঁশে তুমি গঠিত, কিন্তু হে সখি! তথাপি তুমি কোন্ গুরুর নিকট হইতে গোপাঙ্গনা-গণের মোহনকারী বিষম মন্ত্রে অর্থাৎ সদ্বংশাদির বিপরীত মন্ত্রে দীক্ষা-গ্রহণ করিয়াছ? ॥ ১৬৩ ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে ৪-অঙ্কে ৮-শ্লোকে
পদ্মা-সমক্ষং চন্দ্রাবলী-বাক্যং—

সখি মুরলি! বিশালচ্ছিদ্র-জালেন পূর্ণা
লঘুরতিকঠিনা ত্বং নীরসা গ্রন্থিলাসি।
তদপি ভজসি শশ্বচ্চুম্বনানন্দ-সান্দ্রং
হরিকর-পরিরম্ভং কেন পুণ্যোদয়েন ॥ ১৬৪

হে সখি মুরলি! তুমি বিশাল-ছিদ্র-সমূহে পরিপূর্ণা, ক্ষুদ্রা, অতিশয় কঠিনা, নীরসা ও গ্রন্থিযুক্তা; তথাপি তুমি কোন্ পুণ্যফলে হরিকরের গাঢ় আলিঙ্গন ও তদীয় চুম্বন প্রাপ্ত হইয়াছ? ॥ ১৬৪ ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে ১-অঙ্কে ১৭-শ্লোকে আকাশে নারদ-বাক্য—

রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতি-পরং কুর্ব্বন্ মুহুস্তম্বুরুং
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দন-মুখান্ বিস্মাপয়ন্ বেধসং।
ঔৎসুক্যাবলিভির্ব্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্
ভিন্দন্নণ্ড-কটাহ-ভিত্তিমভিতো বভ্রাম
বংশীধ্বনিঃ ॥ ১৬৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি মেঘের গভীর গর্জ্জন কিম্বা সমুদ্রের বিশাল ধ্বনি প্রতিরোধ করিয়া, গায়করাজ তুম্বুরু ঋষিকে চমকিত করিয়া, ব্রহ্মমগ্ন সনন্দনাদি ঋষিগণের সমাধি ভঙ্গ করিয়া, বিধাতার সৃষ্টিকার্য্য ভুলাইয়া, পাতাল হইতে কবে আমার শ্রীকৃষ্ণ সমীপে যাইবার সৌভাগ্য হইবে এই ঔৎসুক্য হেতু ধৈর্য্যবান বলি-রাজাকে চঞ্চল করিয়া, ধরণীধর শ্রীঅনন্ত নাগরাজের মস্তক ঘূর্ণিত করিয়া এবং ব্রহ্মাণ্ড-রূপ কটাহ বা কড়া অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভেদ করতঃ তাহার বাহিরেও যাইবার জন্য চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়াছিল ॥ ১৬৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণরূপ বর্ণন, যথা বিদগ্ধমাধবে ১ম-অঙ্কে ১৪শ-শ্লোকে নান্দীমুখী প্রতি পৌর্ণমাসী বাক্য—

অয়ং নয়ন-দণ্ডিত-প্রবর-পুণ্ডরীক-প্রভঃ
প্রভাতি নবজাগুড়-দ্যুতি-বিড়ম্বি-পীতাম্বরঃ।
অরণ্যজ-পরিষ্ক্রিয়াদমিত-দিব্য-বেশাদরো
হরিন্মণি-মনোহর-দ্যুতিভিরুজ্জ্বলাঙ্গো হরিঃ ॥ ১৬৬ ॥

যাঁহার নয়ন-শোভা নীল-কমলের শোভাকেও তিরস্কার করিতেছে, যাঁহার পীতাম্বর নব-কুঙ্কুমের দ্যুতিকেও ম্লান করিতেছে, যাঁহার বন্যবেশ দিব্যবেশের সমাদরও দূর করিয়াছে এবং মরকত মণি অপেক্ষাও সমুজ্জ্বল যাঁহার দেহ-কান্তি, সেই এই শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন ॥ ১৬৬ ॥

তথাহি ললিতমাধবে ৪র্থ-অঙ্কে ২৭শ-শ্লোকে ললিতাং প্রতি শ্রীরাধা-বাক্যং—

জঙ্ঘাধস্তট-সঙ্গি-দক্ষিণপদং কিঞ্চিদ্বিভুগ্নত্রিকং
সাচি-স্তম্ভিত-কন্ধরং সখি! তিরঃসঞ্চারি-
নেত্রাঞ্চলং।
বংশীং কুট্মলিতে দধানমধরে লোলাঙ্গুলী-সঙ্গতাং
বিভ্রদ্‌ভ্রূ-ভ্রমরং বরাঙ্গি! পরমানন্দং
পুরঃ স্বীকুরু ॥ ১৬৭ ॥

সম্মুখবর্ত্তী মাধবীতলে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া শ্রীরাধাকে শ্রীললিতা বলিলেন, হে সখি! যাঁহার বাম-জঙ্ঘার নিম্নভাগে দক্ষিণ-চরণাগ্রভাগ মিলিত, যাঁহার দেহে তিনটি স্থান ঈষৎ বক্র, যাঁহার স্কন্ধদেশ কিঞ্চিৎ বক্র ও স্থিরভাবে অবস্থিত, যাঁহার নেত্রপ্রান্ত বঙ্কিমভাবে সঞ্চালিত, যাঁহার কুঞ্চিতাধরে চঞ্চল অঙ্গুলি-সংলগ্ন বংশী ধৃত রহিয়াছে এবং যাঁহার ভ্রূরূপ ভ্রমর নৃত্য করিতেছে, হে সুন্দরি! সেই এই সম্মুখবর্ত্তী মূর্ত্তিমান পরমানন্দকে অর্থাৎ পরমানন্দময় পুরুষটিকে অঙ্গীকার কর ॥ ১৬৭ ॥

তথাহি ললিতমাধবে ১ম-অঙ্কে ৪৪শ-শ্লোকে ললিতাং-প্রতি শ্রীরাধা-বাক্যং—

কুলবর-তনু-ধর্ম্মগ্রাব-বৃন্দানি ভিন্দন্
সুমুখি-নিশিত-দীর্ঘাপাঙ্গ-টঙ্কচ্ছটাভিঃ।
যুগপদয়মপূর্ব্বঃ কঃ পুরো বিশ্বকর্ম্মা
মরকতমণি-লক্ষৈর্গোষ্ঠকক্ষাং চিনোতি ॥ ১৬৮ ॥*

হে সুমুখি! যিনি একই সময়ে বিশাল কটাক্ষ-রূপ তীক্ষ্ণ-টঙ্কের ছটা দ্বারা কুলাঙ্গনাদিগের কুলধর্ম্মরূপ প্রস্তর-স্তূপ ভেদ করিতে করিতে রাশি রাশি মরকতমণি দ্বারা গোষ্ঠপ্রদেশ রচনা করিতেছেন, অর্থাৎ যিনি কটাক্ষ দৃষ্টি দ্বারা কুলবতী-

* টঙ্ক—পাথর কাটা বা ছেঁদা করার যন্ত্র-বিশেষ।

দিগের কুল নাশ করিতে করিতে গোষ্ঠে বিচরণ করিতেছেন, সেই এই অপূর্ব্ব বিশ্বকর্ম্মা কে বলত ॥ ১৬৮ ॥

তথাহি ললিতমাধবে ১ম-অঙ্কে ৪১শ-শ্লোকে
শ্রীরাধিকাং প্রতি ললিতা-বাক্যং—

মহেন্দ্রমণি-মণ্ডলী-মদ-বিড়ম্বি-দেহদ্যুতি-
র্ব্রজেন্দ্রকুল-চন্দ্রমাঃ স্ফুরতি কোঽপি
নব্যো যুবা।
সখি ! স্থির-কুলাঙ্গনা-নিকর-নীবি-বন্ধার্গল-
চ্ছিদাকরণ-কৌতুকী জয়তি যস্য
বংশীধ্বনিঃ ॥ ১৬৯ ॥

ললিতা শ্রীরাধাকে বলিলেন, যাঁহার অঙ্গকান্তি পরমোৎকৃষ্ট ইন্দ্রনীলমণির দ্যুতিকেও তিরস্কার করিতেছে, এইরূপ কোন্ ব্রজকুলচন্দ্র নব্য যুবা বিরাজ করিতেছেন ? হে সখি ! তাঁহারই বংশীধ্বনি সাধ্বী কুলাঙ্গনাগণের নীবিবন্ধের অর্গলচ্ছেদনে মহাকৌতুকী হইয়া জয়লাভ করিতেছে ॥ ১৬৯ ॥

শ্রীরাধা-রূপ-বর্ণন যথা বিদগ্ধমাধবে ১-অঙ্কে ২০-শ্লোকে
পৌর্ণমাসী-বাক্য—

বলাদক্ষ্ণোর্লক্ষ্মীঃ কবলয়তি নব্যং কুবলয়ং
মুখোল্লাসঃ ফুল্লং কমল-বনমুল্লঙ্ঘয়তি চ।
দশাং কষ্টামষ্টাপদমপি নয়ত্যাঙ্গিক-রুচি-
র্বিচিত্রং রাধায়াঃ কিমপি কিল রূপং
বিলসতি ॥ ১৭০ ॥

শ্রীপৌর্ণমাসী দেবী বলিলেন, যাঁহার নয়নকান্তি নব বিকশিত নীলপদ্মের শোভাতিশয়কেও বলপূর্ব্বক গ্রাস করিয়াছে। যাঁহার মুখশোভা প্রস্ফুটিত পদ্মবনের শোভাকেও পরাভব করিয়াছে এবং যাহার অঙ্গশোভা স্বর্ণকে অতি কষ্টকর অবস্থায় নিপাতিত করিয়াছে অর্থাৎ স্বর্ণের সমুজ্জ্বল শোভাকে লাঞ্ছিত করিয়াছে, সেই এই শ্রীরাধার অনির্ব্বচনীয় রূপ আশ্চর্য্যভাবে বিকাশ পাইতেছে ॥ ১৭০ ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে ৫ম-অঙ্কে ১৮শ-শ্লোকে মধুমঙ্গলং
প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্য—

বিধুরেতি দিবা বিরূপতাং
শতপত্রং বত শর্ব্বরী-মুখে।
ইতি কেন সদা শ্রিয়োজ্জ্বলং
তুলনামর্হতি মৎপ্রিয়ানননং ॥ ১৭১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে বলিলেন, হে সখে ! চন্দ্র দিবাভাগে শোভাহীন হয়, আর পদ্মসন্ধ্যা হইলেই শোভাহীন হয়, সুতরাং বল দেখি, দিবা নিশি সমভাবে সমুজ্জ্বল-শোভায় শোভিত আমার প্রেয়সী শ্রীরাধার মুখের তুলনা কাহার সহিত হইবে ? ॥ ১৭০ ॥

তথাহি তত্রৈব ২-অঙ্কে ৪৩-শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যং—

প্রমদ-রসতরঙ্গ-স্মেরগণ্ডস্থলায়াঃ
স্মরধনুরনুবন্ধি-ভ্রূলতা-লাস্যভাজঃ।
মদকল-চলভৃঙ্গী-ভ্রান্তিভঙ্গীং দধানো
হৃদয়মিদমদাঙ্ক্ষীৎ পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ কটাক্ষঃ ॥ ১৭২ ॥

হে সখে ! আনন্দরস-ভরে যাহার গণ্ডস্থল হাস্যযুক্ত এবং যাহার কন্দর্পধনু সদৃশ ভ্রূলতা কি সুন্দর নৃত্য করিতেছে, সেই রোমাক্ষী রাধার যে কটাক্ষ মদমত্ত ও চঞ্চল ভ্রমরী বলিয়া ভ্রান্তি উৎপাদন করে, সেই কটাক্ষ আমার হৃদয়কে দংশন করিয়াছে ॥ ১৭২ ॥

রায় কহে—তোমার কবিত্ব অমৃতের ধার।
দ্বিতীয়-নাটকের কহ নান্দী-ব্যবহার ॥ ১৭৩ ॥
রূপ কহে—কাঁহা তুমি সূর্য্যসম ভাস।
মুই কোন্ ক্ষুদ্র—যেন খদ্যোত-প্রকাশ ॥ ১৭৪ ॥
তোমার আগে ধার্ষ্ট্য এই মুখ-ব্যাদান।
এত বলি নান্দী-শ্লোক করিল ব্যাখ্যান ॥ ১৭৫ ॥

তথাহি ললিতমাধবে ১ম-অঙ্কে ১ম-শ্লোকঃ—

সুররিপু-সুদৃশামুরোজ-কোকান্
মুখ-কমলানি চ খেদয়ন্নখণ্ডঃ।
চিরমখিল-সুহৃচ্চকোর-নন্দী
দিশতু মুকুন্দ-যশঃশশী মুদং বঃ ॥ ১৭৬ ॥

দৈত্য-বিনাশন শ্রীকৃষ্ণের যে অখণ্ড কীর্ত্তি চন্দ্র দৈত্য রমণীগণের স্তনরূপ চক্রবাক ও মুখরূপ পদ্মকে ম্লান করিতেছে এবং সমস্ত বন্ধুরূপ চকবগণকে আনন্দিত করিতেছে, সেই কীর্ত্তিরূপ চন্দ্র তোমাদিগকে আনন্দ প্রদান করুক ॥ ১৭৬ ॥

দ্বিতীয় নান্দী কহ দেখি—রায় পুছিলা।
সঙ্কোচ পাইয়া রূপ কহিতে লাগিলা ॥ ১৭৭ ॥

তথাহি ললিতমাধবে ১ম-অঙ্কে ২য়-শ্লোকে
সূত্রধারঃ স্বেষ্টদেবং প্রণমতি—

নিজ-প্রণয়িতাং সুধামুদয়মাপ্নুবন্ যং ক্ষিতৌ
কিরত্যলমুরীকৃত-দ্বিজকুলাধিরাজ-স্থিতিঃ।
স লুঞ্চিত-তমস্ততির্ম্ম শচীসুতাখ্যঃ শশী
বশীকৃত-জগন্মনাঃ কিমপি শর্ম্ম বিন্যস্যতু ॥১৭৮॥

যিনি ধরণীতলে উদিত হইয়া নিজ প্রেমামৃত বিতরণ করিতেছেন, যিনি দ্বিজকুলের চূড়ামণি, যিনি জগতের অজ্ঞানান্ধকার ধ্বংস করিয়াছেন এবং নিখিল জগজ্জীবের মন যাঁহার বশীভূত, সেই শচীসুত নামক চন্দ্র জগতে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-প্রদান করুন ॥ ১৭৮ ॥

শুনিয়া প্রভুর যদি অন্তরে উল্লাস।
বাহিরে কহেন কিছু করি রোষাভাস— ॥ ১৭৯ ॥
কাঁহা তোমার কৃষ্ণরস কাব্য-সুধাসিন্ধু।
তার মধ্যে কেনে মিথ্যা স্তুতি-ক্ষারবিন্দু ॥ ১৮০॥
রায় কহে—রূপের কাব্য অমৃতের পূর।
তার মধ্যে একবিন্দু দিয়াছে কর্পূর ॥ ১৮১ ॥
প্রভু কহে—রায়! তোমার ইহাতেও উল্লাস।
শুনিতেই লজ্জা, লোকে করে উপহাস ॥ ১৮২ ॥
রায় কহে—লোকের সুখ ইহার শ্রবণে।
অভীষ্টদেবের স্মৃতি মঙ্গলাচরণে ॥ ১৮৩ ॥
রায় কহে—কোন্ অঙ্গে পাত্রের প্রবেশ।
তবে রূপ-গোঁসাই কহে তাহার বিশেষ— ॥১৮৪॥

তথাহি ললিতমাধবে ১ম-অঙ্কে ১১শ-শ্লোকে
নটীং প্রতি সূত্রধারবাক্যং—

নটতা কিরাত-রাজং নিহত্য রঙ্গস্থলে
কলানিধিনা।
সময়ে তেন বিধেয়ং গুণবতি
তারাকর-গ্রহণং ॥ ১৮৫ ॥

নৃত্য করিতে করিতে রঙ্গস্থলে কংসকে বিনাশ করিয়া পূর্ণমনোরথ নামক শুভ সময়ে নটরাজ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শ্রীরাধার পাণিগ্রহণ বিহিত হইতেছে ॥ ১৮৫ ॥

'উদ্ঘাত্যক' নাম এই আমুখ, বীথী অঙ্গ।
তোমার আগে ইহা কহি—ধার্ষ্ট্যের তরঙ্গ ॥১৮৬॥

তল্লক্ষণং যথা সাহিত্যদর্পণে ৬ষ্ঠ-পঃ
২৮৯-শ্লোকে—

পদানি ত্বগতার্থানি তদর্থগতয়ে নরাঃ।
যোজয়ন্তি পদৈরন্যৈঃ স উদ্ঘাত্যক
উচ্যতে ॥ ১৮৭ ॥

যে পদসমূহে অর্থ পরিস্ফুট নহে, তাহাদের অর্থ স্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য, তাহা অন্যপদের সঙ্গে যোজনা করাকে উদ্ঘাত্যক বলে ॥ ১৮৮ ॥

রায় কহে—কহ আগে অঙ্গের বিশেষ।
শ্রীরূপ কহেন কিছু সংক্ষেপ উদ্দেশ ॥ ১৮৮ ॥

তথাহি ললিতমাধবে প্রথমাঙ্কে অষ্টাদশশ্লোকে
পৌর্ণমাসীং প্রতি গার্গী-বাক্যং—

হ্রিয়মবগৃহ্য গৃহেভ্যঃ কর্ষতি রাধাং বনায় যা নিপুণা।
সা জয়তি নিসৃষ্টার্থা বরবংশ-জকাকলী দূতী ॥১৮৯॥

লজ্জা ত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে বনে আসিবার নিমিত্ত যিনি শ্রীরাধিকাকে আকর্ষণ করেন, সেই বংশীধ্বনিরূপিণী সুনিপুণ ও নিসৃষ্টার্থা দূতী জয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ১৮৯ ॥

তথাহি ললিতমাধবে প্রথমাঙ্কে সপ্তদশশ্লোকে
পৌর্ণমাসী-বাক্যং—

হরিমুদ্দিশতে রজোভরঃ পুরতঃ সঙ্গময়ত্যমুং তমঃ।
ব্রজবামদৃশাং ন পদ্ধতি প্রকটা সর্ব্বদৃশঃ
শ্রুতেরপি ॥ ১৯০ ॥

গো-খুরের রজঃ অর্থাৎ ধূলিসমূহ ব্রজললনাগণের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ করিয়া দিতেছে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যে গোষ্ঠ হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন; তাহাই বলিয়া দিতেছে এবং সন্ধ্যাকালীন তমঃ অর্থাৎ অন্ধকার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাহাদের মিলন ঘটাইয়া দিতেছে; অতএব ব্রজগোপীগণের বা ব্রজের রীতি সর্ব্ব-লোক-চক্ষু স্বরূপ বেদেরও গোচর নহে॥ ১৯০ ॥

তথাহি ললিতমাধবে ২য়-অঙ্কে ৯ম-শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা শ্রীরাধা সখীমাহ—

সহচরি! নিরাতঙ্কঃ কোঽয়ং যুবা মুদির-দ্যুতি-
র্ব্রজভুবি কুতঃ প্রাপ্তো মাদ্যন্মতঙ্গজ-বিভ্রমঃ।
অহহ! চটুলৈরুৎসর্পদ্ভির্দৃগঞ্চল-তস্করৈ-
র্মম ধৃতি-ধনং চেতঃকোষাৎ বিলুণ্ঠয়তীহ যঃ ॥১৯১॥

শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া শ্রীরাধা সখীগণকে বলিতেছেন, হে সখি! যিনি নব জলধরের ন্যায় শ্যামল সুন্দর এবং মদমত্ত হস্তীর ন্যায় যিনি বিহার করিতেছেন, সেই এই নির্ভীক যুবাটি কে বল দেখি এবং ইনি কোথা হইতেই বা এই ব্রজে আসিয়াছেন? এই বৃন্দাবনে আসিয়া ইনি যে চঞ্চল ও উদ্ধত কটাক্ষরূপ তস্কর দ্বারা আমার চিত্তরূপ ধনভাণ্ডার হইতে ধৈর্য্য ধন বিলুণ্ঠন করিতেছেন—ইহাকে দেখিয়া যে আমি একেবারে অস্থির হইয়া পড়িয়াছি; ইনি কে বলত সখী? ॥ ১৯১ ॥

তথাহি ললিতমাধবে ২য়-অঙ্কে ৮ম-শ্লোকে
শ্রীরাধিকাং দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণ-বচনং—

বিহার-সুরদীর্ঘিকা মম মনঃ করীন্দ্রস্য যা
বিলোচন-চকোরয়োঃ শরদমন্দ-চন্দ্র-প্রভা।
উরোঽম্বর-তটস্য চাভরণ-চারু-তারাবলী
ময়োন্নত-মনোরথৈরিয়মলম্ভি সা রাধিকা ॥ ১৯২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, যিনি আমার চিত্তরূপ হস্তীর বিহারের জন্য মন্দাকিনী সদৃশী অর্থাৎ যাহাতে আমার মন সর্ব্বদাই বিহার করিতেছে, যিনি আমার চক্ষুরূপ চকোরের পক্ষে শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্না স্বরূপিনী অর্থাৎ যাহাকে দেখিলে আমার চক্ষু জুড়াইয়া যায় এবং যিনি আমার হৃদয়াকাশে মনোহর নক্ষত্রমালা স্বরূপিনী অর্থাৎ যাহাকে বুকে করিলে আমার বুক জুড়াইয়া যায় ও কোটিগুণে আমার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায়, সেই এই রাধিকাকে আমি বহুদিনের প্রবল আকাঙ্ক্ষায় লাভ করিয়াছি॥ ১৯২ ॥

এত শুনি রায় কহে প্রভুর চরণে।
রূপের কবিত্ব প্রশংসি সহস্র বদনে ॥ ১৯৩ ॥
কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার।
নাটক-লক্ষণ এই সিদ্ধান্তের সার ॥ ১৯৪ ॥
প্রেমপরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন।
শুনি চিত্ত কর্ণের হয় আনন্দ ঘূর্ণন ॥ ১৯৫ ॥

তথাহি প্রাচীন-কৃত-শ্লোকঃ—

কিং কাব্যেন কবেস্তস্য কিং কাণ্ডেন ধনুষ্মতঃ।
পরস্য হৃদয়ে লগ্নং ন ঘূর্ণয়তি যচ্ছিরঃ ॥ ১৯৬ ॥

সেই কবির কাব্য রচনায় কি প্রয়োজন, যাহা সেই ধনুর্দ্ধারীর বাণনিক্ষেপে কি প্রয়োজন, যদি তাহা অন্যের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহার মাথা ঘুরাইয়া না দিতে পারে? ॥ ১৯৬ ॥

তোমার শক্তি বিনু জীবের নহে এই বাণী।
তুমি শক্তি দিয়া কহাও, হেন অনুমানি ॥ ১৯৭ ॥
প্রভু কহে—প্রয়াগে ইঁহার হইল মিলন।
ইঁহার গুণে ইহায় আমার তুষ্ট হৈল মন ॥ ১৯৮ ॥
মধুর প্রসঙ্গ ইহার কাব্য সালঙ্কার।
ঐছে কবিত্ব বিনু নহে রসের প্রচার ॥ ১৯৯ ॥
সবে কৃপা করি ইঁহারে দেহ এই বর।
ব্রজলীলা-প্রেমরস বর্ণে নিরন্তর ॥ ২০০ ॥
ইহার যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম সনাতন।
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তাঁর সম ॥ ২০১ ॥

তোমার যৈছে বিষয়ত্যাগ তৈছে তার রীতি।
দৈন্য বৈরাগ্য পাণ্ডিত্য তাহাতেই স্থিতি॥ ২০২ ॥
এই দুই ভাই আমি পাঠাইল বৃন্দাবনে।
শক্তি দিয়া ভক্তিশাস্ত্র করিতে প্রবর্ত্তনে॥ ২০৩॥
রায় কহে—ঈশ্বর তুমি যে চাহ করিতে।
কাষ্ঠের পুতলি তুমি পার নাচাইতে॥ ২০৪ ॥
মোর মুখে যে সব রস করিলে প্রচারণে।
সেই সব দেখি এই ইঁহার লিখনে॥ ২০৫ ॥
ভক্তকৃপায় প্রকাশিতে চাহ ব্রজরস।
যারে করাও সেই করিবে জগৎ তোমার বশ॥২০৬॥
তবে মহাপ্রভু কৈল রূপে আলিঙ্গন।
তাঁহারে করাইল সবার চরণবন্দন॥ ২০৭ ॥
অদ্বৈত-নিত্যানন্দ আদি সব ভক্তগণ।
কৃপা করি রূপে সবে কৈল আলিঙ্গন॥ ২০৮ ॥
প্রভুর কৃপা রূপে, আর রূপের সদ্‌গুণ।
দেখি চমৎকার হৈল সব ভক্তের মন॥ ২০৯ ॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত লৈয়া গেলা।
হরিদাসঠাকুর রূপে আলিঙ্গন কৈলা॥ ২১০ ॥
হরিদাস কহে, তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা।
যে সব বর্ণিলে ইহা কে জানে মহিমা॥ ২১১ ॥
শ্রীরূপ কহেন, আমি কিছুই না জানি।
যেই মহাপ্রভু কহান, সেই কহি বাণী॥ ২১২ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
সামান্যভক্তিলহর্য্যাঃ ২য়-শ্লোকে—

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং
বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য॥ ২১৩ ॥

রূপ নামক একটি ক্ষুদ্র জীব আমি, হৃদয়ে যাঁহার প্রেরণায় ভক্তিশাস্ত্র রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই রূপ কৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করি॥ ২১৩॥

এইমত দুই জন কৃষ্ণকথা-রঙ্গে।
সুখে কাল গোঙায় রূপ হরিদাস-সঙ্গে॥ ২১৪ ॥
চারিমাস রহি সব প্রভুর ভক্তগণ।
প্রভু বিদায় দিল, গৌড়ে করিল গমন॥ ২১৫ ॥
শ্রীরূপ প্রভুপদে নীলাচলে রহিলা।
দোলযাত্রা প্রভু-সঙ্গে আনন্দে দেখিলা॥ ২১৬ ॥
দোল-অনন্তর প্রভু রূপে আজ্ঞা দিলা।
অনেক প্রসাদ করি শক্তি সঞ্চারিলা—॥ ২১৭ ॥
বৃন্দাবনে যাহ তুমি, রহ বৃন্দাবনে।
একবার ইহা পাঠাইও সনাতনে॥ ২১৮ ॥
ব্রজে তুমি রসশাস্ত্র কর নিরূপণ।
লুপ্ত সব তীর্থ, তার করিহ প্রচারণ॥ ২১৯॥
কৃষ্ণ-সেবা-রস ভক্তি করিহ প্রচার।
আমিহ দেখিতে তাঁহা যাব একবার॥ ২২০ ॥
এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
রূপ-গোঁসাই শিরে ধরে প্রভুর চরণ॥ ২২১ ॥
প্রভুর ভক্তগণ-পাশে বিদায় লইলা।
পুনরপি গৌড়পথে বৃন্দাবনে আইলা॥ ২২২॥
এই ত কহিল পুনঃ রূপের মিলন।
ইহা যেই শুনে, পায় চৈতন্য-চরণ॥ ২২৩ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ২২৪ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে পুনঃ শ্রীরূপ-সঙ্গমো
নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং
শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং
সজীবং।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন-সহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদাদান্ সহগণললিতা-
শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥ ১ ॥

আমি দীক্ষাগুরুর শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করি। শিক্ষা-গুরুগণ ও বৈষ্ণবগণের বন্দনা করি। শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ-দাস, গোপাল ভট্ট ও শ্রীজীব এই ছয় শিক্ষাগুরুকে বন্দনা করি। শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দ ও সমস্ত পরিবারবর্গ সহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি। শ্রীললিতা, শ্রীবিশাখা ও অন্যান্য সমস্ত গোপীগণের সহিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের বন্দনা করি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

তিন প্রকার উপায়ে মহাপ্রভু কর্তৃক জীবের উদ্ধার-সাধন

সর্ব্বলোক নিস্তারিতে গৌর-অবতার।
নিস্তারের হেতু তাঁর ত্রিবিধ প্রকার— ॥ ৩
সাক্ষাৎ-দর্শন আর, যোগ্যভক্ত-জীবে।
আবেশ করয়ে; কাঁহা হয় আবির্ভাবে ॥ ৪ ॥
সাক্ষাৎ-দর্শনে প্রায় সবা নিস্তারিলা।
নকুল-ব্রহ্মচারি দেহে আবিষ্ট হইলা ॥ ৫ ॥
প্রদ্যুম্ন-নৃসিংহানন্দ-আগে কৈল আবির্ভাব।
লোক নিস্তারিল—এই ঈশ্বর-স্বভাব ॥ ৬ ॥
সাক্ষাৎ-দর্শনে সব জগত তারিল।
একবার যে দেখিল, সে কৃতার্থ হইল ॥ ৭ ॥
গৌড়দেশের ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া।
পুনঃ গৌড়দেশে যায় প্রভুকে মিলিয়া ॥ ৮ ॥
আর নানা দেশের লোক আসি জগন্নাথ।
চৈতন্য-চরণ দেখি হইল কৃতার্থ ॥ ৯ ॥
সপ্তদ্বীপের লোক আর নবখণ্ডবাসী।
দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর মনুষ্যবেশে আসি ॥ ১০ ॥
প্রভুকে দেখিয়া যায় বৈষ্ণব হইয়া।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি নাচে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ ১১ ॥
এইমত ত্রিজগৎ দর্শনে নিস্তারি।
যে কেহো আসিতে নারে অনেক সংসারী ॥ ১২ ॥
তা-সবা তারিতে প্রভু সেইসব দেশে।
যোগ্যভক্ত-জীব-দেহে করেন আবেশে ॥ ১৩ ॥
সেই জীবে নিজ-শক্তি করেন প্রকাশে।
তাঁহার দর্শনে বৈষ্ণব হয় সর্ব্বদেশে ॥ ১৪ ॥
এইমত আবেশে তারিল ত্রিভুবন।
গৌড়ে যৈছে আবেশে, করি দিগ্‌দরশন ॥ ১৫ ॥
অম্বুয়া-মুলুকে হয় নকুল-ব্রহ্মচারী।
পরম বৈষ্ণব তেঁহো বড় অধিকারী ॥ ১৬ ॥
গৌড়দেশে লোক নিস্তারিতে মন হৈল।
নকুল-হৃদয়ে প্রভু আবেশ করিল ॥ ১৭ ॥
গ্রহগ্রস্ত-প্রায় নকুল প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
হাসে কান্দে নাচে গায় উন্মত্ত হইয়া ॥ ১৮ ॥
অশ্রু-কম্প স্তম্ভ স্বেদ সাত্ত্বিক বিকার।
নিরন্তর প্রেমে নৃত্য সঘন হুঙ্কার ॥ ১৯ ॥
তৈছে গৌরকান্তি, তৈছে সদা প্রেমাবেশ।
তাঁহাকে দেখিতে আইসে সর্ব্ব গৌড়দেশ ॥ ২০ ॥
যারে দেখে তারে কহে—কহ কৃষ্ণনাম।
তাহার দর্শনে লোক হয় প্রেমোদ্দাম ॥ ২১ ॥
চৈতন্য-আবেশ হয় নকুলের দেহে।
শুনি শিবানন্দ আইলা করিয়া সন্দেহে ॥ ২২ ॥
পরীক্ষা করিতে তারে যবে ইচ্ছা হইল।
বাহিরে রহিয়া তবে বিচার করিল— ॥ ২৩ ॥
আপনে বোলান যদি 'ইঁহা আমি' জানি।
আমার ইষ্টমন্ত্র জানি কহেন আপনি ॥ ২৪ ॥

তবে জানি ইঁহাতে হয় চৈতন্য-আবেশ।
এত চিন্তি শিবানন্দ রহিলা দূরদেশ ॥ ২৫ ॥
অসংখ্য লোকের ঘটা কেহো আইসে যায়।
লোকের সংঘট্টে কেহো দর্শন না পায় ॥ ২৬ ॥
ব্রহ্মচারী কহে—শিবানন্দ আছে দূরে।
জন দুই চারি যাই বোলাহ তাঁহারে ॥ ২৭ ॥
চারিদিকে ধায় লোক 'শিবানন্দ' বলি।
শিবানন্দ কোন্, তোমায় বোলায় ব্রহ্মচারী ॥২৮॥
শুনি শিবানন্দ তবে আনন্দে আইলা।
নমস্কার করি তাঁর নিকটে বসিলা ॥ ২৯ ॥
ব্রহ্মচারী বলে—তুমি যে কৈলে সংশয়।
একমন হইয়া তার শুনহ নিশ্চয় ॥ ৩০ ॥
গৌর-গোপাল-মন্ত্র তোমার চারি অক্ষর।
অবিশ্বাস ছাড় যেই করিয়াছ অন্তর ॥ ৩১ ॥
তবে শিবানন্দ মনে প্রতীত হইল।
অনেক সম্মান ভক্তি তাঁহার করিল ॥ ৩২ ॥
এইমত মহাপ্রভুর অচিন্ত্য প্রভাব।
এবে শুন প্রভুর যৈছে হয় আবির্ভাব ॥ ৩৩ ॥
শচীর মন্দিরে, আর নিত্যানন্দ-নর্ত্তনে।
শ্রীবাস-কীর্ত্তনে, আর রাঘব-ভবনে ॥ ৩৪ ॥
এই চারি ঠাঁই প্রভুর সদা আবির্ভাব।
'প্রেমাকৃষ্ট' হয় প্রভুর সহজ স্বভাব ॥ ৩৫ ॥
নৃসিংহানন্দের আগে আবির্ভূত হইয়া।
ভোজন করিল, তাহা শুন মন দিয়া ॥ ৩৬ ॥
শিবানন্দের ভাগিনা শ্রীকান্ত-সেন নাম।
প্রভুর কৃপাতে তেঁহো মহা ভাগ্যবান্ ॥ ৩৭ ॥
এক বৎসর তেঁহো প্রথমেই একেশ্বর।
প্রভু দেখিবারে আইলা উৎকণ্ঠা-অন্তর ॥ ৩৮ ॥
মহাপ্রভু দেখি তাঁরে বড় কৃপা কৈলা।
মাস দুই মহাপ্রভুর নিকটে রহিলা ॥ ৩৯ ॥
তবে প্রভু তাঁরে আজ্ঞা কৈল গৌড় যাইতে।
ভক্তগণে নিষেধিবা ইঁহায় আসিতে ॥ ৪০ ॥
এ বৎসর তাঁহা আমি যাইব আপনে।
তাঁহাই মিলিব সব অদ্বৈতাদি-সনে ॥ ৪১ ॥
শিবানন্দে কহিও আমি এই পৌষ-মাসে।
আচম্বিতে অবশ্য যাইব তাহার আবাসে ॥ ৪২ ॥
জগদানন্দ হয় তাঁহা, তেঁহো ভিক্ষা দিবে।
সবারে কহিও এ বৎসর কেহো না আসিবে ॥৪৩॥
শ্রীকান্ত আসিয়া গৌড়ে সন্দেশ কহিল।
শুনি ভক্তগণ মনে আনন্দ হইল ॥ ৪৪ ॥
চলিতেছিলা আচার্য্য, রহিলা স্থির হইয়া।
শিবানন্দ জগদানন্দ রহে প্রত্যাশা করিয়া ॥ ৪৫ ॥
পৌষ মাস আইল, দোঁহে সামগ্রী করিয়া।
সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রহে অপেক্ষা করিয়া ॥ ৪৬ ॥
এইমত মাস গেল গোঁসাই না আইলা।
জগদানন্দ শিবানন্দ বড় দুঃখী হইলা ॥ ৪৭ ॥
আচম্বিতে নৃসিংহানন্দ তাঁহাই আইলা।
দোঁহে তাঁরে মিলি তবে স্থানে বসাইলা ॥ ৪৮ ॥
দোঁহার দুঃখ দেখি তবে কহে নৃসিংহানন্দ।
তোমা-দোঁহাকারে কেনে দেখি নিরানন্দ ॥ ৪৯ ॥
তবে শিবানন্দ তারে সকল কহিলা—।
'আসিব' আজ্ঞা দিয়া প্রভু কেনে না আইলা ॥৫০॥
শুনি ব্রহ্মচারী কহে—করহ সন্তোষে।
আমি ত আনিব তাঁরে তৃতীয়-দিবসে ॥ ৫১ ॥
তাঁহার প্রভাব প্রেম জানে দুই জনে।
'আনিব প্রভুরে এঁহো'—নিশ্চয় কৈল মনে ॥৫২॥
প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী তাঁর ছিল নিজ-নাম।
'নৃসিংহানন্দ' নাম তাঁর কৈল গৌরধাম ॥ ৫৩ ॥
দুই দিন ধ্যান করি শিবানন্দেরে কহিল।
পানিহাটি-গ্রামে আমি প্রভুরে আনিল ॥ ৫৪ ॥
কালি মধ্যাহ্নে তেঁহো আসিবেন মোর ঘরে।
পাকসামগ্রী আন, আমি ভিক্ষা দিব তাঁরে ॥৫৫॥
তবে তাঁরে এথা আমি আনিব সত্বর।
নিশ্চয় কহিল, কিছু সন্দেহ না কর ॥ ৫৬ ॥
যে চাহিয়ে, তাহা কর হৈয়া তৎপর।
অতি ত্বরায় করিব পাক শুন অতঃপর ॥ ৫৭ ॥
পাকসামগ্রী আন আমি যাহা যাহা চাই।
যে মাগিল শিবানন্দ আনি দিল তাই ॥ ৫৮ ॥

প্রাতঃকাল হৈতে পাক করিল অপার।
নানা ব্যঞ্জন, সূপ, পিঠা, ক্ষীর উপহার ॥ ৫৯ ॥
জগন্নাথের ভিন্ন ভোগ পৃথক বাড়িল।
চৈতন্য-প্রভুর লাগি আর ভোগ কৈল ॥ ৬০ ॥
ইষ্টদেব-নৃসিংহ লাগি পৃথক্ বাড়িল।
তিনজনে সমর্পিয়া বাহিরে ধ্যান কৈল ॥ ৬১ ॥
দেখি শীঘ্র আসি বসিল চৈতন্য-গোঁসাই।
তিন ভোগ খাইল কিছু অবশিষ্ট নাই ॥ ৬২ ॥
আনন্দে বিহ্বল প্রদ্যুম্ন পড়ে অশ্রুধার।
'কি কর কি কর বলি' করেন ফুৎকার ॥ ৬৩ ॥
জগন্নাথে তোমায় ঐক্য, খাও তাঁর ভোগ।
নৃসিংহের ভোগ কেনে কর উপযোগ ॥ ৬৪ ॥
নৃসিংহের হৈল জানি আজি উপবাস।
ঠাকুর উপবাসী রহে, জীয়ে কৈছে দাস ॥ ৬৫ ॥
ভোজন দেখি যদ্যপি তাঁর হৃদয়ে উল্লাস।
নৃসিংহে লক্ষ্য করি করে বাহিরে দুঃখাভাস ॥৬৬॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্য-গোঁসাই।
জগন্নাথ-নৃসিংহ সহ কিছু ভেদ নাই ॥ ৬৭ ॥
ইহা জানিবারে প্রদ্যুম্নের গূঢ় হৈত মন।
তাহা দেখাইল প্রভু করিয়া ভোজন ॥ ৬৮ ॥
ভোজন করিয়া প্রভু গেলা পানিহাটি।
সন্তোষ পাইল দেখি ব্যঞ্জন-পরিপাটী ॥ ৬৯ ॥
শিবানন্দ কহে—কেনে করহ ফুৎকার।
ব্রহ্মচারী কহে—তোমার প্রভুর ব্যবহার ॥ ৭০ ॥
তিনজনের ভোগ তেঁহো একেলা খাইল।
জগন্নাথ-নৃসিংহের উপবাস হৈল ॥ ৭১ ॥
শুনি শিবানন্দ-চিত্তে হইল সংশয়।
কিবা প্রেমাবেশে কহে, কিবা সত্য হয় ॥ ৭২ ॥
তবে শিবানন্দ পুনঃ কহে ব্রহ্মচারী—।
সামগ্রী আন নৃসিংহ লাগি পুনঃ পাক করি ॥৭৩॥
তবে শিবানন্দ পাকসামগ্রী আনিল।
পাক করি নৃসিংহের ভোগ লাগাইল ॥ ৭৪ ॥
বর্ষান্তরে শিবানন্দ লইয়া ভক্তগণ।
নীলাচলে গিয়া দেখে প্রভুর চরণ ॥ ৭৫ ॥
একদিন সভাতে প্রভু বাত চালাইলা।
নৃসিংহানন্দের গুণ কহিতে লাগিলা— ॥ ৭৬ ॥
গত-বর্ষ পৌষে আমা করাইল ভোজন।
কভু নাহি খাই ঐছে মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন ॥ ৭৭ ॥
শুনি ভক্তগণ মনে আশ্চর্য্য হইল।
শিবানন্দের মনে তবে প্রত্যয় জন্মিল ॥ ৭৮ ॥
এইমত শচী-গৃহে সতত ভোজন।
শ্রীবাসের গৃহে করেন কীর্ত্তন-দর্শন ॥ ৭৯ ॥
নিত্যানন্দের নৃত্য দেখে আসি বারে বারে।
নিরন্তর আবির্ভাব রাঘবের ঘরে ॥ ৮০ ॥
প্রেমবশ গৌর-প্রভু, যাঁহা প্রেমোত্তম।
প্রেমবশ হইয়া তাঁহা দেন দরশন ॥ ৮১ ॥*
শিবানন্দের প্রেম-সীমা কে কহিতে পারে।
যাঁরা প্রেমে বশ প্রভু আইসে বারে বারে ॥ ৮২ ॥
এই ত কহিল প্রভু-গৌরের আবির্ভাব।
ইহা যেই শুনে, জানে চৈতন্য-প্রভাব ॥ ৮৩ ॥
পুরুষোত্তমে প্রভু-পাশে ভগবান্ আচার্য্য।
পরম বৈষ্ণব তেঁহো সুপণ্ডিত আর্য্য ॥ ৮৪ ॥
সখ্যভাবাক্রান্ত-চিত্ত গোপ-অবতার।
স্বরূপ-গোঁসাই সহ সখ্য-ব্যবহার ॥ ৮৫ ॥
একান্তভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্য-চরণ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুকে তেঁহো করেন নিমন্ত্রণ ॥ ৮৬ ॥
ঘরে ভাত করি করেন বিবিধ ব্যঞ্জন।
একেলা প্রভুকে লৈয়া করান ভোজন ॥ ৮৭ ॥
তার পিতা বিষয়ী বড় শতানন্দ-খান।
বিষয়-বিমুখ আচার্য্য বৈরাগ্য-প্রধান ॥ ৮৮ ॥
গোপাল ভট্টাচার্য্য নাম-তাঁর ছোট ভাই।
কাশীতে বেদান্ত পড়ি গেলা তাঁর ঠাঁই ॥ ৮৯ ॥
আচার্য্য তাঁহারে প্রভু-পদে মিলাইল।
অন্তর্য্যামী প্রভু চিত্তে সুখ না পাইল ॥ ৯০ ॥
আচার্য্য-সম্বন্ধে বাহ্যে করে প্রীত্যাভাস।
কৃষ্ণভক্তি বিনা প্রভুর না হয় উল্লাস ॥ ৯১ ॥

*প্রেমোত্তম—স্বসুখ-বাসনাহীন বিশুদ্ধ প্রেম।

স্বরূপ-গোঁসাইকে আচার্য্য কহে আরদিনে।
বেদান্ত পড়িয়া গোপাল আসিয়াছে এখানে ॥ ৯২ ॥
সবে মিলি আইস ভাষ্য শুনি ইঁহার স্থানে।
প্রেম-ক্রোধ করি স্বরূপ বলেন বচনে— ॥ ৯৩ ॥
বুদ্ধিভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে।
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে ॥ ৯৪ ॥
বৈষ্ণব হইয়া যেবা শারীরিক-ভাষ্য শুনে।
সেব্য-সেবক-ভাব ছাড়ি আপনাকে ঈশ্বর মানে ॥ ৯৫ ॥*
মহাভাগবত যেই, কৃষ্ণ প্রাণধন যাঁর।
মায়াবাদ-শ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তাঁর ॥ ৯৬ ॥
আচার্য্য কহে—আমা-সবার কৃষ্ণনিষ্ঠ চিত্তে।
আমা-সবার মন ভাষ্য নারে চালাইতে ॥ ৯৭ ॥
স্বরূপ কহে—তথাপি মায়াবাদ-শ্রবণে।
'চিদ্‌ব্রহ্ম, মায়া, মিথ্যা' এই মাত্র শুনে ॥ ৯৮ ॥
'জীব-জ্ঞান-কল্পিত-ঈশ্বরে সকলে অজ্ঞান'।
যাহার শ্রবণে ভক্তের ফাটে মন কাণ ॥" ৯৯ ॥
তবে লজ্জা পাইয়া আচার্য্য মৌন ধরিলা।
আরদিন গোপালেরে দেশে পাঠাইলা ॥ ১০০ ॥

ছোট-হরিদাস-বর্জ্জন-বৃত্তান্ত

একদিন আচার্য্য প্রভুকে কৈলা নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত করি করে বিবিধ ব্যঞ্জন ॥ ১০১ ॥
ছোট-হরিদাস নাম প্রভুর কীর্ত্তনীয়া।
তাহারে কহেন আচার্য্য ডাকিয়া আনিয়া ॥১০২॥
মোর নামে শিখি মাহিতীর ভগিনী-স্থানে গিয়া।
শুক্ল চালু এক মান আনহ মাগিয়া ॥ ১০৩ ॥
মাহিতীর ভগিনী সেই নাম মাধবীদেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী, আর পরম-বৈষ্ণবী ॥ ১০৪ ॥
প্রভু লেখা করে যাঁরে রাধিকার গণ।
জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন ॥ ১০৫ ॥
স্বরূপ-গোঁসাই, আর রায়-রামানন্দ।
শিখি-মাহিতী, আর তাঁর ভগিনী অর্দ্ধ ॥ ১০৬ ॥
তাঁর ঠাঁই তণ্ডুল মাগি নিল হরিদাস।
তণ্ডুল দেখি আচার্য্যের হইল উল্লাস ॥ ১০৭ ॥
স্নেহে রান্ধিল প্রভুর প্রিয় যে ব্যঞ্জন।
দেউল-প্রসাদ, আদা-চাকি, লেম্বু সলবণ ॥ ১০৮ ॥
মধ্যাহ্নে আসিয়া প্রভু ভোজনে বসিলা।
শাল্যন্ন দেখি প্রভু আচার্য্যে পুছিলা— ॥ ১০৯ ॥
উত্তম অন্ন, এ তণ্ডুল কাঁহাতে পাইলা।
আচার্য্য কহে মাধবী-পাশ মাগি আনাইলা ॥১১০॥
প্রভু কহে—কোন্ যাই মাগিয়া আনিল।
ছোট হরিদাসের নাম আচার্য্য কহিল ॥ ১১১ ॥
অন্ন প্রশংসিয়া প্রভু ভোজন করিলা।
নিজগৃহে আসি গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা— ॥১১২॥
আজি হৈতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা।
ছোট হরিদাসে ইঁহা আসিতে না দিবা ॥ ১১৩ ॥
দ্বার মানা, হরিদাস দুঃখী হৈল মনে।
কি লাগিয়া দ্বার মানা কেহো নাহি জানে ॥১১৪॥
তিন দিন হরিদাস করে উপবাস।
স্বরূপাদি তবে পুছিলা প্রভুর পাশ— ॥ ১১৫ ॥
কোন্ অপরাধ প্রভু কৈল হরিদাস।
কি লাগিয়া দ্বার মানা, করে উপবাস ॥ ১১৬ ॥
প্রভু কহে—বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন ॥ ১১৭ ॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়-গ্রহণ।
দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥ ১১৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৮-স্কঃ ১৯-অঃ ১৫-শ্লোকে
মনুসংহিতায়াং চ (২।২১৫)—

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়-গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥১১৯॥

* আচার্য্য শঙ্করের বেদান্তভাষ্যকে শারীরিক ভাষ্য বলা হয়। এই ভাষ্যের দ্বারাই তিনি অদ্বৈতবাদ মত প্রতিষ্ঠা করেন।

মাতাই হউক বা ভগ্নীই হউক বা কন্যাই হউক, ইহাদিগেরও সহিত কখনও নির্জ্জনে বা একাসনে অবস্থান করিবে না, যেহেতু প্রবল ইন্দ্রিয়গণ বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ১১৯ ॥

ক্ষুদ্র জীব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাইয়া বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া ॥ ১২০॥
এত বলি মহাপ্রভু অভ্যন্তরে গেলা।
গোঁসাইর আবেশ দেখি সবে মৌন হৈলা ॥ ১২১।
আরদিন সবে মিলি প্রভুর চরণে।
হরিদাস লাগি কিছু কৈল নিবেদনে ॥ ১২২ ॥
অল্প অপরাধ প্রভু ! করহ প্রসাদ।
এবে শিক্ষা হইল, না করিবে অপরাধ ॥ ১২৩ ॥
প্রভু কহে—মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন ॥ ১২৪ ॥
নিজ-কার্য্যে যাহ সবে, ছাড় বৃথা কথা।
পুনঃ কহ যদি, আমা না দেখিবে হেথা ॥ ১২৫ ॥
এত শুনি সবে নিজ-কর্ণে হস্ত দিয়া।
নিজ-নিজ-কার্য্যে সবে চলিলা উঠিয়া ॥ ১২৬ ॥
মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিতে চলি গেলা।
বুঝন না যায় এই মহাপ্রভুর লীলা ॥ ১২৭ ॥
আরদিন সবে পরমানন্দপুরী-স্থানে।
'প্রভুকে প্রসন্ন কর'—কৈল নিবেদনে ॥ ১২৮ ॥
তবে পুরী-গোঁসাই একা প্রভু-স্থানে আইলা।
নমস্করি প্রভু তাঁরে সম্ভ্রমে বসাইলা ॥ ১২৯ ॥
পুছিল—কি আজ্ঞা, কেনে হৈল আগমন।
'হরিদাসে প্রসাদ লাগি' কৈল নিবেদন ॥ ১৩০ ॥
শুনিয়া কহেন প্রভু—শুনহ গোঁসাই।
সব বৈষ্ণব লৈয়া তুমি রহ এই ঠাঁই ॥ ১৩১ ॥
আজ্ঞা দেহ মোরে, মুই যাঙ আলালনাথ।
সকলে রহিব তাঁহা গোবিন্দ মাত্র সাথ ॥ ১৩২ ॥
এত বলি প্রভু তবে গোবিন্দে বোলাইলা।
পুরীকে নমস্কার করি উঠিয়া চলিলা ॥ ১৩৩ ॥
আস্তেব্যস্তে পুরী-গোঁসাই প্রভু-স্থানে গেলা।
অনুনয় করি প্রভুরে ঘরে ফিরাইলা ॥ ১৩৪ ॥

তোমার যে ইচ্ছা কর, স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কেবা কি করিতে পারে তোমার উপর ॥ ১৩৫ ॥
লোক-হিত লাগি তোমার সব ব্যবহার।
আমি-সব না জানি গম্ভীর হৃদয় তোমার ॥১৩৬॥
এত বলি পুরী-গোঁসাই গেলা নিজ-স্থানে।
হরিদাস-স্থানে গেলা সব ভক্তগণে ॥ ১৩৭ ॥
স্বরূপ-গোঁসাই কহে—শুন হরিদাস।
সবে তোমার হিত বাঞ্ছি করহ বিশ্বাস ॥ ১৩৮ ॥
প্রভু হঠে পড়িয়াছে স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কভু কৃপা করিবেন, দয়ালু-অন্তর ॥ ১৩৯ ॥
তুমি হঠকৈলে, তাঁর হঠ সে বাড়িবে।
স্নান ভোজন কর, তবে আপনি ক্রোধ যাবে ॥১৪০॥
এত বলি তাঁরে স্নান ভোজন করাইয়া।
আপন-ভবন আইলা তাঁরে আশ্বাসিয়া ॥ ১৪১ ॥
প্রভু যদি যান জগন্নাথ-দরশনে।
দূরে রহি হরিদাস করেন দর্শনে ॥ ১৪২ ॥
মহাপ্রভু কৃপাসিন্ধু কে পারে বুঝিতে।
নিজ-ভক্তে দণ্ড করে ধর্ম্ম শিক্ষাইতে ॥ ১৪৩ ॥
দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে।
স্বপ্নেহো ছাড়িল সবে স্ত্রী-সম্ভাষণে ॥ ১৪৪ ॥
এইমত হরিদাসের এক বৎসর গেল।
তবু মহাপ্রভুর মনে প্রসাদ নহিল ॥ ১৪৫ ॥
রাত্রিশেষে প্রভুরে তেঁহো দণ্ডবত হৈয়া।
প্রয়াগেতে গেলা কারে কিছু না বলিয়া ॥১৪৬॥
প্রভুপদ-প্রাপ্তি লাগি সঙ্কল্প করিল।
ত্রিবেণী প্রবেশ করি পরাণ ছাড়িল ॥ ১৪৭ ॥
সেইক্ষণে দিব্যদেহে প্রভু-স্থানে আইলা।
প্রভু-কৃপা পাইয়া অন্তর্দ্ধানেতে রহিলা ॥ ১৪৮ ॥
গন্ধর্ব্ব-দেহে গান করেন অন্তর্দ্ধানে।
রাত্রে প্রভুরে গীত শুনায়, অন্যে নাহি শুনে ॥১৪৯॥
একদিন মহাপ্রভু পুছিলা ভক্তগণে—।
হরিদাস কাঁহা তারে আনহ এখানে ॥ ১৫০ ॥
সবে কহে—হরিদাস বর্ষপূর্ণ-দিনে।
রাত্রে উঠি কাঁহা গেলা কেহো নাহি জানে ॥১৫১॥

শুনি মহাপ্রভু ঈষত হাসিয়া রহিলা।
সব-ভক্তগণ-মনে বিস্ময় জন্মিলা ॥ ১৫২ ॥
একদিন জগদানন্দ, স্বরূপ, গোবিন্দ।
কাশীশ্বর, দামোদর, শঙ্কর, মুকুন্দ ॥ ১৫৩ ॥
সমুদ্র-স্নানে গেলা সবে শুনে কতদূরে।
হরিদাস গায়েন যেন ডাকি কণ্ঠস্বরে ॥ ১৫৪ ॥
মনুষ্য না দেখে, মধুর গীতমাত্র শুনে।
গোবিন্দাদি সবে মিলি কৈল অনুমানে ॥ ১৫৫
বিষাদি খাইয়া হরিদাস আত্মঘাত কৈল।
সেই পাপে জানি ব্রহ্ম-রাক্ষস হইল ॥ ১৫৬ ॥
আকার না দেখি, মাত্র শুনি তার গান।
স্বরূপ কহেন—এই মিথ্যা অনুমান ॥ ১৫৭ ॥
আজন্ম কৃষ্ণকীর্ত্তন, প্রভুর সেবন।
প্রভুর কৃপাপাত্র, আর ক্ষেত্রের মরণ ॥ ১৫৮ ॥
দুর্গতি না হয় তার, সদ্গতি সে হয়।
প্রভুর এই ভঙ্গী পাছে জানিবে নিশ্চয় ॥ ১৫৯
প্রয়াগ হৈতে এক বৈষ্ণব নবদ্বীপ আইলা।
হরিদাসের বার্ত্তা তেঁহো সবারে কহিলা ॥ ১৬০
যৈছে সঙ্কল্প যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিল।
শুনি শ্রীবাসাদির মনে বিস্ময় হইল ॥ ১৬১ ॥
বর্ষান্তরে শিবানন্দ সব ভক্ত লৈয়া।
প্রভুরে মিলিলা আসি আনন্দিত হৈয়া ॥ ১৬২ ॥
'হরিদাস কাঁহা'—যদি শ্রীবাস পুছিল।
"স্বকর্ম্ম-ফলভুক্ পুমান্"—প্রভু উত্তর দিল ॥ ১৬৩ ॥
তবে ত শ্রীবাস তাঁর বৃত্তান্ত কহিলা।
যৈছে সঙ্কল্প যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিলা ॥ ১৬৪ ॥
শুনি প্রভু হাসি কহে সুপ্রসন্ন-চিত্ত—।
প্রকৃতি দর্শনে কৈলে ঐছে প্রায়শ্চিত্ত ॥ ১৬৫ ॥
স্বরূপাদি মিলি তবে বিচার করিলা।
ত্রিবেণী প্রভাবে হরিদাস প্রভু-পাশ আইলা ॥ ১৬৬ ॥
এইমত লীলা করে শচীর নন্দন।
যাহা শুনি ভক্তগণের জুড়ায় কর্ণ মন ॥ ১৬৭ ॥
আপন-কারুণ্য, লোকের বৈরাগ্য-শিক্ষণ।
স্বভক্তের গাঢ়-অনুরাগ-প্রকটীকরণ ॥ ১৬৮ ॥
তীর্থের মহিমা, নিজ-ভক্তে আত্মসাত।
এক লীলায় করে প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত ॥ ১৬৯ ॥
মধুর চৈতন্যলীলা সমুদ্র-গম্ভীর।
লোকে নাহি বুঝে, বুঝে যেই ভক্ত ধীর ॥ ১৭০ ॥
বিশ্বাস করিয়া শুন চৈতন্য-চরিত।
তর্ক না করিহ, তর্কে হয় বিপরীত ॥ ১৭১ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৭২

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাস-দণ্ডরূপ-শিক্ষা
নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং
শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং
তং সজীবং।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন-সহিতং কৃষ্ণচৈতন্য-দেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা
শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥ ১ ॥*

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

এক উড়িয়া ব্রাহ্মণকুমার-সম্পর্কে মহাপ্রভুর প্র. ও স্বরূপ-দামোদরের বাক্যদণ্ড

পুরুষোত্তমে এক উড়িয়া ব্রাহ্মণ-কুমার।
পিতৃশূন্য, মহাসুন্দর, মৃদু ব্যবহার ॥ ৩ ॥
প্রভু-স্থানে নিত্য আইসে করে নমস্কার।
প্রভু-সঙ্গে বাত কহে, প্রভু প্রাণ তার ॥ ৪ ॥
প্রভুতে তাহার প্রীতি, প্রভু দয়া করে।
দামোদর তার প্রীতি সহিতে না পারে ॥ ৫ ॥
বারবার নিষেধ করে ব্রাহ্মণকুমারে।
প্রভু না দেখিলে সেই রহিতে না পারে ॥ ৬ ॥
নিত্য আইসে, প্রভু তারে করে মহাপ্রীতি।
যাঁহা প্রীতি, তাঁহা আইসে বালকের রীতি ॥ ৭ ॥
তাহা দেখি দামোদর দুঃখ পায় মনে।
বলিতে না পারে, বালক নিষেধ না মানে ॥ ৮ ॥
আরদিন সেই বালক প্রভু-স্থানে আইল।
গোঁসাই তারে প্রীতি করি বার্ত্তা পুছিল ॥ ৯ ॥
কতক্ষণে সে বালক, উঠি যবে গেলা।
সহিতে না পারি দামোদর কহিতে লাগিলা ॥১০॥
অন্যোপদেশে পণ্ডিত—কহে গোঁসাই ঠাঁই।
গোঁসাই গোঁসাই এবে জানিব গোঁসাই ॥ ১১ ॥
এবে গোঁসাইর যশ সব লোকে গাইবে।
এবে গোঁসাইর প্রতিষ্ঠা পুরুষোত্তমে হৈবে ॥১২॥
শুনি প্রভু কহে—কাঁহা কহ দামোদর।
দামোদর কহে—তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ ১৩ ॥
স্বচ্ছন্দ আচারণ কর কে পারে বলিতে।
মুখর-জগতের মুখ পার আচ্ছাদিতে ? ॥ ১৪ ॥
পণ্ডিত হৈয়া মনে বিচার না কর।
রাণ্ডী ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেনে কর ॥ ১৫ ॥
যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী।
তথাপি তাহার দোষ—সুন্দরী যুবতী ॥ ১৬ ॥
তুমিহ পরম যুবা পরম সুন্দর।
লোক-কাণাকাণি বাতে দেহ অবসর ॥ ১৭ ॥
এত বলি দামোদর মৌন হইলা।
অন্তরে সন্তোষ প্রভু হাসি বিচারিলা— ॥ ১৮ ॥
ইহাকে কহিয়ে শুদ্ধ-প্রেমের তরঙ্গ।
দামোদর-সম মোর নাহি অন্তরঙ্গ ॥ ১৯ ॥
এতেক বিচারি প্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা।
আরদিনে দামোদরে নিভৃতে বোলাইলা ॥ ২০ ॥
প্রভু কহে—দামোদর! চলহ নদীয়া।
মাতার সমীপে তুমি রহ তাঁহা যাইয়া ॥ ২১ ॥
তোমা বিনা তাঁর রক্ষক নাহি দেখি আন।
আমাকেহো যাতে তুমি কৈলে সাবধান ॥ ২২ ॥
তোমা-সম নিরপেক্ষ নাহি মোর গণে।
নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে ॥ ২৩ ॥
আমা হৈতে যে না হয়, সে তোমা হৈতে হয়।
আমাকে করিলে দণ্ড, আন কেবা হয় ॥ ২৪ ॥
মাতার গৃহে যাই রহ মাতার চরণে।
তোমার আগে নহিবে কারো স্বচ্ছন্দাচরণে ॥২৫॥
মধ্যে মধ্যে আসিহ তুমি আমার দর্শনে।
শীঘ্র করি পুনঃ তাঁহা করিহ গমনে ॥ ২৬ ॥
মাতাকে কহিও মোর কোটি নমস্কারে।
মোর সুখ-কথায় সুখী করিহ তাঁহারে ॥ ২৭ ॥

* অনুবাদ ৪২৫ পৃষ্ঠায় ১ দাগে দ্রষ্টব্য।

"নিরন্তর নিজ-কথা তোমারে শুনাইতে।
এই লাগি প্রভু মোরে পাঠাইল ইঁহাতে" ॥ ২৮ ॥
এত কহি মাতার মনে সন্তোষ জন্মাইহ।
আর গুহ্যকথা তাঁরে স্মরণ করাইহ ॥ ২৯ ॥
"বারে বারে আসি আমি তোমার ভবনে।
মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন সব করিয়ে ভোজনে ॥ ৩০ ॥
ভোজন করিয়ে আমি, তুমি তাহা জান।
বাহ্য-বিরহে তাহা স্ফূর্ত্তি করি মান ॥ ৩১ ॥
এই মাঘ-সংক্রান্ত্যে তুমি রন্ধন করিলা।
নানা ব্যঞ্জন, ক্ষীর, পিঠা, পায়স রান্ধিলা ॥ ৩২ ॥
কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়া যবে কৈলে ধ্যান।
মোর স্ফূর্ত্তি হৈল, অশ্রু ভরিল নয়ান ॥ ৩৩ ॥
আস্তেব্যস্তে আমি গিয়া সকল খাইল।
আমি খাই, দেখি তোমার সুখ উপজিল ॥ ৩৪ ॥
ক্ষণেকে মুছিয়া অশ্রু শূন্য দেখি পাত।
স্বপ্ন দেখিলুঁ যেন নিমাই খাইল ভাত ॥ ৩৫ ॥
বাহ্যবিরহ-দশায় পুনঃ ভ্রান্তি হৈল।
ভোগ নাহি লাগাইল—এই জ্ঞান হৈল ॥ ৩৬ ॥
পাকপাত্রে দেখেন সব অন্ন আছে ভরি।
পুনঃ ভোগ লাগাইল স্থান সংস্কার করি ॥ ৩৭ ॥
এইমত বারবার করিয়ে ভোজন।
তোমার শুদ্ধ প্রেমে মোরে করে আকর্ষণ ॥ ৩৮ ॥
তোমার আজ্ঞাতে আমি আছি নীলাচলে।
নিকটে লইয়া যায় তোমার প্রেমবলে ॥ ৩৯ ॥
এইমত বার বার করাইহ স্মরণ।
মোর নাম লৈয়া তাঁর বন্দিহ চরণ ॥ ৪০ ॥
এত কহি জগন্নাথের প্রসাদ আনাইল।
মাতাকে বৈষ্ণবে দিতে পৃথক্ পৃথক্ দিল ॥ ৪১ ॥
তবে দামোদর চলি নদীয়া আইলা।
মাতাকে মিলিয়া তাঁর চরণে রহিলা ॥ ৪২ ॥
আচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরে মহাপ্রসাদ দিল।
প্রভুর যৈছে আজ্ঞা, পণ্ডিত তাহা আচরিল ॥৪৩॥
দামোদর-আগে স্বাতন্ত্র্য না হয় কাহার।
তাঁর ভয়ে সবে করে সঙ্কোচ ব্যবহার ॥ ৪৪ ॥
প্রভুর গণে যার দেখে অল্প মর্য্যাদা-লঙ্ঘন।
বাক্যদণ্ড করি করে মর্য্যাদা-স্থাপন ॥ ৪৫ ॥
এই ত কহিল দামোদরের বাক্যদণ্ড।
যাহার শ্রবণে ভাগে অজ্ঞান-পাষণ্ড ॥ ৪৬ ॥
চৈতন্যের লীলা গম্ভীর কোটি-সমুদ্র হৈতে।
কি লাগি কি করে, কেহো না পারে বুঝিতে ॥৪৭॥
অতএব গূঢ় অর্থ কিছুই না জানি।
বাহ্য অর্থ করিবারে করি টানাটানি ॥ ৪৮ ॥

মহাপ্রভুর প্রশ্নে ঠাকুর হরিদাস কর্তৃক হরিনামের অপূর্ব্ব-মহিমা-কথন

একদিন প্রভু হরিদাসেরে মিলিলা।
তাঁরে লৈয়া গোষ্ঠী করি তাঁহারে পুছিলা ॥ ৪৯ ॥
হরিদাস! কলিকালে যবন অপার।
গো-ব্রাহ্মণ-হিংসা করে মহা দুরাচার ॥ ৫০ ॥
ইহা সবার কোন্ মতে হইবে নিস্তার।
তাহার হেতু না দেখিয়ে—এ দুঃখ অপার ॥ ৫১ ॥
হরিদাস কহে—প্রভু! চিন্তা না করিহ।
যবনের সংসার দেখি দুঃখ না ভাবিহ ॥ ৫২ ॥
যবন-সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে।
হারাম, হারাম, বলি কহে নামাভাসে ॥ ৫৩ ॥
মহাপ্রেমে ভক্ত কহে 'হা রাম! হা রাম'।
যবনের ভাগ্য দেখ লয় সেই নাম ॥ ৫৪ ॥
যদ্যপি অন্যত্র সঙ্কেতে হয় নামাভাস।
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ ॥ ৫৫ ॥

তথাহি নৃসিংহপুরাণে—

দংষ্ট্রি-দংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হারামেতি পুনঃ পুনঃ
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া
গৃণন্ ॥ ৫৬ ॥

বৃহৎ-দন্তযুক্ত বরাহের দন্ত দ্বারা আহত হইয়া কোনও যবন যখন বার বার 'হারাম হারাম' শব্দ উচ্চারণ করিয়াও মুক্তি লাভ করে, তখন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক হরিনাম কীর্ত্তন করিলে যে মুক্তি হইবে, তার আর আশ্চর্য্য কি? ॥ ৫৬ ॥

অজামিল পুত্রে বোলায় বলি 'নারায়ণ।'
বিষ্ণুদূত আসি ছাড়ায় তাহার বন্ধন ॥ ৫৭ ॥
'রাম' দুই অক্ষর ইঁহা নহে ব্যবহিত।
প্রেমবাচী 'হা' শব্দ তাহাতে ভূষিত ॥ ৫৮ ॥
নামের অক্ষর-সবের এই ত স্বভাব।
ব্যবহিত হৈলেও না ছাড়ে আপন-প্রভাব ॥ ৫৯ ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য ১১-বিলাসে ২৮৯-অঙ্কধৃত-
পদ্ম-পুরাণ-বচনং—

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণ-পথ-গতং শ্রোত্রমূলং
গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিত-রহিতং
তারয়ত্যেব সত্যং।
তচ্চেদ্দেহ-দ্রবিণ-জনতা-লোভপাষণ্ড-মধ্যে।
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র! ॥৬০॥

একটিমাত্র নাম যাঁহার বাক্যে সমুচ্চারিত, স্মৃতিপটে সমুদিত অথবা শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট হয়, অথচ তাহা শুদ্ধ, অশুদ্ধ বা অন্য ব্যবহৃত হউক না কেন, তাহা নিঃসন্দেহে পরিত্রাণ করে; কিন্তু হে দ্বিজ! যে সকল পাষণ্ড ধন, জন, দেহ, পুত্র, কলত্র প্রভৃতিতে মুগ্ধ, তাহাদিগের হৃদয়ে ঐ নাম নিক্ষিপ্ত হইলে কদাচ আশু ফলপ্রদ হয় না ॥ ৬০ ॥

নামভাস হৈতে হয় সর্ব্বপাপ-ক্ষয়।
নামভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয় ॥ ৬১ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
বিভাবলহর্য্যাং ৫২-শ্লোকঃ—

ত্বং নির্ব্ব্যাজং ভজ গুণনিধে! পাবনং পাবনানাং
শ্রদ্ধা-রজ্যন্মতিরতিতরামুত্তমশ্লোক-মৌলিং।
প্রোদ্যন্নন্তঃকরণ-কুহরে হন্ত! যন্নামভানো-
রাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহাপাতক-
ধ্বান্তরাশিং ॥ ৬২ ॥

শ্রীবিদুর-মহাশয় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, হে গুণনিধে! যাঁহার নাম-রূপ সূর্য্যের আভাসও হৃদয়-গহ্বরে উদিত হইয়া মহাপাপ-রূপ অন্ধকার-রাশি দূরীভূত করে, সেই পরম-পাবন উত্তমশ্লোক-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা সহকারে অকপট-চিত্তে ভজন কর ॥ ৬২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৬-স্কং ২ অঃ ৪১-শ্লোকঃ—

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃহন্ পুত্রোপচারিতং।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥৬৩॥

শ্রদ্ধাহীন মহাপাপী অজামিল মৃত্যুকালে পুত্রের নাম ধরিয়া পুত্রকে ডাকিবার ছলেও 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করিয়া যখন বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছিলেন, তখন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক 'হরিনাম' করিলে যে অনায়াসেই বৈকুণ্ঠ লাভ হইবে, তাহা কি আর বলিতে হইবে? ॥ ৬৩ ॥

নামাভাসে মুক্তি হয়—সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তাঁহা অজামিল সাক্ষী ॥ ৬৪ ॥
শুনিয়া প্রভুর সুখ বাঢ়য়ে অন্তরে।
পুনরপি ভঙ্গী করি পুছয়ে তাঁহারে ॥ ৬৫ ॥
পৃথিবীতে বহু জীব স্থাবর জঙ্গম।
ইহা-সবার কি প্রকারে হইবে মোচন ॥ ৬৬ ॥
হরিদাস কহে—প্রভু! সে কৃপা তোমার।
স্থাবর জঙ্গম আগে করিয়াছ নিস্তার ॥ ৬৭ ॥
তুমি যে করিয়াছ এই উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
স্থাবর-জঙ্গমের সেই হয় ত শ্রবণ ॥ ৬৮ ॥
শুনিয়াই জঙ্গমের সংসার হয় ক্ষয়।
স্থাবরে সে শব্দ লাগি প্রতিধ্বনি হয় ॥ ৬৯ ॥
প্রতিধ্বনি নহে সেই—করয়ে কীর্ত্তন।
তোমার কৃপায় এই অকথ্য-কথন ॥ ৭০ ॥
সকল জগতে হয় উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
শুনি প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর জঙ্গম ॥ ৭১ ॥
যৈছে কৈলে ঝারিখণ্ডে বৃন্দাবন যাইতে।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য কহিয়াছেন আমাতে ॥ ৭২ ॥

বাসুদেব জীব লাগি কৈল নিবেদন।
তবে অঙ্গীকার কৈলে জীবের মোচন ॥ ৭৩ ॥
জগত তারিতে এই তোমার অবতার।
ভক্ত-ভাব তাতে করিয়াছ অঙ্গীকার ॥ ৭৪ ॥
উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন তাতে করিয়া প্রচার।
স্থির-চর জীবের খণ্ডাইলে সংসার ॥ ৭৫ ॥
প্রভু কহে—সব জীব মুক্তি যবে পাবে।
এই ত ব্রহ্মাণ্ড তবে জীবশূন্য হবে ॥ ৭৬ ॥
হরিদাস বলে—তোমার যাবত মর্ত্ত্যে স্থিতি।
তাবত যত স্থাবর জঙ্গম জীব-জাতি ॥ ৭৭ ॥
সব মুক্তি করি তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাইবে।
সূক্ষ্ম জীবে পুনঃ কর্ম্ম উদ্বুদ্ধ করিবে ॥ ৭৮ ॥
সেই জীব হবে ইঁহা স্থাবর জঙ্গম।
তাহাতে ভরিবে ব্রহ্মাণ্ড যেন পূর্ব্ব-সম ॥ ৭৯ ॥
রঘুনাথ যেন সব অযোধ্যা লইয়া।
বৈকুণ্ঠে গেলা অন্য জীবে অযোধ্যা ভরিয়া ॥৮০॥
অবতরি তুমি তৈছে পাতিয়াছ হাট।
কেহো না বুঝিতে পারে তোমার গূঢ় নাট ॥৮১॥
পূর্ব্বে যেন ব্রজে কৃষ্ণ করি অবতার।
সকল ব্রহ্মাণ্ড-জীবের খণ্ডাইল সংসার ॥ ৮২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ২৯-অঃ ১৫-শ্লোকঃ—

ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে ॥ ৮৩ ॥

শ্রীশুকদেব বলিলেন, হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যাহা হইতে এই স্থাবর-জঙ্গম সকলেই মুক্তিলাভ করে, সেই জন্ম-রহিত যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে ইহা আশ্চর্য্য বলিয়া মনে করিও না ॥ ৮৩ ॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে ৪-অংশে ১৫-অধ্যায়ে ১০ম-গদ্যং—

অয়ং হি ভগবান্ দৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতশ্চ
দ্বেষানুবন্ধেনাপ্যখিল-সুরাসুরাদি-দুর্ল্লভং
ফলং প্রযচ্ছতি কিমুত সম্যগ্ভক্তিমতাং ॥ ৮৪ ॥

এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্বেষভাবেও দর্শন, কীর্ত্তন বা স্মরণ করিলে যখন তিনি স্বীয় দ্বেষিগণকেও দেবতাদিগের বা দৈত্যগণের দুর্ল্লভ যে ফল অর্থাৎ মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন, তখন ভক্তিমানদিগকে যে সম্যক ফল অর্থাৎ প্রেম প্রদান করিবেন, তাব কি আর কথা আছে? ॥ ৮৪ ॥

তৈছে তুমি নবদ্বীপে করি অবতার।
সকল ব্রহ্মাণ্ড-জীবের করিলে নিস্তার ॥ ৮৫ ॥
যে কহে—চৈতন্য-মহিমা মোর গোচর হয়।
সে জানুক, মোর পুনঃ এই ত নিশ্চয়— ॥ ৮৬ ॥
তোমার যে লীলা মহা অমৃতের সিন্ধু।
মোর মনোগোচর নহে তার এক বিন্দু ॥ ৮৭ ॥
এত শুনি প্রভুর মনে চমৎকার হৈল।
মোর গূঢ়লীলা হরিদাস কেমনে জানিল ॥ ৮৮ ॥
মনের সন্তোষে তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
বাহ্যে প্রকাশিতে তাহা করিল বর্জ্জন ॥ ৮৯ ॥
ঈশ্বর-স্বভাব—ঐশ্বর্য্য চাহে আচ্ছাদিতে।
ভক্ত-ঠাঁই লুকাইতে নারে, হয় ত বিদিতে ॥ ৯০ ॥

তথাহি যমুনাচার্য্য-স্তোত্রে ১৮-শ্লোকে—

উল্লঙ্ঘিত-ত্রিবিধসীম-সমাতিশায়ি-
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িম-স্বভাবং।
মায়া-বলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্য-ভাবাঃ ॥ ৯১ ॥*

তবে মহাপ্রভু নিজভক্ত-পাশে যাইয়া।
হরিদাসের গুণ কহে শতমুখ হৈয়া ॥ ৯২ ॥
ভক্তের গুণ কহিতে প্রভুর বাঢ়য়ে উল্লাস।
ভক্তগণের শ্রেষ্ঠ তাতে শ্রীহরিদাস ॥ ৯৩ ॥
হরিদাসের গুণগণ অসংখ্য অপার।
কেহো কোনো অংশ বর্ণে, নাহি পায় পার ॥৯৪॥
চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীবৃন্দাবন দাস।
হরিদাসের গুণ কিছু করিয়াছেন প্রকাশ ॥ ৯৫ ॥

* অনুবাদ ৪৫ পৃষ্ঠায় ৮৭ দাগে দ্রষ্টব্য।

সব কহা না যায় হরিদাসের অনন্ত চরিত্র।
কেহো কিছু কহে করিতে আপনা পবিত্র ॥ ৯৬ ॥
বৃন্দাবন দাস যাহা না কৈল বর্ণন।
হরিদাসের গুণ কিছু শুন ভক্তগণ—॥৯৭॥
হরিদাস যবে নিজ-গৃহ ত্যাগ কৈলা।
বেনাপোলের বন-মধ্যে কতদিন রহিলা ॥ ৯৮ ॥
নির্জ্জন-বনে কুটীর করি তুলসী-সেবন।
রাত্রিদিনে তিন-লক্ষ নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৯৯ ॥
ব্রাহ্মণের ঘরে করে ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ।
প্রভাবে সকল লোক করয়ে পূজন ॥ ১০০॥
সেই দেশাধ্যক্ষ—নাম রামচন্দ্র খান।
বৈষ্ণব-বিদ্বেষী সেই পাষণ্ড-প্রধান ॥ ১০১ ॥
হরিদাসে পূজে লোক, সহিতে না পারে।
তাঁর অপমান করিতে নানা উপায় করে ॥ ১০২॥
কোন প্রকারে হরিদাসের ছিদ্র নাহি পায়।
বেশ্যাগণ আনি করে ছিদ্রের উপায় ॥ ১০৩॥
বেশ্যাগণে কহে—এই বৈরাগী হরিদাস।
তুমি-সব কর ইহার বৈরাগ্যধর্ম্ম-নাশ ॥ ১০৪ ॥
বেশ্যাগণ-মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী।
সে কহে—তিন দিনে হরিব তার মতি ॥ ১০৫ ॥
খান কহে—মোর পাইক যাউক তোমার সনে।
তোমার সহিত একত্র তারে ধরি যেন আনে॥১০৬।
বেশ্যা কহে—মোর সঙ্গ হউক একবার।
দ্বিতীয়বারে ধরিতে পাইক লইব তোমার ॥১০৭॥
রাত্রিকালে সেই বেশ্যা সুবেশ করিয়া।
হরিদাসের বাসা গেল উল্লসিত হৈয়া ॥ ১০৮ ॥
তুলসী নমস্করি হরিদাসের দ্বারে যাইয়া।
গোঁসাইয়ে নমস্করি রহিলা দাণ্ডাইয়া ॥ ১০৯ ॥
অঙ্গ উঘাড়িয়া দেখায় বসিয়া দুয়ারে।
কহিতে লাগিলা কিছু সুমধুর-স্বরে—॥ ১১০ ॥
ঠাকুর! তুমি পরম-সুন্দর প্রথম-যৌবন।
তোমা দেখি কোন্ নারী ধরিতে নারে মন ॥১১১॥
তোমার সঙ্গম লাগি লুব্ধ মোর মন।
তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ ॥ ১১২ ॥
হরিদাস কহে—তোমায় করিব অঙ্গীকার।
সংখ্যানাম সমাপ্ত যাবৎ না হয় আমার ॥ ১১৩ ॥
তাবৎ তুমি বসি শুন নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নাম-সমাপ্ত হৈলে করিব যে তোমার মন ॥১১৪॥
এত শুনি সেই বেশ্যা বসিয়া রহিল।
কীর্ত্তন করে হরিদাস, প্রাতঃকাল হৈল ॥ ১১৫ ॥
প্রাতঃকাল দেখি বেশ্যা উঠিয়া চলিল।
সব-বার্ত্তা রামচন্দ্র খানেরে কহিল ॥ ১১৬ ॥
আজি মোরে অঙ্গীকার করিয়াছে বচনে।
কালি অবশ্য তাঁর সঙ্গে হইবে সঙ্গমে ॥ ১১৭ ॥
আরদিন রাত্রিকালে সে বেশ্যা আইলা।
হরিদাস তারে বহু আশ্বাস করিলা ॥ ১১৮ ॥
কালি দুঃখ পাইলে, অপরাধ না লবে আমার।
অবশ্য করিব আমি তোমারে অঙ্গীকার ॥ ১১৯ ॥
তাবৎ ইহা বসি শুন নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নাম পূর্ণ হৈলে পূর্ণ হবে তোমার মন ॥ ১২০ ॥
তুলসীকে তবে বেশ্যা নমস্কার করি।
দ্বারে বসি নাম শুনে, বলে 'হরি হরি' ॥ ১২১ ॥
রাত্রিশেষ হৈল, বেশ্যা উসিমুসি করে।
তার রীতি দেখি হরিদাস কহেন তাহারে ॥১২২॥
কোটিনাম-গ্রহণ-যজ্ঞ করি একমাসে।
এই দীক্ষা করিয়াছি, হৈল আসি শেষে ॥ ১২৩ ॥
'আজি সমাপ্ত হইবেক' হেন জ্ঞান ছিল।
সমস্ত রাত্রি নিল নাম, সমাপ্ত না হৈল ॥ ১২৪ ॥
কালি সমাপ্ত হবে, তবে হবে ব্রতভঙ্গ।
স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে হইবেক সঙ্গ ॥ ১২৫ ॥
বেশ্যা গিয়া সমাচার খানেরে কহিল।
আরদিন সন্ধ্যাকালে ঠাকুর-ঠাঁই আইল ॥১২৬॥
তুলসীকে ঠাকুরকে নমস্কার করি।
দ্বারে বসি নাম শুনে, বলে 'হরি হরি' ॥ ১২৭ ॥
'নাম পূর্ণ হবে আজি'—বলে হরিদাস।
তবে পূর্ণ করিব তোমার অভিলাষ ॥ ১২৮ ॥
কীর্ত্তন করিতে তবে রাত্রিশেষ হৈল।
ঠাকুরের সঙ্গে বেশ্যার মন ফিরি গেল ॥ ১২৯ ॥

দণ্ডবত হৈয়া পড়ে ঠাকুর-চরণে।
রামচন্দ্র-খানের কথা কৈল নিবেদনে ॥ ১৩০ ॥
বেশ্যা হৈয়া মুই পাপ করিয়াছি অপার।
কৃপা করি মো-অধমে করহ নিস্তার ॥ ১৩১ ॥
ঠাকুর কহে—খানের কথা সব আমি জানি।
অজ্ঞ মূর্খ সেই, তাতে দুঃখ নাহি মানি ॥ ১৩২ ॥
সেই দিন যাইতাম এ স্থান ছাড়িয়া।
তিন দিন রহিলাম তোমার লাগিয়া ॥ ১৩৩ ॥
বেশ্যা কহে—কৃপা করি কর উপদেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য, যাতে যায় ভব-ক্লেশ ॥ ১৩৪ ॥
ঠাকুর কহে—ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান।
এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম ॥ ১৩৫ ॥
নিরন্তর নাম লহ, তুলসী-সেবন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥ ১৩৬ ॥
এত বলি তারে নাম উপদেশ করি।
উঠিয়া চলিলা ঠাকুর বলি 'হরি হরি' ॥ ১৩৭ ॥
তবে সেই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা লইল।
গৃহ বিত্ত যেবা ছিল ব্রাহ্মণেরে দিল ॥ ১৩৮ ॥
মাথা মুড়ি একবস্ত্রে রহিলা সেই ঘরে।
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে ॥ ১৩৯ ॥
তুলসী-সেবন করে চর্ব্বণ উপবাস।
ইন্দ্রিয়-দমন হৈল, প্রেমের প্রকাশ ॥ ১৪০ ॥
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দর্শনেতে যান্তি ॥ ১৪১ ॥
বেশ্যার চরিত্র দেখি লোকে চমৎকার।
হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার ॥ ১৪২ ॥
রামচন্দ্র-খান অপরাধ-বীজ রোপিল।
সেই বীজ বৃক্ষ হৈয়া আগে ত ফলিল ॥ ১৪৩ ॥
মহদপরাধের ফল অদ্ভুত-কথন।
প্রস্তাব পাইয়া কহি, শুন ভক্তগণ— ॥ ১৪৪ ॥
সহজেই অবৈষ্ণব রামচন্দ্র-খান।
হরিদাসের অপরাধে হৈল অসুর-সমান ॥ ১৪৫ ॥
বৈষ্ণব-ধর্ম্ম নিন্দা করে বৈষ্ণব-অপমান।
বহুদিনের অপরাধে পাইল পরিণাম ॥ ১৪৬ ॥
নিত্যানন্দ-গোঁসাই যবে গৌড়ে আইলা।
প্রেম-প্রচারিতে তবে ভ্রমিতে লাগিলা ॥ ১৪৭ ॥
প্রেম-প্রচারণ, আর পাষণ্ড-দলন।
দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ ॥ ১৪৮ ॥
সর্ব্বজ্ঞ নিত্যানন্দ-প্রভু আইলা তার ঘরে।
আসিয়া বসিলা দুর্গামণ্ডপ-ভিতরে ॥ ১৪৯ ॥
অনেক লোকজন সঙ্গে, অঙ্গন ভরিল।
ভিতর হৈতে রামচন্দ্র সেবক পাঠাইল ॥ ১৫০ ॥
সেবক বলে—গোঁসাই মোরে পাঠাইল খান।
গৃহস্থের ঘরে তোমায় দিব বাসস্থান ॥ ১৫১ ॥
গোয়ালার গোশালা হয় অত্যন্ত বিস্তার।
ইহা সঙ্কীর্ণ স্থান, তোমার মনুষ্য অপার ॥ ১৫২ ॥
ভিতরে আছিলা ক্রোধে শুনি বাহির হৈলা।
অট্ট অট্ট হাসি গোঁসাই কহিতে লাগিলা ॥ ১৫৩ ॥
সত্য কহে—এ ঘর আমার যোগ্য নয়।
ম্লেচ্ছ গোবধ করে তার যোগ্য হয় ॥ ১৫৪ ॥
এত বলি ক্রোধে গোঁসাই উঠিয়া চলিলা।
তারে দণ্ড দিতে সে গ্রামে না রহিলা ॥ ১৫৫ ॥
ইঁহা রামচন্দ্র খান সেবকে আজ্ঞা দিল।
গোঁসাই যাঁহা বসিলা তাঁরা মাটি খোদাইল ॥ ১৫৬ ॥
গোময়-জলে লেপিল সব মন্দির প্রাঙ্গণ।
তবু রামচন্দ্রের মন না হৈল প্রসন্ন ॥ ১৫৭ ॥
দস্যুবৃত্তি করে রামচন্দ্র, রাজায় না দেয় কর।
ক্রুদ্ধ হৈয়া ম্লেচ্ছ-উজির আইল তার ঘর ॥ ১৫৮ ॥
আসি সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল।
অবধ্য বধ করি ঘরে মাংস রান্ধি খাইল ॥ ১৫৯ ॥
স্ত্রী-পুত্র-সহিত রামচন্দ্রেরে বান্ধিয়া।
তার ঘর গ্রাম লুঠে তিন দিন রহিয়া ॥ ১৬০ ॥
সেই ঘরে তিন দিন অবধ্য-রন্ধন।
আরদিন সবা লইয়া করিল গমন ॥ ১৬১ ॥
জাতি-ধন-জন খানের সব নষ্ট হৈল।
বহুদিন পর্য্যন্ত গ্রাম উজাড় রহিল ॥ ১৬২ ॥
মহান্তের অপমান যে গ্রামে দেশে হয়।
একজনের দোষে সব দেশ নষ্ট হয় ॥ ১৬৩ ॥

বেণাপোল ছাড়িয়া হরিদাস-ঠাকুরের চাঁদপুরে আগমন পূর্ব্বক হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের পুরোহিত বলরাম আচার্য্যের গৃহে অবস্থান

হরিদাস-ঠাকুর চলি আইলা চান্দপুরে।
আসিয়া রহিলা বলরাম আচার্য্যের ঘরে ॥ ১৬৪ ॥
হিরণ্য গোবর্দ্ধন দুই—মুলুকের মজুমদার।
তাঁর পুরোহিত—বলরাম নাম তাঁর ॥ ১৬৫ ॥

হরিদাসের কৃপাপাত্র তাতে ভক্তিমানে।
যত্ন করি ঠাকুরে রাখিল সেই গ্রামে ॥ ১৬৬ ॥
নির্জ্জন পর্ণশালায় করেন কীর্ত্তন।
বলরাম-আচার্য্য-গৃহে ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ ॥ ১৬৭ ॥

রঘুনাথ দাস বালক করে অধ্যয়ন।
হরিদাস-ঠাকুরে যাই করেন দর্শন ॥ ১৬৮ ॥
হরিদাস কৃপা করে তাঁহার উপরে।
সেই কৃপা কারণ হইল চৈতন্য পাইবারে ॥ ১৬৯ ॥

তাঁহা যৈছে হরিদাসের মহিমা-খ্যাপন।
সে সব অদ্ভুত কথা শুন ভক্তগণ ॥ ১৭০ ॥

হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের সভায় ঠাকুর-হরিদাস কর্তৃক হরিনামের মুখ্যফল-কথন

একদিন বলরাম মিনতি করিয়া।
মজুমদারের সভায় আইলা ঠাকুরে লইয়া ॥১৭১॥
ঠাকুর দেখি দুই ভাই কৈল অভ্যুত্থান।
পায় পড়ি আসন দিল করিয়া সম্মান ॥ ১৭২ ॥

অনেক পণ্ডিত সভায় ব্রাহ্মণ সজ্জন।
দুই ভাই মহাপণ্ডিত হিরণ্য গোবর্দ্ধন ॥ ১৭৩ ॥
হরিদাসের গুণ সবে কহে পঞ্চমুখে।
শুনি দুই ভাই মনে পাইল বড় সুখে ॥ ১৭৪ ॥

তিন লক্ষ নাম ঠাকুর করেন কীর্ত্তন।
নামের মহিমা উঠাইল পণ্ডিতের গণ ॥ ১৭৫ ॥
কেহো বলে—নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়।
কেহো বলে নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয় ॥১৭৬॥

হরিদাস কহে—নামের এ দুই ফল নহে।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে ॥ ১৭৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১-স্কঃ ২-অঃ ৩৮-শ্লোকে—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়-নাম-কীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ১৭৮ ॥*

আনুষঙ্গিক ফল নামের—মুক্তি, পাপনাশ।
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ ॥ ১৭৯ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং (১৫)—

অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকল-লোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং
হরের্নাম ॥ ১৮০ ॥

সূর্য্য উদিত হইবামাত্রই যেমন অন্ধকাররাশিকে ধ্বংস করে, তদ্রূপ হরিনাম একবারমাত্র জিহ্বাগ্রে উদিত হইলেই অর্থাৎ একবারমাত্র উচ্চারণ করিলেই উগ্র পাপরাশি বিধ্বংস করিয়া জয়যুক্ত হইয়া থাকে ॥ ১৮০ ॥

এই শ্লোকের অর্থ কর পণ্ডিতের গণ।
সবে কহে—তুমি কহ অর্থ-বিবরণ ॥ ১৮১ ॥
হরিদাস কহে—যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হইতে আরম্ভ তম হয় ক্ষয় ॥ ১৮২ ॥†

চৌর-প্রেত-রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ।
উদয় হৈলে ধর্ম্মকর্ম্ম-মঙ্গল-প্রকাশ ॥ ১৮৩ ॥
তৈছে নামোদয়ারম্ভে পাপাদির ক্ষয়।
উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয় ॥ ১৮৪ ॥
মুক্তি তুচ্ছ-ফল হয় নামাভাস হৈতে।
যেই মুক্তি ভক্ত না লয়, কৃষ্ণ চাহে দিতে ॥১৮৫॥

* অনুবাদ ৮৪ পৃষ্ঠায় ২৪ দাগে দ্রষ্টব্য।
† তম—অন্ধকার।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৬-স্কঃ ২-অঃ ৪২-শ্লোকঃ—

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃহন্ পুত্রোপচারিতং।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥ ১৮৬ ॥*

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩-স্কঃ ২৯-অঃ ১২-শ্লোকঃ—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥১৮৭॥†

গোপাল চক্রবর্ত্তী নাম এক ব্রাহ্মণ।
মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা প্রধান ॥ ১৮৮ ॥‡

ছদ্মবেশে হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের জনৈক কর্ম্মচারী গোপাল চক্রবর্ত্তীর তাহাতে অবিশ্বাস ও হরিদাস-ঠাকুরের প্রতি অবজ্ঞাবশতঃ তাহার ভীষণ দুর্গতি-কথন

গৌড়ে রহে, পাতসা-আগে আরিন্দাগিরি করে।
বারলক্ষ মুদ্রা সেই পাতসা-আগে ধরে ॥ ১৮৯ ॥
পরম-সুন্দর, পণ্ডিত, নবীন-যৌবন।
'নামাভাসে মুক্তি' শুনি না হইল সহন ॥ ১৯০ ॥
ক্রুদ্ধ হৈয়া বলে সেই সরোষ-বচন।
ভাবুকের সিদ্ধান্ত শুন পণ্ডিতের গণ ॥ ১৯১ ॥
কোটি জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যেই মুক্তি নয়।
এই কহে—নামাভাসে সেই মুক্তি হয় ॥ ১৯২ ॥
হরিদাস কহে—কেনে করহ সংশয়।
শাস্ত্রে কহে—নামাভাস-মাত্রে মুক্তি হয় ॥ ১৯৩
ভক্তিসুখ-আগে মুক্তি অতি তুচ্ছ হয়।
অতএব ভক্তগণে মুক্তি না ইচ্ছয় ॥ ১৯৪ ॥

তথাহি শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে ১৪-অঃ ৩৭-শ্লোকঃ—

ত্বৎসাক্ষাৎ-করণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধি-স্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো! ॥ ১৯৫ ॥*

শান্তিপুর অদ্বৈত-মহাপ্রভুর গৃহে হরিদাস-ঠাকুরের আগমন ও তৎসন্নিকটে গোফায় অবস্থান

বিপ্র কহে—নামাভাসে যদি মুক্তি হয়।
তবে তোমার নাক কাটি—করহ নিশ্চয় ॥১৯৬॥
হরিদাস কহে—যদি নামাভাসে মুক্তি নয়।
তবে আমার নাক কাটিহ, এই সুনিশ্চয় ॥ ১৯৭ ॥
শুনি সভাসদ উঠে করি হাহাকার।
মজুমদার সেই বিপ্রে করিল ধিক্কার ॥ ১৯৮ ॥
বলাই পুরোহিত তারে করিল ভর্ৎসন।
ঘটপটিয়া মূর্খ তুই ভক্তি কাঁহা জান ॥ ১৯৯ ॥†
হরিদাস-ঠাকুরের তুই কৈলি অপমান।
সর্ব্বনাশ হবে তোর, না হবে কল্যাণ ॥ ২০০ ॥
শুনি হরিদাস তবে উঠিয়া চলিলা।
মজুমদার সেই বিপ্রে ত্যাগ করিলা ॥ ২০১ ॥
সভা-সহিত হরিদাসের পড়িলা চরণে।
হরিদাস হাসি কহে মধুর-বচনে— ॥ ২০২ ॥
তোমা-সবার কি দোষ, এই অজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
তার দোষ নাহি, তার তর্কনিষ্ঠ মন ॥ ২০৩ ॥
তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ত্ব।
কোথা হৈতে জানিবে সে এই সব তত্ত্ব ॥ ২০৪
যাহ ঘর, কৃষ্ণ করুন কুশল সবার।
আমার সম্বন্ধে দুঃখ যেন হয় না কাহার ॥ ২০৫
তবে সেই হিরণ্যদাস নিজ-ঘরে আইল।
সেই ত ব্রাহ্মণে নিজ-দ্বার মানা কৈল ॥ ২০৬ ॥

* অনুবাদ ৪৩৩ পৃষ্ঠায় ৬৩ দাগে দ্রষ্টব্য।
† অনুবাদ ৫৯ পৃষ্ঠায় ২০৫ দাগে দ্রষ্টব্য।
‡ আরিন্দা—তহশিলদার; তৈনিতি; পেয়াদা

* অনুবাদ ৮৪ পৃষ্ঠায় ৯৮ দাগে দ্রষ্টব্য।
† ঘটপটিয়া—কুতার্কিক।

তিনদিন-মধ্যে সেই বিপ্রের কুষ্ঠ হইল।
অতি উচ্চ নাসা তার গলিয়া পড়িল ॥ ২০৭ ॥
চম্পক-কলিকা-সম হস্ত-পদাঙ্গুলি।
কোঁকড় হইল সব, কুষ্ঠে গেল গলি ॥ ২০৮ ॥
দেখিয়া সকল লোকের হৈল চমৎকার।
হরিদাসে প্রশংসে লোক, করে নমস্কার ॥ ২০৯ ॥
যদ্যপি হরিদাস বিপ্রের দোষ না লইল।
তথাপি ঈশ্বর তারে ফল ভুঞ্জাইল ॥ ২১০ ॥
ভক্তের স্বভাব—অজ্ঞের দোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণ-স্বভাব—ভক্তনিন্দা সহিতে না পারে ॥২১১॥
বিপ্রের দুঃখ শুনি হরিদাস দুঃখী হৈলা।
বলাই পুরোহিতে কহি শান্তিপুর আইলা ॥২১২॥
আচার্য্যে মিলিয়া কৈল দণ্ডবত-প্রণাম।
অদ্বৈত আলিঙ্গন করি করিল সম্মান ॥ ২১৩ ॥
গঙ্গাতীরে গোফা করি নির্জ্জনে তাঁরে দিল।
ভাগবত-গীতার ভক্তি-অর্থ শুনাইল ॥ ২১৪ ॥*
আচার্য্যের ঘরে নিত্য ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ।
দুইজন মিলি কৃষ্ণকথা-আস্বাদন ॥ ২১৫ ॥
হরিদাস কহে—গোঁসাই! করি নিবেদন।
মোরে প্রত্যহ অন্ন দেহ কোন্ প্রয়োজন ॥২১৬॥
মহা মহা বিপ্র হেথা কুলীন-সমাজ।
নীচে আদর কর, না বাস ভয় লাজ ॥ ২১৭ ॥
অলৌকিক আচার তোমার কহিতে পাই ভয়।
সেই কৃপা করিবে যাতে তোমার রক্ষা হয় ॥২১৮॥
আচার্য্য কহেন—তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয় ॥ ২১৯ ॥
তুমি খাইলে হয় কোটি-ব্রাহ্মণ-ভোজন।
এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইল ভোজন ॥ ২২০ ॥
জগত-নিস্তার লাগি করেন চিন্তন।
অবৈষ্ণব জগৎ কৈছে হইবে মোচন ॥ ২২১ ॥
কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিল।
গঙ্গা জল-তুলসী দিয়া পূজিতে লাগিল ॥ ২২২ ॥

হরিদাস করে গোফায় নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হন—এই তাঁর মন ॥ ২২৩ ॥
দুই জনার ভক্ত্যে কৃষ্ণ কৈল অবতার।
নাম-প্রেম প্রচারি কৈল জগত উদ্ধার ॥ ২২৪ ॥
আর এক অলৌকিক চরিত্র তাঁহার।
যাহার শ্রবণে লোকের হয় চমৎকার ॥ ২২৫ ॥
তর্ক না করিহ, তর্ক-অগোচর তাঁর রীতি।
বিশ্বাস করিয়া শুন করিয়া প্রতীতি ॥ ২২৬ ॥

মায়া কর্ত্তৃক হরিদাস-ঠাকুরের পরীক্ষা

একদিন হরিদাস গোফাতে বসিয়া।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন করে উচ্চ করিয়া ॥ ২২৭ ॥
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি, দশদিক সুনির্ম্মল।
গঙ্গার লহরী জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল ॥ ২২৮ ॥
দুয়ারে তুলসী লেপা-পিণ্ডার উপর।
গোফার শোভা দেখি লোকের জুড়ায় অন্তর ॥২২৯॥
হেন কালে এক নারী অঙ্গনে আইলা।
তাঁর অঙ্গ-কান্ত্যে স্থান পীতবর্ণ হৈলা ॥ ২৩০ ॥
তাঁর অঙ্গ-গন্ধে দশদিক্ আমোদিত।
ভূষণের-ধ্বনিতে কর্ণ হয় চমকিত ॥ ২৩১ ॥
আসিয়া তুলসীকে সেই কৈল নমস্কার।
তুলসী-পরিক্রমা করি গেলা গোফা-দ্বার ॥ ২৩২ ॥
যোড়হাতে হরিদাসের বন্দিল চরণ।
দ্বারে বসি কহে কিছু মধুর বচন— ॥ ২৩৩ ॥
জগতের বন্দ্য তুমি রূপ-গুণবান্।
তার সঙ্গ লাগি মোর হেথায় প্রয়াণ ॥ ২৩৪ ॥
মোরে অঙ্গীকার কর হইয়া সদয়।
দীনে দয়া করে—এই সাধু-স্বভাব হয় ॥ ২৩৫ ॥
এত বলি নানা ভাব করয়ে প্রকাশ।
যাহার দর্শনে মুনির হয় ধৈর্য্য-নাশ ॥ ২৩৬ ॥
নির্ব্বিকার হরিদাস গম্ভীর-আশয়।
বলিতে লাগিলা তারে হইয়া সদয়— ॥ ২৩৭ ॥
সংখ্যা-নাম-সঙ্কীর্ত্তন এই মহাযজ্ঞ নামে।
তাহাতে দীক্ষিত আমি হই প্রতিদিনে ॥ ২৩৮ ॥

* গোফা—ভোজনের উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত খুব ছোট্ট ঘর

যাবত সমাপ্তি নহে, না করি অন্য কাম।
কীর্ত্তন-সমাপ্তি হৈলে হয় দীক্ষার বিশ্রাম ॥২৩৯॥
দ্বারে বসি শুন তুমি নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত্যে করিব তোমার প্রীতি আচরণ ॥২৪০॥
এত বলি করেন তেঁহো নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
সেই নারী বসি করে নাম-শ্রবণ ॥ ২৪১ ॥
কীর্ত্তন করিতে আসি প্রাতঃকাল হৈল।
প্রাতঃকাল দেখি নারী উঠিয়া চলিল ॥ ২৪২ ॥
এইমত তিন দিন করে আগমন।
নানা ভাব দেখায় যাতে ব্রহ্মার হরে মন ॥২৪৩॥
কৃষ্ণনামাবিষ্ট-মন সদা হরিদাস।
অরণ্যে রোদিত হৈল স্ত্রীভাব-প্রকাশ ॥ ২৪৪ ॥
তৃতীয় দিবসে যদি রাত্রি-শেষ হৈল।
ঠাকুরের স্থানে নারী কহিতে লাগিল— ॥২৪৫॥
তিন দিন বঞ্চিলা আমা করি আশ্বাসন।
রাত্রদিনে নহে তোমার নাম-সমাপন ॥ ২৪৬ ॥
হরিদাস ঠাকুর কহে—আমি কি করিব।
নিয়ম করিয়াছি, তাহা কেমনে ছাড়িব ॥ ২৪৭ ॥
তবে নারী কহে—তাঁরে করি নমস্কার।
আমি মায়া করিতে আইলাম পরীক্ষা তোমার ॥২৪৮॥
ব্রহ্মাদি-জীবেরে মুই সবারে মোহিল।
একলা তোমারে আমি মোহিতে নারিল ॥২৪৯॥
মহাভাগবত তুমি, তোমার দর্শনে।
তোমার কীর্ত্তন-কৃষ্ণনাম-শ্রবণে ॥ ২৫০ ॥
চিত্ত শুদ্ধ হৈল, চাহে কৃষ্ণনাম লৈতে।
কৃষ্ণনাম উপদেশি কৃপা কর মোতে ॥ ২৫১ ॥
চৈতন্যাবতারে বহে প্রেমামৃত-বন্যা।
সব জীব প্রেমে ভাসে, পৃথিবী হৈল ধন্যা ॥২৫২॥
এই বন্যায় যে না ভাসে, সেই জীব ছার।
কোটি-কল্পে তার প্রভু নাহিক নিস্তার ॥ ২৫৩॥
পূর্ব্বে আমি রামনাম পাইয়াছি শিব হৈতে।
তোমা-সঙ্গে লোভ হৈল কৃষ্ণনাম লৈতে ॥ ২৫৪ ॥
মুক্তি-হেতু 'তারক' হয়েন 'রামনাম'।
'কৃষ্ণনাম' পারক করেন প্রেমদান ॥ ২৫৫ ॥
কৃষ্ণনাম দেহ তুমি, মোরে কর ধন্যা।
আমাকে ভাসায় যৈছে এই প্রেমবন্যা ॥ ২৫৬ ॥
এত বলি বন্দিল হরিদাসের চরণ।
হরিদাস কহে—কর কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ২৫৭ ॥
উপদেশ পাইয়া মায়া চলিল হৈয়া প্রীতি।
এ সব কথাতে কারো না হয় প্রতীতি ॥ ২৫৮ ॥
প্রতীত করিতে কহি কারণ ইহার।
যাহার শ্রবণে হয় বিশ্বাস সবার ॥ ২৫৯ ॥
চৈতন্যাবতারে কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হৈয়া।
ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি পৃথিবীতে জন্মিয়া ॥ ২৬০ ॥
কৃষ্ণনাম লৈয়া নাচে, প্রেমবন্যায় ভাসে।
নারদ প্রহ্লাদ আসি মনুষ্যে প্রকাশে ॥ ২৬১ ॥
লক্ষ্মী-আদি সবে কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হৈয়া।
নাম-প্রেম আস্বাদয়ে মনুষ্যে জন্মিয়া ॥ ২৬২ ॥
অন্যের কা কথা, আপনে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
অবতরি করে প্রেমরস-আস্বাদন ॥ ২৬৩ ॥
মায়া দাসী প্রেম মাগে, ইথে কি বিস্ময়।
সাধু-কৃপা, নাম বিনা প্রেম নাহি হয় ॥ ২৬৪ ॥
চৈতন্য-গোঁসাইর লীলার এই ত স্বভাব।
ত্রিভুবন নাচে গায় পাইয়া প্রেমভাব ॥ ২৬৫ ॥
কৃষ্ণ-আদি আর যত স্থাবর-জঙ্গম।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত করে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ২৬৬ ॥
স্বরূপ-গোঁসাই কড়চায় যে লীলা লিখিল।
রঘুনাথ-দাস-মুখে যে সব শুনিল ॥ ২৬৭ ॥
সেই সব লীলা লিখি সংক্ষেপ করিয়া।
চৈতন্য-কৃপাতে লিখি ক্ষুদ্র জীব হৈয়া ॥ ২৬৮ ॥
হরিদাস ঠাকুরের কহিল মহিমার কণ।
যাহার শ্রবণে ভক্তের জুড়ায় শ্রবণ ॥ ২৬৯ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৭০ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাস-ঠাকুর-মহিমা-কথনং নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপ্তং শ্রীগৌরঃ শ্রীসনাতনং।
দেহপাতাদবন্ স্নেহাৎ শুদ্ধং চক্রে পরীক্ষয়া ॥ ১ ॥

বৃন্দাবন হইতে পুনরাগত শ্রীসনাতনের প্রতি স্নেহ-বশতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে বলাগ্রে দেহত্যাগ হইতে রক্ষা করিয়া পরীক্ষা দ্বারা তাঁহাকে শুদ্ধ করিলেন অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যু-সঙ্কল্প-রূপ অপবিত্রতা হইতে রক্ষা করিয়া তাঁহাকে পবিত্র করিলেন ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

বৃন্দাবন হইতে সনাতনের নীলাচলে আগমন, হরিদাস ঠাকুরের
আশ্রমে অবস্থান ও মহাপ্রভুর মিলন বৃত্তান্ত

নীলাচল হৈতে রূপ গৌড়ে যবে গেলা।
মথুরা হৈতে সনাতন নীলাচলে আইলা ॥ ৩ ॥
ঝারিখণ্ড-বনপথে আইলা চলিয়া।
কভু উপবাস, কভু চর্ব্বণ করিয়া ॥ ৪ ॥
ঝারিখণ্ডের জলের দোষ, উপবাস হৈতে।
গাত্রে কণ্ডু হৈল, রসা পড়ে খাজুয়া হৈতে ॥৫॥*
নির্ব্বেদ হইল পথে করেন বিচার—।
নীচজাতি, দেহ মোর অত্যন্ত অসার ॥ ৬ ॥
জগন্নাথে গেলে তাঁর দর্শন না পাইব।
প্রভুর দর্শন সদা করিতে নারিব ॥ ৭ ॥
মন্দির নিকটে শুনি তাঁর বাসা স্থিতি।
মন্দির-নিকটে যাইতে মোর নাহি শক্তি ॥ ৮ ॥
জগন্নাথের সেবক ফিরে কার্য্য-অনুরোধে।
তার স্পর্শ হৈলে মোর হবে অপরাধে ॥ ৯ ॥
তাতে এই দেহ যদি ভাল স্থানে দিয়ে।
দুঃখশান্তি হয়, আর সদ্গতি পাইয়ে ॥ ১০ ॥

জগন্নাথ রথযাত্রায় হইবেন বাহির।
তাঁর রথ-চাকায় এই ছাড়িব শরীর ॥ ১১ ॥
মহাপ্রভুর আগে, আর দেখি জগন্নাথ।
রথে দেহ ছাড়িব, এই পরম-পুরুষার্থ ॥ ১২ ॥
এই ত নিশ্চয় করি নীলাচলে আইলা।
লোকে পুছি হরিদাস-স্থানে উত্তরিলা ॥ ১৩ ॥
হরিদাসের কৈল তেঁহো চরণ-বন্দন।
জানি হরিদাস তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ॥ ১৪ ॥
মহাপ্রভু দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন।
হরিদাস কহে—প্রভু আসিবে এখন ॥ ১৫ ॥
হেনকালে প্রভু উপল-ভোগ দেখিয়া।
হরিদাসে মিলিতে আইলা ভক্তগণ লৈয়া ॥ ১৬॥
প্রভু দেখি দোঁহে পড়ে দণ্ডবত হৈয়া।
প্রভু আলিঙ্গিল হরিদাসে উঠাইয়া ॥ ১৭ ॥
হরিদাস কহে—সনাতন করে নমস্কার।
সনাতনে দেখি প্রভুর হৈল চমৎকার ॥ ১৮ ॥
সনাতনে আলিঙ্গিতে প্রভু আগে আইলা।
পাছে ভাগে সনাতন কহিতে লাগিলা— ॥ ১৯ ॥
মোরে না ছুঁইহ প্রভু, পড়োঁ তোমার পায়।
একে নীচ অধম, আর কণ্ডু-রসা গায় ॥ ২০ ॥
বলাৎকারে প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈল।
তাঁর কণ্ডু-ক্লেদ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল ॥২১॥

সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপমের অকপট
রামনিষ্ঠা বা ইষ্টনিষ্ঠা কথন

সব ভক্তগণে প্রভু মিলাইল সনাতনে।
সনাতন কৈল সবার চরণ-বন্দনে ॥ ২২ ॥
সব লৈয়া বসিলা প্রভু পিণ্ডার উপরে।
হরিদাস সনাতন বসিলা পিণ্ডাতলে ॥ ২৩ ॥
কুশল-বার্ত্তা মহাপ্রভু পুছেন সনাতনে।
তেঁহো কহেন—পরম-মঙ্গল দেখিনু চরণে ॥২৪॥

* কণ্ডু—চুলকাণা। খাজুয়া—খোস; পাচড়া।

মথুরার বৈষ্ণব-সবের কুশল পুছিল।
সবার কুশল সনাতন জানাইল ॥ ২৫ ॥
প্রভু কহে—ইঁহা রূপ ছিল দশমাস।
ইঁহা হৈতে গৌড়ে গেলা হৈল দিন দশ ॥ ২৬ ॥
তোমার ভাই অনুপমের হৈল গঙ্গাপ্রাপ্তি।
ভাল ছিল রঘুনাথে দৃঢ় করি ভক্তি ॥ ২৭ ॥
সনাতন কহে—নীচবংশে মোর জন্ম।
অধর্ম্ম অন্যায় যত আমার কুলধর্ম্ম ॥ ২৮ ॥
হেন বংশ ঘৃণা ছাড়ি কৈলে অঙ্গীকার।
তোমার কৃপাতে বংশের মঙ্গল আমার ॥ ২৯ ॥
সেই অনুপম ভাই শিশুকাল হৈতে।
রঘুনাথ-উপাসনা করে দৃঢ়-চিত্তে ॥ ৩০ ॥
রাত্রিদিনে রঘুনাথের নাম আর ধ্যান।
রামায়ণ নিরবধি শুনে, করে গান ॥ ৩১ ॥
আমি আর রূপ তার জ্যেষ্ঠ সহোদর।
আমা-দোঁহার সঙ্গে তেহো রহে নিরন্তর ॥ ৩২ ॥
আমা-সবা-সঙ্গে কৃষ্ণকথা ভাগবত শুনে।
তাহারে পরীক্ষা কৈল আমি-দুইজনে ॥ ৩৩ ॥
শুনহ বল্লভ! কৃষ্ণ পরম মধুর।
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রেম বিলাস প্রচুর ॥ ৩৪ ॥
কৃষ্ণ-ভজন কর তুমি আমা-দোঁহার সঙ্গে।
তিন ভাই একত্র রহিব কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ ৩৫ ॥
এইমত বারবার কহি দুইজন।
আমা-দোঁহার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন ॥৩৬॥
তোমা-দোঁহার আজ্ঞা আমি কতেক লঙ্ঘিব।
দীক্ষামন্ত্র দেহ, কৃষ্ণ-ভজন করিব ॥ ৩৭ ॥
এত কহি রাত্রিকালে করে বিচারণ।
কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ ॥ ৩৮ ॥
সব রাত্রি ক্রন্দন করি কৈল জাগরণ।
প্রাতঃকালে আমা-দোঁহায় কৈল নিবেদন ॥ ৩৯ ॥
রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছ মাথা।
কাটিতে না পারোঁ মাথা পাঙ বড় ব্যথা ॥ ৪০ ॥
কৃপা করি মোরে আজ্ঞা দেহ দুইজন।
জন্মে জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ ॥ ৪১ ॥
রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ন না যায়।
ছাড়িবার মন হৈলে প্রাণ ফাটি যায় ॥ ৪২ ॥
তবে আমি-দোঁহে তারে আলিঙ্গন কৈল।
'সাধু দৃঢ় ভক্তি তোমার' কহি প্রশংসিল ॥ ৪৩ ॥
যে বংশ-উপরে তোমার হয় কৃপা-লেশ।
সকল মঙ্গল তার, খণ্ডে সব ক্লেশ ॥ ৪৪ ॥
গোঁসাই কহেন—এইমত মুরারি গুপ্ত।
পূর্ব্বে আমি পরীক্ষিল, তাঁর এই রীত ॥ ৪৫ ॥
সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ-জন ॥ ৪৬ ॥
দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে।
সেই প্রভু ধন্য, তারে চুলে ধরি আনে ॥ ৪৭ ॥

মহাপ্রভু কর্ত্তৃক সুকৌশলে সনাতনের দেহত্যাগ সঙ্কল্প-দূরীকরণ ও তাঁহাকে উপদেশ-দান

ভাল হৈল তোমার ইঁহা হৈল আগমনে।
এই ঘরে রহ ইঁহা হরিদাস-সনে ॥ ৪৮ ॥
কৃষ্ণভক্তিরসে তেঁহো পরম প্রধান।
কৃষ্ণরসাস্বাদ কর, লহ কৃষ্ণনাম ॥ ৪৯ ॥
এত বলি মহাপ্রভু উঠিয়া চলিলা।
গোবিন্দ দ্বারা দোঁহাকে প্রসাদ পাঠাইলা ॥ ৫০ ॥
এইমত সনাতন রহে প্রভুর স্থানে।
জগন্নাথের চক্র দেখি করেন প্রণামে ॥ ৫১ ॥
কভু আসি প্রতিদিন মিলে দুইজনে।
ইষ্টগোষ্ঠী কৃষ্ণকথা কহে কতক্ষণে ॥ ৫২ ॥
দিব্য-প্রসাদ পায়েন নিত্য জগন্নাথ-মন্দিরে।
তাহা আনি নিত্য অবশ্য দেন দোঁহাকারে ॥ ৫৩ ॥
একদিন আসি প্রভু দোঁহারে মিলিলা।
সনাতনে আচম্বিতে কহিতে লাগিলা— ॥ ৫৪ ॥
সনাতন! দেহত্যাগে কৃষ্ণ যদি পাইয়ে।
কোটি দেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে ॥৫৫॥
দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি-উপায় কোনো নাহি ভক্তি বিনে ॥৫৬॥

দেহত্যাগাদি যত—এ সব তমোধর্ম্ম।
তমোরজো ধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম ॥ ৫৭ ॥
ভক্তি বিনা কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয়।
প্রেম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্য হইতে নয় ॥ ৫৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১-স্কঃ-১৪-অঃ ২০ শ্লোকঃ—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব!।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা ॥৫৯॥*
দেহ-ত্যাগাদি তমোধর্ম্ম পাতক-কারণ।
সাধক না পায় তাতে কৃষ্ণের চরণ ॥ ৬০ ॥
প্রেমী ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে।
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে, সেহো না পায় মরিতে ॥ ৬১ ॥
গাঢ়ানুরাগে বিয়োগ না যায় সহন।
তাতে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন-মরণ ॥ ৬২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ৫২ অঃ ৩৫-শ্লোঃ—

যস্যাঙ্ঘ্রি-পঙ্কজ-রজঃ-স্নপনং মহান্তো
বাঞ্ছন্ত্যুমাপতিরিবাত্ম-তমোঽপহত্যৈ।
যর্হ্যম্বুজাক্ষ! ন লভেয় ভগবৎ-প্রসাদং
জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশান শতজন্মভিঃ স্যাৎ ॥ ৬৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে শ্রীরুক্মিণী-দেবী বলিলেন, হে পদ্ম-পলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণ! উমাপতির ন্যায় মহতেও যাঁহার শ্রীচরণ ধৌত জল পাইবার বাসনা করেন, আমি যদি সেই তোমার কৃপা লাভ করিতে না পারি অর্থাৎ যদি তুমি আমাকে বিবাহ না কর, তাহা হইলে উপবাসাদি ব্রত দ্বারা এই দুর্ব্বল প্রাণ পরিত্যাগ করিব, পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিলে শতজন্মেও ত তোমার কৃপা লাভ করিতে পারিব? ॥ ৬৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ২৯-অঃ ৩৫ শ্লোকঃ—

সিঞ্চাঙ্গ! নস্তদধরামৃত-পূরকেণ
হাসাবলোক-কলগীতজ-হৃচ্ছয়াগ্নিং।
নো চেদ্ বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্ত-দেহা
ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে! তে ॥ ৬৪ ॥

হে কৃষ্ণ! তোমার সহাস্য দৃষ্টি (চাহনি) অবলোকন করিয়া ও বংশীগীত শ্রবণ করিয়া আমাদের কামানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, অতএব অধরামৃত সিঞ্চন করিয়া তাহা নির্ব্বাপিত কর, নতুবা এই ত এক আগুনে জ্বলিতেছি, আবার তার উপর তোমার বিরহানলে দগ্ধ হইয়া ধ্যানযোগে তোমারই চরণ সমীপে উপস্থিত হইব। ৬৪ ॥

কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ-কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণপ্রেম-ধন ॥ ৬৫ ॥
নীচজাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল-বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥ ৬৬ ॥
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ-ভজনে নাহি জাতি কুলাদি-বিচার ॥ ৬৭ ॥
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান ॥ ৬৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৭-স্কঃ ৯-অঃ ৯ শ্লোঃ—

বিপ্রাদ্ দ্বিষড়্ গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দ-বিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যে তদর্পিত-মনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ ৬৯ ॥*
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥ ৭০ ॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥ ৭১ ॥
এত শুনি সনাতনের হৈল চমৎকার।
প্রভুরে না ভায় মোর মরণ-বিচার ॥ ৭২ ॥
সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু জানি নিষেধিল মোরে।
প্রভুর চরণ ধরি কহেন তাঁহারে— ॥ ৭৩ ॥
"সর্ব্বজ্ঞ কৃপালু তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
যৈছে নাচাও তৈছে নাচি, যেন কাষ্ঠযন্ত্র ॥ ৭৪ ॥
নীচ অধম মুই পামর-স্বভাব।
মোরে জীয়াইলে তোমার কিবা হবে লাভ ॥৭৫॥

অনুবাদ ১২৪ পৃষ্ঠায় ৭৬ দাগে দ্রষ্টব্য

* অনুবাদ ৩১৪ পৃষ্ঠায় ৫৯ দাগে দ্রষ্টব্য।

প্রভু কহে—তোমার দেহ মোর নিজ-ধন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্ম-সমর্পণ ॥ ৭৬ ॥
পরের দ্রব্য তুমি কেনে চাহ বিনাশিতে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার কিবা না পার করিতে ॥ ৭৭ ॥
তোমার শরীর মোর প্রধান সাধন।
এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন ॥ ৭৮ ॥
ভক্ত-ভক্তি-কৃষ্ণ-প্রেম-তত্ত্বের নির্দ্ধার।
বৈষ্ণবের কৃত্য, আর বৈষ্ণব-আচার ॥ ৭৯ ॥
কৃষ্ণভক্তি-কৃষ্ণপ্রেমসেবা-প্রবর্ত্তন।
লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার আর বৈরাগ্য-শিক্ষণ ॥ ৮০ ॥
নিজ-প্রিয়স্থান মোর মথুরা বৃন্দাবন।
তাঁহা এত ধর্ম্ম চাহি করিতে প্রচারণ ॥ ৮১ ॥
মাতার আজ্ঞায় আমি বসি নীলাচলে।
তাঁহা রহি ধর্ম্ম শিখাইতে নাহি নিজ-বলে ॥৮২॥
এত সব কর্ম্ম আমি যে দেহে করিব।
তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি, কেমনে সহিব ॥ ৮৩ ॥
তবে সনাতন কহে—তোমাকে নমস্কারে।
তোমার গম্ভীর হৃদয় কে বুঝিতে পারে ॥ ৮৪ ॥
কাঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
আপনে না জানে পুতলা কিবা নাচে গায় ॥৮৫॥
যৈছে যারে নাচাও, তৈছে সে করে নর্ত্তনে।
কৈছে নাচে, কেবা নাচায়, কিছুই না জানে ॥৮৬॥
হরিদাসে কহে প্রভু—শুন হরিদাস।
পরের দ্রব্য ইঁহো চাহেন করিতে বিনাশ ॥ ৮৭ ॥
পরের স্থাপ্য দ্রব্য কেহো না খায় বিলায়।
নিষেধিহ ইঁহায়, যেন না করে অন্যায় ॥ ৮৮ ॥
হরিদাস কহে—মিথ্যা অভিমান করি।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝিতে না পারি ॥ ৮৯ ॥
কোন্ কোন্ কার্য্যে তুমি কর কোন্-দ্বারে।
তুমি না জানাইলে কেহো জানিতে না পারে ॥৯০।
এতাদৃশ তুমি ইঁহারে করিয়াছ অঙ্গীকার।
এ সৌভাগ্য ইঁহা-সম না হয় কাহার ॥ ৯১ ॥
তবে মহাপ্রভু দোঁহায় করি আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে উঠি করিলা গমন ॥ ৯২ ॥
সনাতনে কহে হরিদাস করি আলিঙ্গন—।
তোমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন ॥ ৯৩ ॥
তোমার দেহ প্রভু কহে 'মোর' নিজ-ধন।
তোমা-সম ভাগ্যবান্ নাহি কোনো জন ॥ ৯৪ ॥
নিজ-দেহে যেবা কার্য্য না পারে করিতে।
সে কার্য্য করাইবে তোমায়, সেহো মথুরাতে ॥৯৫॥
যে করাইতে চাহে ঈশ্বর, সেই সিদ্ধ হয়।
তোমার সৌভাগ্য—এই করিল নিশ্চয় ॥ ৯৬ ॥
ভক্তিসিদ্ধান্ত-শাস্ত্র আচার-নির্ণয়।
তোমা-দ্বারে করাইবেন বুঝিল আশয় ॥ ৯৭ ॥
আমার এই দেহ প্রভুর কার্য্যে না লাগিল।
ভারতভূমে জন্মি এই দেহ ব্যর্থ হইল ॥ ৯৮ ॥
সনাতন কহে—তোমা-সম কোন্ আন।
মহাপ্রভুরগণে তুমি মহাভাগ্যবান ॥ ৯৯ ॥
অবতার-কার্য্য প্রভুর—নাম-প্রচার।
সেই নিজ-কার্য্য প্রভু করেন তোমা-দ্বার ॥১০০॥
প্রত্যহ কর তিন লক্ষ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
সবার আগে কর নামের মহিমা-কথন ॥ ১০১ ॥
আপনি আচরে কেহো, না করে প্রচার।
প্রচার করয়ে কেহো, না করে আচার ॥ ১০২ ॥
আচার প্রচার নামের কর দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্ব-গুরু, তুমি জগতের আর্য্য ॥ ১০৩ ॥

মহাপ্রভু কর্ত্তৃক ভক্তগণসহ সনাতনের মিলন-কারণ

এইমত দুইজন নানাকথা-রঙ্গে।
কৃষ্ণকথা আস্বাদয়ে রহি একসঙ্গে ॥ ১০৪ ॥
যাত্রাকালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
পূর্ব্ববত কৈল রথযাত্রা দরশন ॥ ১০৫ ॥
রথ-অগ্রে কভু তৈছে করিল নর্ত্তন।
দেখি চমৎকার হৈল সনাতনের মন ॥ ১০৬ ॥
বর্ষা চারিমাস রহিলা সব ভক্তগণ।
সবা-সঙ্গে প্রভু মিলাইল সনাতন ॥ ১০৭ ॥
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, বক্রেশ্বর।
বাসুদেব, মুরারি, রাঘব, দামোদর ॥ ১০৮ ॥

পুরী, ভারতী, স্বরূপ, পণ্ডিত-গদাধর।
সার্ব্বভৌম, রামানন্দ, জগদানন্দ, শঙ্কর ॥ ১০৯ ॥

শ্রীসনাতনের অপূর্ব্ব গৌরনিষ্ঠা-প্রকটন

কাশীশ্বর, গোবিন্দাদি যত ভক্তগণ।
সবা-সনে সনাতনের করাইল মিলন ॥ ১১০ ॥
যথাযোগ্য করাইল সবার চরণ-বন্দন।
তাঁরে করাইল সবার কৃপার ভাজন ॥ ১১১ ॥
সদ্‌গুণে পাণ্ডিত্যে সবার প্রিয় সনাতন।
যথাযোগ্য কৃপা-মৈত্রী-গৌরব-ভাজন ॥ ১১২ ॥
সকল বৈষ্ণব যবে গৌড়দেশে গেলা।
সনাতন মহাপ্রভুর চরণে রহিলা ॥ ১১৩ ॥
দোলযাত্রা আদি প্রভুর সঙ্গেতে দেখিল।
দিনে দিনে প্রভু-সঙ্গে আনন্দ বাঢ়িল ॥ ১১৪ ॥
পূর্ব্বে বৈশাখ-মাসে যবে সনাতন আইলা।
জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রভু তাঁরে পরীক্ষা করিলা ॥ ১১৫ ॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রভু যমেশ্বর-টোটা আইলা।
ভক্ত-অনুরোধে তাঁহা ভিক্ষা যে করিলা ॥ ১১৬ ॥
মধ্যাহ্নে ভিক্ষাকালে সনাতনে বোলাইল।
প্রভু বোলাইল, তার আনন্দ বাঢ়িল ॥ ১১৭ ॥
মধ্যাহ্নে সমুদ্রের বালু হইয়াছে অগ্নি-সম।
সেই পথে সনাতন করিলা গমন ॥ ১১৮ ॥
‘প্রভু বোলাইয়াছে’ এই আনন্দিত মনে।
তপ্তবালুকাতে পা পোড়ে তাহা নাহি জানে ॥ ১১৯ ॥
দুই পায়ে ফোস্কা হৈল, তবু গেলা প্রভু-স্থানে।
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিয়াছে বিশ্রামে ॥১২০ ॥
ভিক্ষা-অবশেষ-পাত্র গোবিন্দ তাঁরে দিল।
প্রসাদ পাইয়া সনাতন প্রভু-পাশে আইল ॥১২১॥
প্রভু কহে—কোন্ পথে আইলা সনাতন।
তেঁহো কহে সমুদ্র-পথে কৈলুঁ আগমন ॥ ১২২ ॥
প্রভু কহে—তপ্ত বালু, কেমনে আইলা।
সিংহদ্বারের শীতল পথে কেনে নাহি গেলা ॥ ১২৩ ॥
তপ্তবালুকাতে তোমার পায়ে হৈল ব্রণ।
চলিতে না পার, কেমনে করিলে সহন ॥ ১২৪ ॥
সনাতন কহে- দুঃখ বহু না পাইল।
পায়ে ব্রণ হইয়াছে তাহা না জানিল ॥ ১২৫ ॥
সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার।
বিশেষ ঠাকুরের তাঁহা সেবক-প্রচার ॥ ১২৬ ॥
সেবক গতাগতি করে, নাহি অবসরে।
কারো স্পর্শ হৈলে সর্ব্বনাশ হবে মোরে ॥ ১২৭ ॥
শুনি মহাপ্রভু মনে সন্তোষ পাইলা।
তুষ্ট হৈয়া তাঁরে কিছু কহিতে লাগিলা ॥ ১২৮ ॥
যদ্যপিহ হও তুমি জগত পাবন।
তোমা-স্পর্শে পবিত্র হয় দেব মুনিগণ ॥ ১২৯ ॥
তথাপি ভক্তের স্বভাব—মর্য্যাদা-রক্ষণ।
মর্য্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ ॥ ১৩০ ॥
মর্য্যাদা লঙ্ঘিলে লোকে করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ ॥ ১৩১ ॥
মর্য্যাদা রাখিলে, তুষ্ট হয় মোর মন।
তুমি ঐছে না করিলে করিবে কোন্ জন ॥১৩২॥
এত বলি প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈল।
তার কণ্ডুরসা প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল ॥ ১৩৩ ॥
বারবার নিষেধে, তবু করেন আলিঙ্গন।
অঙ্গে রসা লাগে, দুঃখ পায় সনাতন ॥ ১৩৪ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের অপূর্ব্ব সনাতন প্রীতি প্রদর্শন ও
সনাতনের মাহাত্ম্য কথন

এইমতে সেবক প্রভু দোঁহে ঘর গেলা।
আরদিন জগদানন্দ সনাতনে মিলিলা ॥ ১৩৫ ॥
দুইজনে বসি কৃষ্ণকথা-গোষ্ঠী কৈল।
পণ্ডিতেরে সনাতন দুঃখ নিবেদিল ॥ ১৩৬ ॥
ইঁহা আইলাম প্রভু দেখি দুঃখ খণ্ডাইতে।
যেবা মনে বাঞ্ছা, প্রভু না দিল করিতে ॥ ১৩৭
নিষেধিতে প্রভু আলিঙ্গন করে মোরে।
মোর কণ্ডু-রসা লাগে প্রভুর শরীরে ॥ ১৩৮ ॥

অপরাধ হয় মোর নাহিক নিস্তার।
জগন্নাথ না দেখিয়ে—এ দুঃখ অপার ॥ ১৩৯ ॥
হিত নিমিত্ত আইলাম, হৈল বিপরীতে।
কি করিলে হিত হয়, নারি নির্দ্ধারিতে ॥ ১৪০ ॥
পণ্ডিত কহে—তোমার বাস-যোগ্য বৃন্দাবন।
রথযাত্রা দেখি তাঁহা করহ গমন ॥ ১৪১ ॥
প্রভুর আজ্ঞা হইয়াছে—তোমরা দুই ভাইয়ে।
বৃন্দাবনে বৈস—তাঁহা সর্ব্ব সুখ পাইয়ে ॥ ১৪২ ॥
যে কার্য্যে আইলা—প্রভুর দেখিলা চরণ।
রথে জগন্নাথ দেখি করহ গমন ॥ ১৪৩ ॥
সনাতন কহে—ভাল কৈলে উপদেশ।
তাঁহা যাব, সেই মোর প্রভু-দত্ত দেশ ॥ ১৪৪ ॥
এত বলি দোঁহে নিজ-কার্য্যে উঠি গেলা।
আরদিন মহাপ্রভু মিলিতে আইলা ॥ ১৪৫ ॥
হরিদাস কৈল প্রভুর চরণ-বন্দন।
হরিদাসে কৈল প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ১৪৬ ॥
দূর হৈতে দণ্ডবত করে সনাতন।
প্রভু বোলায় বারবার করিতে আলিঙ্গন ॥ ১৪৭॥
অপরাধ-ভয়ে তেঁহো মিলিতে না আইলা।
মহাপ্রভু মিলিবারে সেই ঠাঁই গেলা ॥ ১৪৮ ॥
সনাতন ভাগি পাছে করেন গমন।
বলাৎকারে ধরি প্রভু কৈল আলিঙ্গন ॥ ১৪৯ ॥
দুই জনে লৈয়া প্রভু বসিলা পিণ্ডাতে।
নির্ব্বিণ্ণ সনাতন লাগিলা কহিতে ॥ ১৫০ ॥
হিত লাগি আইনু মুঞি হৈল বিপরীতি।
সেবাযোগ্য নহো, অপরাধ করোঁ নিতি ॥ ১৫১ ॥
সহজে নীচজাতি মুঞি দুষ্ট পাপাশয়।
মোরে তুমি ছুঁইলে মোর অপরাধ হয় ॥ ১৫২ ॥
তাহাতে আমার অঙ্গে কণ্ডু-রসা গলে।
তোমার অঙ্গে লাগে, তবু স্পর্শ তুমি বলে ॥১৫৩॥
বীভৎস স্পর্শিতে না কর ঘৃণালেশে।
এই অপরাধে মোর হবে সর্ব্বনাশে ॥ ১৫৪ ॥
তাতে ইঁহা রহিলে মোর না হয় কল্যাণ।
আজ্ঞা দেহ রথ দেখি যাঙ বৃন্দাবন ॥ ১৫৫ ॥

জগদানন্দ পণ্ডিতে আমি যুক্তি পুছিল।
বৃন্দাবনে যাইতে তেঁহো উপদেশ দিল ॥ ১৫৬ ॥
এত শুনি মহাপ্রভু সরোষ-অন্তরে।
জগদানন্দে ক্রুদ্ধ হৈয়া তিরস্কার করে ॥ ১৫৭ ॥
কালিকার বড়ুয়া জগা ঐছে গর্ব্বী হৈল।
তোমাকেহ উপদেশ করিতে লাগিল ॥ ১৫৮ ॥
ব্যবহারে পরমার্থে তুমি তার তুল্য।
তোমারে উপদেশ করে, না জানে আপন মূল্য ॥ ১৫৯ ॥
আমার উপদেষ্টা তুমি প্রামাণিক আর্য্য।
তোমারে উপদেশে—বালকের ঐছে কার্য্য ॥১৬০॥
শুনি সনাতন পায়ে ধরি প্রভুরে কহিল।
জগদানন্দের সৌভাগ্য আজি সে জানিল ॥১৬১॥
আপনার দুর্ভাগ্যের আজি হৈল জ্ঞান।
জগতে নাহি জগদানন্দ-সম ভাগ্যবান্ ॥ ১৬২ ॥
জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা-সুধারস।
মোরে পিয়াও গৌরবস্তুতি-নিম্বনিসিন্দা-রস ॥ ১৬৩ ॥
আজিহ নহিল মোরে আত্মীয়তা-জ্ঞান।
মোর অভাগ্য, তুমি স্বতন্ত্র ভগবান্ ॥ ১৬৪ ॥
শুনি মহাপ্রভু কিছু লজ্জিত হৈল মনে।
তাঁরে সন্তোষিতে কিছু বলেন বচনে ॥ ১৬৫ ॥
জগদানন্দ প্রিয় আমার নহে তোমা হৈতে।
মর্য্যাদা-লঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে ॥ ১৬৬ ॥
কাঁহা তুমি প্রামাণিক শাস্ত্রে প্রবীণ।
কাঁহা জগা কালিকার বটুয়া নবীন ॥ ১৬৭ ॥
আমাকেহ—বুঝাইতে ধর তুমি শক্তি।
কত ঠাঁই বুঝাইয়াছ ব্যবহার ভক্তি ॥ ১৬৮ ॥
তোমারে উপদেশ করে, না যায় সহন।
অতএব তারে আমি করিয়ে ভর্ৎসন ॥ ১৬৯ ॥
বহিরঙ্গ-জ্ঞানে তোমায় না করি স্তবন।
তোমার গুণে স্তুতি করায়, ঐছে তোমার গুণ ॥১৭০॥
যদ্যপি কারো মমতা বহুজনে হয়।
প্রীতির স্বভাবে কাঁহো কোনো ভাবোদয় ॥১৭১॥

তোমার দেহে তুমি কর বীভৎসতা-জ্ঞান।
তোমার দেহ আমায় লাগে অমৃত-সমান ॥ ১৭২ ॥
অপ্রাকৃত দেহ তোমার, প্রাকৃত কভু নয়।
তথাপি তোমার তাতে প্রাকৃত-বুদ্ধি হয় ॥১৭৩॥
প্রাকৃত হৈলেও তোমার দেহ নারি উপেক্ষিতে।
ভদ্রাভদ্রবস্তু-জ্ঞান নাহিক প্রাকৃতে ॥ ১৭৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১-স্কঃ ২৮-অঃ ৪ শ্লোকঃ—

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।
বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ ॥ ১৭৫ ॥

দ্বৈতবস্তু অর্থাৎ জাগতিক বস্তু-সমূহ ত মিথ্যাস্বরূপ, সুতরাং তার আর পবিত্র অপবিত্র বা ভালমন্দ কি অর্থাৎ মিথ্যারূপ জগতে পবিত্রতা-পবিত্র বা ভালমন্দ বলিয়া কিছুই নাই, যেহেতু বাক্য দ্বারা কথিত ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা দৃষ্ট বা অনুভূত পদার্থ এবং মন দ্বারা চিন্তিত পদার্থ—ঐ সবই মিথ্যা, সুতরাং মিথ্যার আবার ভাল-মন্দ কি? তবে আমরা মন দ্বারা পবিত্রাপবিত্র বা ভালমন্দ কল্পনা করিয়া লই ॥১৭৫॥

দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল, এই মন্দ—এই সব ভ্রম ॥ ১৭৬ ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং ৫-অঃ ১৮-শ্লোঃ—

বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সম-দর্শিনঃ ॥১৭৭॥

বিদ্যা ও বিনয়ান্বিত ব্রাহ্মণ, গরু, হাতী, কুকুর ও চণ্ডাল—এই সমস্ত বিরুদ্ধ বস্তুকেও যিনি সমান-চক্ষে দেখেন, তিনিই পণ্ডিত ॥ ১৭৭ ॥

তথাহি তত্রৈব ৫-অঃ ৮-শ্লোঃ—

জ্ঞান-বিজ্ঞান-তৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সম-লোষ্ট্রাশ্ম-কাঞ্চনঃ ॥১৭৮॥

যাঁহার চিত্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত, যিনি বিকারহীন, যিনি ইন্দ্রিয়জয়ী এবং মৃত্তিকা, পাষাণ ও স্বর্ণে যাঁহার সম-জ্ঞান, তাঁহারই নাম যোগারূঢ় যোগী ॥ ১৭৮ ॥

আমি ত সন্ন্যাসী, আমার সম-দৃষ্টি ধর্ম্ম।
চন্দনে পঙ্কেতে আমার জ্ঞান হয় সম ॥ ১৭৯ ॥
এই লাগি তোমায় ত্যাগ করিতে না জুয়ায়।
ঘৃণা-বুদ্ধি করি যদি, নিজ-ধর্ম্ম যায় ॥ ১৮০ ॥
হরিদাস কহে—প্রভু! যে কহিলে তুমি।
এই বাহ্য-প্রতারণা নাহি মানি আমি ॥ ১৮১ ॥
আমা-সম অধমে যে করিয়াছ অঙ্গীকার।
দীন-দয়ালু-গুণ তোমার তাহাতে প্রচার ॥ ১৮২ ॥
প্রভু হাসি কহে—শুন হরিদাস সনাতন।
তত্ত্ব কহি তোমা-বিষয়ে যৈছে আমার মন ॥১৮৩॥
তোমাকে লাল্য আপনাকে লালক-অভিমান।
লালকের লাল্যে নহে দোষ-পরিজ্ঞান ॥ ১৮৪ ॥
আপনাকে হয় মোর অমান্য-সমান।
তোমা-সবারে করোঁ মুই বালক-অভিমান ॥১৮৫॥
মাতার যৈছে বালকের অমেধ্য লাগে গায়।
ঘৃণা নাহি জন্মে, আরো মহাসুখ পায় ॥ ১৮৬ ॥
লাল্যামেধ্য লালকের চন্দন-সম ভায়।
সনাতনের ক্লেদে আমার ঘৃণা না উপজায় ॥১৮৭॥
হরিদাস কহে—তুমি ঈশ্বর দয়াময়।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝন না যায় ॥ ১৮৮ ॥
বাসুদেব গলৎকুষ্ঠী, অঙ্গ কীড়াময়।
তাঁরে আলিঙ্গন কৈলে হইয়া সদয় ॥ ১৮৯ ॥
আলিঙ্গিয়া কৈলে তার কন্দর্প-সম অঙ্গ।
কে বুঝিতে পারে তোমার কৃপার তরঙ্গ ॥ ১৯০ ॥
প্রভু কহে—বৈষ্ণব-দেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময় ॥ ১৯১ ॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্ম-সমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করেন আত্মসম ॥ ১৯২ ॥
সেই দেহ করেন তাঁর চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥ ১৯৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১-স্কঃ ২৯-অঃ ৩২-শ্লোকঃ—

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্ত-সমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥ ১৯৪ ॥ *

সনাতনের বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন

সনাতনের দেহে কৃষ্ণ কণ্ডূ উপজাইয়া।
আমা পরীক্ষিতে ইঁহা দিলা পাঠাইয়া ॥ ১৯৫ ॥
ঘৃণা করি আলিঙ্গন না করিলাম যবে।
কৃষ্ণ-ঠাঁই অপরাধী হইতাম তবে ॥ ১৯৬ ॥
পারিষদ-দেহ এই, না হয় দুর্গন্ধ।
প্রথম দিনে পাইলাম চতুঃসমের গন্ধ ॥ ১৯৭ ॥
বস্তুতঃ প্রভু যবে কৈল আলিঙ্গন।
তাঁর স্পর্শে গন্ধ হইল চন্দনের সম ॥ ১৯৮ ॥
প্রভু কহে—সনাতন ! না মানিহ দুখ।
তোমা-আলিঙ্গনে আমি পাই বড় সুখ ॥ ১৯৯ ॥
এ বৎসর তুমি ইঁহা রহ আমা-সনে।
বৎসর বহি তোমাকে পাঠাইব বৃন্দাবনে ॥ ২০০ ॥
এত বলি পুনঃ তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
কণ্ডূ গেল, অঙ্গ হৈল সুবর্ণের সম ॥ ২০১ ॥
দেখি হরিদাসের মনে হৈল চমৎকার।
প্রভুকে কহে—এই সব ভঙ্গী সে তোমার ॥২০২॥
সেই ঝারিখণ্ডের পানী তুমি খাওয়াইলা।
সেই পানী-লক্ষ্যে ইঁহার কণ্ডু উপজাইলা ॥২০৩॥
কণ্ডু করি পরীক্ষা সে করিলে সনাতনে।
এই লীলা-ভঙ্গী তোমার কেহো নাহি
জানে ॥ ২০৪ ॥
দোঁহো আলিঙ্গিয়া প্রভু গেলা নিজালয়।
প্রভুর গুণ কহে দোঁহে হৈয়া প্রেমময় ॥ ২০৫ ॥
এইমত সনাতন রহে প্রভু-স্থানে।
কৃষ্ণচৈতন্য-গুণকথা হরিদাস-সনে ॥ ২০৬ ॥

* অনুবাদ ৩৫৭ পৃষ্ঠার ১০২ দাগে দ্রষ্টব্য।

দোলযাত্রা দেখি প্রভু তাঁরে বিদায় দিলা।
বৃন্দাবনে যে করিবেন, সব শিক্ষাইলা ॥ ২০৭ ॥
যে কালে বিদায় হৈল প্রভুর চরণে।
দুই জনার বিচ্ছেদ-দশা না যায় বর্ণনে ॥ ২০৮ ॥
যেই বনপথে প্রভু গেলা বৃন্দাবন।
সেই পথে যাইতে মন কৈল সনাতন ॥ ২০৯ ॥
যে পথে যে গ্রাম নদী, যাহা যেই লীলা।
বলভদ্রভট্ট-স্থানে সব লিখি নিলা ॥ ২১০ ॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণে সবারে মিলিয়া।
সেই পথে চলি যায় সে স্থান দেখিয়া ॥ ২১১ ॥
যে যে লীলা পথে প্রভু কৈল যে যে স্থানে।
তাহা দেখি প্রেমাবেশ হয় সনাতনে ॥ ২১২ ॥
এইমতে সনাতন বৃন্দাবনে আইলা।
পাছে আসি রূপগোসাঞি তাঁহারে
মিলিলা ॥ ২১৩
এক বৎসর রূপগোসাঞির গৌড়ে বিলম্ব হৈল।
কুটুম্বেরে স্থিতি-অর্থ বিভাগ করি দিল ॥ ২১৪ ।

শ্রীরূপ সনাতন ও শ্রীজীবের গ্রন্থ-প্রণয়ন

গৌড়ে যে অর্থ ছিল, তাহা আনাইল।
কুটুম্ব-ব্রাহ্মণে দেবালয়ে বাটি দিল ॥ ২১৫ ॥
সব মনঃকথা গোসাই করি নির্ব্বাহণ।
নিশ্চিন্ত হইয়া শীঘ্র আইলা বৃন্দাবন ॥ ২১৬ ॥
দুই ভাই মিলি বৃন্দাবনে বাস কৈল।
প্রভুর যে আজ্ঞা দোঁহে সব নির্ব্বাহিল ॥ ২১৭ ।
নানা শাস্ত্র আনি লুপ্ত-তীর্থ উদ্ধারিলা।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রকাশ করিলা ॥ ২১৮ ॥
সনাতন কৈল গ্রন্থ ভাগবতামৃতে।
ভক্তি-ভক্ত-কৃষ্ণ-তত্ত্ব জানি যাহা হৈতে ॥ ২১৯ ।
সিদ্ধান্ত-সার গ্রন্থ কৈল দশম-টিপ্পনী।
কৃষ্ণ-লীলারস-প্রেম যাহা হৈতে জানি ॥ ২২০ ॥
হরিভক্তিবিলাস কৈল বৈষ্ণব-আচার।
বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য যাঁহা পাইয়ে পার ॥ ২২১ ॥

আর যত গ্রন্থ কৈল, কে করে গণন।
মদনগোপাল-গোবিন্দের কৈল সেবা-স্থাপন ॥২২২॥
রূপ-গোঁসাই কৈল রসামৃতসিন্ধু সার।
কৃষ্ণভক্তিরসের যাঁহা পাইয়ে বিস্তার ॥ ২২৩ ॥
উজ্জ্বলনীলমণি-নাম গ্রন্থ কৈল আর।
রাধাকৃষ্ণলীলা-রস যাঁহা পাইয়ে পার ॥ ২২৪ ॥
বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব—নাটক যুগল।
কৃষ্ণলীলা-রস তাঁহা পাইয়ে সকল ॥ ২২৫ ॥
দানকেলিকৌমুদী-আদি লক্ষ গ্রন্থ কৈল।
সেই সব গ্রন্থে ব্রজরস বিচারিল ॥ ২২৬ ॥
তাঁর লঘুভ্রাতা শ্রীবল্লভ অনুপম।
তাঁর পুত্র মহাপণ্ডিত শ্রীজীব নাম ॥ ২২৭ ॥
সর্ব্ব ত্যাগি তেঁহো পিছে আইলা বৃন্দাবন।
তেঁহো ভক্তিশাস্ত্র বহু কৈল প্রচারণ ॥ ২২৮ ॥
ভাগবত-সন্দর্ভ নাম কৈল গ্রন্থ সার।
ভাগবত-সিদ্ধান্তের যাঁহা পাইয়ে পার ॥ ২২৯ ॥
গোপালচম্পূ নাম আর গ্রন্থ কৈল।
ব্রজপ্রেম-লীলা-রস সব দেখাইল ॥ ২৩০ ॥
ষট্সন্দর্ভে কৃষ্ণপ্রেম-তত্ত্ব প্রকাশিল।
চারি লক্ষ গ্রন্থ দোঁহে বিস্তার করিল ॥ ২৩১ ॥
জীব-গোঁসাই গৌড় হৈতে মথুরা চলিলা।
নিত্যানন্দপ্রভু ঠাঁই আজ্ঞা মাগিলা ॥ ২৩২ ॥
প্রভু প্রীত্যে তাঁর মাথে ধরিলা চরণ।
রূপ-সনাতন সম্বন্ধে কৈল আলিঙ্গন ॥ ২৩৩ ॥
আজ্ঞা দিল—শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবনে।
তোমার বংশে প্রভু দিয়াছেন সেই স্থানে ॥২৩৪॥
তাঁর আজ্ঞা লৈয়া আইলা, আজ্ঞা-ফল পাইল।
শাস্ত্র করি বহুকাল ভক্তি প্রচারিল ॥ ২৩৫ ॥
এই তিন গুরু, আর রঘুনাথ দাস।
ইঁহা-সবার চরণ বন্দোঁ, যাঁর মুই দাস ॥ ২৩৬ ॥
এই ত কহিল পুনঃ সনাতন-সঙ্গমে।
প্রভুর আশয় জানি যাহার শ্রবণে ॥ ২৩৭ ॥
চৈতন্যচরিত্র এই ইক্ষুদণ্ড-সম।
চর্ব্বণ করিতে হয় রস-আস্বাদন ॥ ২৩৮ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে পুনঃ সনাতন-সঙ্গমোৎসবো
নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ।

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বৈগুণ্য-কীট-কলিলঃ পৈশুন্য-ব্রণ-পীড়িতঃ।
দৈন্যার্ণবে নিমগ্নোঽহং চৈতন্য-বৈদ্যমাশ্রয়ে ॥ ১

শ্রীপাদ গ্রন্থকার আত্ম দৈন্য করিয়া বলিতেছেন, আমি মাৎসর্য্যাদি দোষরূপ কীটগণে পরিব্যাপ্ত, খলতারূপ ব্রণে পীড়িত ও দুঃখরূপ সমুদ্রে নিমগ্ন; অতএব আমি শ্রীচৈতন্য-রূপ বৈদ্যের শরণাগত হইতেছি ॥ ১ ॥

জয় জয় শচীসুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় কৃপাময় প্রভু নিত্যানন্দ ধন্য ॥ ২ ॥
জয়াদ্বৈত কৃপাসিন্ধু, জয় ভক্তগণ।
জয় স্বরূপ গদাধর রূপ সনাতন ॥ ৩ ॥

রামানন্দ-রায়ের মহিমা প্রকাশার্থে তাঁহার নিকট কৃষ্ণকথা শুনিবার জন্য মহাপ্রভু কর্তৃক প্রদ্যুম্ন-মিশ্রকে প্রেরণ

একদিন প্রদ্যুম্ন-মিশ্র প্রভুর চরণে।
দণ্ডবত করি কিছু কৈল নিবেদনে ॥ ৪ ॥
শুন প্রভু! মুই দীন গৃহস্থ অধম।
কোনো ভাগ্যে পাইয়াছি তোমার দুর্ল্লভ চরণ ॥৫॥
কৃষ্ণকথা শুনিবারে মোর ইচ্ছা হয়।
কৃষ্ণকথা কহ মোরে হইয়া সদয় ॥ ৬ ॥
প্রভু কহে—কৃষ্ণ-কথা আমি নাহি জানি।
সবে রামানন্দ জানে, তার মুখে শুনি ॥ ৭ ॥
ভাগ্যে তোমার—কৃষ্ণকথা শুনিতে হৈল মন।
রামানন্দ-পাশ যাই করহ শ্রবণ ॥ ৮ ॥
কৃষ্ণ-কথায় রুচি তোমার—বড় ভাগ্যবান্।
যার কৃষ্ণ-কথায় রুচি সেই ভাগ্যবান্ ॥ ৯

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম-স্কঃ ২-অঃ ৮-শ্লোকঃ—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলং ॥১০।

লোকের ধর্ম্ম সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলে যদি তদ্দ্বারা হরিকথায় রতি না জন্মে, তবে সেই ধর্ম্মাচরণ বৃথা শ্রমমাত্র ॥ ১০ ॥

তবে প্রদ্যুম্ন মিশ্র গেলা রামানন্দ-স্থানে।
রায়ের সেবক তাঁরে বসাইল আসনে ॥ ১১ ॥
রায়ের দর্শন না পাইয়া সেবকে পুছিল।
রায়ের বৃত্তান্ত সেবক কহিতে লাগিল— ॥ ১২
দুই দেবকন্যা হয় পরমা সুন্দরী।
নৃত্যগীতে সুনিপুণা বয়সে কিশোরী ॥ ১৩ ॥
তাহাঁ-দোঁহে লইয়া রায় নিভৃতে উদ্যানে।
নিজ-নাটকের গীতে শিখায় আবর্ত্তনে ॥ ১৪ ॥
তুমি ইঁহা বসি রহ, ক্ষণেকে আসিবেন।
তবে যেই আজ্ঞা দেহ, সেই করিবেন ॥ ১৫ ॥
তবে প্রদ্যুম্ন-মিশ্র তাঁহা রহিলা বসিয়া।
রামানন্দ রায় সেই দুইজন লৈয়া ॥ ১৬ ॥
স্বহস্তে করেন তার অভ্যঙ্গ-মর্দ্দন।
স্বহস্তে করান স্নান গাত্র-সম্মার্জ্জন ॥ ১৭ ॥
স্বহস্তে পরান বস্ত্র সর্ব্বাঙ্গ-মণ্ডন।
তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন ॥ ১৮ ॥
কাষ্ঠ-পাষাণ-স্পর্শে হয় যৈছে ভাব।
তরুণী-স্পর্শে রামানন্দের তৈছে স্বভাব ॥ ১৯ ॥
সেব্যবুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন।
স্বাভাবিক দাসীভাব করেন আরোপণ ॥ ২০ ॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণের দুর্গম মহিমা।
তাহে রামানন্দের ভাব ভক্তি-প্রেম-সীমা ॥ ২১ ॥
তবে সেই দুই জনে নৃত্য শিখাইল।
গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইল ॥ ২২ ॥
সঞ্চারী সাত্ত্বিক স্থায়ী ভাবের লক্ষণ।
মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন ॥ ২৩ ॥
ভাব-প্রকটন-লাস্য রায় যে শিখায়।
জগন্নাথের আগে দোঁহে প্রকট দেখায় ॥ ২৪ ॥

তবে সেই দুইজনে প্রসাদ খাওয়াইল।
নিভৃতে দোঁহারে নিজ-ঘরে পাঠাইল ॥ ২৫ ॥
প্রতিদিন রায় ঐছে করায় সাধন।
কোন্ জানে ক্ষুদ্র জীব কাঁহা তাঁর মন ॥ ২৬ ॥
মিশ্রের আগমন রায়ে সেবক কহিলা।
শীঘ্র রামানন্দ তবে সভাতে আইলা ॥ ২৭ ॥
মিশ্রকে নমস্কার করি সম্মান করিয়া।
নিবেদন করে কিছু বিনীত হইয়া — ॥ ২৮ ॥
বহুক্ষণ আইলা মোরে কেহো না কহিল।
তোমার চরণে মোর অপরাধ হৈল ॥ ২৯ ॥
তোমার আগমনে মোর পবিত্র হইল ঘর।
আজ্ঞা কর কাঁহা করোঁ। তোমার কিঙ্কর ॥ ৩০ ॥
মিশ্র কহে—তোমা দেখিতে হৈল আগমনে।
আপনা পবিত্র কৈল তোমা-দরশনে ॥ ৩১ ॥
অতিকাল দেখি মিশ্র কিছু না কহিলা।
বিদায় হইয়া মিশ্র নিজ-ঘরে গেলা ॥ ৩২ ॥
আর দিন মিশ্র আইলা প্রভু-বিদ্যমানে।
প্রভু কহে—কৃষ্ণকথা শুনিলে রায় স্থানে ॥ ৩৩ ॥
তবে মিশ্র রামানন্দের বৃত্তান্ত কহিলা।
শুনি মহাপ্রভু তবে কহিতে লাগিলা — ॥ ৩৪ ॥
আমি ত সন্ন্যাসী, আপনা বিরক্ত করি মানি।
দর্শন দূরে, প্রকৃতির নাম যদি শুনি ॥ ৩৫ ॥
তবহিঁ বিকার পায় মোর তনু মন।
প্রকৃতি-দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন ॥ ৩৬ ॥
রামানন্দ রায়ের কথা শুন সর্ব্বজন।
কহিবার কথা নহে, আশ্চর্য্য-কথন ॥ ৩৭ ॥
একে দেবদাসী, আর সুন্দরী তরুণী।
তার সব-অঙ্গ-সেবা করেন আপনি ॥ ৩৮ ॥
স্নানাদি করায়, পরায় বাস-বিভূষণ।
গুহ্য অঙ্গ হয় তার দর্শন স্পর্শন ॥ ৩৯ ॥
তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন।
নানা ভাবোদ্গম তারে করায় শিক্ষণ ॥ ৪০ ॥
নির্ব্বিকার দেহ মন কাষ্ঠ-পাষাণ-সম।
আশ্চর্য্য—তরুণী-স্পর্শে নির্ব্বিকার মন ॥ ৪১ ॥
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।
তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার ॥ ৪২ ॥
তাঁহার মনের ভাব তেঁহো জানে মাত্র।
তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র ॥ ৪৩
কিন্তু শাস্ত্র-দৃষ্ট্যে এক করি অনুমান।
শ্রীভাগবতের শ্লোক তাহাতে প্রমাণ ॥ ৪৪ ॥
ব্রজবধূ-সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি-বিলাস।
যেই জন কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস ॥ ৪৫ ॥
হৃদ্রোগ-কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিনগুণ ক্ষোভ নহে, মহাধীর হয় ॥ ৪৬ ॥
উজ্জ্বল মধুর-রস প্রেমভক্তি পায়।
আনন্দে কৃষ্ণ-মাধুর্য্যে বিহরে সদায় ॥ ৪৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্ক ৩৩ অঃ ৩৯-শ্লোকঃ—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ ৪৮ ॥

ভগবান বিষ্ণু ব্রজবধূদিগের সহিত যে সমস্ত ক্রীড়া করিয়াছেন, ভক্তিপূর্ব্বক তাহা শ্রবণ কিম্বা বর্ণনা করিলে ভগবানে অচলা ভক্তি লাভ করিয়া উন্মাদকর হৃদ্রোগ বিদূরিত করিতে পারা যায় ॥ ৪৮ ॥

যে শুনে যে পড়ে তার ফল এতাদৃশী।
সেই ভাবাবিষ্ট যেই সেবে অহর্নিশি ॥ ৪৯ ॥
তার ফল কি কহিব, কহনে না যায়।
নিত্যসিদ্ধ-প্রায় সেই সিদ্ধ তার কায় ॥ ৫০ ॥
রাগানুগা-মার্গে জানি রায়ের ভজন।
সিদ্ধদেহ-তুল্য তাতে প্রাকৃত নহে মন ॥ ৫১ ॥
আমিও রায়ের স্থানে শুনি কৃষ্ণকথা।
শুনিতে ইচ্ছা হয় যদি, পুনঃ যাহ তথা ॥ ৫২ ॥
মোর নাম লইহ—তেঁহো পাঠাইল মোরে।
তোমার স্থানে কৃষ্ণকথা শুনিবার তরে ॥ ৫৩ ॥
শীঘ্র যাহ যাবৎ তেঁহো আছেন সভাতে।
এত শুনি প্রদ্যুম্ন মিশ্র চলিলা ত্বরিতে ॥ ৫৪ ॥

রায়-পাশ গেলা, রায় প্রণতি করিল—।
আজ্ঞা কর যে লাগিয়া আগমন হইল ॥ ৫৫ ॥
মিশ্র কহে—মহাপ্রভু পাঠাইল মোরে।
তোমার স্থানে কৃষ্ণকথা শুনিবার তরে ॥ ৫৬ ॥
শুনি রামানন্দ-মনে হৈল প্রেমাবেশে।
কহিতে লাগিল কিছু মনের উল্লাসে ॥ ৫৭ ॥
প্রভু-আজ্ঞায় কৃষ্ণকথা শুনিতে আইলা এথা।
ইহা বই মহাভাগ্য আমি পাব কোথা ॥ ৫৮ ॥
এত কহি তাঁরে লৈয়া নিভৃতে বসিলা।
'কি কথা শুনিতে চাহ' মিশ্রিরে পুছিলা ॥ ৫৯ ॥
তেঁহো কহেন—যে কহিলা বিদ্যানগরে।
সেই কথা ক্রমে তুমি কহিবে আমারে ॥ ৬০ ॥
অন্যের কি কথা, তুমি প্রভুর উপদেষ্টা।
আমি ত ভিক্ষুক বিপ্র, তুমি মোর পোষ্টা ॥৬১॥
ভাল মন্দ কিছু আমি পুছিতে না জানি।
দীন দেখি কৃপা করি কহিবে আপনি ॥ ৬২ ॥
তবে রামানন্দ ক্রমে কহিতে লাগিল।
কৃষ্ণকথা-রসামৃতসিন্ধু উথলিল ॥ ৬৩ ॥
আপনে প্রশ্ন করি পাছে করেন সিদ্ধান্ত।
তৃতীয় প্রহর হৈল, কথার নহে অন্ত ॥ ৬৪ ॥
বক্তা শ্রোতা কহে শুনে দোঁহে প্রেমাবেশে।
আত্মস্মৃতি নাহি, কাঁহা জানে দিন-শেষে ॥ ৬৫ ॥
সেবক কহিল—দিন হৈল অবসান।
তবে রায় কৃষ্ণকথা করিলা বিশ্রাম ॥ ৬৬ ॥
বহু ত সম্মান করি মিশ্রে বিদায় দিল।
'কৃতার্থ হইনু' বলি মিশ্র নাচিতে লাগিল ॥৬৭॥
ঘরে গিয়া মিশ্র কৈল স্নান-ভোজন।
সন্ধ্যাকালে দেখিতে আইল প্রভুর চরণ ॥ ৬৮ ॥
প্রভুর চরণ বন্দে উল্লসিত-মন।
প্রভু কহে—কৃষ্ণকথা করিলে শ্রবণ ॥ ৬৯ ॥
মিশ্র কহে—প্রভু মোরে কৃতার্থ করিলা।
কৃষ্ণ-কথামৃতার্ণবে মোরে ডুবাইলা ॥ ৭০ ॥
রামানন্দ-রায়-কথা কহিলে না হয়।
মনুষ্য নহে রায় কৃষ্ণভক্তিরসময় ॥ ৭১ ॥
আর এক কথা রায় কহিল আমারে।
কৃষ্ণকথা-বক্তা করি না জানিহ মোরে ॥ ৭২ ॥
মোর মুখে কথা কহে আপনে গৌরচন্দ্র।
যৈছে কহায়, তৈছে কহি, যেন বীণাযন্ত্র ॥ ৭৩ ॥
মোর মুখে কহায় কথা করে পরচার।
পৃথিবীতে কে জানিবে এ লীলা তাঁহার ॥ ৭৪ ॥
যে সব শুনিল কৃষ্ণরসের সাগর।
ব্রহ্মার এ সব রস না হয় গোচর ॥ ৭৫ ॥
হেন রস পান মোরে করাইলে তুমি।
জন্মে জন্মে তোমার পায় বিকাইনু আমি ॥ ৭৬ ॥
প্রভু কহে—রামানন্দ বিনয়ের খনি।
আপনার কথা পর-মুণ্ডে দেন আনি ॥ ৭৭ ॥
মহানুভবের এই সহজ স্বভাব হয়।
আপনার গুণ নাহি আপনি কহয় ॥ ৭৮ ॥
রামানন্দ রায়ের এই কহিল গুণলেশ।
প্রদ্যুম্ন মিশ্রেরে যৈছে কৈল উপদেশ ॥ ৭৯ ॥
গৃহস্থ হৈয়া নহে রায় ষড়্‌বর্গের বশে।
বিষয়ী হইয়া সন্ন্যাসীরে উপদেশে ॥ ৮০ ॥
এই সব গুণ তাঁর প্রকাশ করিতে।
মিশ্রে পাঠাইল তাহা শ্রবণ করিতে ॥ ৮১ ॥
ভক্ত-গুণ প্রকাশিতে প্রভু ভাল জানে।
নানা ভঙ্গীতে গুণ প্রকাশি নিজ-লাভ মানে ॥৮২॥
আর এক স্বভাব গৌরের শুন ভক্তগণ।
ঐশ্বর্য্য-স্বভাব গূঢ় করে প্রকটন ॥ ৮৩ ॥
সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্বনাশ।
নীচ শূদ্র দ্বারা করে ধর্ম্মের প্রকাশ ॥ ৮৪ ॥
ভক্তিতত্ত্ব প্রেম কহে রায়ে করি বক্তা।
আপনি প্রদ্যুম্ন-মিশ্র সহ হয় শ্রোতা ॥ ৮৫ ॥
হরিদাস দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য প্রকাশ।
সনাতন দ্বারা ভক্তি-সিদ্ধান্ত বিলাস ॥ ৮৬ ॥
শ্রীরূপ দ্বারা ব্রজের রস, প্রেম-লীলা।
কে বুঝিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা ॥ ৮৭ ॥
শ্রীচৈতন্য-লীলা এই অমৃতের সিন্ধু।
জগৎ ভাসাইতে পারে যার এক বিন্দু ॥ ৮৮ ॥

চৈতন্যচরিতামৃত নিত্য কর পান।
যাহা হৈতে প্রেমানন্দ ভক্তিতত্ত্ব-জ্ঞান ॥ ৮৯ ॥

বঙ্গদেশী এক বিপ্র-কবির রসাভাস-দুষ্ট নাটক-প্রসঙ্গ
ও তৎপ্রতি মহাপ্রভুর কৃপা বর্ণন

এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ লৈয়া।
নীলাচলে বিহরয়ে ভক্তি প্রচারিয়া ॥ ৯০ ॥
বঙ্গদেশী এক বিপ্র প্রভুর চরিতে।
নাটক করিয়া লৈয়া আইলা শুনাইতে ॥ ৯১ ॥
ভগবান্-আচার্য্য-সনে তাঁর পরিচয়।
তাঁরে মিলি তাঁর ঘরে করিল আলয় ॥ ৯২ ॥
প্রথমে নাটক তেঁহো তাঁরে শুনাইল।
তাঁর সঙ্গে অনেক বৈষ্ণব নাটক শুনিল ॥ ৯৩ ॥
সবাই প্রশংসে নাটক—পরম উত্তম।
মহাপ্রভুকে শুনাইতে সবার হৈল মন ॥ ৯৪ ॥
গীত শ্লোক গ্রন্থ আদি যেই করি আনে।
প্রথমে শুনায় সেই স্বরূপের স্থানে ॥ ৯৫ ॥
স্বরূপ-ঠাঁই উত্তরে যদি, লয় তাঁর মন।
তবে মহাপ্রভু-ঠাঁই করায় শ্রবণ ॥ ৯৬ ॥
রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্ত-বিরোধ।
সহিতে না পারে প্রভু, মনে হয় ক্রোধ ॥ ৯৭ ॥
অতএব প্রভু কিছু আগে নাহি শুনে।
এই ত মর্য্যাদা প্রভু করিয়াছে নিয়মে ॥ ৯৮ ॥
স্বরূপের ঠাঁই আচার্য্য কৈল নিবেদন—।
এক কবি প্রভুর নাটক করিয়াছে উত্তম ॥ ৯৯ ॥
আদৌ তুমি শুন, যদি তোমার মন মানে।
পাছে মহাপ্রভুকে তবে করাইব শ্রবণে ॥ ১০০ ॥
স্বরূপ কহে—তুমি গোপ পরম উদার।
যে সে শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজে তোমার ॥১০১॥
যদ্বা তদ্বা কবির বাক্যে হয় রসাভাস।
সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস ॥ ১০২ ॥*
রস, রসাভাস যার নাহিক বিচার।
ভক্তিসিদ্ধান্ত-সিন্ধু নাহি পায় পার ॥ ১০৩ ॥
ব্যাকরণ না জানে, না জানে অলঙ্কার।
নাটকালঙ্কারে জ্ঞান নাহিক যাহার ॥ ১০৪ ॥
কৃষ্ণ-লীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার।
বিশেষ দুর্গম এই চৈতন্য-বিহার ॥ ১০৫ ॥
কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা সে করে বর্ণন।
গৌর-পাদপদ্ম যাঁর হয় প্রাণধন ॥ ১০৬ ॥
গ্রাম্য-কবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুখ।
বিদগ্ধ-আত্মীয়-কাব্য শুনিতে হয় সুখ ॥ ১০৭ ॥
রূপ যৈছে দুই কাব্য করিয়াছে আরম্ভ।
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধ ॥ ১০৮ ॥
ভগবান্ আচার্য্য কহে—শুন একবার।
তুমি শুনিলে ভাল মন্দ জানিবে বিচার ॥ ১০৯ ॥
দুই তিন দিন আচার্য্য আগ্রহ করিল।
তার আগ্রহে স্বরূপের শুনিতে ইচ্ছা হৈল ॥১১০॥
সবা লৈয়া স্বরূপ-গোঁসাই শুনিতে বসিলা।
তবে সেই কবি নান্দী-শ্লোক পড়িলা ॥ ১১১ ॥

তথাহি বঙ্গদেশীয়-বিপ্রস্য—

বিকচ-কমল-নেত্রে শ্রীজগন্নাথ-সংজ্ঞে
কনক-রুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ।
প্রকৃতি-জড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্য দেবঃ ॥ ১১২ ॥

যিনি স্বভাব-জড় বা অচেতন অশেষ বিশ্বের চৈতন্য-সম্পাদনের জন্য প্রফুল্ল-কমল-লোচন শ্রীজগন্নাথ নামক শ্রীবিগ্রহের জীবাত্মারূপতা প্রাপ্ত হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তোমার মঙ্গল বিধান করুন ॥ ১১২ ॥

শ্লোক শুনি সর্ব্বলোক তাহারে বাখানে।
স্বরূপ কহে—এই শ্লোক করহ ব্যাখ্যানে ॥১১৩॥
কবি কহে—জগন্নাথ সুন্দর-শরীর।
চৈতন্য-গোঁসাই শরীরী মহাধীর ॥ ১১৪ ॥
সহজ জড়-জগতের চেতনা করাইতে।
নীলাচলে মহাপ্রভু হৈলা আবির্ভূতে ॥ ১১৫ ॥

* যদ্বা তদ্বা কবির—যে সে কবির।

শুনিয়া সবার হৈল আনন্দিত মন।
দুঃখ পাইয়া স্বরূপ কহে সক্রোধ-বচন ॥ ১১৬
আরে মূর্খ! আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ।
দুই ত ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস ॥ ১১৭ ॥
পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথ-রায়।
তাঁরে কৈলি জড়-নশ্বর-প্রাকৃত-কায় ॥ ১১৮ ॥
পূর্ণ-ষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে কৈলি ক্ষুদ্র-জীব স্ফুলিঙ্গ-সমান ॥ ১১৯।
দুই-ঠাঁই অপরাধে পাইবি দুর্গতি।
অতত্ত্বজ্ঞ তত্ত্ব বর্ণে, তার এই রীতি ॥ ১২০ ॥
আর এক করিয়াছ পরম প্রমাদ।
দেহ-দেহি-ভেদ ঈশ্বরে কৈলে অপরাধ ॥ ১২১।
ঈশ্বরে নাহিক কভু দেহ-দেহি-ভেদ।
স্বরূপ দেহ—চিদানন্দ, নাহিক বিভেদ ॥ ১২২

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ১২৮-অঙ্কধৃত
কূর্ম্মপুরাণবচনং—

দেহদেহিবিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে
ক্বচিৎ ॥ ১২৩ ॥

ঈশ্বর-সম্বন্ধে ও দেহীর বিভেদ কখনও হইতে পারে না ॥ ১২৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩-স্কঃ ৯-অঃ ৩-শ্লোকঃ—

নাতঃ পরং পরম! যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধ-বর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি ॥ ১২৪ ॥*

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩-স্কঃ ৯-অঃ ৪-শ্লোকঃ—

তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল! মঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং তৎ উপাসকানাং।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যো নাদৃতো নরকভাগ্ভিরসৎ-প্রসঙ্গৈঃ ॥ ১২৫ ॥†

কাঁহা পূর্ণানন্দৈশ্বর্য্য কৃষ্ণ মায়েশ্বর।
কাঁহা ক্ষুদ্র জীব দুঃখী মায়ার কিঙ্কর ॥ ১২৬

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১৷৭৷৬ শ্লোকস্থ স্বামিটীকাধৃতং
অথবা শ্রীভগবৎসন্দর্ভধৃতং বিষ্ণুস্বামিবচনং—

হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশ-
নিকরাকরঃ ॥ ১২৭ ॥*

শুনিয়া সবার মনে হৈল চমৎকার।
সত্য কহে গোঁসাই দোঁহায় করিয়াছে
তিরস্কার ॥ ১২৮ ॥
শুনিয়া কবির হৈল লজ্জা ভয় বিস্ময়।
হংস-মধ্যে বক যেন কিছু নাহি কয় ॥ ১২৯ ॥
তার দুঃখ দেখি স্বরূপ পরম সদয়।
উপদেশ কৈল তাঁরে যৈছে হিত হয় ॥ ১৩০ ॥
যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে ॥ ১৩১ ॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত শুনিবে সিদ্ধান্তসমুদ্র-তরঙ্গ ॥ ১৩২ ॥
তবে সে পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
কৃষ্ণের স্বরূপ-লীলা বর্ণিবে নির্ম্মল ॥ ১৩৩ ॥
এই শ্লোক করিয়াছ পাইয়া সন্তোষ।
তোমার হৃদয়ের অর্থে দোঁহায় লাগে দোষ ॥১৩৪॥
তুমি যৈছে তৈছে কহ, না জানিয়া রীতি।
সরস্বতী সেই শব্দে করিয়াছে স্তুতি ॥ ১৩৫ ॥
যৈছে ইন্দ্রাদি করে কৃষ্ণের ভর্ৎসন।
সেই শব্দে সরস্বতী করেন স্তবন ॥ ১৩৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ২৫-অঃ ৫-শ্লোকঃ—

বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিত-মানিনং।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ং ॥১৩৭॥

---

* অনুবাদ ৩৯৫ পৃষ্ঠায় ৩৭ দাগে দ্রষ্টব্য।
† অনুবাদ ৩৯৬ পৃষ্ঠায় ৩৯ দাগে দ্রষ্টব্য।
* অনুবাদ ৩০৫ পৃষ্ঠায় ১১৪ দাগে দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ হইলে, ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতেছেন, বাচাল, বালক, দুর্বিনীত, মূখ, পণ্ডিতাভিমানী ও মনুষ্য কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া গোপগণ আমার অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে ॥ ১৩৭ ॥

ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত ইন্দ্র যেন মাতোয়াল।
বুদ্ধিনাশ হৈল, কেবল নাহিক সাম্ভাল ॥ ১৩৮ ॥
ইন্দ্র বলে—মুই কৃষ্ণের করিয়াছি নিন্দন।
তারই মুখে সরস্বতী করেন স্তবন ॥ ১৩৯ ॥
'বাচাল' কহিয়ে বেদ-প্রবর্ত্তক ধন্য।
'বালিশ' তথাপি শিশু প্রায় গর্ব্বশূন্য ॥ ১৪০ ॥
বন্দ্যাভাবে অনম্র 'স্তব্ধ' শব্দে কয়।
যাহা হৈতে অন্য বিজ্ঞ নাহি সে 'অজ্ঞ' হয় ॥১৪১॥
পণ্ডিতের মান্যপাত্র হয় 'পণ্ডিতমানী'।
তথাপি ভক্ত-বাৎসল্যে মনুষ্য-অভিমানী ॥ ১৪২ ॥
জরাসন্ধ কহে—কৃষ্ণ পুরুষ-অধম।
তোর সঙ্গে না যুঝিমু "যাহি বন্ধুহন্" ॥ ১৪৩ ॥
যাঁহা হৈতে অন্য পুরুষ সকল অধম।
সেই হয় পুরুষোত্তম সরস্বতীর মন ॥ ১৪৪ ॥
বান্ধে সবারে তাতে অবিদ্যা বন্ধু হয়।
অবিদ্যা-নাশক 'বন্ধুহন্' শব্দে কয় ॥ ১৪৫ ॥

স্বরূপ দামোদর কর্তৃক শ্রীবিগ্রহের মহিমা প্রকাশ

এইমত শিশুপাল করিল নিন্দন।
সেই বাক্যে সরস্বতী করেন স্তবন ॥ ১৪৬ ॥
তৈছে এই শ্লোকে তোমার অর্থে নিন্দা আইসে।
সরস্বতীর অর্থ শুন, যাতে স্তুতি ভাসে ॥ ১৪৭ ॥
জগন্নাথ হয় কৃষ্ণের আত্ম-স্বরূপ।
কিন্তু ইঁহো দারুব্রহ্ম স্থাবর-স্বরূপ ॥ ১৪৮ ॥
তাঁহা সহ আত্মতা একরূপ হৈয়া।
কৃষ্ণ একতত্ত্ব-রূপ দুই রূপ হৈয়া ॥ ১৪৯ ॥
সংসার-তারণ-হেতু যেই ইচ্ছাশক্তি।
তাহার মিলন কহি একতা যৈছে প্রাপ্তি ॥ ১৫০ ॥
সকল সংসারি-লোকের করিতে উদ্ধার।
গৌর জঙ্গম-রূপে কৈল অবতার ॥ ১৫১ ॥
জগন্নাথ-দরশনে খণ্ডয়ে সংসার।
সব দেশের সব লোক নারে আসিবার ॥ ১৫২ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভু দেশে দেশে যাইয়া।
সব লোক নিস্তারিল জঙ্গম-ব্রহ্ম হৈয়া ॥ ১৫৩ ॥
সরস্বতীর অর্থ এই কহিল বিবরণ।
এহো ভাগ্য তোমার, ঐছে করিলে বর্ণন ॥ ১৫৪।
কৃষ্ণে গালি দিতে করে নাম-উচ্চারণ।
সেই নাম হয় তার মুক্তির কারণ ॥ ১৫৫
তবে সেই কবি সবার চরণে পড়িয়া।
সবার শরণ লৈল দন্তে তৃণ লৈয়া ॥ ১৫৬ ॥
তবে সব ভক্ত তাঁরে অঙ্গীকার কৈল।
তার গুণ কহি মহাপ্রভুরে মিলাইল ॥ ১৫৭ ॥
সেই কবি সব ছাড়ি রহিলা নীলাচলে।
গৌর-ভক্তগণ-কৃপা কে কহিতে পারে ॥ ১৫৮ ॥
এই ত কহিল প্রদ্যুম্ন-মিশ্র-বিবরণ।
প্রভু-আজ্ঞায় কৈল কৃষ্ণ-কথার শ্রবণ ॥ ১৫৯ ॥
তার মধ্যে কহিল রামানন্দের মহিমা।
আপনে শ্রীমুখে প্রভু বর্ণে যার সীমা ॥ ১৬০ ॥
প্রস্তাবে কহিল কবির নাটক-বিবরণ।
অজ্ঞ হইয়া শ্রদ্ধায় পাইল প্রভুর চরণ ॥ ১৬১ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-লীলা অমৃতের সার।
একলীলা-প্রবাহে বহে শত শত ধার ॥ ১৬২ ॥
শ্রদ্ধা করি এই লীলা যেই জন শুনে।
গৌর-লীলা-ভক্তি-ভক্ত-রস-তত্ত্ব জানে ॥ ১৬৩ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬৪ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে প্রদ্যুম্নমিশ্রোপাখ্যানং নাম পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ।

———

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কৃপাগুণৈর্যঃ কুগৃহান্ধকূপা-
দুদ্ধৃত্য ভঙ্গ্যা রঘুনাথ-দাসং।
ন্যস্য স্বরূপে বিদধেঽন্তরঙ্গং
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে ॥ ১ ॥

যিনি স্বীয় কৃপারূপ রজ্জু দ্বারা কুগৃহ অর্থাৎ বিবিধ ভোগলালসাপূর্ণ অন্ধকূপ হইতে সুকৌশলে শ্রীরঘুনাথ দাসকে উদ্ধার করিয়া তাঁহাকে স্বরূপ দামোদরের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক নিজ অন্তরঙ্গ ভক্ত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চন্দ্রের শরণাপন্ন হইলাম ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

রঘুনাথ-দাস-প্রসঙ্গ ও দণ্ড মহোৎসব কথন

এইমত গৌরচন্দ্র ভক্তগণ-সঙ্গে।
নীলাচলে নানা লীলা করে নানা-রঙ্গে ॥ ৩ ॥
যদ্যপি অন্তরে কৃষ্ণ-বিয়োগ বাধয়ে।
বাহিরে না প্রকাশয়ে ভক্তদুঃখ-ভয়ে ॥ ৪ ॥
উৎকট বিরহ-দুঃখ যবে বাহিরায়।
তবে যে বৈকল্য প্রভুর বর্ণন না যায় ॥ ৫ ॥
রামানন্দের কৃষ্ণকথা, স্বরূপের গান।
বিরহ-বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ ॥ ৬ ॥
দিনে প্রভু নানা-সঙ্গে হয় অন্যমনা।
রাত্রিকালে বাঢ়ে প্রভুর বিরহ-বেদনা ॥ ৭ ॥
তার সুখ-হেতু সঙ্গে রহে দুই জনা।
কৃষ্ণরস-শ্লোক-গীতে করেন সান্ত্বনা ॥ ৮ ॥
সুবল যৈছে পূর্ব্বে কৃষ্ণ-সুখের সহায়।
গৌর-সুখদান-হেতু তৈছে রাম-রায় ॥ ৯ ॥
পূর্ব্বে যৈছে রাধার সহায় ললিতা প্রধান।
তৈছে স্বরূপ-গোঁসাই রাখে প্রভুর প্রাণ ॥ ১০ ॥
এ দুইজনার সৌভাগ্য কহনে না যায়।
'প্রভুর অন্তরঙ্গ' বলি লোকে যাঁরে গায় ॥ ১১ ॥
এইমত বিহরে গৌর লৈয়া ভক্তগণ।
এবে শুন ভক্তগণ! রঘুনাথের মিলন ॥ ১২ ॥
পূর্ব্বে শান্তিপুরে রঘুনাথ যবে আইলা।
মহাপ্রভু কৃপা করি তাঁরে শিখাইলা ॥ ১৩ ॥
প্রভুর শিক্ষাতে তেহো নিজ-ঘরে যায়।
মর্কট বৈরাগ্য ছাড়ি হৈলা বিষয়ীর প্রায় ॥ ১৪ ॥
ভিতরে বৈরাগ্য, বাহিরে করে সর্ব্ব কর্ম্ম।
দেখি তার মাতাপিতার আনন্দিত মন ॥ ১৫ ॥
'মথুরা হৈতে প্রভু আইলা' বার্ত্তা যবে পাইলা।
প্রভু-পাশে চলিবারে উদ্যোগ করিলা ॥ ১৬ ॥
হেনকালে মুলুকের এক ম্লেচ্ছ-অধিকারী।
সপ্তগ্রাম-মুলুকের সে হয় চৌধুরী ॥ ১৭ ॥
হিরণ্যদাস মুলুক নিল মকররি করিয়া।
তার অধিকার গেল, মরে সে দেখিয়া ॥ ১৮ ॥
বার লক্ষ দেয় রাজায়, সাধে বিশ লক্ষ।
সে তুরুক কিছু না পাইয়া হৈল প্রতিপক্ষ ॥১৯॥
রাজ-ঘরে কৈফিয়ত দিয়া উজির আনিল।
হিরণ্য দাস পলাইল রঘুনাথেরে বান্ধিল ॥ ২০ ॥
প্রতিদিন রঘুনাথে করয়ে ভর্ৎসনা।
বাপ জেঠা আন, নহে পাইবে যাতনা ॥ ২১ ॥
মারিতে আনয়ে যদি, দেখি রঘুনাথে।
মন ফিরি যায়, তবে না পারে মারিতে ॥ ২২ ॥
বিশেষে কায়স্থ-বুদ্ধ্যে অন্তরে করে ডর।
মুখে তর্জ্জে গর্জ্জে, মারিতে সভয় অন্তর ॥ ২৩ ॥
তবে রঘুনাথ কিছু চিন্তিল উপায়।
মিনতি করিয়া কহে সেই ম্লেচ্ছ-পায় ॥ ২৪ ॥
আমার পিতা জেঠা হন তোমার দুই ভাই।
ভাই ভাই কলহ তোমরা কর সর্ব্বদাই ॥ ২৫ ॥
কভু কলহ, কভু প্রীতি, নিশ্চয় কিছু নাই।
কালি পুনঃ তিন ভাই হবে এক ঠাঁই ॥ ২৬ ॥
আমি যৈছে পিতার, তৈছে তোমার বালক।
আমি তোমার পাল্য, তুমি আমার পালক ॥২৭॥

পালক হৈয়া পাল্যেরে তাড়িতে না জুয়ায়।
তুমি সর্ব্বশাস্ত্র জান, জিন্দাপীর-প্রায় ॥ ২৮ ॥
এত শুনি সেই ম্লেচ্ছের মন আর্দ্র হৈল।
দাড়ি বহি অশ্রু পড়ে কান্দিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥
ম্লেচ্ছ বলে—আজি হৈতে তুমি মোর পুত্র।
আজি তোমা ছাড়াইব করি তোমা কোনো সূত্র ॥ ৩০ ॥
উজিরে কহিয়া রঘুনাথে ছাড়াইল।
প্রীতি করি রঘুনাথে কহিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥
তোমার জ্যেঠা নির্ব্বুদ্ধি অষ্ট-লক্ষ খায়।
আমি ভাগী, আমারে কিছু দিবারে না জুয়ায় ॥ ৩২ ॥
যাহ তুমি, তোমার জ্যেঠা মিলাহ আমারে।
যেমত ভাল হয় করুন, ভার দিল তাঁরে ॥ ৩৩ ॥
রঘুনাথ আসি তবে জ্যেঠা মিলাইল।
ম্লেচ্ছ-সহিত বশ কৈল, সব শান্ত হৈল ॥ ৩৪ ॥
এইমত রঘুনাথের বৎসরেক গেল।
দ্বিতীয় বৎসরে পলাইতে মন কৈল ॥ ৩৫ ॥
রাত্রে উঠি একেলা চলিলা পলাইয়া।
দূর হৈতে পিতা তাঁরে আনিল ধরিয়া ॥ ৩৬ ॥
এইমত বারে বারে পলায়, ধরি আনে।
তবে তাঁর মাতা কহে তাঁর পিতা-স্থানে— ॥৩৭॥
পুত্র বাতুল হইল, রাখহ বান্ধিয়া।
তাঁর পিতা বলে তাঁরে নির্বিবণ্ণ হইয়া— ॥ ৩৮ ॥
ইন্দ্র-সম ঐশ্বর্য্য-ভোগ, স্ত্রী অপ্সরা-সম।
এসব বান্ধিতে নারিলেক যার মন ॥ ৩৯ ॥
দড়ির বন্ধনে তারে রাখিবে কেমতে।
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাইতে ॥ ৪০ ॥
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হইয়াছে ইঁহারে।
চৈতন্য-প্রভুর বাতুল কে রাখিতে পারে ॥ ৪১ ॥
তবে রঘুনাথ কিছু বিচারিল মনে।
নিত্যানন্দ-গোঁসাই-পাশ চলিলা আরদিনে ॥৪২॥
পানিহাটি-গ্রামে পাইল প্রভুর দর্শন।
কীর্ত্তনীয়া সেবক সঙ্গে আর বহুজন ॥ ৪৩ ॥
গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডার উপরে।
বসি আছেন প্রভু যেন সূর্য্যোদয় করে ॥ ৪৪ ॥
তলে উপরে বহু ভক্ত হৈয়াছে বেষ্টিত।
দেখিয়া প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত ॥ ৪৫ ॥
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা কত দূরে।
সেবক কহে—'রঘুনাথ দণ্ডবত করে' ॥ ৪৬ ॥
শুনি প্রভু কহে—চোরা! দিলি দরশন।
আয় আয় আজি তোর করিব দণ্ডন ॥ ৪৭ ॥
প্রভু বোলায়, তেঁহো নিকটে না করে গমন।
আকর্ষিয়া তাঁর মাথে ধরিলা চরণ ॥ ৪৮ ॥
কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময়।
রঘুনাথে কহে কিছু হইয়া সদয়— ॥ ৪৯ ॥
নিকটে না আইস মোর, ভাগ দূরে দূরে।
আজি লাগি পাইয়াছি দণ্ডিব তোমারে ॥ ৫০ ॥
দধি-চিড়া ভালমতে খাওয়াও মোর গণে।
শুনিয়া আনন্দ হৈল রঘুনাথের মনে ॥ ৫১ ॥
সেই ক্ষণে নিজ-লোক পাঠাইল গ্রামে।
ভক্ষ্যদ্রব্য লোক-সব গ্রাম হৈতে আনে ॥ ৫২ ॥
চিড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ আর চিনি কলা।
আনি আনি প্রভুর আগে সকল ধরিলা ॥ ৫৩ ॥
মহোৎসব নাম শুনি ব্রাহ্মণ-সজ্জন।
আসিতে লাগিল লোক অসংখ্য-গণন ॥ ৫৪ ॥
আর গ্রামান্তর হৈতে সামগ্রী আনাইল।
শত দুই চারি হোলনা তাঁহা মাগাইল ॥ ৫৫ ॥*
বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকা আনাইল পাঁচ-সাতে।
এক বিপ্র প্রভু লাগি ভিজাইল তাতে ॥ ৫৬ ॥
একঠাঁই তপ্ত দুগ্ধে চিড়া ভিজাইয়া।
অর্দ্ধেক ছানিল দধি চিনি কলা দিয়া ॥ ৫৭ ॥
অর্দ্ধেক ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধেতে ছানিল।
চাঁপাকলা চিনি ঘৃত কর্পূর তাতে দিল ॥ ৫৮ ॥
ধুতি পরি প্রভু যদি পিণ্ডাতে বসিলা।
সাত কুণ্ডী বিপ্র তাঁর অগ্রেতে ধরিলা ॥ ৫৯ ॥

* হোলনা—মালসা।

পিণ্ডার উপর যত প্রভুর নিজ-গণে।
বড় বড় লোক বসিলা মণ্ডলী-বন্ধনে॥ ৬০ ॥
রামদাস, স্থন্দরানন্দ, দাস গদাধর।
মুরারি, কমলাকর, সদাশিব, পুরন্দর॥ ৬১ ॥
ধনঞ্জয়, জগদীশ, পরমেশ্বর দাস।
মহেশ, গৌরীদাস, হোড় কৃষ্ণদাস॥ ৬২ ॥
উদ্ধারণ আদি যত আর নিজ-জন।
উপরে বসিলা সব, কে করে গণন॥ ৬৩ ॥
শুনি পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য যত বিপ্র আইলা।
মান্য করি প্রভু সবারে উপরে বসাইলা॥ ৬৪ ॥
দুই দুই মৃৎকুণ্ডিকা সবার আগে দিল।
একে দুগ্ধ-চিড়া, আরে দধি-চিড়া কৈল॥ ৬৫ ॥
আর যত লোক সব পিণ্ডার তলানে।
মণ্ডলী-বন্ধে বসিলা তার নাহিক গণনে॥ ৬৬ ॥
এক এক জনে দুই দুই হোলনা দিল।
দুগ্ধ-চিড়া দধি-চিড়া দুই যে ভিজাইল॥ ৬৭ ॥
কোনো কোনো বিপ্র উপরে স্থান না পাইয়া।
দুই হোলনায় চিড়া ভিজায় গঙ্গাতীরে গিয়া॥৬৮॥
তীরে স্থান না পাইয়া আর কত জন।
জলে নামি দধি-চিড়া করয়ে ভক্ষণ॥ ৬৯ ॥
কেহো উপরে, কেহো তলে, কেহো গঙ্গাতীরে।
বিশ জন তিন ঠাঁই পরিবেশন করে॥ ৭০ ॥
হেনকালে আইলা তথা রাঘব-পণ্ডিত।
হাসিতে লাগিলা দেখি হইয়া বিস্মিত॥ ৭১ ॥
নিসকড়ি নানামত প্রসাদ আনিল।
প্রভুরে আগে দিয়া ভক্তগণে বাঁটি দিল॥ ৭২ ॥
প্রভুরে কহে—তোমা লাগি ভোগ লাগাইল।
তুমি ইঁহা উৎসব কর, ঘরে প্রসাদ রহিল॥ ৭৩ ॥
প্রভু কহে—এ দ্রব্য দিনে করিয়ে ভোজন।
রাত্রে তোমার ঘরে প্রসাদ করিব ভক্ষণ॥ ৭৪ ॥
গোপজাতি আমি, বহু-গোপগণ সঙ্গে।
বড় সুখ পাই আমি পুলিনভোজন-রঙ্গে॥ ৭৫ ॥
রাঘবে বসাইয়ে দুই কুণ্ডী দেয়াইল।
রাঘবে দ্বিবিধ চিড়া তাতে ভিজাইল॥ ৭৬ ॥
সকল লোকের চিড়া পূর্ণ যবে হৈল।
ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল॥ ৭৭ ॥
মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাই উঠিলা।
তাঁরে লৈয়া সবার চিড়া দেখিতে লাগিলা॥৭৮॥
সকল কুণ্ডী হোলনার চিড়া এক এক গ্রাস।
মহাপ্রভুর মুখে দেন করি পরিহাস॥ ৭৯ ॥
হাসি মহাপ্রভু আর এক গ্রাস লৈয়া।
তার মুখে দিয়া খাওয়ান হাসিয়া হাসিয়া॥ ৮০
এইমত নিতাই বেড়ায় সকল মণ্ডলে।
দাণ্ডাইয়া রঙ্গ দেখে বৈষ্ণব সকলে॥ ৮১ ॥
কি করিয়া বেড়ায় ইহা কেহো নাহি জানে।
মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোনো ভাগ্যবানে॥ ৮২।
তবে আসি নিত্যানন্দ আসনে বসিলা।
চারি কুণ্ডী চিড়া আর ডাহিনে রাখিলা॥ ৮৩ ॥
আসন দিয়া মহাপ্রভুরে তাঁহা বসাইলা।
দুই ভাই তবে চিড়া খাইতে লাগিলা॥ ৮৪ ॥
দেখি নিত্যানন্দ-প্রভু আনন্দিত হৈলা।
কত কত ভাবাবেশ প্রকাশ করিলা॥ ৮৫ ॥
আজ্ঞা দিল—'হরি' বলি করহ ভোজন।
'হরি হরি' ধ্বনি উঠি ভরিল ভুবন॥ ৮৬ ॥
'হরি হরি' বলি বৈষ্ণব করয়ে ভোজন।
পুলিন-ভোজন সবার হৈল স্মরণ॥ ৮৭ ॥
নিত্যানন্দ প্রভু মহা কৃপালু উদার।
রঘুনাথের ভাগ্যে এত কৈল অঙ্গীকার॥ ৮৮ ॥
নিত্যানন্দ-প্রভুর প্রভাব জানিবে কোন্ জন।
মহাপ্রভু আনি করায় পুলিন-ভোজন॥ ৮৯ ॥
শ্রীরামদাসাদি গোপ প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
গঙ্গাতীরে যমুনা-পুলিন জ্ঞান কৈলা॥ ৯০ ॥
মহোৎসব শুনি পসারি নানা গ্রাম হৈতে।
চিড়া দধি সন্দেশ কলা আনিল বেচিতে॥ ৯১
যত দ্রব্য লৈয়া আইসে, সব মূল্যে লয়।
তারি দ্রব্য মূল্য দিয়া তাহারে খাওয়ায়॥ ৯২।
কৌতুক দেখিতে আইল যত যত জন।
সেহো চিড়া দধি কলা করিল ভক্ষণ॥ ৯৩ ॥

ভোজন করি নিত্যানন্দ আচমন কৈল।
চারি কুণ্ডীর অবশেষ রঘুনাথে দিল ॥ ৯৪ ॥
আর তিন কুণ্ডিকায় যে অবশেষ ছিল।
গ্রাস গ্রাস করি বিপ্র সব ভক্তে দিল ॥ ৯৫ ॥
চন্দন আনিয়া প্রভুর সর্ব্বাঙ্গে লেপিল।
পুষ্পমালা বিপ্র আনি প্রভু-গলে দিল ॥ ৯৬ ॥
সেবকে তাম্বুল লৈয়া করিল অর্পণ।
হাসিয়া হাসিয়া প্রভু করয়ে চর্ব্বণ ॥ ৯৭ ॥
মালা চন্দন তাম্বুল শেষ যে আছিল।
শ্রীহস্তে প্রভু তাহা সবারে বাঁটি দিল ॥ ৯৮ ॥
আনন্দিত রঘুনাথ প্রভুর শেষ পাইয়া।
আপনার গণ সহিত খাইল বাঁটিয়া ॥ ৯৯ ॥
এই ত কহিল নিত্যানন্দের বিহার।
'চিড়াদধি-মহোৎসব' খ্যাত নাম যার ॥ ১০০ ॥
প্রভু বিশ্রাম কৈল যদি দিন শেষ হৈল।
রাঘব-মন্দিরে তবে কীর্ত্তন আরম্ভিল ॥ ১০১ ॥
ভক্তগণে নাচাইয়া নিত্যানন্দ-রায়।
শেষে নৃত্য করে, প্রেমে জগত ভাসায় ॥ ১০২ ॥
মহাপ্রভু তাঁর নৃত্য করেন দর্শন।
সবে নিত্যানন্দ দেখে, না দেখে অন্যজন ॥১০৩॥
নিত্যানন্দের নৃত্য যেন তাঁহারি নর্ত্তন।
উপমা দিবারে নাহি এ তিন ভুবন ॥ ১০৪ ॥
নৃত্যের মাধুরী কেবা পারে বর্ণিবারে।
মহাপ্রভু আইসে যাঁর নৃত্য দেখিবারে ॥ ১০৫ ॥
নৃত্য করি প্রভু যবে বিশ্রাম করিলা।
ভোজনের লাগি পণ্ডিত নিবেদন কৈলা ॥ ১০৬ ॥
ভোজনে বসিলা প্রভু নিজ-গণ লৈয়া।
মহাপ্রভুর আসন নিজ-ডাহিনে পাতিয়া ॥ ১০৭ ॥
মহাপ্রভু আসি সেই আসনে বসিল।
দেখি রাঘবের মনে আনন্দ বাড়িল ॥ ১০৮ ॥
দুইভাই-আগে প্রসাদ আনিয়া ধরিলা।
সকল বৈষ্ণবে পাছে পরিবেশন কৈলা ॥ ১০৯ ॥
নানাপ্রকার পিঠা পায়স দিব্য শাল্যন্ন।
অমৃত নিন্দয়ে ঐছে বিবিধ ব্যঞ্জন ॥ ১১০ ॥
রাঘবের ঠাকুরের প্রসাদ অমৃতের সার।
মহাপ্রভু যাহা খাইতে আইসে বারবার ॥ ১১১ ॥
পাক করি রাঘব যবে ভোগ লাগায়।
মহাপ্রভুর লাগি ভোগ পৃথক্ বাঢ়য় ॥ ১১২ ॥
প্রতিদিন মহাপ্রভু করেন ভোজন।
মধ্যে মধ্যে প্রভু তাঁরে দেন দরশন ॥ ১১৩ ॥
দুই ভাইকে রাঘব আনি পরিবেশে।
যত্ন করি খাওয়ায়—না রহে অবশেষে ॥ ১১৪ ॥
কত উপহার আনে, হেন নাহি জানি।
রাঘবের গৃহে রান্ধে রাধা-ঠাকুরাণী ॥ ১১৫ ॥
দুর্ব্বাসার ঠাঁই তেঁহো পাইয়াছেন বরে।
অমৃত হইতে পাক তাঁর অধিক মধুরে ॥ ১১৬ ॥
সুগন্ধি সুন্দর প্রসাদ মাধুর্য্যের সার।
দুই ভাই খাইয়া পাইল সন্তোষ অপার ॥ ১১৭ ॥
ভোজনে বসিতে রঘুনাথে কহে সর্ব্বজন।
পণ্ডিত কহে—ইঁহো পাছে করিবে ভোজন ॥১১৮॥
ভক্তগণ আকণ্ঠ ভরি করিল ভোজন।
হরিধ্বনি করি উঠি কৈল আচমন ॥ ১১৯ ॥
ভোজন করি দুই ভাই কৈল আচমন।
রাঘব আনি পরাইল মাল্য-চন্দন ॥ ১২০ ॥
চিড়া খাওয়াইয়া কৈল চরণ বন্দন।
ভক্তগণে দিলা বিঁড়া মাল্য চন্দন ॥ ১২১ ॥
রাঘবের মহাকৃপা রঘুনাথের উপরে।
দুই ভাইয়ের অবশিষ্ট-পাত্র দিল তাঁরে ॥ ১২২ ॥
কহিল—চৈতন্য-প্রভু করিয়াছেন ভোজন।
তাঁর শেষ পাইলে তোমার খণ্ডিবে বন্ধন ॥১২৩॥
ভক্ত-চিত্তে ভক্ত-গৃহে প্রভুর সদা অবস্থান।
কভু গুপ্ত, কভু ব্যক্ত স্বতন্ত্র ভগবান্ ॥ ১২৪ ॥
সর্ব্বত্র ব্যাপক প্রভু, সর্ব্বত্র সদা বাস।
ইহাতে সংশয় যার, সেই যায় নাশ ॥ ১২৫ ॥
প্রাতে নিত্যানন্দ-প্রভু গঙ্গাস্নান করিয়া।
সেই বৃক্ষ-মূলে বসিলা নিজ-গণ লইয়া ॥ ১২৬ ॥
রঘুনাথ আসি কৈল চরণ বন্দন।
রাঘব-পণ্ডিত দ্বারা কৈল নিবেদন— ॥ ১২৭ ॥

অধম পামর মুই হীন জীবাধম।
মোর ইচ্ছা হয় পাঙ চৈতন্য-চরণ ॥ ১২৮ ॥
বামন হইয়া চাঁদ ধরিবারে চায়।
অনেক যত্ন কৈনু তাতে, কভু সিদ্ধ নয় ॥ ১২৯ ॥
যতবার পলাই আমি গৃহাদি ছাড়িয়া।
পিতা মাতা দুই জনে রাখেন বান্ধিয়া ॥ ১৩০ ॥
তোমার কৃপা বিনা কেহো চৈতন্য না পায়।
তুমি কৃপা কৈলে তাঁরে অধমেহো পায় ॥ ১৩১ ॥
অযোগ্য মুই, নিবেদন করিতে করি ভয়।
মোরে চৈতন্য দেহ গোঁসাই! হইয়া সদয় ॥১৩২॥
মোর মাথে পদ ধরি করহ প্রসাদ।
নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য পাঙ—কর আশীর্ব্বাদ ॥ ১৩৩ ॥
শুনি হাসি কহে প্রভু সব ভক্তগণে।
ইহার বিষয়-সুখ ইন্দ্রের সমানে ॥ ১৩৪ ॥
চৈতন্য-কৃপাতে সেহো নাহি ভায় মনে।
সবে আশীর্ব্বাদ কর—পায় চৈতন্য-চরণে ॥ ১৩৫
কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-গন্ধ যেই জন পায়।
ব্রহ্মলোক-আদি সুখ তারে নাহি ভায় ॥ ১৩৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৫-স্কঃ ১৪-অঃ ৪৩-শ্লোকঃ—

যো দুস্ত্যজান্ দার-সুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃ শ্লোক-লালসঃ ॥ ১৩৭ ॥*

তবে রঘুনাথে প্রভু নিকটে বোলাইলা।
তাঁর মাথে পদ ধরি কহিতে লাগিলা ॥ ১৩৮ ॥
তুমি করাইলে এই পুলিন-ভোজন।
তোমায় কৃপা করি গৌর কৈল আগমন ॥ ১৩৯ ॥
কৃপা করি কৈল চিড়া-দুগ্ধ ভোজন।
নৃত্য দেখি রাত্রে কৈল প্রসাদ ভক্ষণ ॥ ১৪০ ॥
তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইলা আপনে।
ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি বন্ধনে ॥ ১৪১ ॥
স্বরূপের স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে।
'অন্তরঙ্গ ভৃত্য' করি রাখিবেন চরণে ॥ ১৪২ ॥

* অনুবাদ ৩৬৬ পৃষ্ঠায় ২২ দাগে দ্রষ্টব্য।

নিশ্চিন্ত হইয়া যাহ আপন-ভবন।
অচিরে নির্ব্বিঘ্নে পাবে চৈতন্য-চরণ ॥ ১৪৩ ॥
সব-ভক্ত-দ্বারে তাঁরে আশীর্ব্বাদ করাইল।
তাঁ-সবার চরণ রঘুনাথ বন্দিল ॥ ১৪৪ ॥
প্রভু-আজ্ঞা লইয়া বৈষ্ণবের আজ্ঞা লৈল।
রাঘব সহিতে নিভৃতে যুক্তি করিল ॥ ১৪৫ ॥
যুক্তি করি শত মুদ্রা, সোনা তোলা-সাতে।
নিভৃতে দিল প্রভুর ভাণ্ডারীর হাতে ॥ ১৪৬ ॥
তারে নিষেধিল—প্রভুকে এবে না কহিবা।
নিজ-ঘরে যাবেন যবে, তবে নিবেদিবা ॥ ১৪৭ ॥
তবে রাঘব-পণ্ডিত তাঁরে ঘরে লৈয়া গেলা।
ঠাকুর দর্শন করাইয়া মালা-চন্দন দিলা ॥ ১৪৮ ॥
অনেক প্রসাদ দিল পথে খাইবারে।
তবে রঘুনাথ দাস কহে পণ্ডিতেরে ॥ ১৪৯ ॥
প্রভুর সঙ্গে যত প্রভুর ভৃত্যাশ্রিত জন।
পূজিতে চাহিয়ে আমি সবার চরণ ॥ ১৫০ ॥
বিশ, পঞ্চদশ, বার, দশ, পঞ্চ, দ্বয়।
মুদ্রা দেহ বিচারিয়া যোগ্য যাহা হয় ॥ ১৫১ ॥
সব লেখা করিয়া রাঘব-পাশ দিলা।
যার নামে যত রাঘব চিঠি লেখাইলা ॥ ১৫২ ॥
একশত মুদ্রা আর সোনা তোলাদ্বয়।
পণ্ডিতের আগে দিলা করিয়া বিনয় ॥ ১৫৩ ॥
তাঁর পদধূলি লৈয়া স্বগৃহে আইলা।
নিত্যানন্দ কৃপা পাইয়া কৃতার্থ মানিলা ॥ ১৫৪
সেই হইতে অভ্যন্তরে না করে গমন।
বাহিরে দুর্গা-মণ্ডপে করেন শয়ন ॥ ১৫৫ ॥
তাঁহা জাগি রহে সব রক্ষকের গণ।
পলাইতে করে নানা উপায় চিন্তন ॥ ১৫৬ ॥
হেনকালে গৌড়দেশের সব ভক্তগণ।
প্রভু দেখিতে নীলাচলে করিলা গমন ॥ ১৫৭ ॥
তাঁ-সবার সঙ্গে রঘুনাথ যাইতে না পারে।
প্রসিদ্ধ-প্রকট-সঙ্গে তবহিঁ ধরা পড়ে ॥ ১৫৮ ॥
এইমত চিন্তিতে দৈবে একদিনে।
বাহিরে দেবী-মণ্ডপে করিয়াছে শয়নে ॥ ১৫৯ ॥

দণ্ড-চারি রাত্রি যবে আছে অবশেষ।
যদুনন্দন আচার্য্য তবে করিলা প্রবেশ ॥ ১৬০ ॥
বাসুদেব দত্তের তেঁহো হয় অনুগৃহীত।
রঘুনাথের গুরু তেঁহো, হয়েন পুরোহিত ॥১৬১॥
অদ্বৈতাচার্য্যের তেঁহো শিষ্য অন্তরঙ্গ হন।
আচার্য্য-আজ্ঞাতে মানে—চৈতন্য প্রাণধন ॥১৬২॥
অঙ্গনে আসিয়া তেঁহো যবে দাণ্ডাইলা।
রঘুনাথ আসি তবে দণ্ডবৎ কৈলা ॥ ১৬৩ ॥
তাঁর এক শিষ্য তাঁর ঠাকুরের সেবা করে।
সেবা ছাড়িয়াছে, তাঁরে সাধিবার তরে ॥ ১৬৪ ॥
রঘুনাথে কহে—তারে করহ সাধন।
সেবা যেন করে, আর নাহিক ব্রাহ্মণ ॥ ১৬৫ ॥
এত কহি রঘুনাথে লইয়া চলিলা।
রক্ষক-সব শেষরাত্রে নিদ্রায় পড়িলা ॥ ১৬৬ ॥
আচার্য্যের ঘর ইহার পূর্ব্ব-দিশাতে।
কহিতে শুনিতে দোঁহে চলে সেই পথে ॥ ১৬৭ ॥
অর্দ্ধপথে রঘুনাথ কহে গুরুর চরণে।
আমি সেই বিপ্রে সাধি পাঠাইব তোমা স্থানে ॥ ১৬৮ ॥
তুমি ঘর যাহ সুখে, মোরে আজ্ঞা হয়।
এই ছলে আজ্ঞা মাগি করিল নিশ্চয় ॥ ১৬৯ ॥
সেবক রক্ষক আর কেহ নাহি সঙ্গে।
পলাইতে ভাল মোর এই ত প্রসঙ্গে ॥ ১৭০ ॥
এত চিন্তি পূর্ব্ব-মুখে করিলা গমন।
উলটিয়া চাহে, পাছে নাহি কোনো জন ॥ ১৭১ ॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের-চরণ চিন্তিয়া।
পথ ছাড়ি উপপথে যায়েন ধাইয়া ॥ ১৭২ ॥ *
গ্রামে গ্রামে পথ ছাড়ি যান বনে বনে।
কায়মনোবাক্যে চিন্তে চৈতন্য-চরণে ॥ ১৭৩ ॥
পঞ্চদশ ক্রোশ চলি গেলা একদিনে।
সন্ধ্যাকালে রহিলা এক গোপের বাথানে ॥১৭৪॥
উপবাসী দেখি গোপ দুগ্ধ আনি দিল।
সেই দুগ্ধ পান করি পড়িয়া রহিল ॥ ১৭৫ ॥

* উপপথে—অপ্রসিদ্ধ বা ছোট পথে।

এথা তাঁর সেবক রক্ষক তাঁরে না দেখিয়া।
তাঁর গুরু-পাশে বার্ত্তা পুছিলেন গিয়া ॥ ১৭৬ ॥
তেঁহো কহে আজ্ঞা মাগি গেলা নিজ-ঘর।
'পলাইল রঘুনাথ'—উঠিল কোলাহল ॥ ১৭৭ ॥
তাঁর পিতা কহে—গৌরের সব ভক্তগণ।
প্রভু-স্থানে নীলাচলে করিয়াছে গমন ॥ ১৭৮ ॥
সেই সঙ্গে রঘুনাথ গেলা পলাইয়া।
দশজন যাহ তারে আনহ ধরিয়া ॥ ১৭৯ ॥
শিবানন্দে পত্রী দিল বিনয় করিয়া—।
আমার পুত্রেরে তুমি পাঠাইহ বাহুড়িয়া ॥ ১৮০॥
ঝাঁকরা পর্য্যন্ত গেল সেই দশজন।
ঝাঁকরাতে পাইল গিয়া বৈষ্ণবের গণ ॥ ১৮১ ॥
পত্রী দিয়া শিবানন্দে বার্ত্তা পুছিল।
শিবানন্দ কহে তেঁহো এথা না আইল ॥ ১৮২ ॥
বাহুড়িয়া সেই দশজন আইল ঘর।
তাঁর মাতা-পিতা হইল চিন্তিত-অন্তর ॥ ১৮৩ ॥
এথা রঘুনাথদাস প্রভাতে উঠিয়া।
পূর্ব্ব-মুখ ছাড়ি চলে দক্ষিণ-মুখ হৈয়া ॥ ১৮৪ ॥
ছত্রভোগ পার হৈয়া ছাড়িলা সরাণ।
কুগ্রাম দিয়া দিয়া করিল প্রয়াণ ॥ ১৮৫ ॥
ভক্ষণ নাহিক, সমস্ত দিবস গমন।
ক্ষুধা নাহি বাধে, চৈতন্যচরণ-প্রাপ্ত্যে মন ॥ ১৮৬॥
কভু চর্ব্বণ, কভু রন্ধন, কভু দুগ্ধপান।
যবে যেই মিলে, তাতে রাখয়ে পরাণ ॥ ১৮৭ ॥
বার দিনে চলি গেলা শ্রীপুরুষোত্তম।
পথে তিন দিন মাত্র করিলা ভোজন ॥ ১৮৮ ॥
স্বরূপাদি সহ গোঁসাই আছেন বসিয়া।
হেনকালে রঘুনাথ মিলিলা আসিয়া ॥ ১৮৯ ॥
অঙ্গনেতে দূরে রহি করে প্রণিপাত।
মুকুন্দ দত্ত কহে—এই আইলা রঘুনাথ ॥ ১৯০ ॥
প্রভু কহে—আইস, তেঁহো ধরিল চরণ।
উঠি প্রভু কৃপায় তারে কৈলা আলিঙ্গন ॥১৯১॥
স্বরূপাদি সব ভক্তের চরণ বন্দিল।
প্রভু-কৃপা দেখি সবে আলিঙ্গন কৈল ॥ ১৯২ ॥

প্রভু কহে—কৃষ্ণ-কৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে।
তোমাকে কাড়িল বিষয়বিষ্ঠা-গর্ত্ত হৈতে ॥ ১৯৩ ॥
রঘুনাথ কহে—আমি কৃষ্ণ নাহি জানি।
তব কৃপা কাড়িল আমা, এই মাত্র মানি ॥১৯৪॥
প্রভু কহেন—তোমার পিতা-জ্যেঠা দুইজনে।
চক্রবর্ত্তী সম্বন্ধে আমি আজা করি মানে ॥১৯৫॥
চক্রবর্ত্তী দোঁহে হয় ভ্রাতৃরূপ দাস।
অতএব আমি তাঁরে করি পরিহাস ॥ ১৯৬ ॥
ইহার বাপ-জ্যেঠা বিষয়বিষ্ঠা-গর্ত্তের কীড়া।
সুখ করি মানে বিষয়-বিষের মহাপীড়া ॥ ১৯৭ ॥
যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায়।
শুদ্ধ-বৈষ্ণব নহে, বৈষ্ণবের প্রায় ॥ ১৯৮ ॥
তথাপি বিষয়ের স্বভাব করে মহা অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায়, যাতে হয় ভববন্ধ ॥ ১৯৯ ॥
হেন বিষয় হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিল তোমা।
কহনে না যায় কৃষ্ণ-কৃপার মহিমা ॥২০০ ॥
রঘুনাথের ক্ষীণতা মালিন্য দেখিয়া।
স্বরূপেরে কহে কৃপা-আর্দ্র-চিত্ত হইয়া— ॥২০১॥
এই রঘুনাথে আমি সঁপিনু তোমারে।
পুত্র-ভৃত্য-রূপে ইহায় কর অঙ্গীকারে ॥ ২০২ ॥
তিন রঘুনাথ নাম হয় মোর স্থানে।
'স্বরূপের রঘুনাথ' আজি হৈতে ইহার নামে ॥২০৩॥
এত কহি রঘুনাথের হস্তেতে ধরিয়া।
স্বরূপের হস্তে তাঁরে দিলা সমর্পিয়া ॥ ২০৪ ॥
স্বরূপ কহে—মহাপ্রভুর যে আজ্ঞা হইল।
এত কহি রঘুনাথে পুনঃ আলিঙ্গিল ॥ ২০৫ ॥
চৈতন্যের ভক্ত-বাৎসল্য কহিতে না পারি।
গোবিন্দেরে কহে রঘুনাথে দয়া করি— ॥২০৬॥
পথে ইহো করিয়াছে বহুত লঙ্ঘন।
কত দিন কর ইহার ভাল সন্তর্পণ ॥ ২০৭ ॥
রঘুনাথে কহে—যাই কর সিন্ধু-স্নান।
জগন্নাথ দেখি আসি করহ ভোজন ॥ ২০৮
এত বলি প্রভু মধ্যাহ্ন করিতে উঠিলা।
রঘুনাথ দাস সব ভক্তেরে মিলিলা ॥ ২০৯ ॥

রঘুনাথে প্রভুর কৃপা দেখি ভক্তগণ।
বিস্মিত হৈয়া করে তাঁর ভাগ্য-প্রশংসন ॥২১০॥
তবে রঘুনাথ যাই সমুদ্রে স্নান কৈলা।
জগন্নাথ দেখি পুনঃ গোবিন্দ-পাশ আইলা ॥২১১॥
প্রভুর অবশিষ্ট-পাত্র গোবিন্দ তাঁরে দিল।
আনন্দিত হৈয়া তবে প্রসাদ পাইল ॥ ২১২ ॥
এইমত রহে তেঁহো স্বরূপ-চরণে।
গোবিন্দ প্রসাদ তাঁরে দিল পঞ্চদিনে ॥ ২১৩ ॥
আরদিন হইতে তেঁহো পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া।
সিংহদ্বারে খাড়া রহে ভিক্ষার লাগিয়া ॥ ২১৪ ॥
জগন্নাথের সেবক যত বিষয়ীর গণ।
সেবা সারি রাত্রে করে গৃহেতে গমন ॥ ২১৫ ॥
সিংহদ্বারে অন্নার্থী বৈষ্ণব দেখিয়া।
পসারির ঠাঁই অন্ন দেওয়ান কৃপা ত করিয়া ॥২১৬॥
এইমত সর্ব্বকাল আছে ব্যবহারে।
নিষ্কিঞ্চন ভক্ত খাড়া রহে সিংহদ্বারে ॥ ২১৭ ॥
সর্ব্বদিন করে বৈষ্ণব নাম সঙ্কীর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন জগন্নাথ-দরশন ॥ ২১৮ ॥
কেহো ছত্রে মাগি খায় যেবা কিছু পায়।
কেহ রাত্রে ভিক্ষা লাগি সিংহদ্বারে যায় ॥ ২১৯ ॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি প্রীত হয় গৌর-ভগবান্ ॥ ২২০ ॥
প্রভুকে গোবিন্দ কহে—রঘু প্রসাদ না লয়।
রাত্রে সিংহদ্বারে খাড়া হৈয়া মাগি খায় ॥ ২২১ ॥
শুনি তুষ্ট হৈয়া প্রভু কহিতে লাগিলা— ।
ভাল কৈল, বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিলা ॥ ২২২ ॥
"বৈরাগীর ধর্ম্ম—সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন-রক্ষণ ॥ ২২৩ ॥
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥ ২২৪ ॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ ॥ ২২৫ ॥
বৈরাগীর কৃত্য—সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ ॥ ২২৬ ॥

জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥ ২২৭॥
আরদিন রঘুনাথ স্বরূপ-চরণে।
আপনার কৃত্য লাগি কৈল নিবেদনে॥ ২২৮॥
কি লাগি ছাড়াইলা ঘর না জানি উদ্দেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য প্রভু করেন উপদেশ॥ ২২৯॥
প্রভু-আগে কথামাত্র না কহে রঘুনাথ।
স্বরূপ-গোবিন্দ-দ্বারা কহায় নিজ-বাত॥ ২৩০॥
প্রভু-আগে স্বরূপ নিবেদিল আরদিনে।
রঘুনাথ নিবেদয় প্রভুর চরণে—॥ ২৩১॥
কি মোর কর্ত্তব্য, মুই না জানি উদ্দেশ।
আপনে শ্রীমুখে মোরে করুন উপদেশ॥ ২৩২॥
হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল—।
তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল॥ ২৩৩॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব শিখ ইঁহার স্থানে।
আমি তত নাহি জানি ইঁহো যত জানে॥ ২৩৪॥
তথাপি আমার আজ্ঞায় শ্রদ্ধা যদি হয়।
আমার এই বাক্য তুমি করিহ নিশ্চয়—॥২৩৫॥
গ্রাম্য-কথা না শুনিবে, গ্রাম্য-বার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥ ২৩৬॥
অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥ ২৩৭॥
এই ত সংক্ষেপে আমি কৈনু উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঁই ইহার পাবে সবিশেষ॥ ২৩৮॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ২০-অঙ্কধৃত পদ্যং—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥২৩৯॥*

এত শুনি রঘুনাথ বন্দিল চরণ।
মহাপ্রভু কৈল তাঁরে কৃপা-আলিঙ্গন॥ ২৪০॥
পুনঃ সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের স্থানে।
অন্তরঙ্গ-সেবা করে স্বরূপের সনে॥ ২৪১॥

হেনকালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
পূর্ব্ববত প্রভু সবার করিল মিলন॥ ২৪২॥
সবা লৈয়া কৈল প্রভু গুণ্ডিচা-মার্জ্জন।
সবা লৈয়া কৈল প্রভু বন্য-ভোজন॥ ২৪৩॥
রথযাত্রায় সবা লৈয়া করিল নর্ত্তন।
দেখি রঘুনাথের চমৎকার হৈল মন॥ ২৪৪॥
রঘুনাথ দাস যবে সবারে মিলিলা।
অদ্বৈত আচার্য্য তাঁরে বহু কৃপা কৈলা॥ ২৪৫॥
শিবানন্দ সেন তাঁরে কহেন বিবরণ—।
তোমা লৈতে তোমার পিতা পাঠাইল দশজন॥ ২৪৬॥
তোমারে পাঠাইতে পত্রী পাঠাইল আমারে।
ঝাঁকরা হইতে তোমা না পাইয়া গেল ঘরে॥ ২৪৭॥
চারিমাস রহি ভক্তগণ গৌড়ে গেলা।
শুনি রঘুনাথের পিতা মনুষ্য পাঠাইলা॥ ২৪৮॥
সে মনুষ্য শিবানন্দ সেনেরে পুছিলা।
মহাপ্রভু-স্থানে এক বৈষ্ণব দেখিলা॥ ২৪৯॥
গোবর্দ্ধনের পুত্র তেঁহো—নাম রঘুনাথ।
নীলাচলে পরিচয় হৈয়াছে তোমার সাথ ? ॥২৫০॥
শিবানন্দ কহে—তেঁহো হয় প্রভুর স্থানে।
পরম বিখ্যাত তেঁহো, কেবা নাহি জানে॥ ২৫১॥
স্বরূপের স্থানে তাঁরে করিয়াছেন সমর্পণ।
প্রভুর ভক্তগণের তেঁহো হয় প্রাণ-সম॥ ২৫২॥
রাত্রিদিন করে তেঁহো নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে প্রভুর চরণ॥ ২৫৩॥
পরম বৈরাগ্য তাঁর—নাহি ভক্ষ্য পরিধান।
যৈছে তৈছে আহার করি রাখয়ে পরাণ॥ ২৫৪॥
দশদণ্ড রাত্রি গেলে পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া।
সিংহদ্বারে খাড়া হয় আহার লাগিয়া॥ ২৫৫॥
কেহো যদি দেয়, তবে করয়ে ভক্ষণ।
কভু উপবাস, কভু করেন চর্ব্বণ॥ ২৫৬॥
এত শুনি সেই মনুষ্য গোবর্দ্ধন-স্থানে।
কহিল গিয়া সব রঘুনাথ-বিবরণে॥ ২৫৭॥

* অনুবাদ ১২২ পৃষ্ঠায় ৩১ দাগে দ্রষ্টব্য।

শুনি তার মাতা-পিতা দুঃখী বড় হৈলা।
পুত্র-ঠাঁই দ্রব্য মনুষ্য পাঠাইতে মন কৈলা ॥২৫৮॥
চারিশত মুদ্রা, দুই ভৃত্য, এক ব্রাহ্মণ।
শিবানন্দের ঠাঁই পাঠাইল ততক্ষণ ॥ ২৫৯ ॥
শিবানন্দ কহে—তুমি সব যাইতে নারিবা।
আমি যবে যাই, তবে আমার সঙ্গে যাইবা ॥২৬০॥
এবে সব ঘর যাহ, যবে আমি যাব।
তবে তোমা-সবাকারে সঙ্গেতে লইব ॥ ২৬১ ॥
এই ত প্রস্তাবে শ্রীকবি-কর্ণপূর।
রঘুনাথের মহিমা গ্রন্থে লিখিলা প্রচুর ॥ ২৬২ ॥

তথাহি চৈতন্য-চন্দ্রোদয়নাটকে ১০-অঙ্কে
৩৪ শ্লোঃ—

আচার্য্যো যদুনন্দনঃ সুমধুরং শ্রীবাসুদেবপ্রিয়-
স্তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যধিগুণঃ প্রাণাধিকো
মাদৃশাং।
শ্রীচৈতন্যকৃপাতিরেক-সতত-স্নিগ্ধঃ স্বরূপ-প্রিয়ো
বৈরাগ্যৈকনিধির্ন কস্য বিদিতো নীলাচলে
তিষ্ঠতাং ॥ ২৬৩ ॥
যঃ সর্ব্বলোকৈকমনোভিরুচ্যা।
সৌভাগ্য-ভূঃ কাচিদকৃষ্ট-পচ্যা।
যস্যা-সমারোপণ-তুল্যকালং।
তৎপ্রেম-শাখী ফলবানতুল্যং ॥ ২৬৪ ॥

শ্রীশিবানন্দ নীলাচলযাত্রী তৎসঙ্গীগণকে বলিতেছেন :— বাসুদেব দত্তের অতিপ্রিয় কৃপাপাত্র হইলেন মধুর-প্রকৃতি শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য, তাহার শিষ্য হইলেন, বিবিধ সদ্গুণের আকর শ্রীরঘুনাথ দাস, যিনি আমাদিগের প্রাণাধিক প্রিয়, যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কৃপাতিশয় হেতু সতত স্নিগ্ধ-প্রকৃতি, যিনি শ্রীস্বরূপ-গোস্বামীর প্রিয়, যিনি বৈরাগ্যের সাগর এবং যিনি সকল লোকের অসাধারণ প্রীতির বিষয় হওয়ায়, যিনি সৌভাগ্যভূমিস্বরূপ বলিয়া, তাহাতে বীজ বপন করিবামাত্র বপনের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমবৃক্ষ জাত হইয়া অতুলনীয় ফল ধারণ করিয়াছিল, সেই রঘুনাথ দাসকে চিনেন না, নীলাচলে এমন কে আছে ? ॥ ২৬৩-২৬৪ ॥

শিবানন্দ যৈছে সেই মনুষ্যে কহিল।
কর্ণপুর সেইরূপে শ্লোক বর্ণিল ॥ ২৬৫ ॥
বর্ষান্তরে শিবানন্দ চলিলা নীলাচলে।
রঘুনাথের সেবক বিপ্র তাঁর সঙ্গে চলে ॥ ২৬৬ ॥
সেই বিপ্র ভৃত্য চারিশত মুদ্রা লৈয়া।
নীলাচলে রঘুনাথে মিলিলা আসিয়া ॥ ২৬৭ ॥
রঘুনাথ তাহা অঙ্গীকার না করিল।
দ্রব্য লৈয়া তিন জনা তাঁহাই রহিল ॥ ২৬৮ ॥
তবে রঘুনাথ করি অনেক যতন।
মাসে দুই দিন কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥ ২৬৯ ॥
এই নিমন্ত্রণে লাগে কোড়ি অষ্টপণ।
ব্রাহ্মণ ভৃত্য ঠাঁই করে এতেক গ্রহণ ॥ ২৭০ ॥
এইমত নিমন্ত্রণ বর্ষ দুই কৈল।
পাছে রঘুনাথ নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল ॥ ২৭১ ॥
মাস দুই রঘুনাথ না করে নিমন্ত্রণ।
স্বরূপে পুছিলা তবে শচীর নন্দন— ॥ ২৭২ ॥
রঘু কেনে আমার নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল।
স্বরূপ কহে—মনে কিছু বিচার করিল ॥ ২৭৩ ॥
বিষয়ীর দ্রব্য লৈয়া করি নিমন্ত্রণ।
প্রসন্ন না হয় জানি ইহায় প্রভুর মন ॥ ২৭৪ ॥
মোর চিত্ত দ্রব্য লৈতে না হয় নির্ম্মল।
এই নিমন্ত্রণে দেখি প্রতিষ্ঠামাত্র ফল ॥ ২৭৫ ॥
উপরোধে প্রভু মোর মানে নিমন্ত্রণ।
না মানিলে দুঃখী হবে এই মূর্খজন ॥ ২৭৬ ॥
এত বিচারিয়া নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল।
শুনি মহাপ্রভু হাসি বলিতে লাগিল ॥ ২৭৭ ॥
বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মন মলিন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥ ২৭৮ ॥
বিষয়ীর অন্নে হয় রাজস-নিমন্ত্রণ।
দাতা ভোক্তা দোঁহার মলিন হয় মন ॥ ২৭৯ ॥
ইহা সঙ্কোচে আমি এতদিন নিল।
ভাল হৈল—জানিয়া সে আপনি ছাড়িল ॥২৮০॥
কতদিনে রঘুনাথ সিংহদ্বার ছাড়িল।
ছত্রে যাই মাগি খাইতে আরম্ভ করিল ॥ ২৮১ ॥

গোবিন্দ-পাশ শুনি প্রভু পুছে স্বরূপেরে—।
রঘু ভিক্ষা লাগি ঠাঁড়া না রহে সিংহদ্বারে ॥২৮২॥
স্বরূপ কহে—সিংহদ্বারে দুঃখানুভবিয়া।
ছত্রে যাই মাগি খায় মধ্যাহ্নকালে গিয়া ॥২৮৩॥
প্রভু কহে—ভাল কৈল ছাড়িল সিংহদ্বার।
সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি—বেশ্যার আচার ॥ ২৮৪ ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য বাক্য—

অয়মাগচ্ছতি অয়ং দাস্যতি অনেন ন দত্তং
অময়মপরঃ সমেত্যযং দাস্যতি,
অনেনাপি ন দত্তমন্যঃ সমেষ্যতি
স দাস্যতি ॥ ২৮৫ ॥

বেশ্যাগণ দরজায় দাঁড়াইয়া দাড়াইয়া কেবল চিন্তা করিতে থাকে, এই লোকটি আসিতেছে, এই আমাকে পয়সা দিবে; আচ্ছা দিল না, এইবার ঐ যে লোকটি আসিতেছে, ঐ দেবে; আচ্ছা ও লোকও দিল না, এইবার ঐ যে আর একটি লোক আসিতেছে, ঐ দিবে ইত্যাদি ॥ ২৮৫ ॥

ছত্রে গিয়া যথালাভ উদর-ভরণ;
অন্য কথা নাহি, সুখে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ২৮৬ ॥
এত বলি তারে পুনঃ প্রসাদ করিল।
গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জামালা তাঁরে দিল ॥ ২৮৭ ॥
শঙ্করানন্দ-সরস্বতী বৃন্দাবন হৈতে আইলা।
তেঁহো সেই শিলা গুঞ্জামালা লৈয়া গেলা ॥২৮৮॥
পার্শ্বে গাঁথা গুঞ্জামালা গোবর্দ্ধন-শিলা।
দুই বস্তু মহাপ্রভুর আগে আনি দিলা ॥ ২৮৯ ॥
দুই অপূর্ব্ব বস্তু পাইয়া প্রভু তুষ্ট হইলা।
স্মরণের কালে গলে পরে গুঞ্জামালা ॥ ২৯০ ॥
গোবর্দ্ধন-শিলা প্রভু হৃদয়ে নেত্রে ধরে।
কভু নাসায় ঘ্রাণ লয়, কভু ধরে শিরে ॥ ২৯১ ॥
নেত্র-জলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর।
শিলাকে কহেন প্রভু—'কৃষ্ণ-কলেবর' ॥ ২৯২ ॥
এইমত শিলা মালা তিন বৎসর ধরিলা।
তুষ্ট হৈয়া শিলা মালা রঘুনাথে দিল ॥ ২৯৩ ॥

প্রভু কহে—এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।
ইঁহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ ॥ ২৯৪ ॥
এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক-পূজন।
অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণপ্রেম-ধন ॥ ২৯৫ ॥
এক কুঁজা জল, আর তুলসীমঞ্জরী।
সাত্ত্বিক-সেবা এই শুদ্ধভাবে করি ॥ ২৯৬ ॥
দুই দিকে দুই পত্র, মধ্যে কোমল মঞ্জরী।
এইমত অষ্টমঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি ॥ ২৯৭ ॥
শ্রীহস্তে শিলা দিয়া এই আজ্ঞা কৈলা।
আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা ॥ ২৯৮ ॥
এক বিতস্তি দুই বস্ত্র, পিঁড়া একখানি।
স্বরূপ দিলেন কুজা আনিবারে পানি ॥ ২৯৯ ॥
এইমত রঘুনাথ করেন পূজন।
পূজাকালে দেখে শিলায় 'ব্রজেন্দ্রনন্দন' ॥ ৩০০ ॥
'প্রভুর স্বহস্ত-দত্ত গোবর্দ্ধন-শিলা'।
এই চিন্তি রঘুনাথ প্রেমে ভাসি গেলা ॥ ৩০১ ॥
জল-তুলসী-সেবায় তাঁর যত সুখোদয়।
ষোড়শোপচার-পূজায় তত সুখ নয় ॥ ৩০২ ॥
এইমত দিনকতক করেন পূজন।
তবে স্বরূপ-গোসাই তাঁরে কহিল বচন ॥ ৩০৩ ॥
অষ্টকৌড়ির খাজা-সন্দেশ কর সমর্পণ।
শ্রদ্ধা করি দিলে সেই অমৃতের সম ॥ ৩০৪ ॥
তবে অষ্টকৌড়ির খাজা করে সমর্পণ।
স্বরূপ-আজ্ঞায় গোবিন্দ তাহা করে
সমাধান ॥ ৩০৫ ॥
রঘুনাথ সেই শিলা-মালা যবে পাইল।
গোঁসাইর অভিপ্রায় এই ভাবনা করিল— ॥৩০৬॥
শিলা দিয়া মোরে গোঁসাই সমর্পিল গোবর্দ্ধনে।
গুঞ্জামালা দিয়া সঁপিল রাধিকা-চরণে ॥ ৩০৭ ॥
আনন্দে রঘুনাথ বাহ্য হইল বিস্মরণ।
কায়মনে সেবিলেন গৌরাঙ্গ-চরণ ॥ ৩০৮ ॥
অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা— ॥ ৩০৯ ॥

সাড়ে-সাত প্রহর যায় স্মরণে কীর্ত্তনে।
আহার-নিদ্রা চারিদণ্ড সেহো নহে
কোনদিনে ॥ ৩১০ ॥
বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত-কথন।
আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন ॥ ৩১১ ॥
ছিঁড়া কানি কাঁথা বিনা না পরে বসন।
সাবধানে কৈল প্রভুর আজ্ঞার পালন ॥ ৩১২ ॥
প্রাণরক্ষা লাগি যেবা করেন ভক্ষণ।
তাহা খাইয়া আপনারে কহে নির্ব্বেদ বচন ॥৩১৩॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৭-স্কঃ ১৫-অঃ ৩২-শ্লোক—

আত্মানং চেদ্বিজানীয়াৎ পরং জ্ঞান-ধুতাশয়ঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য বা হেতোর্দেহং পুষ্ণাতি
লম্পটঃ ॥ ৩১৪ ॥

যে-জন জ্ঞান-বলে স্বীয় আত্মাকে দেহ হইতে ভিন্ন বলিয়া বুঝিয়াছেন, এবং যাঁহার বাসনা দূর হইয়াছে সে-জন আর কোন অভিলাষে, কিসের জন্য দেহাদির প্রতি আসক্ত হইয়া উহার পোষণ করিবেন? ॥ ৩১৪ ॥

প্রসাদান্ন পসারীর যত না বিকায়।
দুই তিন দিন হৈলে ভাত সড়ি যায় ॥ ৩১৫ ॥
সিংহদ্বারে গাভী-আগে সেই ভাত ডারে।
সড়া গন্ধে তৈলঙ্গ গাই খাইতে না পারে ॥ ৩১৬॥
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি।
ভাত ধুইয়া ফেলে ঘরে দিয়া বহু পানি ॥ ৩১৭ ॥
ভিতরে দৃঢ় যেই মাজি ভাত পায়।
নুন দিয়া রঘুনাথ সেই ভাত খায় ॥ ৩১৮ ॥
একদিন স্বরূপ তাহা করিতে দেখিল।
হাসিয়া তাহার কিছু মাগিয়া খাইল ॥ ৩১৯ ॥
স্বরূপ কহে—ঐছে অমৃত খাও নিতি নিতি।
আমা-সবায় নাহি দাও, কি তোমার
প্রকৃতি ॥ ৩২০ ॥

গোবিন্দের মুখে প্রভু সে বার্ত্তা শুনিল।
আরদিন তাঁহা আসি কহিতে লাগিল ॥ ৩২১
খাসা বস্তু খাও সবে, মোরে না দেও কেনে।
এত বলি এক গ্রাস করিল ভক্ষণে ॥ ৩২২ ॥
আর গ্রাস লইতে স্বরূপ হাতেতে ধরিলা।
'তোমার যোগ্য নহে' বলি
বলে কাড়ি নিলা ॥ ৩২৩
প্রভু বলে, নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই।
ঐছে স্বাদ আর কোনো প্রসাদে না পাই ॥৩২৪॥
এইমত মহাপ্রভু নানা লীলা করে।
রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখি সন্তোষ অন্তরে ॥ ৩২৫ ॥
আপন-উদ্ধার এই রঘুনাথদাস।
গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥ ৩২৬

তথাহি শ্রীগৌরাঙ্গ স্তবকল্পতরৌ ১১-শ্লোকঃ—

মহাসম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।
উরো গুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধন-শিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥৩২৭॥

শ্রীরঘুনাথ দাস বলিতেছেন, যিনি পতিত ও ঘৃণিত আমাকেও বিষয়-সম্পত্তি এবং স্ত্রীর হস্ত হইতে নিজকৃপা-গুণে উদ্ধার করিয়া শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর হস্তে আমাকে সমর্পণ করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং যিনি স্বীয় বক্ষঃস্থলস্থিত অতিপ্রিয় গুঞ্জাহার ও গোবর্দ্ধন-শিলা আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে পরমানন্দ প্রদান করিতেছেন ॥ ৩২৭ ॥

এই ত কহিল রঘুনাথের মিলন।
ইহা যেই শুনে, পায় চৈতন্যচরণ ॥ ৩২৮ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩২৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরঘুনাথ দাস-মিলনং
নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চৈতন্যচরণাম্ভোজ-মকরন্দলিহঃ সতঃ।
ভজে যেষাং প্রসাদেন পামরোঽপ্যমরো
ভবেৎ ॥ ১ ॥

যাঁহাদিগের কৃপায় অতি নীচ ব্যক্তিও দেবতার ন্যায় পূজ্য হইতে পারে, আমি শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্ম-মধু-পানকারী সেই সাধুগণকে ভজনা করি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

মহাপ্রভু-সহ বল্লভ-ভট্টের মিলন প্রসঙ্গ

বর্ষান্তরে যত গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
পূর্ব্ববত মহাপ্রভু সবারে মিলিলা ॥ ৩ ॥
এইমত বিলাস প্রভুর ভক্তগণ লৈয়া।
হেনকালে বল্লভ-ভট্ট মিলিল আসিয়া ॥ ৪ ॥
আসিয়া বন্দিল ভট্ট প্রভুর চরণ।
প্রভু ভাগবত-বুদ্ধ্যে কৈল আলিঙ্গন ॥ ৫ ॥
মান্য করি প্রভু তাঁরে নিকটে বসাইলা।
বিনয় করিয়া ভট্ট কহিতে লাগিলা— ॥ ৬ ॥
বহুদিন মনোরথ তোমা দেখিবারে।
জগন্নাথ পূর্ণ কৈল—দেখিল তোমারে ॥ ৭ ॥
তোমার দর্শন যে পায় সেই ভাগ্যবান।
তোমাকে দেখিয়ে যেন সাক্ষাত ভগবান্ ॥ ৮ ॥
তোমাকে যে স্মরণ করে, সে হয় পবিত্র।
দর্শনে পবিত্র হবে, ইথে কি বিচিত্র ॥ ৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১-স্কঃ ১৯-অঃ ৩৩-শ্লোকঃ—

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শন-স্পর্শ-পাদশৌচাসনাদিভিঃ ॥ ১০ ॥

মহারাজ শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, যাঁহাদিগের স্মরণ মাত্রেই গৃহাদি তৎক্ষণাৎ পবিত্র হইয়া যায়, তাঁহাদিগের দর্শন, স্পর্শন, পাদপ্রক্ষালন ও উপবেশনাদি দ্বারা যে সকলেই পবিত্র হইয়া যাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ॥ ১০ ॥

কলিকালে ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন ॥ ১১ ॥
তাহা প্রবর্ত্তাইলে তুমি, এই ত প্রমাণ।
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি, ইথে নাহি আন ॥ ১২ ॥
জগতে করিলে কৃষ্ণপ্রেমের প্রকাশে।
যেই তোমা দেখে সেই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে ॥ ১৩ ॥
প্রেম-পরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে।
কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা শাস্ত্রের প্রমাণে ॥ ১৪ ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ১৩-অঙ্কধৃত শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে বিল্বমঙ্গল-বাক্য —

সন্তুবতারা বহবঃ পঙ্কজ নাভস্য সর্ব্বতো ভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥১৫॥*

মহাপ্রভু কহে—শুন ভট্ট মহামতি।
মায়াবাদী সন্ন্যাসী আমি না জানি কৃষ্ণভক্তি ॥১৬॥
অদ্বৈত-আচার্য্যগোসাই সাক্ষাত ঈশ্বর।
তাঁর সঙ্গে আমার মন হইল নির্ম্মল ॥ ১৭ ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্ত্যে নাহি যাঁর সম।
অতএব অদ্বৈত-আচার্য্য তাঁর নাম ॥ ১৮ ॥
যাহার কৃপায় ম্লেচ্ছের হয় কৃষ্ণভক্তি।
কে কহিতে পারে তাঁর বৈষ্ণবতা-শক্তি ॥ ১৯ ॥
নিত্যানন্দ-অবধূত সাক্ষাত ঈশ্বর।
ভাবোন্মাদে মত্ত—কৃষ্ণপ্রেমের সাগর ॥ ২০ ॥
ষড়্দর্শনবেত্তা ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম।
ষড়্দর্শনে জগদ্গুরু ভাগবতোত্তম ॥ ২১ ॥
তেঁহো দেখাইল মোরে ভক্তিযোগ-পার।
তাঁর প্রসাদে জানিল—কৃষ্ণ-ভক্তিমাত্র সার ॥২২॥

---

* অনুবাদ ৪২ পৃষ্ঠায় ২৬ দাগে দ্রষ্টব্য।

রামানন্দ রায় মহাভাগবত প্রধান।
তেঁহো জানাইল—কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ॥ ২৩ ॥
তাতে প্রেমভক্তি পুরুষার্থ-শিরোমণি।
রাগমার্গে প্রেমভক্তি সর্ব্বাধিক জানি ॥ ২৪ ॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর-ভাব আর।
দাস সখা গুরু কান্তা আশ্রয় যাহার ॥ ২৫ ॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-যুক্ত, কেবল-ভাব আর।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে নাহি পাই ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ২৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ৯-অঃ ২৬-শ্লোক—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকা-সুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্ম-ভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ২৭ ॥*
'আত্মভূত' শব্দে কহে পারিষদগণ।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে লক্ষ্মী না পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥২৮॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ৪৭-অঃ ৫৩-শ্লোকঃ—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ! উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিন-গন্ধ-রুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ড-গৃহীত-কণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদ্গাদ্ব্রজসুন্দরীণাং ॥ ২৯ ॥†
শুদ্ধভাবে সখা করে স্কন্ধে আরোহণ।
শুদ্ধভাবে ব্রজেশ্বরী করেন বন্ধন ॥ ৩০ ॥
'মোর সখা, মোর পুত্র' এই শুদ্ধ মন।
অতএব শুক ব্যাস করে প্রশংসন ॥ ৩১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ১২-অঃ ১০-শ্লোকঃ—

ইত্থং সতাং ব্রহ্ম সুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্য-পুঞ্জাঃ ॥ ৩২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ৮-অঃ ৩৬-শ্লোকঃ—

নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্! শ্রেয় এব মহোদয়ং।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং
হরিঃ ॥ ৩৩

ঐশ্বর্য্য দেখিলে, শুদ্ধের নহে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান।
অতএব ঐশ্বর্য্য হৈতে কেবল-ভাব প্রধান ॥ ৩৪

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ৮-অঃ ৩৫-শ্লোকঃ—

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মান-মাহাত্ম্যং হরিং সামান্যতাত্মজং ॥ ৩৫
এ সব শিখাইল মোরে রায় রামানন্দ।
যে সব শুনিতে হয় পরম আনন্দ ॥ ৩৬ ॥
কহনে না যায় রামানন্দের প্রভাব।
যাঁহার প্রসাদে জানি ব্রজের শুদ্ধভাব ॥ ৩৭ ॥
দামোদর-স্বরূপ প্রেমরস মূর্ত্তিমান্।
যাঁর সঙ্গে হৈল ব্রজের মধুররস-জ্ঞান ॥ ৩৮ ॥
শুদ্ধপ্রেম ব্রজদেবীর কামগন্ধ-হীন।
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য এই তার চিহ্ন ॥ ৩৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ৩১-অঃ ১৯-শ্লোকঃ—

যত্তে সুজাত-চরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয়! দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ ব্যথতেন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ৪০ ॥‡
গোপীগণের শুদ্ধপ্রেম ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-হীন।
প্রেমেতে ভৎর্সনা করে এই তার চিহ্ন ॥ ৪১

* অনুবাদ ২০৫ পৃষ্ঠায় ২৩১ দাগে দ্রষ্টব্য।
† অনুবাদ ১৯৬ পৃষ্ঠায় ৮০ দাগে দ্রষ্টব্য।

* অনুবাদ ১৯৫ পৃষ্ঠায় ৭০ দাগে দ্রষ্টব্য।
† অনুবাদ ৩১৯ পৃষ্ঠায় ২০৪ দাগে দ্রষ্টব্য।
‡ অনুবাদ ৫৭ পৃষ্ঠায় ১৭২ দাগে দ্রষ্টব্য।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ৩১ অঃ ১৬-শ্লোকঃ—

পতি-সুতান্বয়-ভ্রাতৃ-বান্ধবা-
নতি বিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীত-মোহিতাঃ
কিতব! যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥ ৪২ ॥*

সর্ব্বোত্তম ভজন ইহার সর্ব্ব ভক্তি জিনি।
অতএব কৃষ্ণ কহে—আমি তোমার ঋণী ॥ ৪৩

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ৩২-অঃ ২২-শ্লোকঃ—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্য-সংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জর-গেহ-শৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ৪৪ ॥†

ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান হৈতে কেবল-ভাব প্রধান।
পৃথিবীতে ভক্ত নাহি উদ্ধব-সমান ॥ ৪৫ ॥
তেঁহো যাঁর পদধূলি করেন প্রার্থন।
স্বরূপের সঙ্গে পাইল এসব শিক্ষণ ॥ ৪৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ৪৭-অঃ ৬১-শ্লোকঃ—

আসামহো চরণরেণু-জুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্ম-লতৌষধীনাং।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দ পদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাং ॥ ৪৭ ॥

অহো! যে ব্রজসুন্দরীগণ পতিপুত্রাদি দুস্ত্যজ আত্মীয়গণ ও ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিগণের অন্বেষণীয় শ্রীমুকুন্দের পাদপদ্মে আশ্রিত হইয়াছেন, সেই গোপীগণের চরণরজ-সেবী গুল্ম, লতা বা ওষধিগণের যে কোনও একটি হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানের জন্য শ্রীউদ্ধব-মহাশয় কামনা করিয়াছিলেন ॥ ৪৭ ॥

হরিদাস-ঠাকুর মহাভাগবত-প্রধান।
প্রতিদিন লয় তেঁহো তিনলক্ষ নাম ॥ ৪৮ ॥
নামের মহিমা আমি তাঁর ঠাঁই শিখিল।
তাঁহার প্রসাদে নামের মহিমা জানিল ॥ ৪৯ ॥
আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, পণ্ডিত-গদাধর।
জগদানন্দ, দামোদর, শঙ্কর, বক্রেশ্বর ॥ ৫০ ॥
কাশীশ্বর, মুকুন্দ, বাসুদেব, মুরারি।
আর যত ভক্তগণ গৌড়ে অবতরি ॥ ৫১ ॥
কৃষ্ণনাম প্রেম কৈল জগতে প্রচার।
ইঁহা-সবার সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি সে আমার ॥ ৫২ ॥
ভট্টের হৃদয়ে দৃঢ় অভিমান জানি।
ভঙ্গী করি মহাপ্রভু কহে এত বাণী ॥ ৫৩ ॥
আমি সে বৈষ্ণব, ভক্তি-সিদ্ধান্ত সব জানি।
আমি সে ভাগবত-অর্থ উত্তম বাখানি ॥ ৫৪ ॥
ভট্টের মনেতে এই ছিল দীর্ঘ গর্ব্ব।
প্রভুর বচন শুনি হইল সেই খর্ব্ব ॥ ৫৫ ॥
প্রভুর মুখে বৈষ্ণবতা শুনিয়া সবার।
ভট্টের ইচ্ছা হৈল তাঁ-সবারে দেখিবার ॥ ৫৬ ॥
ভট্ট কহে—এ সব বৈষ্ণব রহেন কোন্ স্থানে।
কোন্ প্রকারে পাইব ইঁহা-সবার দর্শনে ॥ ৫৭ ॥
প্রভু কহে—কেহো ইঁহা, কেহো রহে গঙ্গাতীরে।
সে সব আসিয়াছে রথযাত্রা দেখিবারে ॥ ৫৮ ॥
ইঁহাই রহেন সবে, বাসা নানাস্থানে।
ইঁহাই পাইবে তুমি সবার দর্শনে ॥ ৫৯ ॥
তবে ভট্ট কহে—বহু বিনয়-বচন।
সর্ব্ব সহিতে প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ৬০ ॥
আরদিন সব বৈষ্ণব প্রভু-স্থানে আইলা।
সবা-সনে মহাপ্রভু ভট্টে মিলাইলা ॥ ৬১ ॥
বৈষ্ণবের তেজ দেখি ভট্টের চমৎকার।
তাঁ-সবার আগে ভট্ট খদ্যোত-আকার ॥ ৬২ ॥
তবে ভট্ট বহু মহাপ্রসাদ আনাইল।
গণ-সহ মহাপ্রভুকে ভোজন করাইল ॥ ৬৩ ॥
পরমানন্দ-পুরী সঙ্গে সন্ন্যাসীর গণ।
একদিকে বৈসে সবে করিতে ভোজন ॥ ৬৪ ॥

* অনুবাদ ৩২০ পৃষ্ঠায় ২০৮ দাগে দ্রষ্টব্য।
† অনুবাদ ৫৮ পৃষ্ঠায় ১৭৯ দাগে দ্রষ্টব্য।

অদ্বৈত নিত্যানন্দ দুই পার্শ্বে দুইজন।
মধ্যে প্রভু বসিলা, আগে পাছে ভক্তগণ ॥ ৬৫ ॥
গৌড়ের ভক্তগণ যত কহিতে না পারি।
অঙ্গনে বসিলা সবে হৈয়া সারি সারি ॥ ৬৬ ॥
প্রভুর ভক্তগণ দেখি ভট্টের চমৎকার।
প্রত্যেকে সবার পদে কৈল নমস্কার ॥ ৬৭ ॥
স্বরূপ, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, শঙ্কর।
পরিবেশন করে আর রাঘব, দামোদর ॥ ৬৮ ॥
মহাপ্রসাদ বল্লভ-ভট্ট বহু আনাইল।
প্রভু-সহ সন্ন্যাসিগণ ভোজনে বসিল ॥ ৬৯ ॥
প্রসাদ পায় বৈষ্ণবগণ বলে "হরি হরি"।
হরিধ্বনি উঠিল তবে সব ব্রহ্মাণ্ড ভরি ॥ ৭০ ॥
মালা চন্দন গুবাক পান অনেক আনিল।
সবার পূজা করি ভট্ট আনন্দিত হইল ॥ ৭১ ॥
রথযাত্রা-দিনে প্রভু কীর্ত্তন আরম্ভিল।
পূর্ব্ববত সাত সম্প্রদায় পৃথক্ করিল ॥ ৭২ ॥
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস, বক্রেশ্বর।
শ্রীবাস, রাঘব-পণ্ডিত, আর গদাধর ॥ ৭৩ ॥
সাতজন সাত ঠাঁই করেন কীর্ত্তন।
'হরি বোল' বলি প্রভু করেন ভ্রমণ ॥ ৭৪ ॥
চৌদ্দ মাদল বাজে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
এক এক নর্ত্তকের প্রেমে ভাসিল ভুবন ॥ ৭৫ ॥
দেখি বল্লভ-ভট্টের মনে হৈল চমৎকার।
আনন্দে বিহ্বল, নাহি আপনা সম্ভার ॥ ৭৬ ॥
তবে মহাপ্রভু সবার নৃত্য রাখিলা।
পূর্ব্ববত আপনি নৃত্য করিতে লাগিলা ॥ ৭৭ ॥
প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখি, আর প্রেমোদয়।
'এই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ'—ভট্টের হইল নিশ্চয় ॥৭৮॥
এইমত রথযাত্রা সকলে দেখিল।
প্রভুর চরিত্রে ভট্টের চমৎকার হৈল ॥ ৭৯ ॥
যাত্রা-অনন্তরে ভট্ট যাই প্রভুর স্থানে।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদনে— ॥ ৮০ ॥
ভাগবতের টীকা কিছু করিয়াছি লিখন।
আপনে মহাপ্রভু যদি করেন শ্রবণ ॥ ৮১ ॥
প্রভু কহে—ভাগবতার্থ বুঝিতে না পারি।
ভাগবতার্থ শুনিতে আমি নহি অধিকারী ॥ ৮২ ॥
বসি 'কৃষ্ণনাম' মাত্র করিয়ে গ্রহণে।
সংখ্যা-নাম পূর্ণ মোর নহে রাত্রিদিনে ॥ ৮৩ ॥
ভট্ট কহে—কৃষ্ণ-নামের অর্থ ব্যাখ্যানে।
বিস্তার করেছি তাহা করহ শ্রবণে ॥ ৮৪ ॥
প্রভু কহে—কৃষ্ণনামের বহু অর্থ না মানি।
শ্যামসুন্দর, যশোদানন্দন এই মাত্র জানি ॥৮৫॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে অনর্গোপশম ইত্যস্য ব্যাখ্যায়াং ধৃতো নামকৌমুদ্যাং শ্লোকঃ—

তমাল-শ্যামল-ত্বিষি শ্রীযশোদা-স্তনন্ধয়ে।
কৃষ্ণনাম্নো রূঢ়িরিতি সর্ব্বশাস্ত্র-বিনির্ণয়ঃ ॥ ৮৬ ॥

তমালের ন্যায় শ্যামবর্ণ ও যশোদার স্তন্যপায়ী—ইহাই কৃষ্ণ নামের প্রসিদ্ধার্থ বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে নির্ণয় করিয়াছেন ॥ ৮৬ ॥

এই অর্থ মাত্র আমি জানিয়ে নির্দ্ধার।
আর সব অর্থে মোর নাহি অধিকার ॥ ৮৭ ॥
ফল্গু-প্রায় হয় সে ভট্টের সব ব্যাখ্যা।
সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানি করিল উপেক্ষা ॥ ৮৮ ॥
বিমনা হইয়া ভট্ট গেলা নিজ-ঘর।
প্রভু-বিষয়ে ভক্তি কিছু হইল অন্তর ॥ ৮৯ ॥
তবে ভট্ট যাই পণ্ডিত-গোসাইর ঠাঁই।
নানামত প্রীতি করি করে আসি যাই ॥ ৯০ ॥
প্রভুর উপেক্ষায় সব নীলাচলের জন।
ভট্টের ব্যাখ্যান কিছু না করে শ্রবণ ॥ ৯১ ॥
লজ্জিত হইল ভট্ট—হৈল অপমান।
দুঃখিত হইয়া গেলা পণ্ডিতের স্থান ॥ ৯২ ॥
দৈন্য করি কহে—লৈনু তোমার শরণ।
তুমি কৃপা করি রাখ আমার জীবন ॥ ৯৩ ॥
'কৃষ্ণনাম' ব্যাখ্যা যদি করহ শ্রবণ।
তবে মোর লজ্জাপঙ্ক হয় প্রক্ষালন ॥ ৯৪ ॥
সঙ্কটে পড়িল পণ্ডিত, করয়ে সংশয়—।
কি করিব ইহা করিতে না পারে নিশ্চয় ॥ ৯৫ ॥

যদ্যপি পণ্ডিত তাহা না কৈলা অঙ্গীকার।
তবু ভট্ট যাই পড়ে করি বলাৎকার ॥ ৯৬ ॥
আভিজাত্যে পণ্ডিত নারে করিতে নিষেধন।
এ সঙ্কটে রাখ কৃষ্ণ! লইনু শরণ ॥ ৯৭ ॥
অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু জানিবে মোর মন।
তাঁরে ভয় নাহি কিছু, বিষম তাঁর গণ ॥ ৯৮ ॥
যদ্যপি বিচারে পণ্ডিতের নাহি দোষ।
তথাপি প্রভুর গণ তাঁরে করে প্রণয়-রোষ ॥ ৯৯ ॥
প্রত্যহ বল্লভ-ভট্ট আইসে প্রভু-স্থানে।
উদ্‌গ্রাহাদি প্রায় করে আচার্য্যাদি-সনে ॥ ১০০ ॥
যেই কিছু করে ভট্ট সিদ্ধান্ত-স্থাপন।
শুনিতে আচার্য্য তাহা করেন খণ্ডন ॥ ১০১ ॥
আচার্য্যাদি-আগে ভট্ট যবে যবে যায়।
রাজহংস-মধ্যে যেন রহে বক-প্রায় ॥ ১০২ ॥
একদিন ভট্ট তবে পুছিল আচার্য্যেরে—।
জীব-প্রকৃতি পতি করি মানয়ে কৃষ্ণেরে ॥ ১০৩॥
পতিব্রতা নারী পতির নাম নাহি লয়।
তোমরা কৃষ্ণ-নাম লও, কোন্ ধর্ম্ম হয় ॥ ১০৪ ॥
আচার্য্য কহে—তোমার আগে ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান্।
ইঁহারে পুছ, ইঁহো কহিবেন ইহার প্রমাণ॥১০৫॥
প্রভু কহে—তুমি নাহি জান ধর্ম্ম-মর্ম্ম।
স্বামীর আজ্ঞা পালে—এই পতিব্রতা-ধর্ম্ম ॥১০৬॥
পতির আজ্ঞা—নিরন্তর তাঁর নাম লৈতে।
পতির আজ্ঞা পতিব্রতা না পারে লঙ্ঘিতে ॥১০৭॥
অতএব নাম লয়, নামের ফল পায়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজায় ॥ ১০৮ ॥
শুনিয়া বল্লভ-ভট্ট হৈল নির্ব্বচন।
ঘরে যাই মনোদুঃখে করেন চিন্তন ॥ ১০৯ ॥
নিত্য আমার এই সভায় হয় কক্ষাপাত।
একদিন যদি উপরে পড়ে মোর বাত ॥ ১১০ ॥
তবে সুখ হয় আমার সব লজ্জা যায়।
স্ববচন স্থাপিতে আমি কি করি উপায় ॥ ১১১ ॥
আরদিন আসি বসিলা প্রভু নমস্করি।
সভাতে কহেন কিছু মনে গর্ব্ব করি— ॥ ১১২ ॥

ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যা করিয়াছি খণ্ডন।
লইতে না পারি তাঁর ব্যাখ্যার বচন ॥ ১১৩ ॥
সেই ব্যাখ্যা করে, যাহা যেই পড়ে আনি।
একবাক্যতা নাহি, তাতে স্বামী নাহি মানি ॥১১৪॥
প্রভু হাসি কহে—স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন ॥ ১১৫ ॥
এত কহি মহাপ্রভু মৌন ধরিলা।
শুনিয়া সবার মনে সন্তোষ হইলা ॥ ১১৬ ॥
জগতের হিত লাগি গৌর-অবতার।
অন্তরের অভিমান জানেন তাঁহার ॥ ১১৭ ॥
নানা অবজ্ঞানে ভট্টে শোধেন ভগবান্।
কৃষ্ণ যৈছে খণ্ডিলেন ইন্দ্রের অভিমান ॥ ১১৮ ॥
অজ্ঞ জীব নিজ-হিতে অহিত করি মানে।
গর্ব্ব চূর্ণ হৈলে পাছে উঘাড়ে নয়ানে ॥ ১১৯ ॥
ঘরে আসি রাত্রে ভট্ট চিন্তিতে লাগিলা—।
পূর্ব্বে প্রয়াগে মোরে মহাকৃপা কৈলা ॥ ১২০ ॥
স্বগণ-সহিতে মোর মানিলা নিমন্ত্রণ।
এবে কেনে প্রভুর মোতে ফিরি গেল মন ॥১২১॥
'আমি জিতি' এই গর্ব্ব-শূন্য হউক চিত।
ঈশ্বর-স্বভাব করে সবাকার হিত ॥ ১২২ ॥
আপনা জানাইতে আমি করি অভিমান।
সে গর্ব্ব খণ্ডাইতে মোর করে অপমান ॥ ১২৩ ॥
আমার হিত করেন ইঁহো, আমি মানি দুঃখ।
কৃষ্ণের উপরে কৈল যৈছে ইন্দ্র মূর্খ॥ ১২৪ ॥
এত শুনি প্রাতে আসি প্রভুর চরণে।
দৈন্য করি স্তুতি করি লইল শরণে ॥ ১২৫ ॥
আমি অজ্ঞ জীব, অজ্ঞোচিত কর্ম্ম কৈল।
তোমার আগে মূর্খ মুই পাণ্ডিত্য প্রকাশিল ॥১২৬॥
তুমি ঈশ্বর নিজোচিত কৃপা যে করিলা।
অপমান করি সর্ব্ব গর্ব্ব খণ্ডাইলা ॥ ১২৭ ॥
আমি অজ্ঞ হিত-স্থানে মানি অপমানে।
ইন্দ্র যেন কৃষ্ণ-নিন্দা করিল অজ্ঞানে ॥ ১২৮ ॥
তোমার কৃপাঞ্জনে এবে গর্ব্ব-অন্ধ গেল।
তুমি এত কৃপা কৈলে, এবে জ্ঞান হইল ॥ ১২৯ ॥

অপরাধ কৈনু ক্ষম, লইনু শরণ।
কৃপা করি মোর মাথে ধর শ্রীচরণ ॥ ১৩০ ॥
প্রভু কহে—তুমি পণ্ডিত, মহাভাগবত।
দুই গুণ যাঁহা, তাঁহা নাহি গর্ব্ব-পর্ব্বত ॥ ১৩১ ॥
শ্রীধর-স্বামী নিন্দি তুমি নিজ-টীকা কর।
শ্রীধর-স্বামী নাহি মান, এত গর্ব্ব ধর ॥ ১৩২ ॥
শ্রীধর-স্বামীর প্রসাদে ভাগবত জানি।
জগদ্গুরু শ্রীধর-স্বামী, গুরু করি মানি ॥ ১৩৩ ॥
শ্রীধর-উপরে গর্ব্বে যে কিছু লিখিবে।
অস্তব্যস্ত লিখন সেই, লোকে না মানিবে ॥১৩৪॥
শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন।
সব লোক মান্য করি করয়ে গ্রহণ ॥ ১৩৫ ॥
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত-ব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ-ভগবান্ ॥ ১৩৬ ॥
অপরাধ ছাড়ি কর কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥ ১৩৭ ॥
ভট্ট কহে—যদি মোরে হইলে প্রসন্ন।
একদিন পুনঃ মোর মান নিমন্ত্রণ ॥ ১৩৮ ॥
প্রভু অবতীর্ণ হৈলা জগত তারিতে।
মানিলেন নিমন্ত্রণ তাঁরে সুখ দিতে ॥ ১৩৯ ॥
'জগতের হিত হউক'—এই প্রভুর মন।
দণ্ড করি করে তাঁর হৃদয়-শোধন ॥ ১৪০ ॥
স্বগণ-সহ মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা।
মহাপ্রভু তবে তাঁরে প্রসন্ন হইলা ॥ ১৪১ ॥
জগদানন্দ-পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ়ভাব।
সত্যভামার প্রায় প্রেম বাম্য স্বভাব ॥ ১৪২ ॥
বার বার প্রণয়-কলহ করে প্রভু-সনে।
অন্যোন্যে খটমটি চলে দুইজনে ॥ ১৪৩ ॥
গদাধর-পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ়ভাব।
রুক্মিণী-দেবীর যৈছে দক্ষিণা-স্বভাব ॥ ১৪৪ ॥
তার প্রণয়-রোষ দেখিতে প্রভুর ইচ্ছা হয়।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে তাঁর রোষ নাহি উপজয় ॥ ১৪৫ ॥
এই লক্ষ্য পাইয়া প্রভু কৈলা রোষাভাস।
শুনি পণ্ডিতের চিত্তে উপজিল ত্রাস ॥ ১৪৬ ॥
পূর্ব্বে যৈছে কৃষ্ণ যদি পরিহাস কৈল।
শুনি রুক্মিণীর মনে ত্রাস উপজিল ॥ ১৪৭ ॥
বল্লভ-ভট্টের হয় বাল্য-উপাসন।
বালগোপাল-মন্ত্রে তেঁহো করেন সেবন ॥ ১৪৮ ॥
পণ্ডিতের সনে তাঁর মন ফিরি গেল।
কিশোর-গোপাল-উপাসনায় মন হৈল ॥ ১৪৯ ॥
পণ্ডিতের ঠাঁই চাহে মন্ত্রাদি শিখিতে।
পণ্ডিত কহে—এই কর্ম্ম নহে আমা হৈতে ॥১৫০॥
আমি পরতন্ত্র—আমার প্রভু গৌরচন্দ্র।
তাঁর আজ্ঞা বিনা আমি না হই স্বতন্ত্র ॥ ১৫১ ॥
তুমি যে আমার ঠাই কর আগমন।
তাহাতেই প্রভু মোরে দেন ওলাহন ॥ ১৫২ ॥*
এইমত ভট্টের কতক দিন গেল।
শেষে যদি প্রভু তাঁরে সুপ্রসন্ন হৈল ॥ ১৫৩ ॥
নিমন্ত্রণের দিনে পণ্ডিতে বোলাইলা।
স্বরূপ জগদানন্দ গোবিন্দে পাঠাইলা ॥ ১৫৪ ॥
পথে পণ্ডিতেরে স্বরূপ কহিতে লাগিলা—।
পরীক্ষিতে মহাপ্রভু তোমা উপেক্ষিলা ॥ ১৫৫ ॥
তুমি কেনে আসি তাঁরে না দিলে ওলাহন।
ভীত-প্রায় হইয়া কেনে করিলে সহন ॥ ১৫৬ ॥
পণ্ডিত কহেন—প্রভু সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি।
তার সনে হঠ করি—ভাল নাহি মানি ॥ ১৫৭ ॥
যেই কহেন সেই সহি নিজ-শিরে ধরি।
আপনি করিবেন কৃপা দোষাদি বিচারি ॥ ১৫৮ ।
এত বলি পণ্ডিত প্রভু-স্থানে আইলা।
রোদন করিয়া প্রভুর চরণে পড়িলা ॥ ১৫৯ ॥
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
সবা শুনাইয়া কহে মধুর বচন— ॥ ১৬০ ॥
আমি চালাইল তোমা, তুমি না চলিলা।
ক্রোধে কিছু না কহিলা, সকলি সহিলা ॥ ১৬১ ।
আমার ভঙ্গীতে তোমার মন না চলিলা।
সুদৃঢ় সরলভাবে আমারে কিনিলা ॥ ১৬২ ॥

* দেন ওলাহন—দোষ দেন, ঠাট্টা বিদ্রূপ করেন

পণ্ডিতের ভাব-মুদ্রা কহনে না যায়।
'গদাধর-প্রাণনাথ' নাম হৈল যায় ॥ ১৬৩ ॥
পণ্ডিতে প্রভুর প্রসাদ কহনে না যায়।
'গদাইর গৌরাঙ্গ' বলি যাঁরে লোকে গায় ॥ ১৬৪ ॥
চৈতন্য-প্রভুর লীলা কে বুঝিতে পারে।
এক লীলায় বহে গঙ্গার শত শত ধারে ॥ ১৬৫ ॥
পণ্ডিতের সৌজন্য, আর ব্রহ্মণ্যতা-গুণ।
দৃঢ় প্রেমমুদ্রা লোকে করিল খ্যাপন ॥ ১৬৬ ॥
অভিমান-পঙ্ক ধুইয়া ভট্টেরে শোধিল।
সেই দ্বারা আর সব লোক শিখাইল ॥ ১৬৭ ॥
অন্তরে অনুগ্রহ, বাহ্যে উপেক্ষার প্রায়।
বাহ্য অর্থ যেই লয়, সেই নাশ যায় ॥ ১৬৮ ॥
নিগূঢ় চৈতন্যলীলা বুঝিতে কার শক্তি।
সেই বুঝে গৌরচন্দ্রে যার দৃঢ় ভক্তি ॥ ১৬৯ ॥
দিনান্তরে পণ্ডিত কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ।
প্রভু তাঁহা ভিক্ষা কৈল লৈয়া নিজ-গণ ॥ ১৭০ ॥
তাঁহাই বল্লভ-ভট্ট প্রভুর আজ্ঞা লৈল।
পণ্ডিত-ঠাঁই পূর্ব্ব-প্রার্থিত সব সিদ্ধি হৈল ॥১৭১॥
এই ত কহিল বল্লভ-ভট্টের মিলন।
যাহার শ্রবণে পায় গৌর-প্রেম-ধন ॥ ১৭২ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৭৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে বল্লভ-ভট্ট-
মিলনং নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যং রামচন্দ্রপুরী-ভয়াৎ।
লৌকিকাহারতঃ স্বং যো ভিক্ষান্নং সমকোচয়ৎ ॥ ১ ॥

যিনি রামচন্দ্র-পুরীর ভয়ে স্বীয় লৌকিক ভোজনের অন্ন সঙ্কোচ করিয়াছিলেন অর্থাৎ নিজের আহার কমাইয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

জয় শ্রীচৈতন্য করুণাসিন্ধু অবতার।
ব্রহ্মা-শিবাদিক ভজে চরণ যাঁহার ॥ ২ ॥
জয় জয় অবধূতচন্দ্র নিত্যানন্দ।
জগত বান্ধিল যেঁহো দিয়া প্রেম-ফান্দ ॥ ৩ ॥
জয় জয় অদ্বৈত ঈশ্বর-অবতার।
কৃষ্ণ অবতারি কৈল জগত-নিস্তার ॥ ৪ ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভু যাঁর প্রাণধন ॥ ৫ ॥
এইমত গৌরচন্দ্র ভক্তগণ-সঙ্গে।
নীলাচলে ক্রীড়া করে কৃষ্ণপ্রেম-রঙ্গে ॥ ৬ ॥

মহাপ্রভু-সহ রামচন্দ্র-পুরীর মিলন-প্রসঙ্গ

হেনকালে রামচন্দ্র-পুরীগোঁসাই আইলা।
পরমানন্দ-পুরী আর প্রভুরে মিলিলা ॥ ৭ ॥
পরমানন্দ-পুরী কৈল চরণ-বন্দন।
পুরীগোঁসাই কৈল তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ ৮ ॥
মহাপ্রভু কৈল তাঁরে দণ্ডবত-নতি।
আলিঙ্গন করি তেঁহো কৈল কৃষ্ণ-স্মৃতি ॥ ৯ ॥*
তিন জনে ইষ্টগোষ্ঠী কৈল কতক্ষণ।
জগদানন্দ পণ্ডিত তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ১০

কৈল কৃষ্ণ-স্মৃতি—'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিলেন।

জগন্নাথের প্রসাদ আনিল ভিক্ষার লাগিয়া।
যথেষ্ট ভিক্ষা কৈল তেঁহো নিন্দার লাগিয়া ॥১১॥
ভিক্ষা করি কহে পুরী—জগদানন্দ শুন।
অবশেষ-প্রসাদ তুমি করহ ভক্ষণ ॥ ১২ ॥
আগ্রহ করিয়া তাঁরে বসি খাওয়াইল।
আপনে আগ্রহ করি পরিবেশন কৈল ॥ ১৩ ॥
আগ্রহ করিয়া পুনঃপুনঃ খাওয়াইল।
আচমন কৈলে নিন্দা করিতে লাগিল— ॥ ১৪ ॥
শুনি চৈতন্যের গণ করে বহুত ভক্ষণ।
সত্য সেই বাক্য—সাক্ষাৎ দেখিল এখন ॥ ১৫ ॥*
সন্ন্যাসীরে এত খাওয়াইয়া করে ধর্ম্ম-নাশ।
বৈরাগী হইয়া এত খায়, বৈরাগ্যের নাহি ভাস ॥১৬॥
এই ত স্বভাব তাঁর—আগ্রহ করিয়া।
পিছে নিন্দা করে, আগে বহুত খাওয়াইয়া ॥১৭॥
পূর্ব্বে যবে মাধবেন্দ্র-পুরী করে অন্তর্দ্ধান।
রামচন্দ্র-পুরী তবে আইল তাঁর স্থান ॥ ১৮ ॥
পুরীগোঁসাই করে কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন।
'মথুরা না পাইনু' বলি করেন ক্রন্দন ॥ ১৯ ॥
রামচন্দ্র-পুরী তবে উপদেশে তাঁরে।
শিষ্য হৈয়া গুরুকে কহে, ভয় নাহি করে— ॥২০॥
তুমি পূর্ণ-ব্রহ্মানন্দ করহ স্মরণ।
চিদ্‌ব্রহ্ম হৈয়া কেনে করহ ক্রন্দন ॥ ২১ ॥
শুনি মাধবেন্দ্র-মনে দুঃখ উপজিল।
'দূর দূর পাপিষ্ঠ' বলি ভর্ৎসনা করিল ॥ ২২ ॥
কৃষ্ণ-কৃপা না পাইনু, না পাইনু মথুরা।
আপন দুঃখে মরোঁ, এই দিতে আইল জ্বালা ॥২৩॥
মোরে মুখ না দেখাবি তুই যাও যথি তথি।
তোরে দেখি মৈলে মোর হবে অসদ্গতি ॥ ২৪ ॥
কৃষ্ণ না পাইনু মুই, মরোঁ নিজ দুঃখে।
মোরে ব্রহ্ম উপদেশে এই ছার মূর্খে ॥ ২৫ ॥
শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরী শ্রীপাদ উপেক্ষা করিল।
সেই অপরাধে ইঁহার বাসনা জন্মিল ॥ ২৬ ॥

* গণ—পরিবারবর্গ।

শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানী, নাহি কৃষ্ণের সম্বন্ধ।
সর্ব্বলোকের নিন্দা করে, নিন্দাতে নির্ব্বন্ধ ॥২৭॥
শ্রীঈশ্বর-পুরী করেন শ্রীপাদ-সেবন।
শ্রীহস্তে করেন মলমূত্রাদি-মার্জ্জন ॥ ২৮ ॥
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করায় স্মরণ।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ ॥ ২৯ ॥
তুষ্ট হৈয়া পুরী তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
বর দিলেন—কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন ॥৩০॥
সেই হৈতে ঈশ্বর-পুরী প্রেমের সাগর।
রামচন্দ্র-পুরী হৈল সর্ব্বনিন্দাকর ॥ ৩১ ॥
মহদনুগ্রহ-নিগ্রহের সাক্ষী দুই জন।
এই দুই দ্বারে শিক্ষাইল জগজন ॥ ৩২ ॥
জগদ্‌গুরু মাধবেন্দ্র করি প্রেমদান।
এই শ্লোক পড়ি তেঁহো কৈলা অন্তর্দ্ধান ॥ ৩৩ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ৩৩৮-শ্লোঃ শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীবাক্যং—

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ!
হে মথুরানাথ! কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোক-কাতরং দয়িত।
ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহং ॥ ৩৪ ॥*

এই শ্লোকে কৃষ্ণপ্রেম কৈল উপদেশ।
কৃষ্ণের বিরহে ভক্তের ভাব-বিশেষ ॥ ৩৫ ॥
পৃথিবীতে রোপণ করি গেলা প্রেমাঙ্কুর।
সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ—চৈতন্যঠাকুর ॥ ৩৬ ॥
প্রস্তাবে কহিল পুরী-গোঁসাইর নির্য্যাণ।
যেই ইহা শুনে, সেই বড় ভাগ্যবান্ ॥ ৩৭ ॥†
রামচন্দ্র-পুরী ঐছে রহে নীলাচলে।
বিরক্ত-স্বভাব, কভু রহে কোনো স্থলে ॥ ৩৮ ॥
অনিমন্ত্রণ ভিক্ষা করে, নাহিক নির্ণয়।
অন্যের ভিক্ষার স্থিতির লয়েন নিশ্চয় ॥ ৩৯ ॥
প্রভুর নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি চারিপণ।
প্রভু, কাশীশ্বর, গোবিন্দ খায় তিন জন ॥ ৪০ ॥

* অনুবাদ ১৬৭ পৃষ্ঠায় ১৯৭ দাগে দ্রষ্টব্য।
† নির্য্যাণ—অন্তর্দ্ধান বা তিরোভাব।

প্রত্যহ প্রভুর ভিক্ষা ইতিউতি হয়।
কেহো যদি মূল্য আনে, চারিপণ নির্ণয় ॥ ৪১ ॥
প্রভুর স্থিতি রীতি ভিক্ষা শয়ন প্রয়াণ।
রামচন্দ্র-পুরী করে সর্ব্বানুসন্ধান ॥ ৪২ ॥
প্রভুর যতেক গুণ স্পর্শিতে নারিল।
ছিদ্র চাহি বুলে, কাঁহা ছিদ্র না পাইল ॥ ৪৩ ॥
'সন্ন্যাসী হইয়া করে মিষ্টান্ন-ভক্ষণ।
এই ভোগে কৈছে হয় ইন্দ্রিয়-বারণ' ॥ ৪৪ ॥
এই নিন্দা করি কহে সর্ব্বলোক-স্থানে।
প্রভুকে দেখিতে অবশ্য আইসে প্রতিদিনে ॥৪৫॥
প্রভু গুরু-বুদ্ধ্যে করে সম্ভ্রম সম্মান।
তিঁহো ছিদ্র চাহি বুলে, এই তাঁর কাম ॥ ৪৬ ॥
যত নিন্দা করে, প্রভু তাহা সব জানে।
তথাপি আদর করে বড়ই সম্ভ্রমে ॥ ৪৭ ॥
একদিন প্রাতঃকালে আইলা প্রভুর ঘর।
পিপীলিকা দেখি কিছু কহেন উত্তর ॥ ৪৮ ॥

তথাহি রামচন্দ্রপুরী বাক্য —

রাত্রাবত্র ঐক্ষবমাসীৎ, তেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি।
অহো! বিরক্তানাং সন্ন্যাসিনামিয়মিন্দ্রিয় লালসেতি ব্রুবন্নুত্থায় গতঃ ॥ ৪৯ ॥

রাত্রে এইখানে ঠিক মিষ্টান্ন ছিল, তাই ইতস্ততঃ পিঁপড়ে বেড়াইতেছে। কি আশ্চর্য্য বিরক্ত সন্ন্যাসিগণের এতাদৃশী ইন্দ্রিয়-লালসা! এই বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন ॥ ৪৯ ॥

প্রভু পূর্ব্ব পূর্ব্ব নিন্দা করিয়াছেন শ্রবণ।
এবে সাক্ষাৎ শুনিলেন কল্পিত নিন্দন ॥ ৫০ ॥
সহজেই পিপীলিকা সর্ব্বত্র বেড়ায়।
তাঁহা তর্ক উঠাইয়া দোষ লাগায় ॥ ৫১ ॥
শুনিতেই মহাপ্রভুর সঙ্কুচিত মন।
গোবিন্দে বোলাইয়া কিছু কহেন বচন ॥ ৫২ ॥

আজি হৈতে ভিক্ষা মোর এই ত নিয়ম।
পিণ্ডাভোগের এক চৌঠি পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন ॥ ৫৩ ॥
ইহা বই অধিক আর কিছু না লইবা।
অধিক আনিলে এথা আমা না দেখিবা ॥ ৫৪ ॥
সকল বৈষ্ণবে গোবিন্দ কহিল এই বাত।
শুনি সবার মাথে যেন হৈল বজ্রাঘাত ॥ ৫৫ ॥
রামচন্দ্র-পুরীকে সবাই দেয় তিরস্কার।
এই পাপিষ্ঠ আসি প্রাণ লইল সবার ॥ ৫৬ ॥
সেই দিন এক বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ।
এক চৌঠি ভাত, পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন ॥ ৫৭ ॥
এইমাত্র গোবিন্দ কৈল অঙ্গীকার।
মাথায় ঘা মারে বিপ্র, করে হাহাকার ॥ ৫৮ ॥
সেই ভাত ব্যঞ্জন প্রভু অর্দ্ধেক খাইল।
যে কিছু রহিল তাহা গোবিন্দ পাইল ॥ ৫৯ ॥
অর্দ্ধাশন করে প্রভু, গোবিন্দ অর্দ্ধাশন।
সব ভক্তগণ তবে ছাড়িল ভোজন ॥ ৬০ ॥
গোবিন্দ কাশীশ্বরে প্রভু কৈল আজ্ঞাপন।
দোঁহে অন্যত্র মাগি কর উদর-ভরণ ॥ ৬১ ॥
এইমত মহাদুঃখে দিন কত গেল।
শুনি রামচন্দ্র-পুরী প্রভু-পাশ আইল ॥ ৬২ ॥
প্রণাম করি পুরীর কৈল চরণ-বন্দন।
প্রভুকে কহেন কিছু হাসিয়া বচন— ॥ ৬৩ ॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে ইন্দ্রিয়-তর্পণ।
যৈছে তৈছে করে মাত্র উদর-ভরণ ॥ ৬৪ ॥
তোমাকে ক্ষীণ দেখি, শুনি কর অর্দ্ধাশন।
এই শুষ্ক বৈরাগ্য নহে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ॥ ৬৫ ॥
যথাযোগ্য উদর ভরে, না করে বিষয়-ভোগ।
সন্ন্যাসীর তবে সিদ্ধ হয় জ্ঞানযোগ ॥ ৬৬ ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং ৬-অঃ ১৬।১৭ শ্লোঃ—

নাত্যশ্নতোঽপি যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতি-স্বপ্ন-শীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥ ৬৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে অর্জ্জুন! অত্যন্ত ভোজন-পরায়ণ ব্যক্তির আলস্যবশতঃ, অত্যন্ত ভোজনহীন ব্যক্তির ক্ষুধায় মনশ্চঞ্চল্যবশতঃ, অত্যন্ত নিদ্রাশীল ব্যক্তির চিত্তের অবসাদ-বশতঃ এবং অত্যন্ত জাগরণশীল ব্যক্তির কষ্টে মনশ্চাঞ্চল্যবশতঃ যোগানুষ্ঠান বা চিত্ত সমাধি হয় না। ॥ ৬৭ ॥

যুক্তাহার-বিহারস্য যুক্ত-চেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।॥ ৬৮ ॥

যাহার আহার, বিহার, কর্ম্মবিষয়ে চেষ্টা, নিদ্রা ও জাগরণ ঠিক নিয়ম পূর্ব্বক হয়, দুঃখাপহারী যোগ তাঁহারই পক্ষে সিদ্ধ হইয়া থাকে অর্থাৎ তিনি সমাধি লাভ করেন ॥ ৬৮ ॥

প্রভু কহে—অজ্ঞ বালক মুই, শিষ্য তোমার।
মোরে শিক্ষা দেহ, এই ভাগ্য সে আমার ॥ ৬৯ ॥
এত শুনি রামচন্দ্র-পুরী উঠি গেলা।
ভক্তগণ অর্দ্ধাশন করে গোসাঞি শুনিলা ॥ ৭০ ॥
আরদিন ভক্তগণ, পরমানন্দ-পুরী।
প্রভু-পাশে নিবেদিল দৈন্য বিনয় করি ॥ ৭১ ॥
রামচন্দ্র-পুরী হয় নিন্দুক-স্বভাব।
তার বোলে অন্ন ছাড়ি কিবা হবে লাভ ॥ ৭২ ॥
পুরীর স্বভাব যথেষ্ট আহার করায়।
যে না খায় তারে যতন করিয়া খাওয়ায় ॥ ৭৩ ॥
খাওয়াইয়া পুনঃ তারে করেন নিন্দন।
এত অন্ন খাও, তোমার আছে কত ধন ॥ ৭৪ ॥
সন্ন্যাসীকে এত খাওয়াও, কর ধর্ম্মনাশ।
অতএব জানিনু—তোমার কিছু নাহি ভাস ॥৭৫॥
কে কৈছে ব্যবহারে, কেবা কৈছে খায়।
এই অনুসন্ধান তেঁহো করেন সদায় ॥ ৭৬ ॥
শাস্ত্রে যেই দুই কর্ম্ম করিয়াছে বর্জ্জন।
সেই কর্ম্ম নিরন্তর ইঁহার করণ ॥ ৭৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১-স্কঃ ২৮-অঃ ১-শ্লোঃ—

পর-স্বভাব-কর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ
বিশ্বমেকাত্মং প্রশ্যন প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥ ৭৮ ॥

প্রকৃতি ও পুরুষের সহিত জগৎকে অভিন্ন দেখিয়া পরের স্বভাব ও কর্ম্মকে প্রশংসা বা নিন্দা করিবে না ॥ ৭৮ ॥

তার মধ্যে পূর্ব্ববিধি 'প্রশংসা' ছাড়িয়া।
পরবিধি 'নিন্দা' করে বলিষ্ঠ জানিয়া ॥ ৭৯ ॥

তথাহি ন্যায়বচনং :—

পূর্ব্বপরয়োর্মধ্যে পরবিধির্বলবান্ ॥ ৮০ ॥

পূর্ব্ব বিধি ও পরবিধির—এ উভয়ের মধ্যে পরবিধিই বলবান্ ॥ ৮০ ॥

যাঁহা গুণ শত আছে, না করে গ্রহণ।
গুণ-মধ্যে ছলে করে দোষ-আরোপণ ॥ ৮১ ॥
ইঁহার স্বভাব ইহা কহিতে না জুয়ায়।
তথাপি কহিয়ে কিছু মর্ম্ম-দুঃখ পায় ॥ ৮২ ॥
ইঁহার বচনে কেনে অন্ন ত্যাগ কর।
পূর্ব্ববৎ নিমন্ত্রণ মান, সবার বোল ধর ॥ ৮৩ ॥
প্রভু কহে—সবে কেনে পুরীকে কর রোষ।
সহজ-ধর্ম্ম কহে তেঁহো, তার কিবা দোষ ॥ ৮৪ ॥
যতি হৈয়া জিহ্বা-লম্পট অত্যন্ত অন্যায়।
যতি-ধর্ম্ম—প্রাণ রাখিতে অল্প মাত্র খায় ॥ ৮৫ ॥*
তবে সবে মিলি প্রভুকে বহু যত্ন কৈল।
সবার আগ্রহে প্রভু অর্দ্ধেক রাখিল ॥ ৮৬ ॥
দুই পণ কৌড়ি লাগে প্রভুর নিমন্ত্রণে।
কভু দুই জন ভোক্তা, কভু তিন জনে ॥ ৮৭ ॥
অভোজ্যান্ন-বিপ্র যদি করেন নিমন্ত্রণ।
প্রসাদ মূল্য লইতে লাগে কড়ি দুইপণ ॥ ৮৮ ॥
ভোজ্যান্ন-বিপ্র যদি নিমন্ত্রণ করে।
কিছু প্রসাদ আনে, কিছু পাক করে ঘরে ॥ ৮৯ ॥
পণ্ডিত-গোঁসাই, ভগবানাচার্য্য, সার্ব্বভৌম।
নিমন্ত্রণের দিনে যদি করে নিমন্ত্রণ ॥ ৯০ ॥
তাঁ-সবার ইচ্ছায় প্রভু করেন ভোজন।
তাঁহা প্রভুর স্বাতন্ত্র্য নাহি যৈছে তাঁর মন ॥ ৯১ ॥

* জিহ্বা-লম্পট—খাইবার লালসা।

ভক্তগণে সুখ দিতে প্রভুর অবতার ।
যাহা যৈছে যোগ্য, তৈছে করেন ব্যবহার ॥ ৯২ ॥
কভু ত লৌকিক রীতি যেন ইতর জন ।
কভু ত স্বতন্ত্র—করেন ঐশ্বর্য্য-প্রকটন ॥ ৯৩ ॥
কভু রামচন্দ্র-পুরীর হন ভৃত্য-প্রায় ।
কভু তাঁরে নাহি মানে—দেখে তৃণ-প্রায় ॥ ৯৪ ॥
ঈশ্বর-চরিত্র প্রভুর—বুদ্ধি-অগোচর ।
যবে যেই করেন প্রভু, সেই মনোহর ॥ ৯৫ ॥
এইমত রামচন্দ্র-পুরী নীলাচলে ।
দিন কত রহি গেলা তীর্থ করিবারে ॥ ৯৬ ॥
তেঁহো গেলে প্রভুর গণ হৈল হরষিতে ।
শিরের পাথর যেন পড়িল ভূমিতে ॥ ৯৭ ॥
স্বচ্ছন্দ-নিমন্ত্রণ প্রভুর কীর্ত্তন নর্ত্তন ।
স্বচ্ছন্দে করেন সবে প্রসাদ-ভোজন ॥ ৯৮ ॥
গুরুর উপেক্ষা কৈলে ঐছে ফল হয় ।
ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয় ॥ ৯৯ ॥
যদ্যপি গুরু-বুদ্ধ্যে প্রভু তাঁর দোষ না লইল ।
তার ফল দ্বারা লোকে শিক্ষা করাইল ॥ ১০০
শ্রীচৈতন্য-চরিত্র যেন অমৃতের পূর ।
শুনিতে শ্রবণে মনে লাগয়ে মধুর ॥ ১০১ ॥
চৈতন্য-চরিত্র লিখি, শুন একমনে ।
অনায়াসে পাবে প্রেম শ্রীকৃষ্ণ-চরণে ॥ ১০২ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১০৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে ভিক্ষা সঙ্কোচো নাম অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ ।

নবম পরিচ্ছেদ

অগণ্য-ধন্য-চৈতন্য-গণানাং প্রেমবন্যয়া ।
নিন্যেঽধন্যজন-স্বান্ত-মরুং শশ্বদনূপতাং ।

শ্রীচৈতন্যদেবের অসংখ্য পরম ধন্য ভক্তগণের প্রেমবন্যায় ভক্তিহীন জনগণের হৃদয়-রূপ মরুভূমিকে নিরন্তর প্লাবিত করিয়াছিল অর্থাৎ অভক্তগণকেও প্রেমবন্যায় ভাসাইয়াছিল ॥১॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময় ।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণ-হৃদয় ॥ ২ ॥
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় জয় দয়াময় ।
জয় গৌরভক্তগণ—সব রসময় ॥ ৩ ॥

রাজদণ্ড হইতে গোপীনাথ-পট্টনায়কের উদ্ধার

এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে ।
নীলাচলে বাস করে কৃষ্ণপ্রেম-রঙ্গে ॥ ৪ ॥
অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণ-বিরহ-তরঙ্গ ।
নানাভাবে ব্যাকুল হয় মন আর অঙ্গ ॥ ৫ ॥
দিনে নৃত্য-কীর্ত্তন জগন্নাথ-দরশন ।
রাত্রে রায়-স্বরূপ-সনে রস-আস্বাদন ॥ ৬ ॥
ত্রিজগতের লোক আসি করে দরশন ।
যেই দেখে, সেই পায় কৃষ্ণপ্রেম-ধন ॥ ৭ ॥
মনুষ্য-বেশে দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ।
সপ্ত পাতালের যত দৈত্য, বিষধর ॥ ৮ ॥
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে বৈসে যত জন ।
নানা বেশে আসি করে প্রভুর দর্শন ॥ ৯।
প্রহ্লাদ, বলি, ব্যাস, শুকাদি মুনিগণ ।
আসি প্রভু দেখে, প্রেমে হয় অচেতন ॥ ১০
বাহিরে ফুকারে লোক দর্শন না পাইয়া ।
'কৃষ্ণ কহ' বলে প্রভু বাহির হইয়া ॥ ১১ ॥
প্রভুর দর্শনে সব লোক প্রেমে ভাসে ।
এইমত যায় প্রভুর রাত্রি-দিবসে ॥ ১২ ॥
একদিন লোক আসি প্রভুরে নিবেদিল— ।
গোপীনাথে বড় জানা চাঙ্গে চড়াইল ॥ ১৩ ॥

তলে খড়্গ পাতি তার উপরে ডারি দিবে।
প্রভু রক্ষা করেন যবে, তবে নিস্তারিবে ॥ ১৪ ॥
সবংশে তোমার সেবক ভবানন্দ রায়।
তাঁর পুত্র তোমার সেবক রাখিতে জুয়ায ॥ ১৫ ॥
প্রভু কহে—রাজা কেনে করয়ে তাড়ন।
তবে সেই লোক কহে সব বিবরণ— ॥ ১৬ ॥
গোপীনাথ পট্টনায়ক রাম-রায়ের ভাই।
সর্ব্বকাল হয় তেঁহো রাজার বিষয়ী ॥ ১৭ ॥
মালজ্যাঠা-দণ্ডপাটে তাঁর অধিকার।
সাধি পাড়ি আনি দ্রব্য দিল রাজদ্বার ॥ ১৮ ॥
দুই লক্ষ কাহন তার ঠাঁই বাকী হৈল।
দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি রাজা ত মাগিল ॥ ১৯ ॥
তেঁহো কহে স্থূল দ্রব্য নাহি যাহা দিব।
ক্রমে ক্রমে বেচি কিনি দ্রব্য ভরিব ॥ ২০ ॥
ঘোড়া দশ বার হয়, লহ মূল্য করি।
এত বলি ঘোড়া আনি রাজদ্বারে ধরি ॥ ২১ ॥
এক রাজপুত্র ঘোড়ার মূল্য ভাল জানে।
তারে পাঠাইল রাজা পাত্র-মিত্র-সনে ॥ ২২ ॥
সেই রাজপুত্র মূল্য করে ঘাটাইয়া।
গোপীনাথের ক্রোধ হৈল মূল্য শুনিয়া ॥ ২৩ ॥
সেই রাজপুত্রের স্বভাব—গ্রীবা ফিরায়।
ঊর্দ্ধমুখে বারবার ইতিউতি চায় ॥ ২৪ ॥
তারে নিন্দা করি কহে সগর্ব্ব-বচনে।
রাজা কৃপা করে, তাতে ভয় নাহি মানে— ॥২৫॥
আমার ঘোড়া গ্রীবা ফিরাই ঊর্দ্ধে নাহি চায়।
তাতে ঘোড়ার ঘাটি-মূল্য করিতে না জুয়ায় ॥২৬॥
শুনি রাজপুত্র-মনে ক্রোধ উপজিল।
রাজার ঠাঁই যাই বহু লাগানি করিল— ॥ ২৭ ॥
কৌড়ি নাহি দিবে এই, বেড়ায় ছদ্ম করি।
আজ্ঞা কর, চাঙ্গে চড়াইযা লই কৌড়ি ॥ ২৮ ॥
রাজা বলে—যেই ভাল সেই কার্য্য কর।
যেইমতে কৌড়ি পাই সেইমত আচর ॥ ২৯ ॥
রাজপুত্র আসি তারে চাঙ্গে চড়াইল।
খড়্গে ফেলাইতে তলে খড়্গ পাতিল ॥ ৩০ ॥

শুনি প্রভু কহে কিছু করি প্রণয়-রোষ— ।
রাজকৌড়ি নাহি দেয়, রাজার কিবা দোষ ॥৩১॥
রাজ-বিলাত সাধি খায়, নাহি রাজ-ভয়।
দারী নাটুয়াকে দিয়া করে নানা ব্যয় ॥ ৩২ ॥
যেই চতুর সেই করুক রাজ-বিষয়।
রাজদ্রব্য শোধি যেই পায় তাহা
করুক ব্যয় ॥ ৩৩ ॥
হেনকালে আর লোক আইল ধাইয়া।
বাণীনাথাদি সবংশে লৈয়া গেল বান্ধিয়া ॥ ৩৪ ॥
প্রভু কহে—রাজা আপন-লেখার দ্রব্য লৈব।
আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী তাহে কি করিব ॥ ৩৫ ॥
তবে স্বরূপাদি যত প্রভুর ভক্তগণ।
প্রভুর চরণে সবে কৈল নিবেদন ॥ ৩৬ ॥
রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠী সব তোমার দাস।
তোমার উচিত নহে করিতে উদাস ॥ ৩৭ ॥
শুনি মহাপ্রভু কহে সক্রোধ বচনে— ।
মোরে আজ্ঞা দেহ সবে যাই রাজ-স্থানে ॥ ৩৮ ॥
তোমা-সবার এই মত—রাজ-ঠাঁই যাঞা।
কৌড়ি মাগি লই আমি আচল পাতিয়া ॥ ৩৯ ॥
পাচ গণ্ডার পাত্র হয় সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ।
মাগিলে বা কেনে দিবে দুই লক্ষ কাহন ॥ ৪০ ।
হেনকালে আর লোক আইল ধাইয়া।
খড়্গোপরে গোপীনাথে দিতেছে ডারিয়া ॥ ৪১
শুনি প্রভুর গণ প্রভুকে করে অনুনয়।
প্রভু কহে—আমি ভিক্ষুক আমা হইতে
কিছু নয় ॥ ৪২
তবে রক্ষা করিতে যদি হয় সবার মনে।
সবে মিলি যাহ জগন্নাথের চরণে ॥ ৪৩ ॥
ঈশ্বর জগন্নাথ যাঁর হাতে সর্ব্ব অর্থ।
কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা করিতে সমর্থ ॥ ৪৪ ॥
ইহা যদি মহাপ্রভু এতেক কহিল।
হরিচন্দন মহাপাত্র রাজারে কহিল ॥ ৪৫ ॥
গোপীনাথ পট্টনায়ক সেবক তোমার।
সেবকের প্রাণদণ্ড—নহে ব্যবহার ॥ ৪৬ ॥

বিশেষ তাহার ঠাই কৌড়ি বাকি হয়।
প্রাণ লৈলে কিবা লাভ, নিজ-ধন-ক্ষয় ॥ ৪৭ ॥
যথার্থ মূল্যে ঘোড়া লহ, যেবা বাকি হয়।
ক্রমে ক্রমে দিবে, ব্যর্থ প্রাণ কেনে লয় ॥ ৪৮ ॥
রাজা কহে—এই বাত আমি নাহি জানি।
প্রাণ কেনে লব, তার দ্রব্য চাহি আমি ॥ ৪৯ ॥
তুমি যাই কর তাঁহা সর্ব্ব-সমাধান।
দ্রব্য যৈছে আইসে, আর রাখ তার প্রাণ ॥ ৫০ ॥
তবে হরিচন্দন আসি জানারে কহিল।
চাঙ্গে হৈতে গোপীনাথে শীঘ্র নামাইল ॥ ৫১ ॥
'দ্রব্য দেহ, রাজা মাগে' তাঁহারে পুছিল।
'যথার্থ মূল্যে ঘোড়া লহ,' তেঁহো ত কহিল ॥৫২॥
ক্রমে ক্রমে দিব আর যত কিছু পারি।
অবিচারে প্রাণ লহ, কি বলিতে পারি ॥ ৫৩ ॥
যথার্থ মূল্য করি ঘোড়া সব লইল।
আর দ্রব্যের মুদ্দতি করি ঘরে পাঠাইল ॥ ৫৪ ॥
এথা প্রভু সেই মনুষ্যেরে প্রশ্ন কৈল—।
বাণীনাথ কি করে, যবে বাঁধিয়া আনিল ॥ ৫৫ ॥
বাণীনাথ নির্ভয়েতে লয় "কৃষ্ণনাম"।
"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" কহে অবিশ্রাম ॥ ৫৬ ॥
সংখ্যা লাগি দুই হাতের অঙ্গুলিতে লেখা।
সহস্রাদি পূর্ণ হৈলে অঙ্গে কাটে রেখা ॥ ৫৭ ॥
শুনি মহাপ্রভুর হৈল পরম আনন্দ।
কে বুঝিতে পারে গৌরের কৃপার ছন্দবন্ধ ॥৫৮॥
হেনকালে কাশী মিশ্র আইলা প্রভু-স্থানে।
প্রভু তাঁরে কহে কিছু সোদ্বেগ-বচনে— ॥ ৫৯ ॥
রহিতে নারিয়ে ইঁহা, যাই আলালনাথ।
নানা উপদ্রবে ইঁহা না পাই সোয়াথ ॥ ৬০ ॥
ভবানন্দ-রায়ের গোষ্ঠী করে রাজ-বিষয়।
নানাপ্রকারে করে তারা রাজদ্রব্য ব্যয় ॥ ৬১ ॥
রাজার কি দোষ, রাজা নিজ-দ্রব্য চায়।
দিতে নারে দ্রব্য, দণ্ড আমারে জানায় ॥ ৬২ ॥
রাজা গোপীনাথে যদি চাঙ্গে চড়াইল।
চারিবার লোক আসি মোরে জানাইল ॥ ৬৩ ॥
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আমি নির্জ্জনেতে বসি।
আমায় দুঃখ দিতে নিজ-দুঃখ কহে আসি ॥ ৬৪ ॥
আজি তারে জগন্নাথ করিল রক্ষণ।
কালি কে রাখিবে, যদি না দিবে রাজধন ॥ ৬৫॥
বিষয়ীর বার্ত্তা শুনি ক্ষুব্ধ হয় মন।
তাতে ইঁহা রহি মোর নাহি প্রয়োজন ॥ ৬৬ ॥
কাশী মিশ্র কহে প্রভুর ধরিয়া চরণে—।
তুমি কেনে এই বাতে ক্ষোভ কর মনে ॥ ৬৭ ॥
সন্ন্যাসী বিরক্ত তুমি কার সনে সম্বন্ধ।
ব্যবহার লাগি তোমা ভজে, সেই অন্ধ ॥ ৬৮ ॥
তোমার ভজন-ফল তোমাতে প্রেমধন।
বিষয় লাগি তোমায় ভজে, সেই মূঢ়জন ॥ ৬৯ ॥
তোমা লাগি রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ কৈল।
তোমা লাগি সনাতন বিষয় ছাড়িল ॥ ৭০ ॥
তোমা লাগি রঘুনাথ সব ছাড়ি আইল।
হেথায় তাহার পিতা বিষয় পাঠাইল ॥ ৭১ ॥
তোমার চরণ-কৃপা হৈয়াছে তাহারে।
ছত্রে মাগি খায়, বিষয় স্পর্শ নাহি করে ॥ ৭২ ॥
রামানন্দের ভাই গোপীনাথ-মহাশয়।
তোমা হৈতে বিষয়-বাঞ্ছা তার ইচ্ছা নয় ॥ ৭৩ ॥
তার দুঃখ দেখি তার সেবকাদিগণ।
তোমাকে জানাইল, যাতে অনন্যশরণ ॥ ৭৪ ॥
সেই শুদ্ধভক্ত তোমা ভজে তোমা লাগি।
আপনার সুখ-দুঃখে হয় ভোগভাগী ॥ ৭৫ ॥
তোমার অনুকম্পা চাহে, ভজে অনুক্ষণ।
অচিরাতে মিলে তারে তোমার চরণ ॥ ৭৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ১৪-অঃ ৯-শ্লোঃ—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকং।
হৃদ্বাগবপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥ ৭৭ ॥*

* অনুবাদ ১৮৪ পৃষ্ঠায় ২৫৬ দাগে দ্রষ্টব্য।

এথা বসি রহ, কেনে যাবে আলালনাথ।
কেহো তোমা না শুনাবে বিষয়ের বাত ॥ ৭৮ ॥
যদি বা তোমার তারে রাখিতে হয় মন।
আজি যে রাখিল, সেই করিবে রক্ষণ ॥ ৭৯ ॥
এত বলি কাশী-মিশ্র গেলা স্ব-মন্দিরে।
মধ্যাহ্নে প্রতাপরুদ্র আইল তার ঘরে ॥ ৮০ ॥
প্রতাপরুদ্রের এক আছয়ে নিয়মে।
যত দিন রহে তেঁহো শ্রীপুরুষোত্তমে ॥ ৮১ ॥
নিত্য আসি করেন মিশ্রের পাদ-সম্বাহন।
জগন্নাথ-সেবার করেন ভিয়ান শ্রবণ ॥ ৮২ ॥
রাজা যবে মিশ্রের চরণ চাপিতে লাগিলা।
তবে মিশ্র তারে কিছু ভঙ্গীতে কহিলা ॥ ৮৩ ॥
শুন দেব! আর এক অপরূপ বাত।
মহাপ্রভু ক্ষেত্র ছাড়ি যাবেন আলালনাথ ॥ ৮৪ ॥
শুনি রাজা দুঃখী হৈয়া পুছেন কারণ।
তবে মিশ্র কহে তাঁরে সব বিবরণ— ॥ ৮৫ ॥
গোপীনাথ-পট্টনায়কে যবে চাঙ্গে চড়াইলা।
তাঁর সব সেবক আসি প্রভুরে কহিলা ॥ ৮৬ ॥
শুনিয়া ক্ষোভিত হৈল মহাপ্রভুর মন।
ক্রোধে গোপীনাথে কৈল বহুত ভর্ৎসন ॥ ৮৭ ॥
অজিতেন্দ্রিয় হৈয়ে করে রাজ-বিষয়।
নানা অসৎ-পথে করে রাজদ্রব্য ব্যয় ॥ ৮৮ ॥
ব্রহ্মস্ব-অধিক এই হয় রাজধন।
তাহা হরি ভোগ করে মহাপাপী-জন ॥ ৮৯ ॥
রাজার বর্ত্তন খায়, আর চুরি করে।
রাজদণ্ড হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে ॥ ৯০ ॥
নিজ-কৌড়ি মাগে রাজা, নাহি করে দণ্ড।
রাজা মহাধার্ম্মিক, এই হয় পাপী ভণ্ড ॥ ৯১ ॥
রাজার কৌড়ি না দেয়, আমাকে ফুকারে।
এই মহাদুঃখ, ইহা কে সহিতে পারে ॥ ৯২ ॥
আলালনাথে যাই তাঁহা নিশ্চিন্তে রহিব।
বিষয়ীর ভাল-মন্দ বার্ত্তা না শুনিব ॥ ৯৩ ॥
এত শুনি কহে রাজা পাইয়া মনোব্যথা—।
সব দ্রব্য ছাড়োঁ, যদি প্রভু রহে এথা ॥ ৯৪ ॥
একক্ষণ প্রভুর যদি পাইয়ে দরশন।
কোটি-চিন্তামণি-লাভ নহে তার সম ॥ ৯৫ ॥
কোন্ ছার পদার্থ এই দুই লক্ষ কাহন।
প্রাণ রাজ্য করোঁ প্রভু-পদে নির্ম্মঞ্ছন ॥ ৯৬ ॥
মিশ্র কহে—কৌড়ি ছাড়িবে, নহে প্রভুর মন।
তারা দুঃখ পায়, এই না যায় সহন ॥ ৯৭ ॥
রাজা কহে—আমি তারে দুঃখ নাহি দিয়ে।
চাঙ্গে চড়া খড়্গে ডারা আমি না জানিয়ে ॥ ৯৮ ॥
পুরুষোত্তম জানারে তেহো কৈল পরিহাস।
সেই জানা দেখাইল তারে মিথ্যা ত্রাস ॥ ৯৯ ॥
তুমি যাই প্রভুরে রাখহ যত্ন করি।
এই মুই তাহারে ছাড়িনু সব কৌড়ি ॥ ১০০ ॥
মিশ্র কহে—"কৌড়ি ছাড়িবে, নহে প্রভুর মনে।
কৌড়ি ছাড়িলে প্রভু কদাচিৎ সুখ মানে ॥১০১॥
রাজা কহে—কৌড়ি ছাড়ি, ইহা না কহিবা।
সহজে মোর প্রিয় তারা ইহা জানাইবা ॥ ১০২ ॥
ভবানন্দ-রায় আমার পূজ্য গর্ব্বিত।
তার পুত্রগণে মোর সহজেই প্রীত ॥ ১০৩ ॥
এত বলি মিশ্রে নমস্করি ঘরে গেলা।
গোপীনাথেরে তবে ডাকিয়া আনিলা ॥ ১০৪ ॥
রাজা কহে—সব কৌড়ি তোমারে ছাড়িল।
সেই মালজাঠ্যা-পাট তোমারে ত দিল ॥ ১০৫ ॥
আরবার ঐছে না খাইহ রাজধন।
আজি হৈতে দিল তোমার দ্বিগুণ-বর্ত্তন ॥ ১০৬ ॥
এত বলি নেতধটী তাঁরে পরাইল।
প্রভু-আজ্ঞা লৈয়া যাহ—তাঁরে বিদায় দিল ॥১০৭॥
পরমার্থে প্রভুর কৃপা, সেহ রহু দূরে।
অনন্ত তাহার ফল, কে বলিতে পারে ॥ ১০৮ ॥
রাজ্য-বিষয়-ফল এই কৃপার আভাসে।
তাহার গণনা কারো মনে নাহি আসে ॥ ১০৯ ॥
কাঁহা চাঙ্গে চড়াইয়া লয় ধন প্রাণ।
কাঁহা সব ছাড়ি সেই রাজ্য দিল দান ॥ ১১০ ॥
কাঁহা সর্ব্বস্ব বেচি লেয়, দেয়া না যায় কৌড়ি।
কাঁহা দ্বিগুণ-বর্ত্তন, পরায় নেতধড়ী ॥ ১১১ ॥

প্রভুর ইচ্ছা নাহি তারে কৌড়ি ছাড়াইব।
দ্বিগুণ-বর্ত্তন করি পুনঃ বিষয় দিব ॥ ১১২ ॥
তথাপি তাঁর সেবক আসি কৈল নিবেদন।
তাতে ক্ষুব্ধ হৈল যবে মহাপ্রভুর মন ॥ ১১৩ ॥
বিষয়-সুখ দিতে প্রভুর নাহি মনোবল।
নিবেদন-প্রভাবে তবু ফলে এত ফল ॥ ১১৪ ॥
কে কহিতে পারে গৌরের আশ্চর্য্য স্বভাব।
ব্রহ্মা শিব আদি যাঁর না পায় অন্তর্ভাব ॥ ১১৫ ॥
এথা কাশী মিশ্র আসি প্রভুর চরণে।
রাজার চরিত্র সব কৈল নিবেদনে ॥ ১১৬ ॥
প্রভু কহে—কাশী মিশ্র ! কি তুমি করিলে।
রাজ-প্রতিগ্রহ তুমি মোরে করাইলে ॥ ১১৭ ॥
মিশ্র কহে—শুন প্রভু ! রাজার বচন।
অকপটে রাজা এই কৈল নিবেদন— ॥ ১১৮ ॥
প্রভু যেন নাহি জানে—রাজা আমার লাগিয়া।
দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি দিলেক ছাড়িয়া ॥ ১১৯ ॥
ভবানন্দের পুত্র সব মোর প্রিয়তম।
ইহা-সবাকারে মুই দেখি আত্মসম ॥ ১২০ ॥
অতএব যাঁহা যাঁহা দেই অধিকার।
খায় পিয়ে লুটে বিলায়, না করোঁ বিচার ॥১২১॥
রাজমহীন্দ্রের রাজা কৈনু রাম-রায়।
যে খাইল, যেবা দিল, নাহি তার দায় ॥ ১২২ ॥
গোপীনাথ এইমত বিষয় করিয়া।
দুই চারি লক্ষ কাহন রহে ত খাইয়া ॥ ১২৩ ॥
কিছু দেয়, কিছু না দেয়, না করি বিচার।
জানা-সহ অপ্রীতে দুঃখ পাইল এইবার ॥ ১২৪ ॥
জানা এত কৈল, মুই ইহা নাহি জানোঁ।
ভবানন্দের পুত্র সব আত্মসম মানোঁ ॥ ১২৫ ॥
তাঁর লাগি দ্রব্য ছাড়ি ইহা মাৎ মানে।
সহজেই মোর প্রীতি হয় তাঁর সনে ॥ ১২৬ ॥
শুনিয়া রাজার বিনয় প্রভুর আনন্দ।
হেনকালে আইলা তথা রায়-ভবানন্দ ॥ ১২৭ ॥
পঞ্চপুত্র-সঙ্গে আসি পড়িল চরণে।
উঠাইয়া প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে ॥ ১২৮ ॥
রামানন্দ-রায় আদি সবাই
ভবানন্দ-রায় তবে বলিতে লাগিলা— ॥ ১২৯ ॥
তোমার কিঙ্কর এই মোর সব কুল।
এ বিপদে রাখি প্রভু পুনঃ নিলে মূল ॥ ১৩০ ॥
ভক্ত-বৎসল্য এবে প্রকট করিলে।
পূর্ব্বে যৈছে পঞ্চপাণ্ডব বিপদে তারিলে ॥ ১৩১ ॥
নেতধটী-মাথে গোপীনাথ চরণে পড়িলা।
রাজার কৃপা-বৃত্তান্ত সকলি কহিলা ॥ ১৩২ ॥
বাকী কৌড়ি বাদ, দ্বিগুণ-বর্ত্তন করিল।
পুনঃ বিষয় দিয়া নেতধটী পরাইল ॥ ১৩৩ ॥
কাঁহা চাঙ্গের উপর সেই মরণ-প্রমাদ।
কাঁহা নেতধটী পুনঃ এ সব প্রসাদ ॥ ১৩৪ ॥
চাঙ্গের উপরে তোমার চরণ ধ্যান কৈল।
চরণ-স্মরণ-প্রভাবে এই ফল পাইল ॥ ১৩৫ ॥
লোকে চমৎকার মোর এ সব দেখিয়া।
প্রশংসে তোমার কৃপা-মহিমা গাইয়া ॥ ১৩৬ ॥
কিন্তু তোমার স্মরণের নহে এই ফল।
ফলাভাস এই যাতে বিষয় চঞ্চল ॥ ১৩৭ ॥
রাম-রায় বাণীনাথে কৈলে নির্ব্বিষয়।
সেই কৃপা মোরে নাই, যাতে ঐছে হয় ॥ ১৩৮ ॥
শুদ্ধ কৃপা কর গোসাঞি ! ঘুচাহ বিষয়।
নির্ব্বিণ্ণ হইনু, মোতে বিষয় না রয় ॥ ১৩৯ ॥
প্রভু কহে—সন্ন্যাসী যবে হবে পঞ্চজন।
কুটুম্ব-বাহুল্য তোমার, কে করে ভরণ ॥ ১৪০ ॥
মহাবিষয় কর, কিবা বিরক্ত উদাস।
জন্মে জন্মে তুমি-সব মোর নিত্যদাস ॥ ১৪১ ॥
কিন্তু মোর এক আজ্ঞা করিহ পালন।
ব্যয় না করিহ কভু রাজার মূলধন ॥ ১৪২ ॥
রাজার মূলধন দিয়া যে কিছু লভ্য হয়।
সেই ধন করিহ নানা ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যয় ॥ ১৪৩ ॥
অসদ্ব্যয় না করিহ, যাতে দুই লোক যায়।
এত বলি সবারে প্রভু দিলেন বিদায় ॥ ১৪৪ ॥
রায়ের ঘরে প্রভুর কৃপা-বিবর্ত্ত কহিল।
ভক্তবাৎসল্য-গুণ যাতে ব্যক্ত হৈল ॥ ১৪৫ ॥

সবা আলিঙ্গিয়া প্রভু বিদায় যবে দিলা।
'হরিধ্বনি' করি সব ভক্ত উঠি গেলা ॥ ১৪৬ ॥
প্রভুর কৃপা দেখি সবার হৈল চমৎকার।
তাহারা বুঝিতে নারে প্রভুর ব্যবহার ॥ ১৪৭ ॥
ভক্ত-সব যদি কৃপা করিতে সাধিল।
'আমা হৈতে কিছু নহে' প্রভু ত বলিল ॥ ১৪৮ ।
গোপীনাথের নিন্দা আর আপন-নির্ব্বেদ।
এইমাত্র কৈল, ইহার কে বুঝিবে ভেদ ॥ ১৪৯ ॥
কাশী-মিশ্রে না সাধিল, রাজারে না সাধিল।
উদ্যোগ বিনা এত সব ফল তারে দিল ॥ ১৫০ ॥
চৈতন্য-চরিত্র এই পরম গম্ভীর।
সেই বুঝে, তাঁর পদে মন যার স্থির ॥ ১৫১ ॥
যেই ইহা শুনে ভক্তবাৎসল্য-প্রকাশ।
প্রেমভক্তি পায়, তার বিপদ যায় নাশ ॥ ১৫২ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৫৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে গোপীনাথ পট্টনায়কোদ্ধারো
নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

দশম পরিচ্ছেদ

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভক্তানুগ্রহকারকং।
যেন কেনাপি সন্তুষ্টং ভক্ত-দত্তেন শ্রদ্ধয়া ॥ ১ ॥

ভক্ত কর্তৃক শ্রদ্ধা পূর্ব্বক প্রদত্ত যৎসামান্য দ্রব্য দ্বারাও যিনি মহাসন্তুষ্ট হন, সেই ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

রথযাত্রা উপলক্ষে নিত্যানন্দমহাপ্রভুসহ গৌড়ীয়-ভক্তগণের
নীলাচলে আগমন

বর্ষান্তরে সব ভক্ত প্রভুরে দেখিতে।
পরম-আনন্দ সবে নীলাচল যাইতে ॥ ৩ ॥
অদ্বৈত-আচার্য্যগোঁসাই সর্ব্ব-অগ্রগণ্য।
আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, শ্রীবাসাদি ধন্য ॥৪॥
যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়ে রহিতে।
তথাপি নিত্যানন্দ প্রেমে চলিলা দেখিতে ॥ ৫
অনুরাগের লক্ষণ এই—বিধি নাহি মানে।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গি তাঁর সঙ্গের কারণে ॥ ৬ ॥
রাসে যৈছে ঘর যাইতে গোপীরে আজ্ঞা দিল।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গি তাঁর সঙ্গে সে রহিল ॥ ৭ ॥
আজ্ঞা-পালনে কৃষ্ণের যত পরিতোষ।
প্রেমে আজ্ঞা ভাঙ্গিলে হয় কোটিসুখ-পোষ ॥৮॥
বাসুদেব-দত্ত, মুরারি-গুপ্ত, গঙ্গাদাস।
শ্রীমান্-সেন শ্রীমান্-পণ্ডিত অকিঞ্চন-কৃষ্ণদাস ॥৯॥
মুরারি-পণ্ডিত, গরুড়-পণ্ডিত, বুদ্ধিমন্ত-খান্।
সঞ্জয়-পুরুষোত্তম, পণ্ডিত-ভগবান্ ॥ ১০ ॥
শুক্লাম্বর, নৃসিংহানন্দ, আর যত জন।
সবাই চলিলা, নাম না যায় গণন ॥ ১১ ॥
কুলীনগ্রামী, খণ্ডবাসী মিলিলা আসিয়া।
শিবানন্দ-সেন চলিলা সবারে লইয়া ॥ ১২ ॥
রাঘব-পণ্ডিত চলিলা ঝালি সাজাইয়া।
দময়ন্তী যত দ্রব্য দিয়াছে করিয়া ॥ ১৩ ॥
নানা অপূর্ব্ব ভক্ষ্যদ্রব্য প্রভুর যোগ্য-ভোগ।
বৎসরেক প্রভু যাহা করে উপযোগ ॥ ১৪ ॥

আম্রকাসুন্দি আদাকাসুন্দি ঝালকাসন্দি আর।
নেম্বু আদা, আম্রকোলি বিবিধ প্রকার ॥ ১৫ ॥
আমসি, আম্রখণ্ড, তৈলাম্র, আমতা।
যত্ন করি দিল গুণ্ডি পুরাণ সুকুতা ॥ ১৬ ॥
সুকুতা বলিয়া অবজ্ঞা না করিহ চিতে।
সুক্তায় যে প্রীতি প্রভুর, নহে পঞ্চামৃতে ॥ ১৭ ॥
ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহমাত্র লয়।
সুক্তাপাতা কাসুন্দিতে মহাসুখ পায় ॥ ১৮ ॥
মনুষ্য-বুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায়।
গুরু-ভোজনে উদরে কভু আম হৈয়া যায় ॥ ১৯ ॥
সুক্তা খাইলে সেই আম হইবেক নাশ।
সেই স্নেহ মনে ভাবি প্রভুর উল্লাস ॥ ২০ ॥

তথাহি ভারবৌ ৮ম সর্গে ৩০-শ্লোকঃ—

প্রিয়েণ সংগ্রথ্য বিপক্ষ-সন্নিধা-
বুপাহিতাং বক্ষসি পীবর-স্তনে।
স্রজং ন কাচিদ্ বিজহৌ জলাবিলাং
বসন্তি হি প্রেম্ণি গুণা ন বস্তুনি ॥ ২১ ॥

প্রিয়তম নিজে মালা গাঁথিয়া কোন রমণীর সপত্নী সমক্ষে তাহার উচ্চ স্তনযুক্ত বক্ষে তাহা অর্পণ করিলে, ঐ মালা জল বিহারে মর্দ্দিত হইলেও, সেই রমণী উহা পরিত্যাগ করেন নাই, কেন না গুণ প্রেমেতেই থাকে, বস্তুতে থাকে না, অর্থাৎ প্রিয়তম আদর করিয়া ঐ মালা দিয়াছেন বলিয়া, উহা ত্যাগ করেন নাই ॥ ২১ ॥

ধনিয়া-মৌরীর তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া।
নাড়ু বান্ধিয়াছে চিনির পাক করিয়া ॥ ২২ ॥
শুণ্ঠিখণ্ড-নাড়ু আর আম-পিত্ত-হর।
পৃথক্ পৃথক্ বান্ধি বস্ত্রের কোথলী-
ভিতর ॥ ২৩
কোলিশুণ্ঠি, কোলিচূর্ণ, কোলিখণ্ড আর।
কত নাম লব, যত প্রকার আচার ॥ ২৪ ॥

নারিকেল-খণ্ড আর নাড়ু গঙ্গাজল।
চিরস্থায়ী খণ্ড-বিকার করিল সকল ॥ ২৫ ॥
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার-মণ্ডাদি-বিকার।
অমৃত-কর্পূর-আদি অনেক প্রকার ॥ ২৬ ॥
শালি-কাঁচুটি ধান্যের আতপ-চিড়া করি।
নূতন বস্ত্রের বড় বড় কোথলী ভরি ॥ ২৭ ॥
কতক চিঁড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনি-পাকে নাড়ু কৈল কর্পূরাদি দিয়া ॥ ২৮
শালি-তণ্ডুল-ভাজা চূর্ণ করিয়া।
ঘৃতসিক্ত চূর্ণ কৈল চিনি পাক দিয়া ॥ ২৯ ॥
কর্পূর মরিচ এলাচ লবঙ্গ রসবাস।
চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈল পরম সুবাস ॥ ৩০ ॥
শালি-ধান্যের খই করি ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনিপাকে উখড়া কৈল কর্পূরাদি দিয়া ॥ ৩১
ফুট-কলাই চূর্ণ করি ঘৃতে ভাজাইল।
চিনি-পাকে কর্পূরাদি দিয়া নাড়ু কৈল ॥ ৩২ ।
কহিতে না জানি নাম এ জন্মে যাহার।
ঐছে নানা ভক্ষ্য দ্রব্য সহস্র প্রকার ॥ ৩৩ ॥
রাঘবের আজ্ঞা, আর করে দময়ন্তী।
দোঁহার প্রভুতে স্নেহ পরম শকতি ॥ ৩৪ ॥
গঙ্গামৃত্তিকা আনি নব-বস্ত্রতে ছানিয়া।
পাঁপড়ি করিয়া দিল গন্ধদ্রব্য দিয়া ॥ ৩৫ ॥
পাতলা মৃৎপাত্রে সন্ধানাদি দিল ভরি।
আর সব বস্তু ভরে বস্ত্রের কোথলী ॥ ৩৬ ॥*
সামান্য ঝালি হৈতে দ্বিগুণ ঝালি করাইল।
পরিপাটী করি সব ঝালি সাজাইল ॥ ৩৭ ॥
ঝালি বান্ধি মোহর দিল আগ্রহ করিয়া।
তিন বোঝারি ঝালি বহে ক্রম করিয়া ॥ ৩৮
সংক্ষেপে কহিল এই ঝালির বিচার।
'রাঘবের ঝালি' বলি খ্যাতি যাহার ॥ ৩৯ ॥
ঝালির উপরে মুনসব মকরধ্বজ কর।
প্রাণরূপে ঝালি রাখে হইয়া তৎপর ॥ ৪০ ॥

* কোথলী—থলে।

গণ সহ বেড়াকীর্ত্তন ও পরিমুণ্ডা নৃত্য

এইমতে বৈষ্ণব সব নীলাচলে আইলা ।
দৈবে সেই দিন জগন্নাথের জল-লীলা ॥ ৪১ ॥
নরেন্দ্রের জলে গোবিন্দ নৌকাতে চড়িয়া ।
জলক্রীড়া করে সব ভক্তগণ লৈয়া ॥ ৪২ ॥
সেইকালে মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে ।
নরেন্দ্রে আইলা দেখিতে জলকেলি-রঙ্গে ॥ ৪৩ ॥
হেন কালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ ।
নরেন্দ্রেতে প্রভু-সঙ্গে হইল মিলন ॥ ৪৪ ॥
ভক্তগণ পড়ে আসি প্রভুর চরণে ।
উঠাইয়া প্রভু সবারে কৈল আলিঙ্গনে ॥ ৪৫ ॥
গৌড়ীয়া সম্প্রদায় সব করেন কীর্ত্তন ।
প্রভুর মিলনে উঠে প্রেমের ক্রন্দন ॥ ৪৬ ॥
জলক্রীড়া, বাদ্য, গীত, নর্ত্তন, কীর্ত্তন ।
মহাকোলাহল তীরে, সলিলে খেলন ॥ ৪৭ ॥
গৌড়ীয়ার কীর্ত্তন আর রোদন মিলিয়া ।
মহাকোলাহল হৈল ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া ॥ ৪৮ ॥
সব ভক্ত লৈয়া প্রভু নামিলেন জলে ।
সবা লয়ে জলক্রীড়া করে কুতূহলে ॥ ৪৯ ॥
প্রভুর এই জলক্রীড়া দাস বৃন্দাবন ।
চৈতন্যমঙ্গলে বিস্তারি করিয়াছেন বর্ণন ॥ ৫০ ॥
পুনঃ ইঁহা বর্ণিলে ত পুনরুক্তি হয় ।
ব্যর্থ লিখন হয়, আর গ্রন্থ বাঢ়য় ॥ ৫১ ॥
জল-লীলা করি গোবিন্দ চলিলা আলয় ।
নিজ-গণ লৈয়া প্রভু গেলা দেবালয় ॥ ৫২ ॥
জগন্নাথ দেখি পুনঃ নিজ-ঘরে আইলা ।
প্রসাদ আনাইয়া ভক্তগণে খাওয়াইলা ॥ ৫৩ ॥
ইষ্টগোষ্ঠী কতক্ষণ সবা লৈয়া কৈল ।
নিজ নিজ পূর্ব্ব বাসায় সবা পাঠাইল ॥ ৫৪ ॥
গোবিন্দের ঠাঁই রাঘব ঝালি সমর্পিল ।
ভোজন-গৃহের কোণে ঝালি গোবিন্দ রাখিল ॥৫৫॥
পূর্ব্ব বৎসরের ঝালি আজাড় করিয়া ।
দ্রব্য ভরিবারে রাখে অন্য ঘরে লৈয়া ॥ ৫৬ ॥

গোবিন্দ-ভৃত্যের অপূর্ব্ব-সেবানিষ্ঠা-বর্ণন

আরদিন মহাপ্রভু নিজগণ লৈয়া ।
জগন্নাথ দেখিলেন শয্যোত্থানে যাইয়া ॥ ৫৭ ॥
বেড়া-কীর্ত্তনের তাঁহা আরম্ভ করিল ।
সাত সম্প্রদায় তবে গাহিতে লাগিল ॥ ৫৮ ॥
সাত সম্প্রদায়ে নৃত্য করে সাতজন— ।
অদ্বৈত-আচার্য্য, আর প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ৫৯ ॥
বক্রেশ্বর, অচ্যুতানন্দ, পণ্ডিত-শ্রীবাস ।
সত্যরাজ-খান্, আর নরহরি-দাস ॥ ৬০ ॥
সাত সম্প্রদায়ে প্রভু করেন ভ্রমণ ।
মোর সম্প্রদায়ে প্রভু—ঐছে সবার মন ॥ ৬১ ॥
সঙ্কীর্ত্তন-কোলাহলে আকাশ ভেদিল ।
সব জগন্নাথবাসী দেখিতে আইল ॥ ৬২ ॥
রাজা আসি দূরে দেখে নিজ-গণ লৈয়া ।
রাজপত্নী-সব দেখে অট্টালী চড়িয়া ॥ ৬৩ ॥
কীর্ত্তন-আটোপে পৃথ্বী করে টলমল ।
হরিধ্বনি করে লোক—হৈল কোলাহল ॥ ৬৪ ॥
এইমত কতক্ষণ করাইল কীর্ত্তন ।
আপনি নাচিতে প্রভুর তবে হৈল মন ॥৬৫॥
সাত দিকে সাত সম্প্রদায় গায় বাজায় ।
মধ্যে মহপ্রেমাবেশে নাচে গৌররায় ॥ ৬৬ ॥
উড়িয়া-পদ মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল ।
স্বরূপেরে সেই পদ গাইতে আজ্ঞা দিল ॥ ৬৭ ॥

তথাহি পদং—

'জগমোহন ! পরিমুণ্ডা যাঁউ' ॥ ৬৮ ॥

হে জগন্নাথ ! তোমার বালাই যাই ॥ ৬৮ ॥

এই পদে নৃত্য করে পরম-আবেশে ।
চৌদিকের লোক প্রভুর প্রেমজলে ভাসে ॥ ৬৯
'বোল বোল' বলে প্রভু দু'বাহু তুলিয়া ।
হরিধ্বনি করে লোক আনন্দে ভাসিয়া ॥ ৭০ ॥

প্রভু পড়ি মূর্চ্ছা যায়, শ্বাস নাহি আর।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া হুঙ্কার ॥ ৭১ ॥
সঘন পুলক যেন শিমুলের তরু।
কভু প্রফুল্লিত অঙ্গ, কভু হয় সরু ॥ ৭২ ॥
প্রতি রোমে রোমে হয় প্রস্বেদ রক্তোদ্গম।
'জজ' 'গগ' 'পরি' 'পরি'
গদগদ বচন ॥ ৭৩ ॥
এক এক দন্ত সব পৃথক্ পৃথক্ নড়ে।
তৈছে নড়ে দন্ত যেন ভূমে খসি পড়ে ॥ ৭৪ ॥
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে প্রভুর আনন্দ-আবেশ।
তৃতীয় প্রহর হৈল, নৃত্য নহে শেস ॥ ৭৫ ॥
সব লোকের উথলিল আনন্দ-সাগর।
সব লোক পাসরিল দেহ-আত্ম-ঘর ॥ ৭৬ ॥
তবে নিত্যানন্দ-প্রভু সৃজিল উপায়।
ক্রমে ক্রমে কীর্ত্তনীয়া রাখিল সবায় ॥ ৭৭ ॥
প্রধান প্রধান যেবা হয় সম্প্রদায়।
স্বরূপের সঙ্গে সেই মন্দস্বরে গায় ॥ ৭৮ ॥
কোলাহল নাহি, প্রভুর কিছু বাহ্য হৈল।
তবে নিত্যানন্দ সবার শ্রম জানাইল ॥ ৭৯ ॥
ভক্ত-শ্রম জানি কৈল কীর্ত্তন-সমাপন।
সবা লৈয়া আসি কৈল সমুদ্রে স্বপন ॥ ৮০ ॥
সবা লৈয়া তবে কৈল প্রসাদ-ভোজন।
সবারে বিদায় দিল করিতে শয়ন ॥ ৮১ ॥
গম্ভীরার দ্বারে কৈলা আপনে শযন।
গোবিন্দ আইলা করিতে পাদ-সম্বাহন ॥ ৮২ ॥
সর্ব্বকাল আছে এই সুদৃঢ় নিয়ম।
প্রভু যদি প্রসাদ পাইয়া করেন শয়ন ॥ ৮৩ ॥
গোবিন্দ আসিয়া করে পাদ-সম্বাহন।
তবে যাই প্রভুর শেষ করেন ভোজন ॥ ৮৪ ॥
সব দ্বার জুড়ি প্রভু করিয়াছেন শয়ন।
ভিতরে যাইতে নারে গোবিন্দ
করে নিবেদন— ॥ ৮৫
একপাশ হও, মোরে দেহ ভিতর যাইতে।
প্রভু কহে—শক্তি নাহি অঙ্গ চালাইতে ॥ ৮৬ ॥

বারবার গোবিন্দ কহে এক পাশ হৈতে।
প্রভু কহে—অঙ্গ আমি নারি চালাইতে ॥ ৮৭ ॥
গোবিন্দ কহে—করিতে চাহি পাদ-সম্বাহন।
প্রভু কহে—কর না কর যেই তোমার মন ॥ ৮৮ ॥
তবে গোবিন্দ বহির্ব্বাস তাঁর উপর দিয়া।
ভিতর-ঘরেতে গেলা প্রভুকে লঙ্ঘিয়া ॥ ৮৯ ॥
পাদ সম্বাহন কৈল, কটি পৃষ্ঠ চাপিল।
মধুর-মর্দ্দনে প্রভুর পরিশ্রম গেল ॥ ৯০ ॥
সুখে নিদ্রা হৈল প্রভুর, গোবিন্দ চাপে অঙ্গ।
দণ্ড দুই বই প্রভুর হৈল নিদ্রা-ভঙ্গ ॥ ৯১ ॥
গোবিন্দ দেখিয়া প্রভু বলে ক্রুদ্ধ হৈয়া।
আজি কেন এতক্ষণ আছিস বসিয়া ॥ ৯২ ॥
নিদ্রা হৈলে কেনে না গেলে প্রসাদ পাইতে।
গোবিন্দ কহে—নারে শুইলা,
না পাই যাইতে ॥ ৯৩ ॥
প্রভু কহে—ভিতরে তবে আইলা কেমনে।
তৈছে কেনে প্রসাদ লৈতে না
কৈলে গমনে ॥ ৯৪ ॥
গোবিন্দ মনে কহে—আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক, কিবা নরকে গমন ॥ ৯৫ ॥
সেবা লাগি কোটি অপরাধ নাহি গণি।
স্বনিমিত্ত অপরাধাভাসে ভয় মানি ॥ ৯৬ ॥
এত সব মনে করি গোবিন্দ রহিলা।
প্রভু যে পুছিলা, তার উত্তর না দিলা ॥ ৯৭ ॥
প্রত্যহ প্রভু নিদ্রা গেলে, যান প্রসাদ লইতে।
সে দিবস শ্রম জানি লাগিলা চাপিতে ॥ ৯৮ ॥
যাইতেহ পথ নাহি, যাইবে কেমনে।
মহা অপরাধ হয় প্রভুর লঙ্ঘনে ॥ ৯৯ ॥
এই সব হয় ভক্তিশাস্ত্রের সূক্ষ্ম ধর্ম্ম।
চৈতন্যের কৃপায় জানে সেই সব মর্ম্ম ॥ ১০০ ॥
ভক্ত-গণ প্রকাশিতে প্রভু বড় রঙ্গী।
এই সব প্রকাশিতে কৈল এত ভঙ্গী ॥ ১০১ ॥
সংক্ষেপে কহিল এই পরিমুণ্ডা-নৃত্য।
অদ্যাপিহ গায় যাহা চৈতন্যের ভৃত্য ॥ ১০২ ॥

এইমত মহাপ্রভু লৈয়া নিজ-গণ।
গুণ্ডিচা-গৃহের কৈল ক্ষালন মার্জ্জন ॥ ১০৩ ॥
পূর্ব্ববত কৈল প্রভু কীর্ত্তন নর্ত্তন।
পূর্ব্ববত টোটাতে কৈল বন্য-ভোজন ॥ ১০৪ ॥
পূর্ব্ববত রথ-আগে করিল নর্ত্তন।
হোরাপঞ্চমী-যাত্রা কৈল দরশন ॥ ১০৫ ॥
চারি মাস বর্ষা রহিলা সব ভক্তগণ।
জন্মাষ্টমী আদি যাত্রা কৈল দরশন ॥ ১০৬ ॥

গৌড় হইতে ভক্তগণ কর্তৃক আনীত বিবিধ দ্রব্যে আস্বাদন ল'না

পূর্ব্বে যদি গৌড় হৈতে ভক্তগণ আইল।
প্রভুকে কিছু খাওয়াইতে সবার ইচ্ছা হৈল ॥১০৭॥
কেহ কোনো প্রসাদ আনি দেন গোবিন্দ-ঠাঁই।
ইহা যেন অবশ্য ভক্ষণ করেন গোঁসাই ॥ ১০৮ ॥
কেহো পেঁড়া, কেহো নাড়ু, কেহো পিঠাপানা।
বহুমূল্য উত্তম প্রসাদ প্রকার যার নানা ॥ ১০৯ ॥
'অমুক এই দিয়াছে'—গোবিন্দ করে নিবেদন।
'ধরি রাখ' বলি প্রভু না করেন ভক্ষণ ॥ ১১০ ॥
ধরিতে ধরিতে ঘরের ভরিল এক কোণ।
শত জনের ভক্ষ্য যত হৈল সঞ্চয়ন ॥ ১১১ ॥
গোবিন্দেরে সবে পুছে করিয়া যতন।
আমা-দত্ত প্রসাদ প্রভুকে করাইলে ভক্ষণ ॥১১২॥
কাহাকে কিছু কহি গোবিন্দ করেন বঞ্চন।
আরদিন প্রভুকে কহে নির্ব্বেদ-বচন— ॥ ১১৩ ॥
আচার্য্যাদি মহাশয় করিয়া যতনে।
তোমাকে খাওয়াইতে বস্তু দেন মোর স্থানে ॥ ১১৪ ॥
তুমি সে না খাও, তাঁরা পুছেন বারবার।
বঞ্চনা করিব কত, কেমতে আমার নিস্তার ॥ ১১৫ ॥
প্রভু কহে—আদিবস্যা ! দুঃখ কাহে মানে।
কেবা কি দিয়াছে তাহা আনহ এখানে ॥ ১১৬॥
এত বলি মহাপ্রভু বসিলা ভোজনে।
নাম ধরি ধরি গোবিন্দ করে নিবেদনে— ॥১১৭॥
আচার্য্যের এই পৈড়, পানা, সরপূপী।
এই অমৃতগুটিকা মণ্ডা, এই কর্পূর-কূপী ॥ ১১৮ ॥
শ্রীবাস-পণ্ডিতের এই অনেক প্রকার।
পিঠাপানা অমৃতমণ্ডা পদ্মচিনি আর ॥ ১১৯ ॥
আচার্য্য-রত্নের এই সব উপহার।
আচার্য্য-নিধির এই অনেক প্রকার ॥ ১২০ ॥
বাসুদেব-দত্তের এই, মুরারি-গুপ্তের আর।
বুদ্ধিমন্ত-খানের এই বিবিধ প্রকার ॥ ১২১ ॥
শ্রীমান্-সেনের এই বিবিধ উপহার।
মুরারি-পণ্ডিতের এই বিবিধ প্রকার ॥ ১২২ ॥
শ্রীমান্-পণ্ডিত, আর আচার্য্য-নন্দন।
তাঁ সবার দত্ত এই করহ ভোজন ॥ ১২৩ ॥
কুলীন-গ্রামীর এই আগে দেখ যত।
খণ্ডবাসী লোকের এই দেখ তত ॥ ১২৪ ॥
ঐছে সবার নাম লৈয়া প্রভুর আগে ধরে।
সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু সব ভোজন করে ॥ ১২৫ ॥
যদ্যপি মাসেকের বাসি মুখ করা নারিকেল।
অমৃতগুটিকা আদি পানাদি সকল ॥ ১২৬ ॥
তথাপি নূতন-প্রায় সব দ্রব্যের স্বাদ।
বাসি বিস্বাদ নহে সেই প্রভুর প্রসাদ ॥ ১২৭ ॥
শতজনের ভক্ষ্য প্রভু দণ্ডেকে খাইল।
'আর কিছু আছে' বলি গোবিন্দে পুছিল ॥১২৮॥
গোবিন্দ বলে—রাঘবের ঝালি মাত্র আছে।
প্রভু কহে—আজি রহু, তাহা দেখিব পাছে ॥১২৯
আরদিন প্রভু যদি নিভৃতে ভোজন কৈল।
রাঘবের ঝালি খুলি সকল দেখিল ॥ ১৩০ ॥
সব দ্রব্যের কিছু কিছু উপযোগ কৈল।
স্বাদু সুগন্ধি দেখি বহু প্রশংসিল ॥ ১৩১ ॥
বৎসরের তরে আর রাখিল ধরিয়া।
ভোজন-কালে স্বরূপ পরিবেশে খসাইয়া ॥ ১৩২॥
কভু রাত্রিকালে কিছু করেন উপযোগ।
ভক্তের শ্রদ্ধার দ্রব্য অবশ্য করেন ভোগ ॥ ১৩৩ ॥

গৌড়ীয়ভক্তগণ কর্ত্তৃক মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ প্রসঙ্গ

এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
চাতুর্ম্মাস্য গোঙাইল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ ১৩৪ ॥
মধ্যে মধ্যে আচার্য্যাদি করে নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত রান্ধে, আর বিবিধ ব্যঞ্জন ॥ ১৩৫ ॥
শাক দুই চারি, আর স্বকুতার ঝোল।
নিম্ব-বার্ত্তাকী, আর ভৃষ্ট-পটোল ॥ ১৩৬ ॥
ভৃষ্ট-ফুলবড়ি, ভাজা-মুদ্গদালি-সূপ।
বিবিধ ব্যঞ্জন রান্ধে প্রভুর অনুরূপ ॥ ১৩৭ ॥
মরিচের ঝাল অম্ল, মধুরাম্ল আর।
আদা-লবণ লেম্বু দুগ্ধ দধি খণ্ড-সার ॥ ১৩৮ ॥
জগন্নাথের প্রসাদ আনে করিতে মিশ্রিত।
কাঁহা একা যান, কাঁহা গণের সহিত ॥ ১৩৯ ॥
আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, নন্দন, রাঘব।
শ্রীনিবাস আদি যত ভক্ত-বিপ্র-সব ॥ ১৪০ ॥
এইমত নিমন্ত্রণ করে যত্ন করি।
বাসুদেব, গদাধর-দাস, গুপ্ত-মুরারি ॥ ১৪১ ॥
কুলীনগ্রামী, খণ্ডবাসী, আর যত জন।
জগন্নাথের প্রসাদ আনি করে নিমন্ত্রণ ॥ ১৪২ ॥
শিবানন্দ সেনের শুন নিমন্ত্রণ-আখ্যান।
শিবানন্দের বড় পুত্র চৈতন্যদাস নাম ॥ ১৪৩ ॥
প্রভুকে মিলাইতে তারে সঙ্গেই আনিল।
মিলাইলে প্রভু তার নাম পুছিল ॥ ১৪৪ ॥
'চৈতন্যদাস' নাম শুনি কহে গৌররায়—।
কিবা নাম ধরাইয়াছ বুঝন না যায় ॥ ১৪৫ ॥
সেন কহে—যে জানিল সেই ধরাইল।
এত বলি মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল ॥ ১৪৬ ॥
জগন্নাথের বহুমূল্য প্রসাদ আনাইল।
স্বগণ-সহিত প্রভুকে ভোজন করাইল ॥ ১৪৭ ॥
শিবানন্দের গৌরবে প্রভু করিল ভোজন।
অতি গুরু-ভোজনে প্রভুর প্রসন্ন নহে মন ॥ ১৪৮ ॥
আরদিন চৈতন্যদাস কৈল নিমন্ত্রণ।
প্রভুর অভীষ্ট বুঝি আনিল ব্যঞ্জন ॥ ১৪৯ ॥
দধি নেম্বু আদা আর ফুলবড়ি লবণ।
সামগ্রী দেখিয়া প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন ॥ ১৫০ ॥
প্রভু কহে—এ বালক আমার মন জানে।
সন্তুষ্ট হৈলাম আমি ইহার নিমন্ত্রণে ॥ ১৫১ ॥
এত বলি দধি-ভাত করিল ভোজন।
চৈতন্যদাসেরে দিল উচ্ছিষ্ট-ভাজন ॥ ১৫২ ॥
চারি মাস এইমত নিমন্ত্রণে যায়।
কোন কোন বৈষ্ণব দিবস নাহি পায় ॥ ১৫৩ ॥
গদাধর-পণ্ডিত, ভট্টাচার্য্য-সার্ব্বভৌম।
ইঁহা-সবার আছে ভিক্ষার দিবস-নিয়ম ॥ ১৫৪ ॥
গোপীনাথাচার্য্য, জগদানন্দ, কাশীশ্বর।
ভগবান্, রামভদ্রাচার্য্য, শঙ্কর, বক্রেশ্বর ॥ ১৫৫ ॥
মধ্যে মধ্যে ঘর-ভাতে করে নিমন্ত্রণ।
অন্যের নিমন্ত্রণে প্রসাদে লাগে কৌড়ি দুই পণ ॥ ১৫৬ ॥
প্রথমে আছিল নির্ব্বন্ধ কৌড়ি চারি পণ।
রামচন্দ্রপুরী-ভয়ে ঘাটাইলা দুই পণ ॥ ১৫৭ ॥
চারি মাস রহি গৌড়ের ভক্তে বিদায় দিলা।
নীলাচলের সঙ্গী ভক্ত সঙ্গেই রহিলা ॥ ১৫৮ ॥
এই ত কহিল প্রভুর ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ।
ভক্ত-দত্ত বস্তু যৈছে কৈল আস্বাদন ॥ ১৫৯ ॥
তার মধ্যে রাঘবের ঝালি-বিবরণ।
তার মধ্যে পরিমুণ্ডা-নৃত্যের কথন ॥ ১৬০ ॥
শ্রদ্ধা করি শুনে যেই চৈতন্যের কথা।
চৈতন্য-চরণে প্রেম পাইবে সর্ব্বথা ॥ ১৬১ ॥
শুনিতে অমৃত-সম জুড়ায় কর্ণ মন।
সেই ভাগ্যবান্, যেই করে আস্বাদন ॥ ১৬২ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে ভক্তদত্তাস্বাদনং নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ।

একাদশ পরিচ্ছেদ

নমামি হরিদাসং তং চৈতন্যং তঞ্চ তৎপ্রভুং।
সংস্থিতামপি যন্মূর্ত্তিং স্বাঙ্কে কৃত্বা ননর্ত্ত যঃ ॥ ১ ॥

যে হরিদাসের মৃতদেহ ক্রোড়ে করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব নৃত্য করিয়াছিলেন, সেই খ্যাতনামা হরিদাসকে ও তাঁহার প্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে আমি প্রণাম করি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময়।
জয়াদ্বৈত-প্রিয়, নিত্যানন্দ-প্রিয় জয় ॥ ২ ॥
জয় শ্রীনিবাসেশ্বর, হরিদাস-নাথ।
জয় গদাধর-প্রিয়, স্বরূপ-প্রাণনাথ ॥ ৩ ॥
জয় কাশীশ্বর-প্রিয়, জগদানন্দ-প্রাণেশ্বর।
জয় রূপ-সনাতন-রঘুনাথেশ্বর ॥ ৪ ॥
জয় গৌর-দেহ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
কৃপা করি দেহ প্রভু নিজ-পদ-দান ॥ ৫ ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ, চৈতন্যের প্রাণ।
তোমার চরণারবিন্দে ভক্তি দেহ দান ॥ ৬ ॥
জয় জয়াদ্বৈতচন্দ্র চৈতন্যের আর্য্য।
স্বচরণে ভক্তি দেহ জয়াদ্বৈতাচার্য্য ॥ ৭ ॥
জয় গৌরভক্তগণ গৌর যাঁর প্রাণ।
সব ভক্ত মিলি মোরে ভক্তি দেহ দান ॥ ৮ ॥
জয় রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ।
রঘুনাথ, গোপাল জয়—ছয় মোর নাথ ॥ ৯ ॥
এ-সব প্রসাদে লিখি চৈতন্য-লীলা-গুণ।
যৈছে তৈছে লিখি করি আপন-শোধন ॥ ১০ ॥
এইমত মহাপ্রভুর নীলাচলে বাস।
সঙ্গে সব ভক্ত লৈয়া কীর্ত্তন-বিলাস ॥ ১১ ॥
দিনে নৃত্য-কীর্ত্তন, ঈশ্বর-দরশন।
রাত্রে রায়-স্বরূপ-সনে রস-আস্বাদন ॥ ১২ ॥
এইমত মহাপ্রভুর সুখে কাল যায়।
কৃষ্ণের বিরহ-বিকার অঙ্গে নানা হয় ॥ ১৩ ॥
দিনে দিনে বাড়ে বিকার, রাত্রে অতিশয়।
চিন্তা, উদ্বেগ, প্রলাপাদি যত শাস্ত্রে কয় ॥ ১৪ ॥
স্বরূপ-গোঁসাই, আর রামানন্দ-রায়।
রাত্রিদিনে করে দোঁহে প্রভুর সহায় ॥ ১৫ ॥

হরিদাস-ঠাকুরের নির্য্যাণ-প্রসঙ্গ।

একদিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ লইয়া।
হরিদাসে দিতে গেল আনন্দিত হইয়া ॥ ১৬ ॥
দেখে হরিদাস-ঠাকুর করিয়াছেন শয়ন।
মন্দ মন্দ করিতেছেন সংখ্যা-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ১৭ ॥
গোবিন্দ কহে—উঠ, আসি করহ ভোজন।
হরিদাস কহে—আজি করিব লঙ্ঘন ॥ ১৮ ॥
সংখ্যা-কীর্ত্তন নাহি পূরে, কেমনে খাইব।
মহাপ্রসাদ আনিয়াছ কেমনে উপেক্ষিব ॥ ১৯ ॥
এত বলি মহাপ্রসাদ করিল বন্দন।
এক রঞ্চ লৈয়া তার করিল ভক্ষণ ॥ ২০ ॥
আরদিন মহাপ্রভু তাঁর ঠাঞি আইলা।
'সুস্থ হও হরিদাস'—তাঁহারে পুছিলা ॥ ২১ ॥
নমস্কার করি তেঁহো কৈল নিবেদন।
শরীর অসুস্থ নহে মোর, অসুস্থ বুদ্ধি মন ॥ ২২ ॥
প্রভু কহে—কোন্ ব্যাধি কহ ত নির্ণয়।
তেঁহো কহেন—সংখ্যা-সঙ্কীর্ত্তন না পূরয় ॥ ২৩ ॥
প্রভু কহে—বৃদ্ধ হৈলা সংখ্যা অল্প কর।
সিদ্ধদেহ তুমি সাধনে আগ্রহ কেনে ধর ॥ ২৪ ॥
লোক নিস্তারিতে তোমার এই অবতার।
নামের মহিমা লোকে করিলে প্রচার ॥ ২৫ ॥
এবে অল্প সংখ্যা করি করহ কীর্ত্তন।
হরিদাস কহে—শুন মোর নিবেদন ॥ ২৬ ॥
হীন-জাতিতে জন্ম মোর, নিন্দ্য কলেবর।
হীন-কর্ম্মে রত মুই অধম পামর ॥ ২৭ ॥
অদৃশ্য অস্পৃশ্য মোরে অঙ্গীকার কৈলে।
রৌরব হৈতে কাড়ি মোরে বৈকুণ্ঠে চড়াইলে ॥২৮॥*

* রৌরব—ঘোর নরক।

স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি হও স্বেচ্ছাময়।
জগৎ নাচাও যারে যৈছে ইচ্ছা হয় ॥ ২৯ ॥
অনেক নাচাইলে মোরে প্রসাদ করিয়া।
বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র খাইনু ম্লেচ্ছ হইয়া ॥ ৩০ ॥
এক বাঞ্ছা হয় মোর বহুদিন হৈতে।
লীলা সম্বরিবে তুমি, লয় মোর চিত্তে ॥ ৩১ ॥
সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা।
আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা ॥ ৩২ ॥
হৃদয়ে ধরিব তোমার কমল-চরণ।
নয়নে দেখিব তোমার চাঁদ-বদন ॥ ৩৩ ॥
জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার 'কৃষ্ণচৈতন্য' নাম।
এইমত মোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ ॥ ৩৪ ॥
মোর এই ইচ্ছা, যদি তোমার প্রসাদ হয়।
এই নিবেদন মোর কর দয়াময় ॥ ৩৫ ॥
এই নীচ দেহ মোর পড়ে তোমার আগে।
এই বাঞ্ছাসিদ্ধি মোর তোমাতেই লাগে ॥ ৩৬ ॥
প্রভু কহে—হরিদাস ! যে তুমি মাগিবে।
কৃষ্ণ কৃপাময় তাহা অবশ্য করিবে ॥ ৩৭ ॥
কিন্তু আমার যে কিছু সব তোমা লৈয়া।
তোমার যোগ্য নহে—যাবে আমারে ছাড়িয়া ॥ ৩৮
চরণে ধরি কহে হরিদাস—না করিহ মায়া।
অবশ্য অধমে প্রভু ! করিবে এই দয়া ॥ ৩৯ ॥
মোর শিরোমণি হয় কত মহাশয়।
তোমার লীলার সহায় কোটি ভক্ত হয় ॥ ৪০ ॥
আমা-হেন এক কীট যদি মরি গেল।
এক পিপীলিকা মৈলে পৃথিবীর কাঁহা হানি হৈল ॥ ৪১ ॥
ভকত-বৎসল তুমি, মুই ভক্তাভাস।
অবশ্য পূরাইবা প্রভু ! মোর এই আশ ॥ ৪২ ॥
মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু চলহ আপনে।
ঈশ্বর দেখিয়া কালি দিবে দরশনে ॥ ৪৩ ॥
তবে মহাপ্রভু তারে করি আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন ॥ ৪৪ ॥
প্রাতঃকালে ঈশ্বর দেখি সব ভক্ত লৈয়া।
হরিদাস দেখিতে আইলা শীঘ্র করিয়া ॥ ৪৫ ॥
হরিদাস-আগে আসি দিলা দরশন।
হরিদাস বন্দিল প্রভু আর বৈষ্ণব-চরণ ॥ ৪৬ ॥
প্রভু কহে—হরিদাস ! কহ সমাচার।
হরিদাস কহে—প্রভু ! যে কৃপা তোমার ॥ ৪৭ ॥
অঙ্গনে আরম্ভিল প্রভু মহা-সঙ্কীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর-পণ্ডিত তাঁহা করেন নর্ত্তন ॥ ৪৮ ॥
স্বরূপ-গোঁসাই আদি যত প্রভুর গণ।
হরিদাসে বেড়ি করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৪৯ ॥
রামানন্দ সার্ব্বভৌম সবার অগ্রেতে।
হরিদাসের গুণ প্রভু লাগিলা কহিতে ॥ ৫০ ॥
হরিদাসের গুণ কহিতে হৈলা শতমুখ।
কহিতে কহিতে প্রভুর বাঢ়ে মহাসুখ ॥ ৫১ ॥
হরিদাসের গুণে সবার বিস্মিত হৈল মন।
সর্ব্ব ভক্ত বন্দে হরিদাসের চরণ ॥ ৫২ ॥
প্রেমানন্দে ভক্তগণ করে আলিঙ্গন।
'হরিবোল হরিবোল' বলে আনন্দিত-মন ॥ ৫৩ ॥
হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইল।
নিজ নেত্র দুই ভৃঙ্গ মুখপদ্মে দিল ॥ ৫৪ ॥
স্বহৃদয়ে আনি ধরিল প্রভুর চরণ।
সর্ব্বভক্ত-পদরেণু মস্তকে ভূষণ ॥ ৫৫ ॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম বলে বার বার।
প্রভুমুখ মাধুরী পিয়ে—নেত্রে জলধার ॥ ৫৬ ॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' শব্দ করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ কৈল উৎক্রামণ ॥ ৫৭ ॥
মহাযোগেশ্বর-প্রায় স্বচ্ছন্দে মরণ।
ভীষ্মের নির্য্যাণ সবার হইল স্মরণ ॥ ৫৮ ॥
'হরে কৃষ্ণ' শব্দে সবে করে কোলাহল।
প্রেমানন্দে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল ॥ ৫৯ ॥
হরিদাসের তনু প্রভু কোলে উঠাইয়া।
অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ ৬০ ॥
প্রভুর আবেশ দেখি সর্ব্ব ভক্তগণ।
প্রেমাবেশে সবে নাচে করেন কীর্ত্তন ॥ ৬১ ॥

এইমত নৃত্য প্রভু কৈলে কতক্ষণ।
স্বরূপ-গোঁসাই প্রভুকে কৈল নিবেদন ॥ ৬২ ॥
হরিদাস-ঠাকুরে তবে বিমানে চড়াইয়া।
সমুদ্রে লইয়া গেল কীর্ত্তন করিয়া ॥ ৬৩ ॥*
আগে চলেন প্রভু নৃত্য করিতে করিতে।
পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণ-সাথে ॥ ৬৪ ॥
হরিদাসে সমুদ্র-জলে স্নান করাইল।
প্রভু কহে—সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈল ॥ ৬৫ ॥
হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।
হরিদাসের অঙ্গে দিল প্রসাদী-চন্দন ॥ ৬৬ ॥
ডোর কড়ার প্রসাদ-বস্ত্র অঙ্গে দিল।
বালুকার গর্ত্ত করি তাহে শোয়াইল ॥ ৬৭ ॥
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর-পণ্ডিত করেন আনন্দে নর্ত্তন ॥ ৬৮ ॥
"হরি বোল হরি বোল" বলে গৌররায়।
আপনে শ্রীহস্তে বালু দিলা তাঁর গায় ॥ ৬৯ ॥
তাঁরে বালু দিয়া উপরে পিণ্ডা বান্ধাইল।
চৌদিকে পিণ্ডার মহা আবরণ কৈল ॥ ৭০ ॥
তাহা বেড়ি প্রভু করে কীর্ত্তন-নর্ত্তন।
হরিধ্বনি কোলাহলে ভরিল ভুবন ॥ ৭১ ॥
তবে মহাপ্রভু সব-ভক্তগণ-সঙ্গে।
সমুদ্রে করিলা স্নান জলকেলি-রঙ্গে ॥ ৭২ ॥
হরিদাসে প্রদক্ষিণ করি আইলা সিংহদ্বারে।
হরিকীর্ত্তন-কোলাহল সকল নগরে ॥ ৭৩ ॥
সিংহদ্বারে আসি প্রভু পসারির ঠাঁই।
আঁচল পাতিয়া প্রসাদ মাগিল তথাই ॥ ৭৪ ॥
হরিদাস-ঠাকুরের মহোৎসবের তরে।
প্রসাদ মাগিয়ে, ভিক্ষা দেহ ত আমারে ॥ ৭৫ ॥
শুনি পসারি-সব চাঙ্গড়া উঠাইয়া।
প্রসাদ দিতে আসে তারা আনন্দিত হৈয়া ॥৭৬॥
স্বরূপ-গোঁসাই পসারিরে নিষেধিল।
চাঙ্গড়া লইয়া পসারি পসারে বসিল ॥ ৭৭ ॥
স্বরূপ-গোঁসাই প্রভুকে ঘরে পাঠাইল।
চারি বৈষ্ণব চারি পিছোড়া সঙ্গে রাখিল ॥ ৭৮ ॥*
স্বরূপ-গোঁসাই কহিলেন সব পসারিরে।
একেক দ্রব্যের একেক পুঞ্জা আনি দেহ মোরে ॥৭৯
এইমতে নানা প্রসাদ বোঝা বান্ধাইয়া।
লৈয়া আইলা চারি জনের মস্তকে চড়াইয়া ॥৮০॥
বাণীনাথ-পট্টনায়ক প্রসাদ আনিলা।
কাশী-মিশ্র অনেক প্রসাদ পাঠাইলা ॥ ৮১ ॥
সব বৈষ্ণবেরে প্রভু বসাইলা সারি সারি।
আপনে পরিবেশে প্রভু লৈয়া জনা চারি ॥ ৮২ ॥
মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অল্প না আইসে।
একেক পাতে পঞ্চজনের ভক্ষ্য পরিবেশে ॥৮৩॥
স্বরূপ কহে—প্রভু! বসি কর দরশন।
আমি ইহাঁ-সবা লৈয়া করি পরিবেশন ॥ ৮৪ ॥
স্বরূপ, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, শঙ্কর।
চারি জন পরিবেশন করে নিরন্তর ॥ ৮৫ ॥
প্রভু না খাইলে কেহো না করে ভোজন।
প্রভুকে সে দিন কাশী-মিশ্রের নিমন্ত্রণ ॥ ৮৬ ॥
আপনে কাশী-মিশ্র আইলা প্রসাদ লইয়া।
প্রভুকে ভিক্ষা করাইল আগ্রহ করিয়া ॥ ৮৭ ॥
পুরী ভারতীর সঙ্গে প্রভু ভিক্ষা কৈল।
সকল বৈষ্ণব তবে ভোজন করিল ॥ ৮৮ ॥
আকণ্ঠ পূরিয়া সবারে করাইল ভোজন।
'দেহ দেহ' বলি প্রভু বলেন বচন ॥ ৮৯ ॥
ভোজন করিয়া সবে কৈল আচমন।
সবারে পরাইল প্রভু মাল্য চন্দন ॥ ৯০ ॥
প্রেমাবিষ্ট হৈয়া প্রভু করে বরদান।
শুনি ভক্তগণের জুড়ায় মন প্রাণ— ॥ ৯১ ॥
হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দর্শন।
যেই তাঁহা নৃত্য কৈল, যে কৈল কীর্ত্তন ॥ ৯২ ॥
যেই তাঁরে বালু দিতে করিল গমন।
তাঁর মহোৎসবে যেবা করিল ভোজন ॥ ৯৩ ॥

* বিমান—দোলা-বিশেষ

পিছোড়া—চেঙ্গারি।

অচিরে হইবে সবার কৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তি।
হরিদাস-দরশনে ঐছে হয় শক্তি ॥ ৯৪ ॥
কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা—কিল সঙ্গ-ভঙ্গ ॥ ৯৫ ॥
হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে।
আমার শকতি তারে নারিল রাখিতে ॥ ৯৬
ইচ্ছামাত্র কৈল নিজ-প্রাণ-নিষ্ক্রামণ।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি ভীষ্মের মরণ ॥ ৯৭ ॥
হরিদাস আছিলা পৃথিবীর শিরোমণি।
তাঁহা বিনা রত্ন-শূন্য হইল মেদিনী ॥ ৯৮ ॥
জয় হরিদাস! বলি কর জয়ধ্বনি।
এত বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি ॥ ৯৯ ॥
সবে গায়—'জয় জয় জয় হরিদাস'।
নামের মহিমা যেই করিল প্রকাশ ॥ ১০০ ॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বিদায় দিলা।
হর্ষ-বিষাদে প্রভু বিশ্রাম করিলা ॥ ১০১ ॥
এই ত কহিল হরিদাসের বিজয়।
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণে প্রেমভক্তি হয় ॥ ১০২ ॥
চৈতন্যের ভক্ত-বাৎসল্য ইহাতেই জানি।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কৈল ন্যাসি-শিরোমণি ॥ ১০৩ ॥
শেষকালে দিল তাঁরে দর্শন-স্পর্শন।
তাঁরে কোলে করি কৈল আপনে নর্ত্তন ॥ ১০৪ ॥
আপনে শ্রীহস্তে কৃপায় বালু তাঁরে দিল।
আপনে প্রসাদ মাগি মহোৎসব কৈল ॥ ১০৫ ॥
মহাভাগবত হরিদাস পরম-বিদ্বান্।
এ সৌভাগ্য লাগি আগে করিল প্রয়াণ ॥ ১০৬ ॥
চৈতন্যচরিত এই অমৃতের সিন্ধু।
কর্ণ মন তৃপ্ত করে যার একবিন্দু ॥ ১০৭ ॥
ভবসিন্ধু তরিবারে আছে যার চিত্ত।
শ্রদ্ধা করি শুন তবে চৈতন্যচরিত্র ॥ ১০৮ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১০৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাস-নির্য্যাণ-বর্ণনং
নাম একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাশ্চৈতন্যচরিতামৃতং ॥ ১॥

হে ভক্তগণ! তোমরা আনন্দ সহকারে নিরন্তর অবশ্য অবশ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রবণ কর, কীর্ত্তন কর ও স্মরণ কর ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় কৃপাময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ কৃপাসিন্ধু জয় ॥ ২ ॥
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় করুণাসাগর।
জয় গৌরভক্তগণ কৃপাপূর্ণান্তর ॥ ৩ ॥

রথযাত্রা উপলক্ষে মহাপ্রভু-সহ মিলনার্থে
গৌড়ীয় ভক্তগণের নীলাচল যাত্রা

অতঃপর মহাপ্রভুর বিষণ্ণ অন্তর।
কৃষ্ণের বিয়োগ-দশা স্ফুরে নিরন্তর ॥ ৪ ॥
হা হা কৃষ্ণ! প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
কাঁহা যাঙ, কাঁহা পাঙ, মুরলী-বদন ॥ ৫ ॥
রাত্রিদিন এই দশা—স্বাস্থ্য নাহি মনে।
কষ্টে রাত্রি গোঙান স্বরূপ-রামানন্দ-সনে ॥ ৬
এথা গৌড়দেশে প্রভুর যত ভক্তগণ।
প্রভু দেখিবারে সবে করিল গমন ॥ ৭ ॥

শিবানন্দ-সেন, আর আচার্য্য-গোঁসাই।
নবদ্বীপে সব ভক্ত হৈল এক-ঠাঁই ॥ ৮ ॥
কুলীন-গ্রামবাসী আর যত খণ্ডবাসী।
একত্র মিলিল সবে নবদ্বীপে আসি ॥ ৯ ॥
নিত্যানন্দ-প্রভুরে যদ্যপি আজ্ঞা নাই।
তথাপি দেখিতে চলে চৈতন্য-গোঁসাই ॥ ১০ ॥
শ্রীনিবাস চারি ভাই সঙ্গেতে মালিনী।
আচার্য্য-রত্নের সঙ্গে তাঁহার গৃহিণী ॥ ১১ ॥
শিবানন্দ-পত্নী চলে তিন পুত্র লৈয়া।
রাঘব-পণ্ডিত চলে ঝালি সাজাইয়া ॥ ১২ ॥
দত্ত, গুপ্ত, বিদ্যানিধি, আর যত জন।
দুই তিন শত ভক্ত করিল গমন ॥ ১৩ ॥
শচীমাতা দেখি সবে তাঁর আজ্ঞা লৈয়া।
আনন্দে চলিলা কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিয়া ॥ ১৪ ॥
শিবানন্দ-সেন করে ঘাটি-সমাধান।
সবাকে পালন করি সুখে লৈয়া যান ॥ ১৫ ॥*
সবার সব কার্য্য করেন, দেন বাসাস্থান।
শিবানন্দ জানে উড়িয়া-পথের সন্ধান ॥ ১৬ ॥
একদিন সব লোকে ঘাটিতে রাখিলা।
সবা ছাড়াইয়া শিবানন্দ একেলা রহিলা ॥ ১৭
সবে গিয়া রহিলা গ্রামের ভিতর বৃক্ষতলে।
শিবানন্দ বিনা বাসাস্থান নাহি মিলে ॥ ১৮ ॥
নিত্যানন্দ-প্রভু ভোখে ব্যাকুল হইয়া।
শিবানন্দে গালি পাড়ে বাসা না পাইয়া— ॥ ১৯ ॥
তিন পুত্র মরুক শিবার, এবেও না আইল।
ভোখে মরি গেনু, মোরে বাসা না দেওয়াইল ॥ ২০
শুনি শিবানন্দের পত্নী কান্দিতে লাগিল।
হেনকালে শিবানন্দ ঘাটি হৈতে আইল ॥ ২১ ॥
শিবানন্দের পত্নী তাঁরে কহেন কান্দিয়া।
পুত্রে শাপ দিছেন গোঁসাই বাসা না পাইয়া ॥২২॥
তেঁহো কহে —বাউলি, কেনে মরিস্ কান্দিয়া।
মরুক তিন পুত্র মোর তাঁর বালাই লৈয়া ॥ ২৩ ॥
এত বলি প্রভু-পাশে গেলা শিবানন্দ।
উঠি তাঁরে লাথি মারিল প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ২৪ ॥
আনন্দিত হৈল শিবাই পাদ-প্রহার পাইয়া।
শীঘ্র বাসাঘর কৈল গৌড়-ঘরে যাইয়া ॥ ২৫ ॥
চরণে ধরি প্রভুকে বাসায় লৈয়া গেলা।
বাসা দিয়া হৃষ্ট হৈয়া কহিতে লাগিলা— ॥ ২৬ ॥
আজি মোরে 'ভৃত্য' করি অঙ্গীকার কৈলা।
যৈছে অপরাধ ভৃত্যের, যোগ ফল দিলা ॥ ২৭ ॥
শাস্তি-ছলে কৃপা কর—এ তোমার করুণা।
ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন্ জনা ॥২৮॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ তোমার শ্রীচরণ-রেণু।
হেন চরণ-স্পর্শ পাইল মোর অধম তনু ॥ ২৯ ॥
আজি সফল হৈল মোর জন্ম, কুল, কর্ম্ম।
আজি পাইনু কৃষ্ণভক্তি—অর্থ-কাম-ধর্ম্ম ॥ ৩০ ॥
শুনি নিত্যানন্দ-প্রভুর আনন্দিত মন।
উঠি শিবানন্দে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন ৩১
আনন্দিত শিবানন্দ করে সমাধান।
আচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরে দিল বাসাস্থান। ৩২ ॥
নিত্যানন্দ-প্রভুর চরিত্র সব বিপরীত।
ক্রুদ্ধ হৈয়া লাথি মারে—করে তার হিত ॥ ৩৩ ॥
শিবানন্দের ভাগিনা শ্রীকান্ত-সেন নাম।
মামার অগোচরে কহে করি অভিমান— ॥ ৩৪ ॥
চৈতন্য পারিষদ—মোর মাতুলের খ্যাতি।
ঠাকুরালি করে গোঁসাই—তাঁরে মারে লাথি ॥৩৫॥
এত বলি শ্রীকান্ত সে বালক অজ্ঞান।
সঙ্গ ছাড়ি আগে গেলা মহাপ্রভুর স্থান ॥ ৩৬ ॥
পেটাঙ্গী গায়ে করে দণ্ডবত-নমস্কার।
গোবিন্দ কহে—শ্রীকান্ত আগে পেটাঙ্গী উতার ॥৩৭
প্রভু কহে—শ্রীকান্ত আসিয়াছে পাইয়া মনোদুখ।
কিছু না বলিহ, করুক যাতে উহার সুখ ॥ ৩৮ ॥
তবে সবা-সমাচার গোঁসাই পুছিল।
একে একে সবার নাম শ্রীকান্ত জানাইল ॥ ৩৯ ॥
'দুঃখ পাইয়া আসিয়াছে' এই প্রভু-বাক্য শুনি।
জানিলা—'সর্ব্বজ্ঞ প্রভু', এত অনুমানি ॥ ৪০ ॥

* ঘাটি—পথকর-আদায়ের স্থান।

শিবানন্দে লাথি মারিল ইহা না কহিলা।
এথা সব বৈষ্ণবগণ আসিয়া মিলিলা ॥ ৪১ ॥
পূর্ব্ববত কৈল প্রভু সবার মিলন।
স্ত্রী-সব দূর হৈতে কৈল প্রভু-দরশন ॥ ৪২ ॥
বাসাঘর পূর্ব্ববত সবারে দেওয়াইলা।
মহাপ্রসাদ-ভোজনে সবারে বোলাইলা ॥ ৪৩ ॥
শিবানন্দ তিন পুত্র গোঁসাইকে মিলাইল।
শিবানন্দ-সম্বন্ধে সবায় বহু কৃপা কৈল ॥ ৪৪ ॥
ছোট পুত্র দেখি প্রভু নাম পুছিল।
'পরমানন্দ দাস' নাম—সেন জানাইল ॥ ৪৫ ॥
পূর্ব্বে যবে শিবানন্দ প্রভু-স্থানে আইলা।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কহিতে লাগিলা - ॥ ৪৬ ॥
এবার তোমার যেই হইবে কুমার।
'পুরীদাস' বলি নাম ধরিহ তাহার ॥ ৪৭ ॥
তবে মায়ের গর্ভে হয় সেই ত কুমার।
শিবানন্দ ঘরে গেলে জন্ম হৈল তার ॥ ৪৮ ॥
প্রভু-আজ্ঞায় ধরিল নাম পরমানন্দ দাস।
'পুরীদাস' বলি প্রভু করে উপহাস ॥ ৪৯ ॥
শিবানন্দ যবে সেই বালকে মিলাইল।
মহাপ্রভু পদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিল ॥ ৫০ ॥
শিবানন্দের ভাগ্য-সিন্ধু কে পাইবে পার।
যাঁর সব গোষ্ঠীকে প্রভু কহে 'আপনার' ॥ ৫১ ॥
তবে সব ভক্ত লৈয়া করিল ভোজন।
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা করি আচমন ॥ ৫২ ॥
শিবানন্দের প্রকৃতি পুত্র যাবত এথায়।
আমার অবশেষ-পাত্র তারা যেন পায় ॥ ৫৩ ॥*
নদীয়াবাসী মোদক তার নাম পরমেশ্বর।
মোদক বেচে, প্রভুর বাটীর নিকট তার ঘর ॥৫৪॥
বালক-কালে প্রভু তার ঘরে বারবার যান।
দুগ্ধ, খণ্ড, মোদক দেয় প্রভু তাহা খান ॥ ৫৫ ॥
প্রভু-বিষয়ে স্নেহ তার বালককাল হৈতে।
সে বৎসর সেহ আইল প্রভুকে দেখিতে ॥ ৫৬ ॥

* প্রকৃতি--স্ত্রী।

'পরমেশ্বরা মুঞি' বলি দণ্ডবত কৈল।
তারে দেখি প্রীতে প্রভু তাহারে পুছিল ॥ ৫৭ ॥
'পরমেশ্বর! কুশলে হও', ভাল হৈল আইলা।
মুকুন্দার মাতা আসিয়াছে—প্রভুরে কহিলা ॥৫৮॥
'মুকুন্দার মাতা' নাম শুনি প্রভুর সঙ্কোচ হৈল।
তথাপি তাহার প্রীতে কিছু না বলিল ॥ ৫৯ ॥
প্রশ্রয়-পাগল শুদ্ধ বৈদগ্ধী না জানে।
অন্তরে সুখী হৈলা প্রভু তার সেই গুণে ॥ ৬০ ॥

ভক্তগণের বিদায়োপলক্ষে তৎপ্রতি মহাপ্রভুর
অপূর্ব্ব প্রীতি-প্রদর্শন

পূর্ব্ববত সবা লৈয়া গুণ্ডিচা-মার্জ্জন।
রথ-আগে পূর্ব্ববত করিলা নর্ত্তন ॥ ৬১ ॥
চতুর্ম্মাস্য সব যাত্রা কৈল দরশন।
মালিনী প্রভৃতি প্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ৬২ ॥
প্রভুর প্রিয় নানা দ্রব্য আনিয়াছে দেশ হৈতে।
সেই ব্যঞ্জন করি ভিক্ষা দেন ঘর-ভাতে ॥ ৬৩ ॥
দিনে নানা ক্রীড়া করে লৈয়া ভক্তগণ।
রাত্রে কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে প্রভু করেন ক্রন্দন ॥ ৬৪ ॥
এইমত নানা লীলায় চাতুর্ম্মাস্য গেল।
গৌড়দেশ যাইতে তবে ভক্তে আজ্ঞা দিল ॥৬৫॥
সব ভক্তগণ করে প্রভুর নিমন্ত্রণ।
সব ভক্তে কহেন প্রভু মধুর বচন— ॥ ৬৬ ॥
প্রতি বর্ষে আইস সবে আমারে দেখিতে।
আসিতে যাইতে দুঃখ পাও বহুমতে ॥ ৬৭ ॥
তোমা-সবার দুঃখ জানি, নারি নিষেধিতে।
তোমা-সবার সঙ্গ-সুখ-লোভ বাড়ে চিত্তে ॥ ৬৮ ॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল গৌড়ে রহিতে।
আজ্ঞা লঙ্ঘি আইসেন, কি পারি বলিতে ॥ ৬৯॥
আচার্য্য-গোঁসাই আইসেন মোরে কৃপা করি।
প্রেম-ঋণে বদ্ধ আমি, শুধিতে না পারি ॥ ৭০ ॥
মোর লাগি স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদি ছাড়িয়া।
নানা দুর্গম পথ লঙ্ঘি আইসেন ধাইয়া ॥ ৭১ ॥

আমি এই নীলাচলে রহি যে বসিয়া।
পরিশ্রম নাহি তোমা-সবার লাগিয়া ॥ ৭২ ॥
সন্ন্যাসী মানুষ মোর নাহি কিছু ধন।
কি দিয়া তোমা-সবার ঋণ করিব শোধন ॥ ৭৩ ॥
দেহমাত্র ধন মোর কৈলুঁ সমর্পণ।
তাঁহাই বিকাই যাঁহা বেচিতে তোমার মন ॥৭৪॥
প্রভুর বচনে সবার দ্রবীভূত মন।
অঝোর-নয়নে সবে করেন ক্রন্দন ॥ ৭৫ ॥
প্রভু সবার গলা ধরি করেন রোদন।
কাঁদিতে কাঁদিতে কৈল সবায় আলিঙ্গন ॥ ৭৬ ॥
সবাই রহিল কেহো যাইতে নারিল।
আর দিন-পাঁচ-সাত এইমতে গেল ॥ ৭৭ ॥
অদ্বৈত, অবধূত কিছু কহে প্রভুর পায়—।
সহজে তোমার গুণে জগত বিকায় ॥ ৭৮ ॥
আর তাতে বান্ধ ঐছে কৃপা-বাক্য-ডোরে।
তোমা ছাড়ি কেবা কাঁহা যাইবারে পারে ॥ ৭৯ ॥
তবে মহাপ্রভু সবাকারে প্রবোধিয়া।
সবারে বিদায় দিল সুস্থির হইয়া ॥ ৮০ ॥
নিত্যানন্দে কহে—তুমি না আসিহ বারবার।
তথাই আমার সঙ্গ হইবে তোমার ॥ ৮১ ॥
চলিলা সব ভক্তগণ রোদন করিয়া।
মহাপ্রভু রহিলা ঘরে বিষণ্ণ হইয়া ॥ ৮২ ॥
নিজ-কৃপাগুণে প্রভু বান্ধিল সবারে।
মহাপ্রভুর কৃপা-ঋণ কে শোধিতে পারে ॥ ৮৩ ॥
যারে যৈছে নাচায় প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
তাতে তাঁরে ছাড়ি লোক যায় দেশান্তর ॥ ৮৪ ॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
ঈশ্বর-চরিত্র কিছু বুঝন না যায় ॥ ৮৫ ॥

শচীমাতার সান্ত্বনার্থে জগদানন্দকে নবদ্বীপে তাঁহার নিকট প্রেরণ এবং জগদানন্দের অত্যদ্ভুত গৌরপ্রীতি ও তৈলভঞ্জন-বৃত্তান্ত

পূর্ব্ব বর্ষ জগদানন্দ আই দেখিবারে।
প্রভুর আজ্ঞা লৈয়া আইল নদীয়া-নগরে ॥ ৮৬ ॥
আইর চরণ যাই করিল বন্দন।
জগন্নাথের প্রসাদ-বস্ত্র কৈল নিবেদন ॥ ৮৭ ॥
প্রভুর নাম করি মাতারে দণ্ডবত কৈলা।
প্রভুর মিনতি স্তুতি মাতারে কহিলা ॥ ৮৮ ॥
জগদানন্দে পাইয়া মাতা আনন্দিত মনে।
তেঁহো প্রভুর কথা কহে, শুনে রাত্রি-দিনে ॥৮৯॥
জগদানন্দ কহে মাতা! কোন কোন দিনে।
তোমার এথা আসি প্রভু করেন ভোজনে ॥ ৯০ ॥
ভোজন করিয়া কহে আনন্দিত হৈয়া।
মাতা আজি খাওয়াইলা আকণ্ঠ পূরিয়া ॥ ৯১ ॥
আমি যাই ভোজন করি, মাতা নাহি জানে।
সাক্ষাৎ আমি খাই, তেঁহো স্বপ্ন হেন মানে ॥৯২॥
মাতা কহে ভোগ রান্ধি উত্তম ব্যঞ্জন।
নিমাই খাইয়াছে ঐছে হয় মোর মন ॥ ৯৩ ॥
পাছে জ্ঞান হয়—মুই দেখিনু স্বপন।
পুত্র না দেখিয়ে মোর ঝুরয়ে নয়ন ॥ ৯৪ ॥
এইমত জগদানন্দ শচীমাতা-সনে।
চৈতন্যের সুখ-কথা কহে রাত্রিদিনে ॥ ৯৫ ॥
নদীয়ার ভক্তগণ সবারে মিলিলা।
জগদানন্দে পাইয়া সবে আনন্দিত হৈলা ॥ ৯৬ ॥
আচার্য্যে মিলিতে তবে গেলা জগদানন্দ।
জগদানন্দে পাইয়া আচার্য্যের হইল আনন্দ ॥৯৭॥
বাসুদেব মুরারি-গুপ্ত জগদানন্দে পাইয়া।
আনন্দে রাখেন ঘরে, না দেন ছাড়িয়া ॥ ৯৮ ॥
চৈতন্যের মর্ম্মকথা শুনে তাঁর মুখে।
আপনা পাসরে সবে চৈতন্যকথা-সুখে ॥ ৯৯ ॥
জগদানন্দ মিলিতে যায় যেই ভক্ত-ঘরে।
সেই সেই ভক্ত সুখে আপনা পাসরে ॥ ১০০ ॥
চৈতন্যের প্রেমপাত্র জগদানন্দ ধন্য।
যারে মিলে সেই মানে—পাইল চৈতন্য ॥ ১০১ ॥
শিবানন্দ-সেন-গৃহে যাইয়া রহিল।
চন্দনাদি-তৈল তাঁহা একমাত্রা কৈল ॥ ১০২ ॥
সুগন্ধি করিয়া তৈল গাগরী ভরিয়া।
নীলাচলে লৈয়া আইলা যতন করিয়া ॥ ১০৩ ॥

গোবিন্দের ঠাঁই তৈল ধরিয়া রাখিল।
'প্রভু-অঙ্গে দিও তৈল' গোবিন্দে কহিল ॥১০৪॥
তবে প্রভু-ঠাঁই গোবিন্দ নিবেদন কৈল।
জগদানন্দ আনিয়াছেন চন্দনাদি-তৈল ॥ ১০৫ ॥
তাঁর ইচ্ছা—প্রভু অল্প মস্তকে লাগায়।
পিত্ত-বায়ু-প্রকোপ শান্ত হৈয়া যায় ॥ ১০৬ ॥
এক কলস সুগন্ধি তৈল গৌড়েতে করিয়া।
ইহা আনিয়াছেন বহু যতন করিয়া ॥ ১০৭ ॥
প্রভু কহে—সন্ন্যাসীর নাহি তৈলে অধিকার।
তাহাতে সুগন্ধি তৈল পরম ধিক্কার ॥ ১০৮ ॥
জগন্নাথে দেহ তৈল দীপে যেন জ্বলে।
তাঁর পরিশ্রম হবে পরম সফলে ॥ ১০৯ ॥
এই কথা গোবিন্দ জগদানন্দরে কহিল।
মৌন করি রহিল পণ্ডিত,
কিছু না কহিল ॥ ১১০ ॥
দিন দশ গেলে গোবিন্দ জানাইল আরবার।
পণ্ডিতের ইচ্ছা—তৈল করেন অঙ্গীকার ॥১১১॥
শুনি প্রভু কহে কিছু সক্রোধ বচন—।
মর্দ্দনিয়া এক রাখ করিতে মর্দ্দন ॥ ১১২ ॥
এই সুখ লাগি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
আমার সর্ব্বনাশ, তোমা-সবার পরিহাস ॥ ১১৩ ॥
পথে যাইতে তৈল-গন্ধ মোর যে পাইবে।
'দারী সন্ন্যাসী' করি আমারে কহিবে ॥ ১১৪ ॥
শুনি প্রভুর বাক্য গোবিন্দ মৌন করিলা।
প্রাতঃকালে জগদানন্দ প্রভু-স্থানে আইলা ॥১১৫॥
প্রভু কহে—পণ্ডিত! তৈল আনিলে
গৌড় হৈতে।
আমি ত সন্ন্যাসী তৈল নারিব লইতে॥ ১১৬ ॥
জগন্নাথে দেহ লৈয়া দীপ যেন জ্বলে।
তোমার সকল শ্রম হইবে সফলে ॥ ১১৭ ॥
পণ্ডিত কহে—কে তোমারে কহে মিথ্যাবাণী।
আমি গৌড় হৈতে তৈল কভু নাহি আনি ॥১১৮॥
এত বলি ঘর হৈতে তৈল-কলস আনিয়া
প্রভুর আগে আঙ্গিনাতে ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥১১৯॥
তৈল ভাঙ্গি সেই পথে নিজ-ঘরে গিযা।
শুইয়া রহিলা ঘরে কপাট মারিয়া ॥ ১২০ ॥
তৃতীয় দিবসে প্রভু তাঁর দ্বারে যাইয়া।
'উঠহ পণ্ডিত'। বলি কহেন ডাকিয়া ॥ ১২১ ॥
আজি ভিক্ষা দিবে মোরে করিয়া রন্ধনে।
মধ্যাহ্নে আসিব, এবে যাই দরশনে ॥ ১২২ ॥
এত বলি প্রভু গেলা, পণ্ডিত উঠিলা।
স্নান করি নানা ব্যঞ্জন রন্ধন করিলা ॥ ১২৩ ॥
মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু আইলা ভোজনে।
পাদ-প্রক্ষালন করি বসিলা আসনে ॥ ১২৪ ॥
সঘৃত শাল্যন্ন কলাপাতে স্তূপ কৈল।
কলার ডোঙ্গা ভরি ব্যঞ্জন চৌদিকে
ধরিল ॥ ১২৫ ॥
অন্ন-ব্যঞ্জনোপরি দিল তুলসী-মঞ্জরী।
জগন্নাথের প্রসাদ পিঠাপানা আগে ধরি ॥ ১২৬ ॥
প্রভু কহে—দ্বিতীয় পাতে বাড় অন্ন-ব্যঞ্জন।
তোমায় আমায় একত্র আজি
করিব ভোজন ॥ ১২৭ ॥
হস্ত তুলি রহিলা প্রভু, না করে ভোজন।
তবে পণ্ডিত কহে কিছু সপ্রেম-বচন— ॥ ১২৮ ॥
আপনে প্রসাদ লহ, পাছে মুই লইব।
তোমার আগ্রহ আমি কেমনে খণ্ডিব ॥ ১২৯ ॥
তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজনে বসিলা।
ব্যঞ্জনের স্বাদ পাইয়া কহিতে লাগিলা ॥ ১৩০ ॥
ক্রোধাবেশে পাকের হয় এত বড় স্বাদ।
এই ত জানিয়ে তোমায় কৃষ্ণের প্রসাদ ॥ ১৩১ ॥
আপনে খাইবেন কৃষ্ণ তাহার লাগিযা।
তোমার হস্তে পাক করায় উত্তম করিয়া ॥ ১৩২ ॥
ঐছে অমৃত-অন্ন কৃষ্ণে কর সমর্পণ।
তোমার ভাগ্যের সীমা কে করিবে বর্ণন ॥ ১৩৩ ॥
পণ্ডিত কহে—যে খাইবে সেই পাককর্ত্তা।
আমি-সব কেবলমাত্র সামগ্রী-আহর্ত্তা ॥ ১৩৪ ॥
পুনঃ পুনঃ পণ্ডিত নানা ব্যঞ্জন পরিবেশে।
ভয়ে কিছু না বলেন প্রভু, খায়েন হরিষে ॥১৩৫॥

আগ্রহ করিয়া পণ্ডিত করাইল ভোজন।
আরদিন হৈতে ভোজন হৈল দশগুণ ॥ ১৩৬ ॥
বারবার প্রভুর হয় উঠিবারে মন।
পুনঃ সেই কালে পণ্ডিত পরিবেশে ব্যঞ্জন ॥১৩৭॥
কিছু বলিতে নারে প্রভু, খায় সব ত্রাসে।
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাসে ॥ ১৩৮ ॥
তবে প্রভু কহে করি বিনয়-সম্মান— ।
দশগুণ খাওয়াইলে, এবে কর সমাধান ॥ ১৩৯ ॥
তবে মহাপ্রভু উঠি কৈল আচমন।
পণ্ডিত আনি দিল মুখবাস মাল্য চন্দন ॥ ১৪০ ॥
চন্দনাদি লৈয়া প্রভু বসিলা সেই স্থানে— ।
আমার আগে আজি তুমি করহ ভোজনে ॥১৪১॥
পণ্ডিত কহে—প্রভু ! যাই করুন বিশ্রাম।
মুই এবে প্রসাদ লইব করি সমাধান ॥ ১৪২ ॥
রসুইয়ের কার্য্য করিয়াছে রামাই রঘুনাথ।
তাঁ-সবারে দিতে চাহি কিছু ব্যঞ্জন ভাত ॥ ১৪৩॥
প্রভু কহে—গোবিন্দ ! তুমি ইঁহাই রহিবে।
পণ্ডিত ভোজন কৈলে আমারে কহিবে ॥ ১৪৪ ॥
এত কহি মহাপ্রভু করিলা গমন।
গোবিন্দেরে পণ্ডিত কিছু কহেন বচন— ॥১৪৫॥
তুমি শীঘ্র যাই কর পদ-সম্বাহনে।
কহিও—পণ্ডিত এবে বসিলা ভোজনে ॥ ১৪৬ ॥
তোমার তরে প্রভুর শেষ রাখিব ধরিয়া।
প্রভু নিদ্রা গেলে তুমি খাইহ আসিয়া ॥ ১৪৭ ॥
রামাই নন্দাই আর গোবিন্দ রঘুনাথ।
সবারে বাঁটিয়া দিল প্রভুর ব্যঞ্জন ভাত ॥ ১৪৮ ॥
আপনে প্রভুর প্রসাদ করিল ভোজন।
তবে গোবিন্দেরে প্রভু পাঠাইল পুন— ॥ ১৪৯ ॥
দেখ জগদানন্দ প্রসাদ খায় কি না খায়।
শীঘ্র সমাচার জানি কহ ত আমায় ॥ ১৫০ ॥
গোবিন্দ দেখি আসি কহিল পণ্ডিতের ভোজন।
তবে মহাপ্রভু করিলা স্বচ্ছন্দে শয়ন ॥ ১৫১ ॥
জগদানন্দে প্রভুতে প্রেম চলে এইমতে।
সত্যভামা-কৃষ্ণে যেন শুনি ভাগবতে ॥ ১৫২ ॥
জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে কহিবে সীমা।
জগদানন্দের সৌভাগ্যের তেঁহো সে উপমা ॥১৫৩॥
জগদানন্দের প্রেম-বিবর্ত্ত শুনে যেই জন।
প্রেমের স্বরূপ জানে, পায় প্রেমধন ॥ ১৫৪ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৫৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদানন্দ-তৈল-ভঞ্জনং
নাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

———

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণবিচ্ছেদজাতার্ত্ত্যা ক্ষীণে চাপি মনস্তনূ।
দধাতে ফুল্লতাং ভাবৈর্যস্য তং গৌরমাশ্রয়ে ॥ ১ ॥

যাঁহার দেহ ও মন কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-ব্যথায় ক্ষীণ হইয়াও ভাবসমূহ দ্বারা প্রফুল্ল হয়, সেই শ্রীগৌরচন্দ্রের শরণাপন্ন হইলাম ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

মহাপ্রভুর কঠোর বৈরাগ্যে জগদানন্দের দুঃখ

হেনমতে মহাপ্রভু জগদানন্দ-সঙ্গে।
নানাবিধ আস্বাদয়ে প্রেমের তরঙ্গে ॥ ৩ ॥
কৃষ্ণের বিচ্ছেদ-দুঃখে ক্ষীণ মন-কায়।
ভাবাবেশে তবু কভু প্রফুল্লিত হয় ॥ ৪ ॥
কলার শরলাতে শয়ন, ক্ষীণ অতি কায়।
শরলাতে হাড় লাগে, ব্যথা লাগে গায় ॥ ৫ ॥*
দেখি সব ভক্তগণ মহাদুঃখ পায়।
সহিতে নারে জগদানন্দ—সৃজিল উপায় ॥ ৬ ॥
সূক্ষ্ম বস্ত্র আনি গৈরিক দিয়া রাঙ্গাইল।
শিমূলের তুলা দিয়া তাহা ভরাইল ॥ ৭ ॥
এক তুলী-বালিশ গোবিন্দের হাতে দিল।
প্রভুরে শোয়াইহ ইহায়—তাহারে কহিল ॥ ৮ ॥
স্বরূপে কহে জগদানন্দ বিনয়-বচন—।
আজি আপনে যাইয়া প্রভুকে করাইহ শয়ন ॥৯॥
শয়নের কালে স্বরূপ তাঁহাই রহিলা।
তুলী-বালিশ দেখি প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হৈলা ॥ ১০
গোবিন্দেরে পুছে—ইহা করাইল কোন্ জন।
জগদানন্দের নাম শুনি সঙ্কোচ হৈল মন ॥ ১১
গোবিন্দেরে কহি সেই তুলী দূর কৈল।
কলার শরলার উপর শয়ন করিল ॥ ১২ ॥

স্বরূপ কহে—তোমার ইচ্ছা, কি কহিতে পারি।
শয্যা উপেক্ষিলে পণ্ডিত দুঃখ পাবে ভারি ॥ ১৩ ॥
প্রভু কহে—খাট এক আনহ পাড়িতে।
জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে ॥ ১৪ ॥
সন্ন্যাসি-মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন।
আমারে খাট তুলী-বালিশ—মস্তক-মুণ্ডন ॥ ১৫ ॥
স্বরূপ-গোঁসাই আসি পণ্ডিতে কহিল।
শুনিয়া জগদানন্দ মহাদুঃখ পাইল ॥ ১৬ ॥
স্বরূপ-গোসাই তবে সৃজিল প্রকার।
কদলীর শুষ্ক পত্র আনিল অপার ॥ ১৭ ॥
নখে চিরি চিরি তাহা অতি সূক্ষ্ম কৈল।
প্রভুর দুই বহির্ব্বাসে সে সব ভরিল ॥ ১৮ ॥
এইমত দুই কৈল ওড়ন-পাড়নে।
অঙ্গীকার কৈল প্রভু অনেক যতনে ॥ ১৯ ॥
তাতে শয়ন করে প্রভু, দেখি সবে সুখী।
জগদানন্দ ভিতরে ক্রোধ, বাহিরে মহাদুঃখী ॥ ২০॥

মহাপ্রভুর অসম্মতিক্রমে জগদানন্দের বৃন্দাবনগমন

পূর্ব্বে জগদানন্দের ইচ্ছা—বৃন্দাবন যাইতে।
প্রভু আজ্ঞা না দেন তাতে না পারে চলিতে ॥২১॥
ভিতরের ক্রোধ দুঃখ প্রকাশ না কৈল।
মথুরা যাইতে প্রভু-স্থানে আজ্ঞা মাগিল ॥ ২২ ॥
প্রভু কহে—মথুরা যাবে আমায় ক্রোধ করি।
আমায় দোষ লাগাইয়া হইবে ভিখারী ॥ ২৩ ॥
জগদানন্দ কহে প্রভুর ধরিয়া চরণ—।
পূর্ব্ব হৈতে ইচ্ছা মোর যাইতে বৃন্দাবন ॥ ২৪ ॥
প্রভুর আজ্ঞা নাহি তাতে না পারি যাইতে।
এবে আজ্ঞা দেহ, অবশ্য চলিব নিশ্চিতে ॥ ২৫ ॥
প্রভু প্রীতে তাঁরে গমন না করে অঙ্গীকার।
তেঁহো প্রভুর ঠাঁই আজ্ঞা মাগে বারবার ॥ ২৬ ॥
স্বরূপের ঠাঁই পণ্ডিত কৈল নিবেদন—।
পূর্ব্ব হৈতে বৃন্দাবন যাইতে মোর মন ॥ ২৭ ॥

* শরলাতে—কলার বাস্‌নায়।

প্রভুর আজ্ঞা বিনা তাঁহা যাইতে না পারি।
এবে আজ্ঞা না দেন মোরে ক্রোধে "যাহ" বলি ॥ ২৮ ॥
সহজেই তাঁহা মোর যাইতে মন হয়।
প্রভুর আজ্ঞা লৈয়া দেহ করিয়া বিনয় ॥ ২৯ ॥
তবে স্বরূপ-গোঁসাই কহে প্রভুর চরণে—।
জগদানন্দের ইচ্ছা বড় যাইতে বৃন্দাবনে ॥ ৩০ ॥
তোমার ঠাঁই আজ্ঞা তেঁহো মাগে বারবার।
আজ্ঞা দেহ মথুরা দেখি আইসে একবার ॥ ৩১ ॥
আই দেখিবারে যৈছে গৌড়দেশে যায়।
তৈছে একবার বৃন্দাবন দেখি আয় ॥ ৩২ ॥
স্বরূপ-গোঁসাইর বোলে প্রভু আজ্ঞা দিল।
জগদানন্দে বোলাইয়া তারে শিক্ষাইল — ॥ ৩৩ ॥
বারাণসী পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দ যাবে পথে।
আগে সাবধান, যাইহ ক্ষত্রিয়াদি-সাথে ॥ ৩৪ ॥
কেবল গৌড়ীয়া পাইলে বাটপাড় করি বান্ধে।
সব লুটি বান্ধি রাখে, যাইতে বিরোধে ॥ ৩৫ ॥
মথুরা গেলে সনাতনের সঙ্গেই সে রহিবা।
মথুরার স্বামী সবার চরণ বন্দিবা ॥ ৩৬ ॥
দূরে রহি ভক্তি করিবা, সঙ্গে না রহিবা।
তাঁ-সবার আচার, চেষ্টা লইতে নারিবা ॥ ৩৭ ॥
সনাতন-সঙ্গে করিহ বন-দরশন।
সনাতনের সঙ্গ না ছাড়িহ একক্ষণ ॥৩৮ ॥
শীঘ্র আসিহ, তাঁহা না রহিও চিরকাল।
গোবর্দ্ধনে না চড়িহ দেখিতে গোপাল ॥ ৩৯ ॥
'আমিহ আসিতেছি' কহিও সনাতনে।
আমার তরে এক স্থান করে বৃন্দাবনে ॥ ৪০ ॥
এত বলি জগদানন্দে কৈল আলিঙ্গন।
জগদানন্দ চলিলা প্রভুর বন্দিয়া চরণ ॥ ৪১ ॥
সব-ভক্ত-ঠাঁই তবে আজ্ঞা মাগিলা।
বনপথে চলি চলি বারাণসী আইলা ॥ ৪২ ॥
তপন-মিশ্র চন্দ্রশেখর দোঁহারে মিলিলা।
তাঁর ঠাঁই প্রভুর কথা সকলি শুনিলা ॥ ৪৩ ॥
মথুরা আসিয়া শীঘ্র মিলিল সনাতনে।
দুই জনের সঙ্গে দোঁহে আনন্দিত মনে ॥ ৪৪ ॥
সনাতন দেখাইল তাঁরে দ্বাদশাদি বন।
গোকুলে রহিলা দোঁহে দেখি মহাবন ॥ ৪৫ ॥*
সনাতনের গোফাতে দোঁহে রহে একঠাঁই।
পণ্ডিত করেন পাক দেবালয়ে যাই ॥ ৪৬ ॥
সনাতন ভিক্ষা করে যাই মহাবনে।
কভু দেবালয়ে, কভু ব্রাহ্মণ-সদনে ॥ ৪৭ ॥
সনাতন পণ্ডিতের করেন সমাধান।
মহাবনে মাগি আনি দেন অন্নপান ॥ ৪৮ ॥
একদিন সনাতনে পণ্ডিত নিমন্ত্রিল।
নিত্যকৃত্য করি তেঁহো পাক চড়াইল ॥ ৪৯ ॥
মুকুন্দ সরস্বতী নাম সন্ন্যাসী মহাজনে।
এক বহির্ব্বাস তেঁহো দিল সনাতনে ॥ ৫০ ॥
সনাতন সেই বস্ত্র মস্তকে বান্ধিয়া।
জগদানন্দের বাসা-দ্বারে বসিলা আসিয়া ॥ ৫১ ॥
রাঙ্গা বস্ত্র দেখি পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
মহাপ্রভুর প্রসাদ জানি তাঁহারে পুছিলা ॥ ৫২ ॥
কোথায় পাইলে এই রাতুল বসন।
মুকুন্দ সরস্বতী দিল --কহে সনাতন ॥ ৫৩ ॥
শুনি পণ্ডিতের মনে ক্রোধ উপজিল।
ভাতের হাঁড়ি লৈয়া তাঁরে মারিতে আইল ॥৫৪॥
সনাতন তাঁরে জানি লজ্জিত হইলা।
চুলাতে হাঁড়ি ধরি পণ্ডিত কহিতে লাগিলা ॥৫৫॥
তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদ-প্রধান।
তোমা-সম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন ॥ ৫৬ ॥
অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি ধর শিরে।
কোন্ ঐছে হয়, ইহা পারে সহিবারে ॥ ৫৭ ॥
সনাতন কহে—সাধু, পণ্ডিত-মহাশয়।
তোমা-সম চৈতন্যের প্রিয় কেহো নয় ॥ ৫৮ ॥
ঐছে চৈতন্য-নিষ্ঠা আছয়ে তোমাতে।
তুমি না দেখাইলে ইহা শিখিব কেমতে ॥ ৫৯ ॥

---

* মহাবন—এই বন গোকুলের খুব নিকটে অবস্থিত।

যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বান্ধিল।
সেই অপূর্ব্ব প্রেম এই প্রত্যক্ষ দেখিল ॥ ৬০ ॥
রক্ত-বস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না জুয়ায়।
কোনো পরদেশীকে দিব, কি কাজ ইহায় ॥ ৬১ ॥
পাক করি জগদানন্দ চৈতন্যে সমর্পিল।
দুইজন বসি তবে প্রসাদ পাইল ॥ ৬২ ॥
প্রসাদ পাইয়া অন্যোন্যে কৈল আলিঙ্গন।
চৈতন্য-বিরহে দোঁহে করেন ক্রন্দন ॥ ৬৩ ॥
এইমত মাস দুই রহিলা বৃন্দাবনে।
চৈতন্যবিরহ-দুঃখ না যায় সহনে ॥ ৬৪ ॥
মহাপ্রভুর সন্দেশ কহিল সনাতনে—।
আমিও আসিতেছি, রহিতে করিহ একস্থানে ॥ ৬৫ ॥
জগদানন্দ পণ্ডিত তবে আজ্ঞা মাগিল।
সনাতন প্রভুকে কিছু ভেট-বস্তু দিল ॥ ৬৬ ॥
রাসস্থলীর বালু, আর গোবর্দ্ধনের শিলা।
শুষ্ক পক্ব পেলুফল, আর গুঞ্জামালা ॥ ৬৭ ॥
জগদানন্দ-পণ্ডিত চলিলা সব লৈয়া।
ব্যাকুল হৈলা সনাতন তাঁরে বিদায় দিয়া ॥ ৬৮ ॥
প্রভুর নিমিত্ত স্থান এক মনে বিচারিল।
দ্বাদশ-আদিত্য-টিলায় মঠ এক পাইল ॥ ৬৯ ॥
সেই স্থান রাখিল গোসাঞি সংস্কার করিয়া।
মঠের আগে রাখিল এক চালি বান্ধিয়া ॥ ৭০ ॥
শীঘ্র চলি নীলাচলে গেল জগদানন্দ।
সব-ভক্ত-সহ গোঁসাই পরম-আনন্দ ॥ ৭১ ॥
প্রভুর চরণ বন্দি সবারে মিলিলা।
মহাপ্রভু তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা ॥ ৭২ ॥
সনাতনের নামে পণ্ডিত দণ্ডবত কৈল।
রাসস্থলীর ধূলি আদি সব ভেট দিল ॥ ৭৩ ॥
সব দ্রব্য রাখি পিলু দিলেন বাঁটিয়া।
বৃন্দাবনের ফল বলি খায় হৃষ্ট হৈয়া ॥ ৭৪ ॥
যেই জানে সেই আঁঠি সহিত গিলিল।
যে না জানে গৌড়ীয়া পীলু চিবাইয়া খাইল ॥৭৫॥
মুখে তার ছাল গেলে জিহ্বায় বহে লালা।
বৃন্দাবনের পিলু খাইতে এই এক লীলা ॥ ৭৬ ॥
জগদানন্দের আগমনে সবার উল্লাস।
এইমত নীলাচলে প্রভুর বিলাস ॥ ৭৭ ॥

দেবদাসী-মুখে গীতগোবিন্দের পদ শুনিয়া
মহাপ্রভুর বাহ্য জ্ঞান লোপ

একদিন প্রভু যমেশ্বর-টোটায় যাইতে।
সেই কালে দেবদাসী লাগিলা গাইতে ॥ ৭৮ ॥
গুর্জ্জরী-রাগ লইয়া সুমধুর-স্বরে।
গীতগোবিন্দ-পদ গায় জগ মন হরে ॥ ৭৯ ॥
দূরে গান শুনি প্রভুর হইল আবেশ।
স্ত্রী পুরুষ কেবা গায় না জানে বিশেষ ॥ ৮০ ॥
তারে মিলিবারে প্রভু আবেশে ধাইলা।
পথেতে শিজের বাড়ি ফুটিয়া চলিলা ॥ ৮১ ॥
অঙ্গে কাটা লাগিল ইহা কিছুই না জানিলা।
আস্তে ব্যস্তে গোবিন্দ তাঁর পাছেতে ধাইলা ॥ ৮২
ধাইয়া যায় প্রভু, স্ত্রী আছে অল্প দূরে।
স্ত্রী যায় বলি গোবিন্দ প্রভু কৈল কোলে ॥ ৮৩
স্ত্রী-নাম শুনি প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হৈলা।
পুনরপি সেই পথে বাহুড়ি চলিলা ॥ ৮৪ ॥*
প্রভু কহে—গোবিন্দ আজি রাখিলে জীবন।
স্ত্রী-স্পর্শ হৈলে আমার হইত মরণ ॥ ৮৫ ॥
এ ঋণ শোধিতে আমি নারিব তোমার।
গোবিন্দ কহে—জগন্নাথ রাখে মুই কোন্ ছার ॥ ৮৬
প্রভু কহে—তুমি মোর সঙ্গেই রহিবা।
যাহা তাঁহা মোর রক্ষায় সাবধান হৈবা ॥ ৮৭ ॥
এত বলি লেউটি† প্রভু গেলা নিজ-স্থানে।
শুনি মহাভয় হৈল স্বরূপাদি মনে ॥ ৮৮ ॥

* বাহুড়ি—ফিরিয়া। † লেউটি—ফিরিয়া।

মহাপ্রভু-সহ ভট্ট-রঘুনাথের মিলন-প্রসঙ্গ

এথা তপন-মিশ্র-পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য।
প্রভুকে দেখিতে চলিলা ছাড়ি সর্ব্ব কার্য্য ॥ ৮৯ ॥
কাশী হৈতে চলিলা তেঁহো গৌড়পথ দিয়া।
সঙ্গে সেবক চলে তাঁর ঝালি বহিয়া ॥ ৯০ ॥
পথে তাঁরে মিলিলা বিশ্বাস রামদাস।
বিশ্বাসখানার কায়স্থ তেঁহো রাজার বিশ্বাস ॥৯১॥
সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ কাব্যপ্রকাশ-অধ্যাপক।
পরম বৈষ্ণব—রঘুনাথ-উপাসক ॥ ৯২ ॥
অষ্টপ্রহর 'রাম'-নাম জপে রাত্রিদিনে।
সর্ব্ব ত্যাগি চলিলা জগন্নাথ-দরশনে ॥ ৯৩ ॥
রঘুনাথভট্ট-সনে পথেতে মিলিলা।
ভট্টের ঝালি মাথায় করি বহিয়া চলিলা ॥ ৯৪ ॥
নানা সেবা করি করে পাদ-সম্বাহন।
তাতে রঘুনাথের হয় সঙ্কুচিত মন— ॥ ৯৫ ॥
তুমি বড় লোক পণ্ডিত মহাভাগবত।
সেবা না করিহ, সুখে চল মোর সাথ ॥ ৯৬ ॥
রামদাস কহে—আমি শূদ্র অধম।
ব্রাহ্মণের সেবা—এই মোর নিজ-ধর্ম্ম ॥ ৯৭ ॥
সঙ্কোচ না কর তুমি, আমি তোমার দাস।
তোমার সেবা করিলে হয় হৃদয়ে উল্লাস ॥ ৯৮ ॥
এত বলি ঝালি বহে করেন সেবনে।
রঘুনাথের তারক-মন্ত্র জপে রাত্রিদিনে ॥ ৯৯ ॥
এইমতে রঘুনাথ আইলা নীলাচলে।
মহাপ্রভুর চরণে যাইয়া মিলিলা কুতূহলে ॥১০০॥
দণ্ড-প্রণাম করি ভট্ট চরণে পড়িলা।
প্রভু রঘুনাথ জানি আলিঙ্গন কৈলা ॥ ১০১ ॥
মিশ্র, আর শেখরের প্রণাম জানাইল।
মহাপ্রভু তাঁহা-সবার বার্ত্তা পুছিল ॥ ১০২ ॥
ভাল হৈল আইলে, দেখ কমললোচন।
আজি আমার এথা করিবে প্রসাদ-ভোজন ॥১০৩॥
গোবিন্দেরে কহি এক বাসা দেওয়াইলা।
স্বরূপাদি-ভক্তগণ-সনে মিলাইলা ॥ ১০৪ ॥
এইমত প্রভুর সঙ্গে রহিল অষ্ট মাস।
দিনে দিনে প্রভুর কৃপায় বাঢ়য়ে উল্লাস ॥ ১০৫ ॥
মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর করে নিমন্ত্রণ।
ঘরভাত করে আর বিবিধ ব্যঞ্জন ॥ ১০৬ ॥
রঘুনাথ-ভট্ট পাকে অতি সুনিপুণ।
যেই রান্ধে, সেই হয় অমৃতের সম ॥ ১০৭ ॥
পরম সন্তোষে প্রভু করেন ভোজন।
প্রভুর অবশেষ-পাত্র ভট্টের ভক্ষণ ॥ ১০৮ ॥
রামদাস প্রথমে যবে প্রভুরে মিলিলা।
মহাপ্রভু তাঁরে অতি কৃপা না করিলা ॥ ১০৯ ॥
অন্তরে মুমুক্ষু তেঁহো বিদ্যাগর্ব্ববান্।
সর্ব্বচিত্ত-জ্ঞাতা প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ ॥ ১১০ ॥
রামদাস কৈল তবে নীলাচলে বাস।
পট্টনায়ক গোষ্ঠীকে পড়ায় কাব্যপ্রকাশ ॥ ১১১ ॥
অষ্ট মাস রহি প্রভু ভট্টে বিদায় দিলা।
'বিবাহ না করিহ' বলি নিষেধ করিলা ॥ ১১২ ॥
বৃদ্ধ মাতা-পিতা যাই করহ সেবন।
বৈষ্ণব-স্থানে ভাগবত কর অধ্যয়ন ॥ ১১৩ ॥
পুনরপি একবার আসিহ নীলাচলে।
এত বলি কণ্ঠমালা দিলা তাঁর গলে ॥ ১১৪ ॥
আলিঙ্গন করি প্রভু তাঁরে বিদায় দিলা।
প্রেমে গরগর ভট্ট কান্দিতে লাগিলা ॥ ১১৫ ॥
স্বরূপাদি-ভক্ত-ঠাঁই আজ্ঞা মাগিয়া।
বারাণসী আইলা ভট্ট প্রভু-আজ্ঞা পাইয়া ॥ ১১৬ ॥
চারি বৎসর পিতা-মাতার সেবা করিল।
বৈষ্ণব-পণ্ডিত-স্থানে ভাগবত পড়িল ॥ ১১৭ ॥
পিতা মাতা কাশী পাইলে উদাসীন হৈয়া।
পুনঃ প্রভু-ঠাঁই আইলা গৃহাদি ছাড়িয়া ॥ ১১৮ ॥
পূর্ব্ববৎ অষ্টমাস প্রভু-পাশ ছিলা।
অষ্টমাস রহি প্রভু পুনঃ আজ্ঞা দিলা— ॥ ১১৯ ॥
আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ! যাহ বৃন্দাবন।
তাঁহা যাই রহ যাঁহা রূপ-সনাতন ॥ ১২০ ॥
ভাগবত পড়, সদা লহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ-ভগবান্ ॥ ১২১ ॥

এত বলি প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈলা।
প্রভুর কৃপাতে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হৈলা ॥ ১২২ ॥
চৌদ্দহাত জগন্নাথের তুলসীর মালা।
ছুটা-পানবিঁড়া মহোৎসবে পাইয়াছিলা ॥ ১২৩॥*
সেই মালা, ছুটাপান প্রভু তাঁরে দিলা।
ইষ্টদেব করি মালা ধরিয়া রাখিলা ॥ ১২৪ ॥
প্রভু ঠাঁই আজ্ঞা লৈয়া আইলা বৃন্দাবন।
আশ্রয় করিলা আসি রূপ-সনাতন ॥ ১২৫ ॥
রূপ-গোঁসাইর সভায় করে ভাগবত-পঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় তাঁর মন ॥১২৬॥
অশ্রু কম্প গদগদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্র কণ্ঠ রোধে বাষ্প, না পারে পড়িতে ॥ ১২৭ ॥
পিকস্বর-কণ্ঠ, তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ ॥ ১২৮ ॥
কৃষ্ণের মাধুর্য্য সৌন্দর্য্য যবে পড়ে শুনে।
প্রেমে বিহ্বল হয় তবে কিছুই না জানে ॥ ১২৯॥
গোবিন্দ-চরণে কৈল আত্মসমর্পণ।
গোবিন্দ-চরণারবিন্দ যাঁর প্রাণধন ॥ ১৩০ ॥
নিজ-শিষ্যে কহি গোবিন্দের মন্দির করাইল
বংশী, মকরকুণ্ডলাদি ভূষণ করি দিল ॥ ১৩১
গ্রাম্যবার্ত্তা নাহি শুনে, না করে জিহ্বায়।
কৃষ্ণকথা, পূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায় ॥ ১৩২ ॥
বৈষ্ণবের নিন্দ্যকর্ম্ম নাহি শুনে কাণে।
সবে কৃষ্ণ-ভজন করে—এই মাত্র জানে ॥ ১৩৩ ॥
মহাপ্রভুর দত্ত-মালা স্মরণের কালে।
প্রসাদ-কড়ার-সহ বান্ধিলেন গলে ॥ ১৩৪ ॥
প্রভুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম অনর্গল।
এই ত কহিল তাঁতে চৈতন্য-কৃপাফল ॥ ১৩৫ ॥
জগদানন্দের কহিল বৃন্দাবন-আগমন।
তার মধ্যে দেবদাসীর গান-শ্রবণ ॥ ১৩৬ ॥
মহাপ্রভুর রঘুনাথে কৃপা-প্রেমফল।
এক পরিচ্ছেদে তিন কথা কহিল সকল ॥ ১৩৭ ॥
এই কথা যেই জন শুনে শ্রদ্ধা করি।
তারে কৃষ্ণপ্রেম-ধন দেন গৌরহরি ॥ ১৩৮ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৩৯

* ছুটা-পানবিঁড়া—ছুটা নামে পানের খিলি।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদানন্দবৃন্দাবনগমনং নাম ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণবিচ্ছেদ-বিভ্রান্ত্যা মনসা বপুষা ধিয়া।
যদ্ যদ্ ব্যধত্ত গৌরাঙ্গস্তল্লেশঃ কথ্যতেঽধুনা ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণবিরহ-জনিত বিভ্রমবশতঃ শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ মন, দেহ ও বুদ্ধি দ্বারা যাহা যাহা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই কিছু বলিতেছি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভগবান।
জয় জয় গৌরচন্দ্র ভক্তগণ-প্রাণ ॥ ২ ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য-জীবন।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-প্রিয়তম ॥ ৩ ॥
জয় স্বরূপ, শ্রীবাসাদি প্রভুর ভক্তগণ।
শক্তি দেহ করি যেন চৈতন্য-বর্ণন ॥ ৪ ॥
প্রভুর বিরহোন্মাদ-ভাব গম্ভীর।
বুঝিতে না পারে কেহো যদ্যপি হয় ধীর ॥ ৫ ॥
বুঝিতে না পারি যাহা বর্ণিতে কে পারে।
সেই বুঝে বর্ণে চৈতন্য শক্তি দেন যারে ॥ ৬ ॥
স্বরূপ-গোঁসাই, আর রঘুনাথ দাস।
এই দুই কড়চাতে এ লীলা-প্রকাশ ॥ ৭ ॥
সেই কালে এই দুই রহে প্রভুর পাশে।
আর সব কড়চা-কর্ত্তা রহে দূরদেশে ॥ ৮ ॥
ক্ষণে ক্ষণে অনুভবি এই দুই জন।
সংক্ষেপে বাহুল্যে কৈল কড়চা-গ্রন্থন ॥ ৯ ॥
স্বরূপ সূত্রকর্ত্তা, রঘুনাথ বৃত্তিকার।
তাহার বাহুল্য বর্ণি পাঁজি-টীকা-ব্যবহার ॥ ১০ ॥
তাতে বিশ্বাস করি শুন ভাবের বর্ণন।
হইবে ভাবের জ্ঞান, পাইবে প্রেমধন ॥ ১১ ॥
কৃষ্ণ মথুরা গেলে গোপীর যে দশা হইল।
কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল ॥ ১২ ॥
উদ্ধব দর্শনে যৈছে রাধার প্রলাপ।
ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুর সে উন্মাদ-বিলাপ ॥ ১৩॥
রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান।
সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধা-জ্ঞান ॥ ১৪ ॥
দিব্যোন্মাদে ঐছে হয় কি ইহা বিস্ময়।
অধিরূঢ়-ভাবে দিব্যোন্মাদ প্রলাপ হয় ॥ ১৫ ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ স্থায়িভাব-প্রকরণে ১৩৭-শ্লোঃ —

এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে।
উদ্ঘূর্ণা-চিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ ॥ ১৬ ॥

কোন এক অনির্ব্বচনীয়-গতি-প্রাপ্ত মোহন নামক যে ভাব, সেই মোহন-ভাবের ভ্রমতুল্য-অদ্ভুত বিচিত্রতাকে দিব্যোন্মাদ বলে। এই দিব্যোন্মাদে উদ্ঘূর্ণা, চিত্রজল্প প্রভৃতি অনেক রকম বা শ্রেণী-বিভাগ আছে ॥ ১৬ ॥

স্বপ্নে রাসলীলা-দর্শনে মহাপ্রভুর আবেশ ও নিদ্রা-ভঙ্গে দুঃখ

একদিন মহাপ্রভু করিয়াছেন শয়ন।
কৃষ্ণ রাসলীলা করে—দেখিল স্বপন ॥ ১৭ ॥
ত্রিভঙ্গ-সুন্দর দেহ মুরলী-বদন।
পীতাম্বর বনমালী মদনমোহন ॥ ১৮ ॥
মণ্ডলীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্ত্তন।
মধ্যে রাধা-সহ নাচে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৯ ॥
দেখি প্রভু সেই রসে আবিষ্ট হইল।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইনু—এই জ্ঞান হৈল ॥ ২০ ॥
প্রভুর বিলম্ব দেখি গোবিন্দ জাগাইলা।
জাগিলে স্বপ্ন-জ্ঞান-ভঙ্গে প্রভু দুঃখী হৈলা ॥ ২১॥
দেহাভ্যাসে নিত্য-কৃত্য করি সমাপন।
কালে যাই জগন্নাথ কৈল দরশন ॥ ২২ ॥
যাবৎকাল দর্শন করে গরুড়ের পাছে।
প্রভুর আগে দর্শন করে লোক লাখে লাখে ॥২৩॥
উড়িয়া এক স্ত্রী ভিঁড়ে দর্শন না পাইয়া।
গরুড়ে চড়ি দেখে প্রভুর স্কন্ধে পদ দিয়া ॥ ২৪ ॥

দেখি গোবিন্দ আস্তেব্যস্তে স্ত্রীকে বর্জ্জিলা।
তারে নামাইতে প্রভু গোবিন্দে নিষেধিলা ॥ ২৫ ॥
আদিবস্যা ! এই স্ত্রীকে না কর বর্জ্জন।
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন ॥ ২৬ ॥
আস্তেব্যস্তে সেই নারী ভূমিতে নামিলা।
মহাপ্রভু দেখি তাঁর চরণ বন্দিলা ॥ ২৭ ॥
তার আর্ত্তি দেখি প্রভু কহিতে লাগিলা—।
এত আর্ত্তি জগন্নাথ আমারে না দিলা ॥ ২৮ ॥
জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু-মন-প্রাণে।
মোর কান্ধে পদ দিয়াছে তাহো নাহি জানে ॥ ২৯ ॥
অহো ভাগ্যবতী এই, বন্দোঁ ইহার পায়।
ইহার প্রসাদে ঐছে আর্ত্তি মোর যেন হয় ॥৩০॥
পূর্ব্বে আসি যবে কৈলা জগন্নাথ-দরশন।
জগন্নাথে দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৩১ ॥
স্বপ্নদর্শনাবেশে তদ্রূপ হৈল মন।
যাঁহা তাঁহা দেখি সর্ব্বত্র মুরলীবদন ॥ ৩২ ॥
এবে যদি স্ত্রীকে দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল।
জগন্নাথ-সুভদ্রা-রামের স্বরূপ দেখিল ॥ ৩৩ ॥
কুরুক্ষেত্রে দেখি কৃষ্ণ—ঐছে হৈল মন।
কাঁহা কুরুক্ষেত্রে আইলাম, কাঁহা বৃন্দাবন ॥ ৩৪
প্রাপ্তরত্ন হারাইয়া ঐছে ব্যগ্র হইলা।
বিষণ্ণ হইয়া প্রভু নিজ-বাসা আইলা ॥ ৩৫ ॥
ভূমির উপরে বসি নখে ভূমি লেখে।
অশ্রুগঙ্গা নেত্রে বহে, কিছু নাহি দেখে ॥ ৩৬ ॥
পাইয়া বৃন্দাবন-নাথ পুনঃ হারাইনু।
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ, কাঁহা মুই আইনু ॥৩৭॥
স্বপ্নাবেশে প্রেমে প্রভুর গরগর মন।
বাহ্য হৈলে হয় যেন হারাইনু ধন ॥ ৩৮ ॥
উন্মত্তের প্রায় প্রভু করে গান নৃত্য।
দেহের স্বভাবে করে স্নান-ভোজন-কৃত্য ॥ ৩৯ ॥
রাত্রি হৈলে স্বরূপ-রামানন্দেরে লইয়া।
আপন-মনের কথা কহে উঘাড়িয়া ॥ ৪০ ॥

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ—

প্রাপ্ত-প্রণষ্টাচ্যুত-বিত্তঃ আত্মা
যযৌ বিষাদোজ্ঝিত-দেহ-গেহঃ।
গৃহীত-কাপালিক-ধর্ম্মকো মে
বৃন্দাবনং সেন্দ্রিয়-শিষ্যবৃন্দঃ ॥ ৪১ ॥

শ্রীকৃষ্ণরূপ প্রাপ্ত-ধনকে হারাইয়া আমার মন দুঃখে দেহ-রূপ গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোগী হইয়া ইন্দ্রিয়-রূপ শিষ্যগণের সহিত শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছে অর্থাৎ কৃষ্ণহারা হইয়া আমার মন আমাকে ছাড়িয়া, কৃষ্ণদর্শন-লালসায় আমার চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণকে সঙ্গে লইয়া, একেবারে বৃন্দাবনে চলিয়া গিয়াছে। আমি রহিয়াছি নীলাচলে বটে, কিন্তু আমার মন, চোখ, কাণ প্রভৃতি সব গিয়াছে বৃন্দাবনে ॥৪১॥

স্বপ্ন বিরহে মহাপ্রভুর প্রলাপ এবং অদ্ভুত প্রেম বিকার ও বাহ্যজ্ঞান লাভ

অস্যার্থঃ। যথারাগঃ।

প্রাপ্ত-রত্ন হারাইয়া, তার গুণ সঙরিয়া,
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।
রায়-স্বরূপের কণ্ঠ ধরি, কহে হা হা হরি হরি,
ধৈর্য্য গেল হইল চপল ॥ ৪২ ॥
শুন বান্ধব ! কৃষ্ণের মাধুরী।
যার লোভে মোর মন, ছাড়ি লোক-বেদ ধর্ম্ম,
যোগী হৈয়া লইল ভিখারী ॥ ৪৩ ॥
কৃষ্ণলীলা-মণ্ডল, শুদ্ধশঙ্খ-কুণ্ডল,
গড়িয়াছে শুক-কারিকর।
সেই কুণ্ডল কাণে পরি, তৃষ্ণা-লাউথালী ধরি,
আশা-ঝুলি কান্ধের উপর ॥ ৪৪ ॥
চিন্তা-কাঁথা উড়ি গায়, ধূলি-বিভূতি-মলিন-কায়,
হা হা কৃষ্ণ প্রলাপ-উত্তর !
উদ্বেগ-দ্বাদশ হাতে, লোভে ঝুলনি মাথে,
ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস-শুকাদি যোগিজন, কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন,
ব্রজে তাঁর যত লীলাগণ।
ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে, করিয়াছে বর্ণনে,
সেই তর্জ্জা পড়ে অনুক্ষণ ॥ ৪৬ ॥
দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি, মহাবাউল নাম ধরি,
শিষ্য লৈয়া করিল গমন।
মোর দেহ স্বসদন, বিষয়-ভোগ মহাধন,
সব ছাড়ি গেল বৃন্দাবন ॥ ৪৭ ॥
বৃন্দাবনে প্রজাগণ, যত স্থাবর জঙ্গম,
বৃক্ষলতা-গৃহস্থ-আশ্রমে।
তার ঘরে ভিক্ষাটন, ফল-মূল-পত্রাশন,
এই বৃত্তি করে শিষ্য-সনে ॥ ৪৮ ॥
কৃষ্ণ-গুণ-রূপ-রস, গন্ধ-শব্দ-পরশ,
যে সুধা আস্বাদে গোপীগণ।
তাঁ-সবার গ্রাস-শেষে, আনি পঞ্চেন্দ্রিয়-শিষ্যে,
সে ভিক্ষায় রাখয়ে জীবন ॥ ৪৯ ॥
শূন্য-কুঞ্জমণ্ডপ-কোণে, যোগাভ্যাস কৃষ্ণধ্যানে,
তাহা রহে লৈয়া শিষ্যগণ।
কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন, সাক্ষাৎ দেখিতে মন,
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ ॥ ৫০ ॥
মন কৃষ্ণ-বিয়োগী, দুঃখে মন হৈল যোগী,
সে বিয়োগে দশ দশা হয়।
সে দশায় ব্যাকুল হৈয়া, মন গেল পলাইয়া,
শূন্য মোর শরীর-আলয় ॥ ৫১ ॥
কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশ দশা হয়।
সেই দশ দশা প্রভুর শরীরে উদয় ॥ ৫২ ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদ-প্রকরণে ৬৪-শ্লোকঃ—

চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দ্দশা দশঃ ॥ ৫৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বিরহে চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, দেহের ক্ষীণতা, অঙ্গের মালিন্য, প্রলাপ বকা, ব্যাধির ন্যায় দেহের উত্তাপ, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু অর্থাৎ মূর্চ্ছা এই দশ দশা হইয়া থাকে ॥ ৫৩

এই দশ দশায় প্রভু ব্যাকুল রাত্রিদিনে।
কভু কোনো দশা উঠে স্থির নহে মন ॥ ৫৪ ॥
এত কহি মহাপ্রভু মৌন করিলা।
রামানন্দ-রায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ৫৫ ॥
স্বরূপ-গোঁসাই করে কৃষ্ণলীলা-গান।
দুই জনে কৈল কিছু প্রভুর বাহ্য-জ্ঞান ॥ ৫৬ ॥
এইমত অর্দ্ধ-রাত্রি কৈল নির্ব্বাহণ।
ভিতর-প্রকোষ্ঠে প্রভুরে করাইল শয়ন ॥ ৫৭ ॥
রামানন্দ-রায় তবে গেলা নিজ-ঘরে।
স্বরূপ, গোবিন্দ দোঁহে শুইল দুয়ারে ॥ ৫৮ ॥
সব রাত্রি মহাপ্রভু করে জাগরণ।
উচ্চ করি করে কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৫৯ ॥
শব্দ না পাইয়া স্বরূপ কবাট কৈল দূরে।
তিন দ্বার দেওয়া আছে, প্রভু নাহি ঘরে ॥ ৬০ ॥
চিন্তিত হইলা সবে প্রভু না দেখিয়া।
প্রভু চাহি বুলে সবে দীউটি জ্বালিয়া ॥ ৬১ ॥
সিংহদ্বারের উত্তরদিকে আছে একঠাই।
তার মধ্যে পড়ি আছেন চৈতন্য-গোঁসাই ॥ ৬২ ॥
দেখি স্বরূপ-গোঁসাই আদি আনন্দিত হৈলা।
প্রভুর দশা দেখি পুনঃ চিন্তিতে লাগিলা ॥ ৬৩ ॥
পড়ি আছে প্রভু দীর্ঘ হাত পাঁচ ছয়।
অচেতন দেহ, নাসায় শ্বাস নাহি বয় ॥ ৬৪ ॥
এক এক হস্ত পদ দীর্ঘ তিন তিন হাতে।
অস্থি-গ্রন্থি ভিন্ন, চর্ম্ম আছে মাত্র তাতে ॥ ৬৫ ॥
হস্ত পদ গ্রীবা কটির অস্থি-সন্ধি যত।
এক এক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত ॥ ৬৫ ॥
চর্ম্মমাত্র উপরে সন্ধির আছে দীর্ঘ হৈয়া।
দুঃখিত হইলা সবে প্রভুকে দেখিয়া ॥ ৬৭ ॥
মুখে লালা ফেন প্রভুর উত্তান-নয়ান।
দেখিতেই সব ভক্তের দেহ ছাড়ে প্রাণ ॥ ৬৮ ॥

স্বরূপ-গোঁসাই তবে অত্যুচ্চ করিয়া।
প্রভুর কাণে 'কৃষ্ণ' কহে ভক্তগণ লৈয়া ॥ ৬৯ ॥
বহুক্ষণে কৃষ্ণনাম হৃদয়ে পশিলা।
'হরি বোল' বলি প্রভু গর্জ্জিয়া উঠিলা ॥ ৭০ ॥
চেতন হইতে অস্থি-সন্ধি সকল লাগিল।
পূর্ব্ব-প্রায় যথাযোগ্য শরীর হইল ॥ ৭১ ॥
এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথ-দাস।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥ ৭২ ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরৌ
৪র্থ-শ্লোকঃ—

ক্বচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতি-সুতস্যোরু-বিরহাৎ-
শ্লথৎ-শ্রীসন্ধিত্বাদ্দধদধিক-দৈর্ঘ্যং ভুজ-পদোঃ।
লুঠন্ ভূমৌ কাক্বা বিকল-বিকলং গদ্‌গদ্‌বচা
শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৭৩ ॥

কাশী-মিশ্রের গৃহে কোন একদিন উৎকট কৃষ্ণ-বিরহে, যাঁহার দেহের সন্ধিসকল শিথিল হওয়ায়, যাঁহার হস্ত ও পদ অধিক দীর্ঘ হইয়াছিল এবং যিনি সেই অবস্থায় মাটিতে গড়াগড়ি দিতে দিতে কাতর হইয়া গদগদ-বচনে রোদন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন ॥ ৭৩ ॥

সিংহদ্বার দেখি প্রভুর বিস্ময় হইল।
'কাঁহা ? কর কিবা ?'—এই স্বরূপে পুছিল ॥ ৭৪ ॥
স্বরূপ কহে—উঠ প্রভু, চল নিজ-ঘর।
তথাই তোমারে সব করিব গোচর ॥ ৭৫ ॥
এত বলি প্রভু ধরি ঘরে লৈয়া গেলা।
তাঁহার অবস্থা সব তাঁহারে কহিলা ॥ ৭৬ ॥
শুনি মহাপ্রভুর হৈল বড় চমৎকার।
প্রভু কহে—কিছু স্মৃতি নাহিক আমার ॥ ৭৭ ॥
সবে দেখি—কৃষ্ণ হয় মোর বিদ্যমান।
বিদ্যুৎ-প্রায় দেখা দিয়া হয় অন্তর্দ্ধান ॥ ৭৮ ॥

হেনকালে জগন্নাথের পানিশঙ্খ বাজিল।
স্নান করি মহাপ্রভু দরশনে গেল ॥ ৭৯ ॥
এই ত কহিল প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার ॥ ৮০ ॥
লোকে নাহি দেখি ঐছে, শাস্ত্রে নাহি শুনি।
হেন ভাব ব্যক্ত করে ন্যাসি-চূড়ামণি ॥ ৮১ ॥
শাস্ত্র-লোকাতীত যেই যেই ভাব হয়।
ইতর-লোকের তাতে না হয় নিশ্চয় ॥ ৮২ ॥
রঘুনাথ-দাসের সদা প্রভু-সঙ্গে স্থিতি।
তাঁর মুখে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি ॥ ৮৩ ॥

চটকপর্ব্বত দর্শনে গোবর্দ্ধন ভ্রমে মহাপ্রভুর
দিব্যোন্মাদ বর্ণন

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্র যাইতে।
চটক-পর্ব্বত দেখিলেন আচম্বিতে ॥ ৮৪ ॥
গোবর্দ্ধন-শৈল-জ্ঞানে আবিষ্ট হৈলা।
পর্ব্বত-দিশাতে প্রভু ধাইয়া চলিলা ॥ ৮৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ২১-অঃ ১৯-শ্লোঃ—

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাস-বর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণ-চরণ-স্পর্শ-প্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ-গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়-সুযবস-কন্দর-কন্দমূলৈঃ ॥ ৮৬ ॥*

এই শ্লোক পড়ি প্রভু চলে বায়ুবেগে!
গোবিন্দ ধাইলা পাছে, নাহি পায় লাগে ॥ ৮৭ ॥
ফুকার পড়িল, মহা কোলাহল হৈল।
যেই যাঁহা ছিল, সেই উঠিয়া ধাইল ॥ ৮৮ ॥
স্বরূপ, জগদানন্দ, পণ্ডিত-গদাধর।
রামাই, নন্দাই, নীলাই, পণ্ডিত-শঙ্কর ॥ ৮৯ ॥

* অনুবাদ ৩০২ পৃষ্ঠায় ৩৪ দাগে দ্রষ্টব্য

পুরী-ভারতী-গোঁসাই আইলা সিন্ধুতীরে।
ভগবান্-আচার্য্য খঞ্জ চলে ধীরে ধীরে ॥ ৯০ ॥
প্রথমে চলিলা প্রভু যেন বায়ুগতি।
স্তম্ভ-ভাব হৈল পথে চলিতে নাহি শক্তি ॥ ৯১ ॥
প্রতি রোমকূপে মাংস ব্রণের আকার।
তার উপর রোমোদ্গম কদম্ব-প্রকার ॥ ৯২ ॥
প্রতি রোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার।
কণ্ঠ ঘর্ঘর—নাহি বর্ণের উচ্চার ॥ ৯৩ ॥
দুই নেত্র বহি অশ্রু পড়য়ে অপার।
সমুদ্রে মিলয়ে যেন গঙ্গা-যমুনা-ধার ॥ ৯৪ ॥
বৈবর্ণ্যে শঙ্খপ্রায় শ্বেত হৈল অঙ্গ।
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্র-তরঙ্গ ॥ ৯৫ ॥
কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
তবে ত গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইলা ॥ ৯৬ ॥
করোয়ার জলে করে সর্ব্বাঙ্গ-সিঞ্চন।
বহির্ব্বাস লৈয়া করে অঙ্গ-সংব্যজন ॥ ৯৭ ॥
স্বরূপাদি গণ তাঁহা আসিয়া মিলিলা।
প্রভুর অবস্থা দেখি কান্দিতে লাগিলা ॥ ৯৮ ॥
প্রভুর অঙ্গে দেখে অষ্টসাত্ত্বিক-বিকার।
আশ্চর্য্য সাত্ত্বিক দেখি হৈল চমৎকার ॥ ৯৯ ॥
উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তন করে প্রভুর শ্রবণে।
শীতল জলে করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-মার্জ্জনে ॥ ১০০ ॥
এইমত বহুবার করিতে করিতে।
'হরি বোল' বলি প্রভু উঠে আচম্বিতে ॥ ১০১ ॥
আনন্দে বৈষ্ণব-সব বলে 'হরি হরি'।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি চতুর্দ্দিক ভরি ॥ ১০২ ॥
উঠি মহাপ্রভু বিস্মিত ইতিউতি চায়।
যা দেখিতে চায়, তাহা দেখিতে না পায় ॥ ১০৩ ॥
বৈষ্ণব দেখিয়া প্রভুর অর্দ্ধবাহ্য হৈল।
স্বরূপ-গোঁসাইকে কিছু কহিতে লাগিল ॥ ১০৪ ॥
গোবর্দ্ধন হৈতে মোরে কে ইঁহা আনিল।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল ॥ ১০৫॥
ইঁহা হৈতে আজি মুই গেনু গোবর্দ্ধন।
দেখোঁ তথি কৃষ্ণ করে গোধন-চারণ ॥ ১০৬ ॥
গোবর্দ্ধন চড়ি কৃষ্ণ বাজাইল বেণু।
গোবর্দ্ধনের চৌদিকে চরে সব ধেনু ॥ ১০৭ ॥
বেণুধ্বনি শুনি আইলা রাধা-ঠাকুরাণী।
তার রূপ ভাব সখি! বর্ণিতে না জানি ॥১০৮॥
রাধা লৈয়া কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে।
সখীগণ চাহে মোরে ফুল উঠাইতে ॥ ১০৯ ॥
হেনকালে তুমি-সব কোলাহল কৈলা।
তাহা হৈতে ধরি মোরে ইঁহা লৈয়া আইলা ॥ ১১০ ॥
কেনে বা আনিলা মোরে বৃথা দুঃখ দিতে।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাইনু দেখিতে ॥ ১১১॥
এত বলি মহাপ্রভু করেন ক্রন্দন।
তাঁর দশা দেখি বৈষ্ণব করেন রোদন ॥ ১১২ ॥
হেনকালে আইল পুরী ভারতী দুইজন।
দোঁহা দেখি মহাপ্রভুর হইল সম্ভ্রম ॥ ১১৩ ॥
নিপট্ট বাহ্য হৈল—প্রভু দোঁহারে বন্দিলা।
প্রভুরে প্রেমে দুইজন আলিঙ্গন কৈলা ॥১১৪॥
প্রভু কহে—দোঁহে কেনে আইলা এতদূরে।
পুরী-গোঁসাই কহে তোমার নৃত্য দেখিবারে ॥ ১১৫ ॥
লজ্জিত হইলা প্রভু পুরীর বচনে।
সমুদ্রের ঘাটে আইলা সব-বৈষ্ণব-সনে ॥ ১১৬ ॥
স্নান করি মহাপ্রভু ঘরেতে আইলা।
সবা লৈয়া মহাপ্রসাদ ভোজন করিলা ॥ ১১৭ ॥
এই ত কহিল প্রভুর দিব্যোন্মাদ-ভাব।
ব্রহ্মাদি কহিতে নারে যাহার প্রভাব ॥ ১১৮ ॥
চটকগিরি-গমন-লীলা রঘুনাথ দাস।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥ ১১৯ ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষে ৮-শ্লোঃ—

সমীপে নীলাদ্রেশ্চটকগিরিরাজস্য কলনা-
দয়ে! গোষ্ঠে গোবর্দ্ধন-গিরিপতিং লোকিতুমিতঃ।

ব্রজন্মস্মীত্যুক্ত্বা প্রমদ ইব ধাবন্নবধৃতো
গণৈঃ স্বৈর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥১২০॥

নীলাচল-সমীপে চটক-পর্ব্বত দেখিয়া যিনি 'হে বন্ধুগণ! আমি ব্রজে গিরিরাজ গোবর্দ্ধন দেখিতে যাইতেছি' বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় ধাবিত হইলে, নিজ-জন কর্ত্তৃক যিনি রুদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন ১২০

এবে যত কৈলা প্রভু অলৌকিক লীলা
কে বর্ণিতে পারে সেই মহাপ্রভুর খেলা ॥ ১২১ ॥
সংক্ষেপ করিয়া কহি দিগ্‌দরশন।
ইহা যেই শুনে পায় কৃষ্ণ প্রেম-ধন ॥ ১২২ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১২৩

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে চটকগিরিগমনরূপ-দিব্যোন্মাদ-বর্ণনং নাম চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দুর্গমে কৃষ্ণভাবাব্ধৌ নিমগ্নোন্মগ্ন-চেতসা।
গৌরেণ হরিণা প্রেম-মর্য্যাদা ভুবি দর্শিতা ॥ ১ ॥

ব্রহ্মাদি-দেবতাগণেরও অগম্য-শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-সাগরে নিমগ্ন ও উন্মগ্ন-চিত্ত সেই শ্রীগৌরহরি জগতে কৃষ্ণ-প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অধীশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ পূর্ণানন্দ-কলেবর ॥ ২ ॥
জয়াদ্বৈতাচার্য্য কৃষ্ণচৈতন্য-প্রিয়তম।
জয় জয় শ্রীনিবাস-আদি ভক্তগণ ॥ ৩ ॥
এইমতে মহাপ্রভু রাত্রি-দিবসে।
আত্মস্ফূর্ত্তি নাহি, রহে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে ॥ ৪ ॥
কভু ভাবে মগ্ন, কভু অর্দ্ধ বাহ্যস্ফূর্ত্তি।
কভু বাহ্যস্ফূর্ত্তি—তিন রীতে প্রভুর স্থিতি ॥ ৫ ॥
স্নান, দর্শন, ভোজন দেহ-স্বভাবে হয়।
কুমারের চাক যেন সতত ফিরয় ॥ ৬ ॥

দিব্যোন্মাদবশতঃ মহাপ্রভুর প্রলাপ-বর্ণন

একদিন করে প্রভু জগন্নাথ-দরশন।
জগন্নাথে দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৭ ॥
একেবারে স্ফুরে প্রভুকে কৃষ্ণের পঞ্চগুণ।
পঞ্চগুণে করে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ ॥ ৮ ॥
এক মন পঞ্চগুণে পঞ্চদিকে টানে।
টানাটানি প্রভুর মন হৈল অগেয়ানে ॥ ৯ ।
হেনকালে ঈশ্বরের উপলভোগ সরিল।
ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ঘরে লৈয়া আইল। ১০
স্বরূপ রামানন্দ এই দুইজনে লৈয়া।
বিলাপ করেন দোঁহার কণ্ঠেতে ধরিয়া ১১
কৃষ্ণের বিয়োগে রাধার উৎকণ্ঠিত মন।
বিশাখাকে কহে আপন-উৎকণ্ঠা-কারণ ॥ ১২ ॥
সেই শ্লোক পড়ি আপনে করে মনস্তাপ।
শ্লোকার্থ শুনায় দোঁহাকে করিয়া বিলাপ ॥ ১৩

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে ৮-সর্গে ৩-শ্লোকঃ—

সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধু-ভঙ্গ-ললনা-চিত্তাদ্রি-সংপ্লাবকঃ
কর্ণানন্দি-সনর্ম্ম-রম্য-বচনঃ কোটীন্দু-শীতাঙ্গকঃ।
সৌরভ্যামৃত-সংপ্লবাবৃত-জগৎ-পীযূষ-রম্যাধরঃ
শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ স কর্ষতি বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি মে ॥ ১৪ ॥

শ্রীরাধিকা বলিলেন, হে সখি! যাঁহার সৌন্দর্য্যরূপ অমৃত-সাগবের তবঙ্গ ললনাগণের চিত্তরূপ পর্ব্বতকে প্লাবিত কবে, যাঁহার পবিহাসময় রম্য বচন কর্ণের সুখ দান করে, যাঁহার অঙ্গ কোটীচন্দ্র হইতেও সুশীতল, যিনি নিজ-সুসৌবভামৃতে জগৎ ভাসাইয়াছেন এবং যাঁহাব অধব-রস অমৃত হইতেও সুমধুব, সেই গোপেন্দ্রনন্দন বলপূর্ব্বক আমাব পঞ্চেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ কবিতেছেন ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ। যথারাগঃ।

কৃষ্ণ-রূপ-শব্দ-স্পর্শ-, সৌরভ্য অধররস,
যার মাধুর্য্য কহনে না যায়।
দেখি লোভী পঞ্চজন, এক অশ্ব মোর মন,
চড়ি পাঁচে পাঁচদিকে ধায় ॥ ১৫ ॥
সখি হে! শুন মোর দুঃখের কারণ।
মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ, মহালম্পট দস্যুপণ,
সবে করে—হরে পরধন ॥ ধ্রু ॥ ১৬ ॥
এক অশ্ব একক্ষণে, পাঁচে পাঁচদিকে টানে,
এক মন কোন দিকে যায়।
এককালে সবে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে,
এত দুঃখ সহনে না যায় ॥ ১৭ ॥
ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ, ইহা-সবার কাঁহা দোষ,
কৃষ্ণ-রূপাদি মহা আকর্ষণ।
রূপাদি পাঁচ পাঁচে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে,
মোর দেহে না রহে জীবন ॥ ১৮ ॥
কৃষ্ণরূপামৃতসিন্ধু, তাহার তরঙ্গ-বিন্দু,
সেই বিন্দু জগত ডুবায়।
ত্রিজগতে যত নারী, তার চিত্ত-উচ্চগিরি,
তাহো ডুবাই আগে উঠি ধায় ॥ ১৯ ॥
কৃষ্ণবচন-মাধুরী, নানা-রস-নর্ম্মধারী,
তার অন্যায় কহনে না যায়।
জগতের নারীর কাণে, মাধুরীগুণে বান্ধি টানে,
টানাটানি কাণের প্রাণ যায় ॥ ২০ ॥
কৃষ্ণ-অঙ্গ-সুশীতল, কি কহিব তার বল,
ছটায় জিনে কোটীন্দু চন্দন।
সশৈল নারীর বক্ষ, তাহা আকর্ষিতে দক্ষ,
আকর্ষয়ে নারীগণ-মন ॥ ২১ ॥
কৃষ্ণাঙ্গ-সৌরভ্য-ভর, মৃগমদ-মদ-হর,
নীলোৎপলের হরে গর্ব্ব-ধন।
জগত-নারীর নাসা, তার ভিতর করে বাসা,
নারীগণে করে আকর্ষণ ॥ ২২ ॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, তাহে কর্পূর মন্দস্মিত,
স্বমাধুর্য্যে হরে নারীর মন।
অন্যত্র ছাড়ায় লোভ, না পাইলে মনঃক্ষোভ,
ব্রজনারীগণের মূলধন ॥ ২৩ ॥
এত কহি গৌরহরি, দু'জনার কণ্ঠে ধরি,
কহে—শুন স্বরূপ, রামরায়।
কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
দোঁহে মোরে কহ সে উপায় ॥ ২৪ ॥

এইমত গৌর-প্রভু প্রতিদিনে দিনে।
বিলাপ করেন স্বরূপ-রামানন্দ-সনে ॥ ২৫ ॥
সেই দুইজন প্রভুকে করায় আস্বাদন।
স্বরূপ গায়, রায় করে শ্লোক-পঠন ॥ ২৬ ॥
কর্ণামৃত বিদ্যাপতি শ্রীগীতগোবিন্দ।
ইহার শ্লোক-গীতে প্রভুর করায় আনন্দ ॥ ২৭ ॥
একদিন মহাপ্রভু সমুদ্র-স্নান যাইতে।
পুষ্পের উদ্যান তথা দেখে আচম্বিতে ॥ ২৮ ॥
বৃন্দাবন-ভ্রমে তাঁহা পশিল ধাইয়া।
প্রেমাবেশে বুলে তাঁহা কৃষ্ণ অন্বেষিয়া ॥ ২৯ ॥
রাসে রাধা লৈয়া কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান কৈল।
পাছে সখীগণ যৈছে চাহি বেড়াইল ॥ ৩০ ॥
সেই ভাবাবেশে প্রভু প্রতি তরুলতা।
শ্লোক পড়ি পড়ি চাহি বুলে যথা যথা ॥ ৩১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ৩০-অঃ ৯।৭।৮ শ্লোঃ—

চূত-প্রিয়াল-পনসাসন-কোবিদার-
জম্বর্ক-বিল্ব-বকুলাম্র-কদম্ব-নীপাঃ।
যেঽন্যে পরার্থ-ভাবকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণ-পদবীং রহিতাত্মনাং নঃ ॥ ৩২ ॥

রাসক্রীড়া করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান করিলে তাঁহার অনুসন্ধান-কালে বিয়োগবিধুরা গোপীগণ বলিতেছেন, হে চূত, হে পিয়াল, হে পনস, হে অসন, কবিদার, হে জম্বু, হে অর্ক, হে বিল্ব, হে বকুল, হে আম্র, হে কদম্ব, হে নীপ, হে অন্যান্য বৃক্ষগণ! তোমরা যমুনাতীরবর্ত্তী, অতএব তোমরা তীর্থবাসী ও পরোপকারী। এই দেখ, আমরা কৃষ্ণ-বিরহে আত্মহারা হইয়াছি; কৃষ্ণ কোন্ পথে গিয়াছেন, দয়া করিয়া আমাদিগকে বলিয়া দাও ॥ ৩২ ॥

কচ্চিৎ তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণ-প্রিয়ে।
সহ ত্বালি-কুলৈর্বিভ্রদ্দৃষ্টস্তেঽতি-
প্রিয়োঽচ্যুতঃ ॥ ৩৩ ॥

হে তুলসি, হে কল্যাণি, হে গোবিন্দ-প্রিয়ে! যিনি ভ্রমর-কুল-সমন্বিত তোমারই মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তোমার সেই প্রিয়তম অচ্যুতকে কি এ স্থান দিয়া যাইতে দেখিয়াছ? ॥ ৩৩ ॥

মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতি-যূথিকে।
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ কর-স্পর্শেন
মাধবঃ ॥ ৩৪ ॥

হে মালতি, হে মল্লিকে, হে জাতি, হে যূথিকে! মাধব কি করস্পর্শ দ্বারা তোমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে করিতে এই দিক দিয়া গিয়াছেন দেখিয়াছ? ॥ ৩৪ ॥

আম্র, পনস, পিয়াল, জম্বু, কোবিদার।
তীর্থবাসী সবে কর পর-উপকার ॥ ৩৫ ॥
কৃষ্ণ তোমার ইঁহা আইলা, পাইলে দর্শন।
কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি রাখহ জীবন ॥ ৩৬ ॥
উত্তর না পাইয়া পুনঃ করে অনুমান।
এই সব পুরুষ-জাতি—কৃষ্ণের সখার সমান ॥৩৭॥
এ কেনে কহিবে কৃষ্ণের উদ্দেশ আমায়।
এই স্ত্রী-জাতি লতা আমার সখী-প্রায় ॥ ৩৮ ॥
অবশ্য কহিবে কৃষ্ণের পাইয়াছে দর্শনে।
এত অনুমানি পুছে তুলস্যাদিগণে ॥ ৩৯ ॥

তুলসি, মালতি, যূথি, মাধবি, মল্লিকে।
তোমার প্রিয় কৃষ্ণ আইলা তোমার
অন্তিকে ॥ ৪০ ॥
তুমি-সব হও আমার সখীর সমান।
কৃষ্ণোদ্দেশ কহি সবে রাখহ পরাণ ॥ ৪১ ॥
উত্তর না পাইয়া পুনঃ ভাবেন অন্তরে।
এহো কৃষ্ণদাসী, ভয়ে না কহে আমারে ॥ ৪২ ॥
আগে মৃগীগণ দেখি কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধ পাইয়া।
তার মুখ দেখি পুছে নির্ণয় করিয়া ॥ ৪৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ৩০-অঃ ১১-শ্লোকঃ—

অপ্যেণ-পত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈ-
স্তন্বন্ দৃশাং সখি! সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ।
কান্তাঙ্গ-সঙ্গ-কুচকুঙ্কুম-রঞ্জিতায়াঃ
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ ॥ ৪৪ ॥

হে হরিণীগণ! আমাদের অচ্যুত কি তাঁহার মনোহর বদন-কমল ও ভূজাদি দ্বারা তোমাদের নেত্রের আনন্দ বিধান-পূর্ব্বক প্রিয়ার সহিত এ পথে গিয়াছেন দেখিয়াছ? তাই ত এই যে দেখিতেছি, এখানে প্রিয়ার অঙ্গ-সঙ্গ বশতঃ তদীয় কুচকুঙ্কুম রঞ্জিত শ্রীকৃষ্ণ-কণ্ঠস্থ কুন্দমালার গন্ধ পাওয়া যাইতেছে! ॥ ৪৪ ॥

কহ মৃগি! রাধা-সহ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বথা।
তোমায় সুখ দিতে আইল, নাহিক অন্যথা ॥ ৪৫ ॥
রাধা-প্রিয়সখী মোরা, নহি বহিরঙ্গ।
দূর হৈতে জানি তাঁর যৈছে অঙ্গ-গন্ধ ॥ ৪৬ ॥
রাধাঙ্গ-সঙ্গম-কুচকুঙ্কুম-ভূষিত।
কৃষ্ণ-কুন্দমালা-গন্ধে বায়ু সুবাসিত ॥ ৪৭ ॥
কৃষ্ণ ইঁহা ছাড়ি গেলা, ইঁহো বিরহিণী।
কি উত্তর দিবে এই, না শুনে কাহিনী ॥ ৪৮ ॥
আগে দেখে বৃক্ষগণ পুষ্পফল-ভরে।
শাখা-সব পড়িয়াছে পৃথিবী-উপরে ॥ ৪৯ ॥
কৃষ্ণ দেখি এই সব করে নমস্কার।
কৃষ্ণ-গমন পুছে তারে করিয়া নির্দ্ধার ॥ ৫০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ৩০-অঃ ১২-শ্লোঃ—

বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীত-পদ্মো
রামানুজস্তুলসিকালি-কুলৈর্ম্মদান্ধৈঃ।
অন্বীয়মান ইহ বস্তরবঃ প্রণামং
কিম্বাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ ॥ ৫১ ॥

হে তরুগণ! রামানুজ কৃষ্ণ কি প্রিয়তমার স্কন্ধে হস্তারোপণ পূর্ব্বক প্রণয় দৃষ্টিতে ভ্রমণ করিতে করিতে সাদরে তোমাদের প্রণাম গ্রহণ করিয়াছেন? দেখ, তিনি একা যাইতেছেন না, ভ্রমরগণ তুলসীমালার গন্ধে আমোদিত হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছে এবং তিনি হস্তে বিকসিত পদ্ম ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ॥ ৫১ ॥

প্রিয়া-মুখে ভৃঙ্গ পড়ে, তাহা নিবারিতে।
লীলাপদ্ম চালাইতে হৈলা অন্যচিত্তে ॥ ৫২ ॥
তোমার প্রণামে কি করিয়াছে অবধান।
কিবা নাহি করে, কহ বচন প্রমাণ ॥ ৫৩ ॥
কৃষ্ণের বিয়োগে এই সেবক দুঃখিত।
কি উত্তর দিবে, ইহার নাহিক সম্বিত ॥ ৫৪ ॥
এত বলি আগে চলে যমুনার কূলে।
দেখে তাঁহা কৃষ্ণ হয় কদম্বের তলে ॥ ৫৫ ॥
কোটিমন্মথ-মোহন মুরলী-বদন।
অপার সৌন্দর্য্যে হরে জগন্নেত্র-মন ॥ ৫৬ ॥
সৌন্দর্য্য দেখি ভূমে পড়িলা মূর্চ্ছিত হৈয়া।
হেনকালে স্বরূপাদি মিলিলা আসিয়া ॥ ৫৭ ॥
পূর্ব্ববত সর্ব্বাঙ্গে সাত্ত্বিক সকল।
অন্তরে আনন্দ-আস্বাদ, বাহিরে বিহ্বল ॥ ৫৮ ॥
পূর্ব্ববত সবে মেলি করাইল চেতন।
উঠিয়া চৌদিকে প্রভু করেন দর্শন ॥ ৫৯ ॥
কাঁহা গেলা কৃষ্ণ এখনি পাইলুঁ দর্শন।
যাঁহার সৌন্দর্য্য মোর হরিল নেত্র-মন ॥ ৬০ ॥
পুনঃ কেনে না দেখিয়ে মুরলীবদন।
তাঁর দরশন-লোভে ভ্রময়ে নয়ন ॥ ৬১ ॥
বিশাখাকে রাধা যেই শ্লোক কহিলা।
সেই শ্লোক মহাপ্রভু পড়িতে লাগিলা ॥ ৬২ ॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে ৮-সর্গে ৪-শ্লোকঃ—

নবাম্বুদ-লসদ্দ্যুতির্নব-তড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ
সুচিত্র-মুরলী-স্ফুরচ্ছরদমন্দ-চন্দ্রাননঃ।
ময়ূরদল-ভূষিতঃ সুভগ-তারহার-প্রভঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি! তনোতি নেত্রস্পৃহাং ॥ ৬৩ ॥

শ্রীরাধিকা বিশাখাকে বলিলেন, হে সখি! যাঁহার দেহ-কান্তি নবজলধর অপেক্ষাও সুন্দর, যাঁহার বসন নবীন বিদ্যুৎ অপেক্ষাও সমুজ্জ্বল ও মনোহর, বিচিত্র-মুরলী-শোভিত যাঁহার বদনখানি সুবিমল শরচ্চন্দ্র অপেক্ষাও সুন্দর, যাহার কেশরাশি ময়ূর-পুচ্ছ বিভূষিত ও যাঁহার মুক্তাহারের কান্তি নক্ষত্রগণের ন্যায় ঝকঝক্ করিতেছে, সেই মদনমোহন নিজ-সৌন্দর্য্যে আমার নেত্রের লোভ বর্দ্ধন করিতেছে ॥ ৬৩ ॥

অস্যার্থঃ। যথারাগঃ।

নবঘন-স্নিগ্ধবর্ণ, দলিতাঞ্জন-চিক্কণ,
ইন্দীবর নিন্দি সুকোমল।
জিনি উপমার গণ, হরে সবার নয়ন,
কৃষ্ণকান্তি পরম প্রবল ॥ ৬৪ ॥
কহ সখি! কি করি উপায়।
কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক, মোর নেত্র-চাতক,
না দেখি পিয়াসে মরি যায় ॥ ৬৫ ॥
সৌদামিনী-পীতাম্বর, স্থির রহে নিরন্তর,
মুক্তাহার বকপাঁতি ভাল।
ইন্দ্রধনু শিখিপাখা, উপরে দিয়াছে দেখা,
আর ধনু বৈজয়ন্তী-মাল ॥ ৬৬ ॥
মুরলীর কলধ্বনি, মধুর গর্জ্জন শুনি,
বৃন্দাবনে নাচে ময়ূরচয়।
অকলঙ্ক পূর্ণকল, লাবণ্য-জ্যোৎস্না ঝলমল,
চিত্র-চন্দ্র তাহাতে উদয় ॥ ৬৭ ॥
লীলামৃত-বরিষণে, সিঞ্চে চৌদ্দ-ভুবনে,
হেন মেঘ যবে দেখা দিল।
দুর্দ্দৈব-ঝঞ্ঝাপবনে, মেঘ নিল অন্য স্থানে,
মরে চাতক পিতে না পাইল ॥ ৬৮ ॥

পুনঃ কহে হায় হায়, পড় পড় রাম-রায়,
কহে প্রভু গদগদ-আখ্যানে।
রামানন্দ পড়ে শ্লোক, শুনি প্রভুর হর্ষ শোক,
আপনি প্রভু করেন ব্যাখ্যানে ॥ ৬৯

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ২৯-অঃ ৩৯-শ্লোঃ—

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রী-
গণ্ডস্থলাধর-সুধং হসিতাবলোকং।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ড-যুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈক-রমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ ॥ ৭০ ॥*

অস্যার্থঃ। যথারাগঃ।

কৃষ্ণ জিনি পদ্ম চান্দ, পাতিয়াছে মুখ-ফান্দ
তাহে অধর-মধুরস্মিত চার।
ব্রজনারী আসি আসি, ফান্দে পড়ি হয় দাসী,
ছাড়ি লাজ পতি ঘর-দ্বার ॥ ৭১ ॥
বান্ধব! কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার।
নাহি মানে ধর্ম্মাধর্ম্ম, হরে নারী-মৃগী-মর্ম্ম,
করে নানা উপায় তাহার ॥ ৭২ ॥
গণ্ডস্থল ঝলমল, নাচে মকর-কুণ্ডল,
সেই নৃত্য হরে নারীচয়।
সস্মিত-কটাক্ষ-বাণে, সবার হৃদয়ে হানে,
নারী-বধে নাহি কিছু ভয় ॥ ৭৩ ॥
অতি উচ্চ সুবিস্তার, লক্ষ্মী-শ্রীবৎস-অলঙ্কার,
কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ।
ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ, তা-সবার মনোবক্ষ,
হরি দাসী করিবারে দক্ষ ॥ ৭৪ ॥
দীর্ঘার্গল, কৃষ্ণ-ভুজযুগল,
ভুজ নহে কৃষ্ণসর্প-কায়।
দুই শৈল-ছিদ্রে পৈশে, নারীর হৃদয়ে দংশে,
মরে নারী সে বিষ-জ্বালায় ॥ ৭৫ ॥

* অনুবাদ ৩৭৫ পৃষ্ঠায় ৪৯ দাগে দ্রষ্টব্য

কৃষ্ণ-কর-পদ-তল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
জিনি কর্পূর বেনামূল চন্দন।
একবার যারে স্পর্শে, স্মরজ্বালা-বিষ নাশে,
যার স্পর্শে লুব্ধ নারীগণ ॥ ৭৬ ॥
এতেক বিলাপ করি, প্রেমাবেশে গৌরহরি,
এই অর্থে পড়ে এক শ্লোক।
এই শ্লোক পড়ি রাধা, বিশাখাকে কহে বাধা,
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক ॥ ৭৭ ॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ৮-সর্গে ৭-শ্লোঃ—

হরিন্মণি-কবাটিকা-প্রতত-হারি-বক্ষঃস্থলঃ
স্মরার্ত্ত-তরুণী-মনঃকলুষ-হারি দোরর্গলঃ।
সুধাংশু-হরিচন্দনোৎপল-সিতাভ্র-শীতাঙ্গকঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি! তনোতি
বক্ষঃস্পৃহাং ॥ ৭৮ ॥

শ্রীরাধা বিশাখাকে বলিলেন, হে সখি! যাহার বক্ষঃস্থল ইন্দ্রনীলমণির কপাটতুল্য বিশাল ও মনোহর, যাহার ভুজদণ্ড কন্দর্প-পীড়িত যুবতীগণের মনস্তাপ-বিনাশকারী এবং যাহার অঙ্গ চন্দ্র, চন্দন ও নীলপদ্ম সদৃশ সুশীতল, সেই মদনমোহন আমার বক্ষের আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধন করিতেছে অর্থাৎ তাঁহাকে বক্ষে ধরিবার জন্য আমার ইচ্ছা বাড়িয়া যাইতেছে ॥ ৭৮

প্রভু কহে—কৃষ্ণ মুই এখনি পাইনু।
আপনার দুর্দ্দৈবে পুনঃ হারাইনু ॥ ৭৯ ॥
চঞ্চল স্বভাব কৃষ্ণের—না রহে একস্থানে।
দেখা দিয়া মন হরি করে অন্তর্দ্ধানে ॥ ৮০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ২৯-অঃ ৪৮-শ্লোঃ—

তাসাং তৎ সৌভগ-মদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৮১ ॥

রাসলীলাকালে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের এইরূপ রাসবিহার-জনিত সৌভাগ্য-গর্ব্ব ও মান নিরীক্ষণ করিয়া ঐ গর্ব্বের খর্ব্বতা ও মানের প্রশমতা সম্পাদনের নিমিত্ত যোগমায়া প্রভাবে শ্রীরাধাসহ সেই স্থানেই অন্তর্হিত অর্থাৎ অদৃশ্য হইলেন ॥ ৮১ ॥

স্বরূপ-গোঁসাইকে কহে গাও এক গীত।
যাহাতে আমার চিত্তে হয় ত সম্বিৎ ॥ ৮২ ॥
স্বরূপ-গোঁসাই তবে মধুর করিয়া।
গীতগোবিন্দের পদ গায় প্রভুকে শুনাইয়া ॥৮৩॥

তথাহি গীতগোবিন্দে ২য়-সর্গে ৩য়-শ্লোকঃ—

রাসে হরিমিহ বিহিত-বিলাসং।
স্মরতি মনো মম কৃত-পরিহাসং ॥ ৮৪ ॥

শ্রীরাধিকা বিশাখাকে বলিলেন, হে সখি! শারদীয় রাসে যিনি আমার সহিত বিবিধরূপে বিলাস করিয়াছিলেন, সেই পরিহাস-নিপুণ শ্রীকৃষ্ণকে আমার মন স্মরণ করিতেছে ॥ ৮৪ ॥

স্বরূপ-গোঁসাই যবে এই পদ গাইলা।
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু নাচিতে লাগিলা ॥ ৮৫ ॥
অষ্ট-সাত্ত্বিক অঙ্গে প্রকট হইল।
হর্ষ-আদি ব্যভিচারী সব উথলিল ॥ ৮৬ ॥
ভাবোদয় ভাব-সন্ধি ভাব-শাবল্য।
ভাবে ভাবে মহাযুদ্ধ—সবার প্রাবল্য ॥ ৮৭ ॥
সেই পদ পুনঃপুনঃ করায় গায়ন।
পুনঃপুনঃ আস্বাদয়ে, বাঢ়য়ে নর্ত্তন ॥ ৮৮ ॥
এইমত নৃত্য যদি হৈল বহুক্ষণ।
স্বরূপ-গোঁসাই পদ কৈল সমাপন ॥ ৮৯ ॥
'বোল বোল' বলি প্রভু বলে বার বার।
না গায় স্বরূপ-গোঁসাই শ্রম জানি তাঁর ॥ ৯০ ॥
'বোল বোল' প্রভু কহে, ভক্তগণ শুনি।
চৌদিকে সবে মিলি করে হরিধ্বনি ॥ ৯১ ॥
রামানন্দ-রায় তবে প্রভুকে বসাইল।
ব্যজনাদি করি প্রভুর শ্রম ঘুচাইল ॥ ৯২ ॥
প্রভু লৈয়া গেলা তবে সমুদ্রের তীরে।
স্নান করাইয়া পুনঃ লৈয়া আইলা ঘরে ॥ ৯৩ ॥
ভোজন করাইয়া প্রভুকে করাইল শয়ন।
রামানন্দ আদি যত গেলা নিজ-স্থান ॥ ৯৪ ॥
এই ত কহিল প্রভুর উদ্যান-বিহার।
বৃন্দাবন-ভ্রমে যাঁহা প্রবেশ তাঁহার ॥ ৯৫ ॥
প্রলাপ-সহিত এই উন্মাদ-বর্ণন।
শ্রীরূপ-গোঁসাই ইহা করিয়াছেন বর্ণন ॥ ৯৬ ॥

তথাহি স্তবমালায়াং প্রথম-শ্রীচৈতন্যাষ্টকে ৬-শ্লোকঃ—

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালি-কলনয়া
মুহুর্বৃন্দারণ্য-স্মরণ-জনিত-প্রেম-বিবশঃ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তি-প্রচল-রসনো ভক্তি-রসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ॥ ৯৭ ॥

সমুদ্র-তীরে উপবন-সমূহ দর্শন করিয়া মুহুর্মুহুঃ শ্রীবৃন্দাবন স্মরণ হওয়ায়, যিনি প্রেমভরে একেবারে অধীর হইয়া পড়িতেন এবং কোথাও বা কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনে যাঁহার রসনা চঞ্চল হইত, সেই ভক্তিরস-রসিক শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়নপথে উদিত হইবেন? ॥ ৯৭ ॥

অনন্ত চৈতন্যলীলা না যায় লিখন।
দিঙ্মাত্র দেখাইয়া করিয়ে সূচন ॥ ৯৮ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে উদ্যানবিহারো
নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

———

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং কৃষ্ণভাবামৃতং হি যঃ।
আস্বাদ্যাস্বাদয়ন্ ভক্তান্ প্রেমদীক্ষামশিক্ষয়ৎ ॥১॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণভাবামৃতরস নিজে আস্বাদন করিয়া ও ভক্তগণকে আস্বাদন করাইয়া তাঁহাদিগকে প্রেমোপদেশ দিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

মহাপ্রভু-সহ রঘুনাথ দাসের জ্ঞাতিখুড়া কালিদাসের মিলন ও বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টে কালিদাসের অপূর্ব্ব-নিষ্ঠা-বর্ণন

এইমতে মহাপ্রভু রহে নীলাচলে।
ভক্তগণ-সঙ্গে সদা প্রেমেতে বিহ্বলে ॥ ৩ ॥
বর্ষান্তরে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
পূর্ব্ববত আসি কৈল প্রভুর মিলন ॥ ৪ ॥
তাঁ-সবার সঙ্গে প্রভুর চিত্তে বাহ্য হৈল।
পূর্ব্ববত রথযাত্রায় নৃত্যাদি করিল ॥ ৫ ॥
তাঁ-সবার সঙ্গে আইলা কালিদাস নাম।
কৃষ্ণনাম বিনা তেঁহো নাহি কহে আন ॥ ৬ ॥
মহাভাগবত তেঁহো সরল উদার।
কৃষ্ণনাম-সঙ্কেতে চালায় ব্যবহার ॥ ৭ ॥
কৌতুকেতে তেঁহো যদি পাশক খেলায়।
'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' করি পাশক চালায় ॥ ৮ ॥
রঘুনাথ-দাসের তেঁহো হয় জ্ঞাতি-খুড়া।
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইতে তেঁহো হৈল বুড়া ॥ ৯ ॥
গৌড়দেশে যত হয় বৈষ্ণবের গণ।
সবার উচ্ছিষ্ট তেঁহো করিয়াছে ভক্ষণ ॥ ১০ ॥
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব যত ছোট বড় হয়।
উত্তম বস্তু ভেট লৈয়া তাঁর ঠাঁই যায় ॥ ১১ ॥
তাঁর ঠাঁই শেষ-পাত্র লয়েন মাগিয়া।
কাঁহাও না পায় যবে, রহে লুকাইয়া ॥ ১২ ॥
ভোজন করিলে পাত্র ফেলাইয়া যায়।
লুকাইয়া সেই পাত্র আনি চাটি খায় ॥ ১৩ ॥
শূদ্র-বৈষ্ণবের ঘরে যায় ভেট লৈয়া।
এইমত তার উচ্ছিষ্ট খায় লুকাইয়া ॥ ১৪ ॥
ভূমিমালি-জাতি বৈষ্ণব ঝড়ু তাঁর নাম।
আম্রফল লৈয়া তেঁহো গেলা তাঁর স্থান ॥ ১৫ ॥
আম্র ভেট দিয়া তাঁর চরণ বন্দিল।
তাঁহার পত্নীকে তবে নমস্কার কৈল ॥ ১৬ ॥
পত্নীর সহিতে তেঁহো আছেন বসিয়া।
বহু সম্মান কৈল কালিদাসেরে দেখিয়া ॥ ১৭ ॥
ইষ্টগোষ্ঠী কতক্ষণ করি তাঁর সনে।
ঝড়ু ঠাকুর কহে তাঁরে মধুর বচনে— ॥ ১৮ ॥
আমি নীচজাতি, তুমি অতিথি সর্ব্বোত্তম।
কোন্ প্রকারে করিব আমি তোমার সেবন ॥ ১৯ ॥
আজ্ঞা দেহ, ব্রাহ্মণ-ঘরে অন্ন লৈয়া দিয়ে।
তাঁহা তুমি প্রসাদ পাও, তবে আমি জীয়ে ॥ ২০ ॥
কালিদাস কহে—ঠাকুর! কৃপা কর মোরে।
তোমা দর্শনে আইনু পতিত পামরে ॥ ২১ ॥
পবিত্র হইনু মুই পাইনু দর্শন।
কৃতার্থ হইনু, মোর সফল জীবন ॥ ২২ ॥
এক বাঞ্ছা হয় যদি কৃপা করি কর।
পদরজ দেহ, পদ মোর মাথে ধর ॥ ২৩ ॥
ঠাকুর কহে—ঐছে বাত কভু না জুয়ায়।
আমি নীচ-জাতি, তুমি সুসজ্জন-রায় ॥ ২৪ ॥
তবে কালিদাস শ্লোক পড়ি শুনাইল।
শুনি ঝড়ু ঠাকুরের বড় সুখ হৈল ॥ ২৫ ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য ১০-ম বিলাসে ৯১-শ্লোকে
ইতিহাসসমুচ্চয় ধৃত ভগবদ্বাক্যং—

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো
যথা হ্যহং ॥ ২৬ ॥*

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৭-স্কঃ ৯-অঃ ৯-শ্লোঃ—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পদারবিন্দ-বিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যে তদর্পিত-মনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ ২৭॥ †

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১-স্কঃ ৩৩-অঃ ৮-শ্লোঃ—

অহোবত ! শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যাঃ
ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥ ২৮ ॥[]

শুনি ঠাকুর কহে—শাস্ত্র এই মিথ্যা নয়।
সেই উচ্চ ঐছে, যাতে কৃষ্ণভক্তি হয় ॥ ২৯ ॥
আমি নীচজাতি আমার নাহি কৃষ্ণভক্তি।
অন্যে ঐছে হয়, আমার নাহি ঐছে শক্তি ॥ ৩০ ॥
তারে নমস্করি কালিদাস বিদায় মাগিলা।
ঝড়ু ঠাকুর তবে তাঁরে অনুব্রজি আইলা ॥ ৩১ ॥
তাঁরে বিদায় দিয়া ঠাকুর যদি ঘরে আইলা।
তাঁর চরণ-চিহ্ন যে ঠাঁই পড়িলা ॥ ৩২ ॥
সেই ধূলি লৈয়া কালিদাস সর্ব্বাঙ্গে লেপিল।
তাঁর নিকট একস্থানে লুকাইয়া রহিল ॥ ৩৩ ॥
ঝড়ু ঠাকুর ঘর যাইয়া দেখি আম্রফল।
মানসেই কৃষ্ণচন্দ্রে অর্পিলা সকল ॥ ৩৪ ॥

* অনুবাদ ৩১১ পৃষ্ঠায় ৫০ দাগে দ্রষ্টব্য।
† অনুবাদ ৩২৪ পৃষ্ঠায় ৫৯ দাগে দ্রষ্টব্য
[] অনুবাদ ২৪০ পৃষ্ঠায় ১৮৯ দ্রষ্টব্য।

কলার পাটুয়া-খোলা হৈতে আম্র নিকালিয়া।
তাঁর পত্নী তাঁরে দেন, খায়েন চুষিয়া ॥ ৩৫ ॥
চুষি চুষি চোকা আঁঠি ফেলেন পাটুয়াতে।
তাঁরে খাওয়াইয়া পত্নী খাইল পশ্চাতে ॥ ৩৬ ॥
আঁঠি চোকা সেই পাটুয়া-খোলাতে ভরিয়া।
বাহিরে উচ্ছিষ্ট-গর্ত্তে ফেলাইল লৈয়া ॥ ৩৭ ॥
সেই খোলার আঁঠি চোকা চুষে কালিদাস।
চুষিতে চুষিতে হয় প্রেমের উল্লাস ॥ ৩৮ ॥
এইমত যত বৈষ্ণব বৈসে গৌড়দেশে।
কালিদাস ঐছে সবার নিল অবশেষে ॥ ৩৯ ॥
সেই কালিদাস যবে নীলাচলে আইলা।
মহাপ্রভু তাঁর উপর বহু কৃপা কৈলা ॥ ৪০ ॥
প্রতিদিন প্রভু যবে যান দরশনে।
জল-করঙ্গ লৈয়া গোবিন্দ যায় প্রভু-সনে ৪১ ॥
সিংহদ্বারের উত্তরদিকে কপাটের আড়ে।
বাইশ-পশার তলে আছে এক নিম্ন গাড়ে ॥৪২॥
সেই গাড়ে করেন প্রভু পাদ-প্রক্ষালন।
তবে করিবারে যান ঈশ্বর-দর্শন ॥ ৪৩ ॥
গোবিন্দের মহাপ্রভু করিয়াছে নিয়ম।
মোর পাদজল যেন না লয় কোনো জন ॥ ৪৪ ॥
প্রাণিমাত্র লৈতে না পায় সেই পদজল।
অন্তরঙ্গ ভক্ত লয় করি কোনো ছল ॥ ৪৫ ॥
একদিন প্রভু তাঁহা পাদ প্রক্ষালিতে।
কালিদাস আসি তাঁহা পাতিলেন হাতে ॥ ৪৬ ॥
এক অঞ্জলি দুই অঞ্জলি তিন অঞ্জলি পিল।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে নিষেধ করিল ॥ ৪৭ ॥
অতঃপর আর না করিহ বারবার।
এতাবতা বাঞ্ছাপূর্ণ করিল তোমার ॥ ৪৮ ॥
সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি চৈতন্য-ঈশ্বর।
বৈষ্ণবে তাঁহার বিশ্বাস জানেন অন্তর ॥ ৪৯ ॥
সেই গুণ লৈয়া প্রভু তাঁরে তুষ্ট হৈলা।
অন্যের দুর্ল্লভ প্রসাদ তাঁহারে করিলা ॥ ৫০ ॥
বাইশ-পশার পাছে উপর দক্ষিণভাগে।
এক নৃসিংহ-মূর্ত্তি আছে উঠিতে বামদিকে ॥৫১॥

প্রতিদিন প্রভু তাঁরে করে নমস্কার।
নমস্করি এই শ্লোক পড়ে বারবার ॥ ৫২ ॥

তথাহি নৃসিংহপুরাণে—

নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদ-দায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃশিলা-টঙ্ক-নখালয়ে ॥ ৫৩ ॥

যিনি প্রহ্লাদের আনন্দ-দাতা এবং যিনি হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃরূপ পাষাণ বিদীর্ণ করিবার অস্ত্রস্বরূপ, সেই শ্রীনৃসিংহ-দেবকে আমি নমস্কার করি ॥ ৫৩ ॥

তথাহি নৃসিংহপুরাণে—

ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৫৪ ॥

এই স্থানে নৃসিংহ, অন্য স্থানেও নৃসিংহ, আমি যেখানে যাইতেছি সেখানেই নৃসিংহ, আমার হৃদয়ে নৃসিংহ, বাহিরে নৃসিংহ; আমি সেই আদিপুরুষ শ্রীনৃসিংহদেবের শরণাগত হইলাম ॥ ৫৪ ॥

তবে প্রভু কৈল জগন্নাথ দরশন।
ঘরে আসি মধ্যাহ্ন করি করিলা ভোজন ॥ ৫৫ ॥
বহির্দ্বারে আছে কালিদাস প্রত্যাশা করিয়া।
গোবিন্দেরে ঠারে প্রভু কহেন জানিয়া ॥ ৫৬ ॥
মহাপ্রভুর ইঙ্গিত গোবিন্দ সব জানে।
কালিদাসে দিল প্রভুর শেষপাত্র-দানে ॥ ৫৭ ॥
বৈষ্ণবের শেষ-ভক্ষণের এতেক মহিমা।
কালিদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপা-সীমা ॥ ৫৮ ॥
তাতে বৈষ্ণবের ঝুটা খাও ছাড়ি ঘৃণা লাজ।
যাহা হৈতে পাইবে বাঞ্ছিত সব কাজ ॥ ৫৯ ॥
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্ত-শেষ হৈলে মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান ॥ ৬০ ॥
ভক্ত-পদধূলি, আর ভক্ত-পদজল।
ভক্ত-ভুক্তশেষ এই তিন মহাবল ॥ ৬১ ॥
এই-তিন-সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেম হয়।
পুনঃপুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয় ॥ ৬২ ॥
তাতে বারবার কহি শুন ভক্তগণ—।
বিশ্বাস করিয়া কর এ-তিন-সেবন ॥ ৬৩ ॥
এ তিন হৈতে কৃষ্ণ-নাম-প্রেমের উল্লাস।
কৃষ্ণের প্রসাদ—তাতে সাক্ষী কালিদাস ॥ ৬৪ ॥

কবিকর্ণপুর বা বালক পুরী-দাসের মহিমা-প্রকটন

নীলাচলে মহাপ্রভু রহে এইমতে।
কালিদাসে মহাকৃপা কৈল অলক্ষিতে ॥ ৬৫ ॥
সে বৎসর শিবানন্দ পত্নী লৈয়া আইলা।
পুরীদাস ছোট পুত্রে সঙ্গেতে আনিলা ॥ ৬৬ ॥
পুত্র সঙ্গে লৈয়া তেঁহো আইলা প্রভু-স্থানে।
পুত্রে করাইল প্রভুর চরণ-বন্দনে ॥ ৬৭ ॥
'কৃষ্ণ কহ' বলি প্রভু বলে বারবার।
তবু 'কৃষ্ণনাম' বালক না করে উচ্চার ॥ ৬৮ ॥
শিবানন্দ বালকেরে বহু যত্ন কৈল।
তবু সেই বালক কৃষ্ণনাম না কহিল ॥ ৬৯ ॥
প্রভু কহে—আমি নাম জগতে লওয়াইল।
স্থাবরে পর্য্যন্ত কৃষ্ণনাম কহাইল ॥ ৭০ ॥
ইহারে নারিল কৃষ্ণনাম কহাইতে।
শুনিয়া স্বরূপ-গোসাই কহেন হাসিতে ॥ ৭১ ॥
তুমি কৃষ্ণনাম-মন্ত্র কৈলে উপদেশে।
মন্ত্র পাইয়া কারো আগে না করে প্রকাশে ॥ ৭২ ॥
মনে মনে জপে, মুখে না করে আখ্যান।
এই ইহার মনঃকথা, করি অনুমান ॥ ৭৩ ॥
আরদিন প্রভু কহে পড় পুরীদাস।
এই শ্লোক করি তেঁহো করিলা প্রকাশ ॥ ৭৪ ॥

তথাহি কবিকর্ণপূরকৃত-আর্য্যাশতকে ১ম-শ্লোকঃ—

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণো রঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণি-দাম।
বৃন্দাবন-রমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি ॥ ৭৫ ॥

যিনি বৃন্দাবন-রমণীগণেব কর্ণদ্বয়ের নীলপদ্ম, নেত্রদ্বয়েব কজ্জল ও বক্ষঃস্থলেব ইন্দ্র-নীলমণি-মালা ইত্যাদিরূপে যিনি তাঁহাদেব সমস্ত ভূষণ-স্বরূপ, সেই শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥ ৭৫ ॥

সাত বৎসরের বালক, নাহি অধ্যয়ন।
ঐছে শ্লোক করে, লোকের চমৎকার মন ॥ ৭৬ ॥
চৈতন্য-প্রভুর এই কৃপার মহিমা।
ব্রহ্মা-আদি দেব যার নাহি পায় সীমা ॥ ৭৭ ॥
ভক্তগণ প্রভু-সঙ্গে রহে চারি মাসে।
প্রভু আজ্ঞা দিলা, সবে গেলা গৌড়দেশে ॥ ৭৮ ॥
তাঁ-সবার সঙ্গে প্রভুর ছিল বাহ্যজ্ঞান।
তাঁরা গেলে পুনঃ হৈল উন্মাদ প্রধান ॥ ৭৯ ॥
রাত্রিদিন স্ফুরে কৃষ্ণের রূপ গন্ধ রস।
সাক্ষাৎ অনুভবে যেন কৃষ্ণের পরশ ॥ ৮০ ॥

সিংহদ্বারেব দ্বারী কর্তৃক প্রভুকে কৃষ্ণ-প্রদর্শন এবং মহাপ্রভু কর্তৃক ফেলা বা কৃষ্ণাধরামৃতের মহিমা-বর্ণন

একদিন প্রভু গেলা জগন্নাথ-দর্শনে।
সিংহদ্বারের দলুই আসি করিল বন্দনে ॥ ৮১ ॥
তারে বলে—কাঁহা কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
'মোরে কৃষ্ণ দেখাও' বলি ধরে তার হাত ॥ ৮২।
সেই বলে—ইঁহা হয় ব্রজেন্দ্রনন্দন।
আইস তুমি মোর সঙ্গে করাঙ দর্শন ॥ ৮৩ ॥
তুমি মোর সখা, দেখাও কাঁহা প্রাণনাথ।
এত বলি জগমোহন গেলা ধরি তার হাত ॥ ৮৪ ॥
সেই বলে—এই দেখ শ্রীপুরুষোত্তম।
নেত্র ভরিয়া তুমি করহ দর্শন ॥ ৮৫ ॥
গরুড়ের পাছে রহি করেন দর্শন।
দেখেন জগন্নাথ হয় মুরলীবদন ॥ ৮৬ ॥
এই লীলা নিজ-গ্রন্থে রঘুনাথ দাস।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥ ৮৭ ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং চৈতন্যস্তবকল্পতরৌ ৭ম-শ্লোকঃ—

ক মে কান্তঃ কৃষ্ণস্ত্বরিতমিহ তং লোকয় সখে
ত্বমেবেতি দ্বারাধিপমভিদন্নুন্মদ ইব।
দ্রুতং গচ্ছ দ্রষ্টুং প্রিয়মিতি তদুক্তেন ধৃত-তদ্-
ভুজান্তগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৮৮ ॥

'হে সখে! আমাব কান্ত শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? তাঁহাকে শীঘ্র আমাকে দেখাও' এই কথা যিনি দ্বাববানকে বলিয়া তাহাব হস্ত ধাবণ পূর্ব্বক উন্মত্তেব ন্যায় হইয়া জগন্নাথ-দর্শন কবিতে গিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌবাঙ্গদেব আমার অন্তরে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দিত কবিতেছেন ॥ ৮৮ ॥

হেনকালে গোপালবল্লভ-ভোগ লাগিল।
শঙ্খ ঘণ্টা আদি সহ আরতি বাজিল ॥ ৮৯ ॥
ভোগ সরিলে জগন্নাথের সেবকগণ।
প্রসাদ লৈয়া প্রভু-ঠাঁই কৈল আগমন ॥ ৯০ ॥
মালা পরাইয়া প্রসাদ দিল প্রভুর হাতে।
আস্বাদ রহু দূরে, যার গন্ধে মন মাতে ॥ ৯১ ॥
বহুমূল্য প্রসাদ সেই বস্তু সর্ব্বোত্তম।
তার অল্প খাওয়াইতে সেবক করিল যতন ॥ ৯২ ॥
তার অল্প মহাপ্রভু জিহ্বাতে যদি দিল।
আর সব গোবিন্দের আঁচলে বান্ধিল ॥ ৯৩ ॥
কোটি অমৃত স্বাদ পাইয়া প্রভুর চমৎকার।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক, নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ ৯৪ ॥
এই দ্রব্যে এত স্বাদ কোথা হৈতে আইল।
কৃষ্ণের অধরামৃত ইথে সঞ্চারিল ॥ ৯৫ ॥
এই বুদ্ধ্যে মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হৈল।
জগন্নাথ-সেবক দেখি সম্বরণ কৈল ॥ ৯৬ ॥
'সুকৃতি-লভ্য ফেলা-লব' কহে বারবার।
ঈশ্বর-সেবক পুছে—কি অর্থ ইহার ॥ ৯৭ ॥
প্রভু কহে—এই যে দিলে কৃষ্ণাধরামৃত।
ব্রহ্মাদি-দুর্ল্লভ এই নিন্দয়ে অমৃত ॥ ৯৮ ॥
কৃষ্ণের যে ভুক্ত-শেষ তার 'ফেলা' নাম।
তার এক লব পায়, সেই ভাগ্যবান্ ॥ ৯৯ ॥

সামান্য ভাগ্য হৈতে তার প্রাপ্তি নাহি হয়।
কৃষ্ণের যাঁতে পূর্ণ কৃপা, সেই তাহা পায় ॥১০০॥
'সুকৃতি' শব্দে কহে—কৃষ্ণ কৃপা-হেতু পুণ্য।
সেই যার হয়, ফেলা পায় সেই ধন্য ॥ ১০১ ॥
এত বলি প্রভু তাঁ-সবারে বিদায় দিলা।
উপল-ভোগ দেখি প্রভু নিজ-বাসা আইলা ॥১০২॥
মধ্যাহ্ন করিয়া কৈল ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ।
কৃষ্ণাধরামৃত সদা অন্তরে স্মরণ ॥ ১০৩ ॥
বাহ্যকৃত্য করে প্রেমে গরগর মন।
কষ্টে সম্বরণ করে আবেশ সঘন ॥ ১০৪ ॥
সন্ধ্যাকৃত্য করি প্রভু নিজ-গণ-সঙ্গে।
নিভৃতে বসিলা নানা-কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ ১০৫ ॥
প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ প্রসাদ আনিল।
পুরী-ভারতীরে প্রভু কিছু পাঠাইল ॥ ১০৬ ॥
রামানন্দ, সার্ব্বভৌম, স্বরূপাদি গণ।
সবাকে প্রসাদ দিল করিয়া বণ্টন ॥ ১০৭ ॥
প্রসাদের সৌরভ্য-মাধুর্য্য করি আস্বাদন।
অলৌকিক আস্বাদে সবার বিস্ময় হৈল মন ॥১০৮॥
প্রভু কহে—এই সব হয় প্রাকৃত দ্রব্য।
ঐক্ষব কর্পূর মরিচ এলাচি লবঙ্গ গব্য ॥ ১০৯ ॥
রসবাস-গুড়ত্বক আদি যত সব।
প্রাকৃত বস্তুর স্বাদ সবার অনুভব ॥ ১১০ ॥
সেই দ্রব্যের এত আস্বাদ গন্ধ লোকাতীত।
আস্বাদ করিয়া দেখ সবার প্রতীত ॥ ১১১ ॥
আস্বাদ দূরে রহু, গন্ধে মাতে মন।
আপনা বিনা অন্য মাধুর্য্য করায় বিস্মরণ ॥১১২॥
তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধর-স্পর্শ হৈল।
অধরের গুণ সব ইঁহা সঞ্চারিল ॥ ১১৩ ॥
অলৌকিক গন্ধ স্বাদ অন্য-বিস্মারণ।
মহামাদক হয় এই কৃষ্ণাধরের গুণ ॥ ১১৪ ॥
অনেক সুকৃতে ইহা হৈয়াছে সংপ্রাপ্তি।
সবে ইহা আস্বাদ কর করি মহাভক্তি ॥ ১১৫ ॥
'হরিধ্বনি' করি সবে কৈল আস্বাদন।
আস্বাদিতে প্রেমে মত্ত হৈল সবার মন ॥ ১১৬ ॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু যবে আজ্ঞা দিলা।
রামানন্দ-রায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ১১৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ৩১-অঃ ১৪-শ্লোঃ—

সুরত-বর্দ্ধনং শোক-নাশনং
স্বরিত-বেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতং।
ইতররাগ-বিস্মারণং নৃণাং
বিতর বীর! নস্তেঽধরামৃতং ॥ ১১৮ ॥

রাসলীলায় গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, হে বীর! তোমার যে অধরামৃত পান করিলে আনন্দ পরিবর্দ্ধিত হয়, সকল শোক দূরীভূত হয় ও অন্য সর্ব্বপ্রকার সুখভোগাভিলাষ ভুলাইয়া দেয়, তোমার বাদিত বেণু কর্ত্তৃক সুন্দর-রূপে চুম্বিত সেই অধরামৃত আমাদিগকে প্রদান কর, আর ছলনা করিও না। ১১৮ ॥

শ্লোক শুনি মহাপ্রভু মহামত্ত হৈলা।
রাধার উৎকণ্ঠা-শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ১১৯ ॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে ৮-সর্গে ৮-শ্লোকঃ—

ব্রজাতুলকুলাঙ্গনেতর-রসালি-তৃষ্ণাহরঃ
প্রদীব্যদধরামৃতঃ সুকৃতিলভ্য-ফেলালবঃ।
সুধাজিদহিবল্লিকা-সুদলবীটিকা-চর্ব্বিতঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি! তনোতি
জিহ্বাস্পৃহাং ॥ ১২০ ॥

যাঁহার অধরামৃত অতুলনীয়া ব্রজাঙ্গনাগণের অন্য বিষয়ে তৃষ্ণা হরণ করে, যাঁহার অধরামৃত প্রকৃষ্ট-রূপে দীপ্তি-পাইতেছে, যাঁহার ফেলা-লব অর্থাৎ কণিকামাত্র অধরামৃত সুকৃতি-লভ্য ও যাঁহার চর্ব্বিত তাম্বুল সুধা হইতেও সুস্বাদু, হে সখি! সেই মদনমোহন আমার জিহ্বা-লালসাকে বিস্তার করিতেছে, আমার লোভ বাড়াইয়া দিতেছে। ১২০ ॥

দিব্যোন্মাদে মহাপ্রভুর প্রলাপ-বর্ণন

এত কহি মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হৈয়া।
দুই শ্লোকের অর্থ করেন বিলাপ করিয়া ॥১২১॥

যথারাগঃ।

তনু মন করে ক্ষোভ, বাঢ়ায় সুরত-লোভ,
হর্ষ-শোকাদি-ভার বিনাশয়।
পাসরায় অন্য রস, জগৎ করে আত্মবশ,
লজ্জা ধর্ম্ম ধৈর্য্য করে ক্ষয় ॥ ১২২ ॥

নাগর! শুন তোমার অধর-চরিত।
মাতায় নারীর মন, জিহ্বা করে আকর্ষণ,
বিচারিতে সব বিপরীত ॥ ধ্রু ॥ ১২৩ ॥

আছুক নারীর কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তোমার অধর বড় ধৃষ্টরায়।
পুরুষে করে আকর্ষণ, পিয়াইতে করে মন,
অন্য রস সব পাসরায় ॥ ১২৪ ॥

সচেতন রহু দূরে, অচেতন সচেতন করে,
তোমার অধর বড় বাজীকর।
তোমার বেণু শুষ্কেন্ধন, তার জন্মায় ইন্দ্রিয় মন,
তারে আপনা পিয়ায় নিরন্তর ॥ ১২৫ ॥

বেণু ধৃষ্ট পুরুষ হৈয়া, পুরুষাধর পিয়া পিয়া,
গোপীগণে জানায় নিজ-পান।
অয়ে শুন গোপীগণ, বলো পিঙো তোমার ধন,
তোমার যদি থাকে অভিমান ॥ ১২৬ ॥

তবে মোরে ক্রোধ করি, লজ্জা ভয় ধর্ম্ম ছাড়ি,
ছাড়ি দিমু আসি কর পান।
নহে পিমু নিরন্তর, তোমারে মোর নাহি ডর,
অন্যে দেখোঁ তৃণের সমান ॥ ১২৭ ॥

অধরামৃত নিজ-স্বরে, সঞ্চারিয়া সেই বলে,
আকর্ষয়ে ত্রিজগত-জন।
আমরা ধর্ম্ম-ভয় করি, রহি যদি ধৈর্য্য ধরি,
তবে আমায় করে বিড়ম্বন ॥ ১২৮ ॥

নীবী খসায় গুরু-আগে, লজ্জা-ধর্ম্ম করায় ত্যাগে,
কেশে ধরি যেন লৈয়া যায়।
আনি করে তোমার দাসী, শুনি লোকে করে হাসি,
এইমত নারীরে নাচায় ॥ ১২৯ ॥

শুষ্ক বাঁশের কাঠিখান, এত করে অপমান,
এই দশা করিলে গোঁসাই।
না সহি কি করিতে পারি, তাহে রহি মৌন ধরি,
চোরার মাকে ডাকি কান্দিতে নাই ॥ ১৩০ ॥

অধরের এই রীতি, আর শুনহ কুনীতি,
সে অধর-সনে যার মেলা।
সেই ভক্ষ্য ভোজ্য পান, হয় অমৃত-সমান,
নাম তার হয় 'কৃষ্ণ-ফেলা' ॥ ১৩১ ॥

সে ফেলার এক লব, না পায় দেবতা-সব,
এই দম্ভে কেবা পাতিয়ায়।
বহু জন্ম পুণ্য করে, তবে সুকৃতী নাম ধরে,
সেই সুকৃতী তার লব পায় ॥ ১৩২ ॥

কৃষ্ণ যে খায় তাম্বুল, কহে তার নাহি মূল,
তাহে আর দম্ভ পরিপাটী।
তার যেবা উদ্গার, তারে কয় অমৃত-সার,
গোপীর মুখ করে আলবাটী ॥ ১৩৩ ॥

এ তোমার কুটিনাটী, ছাড় এই পরিপাটী,
বেণু দ্বারে কাঁহে হর প্রাণ।
আপনার হাসি লাগি, নহ নারীর বধভাগী,
দেহ নিজাধরামৃত-পান ॥ ১৩৪ ॥

কহিতে কহিতে প্রভুর মন ফিরি গেল।
ক্রোধাবেশ শান্ত হৈয়া উৎকণ্ঠা বাঢ়িল ॥ ১৩৫ ॥
পরম দুর্ল্লভ এই কৃষ্ণাধরামৃত।
ইহা যেই পায়, তার সফল জীবিত ॥ ১৩৬ ॥
যোগ্য হৈয়া তাহা যদি করিতে না পায় পান।
তথাপি সে নির্লজ্জ বৃথা ধরে প্রাণ ॥ ১৩৭ ॥
অযোগ্য হৈয়া কেহো তাহা সদা পান করে।
যোগ্য জন নাহি পায়, লোভে মাত্র মরে ॥ ১৩৮ ॥
তাতে জানি কোনো তপস্যার আছে বল।
অযোগ্যেরে দেওয়ায় কৃষ্ণাধরামৃত-ফল ॥ ১৩৯ ॥
কহ রাম-রায়! কিছু শুনিতে হয় মন।
ভাব জানি পড়ে রায় গোপিকা-বচন ॥ ১৪০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ২১-অঃ ৯-শ্লোঃ—

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-
র্দামোদরাধর-সুধামপি গোপিকানাং।
ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্ট-রসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ ॥ ১৪১ ॥

একজন গোপী অন্য গোপীগণকে বলিতেছেন, হে সখীগণ! এই বেণু এমন কি অদ্ভুত পুণ্যই করিয়াছে যে, তাহাতে ইহা কেবল-গোপীজন ভোগ্য শ্রীকৃষ্ণাধরামৃত স্বচ্ছন্দে এত প্রচুররূপে পান করিতেছে যে, কিছুই আর অবশিষ্ট থাকিতেছে না, আরও দেখ, বৃদ্ধ আর্য্যগণ স্ববংশে ভগবদ্ভক্তের জন্ম দেখিয়া যেমন আনন্দাশ্রু বর্ষণপূর্ব্বক পুলকিত হন, তদ্রূপ যে হ্রদ-সমূহের জলে এই বেণু পরিপুষ্ট হইয়াছে, সেই মাতৃস্বরূপিনী হ্রদিনীগণ নিজ-সন্তান-তুল্য বেণুর সৌভাগ্য দেখিয়া বিকাশিত কমলচ্ছলে রোমাঞ্চিত হইয়াছে; আর বৃক্ষগণও, এই বেণু আমাদেরই বংশে জন্মিয়াছে ভাবিয়া, মধুধারা-বর্ষণচ্ছলে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেছে ॥ ১৪১ ॥

এই শ্লোক শুনি প্রভু ভাবাবিষ্ট হৈয়া।
উৎকণ্ঠাতে অর্থ করে প্রলাপ করিয়া ॥ ১৪২ ॥

যথারাগঃ।

এই ব্রজেন্দ্রনন্দন,　　ব্রজের কোনো কন্যাগণ,
অবশ্য করিবে পরিণয়।
সে সম্বন্ধে গোপীগণ,　　যারে জানে নিজধন,
সে সুধা অন্যের লভ্য নয় ॥ ১৪৩ ॥
গোপীগণ! কহ সবে করিয়া বিচারে।
কোন্ তীর্থে কোন্ তপ,　　কোন সিদ্ধমন্ত্র-জপ,
এই বেণু কৈল জন্মান্তরে ॥ ধ্রু ॥ ১৪৪ ॥
হেন কৃষ্ণাধর-সুধা,　　যে কৈল অমৃত সুধা,
যার আশায় গোপী ধরে প্রাণ।
এ বেণু অযোগ্য অতি,　　স্থাবর পুরুষ-জাতি,
সেই সুধা সদা করে পান ॥ ১৪৫ ॥
যার ধন না কহে তারে,　　পান করে বলাৎকারে,
পিতা তারে ডাকিয়া জানায়।
তার তপস্যার ফল,　　দেখ ইহার ভাগ্যফল,
ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনে খায় ॥ ১৪৬ ॥
মানসগঙ্গা কালিন্দী,　　ভুবন-পাবন নদী,
কৃষ্ণ যদি তাতে করে স্নান।
বেণু ঝুটা অধর-রস,　　হৈয়া লোভে পরবশ,
সেই কালে হর্ষে করে পান ॥ ১৪৭ ॥
এ ত নদী রহু দূরে,　　বৃক্ষ সব তার তীরে,
তপ করে পর-উপকারী।
নদীর শেষ-রস পাইয়া,　　মূল-দ্বারে আকর্ষিয়া,
কেন পিয়ে বুঝিতে না পারি ॥ ১৪৮ ॥
নিজাঙ্কুরে পুলকিত,　　পুষ্পহাস্য বিকসিত,
মধু মিশে বক্ষে অশ্রুধার।
বেণুকে মানি নিজজাতি, আর্য্যের যেন পুত্রনাতি,
বৈষ্ণব হৈলে আনন্দ-বিকার ॥ ১৪৯ ॥
বেণুর তপ জানি যবে,　　যেই তপ করি তবে,
ও অযোগ্য, আমরা যোগ্য নারী।
যা না পাইয়া দুঃখে মরি,
অযোগ্য পিয়ে সহিতে নারি,
তাহা লাগি তপস্যা বিচারি ॥ ১৫০ ॥
এতেক বিলাপ করি,　　প্রেমাবেশে গৌরহরি,
সঙ্গে লৈয়া স্বরূপ রাম-রায়।
কভু নাচে কভু গায়,　　ভাবাবেশে মূর্চ্ছা যায়,
এইরূপে রাত্রিদিন যায় ॥ ১৫১ ॥
স্বরূপ রূপ সনাতন,　　রঘুনাথের শ্রীচরণ,
শিরে ধরি করি যার আশ
চৈতন্যচরিতামৃত,　　অমৃত হৈতে পরামৃত
গায় দীনহীন কৃষ্ণদাস ॥ ১৫২

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কালিদাসপ্রসাদবিরহোন্মাদপ্রলাপো।
নাম ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

লিখ্যতে শ্রীল-গৌরস্য অত্যদ্ভুতমলৌকিকং।
যৈর্দৃষ্টং তন্মুখাৎ শ্রুত্বা দিব্যোন্মাদ-বিচেষ্টিতং ॥১॥

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অত্যাশ্চর্য্য ও অলৌকিক দিব্যোন্মাদ-চেষ্টা যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, আমি তাঁহাদের মুখে শুনিয়াই তাহা লিখিতেছি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

দিব্যোন্মাদে গাভীমধ্যে মহাপ্রভুর পতন ও কূর্ম্মাকৃতিরূপ অপূর্ব্ব বিকার-বর্ণন

এইমত মহাপ্রভু রাত্রি-দিবসে।
উন্মাদের চেষ্টা প্রলাপ করে প্রেমাবেশে ॥ ৩।
একদিন প্রভু স্বরূপ-রামানন্দ-সঙ্গে।
অর্দ্ধরাত্রি গোঙাইল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ ৪ ॥
যবে যেই ভাব প্রভুর করয়ে উদয়।
ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ-মহাশয় ॥ ৫ ॥
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ ॥ ৬ ॥
মধ্যে মধ্যে আপনে প্রভু শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ করে প্রভু বিলাপ করিয়া ॥ ৭ ॥
এইমতে নানাভাবে অর্দ্ধরাত্রি হৈল।
গোঁসাইরে শয়ন করাই দোঁহে ঘর গেল ॥ ৮ ॥
গম্ভীরার দ্বারে গোবিন্দ করিল শয়ন।
সব রাত্রি প্রভু করে উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৯ ॥
আচম্বিতে শুনে প্রভু কৃষ্ণবেণু-গান।
ভাবাবেশে প্রভু তাঁহা করিলা প্রয়াণ ॥ ১০ ॥
তিন দ্বারে কপাট ঐছে আছে ত লাগিয়া।
ভাবাবেশে প্রভু গেলা বাহির হইয়া ॥ ১১ ॥
সিংহদ্বারের দক্ষিণে রহে তেলেঙ্গা গাভীগণ।
তাঁহা যাই পড়িলা প্রভু হৈয়া অচেতন ॥ ১২ ॥
এথা গোবিন্দ মহাপ্রভুর শব্দ না পাইয়া।
স্বরূপেরে বোলাইল কপাট খুলিয়া ॥ ১৩ ॥
তবে স্বরূপ-গোঁসাই সঙ্গে লৈয়া ভক্তগণ।
দীউটি জ্বালিয়া করে প্রভুর অন্বেষণ ॥ ১৪ ॥
ইতিউতি অন্বেষিয়া সিংহদ্বারে গেলা।
গাভীগণ-মধ্যে যাই প্রভুরে পাইলা ॥ ১৫ ॥
পেটের ভিতর হস্ত-পদ কূর্ম্মের আকার।
মুখে ফেণ, পুলকাঙ্গ, নেত্রে অশ্রুধার ॥ ১৬ ॥
অচেতন পড়ি আছে যেন কুষ্মাণ্ড-ফল।
বাহিরে জড়িমা, অন্তরে আনন্দে বিহ্বল ॥ ১৭ ॥
গাভী সব চৌদিকে শুঁকে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ।
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে মহাপ্রভুর সঙ্গ ॥ ১৮ ॥
অনেক করিল যত্ন, না হয় চেতন।
প্রভুরে উঠাইয়া ঘরে আনিল ভক্তগণ ॥ ১৯ ॥
উচ্চ করি শ্রবণে করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
বহুক্ষণে মহাপ্রভু পাইল চেতন ॥ ২০ ॥
চেতন পাইলে হস্ত পদ বাহির হইল।
পূর্ব্ববত যথাযোগ্য শরীর হইল ॥ ২১ ॥
উঠিয়া বসিলা প্রভু, চাহে ইতিউতি।
স্বরূপে কহেন—আমা আনিলে তুমি কতি ॥২২॥
বেণু-শব্দ শুনি আমি গেলাম বৃন্দাবন।
দেখি গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২৩ ॥
সঙ্কেত-বেণুনাদে রাধা আনি কুঞ্জঘরে।
কুঞ্জেতে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে ॥ ২৪ ॥
তাঁর পাছে পাছে আমি করিনু গমন।
ভূষণ-ধ্বনিতে আমার হরিল শ্রবণ ॥ ২৫ ॥
গোপীগণ-সহ বিহার হাস্য পরিহাস।
কণ্ঠধ্বনি উক্তি শুনি মোর কর্ণোল্লাস ॥ ২৬ ॥
হেনকালে তুমি-সব কোলাহল করি।
আমা ইঁহা লৈয়া আইলা বলাৎকারে ধরি ॥ ২৭॥
শুনিতে না পাইনু সেই অমৃত-সম বাণী।
শুনিতে না পাইনু ভূষণ-মুরলীর ধ্বনি ॥ ২৮ ॥

ভাবাবেশে স্বরূপে কহে গদগদ-বাণী ।
কর্ণ তৃষ্ণায় মরে, পড় রসামৃত শুনি ॥ ২৯ ॥
স্বরূপ-গোঁসাই প্রভুর ভাব জানিয়া ।
ভাগবতের শ্লোক পড়ে মধুর করিয়া ॥ ৩০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ২৯-অঃ ৪০ শ্লোঃ—

কা স্ত্র্যঙ্গ ! তে কলপদায়ত-বেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্য-চরিতান্ন-চলেত্রিলোক্যাং ।
ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গো-দ্বিজ-দ্রুম-মৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥ ৩১ ॥*
শুনি প্রভু গোপীভাব আবিষ্ট হইলা ।
ভাগবতের শ্লোকার্থ করিতে লাগিলা ॥ ৩২ ॥

যথারাগঃ ।

হৈল গোপীভাবাবেশ, কৈল রাসে পরবেশ,
শুনি কৃষ্ণের উপেক্ষা-বচন ।
কৃষ্ণের মধুর হাস্য-বাণী, ত্যাগে তাহা সত্য মানি,
রোষে কৃষ্ণে দেন ওলাহন ॥ ৩৩ ॥
নাগর ! কহ তুমি করিয়া নিশ্চয় ।
এই ত্রিজগত ভরি, আছে যত যোগ্য নারী,
তোমার বেণু কাঁহা না আকর্ষয় ॥ ৩৪ ॥
জগতে কৈলে বেণুধ্বনি, সিদ্ধমন্ত্রা যোগিনী,
দূতী হৈয়া মোহে নারী-মন ।
মহোৎকণ্ঠা বাড়াইয়া, আর্য্যপথ ছাড়াইয়া,
আনি তোমায় করে সমর্পণ ॥ ৩৫ ॥
ধর্ম্ম ছাড়াও বেণু-দ্বারে, হান কটাক্ষ-কামশরে,
লজ্জা ভয় সকল ছাড়াও ।
এবে আমায় করি রোষ, কহে পতি-ত্যাগে দোষ,
ধার্ম্মিক হইয়া ধর্ম্ম শিখাও ॥ ৩৬ ॥
অন্য কথা অন্য মন, বাহিরে অন্য আচরণ,
এই সব শঠ-পরিপাটী ।
তুমি জান পরিহাস, হয় নারীর সর্ব্বনাশ,
ছাড় এই সব কুটিনাটী ॥ ৩৭ ॥

বেণুনাদ অমৃত-ঘোল, অমৃত-সম মিঠা বোল,
অমৃত-সম ভূষণ-শিঞ্জিত ।
তিন অমৃতে হরে কাণ, হরে মন হরে প্রাণ,
কেমনে নারী ধরিবেক চিত ॥ ৩৮ ॥
এত কহি ক্রোধাবেশে, ভাবের তরঙ্গে ভাসে,
উৎকণ্ঠা-সাগরে ডুবে মন ।
রাধার উৎকণ্ঠা-বাণী, পড়ি আপনে বাখানি
কৃষ্ণ-মাধুর্য্য করে আস্বাদন ॥ ৩৯ ॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে ৮ম-সর্গে ৫-শ্লোকঃ—

নদজ্জলদ-নিস্বনঃ শ্রবণকর্ষি-সচ্ছিঞ্জিতঃ
সনর্ম্মরস-সূচকাক্ষর-পদার্থ-ভঙ্গ্যুক্তিকঃ ।
রমাদিক-বরাঙ্গনা-হৃদয়হারি-বংশীকলঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি কর্ণস্পৃহাং ॥৪০॥

শ্রীরাধিকা বলিলেন, হে সখি ! যাঁহার কণ্ঠধ্বনি মেঘের ন্যায় গম্ভীর, যাঁহার ভূষণ-ধ্বনি কর্ণকে আকর্ষণ করে, যাঁহার বাক্য পরিহাসময় ও ভঙ্গীময় মধুর অক্ষরে পরিপূর্ণ এবং যাঁহার বংশী-ধ্বনি লক্ষ্মী প্রভৃতি বরনারীগণের চিত্তাপহরণ করে, সেই মদনমোহন আমার কাণের লালসা বাড়াইয়া দিতেছেন—তাহা শুনিবার জন্য আমি ব্যাকুল হইয়াছি ॥৪০॥

অস্যার্থঃ । যথারাগঃ ।

কণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনি, নবঘন-ধ্বনি জিনি,
যার গুণে কোকিলে লাজায় ।
তার এক শ্রুতিকণে, ডুবায় জগতের কাণে,
পুনঃ কাণ বাহুড়ি না আয় ॥ ৪১ ॥
কহ সখি ! কি করি উপায় ।
কৃষ্ণের সে শব্দ-গুণে, হরিল আমার কাণে,
এবে না পায়, তৃষ্ণায় মরি যায় ॥ধ্রু॥ ৪২ ॥
নূপুর-কিঙ্কিণী-ধ্বনি, হংস সারস জিনি,
কঙ্কণ-ধ্বনি চটকে লাজায় ।
একবার যেই শুনে, ব্যাপি রহে তার কাণে,
অন্য শব্দ সে কাণে না যায় ॥ ৪৩ ॥

* অনুবাদ ৩৭৬ পৃষ্ঠায় ৫৩ দাগে দ্রষ্টব্য

সেই শ্রীমুখ-ভাষিত, অমৃত হৈতে পরামৃত,
স্মিত-কর্পূর তাহাতে মিশ্রিত।
শব্দ অর্থ দুই শক্তি, নানা রস করে ব্যক্তি,
প্রত্যক্ষরে নর্ম্ম বিভূষিত ॥ ৪৪ ॥
সে অমৃতের এক কণ, কর্ণ-চকোর-জীবন,
কর্ণ-চকোর জীয়ে সেই আশে।
ভাগ্যবশে কভু পায়, অভাগ্যে কভু না পায়,
না পাইলে মরয়ে পিয়াসে ॥ ৪৫ ॥
যেবা বেণু-কলধ্বনি, একবার তাহা শুনি,
জগন্নারী-চিত্ত আউলায়।
নীবি-বন্ধ পড়ে খসি, বিনা মূলে হয় দাসী,
বাউলী হৈয়া কৃষ্ণ-পাশে ধায় ॥ ৪৬ ॥
যেবা লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী, তেঁহো সে কাকলী শুনি,
কৃষ্ণ-পাশ আইসে প্রত্যাশায়।
না পায় কৃষ্ণের সঙ্গ, বাড়ে তৃষ্ণা-তরঙ্গ,
তপ করে, তবু নাহি পায় ॥ ৪৭ ॥
এই শব্দামৃত চারি, যার হয় ভাগ্য ভারি,
সেই ইহা কর্ণে করে পান।
ইহা যেই নাহি শুনে, সে কাণ জন্মিল কেনে,
কাণাকড়ি-সম সেই কাণ ॥ ৪৮ ॥
করিতে ঐছে বিলাপ, উঠিল উদ্বেগ-ভাব,
মনে কাঁহো নাহি আলম্বন।
উদ্বেগ বিষাদ মতি, ঔৎসুক্য ত্রাস ধৃতি স্মৃতি,
নানাভাবের হইল মিলন ॥ ৪৯ ॥
ভাবশাবল্যে রাধার উক্তি,লীলাশুকে হৈল স্ফূর্ত্তি,
সেই ভাবে পড়ে এক শ্লোক।
উন্মাদের সামর্থ্যে, সেই শ্লোকের করে অর্থে,
সে অর্থ না জানে সব লোক ॥ ৫০ ॥

তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃতে ৪২ শ্লোকঃ—

কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রুমঃ কৃতং কৃতমাশয়া
কথয়ত কথামন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ।
মধুরমধুরস্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে
কৃপণকৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে ॥ ৫১ ॥

শ্রীরাধিকা বলিতেছেন, এখন আমি করিই বা কি, বলিই বা কাকে? কৃষ্ণ পাইবার আশা করা ত মিছা। কৃষ্ণ-কথা ছাড়া অন্য আর কোনও কথা বল। হায়, হায়! যাহাকে ছাড়িব বলিয়া মনে করিতেছি, সে যে আমার হৃদয়ে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। যাঁহার আকারটি মধুর-মধুর ঈষৎ-হাস্যযুক্ত এবং যিনি মন ও নয়নের আনন্দপ্রদ, সেই শ্রীকৃষ্ণে আমার ক্ষীণ তৃষ্ণা যে পরপর বাড়িয়া যাইতে লাগিল ॥ ৫১ ॥

অস্যার্থঃ। যথারাগঃ।

এই কৃষ্ণের বিরহে, উদ্বেগে মন স্থির নহে,
প্রাপ্ত্যুপায় চিন্তন না যায়।
যেবা তুমি সখীগণ, বিষাদে বাউল মন,
কারে পুছোঁ, কে কহে উপায় ॥ ৫২ ॥
হা হা সখি! কি করি উপায়।
কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
কৃষ্ণ বিনু প্রাণ মোর যায় ॥ ধ্রু ॥ ৫৩ ॥
ক্ষণে মন স্থির হয়, তবে মনে বিচারয়,
বলিতে হৈল-'মতি'-ভাবোদ্গম।
পিঙ্গলার বচন-স্মৃতি, করাইল ভাব-'মতি',
তাতে করে অর্থ-নির্দ্ধারণ ॥ ৫৪ ॥
দেখি এই উপায়ে, কৃষ্ণ-আশা ছাড়ি দিয়ে,
আশা ছাড়িলে সুখী হয় মন।
ছাড় কৃষ্ণ-কথা অধন্য, কহ অন্য কথা ধন্য,
যাতে কৃষ্ণের হয় বিস্মরণ ॥ ৫৫ ॥
কহিতে হইল স্মৃতি, চিত্তে হৈল কৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি,
সখীকে কহে হইয়া বিস্মিতে।
যারে চাহি ছাড়িতে, সেই শুইয়া আছে চিতে,
কোনো রীতে না পারি ছাড়িতে ॥ ৫৬ ॥
রাধা-ভাবের স্বভাব আন, কৃষ্ণে করায় কামজ্ঞান,
কাম-জ্ঞানে ত্রাস হৈল চিত্তে।
কহে যে জগত মারে, সে পশিল অন্তরে,
এই বৈরী না দেয় পাসরিতে ॥ ৫৭ ॥
ঔৎসুক্যের প্রাধান্যে, জিনি অন্য ভাব-সৈন্যে,
উদয় কৈল নিজ-রাজ্য মনে।

মনে হৈল লালস, না হয় আপন-বশ,
দুঃখে মনে করেন ভর্ৎসনে ॥ ৫৮ ॥
'মন মোর বাম দীন, জল বিনু যেন মীন,
কৃষ্ণ বিনু ক্ষণে মরি যায়
মধুর হাস্য বদন, মনে-নেত্র-রসায়ন,
কৃষ্ণ-তৃষ্ণা দ্বিগুণ বাঢ়ায় ॥ ৫৯ ॥
হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন, হা হা পদ্মলোচন,
হা হা দিব্য-সদ্গুণ-সাগর।
হা হা শ্যামসুন্দর, হা হা পীতাম্বরধর,
হা হা রাসবিলাস-নাগর ॥ ৬০ ॥
কাঁহা গেলে তোমা পাই, তুমি কহ তাঁহা যাই,
এত কহি চলিল ধাইয়া।
স্বরূপ উঠি কোলে করি, প্রভুরে আনিল ধরি,
নিজ-স্থানে বসাইল লৈয়া ॥ ৬১ ॥
ক্ষণেকে প্রভুর বাহ্য হৈল, স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল,
স্বরূপ! কিছু কর মধুর গান।
স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি, গীতগোবিন্দের গীতি,
শুনি প্রভুর জুড়াইল কাণ ॥ ৬২ "
এই মত মহাপ্রভু প্রতি রাত্রিদিনে।
উন্মাদ-চেষ্টিত সদা প্রলাপ-বচনে ॥ ৬৩ ॥
একদিনে যত হয় ভাবের বিকার।
সহস্র-মুখে বর্ণে যদি, নাহি পায় পার ॥ ৬৪
জীব দীন কি করিবে তাহার বর্ণন।
শাখাচন্দ্র-ন্যায় করি দিগ্দরশন ॥ ৬৫ ॥
ইহা যেই শুনে তার জুড়ায় মন প্রাণ।
অলৌকিক গূঢ় প্রেমের হয় চেষ্টা-জ্ঞান ॥ ৬৬ ॥
অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্য্য-মহিমা।
আপনি আস্বাদি প্রভু দেখাইল সীমা ॥ ৬৭ ॥
অদ্ভুত দয়ালু চৈতন্য, অদ্ভুত বদান্য।
ঐছে দয়ালু দাতা লোকে নাহি শুনি অন্য ॥৬৮॥
সর্ব্বভাবে ভজ লোক চৈতন্য-চরণ।
যাহা হৈতে পাবে কৃষ্ণপ্রেমামৃত-ধন ॥ ৬৯ ॥
এই ত কহিল প্রভুর কূর্ম্মাকৃতি-অনুভাব।
উন্মাদ-চেষ্টিত তাতে উন্মাদ-প্রলাপ ॥ ৭০ ॥
এই লীলা নিজ-গ্রন্থে রঘুনাথ দাস।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥ ৭১ ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরৌ

অনুদ্ঘাট্য দ্বারত্রয়মুরু চ ভিত্তিত্রয়মহো
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিক সুরভিমধ্যে নিপতিতঃ।
তনূদ্যৎ-সঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরু-বিরহাৎ
বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৭২ ॥

গম্ভীরার ভিতর হইতে বহির্গমনের পথ-স্বরূপ দ্বার তিনটি না খুলিয়া, যিনি তিনটি প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া কলিঙ্গদেশীয় গাভীগণের মধ্যে নিপতিত হইয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের দারুণ বিরহে যিনি কূর্ম্মের ন্যায় খর্ব্বাকৃতি হইয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দিত করিতেছেন ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কূর্ম্মাকারানুভাবোন্মাদ-প্রলাপো
নাম সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

শরজ্জ্যোৎস্না-সিন্ধোরবকলনয়া জাতযমুনা-
ভ্রমাদ্ধাবন্ যোঽস্মিন্ হরি-বিরহ-তাপার্ণব ইব।
নিমগ্নো মূর্চ্ছানঃ পয়সি নিবসন্ রাত্রিমখিলাং
প্রভাতে প্রাপ্তঃ স্বৈরবতু স শচীসূনুরিহ নঃ ॥১॥

শরৎকালীন জ্যোৎস্নাবতী রাত্রিতে সমুদ্র দেখিয়া যমুনা-ভ্রম হওয়ায় যিনি দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া কৃষ্ণবিরহ-তাপ-সমুদ্রে পতিত হইবার ন্যায় সমুদ্রে গিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন এবং তথায় মূর্চ্ছিতাবস্থায় সমস্ত রাত্রি বাস করিয়া প্রভাতে শ্রীস্বরূপাদি ভক্তগণ কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন শ্রীচৈতন্যদেব ইহজগতে আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
এইমত মহাপ্রভু নীলাচলে বৈসে।
রাত্রিদিনে কৃষ্ণ-বিচ্ছেদার্ণবে ভাসে ॥ ৩ ॥
শরৎকালের রাত্রি শরচ্চন্দ্রিকা উজ্জ্বল।
নিজ-গণ লৈয়া প্রভু বেড়ান রাত্রি সকল ॥ ৪ ॥
উদ্যানে উদ্যানে ভ্রমে কৌতুক দেখিতে।
রাসলীলার গীত-শ্লোক পড়িতে শুনিতে ॥ ৫ ॥
কভু প্রেমাবেশে করেন গান নর্ত্তন।
কভু প্রেমাবেশে রাসলীলানুকরণ ॥ ৬ ॥
কভু ভাবোন্মাদে প্রভু ইতিউতি ধায়।
ভূমে পড়ি কভু মূর্চ্ছা, কভু গড়ি যায় ॥ ৭ ॥
রাসলীলার এক শ্লোক যবে পড়ে শুনে।
পূর্ব্ববত তার অর্থ করয়ে আপনে ॥ ৮ ॥
এইমত রাসলীলার হয় যত শ্লোক।
সবার অর্থ করি কভু পায় হর্ষ শোক ॥ ৯ ॥
সে সব শ্লোকের অর্থ, সে সব বিকার।
সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় ত বিস্তার ॥ ১০ ॥
দ্বাদশ বৎসর যে যে লীলা ক্ষণে ক্ষণে।
অতি বাহুল্য-ভয়ে গ্রন্থে না কৈল লিখনে ॥১১॥
পূর্ব্বে যেই দেখাইয়াছি দিগ্‌দরশন।
তৈছে জানিহ বিকার-প্রলাপ-বর্ণন ॥ ১২ ॥
সহস্র বদনে যদি কহয়ে অনন্ত।
একদিনের লীলার তবু নাহি পায় অন্ত ॥ ১৩ ॥
কোটিযুগ পর্য্যন্ত যদি লিখেন গণেশ।
একদিনের লীলার তবু নাহি পায় শেষ ॥ ১৪ ॥
ভক্তের প্রেম-বিকার দেখি কৃষ্ণের চমৎকার।
কৃষ্ণ যার না পায় অন্ত, কেবা আর ছার ॥ ১৫ ॥
ভক্তপ্রেমের যে দশা যে গতি প্রকার।
যত দুঃখ, যত সুখ, যতেক বিকার ॥ ১৬ ॥
কৃষ্ণ তাহা সম্যক না পারে জানিতে।
ভক্তিভাব অঙ্গীকরে তাহা আস্বাদিতে ॥ ১৭ ॥
কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেমা ভক্তেরে নাচায়।
আপনে নাচয়ে—তিন নাচে এক ঠাঁয় ॥ ১৮ ॥
প্রেমের বিকার বর্ণিতে চাহে যেই জন।
চান্দ ধরিতে চাহে যৈছে হইয়া বামন ॥ ১৯ ॥
বায়ু যৈছে সিন্ধুজলের হরে এক কণ।
কৃষ্ণপ্রেমার কণ তৈছে জীবের স্পর্শন ॥ ২০ ॥
ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমার তরঙ্গ অনন্ত।
জীব ছার কাঁহা তার পাইবেক অন্ত ॥ ২১ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহা করে আস্বাদন।
সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদি গণ ॥ ২২ ॥
জীব হইয়া করে যেই তাহার বর্ণন।
আপনা শোধিতে তার ছোঁয় এক কণ ॥ ২৩ ॥
এইমত রাসের শ্লোক সকল পড়িলা।
শেষে জলকেলির শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥২৪॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ৩৩-অঃ ২৩-শ্লোকঃ—

তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গ-
ঘৃষ্টস্রজঃ স কুচকুঙ্কুম-রঞ্জিতায়াঃ।
গন্ধর্ব্ব-পালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্ বাঃ
শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ ॥ ২৫ ॥

কবিরাজ নদীতট বিদীর্ণ করিয়া পরিশ্রান্ত হইলে শ্রমাপনোদনের জন্য যেমন হস্তিনীগণের সহিত জলে প্রবেশ করে, সেইরূপ গোপীগণের অঙ্গ-সঙ্গ দ্বারা সংমর্দ্দিত ওষ্ঠ তাঁহাদের স্তনকুঙ্কুম দ্বারা রঞ্জিত পুষ্পমালার গন্ধে আকৃ ভ্রমরগায়কগণ কর্ত্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া পরিশ্রান্ত শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণসহ যমুনা-জলে প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

দিব্যোন্মাদে মহাপ্রভুর সমুদ্রে ঝম্প-প্রদান

এইমত মহাপ্রভু ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আইটোটা হৈতে সমুদ্র দেখে আচম্বিতে ॥ ২৬ ॥
চন্দ্রকান্ত্যে উচ্ছলিত তরঙ্গ উজ্জ্বল।
ঝলমল করে যেন যমুনার জল ॥ ২৭ ॥
যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা।
অলক্ষিতে যাই সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিলা ॥ ২৮ ॥
পড়িতেই হৈল মূর্চ্ছা, কিছুই না জানে।
কভু ডুবায়, কভু ভাসায় তরঙ্গের গণে ॥ ২৯ ॥
তরঙ্গে বহিয়া বুলে যেন শুষ্ক কাষ্ঠ।
কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাট ॥ ৩০ ॥
কোণার্কের দিকে প্রভুকে তরঙ্গে লৈয়া যায়।
কভু ডুবাইয়া রাখে কভু বা ভাসায় ॥ ৩১ ॥
যমুনাতে জলকেলি গোপীগণ-সঙ্গে।
কৃষ্ণ করে, মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে ॥ ৩২ ॥
এথা স্বরূপাদি গণ প্রভুরে না দেখিয়া।
'কাঁহা গেলা প্রভু'—কহে চমকিত হৈয়া ॥ ৩৩ ॥
মনোবেগে গেলা প্রভু, লখিতে নারিলা।
প্রভু না দেখিয়া সংশয় করিতে লাগিলা ॥ ৩৪ ॥
জগন্নাথ দেখিতে কিবা দেবালয়ে গেলা।
অন্য উদ্যানে প্রভু কিবা উন্মাদে পড়িলা ॥ ৩৫ ॥
গুণ্ডিচা-মন্দিরে, কিবা গেলা নরেন্দ্ররে।
চটক-পর্ব্বতে, কিবা গেলা কোণার্কেরে ॥ ৩৬ ॥
এত বলি সবে ফিরে প্রভুরে চাহিয়া।
সমুদ্রের তীরে আইলা কত জন লৈয়া ॥ ৩৭ ॥
চাহিয়া বেড়াইতে ঐছে শেষরাত্রি হৈল।
অন্তর্দ্ধান কৈল প্রভু—নিশ্চয় করিল ॥ ৩৮ ॥
প্রভুর বিচ্ছেদে কারো দেহে নাহি প্রাণ।
অনিষ্ট-আশঙ্কা বিনা মনে নাহি আন ॥ ৩৯ ॥

তথাহি 'অভিজ্ঞানশকুন্তল'-নাটকে ৪র্থ-অঙ্কে শকুন্তলাং প্রতি প্রিয়ম্বদা-বাক্যম্ —

অনিষ্টাশঙ্কীনি বন্ধু-হৃদয়ানি ভবন্তি হি ॥ ৪০ ॥

বন্ধুগণের হৃদয়ে বন্ধুর অমঙ্গল-আশঙ্কাই উদিত হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

জালিয়া কর্ত্তৃক তাহে মহাপ্রভুর প্রেম-বিকৃত দেহ-বৃত্তান্ত

সমুদ্রের তীরে আসি যুকতি করিলা।
চিরায়ু-পর্ব্বত-দিকে কতজন গেলা ॥ ৪১ ॥
পূর্ব্বদিশায় চলে স্বরূপ লৈঞা কত জন।
সিন্ধু-তীরে-নীরে করে প্রভুর অন্বেষণ ॥ ৪২ ॥
বিষাদে বিহ্বল সবে, নাহিক চেতন।
তবু প্রেম-বলে করে প্রভু-অন্বেষণ ॥ ৪৩ ॥
দেখে এক জালিয়া আইসে কান্ধে জাল করি।
হাসে কান্দে নাচে গায়, বলে 'হরি হরি' ॥ ৪৪ ॥
জালিয়ার চেষ্টা দেখি সবার চমৎকার।
স্বরূপ-গোঁসাই তারে পুছে সমাচার ॥ ৪৫ ॥
কহ জালিক! এ দিকে দেখিলে একজন।
তোমার এ দশা কেনে, কহ ত কারণ ॥ ৪৬ ॥
জালিয়া কহে ইঁহা একো মনুষ্য না দেখিল।
জাল বাহিতে এক মৃত মোর জালে আইল ॥ ৪৭ ॥
বড় মৎস্য বলি মুই উঠাইনু যতনে।
মৃতক দেখিয়া মোর ত্রাস হৈল মনে ॥ ৪৮ ॥
জাল খসাইতে তার অঙ্গ-স্পর্শ হৈল।
স্পর্শমাত্র সেই ভূত হৃদয়ে পশিল ॥ ৪৯ ॥
ভয়ে কম্প হৈল মোর, নেত্রে বহে জল।
গদগদ বাণী, মোর উঠিল সকল ॥ ৫০ ॥
কিবা ব্রহ্মদৈত্য, কিবা ভূত কহনে না যায়।
দর্শনমাত্রে মনুষ্যের পৈশে সেই কায় ॥ ৫১ ॥
শরীর দীঘল তার হাত পাঁচ-সাত।
এক এক হস্ত পদ তার তিন তিন হাত ॥ ৫২ ॥

অস্থিসন্ধি ছাড়ি চর্ম্ম করে নড়বড়ে।
তাহা দেখি প্রাণ কারো নাহি রহে ধড়ে ॥৫৩॥
মড়ারূপ ধরি রহে উত্তান-নয়ন।
কভু গোঁ গোঁ করে, কভু হয় অচেতন ॥ ৫৪ ॥
সাক্ষাত দেখিনু মোরে পাইল সেই ভূত।
মুই মরিলে মোর কৈছে জীবে স্ত্রীপুত ॥ ৫৫ ॥
সেই ত ভূতের কথা কহনে না যায়।
ওঝা-ঠাঁই যাই, যদি সে ভূত ছাড়ায় ॥ ৫৬ ॥
একা রাত্রে বুলি মৎস্য মারিয়ে নির্জ্জনে।
ভূত প্রেত না লাগে আমায় নৃসিংহ-স্মরণে ॥৫৭॥
এ ভূত নৃসিংহ-নামে চাপযে দ্বিগুণে।
তাহার আকার দেখি ভয় লাগে মনে ॥ ৫৮ ॥
ওথা না যাইহ আমি নিষেধি তোমারে।
তাঁহা গেলে সেই ভূত লাগিবে সবারে ॥ ৫৯ ॥
এত শুনি স্বরূপ-গোঁসাই সব তত্ত্ব জানি।
জালিয়াকে কহে কিছু সুমধুর বাণী— ॥ ৬০ ॥
আমি বড় ওঝা, জানি ভূত ছাড়াইতে।
মন্ত্র পড়ি হস্ত দিল তাহার মাথাতে ॥ ৬১ ॥
তিন চাপড় মারি বলে ভূত পলাইল।
'ভয় না পাইহ' বলি সুস্থির করিল ॥ ৬২ ॥
একে প্রেম, আরে ভয়—দ্বিগুণ অস্থির।
ভয় অংশ গেল, সেই হৈল কিছু ধীর ॥ ৬৩ ॥
স্বরূপ কহে—তুমি যারে কর ভূত-জ্ঞান।
ভূত নহে—তেঁহো কৃষ্ণচৈতন্য-ভগবান্ ॥ ৬৪ ॥
প্রেমাবেশে পড়িলা তেঁহো সমুদ্রের জলে।
তাঁরে তুমি উঠাইয়াছ আপনার জালে ॥ ৬৫ ॥
তার স্পর্শে হৈল তোমার কৃষ্ণপ্রেমোদয়।
ভূত-জ্ঞানে তোমার মনে হৈল মহাভয় ॥ ৬৬ ॥
এবে ভয় গেল, তোমার মন হৈল স্থিরে।
কাঁহা তাঁরে উঠাইয়াছ দেখাহ আমারে ॥ ৬৭ ॥
জালিয়া কহে প্রভুকে মুই দেখিয়াছোঁ বারবার
তেঁহো নহেন, এই অতি বিকৃত-আকার ॥৬৮॥
স্বরূপ কহে—তাঁর হয় প্রেমের বিকার।
অস্থি-সন্ধি ছাড়ি হয় অতি দীর্ঘাকার ॥ ৬৯ ॥
শুনি সেই জালিয়া আনন্দিত হৈল।
সবা লৈয়া গেলা মহাপ্রভুকে দেখাইল ॥ ৭০ ॥
ভূমেতে পড়িয়া আছে দীর্ঘ মহাকায়।
জলে শ্বেত তনু, বালু লাগিয়াছে গায় ॥ ৭১ ॥
অতি দীর্ঘ শিথিল তনু চর্ম্ম নটকায়।
দূর পথ উঠাইয়া আনা নাহি যায় ॥ ৭২ ॥
আর্দ্র কৌপীন দূর করি শুষ্ক পরাইয়া।
বহির্ব্বাসে শোয়াইল বালুকা ঝাড়িয়া ॥ ৭৩ ॥
সবে মিলি উচ্চ করি করে সঙ্কীর্ত্তনে।
উচ্চ করি কৃষ্ণনাম কহে প্রভুর কাণে ॥ ৭৪ ॥
কতক্ষণে প্রভুর কাণে শব্দ প্রবেশিল।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহিঁ উঠিল ॥ ৭৫ ॥
উঠিতেই অস্থি-সব লাগিল নিজ-স্থানে।
অর্দ্ধবাহ্যে ইতিউতি করে দরশনে ॥ ৭৬ ॥
তিন দশায় মহাপ্রভু রহে সর্ব্বকাল।
অন্তর্দ্দশা, বাহ্যদশা, অর্দ্ধবাহ্য আর ॥ ৭৭ ॥
অন্তর্দ্দশায় কিছু ঘোর, কিছু বাহ্যজ্ঞান।
সেই দশা কহে ভক্ত অর্দ্ধবাহ্য নাম ॥ ৭৮ ॥
অর্দ্ধবাহ্যে কহেন প্রভু প্রলাপ-বচন।
আকাশে কহেন প্রভু—শুন ভক্তগণ ॥ ৭৯ ॥
কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাম বৃন্দাবন।
দেখি জলক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৮০ ॥
রাধিকাদি গোপীগণ-সঙ্গে এক মেলি।
যমুনার জলে মহারঙ্গে করে কেলি ॥ ৮১ ॥
তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ-সঙ্গে।
এক সখী সখীগণে দেখায় সেই রঙ্গে ॥ ৮২ ॥

যথারাগঃ।

দিব্যোন্মাদ-প্রলাপে মহাপ্রভু কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের
জলকেলি ও বন্যভোজন-বর্ণন

পট্টবস্ত্র অলঙ্কারে, সমর্পিয়া সখী-করে,
সূক্ষ্ম শুক্ল বস্ত্র পরিধান।
কৃষ্ণ লৈয়া কান্তাগণ, কৈল জলাবগাহন,
জলকেলি রচিল সুঠান ॥ ৮৩ ॥

সখি হে ! দেখ কৃষ্ণের জলকেলি-রঙ্গে ।
কৃষ্ণ মত্ত-করিবর, চঞ্চল কর-পুষ্কর,
গোপীগণ করিণীর সঙ্গে ॥ ধ্রু ॥ ৮৪ ॥
আরম্ভিল জলকেলি, অন্যোন্যে জল-ফেলাফেলি,
হুড়াহুড়ি বর্ষে জলধার ।
কভু জয় পরাজয়, নাহি কিছু নিশ্চয়,
জলযুদ্ধ বাড়িল অপার ॥ ৮৫ ॥
বর্ষে স্থির-তড়িদ্গণ, সিঞ্চে শ্যাম-নবঘন,
ঘন বর্ষে তড়িত-উপরে ।
সখীগণের নয়ন, তৃষিত চাতকগণ,
সে অমৃত সুখে পান করে ॥ ৮৬ ॥
প্রথমে যুদ্ধ জলাজলি, তবে যুদ্ধ করাকরি,
তার পাছে যুদ্ধ মুখামুখি ।
তবে যুদ্ধ রদারদি, তবে যুদ্ধ হৃদাহৃদি,
তবে যুদ্ধ হৈল নখানখি ॥ ৮৭ ॥
সহস্র কর জল সেকে, সহস্র নেত্রে গোপী দেখে,
সহস্র পদ নিকট-গমনে ।
সহস্র মুখ চুম্বনে, সহস্র বপু সঙ্গমে,
গোপী নর্ম্ম শুনে সহস্র কাণে ॥ ৮৮ ॥
কৃষ্ণ রাধা লৈয়া বলে, গেলা কণ্ঠদঘ্ন-জলে,
ছাড়ে দিলা যাঁহা অগাধ পানি ।
তেঁহো কৃষ্ণ-কণ্ঠ ধরি, ভাসে জলের উপরি,
গজোৎখাতে যৈছে কমলিনী ॥ ৮৯ ॥
যত গোপসুন্দরী, কৃষ্ণ তত রূপ ধরি,
সবার বস্ত্র করিল হরণ ।
যমুনা-জল নির্ম্মল, অঙ্গ করে ঝলমল,
সুখে কৃষ্ণ করে দরশন ॥ ৯০ ॥
পদ্মিনীলতা-সখীচয়, কৈল কারো সহায়,
তার হস্তে পত্র সমর্পিল ।
কেহো মুক্ত কেশপাশ, আগে কৈল অধোবাস,
স্বহস্তে কেহো কাঁচলি করিল ॥ ৯১ ॥
কৃষ্ণের কলহ রাধা-সনে, গোপীগণ সেইক্ষণে,
হেমাব্জ-বনে গেলা লুকাইতে ।
আকণ্ঠ-বপু জলে পৈশে, মুখমাত্র জলে ভাসে,
পদ্ম মুখ না পারি চিনিতে ॥ ৯২ ॥
হেথা কৃষ্ণ রাধা-সনে, কৈল যে আছিল মনে,
গোপীগণ অন্বেষিতে গেলা ।
তবে রাধা সূক্ষ্মমতি, জানিয়া সখীর স্থিতি,
সখী-মধ্যে আসিয়া মিলিলা ॥ ৯৩ ॥
যত হেমাব্জ জলে ভাসে, তত নীলাব্জ তার পাশে,
আসি আসি করয়ে মিলন ।
নীলাব্জে হেমাব্জে ঠেকে, যুদ্ধ হয় পরতেকে,
কৌতুক দেখে তীরে গোপীগণ ॥ ৯৪ ॥
চক্রবাক-মণ্ডল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
জল হৈতে করিল উদ্গম ।
উঠিল পদ্ম-মণ্ডল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
চক্রবাকে কৈল আচ্ছাদন ॥ ৯৫ ॥
উঠিল বহু রক্তোৎপল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
পদ্মগণের করে নিবারণ ।
পদ্ম চাহে লুঠি নিতে, উৎপল চাহে রাখিতে,
চক্রবাক লাগি দোঁহার রণ ॥ ৯৬ ॥
পদ্মোৎপল অচেতন, চক্রবাক সচেতন,
চক্রবাকে পদ্ম আস্বাদয় ।
ইহা দোঁহার উল্টা স্থিতি, ধর্ম্ম হৈল বিপরীতি,
কৃষ্ণরাজ্যে ঐছে ন্যায় হয় ॥ ৯৭ ॥
মিত্রের মিত্র সহবাসী, চক্রে লুঠে পদ্ম আসি,
কৃষ্ণরাজ্যে ঐছে ব্যবহার ।
অপরিচিত শত্রুর মিত্র, রাখে উৎপল বড় চিত্র,
এ বড় বিরোধ-অলঙ্কার ॥ ৯৮ ॥
অতিশয়োক্তি বিরোধাভাস, দুই অলঙ্কার প্রকাশ,
করি কৃষ্ণ প্রকট দেখাইল ।
যাহা করি আস্বাদন, আনন্দিত মোর মন,
নেত্র-কর্ণ যুগ্ম জুড়াইল ॥ ৯৯ ॥
ঐছে চিত্র ক্রীড়া করি, তীরে আইলা শ্রীহরি,
সঙ্গে লৈয়া সব কান্তাগণ ।
গন্ধ-তৈল মর্দ্দন, আমলকী-উদ্বর্ত্তন,
সেবা করে তীরে সখীগণ ॥ ১০০ ॥

পুনরপি কৈল স্নান, শুষ্ক-বস্ত্র পরিধান,
রত্ন-মন্দিরে কৈল আগমন।
বৃন্দা-কৃত সম্ভার, গন্ধ পুষ্প-অলঙ্কার,
বন্যবেশ করিল রচন ॥ ১০১ ॥
বৃন্দাবনে তরু-লতা, অদ্ভুত তাহার কথা,
বারমাস ধরে ফুল-ফল।
বৃন্দাবনে দেবীগণ, কুঞ্জদাসী যত জন,
ফল পাড়ি আনিল সকল ॥ ১০২ ॥
উত্তম সংস্কার করি, বড় বড় থালী ভরি,
রত্নমন্দির-পিণ্ডার উপরে।
ভক্ষণের ক্রম করি, ধরিয়াছে সারি সারি,
আগে আসন বসিবার তরে ॥ ১০৩ ॥
এক নারিকেল বহুজাতি, এক আম্র বহুভাতি,
কলা কোলি বিবিধ প্রকার।
পনস খর্জ্জুর কমলা, নারঙ্গ জাম সমতরা,
দ্রাক্ষা বাদাম মেওয়া যত আর ॥ ১০৪ ॥
খরমুজা ক্ষীরিকা তাল, কেশুর পানিফল মৃণাল,
বিল্ব পীলু দাড়িম্বাদি যত।
কোনো দেশে কারো খ্যাতি,বৃন্দাবনে সব-প্রাপ্তি,
সহস্র জাতি, লেখা যায় কত ॥ ১০৫ ॥
গঙ্গাজল অমৃতকেলি, পীযূষকান্তি কর্পূরকেলি,
সরপূরী অমৃত-পদ্ম-চিনি।
খণ্ডক্ষীরসার-বৃক্ষ, ঘরে করি নানা ভক্ষ্য,
রাধা যাহা কৃষ্ণ লাগি আনি ॥ ১০৬ ॥
ভক্ষ্য পরিপাটি দেখি, কৃষ্ণ হৈলা মহাসুখী,
বসি কৈল বন্যভোজন।
সঙ্গে লৈয়া সখীগণ, রাধা কৈল ভোজন,
দোঁহে কৈল মন্দিরে শয়ন ॥ ১০৭ ॥
কেহো করে ব্যজন, কেহো পাদ-সম্বাহন,
কেহো করায় তাম্বুল-ভক্ষণ।
রাধা-কৃষ্ণ নিদ্রা গেলা, সখীগণ শয়ন কৈলা
দেখি আমার সুখী হৈল মন ॥ ১০৮ ॥
হেনকালে মোরে ধরি, মহা কোলাহল করি,
তুমি-সব ইঁহা লৈয়া আইলা।
কাঁহা যমুনা বৃন্দাবন, কাঁহা কৃষ্ণ গোপীগণ,
সেই সুখ ভঙ্গ করাইলা ॥ ১০৯ ॥
এতেক কহিতে প্রভুর কেবল-বাহ্য হৈল।
স্বরূপ-গোঁসাই দেখি তাঁহারে পুছিল—॥ ১১০ ॥
ইঁহা কেনে তোমরা-সব আমা লৈয়া আইলা।
স্বরূপ-গোঁসাই তবে কহিতে লাগিলা— ॥১১১॥
যমুনার ভ্রমে তুমি সমুদ্রে পড়িলা
সমুদ্র-তরঙ্গে ভাসি এত দূর আইলা ॥ ১১২ ॥
এই জালিয়া জালে করি তোমা উঠাইল।
তোমার পরশে এই প্রেমে মত্ত হৈল ॥ ১১৩ ॥
সব রাত্রি সবে বেড়াই তোমা অন্বেষিয়া।
জালিয়ার মুখে শুনি পাইনু আসিয়া ॥ ১১৪ ॥
তুমি মূর্চ্ছা-ছলে বৃন্দাবনে দেখ ক্রীড়া।
তোমার মূর্চ্ছা দেখি সবে মনে পাই পীড়া ॥১১৫॥
'কৃষ্ণনাম' লৈতে তোমার অর্দ্ধবাহ্য হৈল।
তাতে যে প্রলাপ কৈলে তাহা ত শুনিল ॥১১৬॥
প্রভু কহে—স্বপ্ন দেখি গেলাম বৃন্দাবনে।
দেখি কৃষ্ণ রাস করেন গোপীগণ-সনে ॥ ১১৭ ॥
জলক্রীড়া করি কৈল বন্য-ভোজন।
দেখি আমি প্রলাপ কৈল হেন লয় মন ॥১১৮॥
তবে স্বরূপ-গোঁসাই তারে স্নান করাইয়া।
প্রভু লৈয়া ঘরে আইলা আনন্দিত হৈয়া ॥ ১১৯
এই ত কহিল প্রভুর সমুদ্র-পতন।
ইহা যেই শুনে, পায় চৈতন্য-চরণ ॥ ১২০ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১২১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে সমুদ্র-পতনং
নাম অষ্টাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।



ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বন্দে তং কৃষ্ণচৈতন্যং মাতৃভক্ত-শিরোমণিং।
প্রলপ্য মুখ-সঙ্ঘর্ষী মধূদ্যানে ললাস যঃ ॥ ১ ॥

কৃষ্ণবিরহোন্মাদে যিনি দেওয়ালে মুখ ঘর্ষণ করিয়াছিলেন এবং প্রলাপ করিতে করিতে বৈশাখী পূর্ণিমায় 'জগন্নাথ-বল্লভ' নামক কৃত্রিম উদ্যানে বিহার করিয়াছিলেন, সেই মাতৃভক্ত-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
এইমত মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমাবেশে।
উন্মাদে বিলাপ করেন রাত্রি-দিবসে ॥ ৩ ॥
প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত জগদানন্দ।
যাঁহার চরিত্রে প্রভু পায়েন আনন্দ ॥ ৪ ॥

মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব মাতৃভক্তি-প্রদর্শন

প্রতি বৎসর প্রভু তাঁরে পাঠান নদীয়াতে
বিচ্ছেদ-দুঃখিতা জানি জননী আশ্বাসিতে- ॥৫॥
নদীয়া চলহ, মাতারে কহিও নমস্কার।
আমার নামে পাদপদ্ম ধরিহ তাঁহার ॥ ৬ ॥
কহিও মাতারে—তুমি করহ স্মরণ।
নিত্য আসি আমি তোমার বন্দিয়ে চরণ ॥ ৭
যে দিন তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন।
সে দিন অবশ্য আসি করিয়ে ভক্ষণ ॥ ৮ ॥
তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস।
বাতুল হইয়া কৈল নিজ-ধর্ম্মনাশ ॥ ৯ ॥
এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার।
তোমার অধীন আমি তনয় তোমার ॥ ১০ ॥
নীলাচলে আমি আছি তোমার আজ্ঞাতে।
যাবৎ জীব তাবৎ তোমা নারিব ছাড়িতে ॥
গোপ-লীলায় পায়েন যেই প্রসাদ-বসনে।
মাতাকে পাঠান তাহা পুরীর বচনে ॥ ১২ ॥
জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ আনিয়া যতনে।
মাতাকে পৃথক্ পাঠায় আর ভক্তগণে ॥ ১৩ ॥
মাতৃভক্তগণের প্রভু হয় শিরোমণি।
সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী ॥ ১৪ ॥

মহাপ্রভু-সমীপে পণ্ডিত জগদানন্দপ্রভুর তরজা

জগদানন্দ নদীয়া গিয়া মাতারে মিলিলা।
প্রভুর যত নিবেদন সকল কহিলা ॥ ১৫ ॥
আচার্য্যাদি ভক্তগণে মিলিলা প্রসাদ দিয়া।
মাতার ঠাঁই আজ্ঞা লৈল মাসেক রহিয়া ॥ ১৬ ॥
আচার্য্যের ঠাঁই গিয়া আজ্ঞা মাগিল।
আচার্য্য গোঁসাই প্রভুকে সন্দেশ কহিল ॥ ১৭ ॥
তরজা-প্রহেলী আচার্য্য কহে ঠারেঠোরে।
প্রভুমাত্র বুঝে, কেহো বুঝিতে না পারে— ॥১৮॥
প্রভুকে কহিও আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার— ॥ ১৯ ॥
বাউলকে কহিও—লোকে হইল বাউল।
বাউলকে কহিও—হাটে না বিকায় চাউল ॥২০॥
বাউলকে কহিও—কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও—ইহা কহিয়াছে বাউল ॥ ২১
এত শুনি জগদানন্দ হাসিতে লাগিলা।
নীলাচলে আসি সব প্রভুকে কহিলা ॥ ২২ ॥
তরজা শুনি মহাপ্রভু ঈষত হাসিলা।
'তাঁর যেই আজ্ঞা' বলি মৌন করিলা ॥ ২৩ ॥
জানিয়াও স্বরূপ-গোঁসাই প্রভুকে পুছিল।
এই তরজার অর্থ বুঝিতে নারিল ॥ ২৪ ॥
প্রভু কহে—আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।
আগম-শাস্ত্রের বিধি-বিধানে কুশল ॥ ২৫ ॥
উপাসনা লাগি দেবের করে আবাহন।
পূজা লাগি কত কাল করে নিরোধন ॥ ২৬ ॥

পূজা-নির্ব্বাহ হৈলে পাছে করে বিসর্জ্জন।
তরজার না জানি অর্থ কিবা তাঁর মন ॥ ২৭ ॥
মহাযোগেশ্বর আচার্য্য তরজাতে সমর্থ।
আমিহো বুঝিতে নারি তরজার অর্থ ॥ ২৮ ॥

দিব্যোন্মাদে মহাপ্রভুর প্রলাপ-বর্ণন

শুনিয়া বিস্মিত হৈলা সব ভক্তগণ।
স্বরূপ-গোঁসাই কিছু হইলা বিমন ॥ ২৯ ॥
সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হৈল।
কৃষ্ণের বিরহ-দশা দ্বিগুণ বাঢ়িল ॥ ৩০ ॥
উন্মাদ-প্রলাপ-চেষ্টা করে রাত্রিদিনে।
রাধা-ভাবাবেশে বিরহ বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৩১ ॥
আচম্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণের মথুরা-গমন।
উদঘূর্ণা-দশা হৈল উন্মাদ-লক্ষণ ॥ ৩২ ॥
রামানন্দের গলা ধরি করেন প্রলপন।
স্বরূপে পুছয়ে জানি নিজ-সখীজন ॥ ৩৩ ॥
পূর্ব্বে যেন বিশাখাকে শ্রীরাধা পুছিল।
সেই শ্লোক পড়ি প্রলাপ করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

তথাহি ললিতমাধবে ৩-অঙ্কে ২৫-শ্লোকঃ—

ক নন্দকুল-চন্দ্রমাঃ ক শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ
ক মন্দ্র-মুরলী-রবঃ ক নু সুরেন্দ্রনীল-দ্যুতিঃ।
ক রাসরস-তাণ্ডবী ক সখি! জীবরক্ষৌষধি-
র্নিধির্মম সুহৃত্তমঃ ক বত হন্ত হা ধিগ্ বিধিং ॥৩৫॥

শ্রীরাধিকা বলিলেন, হে সখি! কোথায় সেই নন্দ-কুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? শিখিপুচ্ছ-বিভূষণ সেই শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? যিনি মধুর মুরলীধ্বনি করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় যাহার কান্তি, সেই শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? রাসরসে যিনি নৃত্য করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? আমার জীবন-রক্ষার একমাত্র মহৌষধ সেই শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? হায় হায়! আমার অমূল্য-নিধি, আমার পরম-বান্ধব সেই শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? ধিক ধিক, সেই বিধিকে ধিক্, যে আমার এতাদৃশ প্রিয়তমের সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইল ॥ ৩৫ ॥

অস্যার্থঃ। যথারাগঃ।

ব্রজেন্দ্রকুল-দুগ্ধসিন্ধু, কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ-ইন্দু,
জন্মি কৈল জগত উজোর।
কান্ত্যমৃত যেবা পিয়ে, নিরন্তর পিয়া জীয়ে,
ব্রজজনের নয়ন-চকোর ॥ ৩৬ ॥

সখি হে! কোথা কৃষ্ণ করাহ দরশন।
ক্ষণেক যাঁহার মুখ, না দেখিলে ফাটে বুক,
শীঘ্র দেখাও, না রহে জীবন ॥ ধ্রু ॥ ৩৭ ॥

এই ব্রজের রমণী, কামার্ক-তপ্ত-কুমুদিনী,
নিজ-করামৃত দিয়া দান।
প্রফুল্লিত করে যেই, কাঁহা মোর চন্দ্র সেই,
দেখাও সখি! রাখ মোর প্রাণ ॥ ৩৮ ॥

কাঁহা সে চূড়ার ঠাম, কাঁহা শিখিপুচ্ছের উড়ান,
নবমেঘে যেন ইন্দ্রধনু।
পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি, মুক্তামালা বুক-পাঁতি,
নবাম্বুদ জিনি শ্যামতনু ॥ ৩৯ ॥

একবার যার নয়নে লাগে, সদা তার হৃদয়ে জাগে,
কৃষ্ণ-তনু যেন আম্র-আঠা।
নারীর-মনে পশি যায়, যত্নে নাহি বাহিরায়,
তনু নহে—সেয়াকুলের কাঁটা ॥ ৪০ ॥

জিনিয়া তমাল-দ্যুতি, ইন্দ্রনীল-সম কান্তি,
যেই কান্তি জগত মাতায়।
শৃঙ্গাররস-সার ছানি, তাতে চন্দ্রজ্যোৎস্না সানি,
জানি বিধি নিরমিল তায় ॥ ৪১ ॥

কাঁহা সে মুরলীধ্বনি, নবাম্বুদ-গর্জ্জিত-জিনি,
জগদাকর্ষে শ্রবণে যাহার।
উঠি ধায় ব্রজজন, তৃষিত চাতকগণ,
আসি পিয়ে কান্ত্যমৃতধার ॥ ৪২ ॥

মোর সেই কলানিধি, প্রাণরক্ষার মহৌষধি,
সখি! মোর তেঁহো সুহৃত্তম।
দেহ জীয়ে তাহা বিনে, ধিক্ এই জীবনে,
বিধি করে এত বিড়ম্বনা ॥ ৪৩ ॥

যে জন জীতে নাহি চায়,   তারে কেনে জীয়ায়,
বিধি প্রতি উঠে ক্রোধ শোক।
বিধিকে করে ভর্ৎসন,   কৃষ্ণে দেন ওলাহন,
পড়ি ভাগবতের এক শ্লোক ॥ ৪৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০-স্কঃ ৩৯-অঃ ১৭ শ্লোঃ—

অহো বিধাতস্তব ন ক্বচিদ্দয়া
সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনঙ্ক্ষ্যপার্থকং
বিচেষ্টিতং তেঽর্ভক-চেষ্টিতং যথা ॥ ৪৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে লইবার জন্য অক্রূর মহাশয় যখন ব্রজে আসিয়াছেন, তখন গোপীগণ তাহা জানিতে পারিয়া, তাহাদের এই মহাবিপদের জন্য বিধাতাকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়া বলিতেছেন, হে বিধাতঃ! এ বড় আশ্চর্য্য যে, তোমাতে দয়ার লেশমাত্রও নাই, যেহেতু তোমার দয়া থাকিলে তুমি জীবগণকে বন্ধুভাব ও প্রীতি দ্বারা একবার সংযুক্ত করিয়া তাহাদের বাসনা পূর্ণ হইতে না হইতেই কি তাহাদিগকে বিযুক্ত করিতে পার? অতএব বুঝিতে পারিতেছি, তোমার ব্যবহার বালকের ব্যবহারের ন্যায়ই অসার ॥ ৪৫ ॥

অস্যার্থঃ। যথারাগঃ।

না জানিস প্রেম-মর্ম্ম,   ব্যর্থ করিস্ পরিশ্রম,
তোর চেষ্টা বালক-সমান।
তোর যদি লাগ পাইয়ে,   তবে তোরে শিক্ষা দিয়ে,
এমন যেন না করিস্ বিধান ॥ ৪৬ ॥
অরে বিধি! তো বড় নিঠুর।
অন্যোন্য-দুর্ল্লভ জন,   করাইয়া সম্মিলন,
অকৃতার্থ কেনে করিস্ দূর ॥ ধ্রু ॥ ৪৭ ॥
অরে বিধি অকরুণ,   দেখাইয়া কৃষ্ণানন,
নেত্র মন লোভাইলি মোর।
ক্ষণেক করিতে পান,   কাড়ি নিলি অন্যস্থান,
পাপ কৈলি দত্ত-অপহার ॥ ৪৮ ॥

অক্রূর করে তোর দোষ,   আমায় কেনে কর রোষ,
ইহা যদি কহ দুরাচার।
তুই অক্রূর-রূপ ধরি,   কৃষ্ণ নিলি চুরি করি,
অন্যের নহে ঐছে ব্যবহার ॥ ৪৯ ॥
তোরে কিবা করি রোষ,   আপনার কর্ম্মদোষ,
তোর আমার সম্বন্ধ বিদূর।
যে আমার প্রাণনাথ,   একত্র রহি যাঁর সাথ,
সেই কৃষ্ণ হইল নিঠুর ॥ ৫০ ॥
সব ত্যজি ভজি যাঁরে,   সেই আপন-হাতে মারে,
নারী-বধে কৃষ্ণের নাহি ভয়।
তাঁর লাগি আমি মরি,   উলটি না চাহে হরি,
ক্ষণমাত্রে ভাঙ্গিল প্রণয় ॥ ৫১ ॥
কৃষ্ণে কেনে করি রোষ,   আপন-দুর্দ্দৈব দোষ,
পাকিল এই মোর পাপফল।
যে কৃষ্ণ মোর প্রেমাধীন,   তাঁরে কৈল উদাসীন,
এই মোর অভাগ্য প্রবল ॥ ৫২ ॥
এইমত গৌররায়,   বিষাদে করে হায় হায়,
হা-হা কৃষ্ণ! তুমি গেলে কতি।
গোপীভাব হৃদয়ে,   তাঁর বাক্যে বিলাপয়ে,
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৫৩ ॥
তবে স্বরূপ রাম-রায়,   করে নানা উপায়,
মহাপ্রভুর করে আশ্বাসন।
গায়েন সঙ্গম-গীত,   প্রভুর ফিরাইতে চিত,
প্রভুর কিছু স্থির হৈল মন ॥ ৫৪ ॥

কৃষ্ণ বিরহ দুঃখে দেওয়ালে মহাপ্রভুর মুখ ঘর্ষণ

এইমত বিলাপেতে অর্দ্ধরাত্রি গেল।
গম্ভীরাতে স্বরূপ-গোসাই প্রভুকে শোয়াইল ॥ ৫৫ ॥
প্রভুকে শোয়াইয়া রামানন্দ গেলা ঘরে।
স্বরূপ গোবিন্দ শুইলা গম্ভীরার দ্বারে ॥ ৫৬ ॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভুর গরগর মন।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন করি করে জাগরণ ॥ ৫৭ ॥
বিরহে ব্যাকুল প্রভু উদ্বেগে উঠিলা।
গম্ভীরার ভিতে মুখ ঘষিতে লাগিলা ॥ ৫৮ ॥

মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইল অপার।
ভাবাবেশে না জানে প্রভু পড়ে রক্তধার ॥ ৫৯ ॥
সব রাত্রি করে প্রভু মুখ-সঙ্ঘর্ষণ।
গোঁ গোঁ শব্দ করে, স্বরূপ শুনিল তখন ॥ ৬০ ॥
দীপ জ্বালি ঘরে গেলা, দেখি প্রভুর মুখ।
স্বরূপ গোবিন্দ দোঁহার হৈল মহাদুঃখ ॥ ৬১ ॥
প্রভুকে শয্যাতে আনি সুস্থির করাইল।
'কাঁহা কৈলে তুমি এই'—স্বরূপ পুছিল ॥ ৬২ ॥
প্রভু কহে—উদ্বেগে ঘরে না পারি রহিতে।
দ্বার চাহি বুলি শীঘ্র বাহিরে যাইতে ॥ ৬৩ ॥
দ্বার নাহি পাই, মুখ লাগে চারি ভিতে।
ক্ষত হয়, রক্ত পড়ে, না পারি যাইতে ॥ ৬৪ ॥

দিব্যোন্মাদে মহাপ্রভুর নিদ্রার নিমিত্ত শঙ্করপণ্ডিত কর্তৃক অপূর্ব্ব পদসেবা

উন্মাদ-দশায় প্রভুর স্থির নহে মন।
যে বলে, যে করে—সব উন্মাদ-লক্ষণ ॥ ৬৫ ॥
স্বরূপ-গোসাই তবে চিন্তা পাইল মনে।
ভক্তগণ লৈয়া বিচার কৈল আরদিনে ॥ ৬৬ ॥
সব ভক্তগণ মিলি প্রভুরে সাধিল।
শঙ্কর-পণ্ডিতে প্রভুর সঙ্গে শোয়াইল ॥ ৬৭ ॥
প্রভুর পদতলে শঙ্কর করেন শয়ন।
প্রভু তাঁর উপর করেন পাদ-প্রসারণ ॥ ৬৮ ॥
'প্রভু-পাদোপধান' বলি তাঁর নাম হৈল।
পূর্ব্বে বিদুরে যেন শ্রীশুক বর্ণিল ॥ ৬৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩-স্কঃ ১৩-অঃ ৫-শ্লোঃ—

ইতি ব্রুবাণং বিদুরং বিনীতং
সহস্রশীর্ষ্ণশ্চরণোপধানং।
প্রহৃষ্টরোমা ভগবৎ-কথায়াং
প্রণীয়মানো মুনিরভ্যচষ্ট ॥ ৭০ ॥

শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিলেন, হে মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণের পাদোপধান-স্বরূপ শ্রীবিদুরমহাশয় হরিভক্ত-শিরোমণি স্বায়ম্ভুব মনু ও শতরূপার কার্য্যকলাপ-সম্বন্ধে বিনীতভাবে প্রশ্ন করিলে, ভগবৎ-কথাবর্ণনে প্রবৃত্ত শ্রীমৈত্রেয়-মুনি পরম আনন্দ সহকারে তাঁহাকে তাহা বলিতে লাগিলেন ॥ ৭০ ॥

শঙ্কর করেন প্রভুর পাদ-সম্বাহন।
ঘুমাইয়া পড়েন তৈছে করেন শয়ন ॥ ৭১ ॥
উঘাড়-অঙ্গে পড়িয়া শঙ্কর নিদ্রা যায়।
প্রভু উঠি আপন-কাঁথা তাহারে জড়ায় ॥ ৭২ ॥
নিরন্তর ঘুমায় শঙ্কর শীঘ্র-চেতন।
বসি পদ চাপি করে রাত্রি-জাগরণ ॥ ৭৩ ॥
তার ভয়ে নারে প্রভু বাহিরে যাইতে।
তার ভয়ে নারে ভিত্ত্যে মুখাব্জ ঘষিতে ॥ ৭৪ ॥
এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথ দাস।
চৈতন্যস্তব-কল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥ ৭৫ ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরৌ ৬ষ্ঠ-শ্লোকঃ—

স্বকীয়স্য প্রাণার্ব্বুদ-সদৃশ-গোষ্ঠস্য বিরহাৎ
প্রলাপানুন্মাদাৎ সততমতিকুর্ব্বন্ বিকলধীঃ।
দধদ্ভিত্তৌ শশ্বদ্বদন-বিধুঘর্ষেণ রুধিরং
ক্ষতোত্থং গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥৭৬॥

যিনি স্বীয় কোটী কোটী প্রাণতুল্য প্রিয় শ্রীবৃন্দাবনের বিরহে উন্মত্ত হইয়া সতত প্রলাপ করিতেন এবং বুদ্ধিহারা হইয়া দেওয়ালে মুখচন্দ্র ঘর্ষণ করিতে থাকিলে, যাহার শ্রীমুখ ক্ষত হইয়া রক্ত নির্গত হইতে থাকিত, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে অত্যন্ত ব্যাকুল করিতেছেন ॥ ৭৬

দিব্যোন্মাদে বৃন্দাবন-ভ্রমে মহাপ্রভুর 'জগন্নাথ-বল্লভ' উদ্যানে প্রবেশ ও তথায় কৃষ্ণ-দর্শনে মূর্চ্ছা

এইমত মহাপ্রভু রাত্রি-দিবসে।
প্রেমসিন্ধু-মগ্ন রহে, ডুবে কভু ভাসে ॥ ৭৭ ॥
এককালে বৈশাখের পৌর্ণমাসী-দিনে।
রাত্রিকালে মহাপ্রভু চলিলা উদ্যানে ॥ ৭৮ ॥

'জগন্নাথ-বল্লভ' নাম উদ্যান-প্রধানে।
প্রবেশ করিল প্রভু লৈয়া ভক্তগণে ॥ ৭৯ ॥
প্রফুল্লিত বৃক্ষ-বল্লী যেন বৃন্দাবন।
শুক-শারী পিক ভৃঙ্গ করে আলাপন ॥ ৮০ ॥
পুষ্পগন্ধ লৈয়া বহে মলয়-পবন।
গুরু হৈয়া তরুলতায় শিখায় নাচন ॥ ৮১ ॥
পূর্ণচন্দ্র-চন্দ্রিকায় পরম উজ্জ্বল।
তরুলতাদি জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল ॥ ৮২ ॥
ছয় ঋতুগণ যাঁহা বসন্ত-প্রধান।
দেখি আনন্দিত হৈল গৌর-ভগবান্ ॥ ৮৩ ॥
"ললিত-লবঙ্গলতা" পদ গাওয়াইয়া।
নৃত্য করি বুলে প্রভু নিজ-গণ লৈয়া ॥ ৮৪ ॥
প্রতি বৃক্ষ-বল্লী ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
অশোকের তলে কৃষ্ণ দেখে আচম্বিতে ॥ ৮৫ ॥
কৃষ্ণ দেখি মহাপ্রভু ধাইয়া চলিলা।
আগে দেখে—হাসি কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হৈলা ॥ ৮৬ ॥
আগে পাইল কৃষ্ণ, তাঁরে পুনঃ হারাইয়া।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া ॥ ৮৭ ॥
কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ-গন্ধে ভরিল উদ্যান
সেই গন্ধ পাইয়া প্রভু হৈলা অচেতন ॥ ৮৮ ॥
নিরন্তর নাসায় পৈশে কৃষ্ণ-পরিমল।
গন্ধ আস্বাদিতে প্রভু হইলা পাগল ॥ ৮৯ ॥
কৃষ্ণগন্ধ-লুব্ধ রাধা সখীকে যে কহিল।
সেই শ্লোক পড়ি প্রভু অর্থ করিল ॥ ৯০ ॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ৮-সর্গে ৬-শ্লোকঃ—

কুরঙ্গ-মদজিদ্বপুঃ পরিমলোর্ম্মি-কৃষ্টাঙ্গনঃ
স্বকাঙ্গ-নলিনাষ্টকে শশিযুতাব্জ-গন্ধপ্রথঃ।
মদেন্দুবর-চন্দনাগুরু সুগন্ধি-চর্চ্চার্চ্চিতঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি! তনোতি নাসাস্পৃহাং ॥৯১॥

শ্রীরাধিকা বলিলেন, হে সখি! যিনি নিজ-দেহের মৃগনাভি-বিজয়ী সদ্গন্ধ-রূপ তরঙ্গ দ্বারা ব্রজাঙ্গনাগণকে আকর্ষণ করেন, যিনি স্বীয় নেত্রদ্বয়, করদ্বয়, পদদ্বয়, নাভি ও মুখ এই অষ্ট অঙ্গরূপ পদ্ম দ্বারা কর্পূর মিশ্রিত পদ্মগন্ধ বিস্তার করেন, এবং যিনি মৃগনাভি, কর্পূর, সুচন্দন ও কৃষ্ণাগুরু প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য দ্বারা অঙ্গ চর্চ্চিত করেন, সেই মদনমোহন আমার নাসিকার স্পৃহা বিস্তার করিতেছেন ॥ ৯১ ॥

অস্যার্থঃ। যথারাগঃ।

কস্তূরিকা নীলোৎপল, তার যেই পরিমল,
তাহা জিনি কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ।
ব্যাপে চৌদ্দ-ভুবনে, করে সর্ব্ব-আকর্ষণে,
নারীগণের আঁখি করে অন্ধ ॥ ৯২ ॥

সখি হে! কৃষ্ণ-গন্ধে জগত মাতায়।
নারীর নাসাতে পৈশে, সর্ব্বকাল তাঁহা বৈসে,
কৃষ্ণ-পাশ ধরি লৈয়া যায় ॥ ৯৩ ॥

নেত্র নাভি বদন, করযুগ চরণ,
এই অষ্টপদ্ম কৃষ্ণ-অঙ্গে।
কর্পূর-লিপ্ত কমল, তার যেই পরিমল,
সেই গন্ধ অষ্টপদ্ম-সঙ্গে ॥ ৯৪ ॥

হেমকীলিত চন্দন, তাহা করি ঘর্ষণ,
তাহে অগুরু কুঙ্কুম কস্তূরী।
কর্পূর-সনে চর্চ্চা অঙ্গে, মিলি তার গন্ধ-সঙ্গে
কামদেবের মন করে চুরি ॥ ৯৫ ॥

হরে নারীর তনু মন, নাসা করে ঘূর্ণন,
খসায় নীবী, ছুটায় কেশবন্ধ।
করিয়া আগে বাউরী, নাচায় জগত-নারী,
হেন ডাকাতি কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ ॥ ৯৬ ॥

সে গন্ধের বশ নাসা, সদা করে গন্ধের আশা,
কভু পায় কভু নাহি পায়।
পাইলে পিয়া পেট ভরে, তবু পিঙ পিঙ করে,
না পাইলে তৃষ্ণায় মরি যায় ॥ ৯৭ ॥

মদনমোহন-নাট, পসারি গন্ধের হাট,
জগন্নারী-গ্রাহকে লোভায়।
বিনামূল্যে দেয় গন্ধ, গন্ধ দিয়া করে অন্ধ,
ঘর যাইতে পথ নাহি পায় ॥ ৯৮ ॥

এইমত গৌরহরি, গন্ধে কৈল মন চুরি,
ভৃঙ্গ-প্রায় ইতিউতি ধায়।
যার বৃক্ষলতা-পাশে, কৃষ্ণ স্ফুরে সেই আশে,
কৃষ্ণ না পায়, গন্ধমাত্র পায় ॥ ৯৯ ॥
স্বরূপ রামানন্দ গায়, প্রভু নাচে সুখ পায়,
এইমতে প্রাতঃকাল হৈল।
স্বরূপ রামানন্দ-রায়, করি নানা উপায়,
মহাপ্রভুর বাহ্যস্ফূর্ত্তি কৈল ॥ ১০০ ॥
মাতৃভক্তি, প্রলপন, ভিত্তে মুখ-সংঘর্ষণ,
কৃষ্ণগন্ধ-স্ফূর্ত্ত্যে দিব্য নৃত্য।
এই চারি লীলাভেদে, গাইল এই পরিচ্ছেদে,
কৃষ্ণদাস রূপ-গোঁসাইর ভৃত্য ॥ ১০১ ॥

এইমতে মহাপ্রভু পাইয়া চেতন।
স্নান করি কৈল জগন্নাথ-দরশন ॥ ১০২ ॥
অলৌকিক কৃষ্ণলীলা দিব্য-শক্তি তার।
তর্কের গোচর নহে চরিত্র যাহার ॥ ১০৩ ॥
এই প্রেমা সদা জাগে যাহার অন্তরে।
পণ্ডিতেহো তার চেষ্টা বুঝিতে না পারে ॥১০৪॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে প্রেমভক্তি-লহর্য্যাং ১২-শ্লোকঃ—

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্ব্বাণীভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা ॥ ১০৫ ॥*

অলৌকিক প্রভুর চেষ্টা প্রলাপ শুনিয়া।
তর্ক না করিহ শুন বিশ্বাস করিয়া ॥ ১০৬ ॥
ইহার সত্যত্বে প্রমাণ শ্রীভাগবতে।
শ্রীরাধার প্রেম-প্রলাপ ভ্রমর-গীতাতে ॥ ১০৭ ॥
মহিষীর গীত যৈছে দশমের শেষে।
পণ্ডিতে না বুঝে তার অর্থ সবিশেষে ॥ ১০৮ ॥
মহাপ্রভু নিত্যানন্দ দোঁহার দাসের দাস।
যারে কৃপা করে, তার ইহাতে বিশ্বাস ॥ ১০৯ ॥
শ্রদ্ধা করি শুন ইহা, শুনিতে মহাসুখ।
খণ্ডিবে আধ্যাত্মিকাদি সর্ব্ববিধ দুঃখ ॥ ১১০ ॥
শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত নিত্য নূতন।
শুনিতে শুনিতে জুড়ায় হৃদয় শ্রবণ ॥ ১১১ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১১২

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে বিরহপ্রলাপমুখসংঘর্ষণাদি-বর্ণনং নাম উনবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রেমোদ্ভাবিত-হর্ষের্ষোদ্বেগ-দৈন্যার্ত্তি-মিশ্রিতং।
লপিতং গৌরচন্দ্রস্য ভাগ্যবদ্ভির্নিষেব্যতে ॥ ১ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের প্রেমজনিত হর্ষ, ঈর্ষা, উদ্বেগ, দৈন্য ও আর্ত্তিময় প্রলাপ-বাক্যের মাধুর্য্য ভাগ্যবান্ ব্যক্তিরাই আস্বাদন করেন ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

ভাবাবেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-বিনির্গত শিক্ষাষ্টক-শ্লোক ও তাহার অর্থাস্বাদন

এইমত মহাপ্রভু বৈসে নীলাচলে।
রজনী-দিবস কৃষ্ণ-বিরহ-বিহ্বলে ॥ ৩ ॥
স্বরূপ রামানন্দ এই দুইজন-সনে।
রাত্রিদিন রস-গীত-শ্লোক-আস্বাদনে ॥ ৪ ॥

* অনুবাদ ৩৬৭ পৃষ্ঠায় ৩৪ দাগে ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

নানাভাব উঠে প্রভুর—হর্ষ শোক রোষ।
দৈন্য উদ্বেগ আর্ত্তি উৎকণ্ঠা সন্তোষ ॥ ৫ ॥
সেই সেই ভাবে নিজ-শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ আস্বাদয়ে দুই বন্ধু লৈয়া ॥ ৬ ॥
কোনো দিন কোনো ভাবে শ্লোক-পঠন।
সেই শ্লোক আস্বাদিতে রাত্রি-জাগরণ ॥ ৭ ॥
হর্ষে প্রভু কহে—শুন স্বরূপ রামরায়।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায় ॥ ৮ ॥
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে করে কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত সুমেধা—পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ ৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১-স্কঃ ৫-অঃ ২৯-শ্লোঃ—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ১০

নাম-সঙ্কীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ-নাশ।
সর্ব্ব-শুভোদয়, কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস ॥ ১১ ॥

শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকং।

তথাহি পদ্যাবল্যাং ২২শ-অঙ্ক-ধৃতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবস্য শ্লোকঃ—

চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ-কৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনং
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্ম-স্নপনংপরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনং ॥ ১২ ॥

সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসার-নাশন।
চিত্ত-শুদ্ধি সর্ব্ব-ভক্তি-সাধন-উদ্গম ॥ ১৩ ॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন ॥ ১৪ ॥
উঠিল বিষাদ দৈন্য পড়ে নিজ-শ্লোক।
যার অর্থ শুনি সব যায় দুঃখ শোক ॥ ১৫ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং নামমাহাত্ম্যে ৩৯-অঙ্ক-ধৃত শ্রীমন্মহাপ্রভু-কৃত-শ্লোকঃ—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্! মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ ১৬ ॥

হে ভগবন্! ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচিবশতঃ তুমি হরি, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, মুরারি, মুকুন্দ, মাধব প্রভৃতি স্বীয় অসংখ্য নামের প্রচার করিয়াছ এবং সেই নাম-সমূহে নিজের সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়াছ অর্থাৎ তুমিও যেমন পতিত-পাবন, তোমার নামও তদ্রূপ পতিত-পাবন, তুমিও যেমন বাঞ্ছাকল্পতরু, তোমার নামও তদ্রূপ বাঞ্ছাকল্পতরু; সুতরাং তোমার নামও হইতেছে তোমারই ন্যায় সর্ব্বশক্তিমান; অপিচ সেই নাম গ্রহণ করিবার পক্ষে স্থানাস্থান কালাকাল কোনও নিয়ম কর নাই অর্থাৎ যে কোনও স্থানে যে কোনও সময়ে সেই নাম গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহাতে কোনও বিধি বা নিষেধ নাই। হে প্রভো! তোমার এত দয়া, কিন্তু আমার ঈদৃশ দুর্দ্দৈব যে, তোমার ঐ কোনও নামে আমার রুচি জন্মিল না ॥ ১৬ ॥

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার ॥ ১৭ ॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ কাল নিয়ম নাহি, সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥ ১৮ ॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ
আমার দুর্দ্দৈব—নামে নাহি অনুরাগ ॥ ১৯
যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।
তার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায় ॥ ২০ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং নামসঙ্কীর্ত্তন-প্রকরণে ৩২-অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবোক্তঃ শ্লোকঃ—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ২১ ॥

* অনুবাদ ৪৩ পৃষ্ঠায় ৫০।৫১ দাগের 'কলিযুগে যিনি' হইতে 'থাকেন' পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

তৃণ হইতেও নীচ হইয়া, বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া, স্বয়ং নিরভিমান হইয়া এবং সর্ব্বজীবে সম্মান দিয়া সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিবে ॥ ২১ ॥

উত্তম হৈয়া আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ-সম ॥ ২২ ॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয় ॥ ২৩ ॥
যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন-ধন।
ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ ॥ ২৪ ॥
উত্তম হইয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান ॥ ২৫ ॥
এইমত হৈয়া যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে তার প্রেম উপজয় ॥ ২৬ ॥
কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাঢ়িল।
শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণ-ঠাঁই মাগিতে লাগিল ॥ ২৭ ॥
প্রেমের স্বভাব—যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তি-গন্ধ ॥ ২৮ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ভক্তৌৎসুক্যপ্রার্থনা-প্রকরণে ৯৫-অঙ্কধৃতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য শ্লোকঃ—

ন ধনং ন জনং সুন্দরীং কবিতাং বা
জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥২৯॥

হে জগদীশ্বর! আমি সুবর্ণ-মণি-মাণিক্যাদি বিভব চাহি না, স্ত্রী-পুত্রাদি স্বজনবর্গ ও দাস-দাসী প্রভৃতি পরিচরবর্গ চাহি না, সুন্দরী স্ত্রী চাহি না, কবিতা-রচনা-শক্তি চাহি না; হে প্রভো! আমি কিছুই চাহি না, কেবলমাত্র এই ভিক্ষা করি, যেন জন্মে জন্মে তোমার শ্রীচরণে আমার নিষ্কাম ভক্তি লাভ হয় ॥ ২৯ ॥

ধন জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণ মোরে দেহ কৃপা করি ॥ ৩০ ॥
অতি দৈন্যে পুনঃ মাগে দাস্যভক্তি-দান।
আপনাকে করি সংসারি-জীব-অভিমান ॥ ৩১ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ৭১-অঙ্কধৃতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবোক্তং শ্লোকঃ—

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত-ধূলীসদৃশং
বিচিন্তয় ॥ ৩২ ॥

হে শ্রীনন্দনন্দন! তোমার নিত্যদাস আমি তোমাকে ভুলিয়া ঘোর মায়া-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া বিষম সংসার-সাগরে নিপতিত হইয়াছি, তুমি কৃপা করিয়া এ কিঙ্করকে তোমার শ্রীচরণের ধূলি-সদৃশ জ্ঞান কর অর্থাৎ কৃপা করিয়া আমাকে তোমার শ্রীচরণের ক্ষুদ্র একটি সেবক করিয়া লও, আমি পরমানন্দে তোমার সেবা করিতে থাকি ॥ ৩২ ॥

তোমার নিত্যদাস মুই তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়া-বদ্ধ হৈয়া ॥ ৩৩ ॥
কৃপা করি কর মোরে পদধূলি-সম।
তোমার সেবক, করোঁ তোমার সেবন ॥ ৩৪ ॥
পুনঃ অতি উৎকণ্ঠা দৈন্য হৈল উদ্গম।
কৃষ্ণ-ঠাঁই মাগে প্রেম নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৩৫ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ৯৫-অঙ্কধৃতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবোক্তঃ শ্লোকঃ—

নয়নং গলদশ্রু-ধারয়া বদনং গদগদ-রুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৩৬ ॥

হে প্রভো! তোমার নাম গ্রহণ করিতে কবে আমার নয়নে দরদর-বেগে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইবে, গদগদ-ভাবে কবে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং পরমানন্দ-ভরে কবে আমার সর্ব্ব-শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে ॥ ৩৬ ॥

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥ ৩৭ ॥
রসান্তরাবেশে হৈল বিয়োগ-স্ফুরণ।
উদ্বেগ-বিষাদ-দৈন্যে করে প্রলপন ॥ ৩৮ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ৩২৭-অঙ্কধৃতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবোক্তঃ শ্লোকঃ—

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥৩৯॥

হে সখি! কৃষ্ণ-বিরহে আমার এ কি দশা হইল। নিমেষ-পরিমিত সময় আমার নিকট যেন যুগের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, আমার চক্ষে যেন অবিরল বর্ষার বারিধারা প্রবাহিত হইতেছে এবং সমস্ত জগৎ যেন আমার নিকট শূন্যময় বোধ হইতেছে। ৩৯॥

উদ্বেগে দিবস না যায়, ক্ষণ যুগ-সম।
বর্ষামেঘ-সম অশ্রু বরষে নয়ন ॥ ৪০ ॥
গোবিন্দ-বিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে যেন, না যায় জীবন ॥ ৪১ ॥
কৃষ্ণ উদাসীন হৈলা করিতে পরীক্ষণ।
সখী-সব কহে—কৃষ্ণে কর উপেক্ষণ ॥ ৪২ ॥
এতেক চিন্তিতে রাধার নির্ম্মল হৃদয়।
স্বাভাবিক প্রেমভাব করিল উদয় ॥ ৪৩ ॥
ঈর্ষা উৎকণ্ঠা দৈন্য প্রৌঢ়ি-বিনয়।
এত ভাব একঠাঁই করিল উদয় ॥ ৪৪ ॥
এত ভাবে রাধার মন অস্থির হইল।
সখীগণ-আগে প্রৌঢ়ি-শ্লোক যে পড়িল ॥ ৪৫ ॥
সেই ভাবে প্রভু সেই শ্লোক উচ্চারিল।
শ্লোক উচ্চারিতে তদ্রূপ আপনে হইল ॥ ৪৬ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ১৩৪-অঙ্কধৃতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবোক্তঃ শ্লোকঃ—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥ ৪৭ ॥

হে সখি! শ্রীগোবিন্দ আমাকে পরম সমাদরে আলিঙ্গন করিয়া আত্মসাৎ করুন, অথবা দর্শন না দিয়া আমাকে মর্ম্মাহত করুন, কিম্বা সেই লম্পট আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য রমণীর সহিত বিহারাদিই করুন—তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন না কেন, তথাপি তিনিই আমার প্রাণনাথ—অন্য আর কেহই নহে ॥ ৪৭ ॥

এই শ্লোকে হয় অতি অর্থের বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়ে, তার নাহি পাই পার ॥ ৪৮ ॥

মল্লাররাগঃ।

আমি কৃষ্ণপদ-দাসী, তেঁহো রস-সুখ-রাশি
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ।
কিবা না দেন দর্শন, জারে মোর তনু-মন,
তবু তেঁহো মোর প্রাণনাথ ॥ ৪৯ ॥
সখি হে! শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে,
মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ, অন্য নয় ॥ ধ্রু ॥৫০॥
ছাড়ি অন্য নারীগণ, মোর বশ তনু মন,
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া।
তা-সবারে দেন পীড়া, আমা-সনে করে ক্রীড়া,
সেই নারীগণে দেখাইয়া ॥ ৫১ ॥
কিবা তেঁহো লম্পট, শঠ ধৃষ্ট সুকপট,
অন্য নারীগণ করি সাথ।
মোরে দিতে মনঃপীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া,
তবু তেঁহো মোর প্রাণনাথ ॥ ৫২ ॥
না গণি আপন-দুখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুখ, তাঁর হয় মহাসুখ,
সেই দুখ মোর সুখ বর্য্য ॥ ৫৩ ॥
যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তাঁর রূপে সতৃষ্ণ,
তারে না পাইয়া হয় দুখী।
মুই তার পায়ে পড়ি, লৈয়া যাঙ হাতে ধরি,
ক্রীড়া করাইয়া করোঁ সুখী ॥ ৫৪ ॥
কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ, কৃষ্ণ পায়েন সন্তোষ,
সুখ পায় তাড়ন-ভর্ৎসনে।
যথাযোগ্য করে মান, কৃষ্ণ তাতে সুখ পান,
ছাড়ে মান অল্প-সাধনে ॥ ৫৫ ॥

সেই নারী জীয়ে কেনে, কৃষ্ণ মর্ম্ম নাহি জানে,
তবু কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ।
নিজ-সুখে মানে কাজ, পড়ু তার মাথে বাজ,
কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ ॥ ৫৬ ॥
যে গোপী মোরে করে দ্বেষে, কৃষ্ণের করে সন্তোষে,
কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ।
মুই তার ঘরে যাইয়া, তারে সেবোঁ দাসী হৈয়া,
তবে মোর সুখের উল্লাস ॥ ৫৭ ॥
কুষ্ঠী-বিপ্রের রমণী, পতিব্রতার শিরোমণি,
পতি লাগি কৈল বেশ্যার সেবা।
স্তম্ভিল সূর্য্যের গতি, জীয়াইল মৃত-পতি,
তুষ্ট কৈল মুখ্য তিন দেবা ॥ ৫৮ ॥
কৃষ্ণ মোর জীবন, কৃষ্ণ মোর প্রাণধন,
কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ।
হৃদয়-উপরে ধরোঁ, সেবা করি সুখী করোঁ,
এই মোর সদা রহে ধ্যান ॥ ৫৯ ॥
মোর সুখ সেবনে, কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে,
অতএব দেহ দেও দান।
কৃষ্ণ মোরে কান্তা করি, কহে মোরে প্রাণেশ্বরী,
মোর হয় দাসী-অভিমান ॥ ৬০ ॥
কান্ত-সেবা সুখ-পূর, সঙ্গম হৈতে সুমধুর,
তাতে সাক্ষী লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী।
নারায়ণের হৃদে স্থিতি, তবু পাদ-সেবায় মতি,
সেবা করে দাসী-অভিমানী ॥ ৬১ ॥
এই রাধার বচন, শুদ্ধপ্রেমের লক্ষণ,
আস্বাদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়।
ভাবে মন নহে স্থির, সাত্ত্বিকে ব্যাপে শরীর,
মন দেহ ধারণ না যায় ॥ ৬২ ॥
ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম, যেন জাম্বুনদ-হেম,
আত্মসুখের যাঁহা নাহি গন্ধ।
সে প্রেম জানাইতে লোকে, প্রভু কৈল এই শ্লোকে,
পদে কৈল অর্থের নির্ব্বন্ধ ॥ ৬৩ ॥
এইমত মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হৈয়া।
প্রলাপ করিল কিছু শ্লোক পড়িয়া ॥ ৬৪ ॥

পূর্ব্বে অষ্টশ্লোক করি লোকে শিখাইল।
সেই অষ্টশ্লোকের অর্থ আপনে আস্বাদিল ॥৬৫॥
প্রভুর শিক্ষাষ্টক-শ্লোক যেই পড়ে শুনে।
কৃষ্ণে প্রেমভক্তি তার বাঢ়ে দিনে দিনে ॥ ৬৬ ॥
যদ্যপিহ প্রভু কোটিসমুদ্র-গম্ভীর।
নানাভাব-চন্দ্রোদয়ে হয়েন অস্থির ॥ ৬৭ ॥
যেই যেই শ্লোক জয়দেব ভাগবতে।
রায়ের নাটকে যেই আর কর্ণামৃতে ॥ ৬৮ ॥
সেই সেই ভাবের শ্লোক করিয়া পঠন।
সেই সেই ভাবাবেশে করে আস্বাদন ॥ ৬৯ ॥
দ্বাদশ বৎসর ঐছে দশা রাত্রিদিনে।
কৃষ্ণরস আস্বাদয়ে দুইবন্ধু-সনে ॥ ৭০ ॥
সেই রস-লীলা সব আপনে অনন্ত।
সহস্র বদনে বর্ণি নাহি পায় অন্ত ॥ ৭১ ॥
জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি তাহা কে পারে বর্ণিতে।
তার এক কণা স্পর্শি আপনা শোধিতে ॥ ৭২ ॥
যত চেষ্টা, যত প্রলাপ, নাহি তার পার।
সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় সুবিস্তার ॥ ৭৩ ॥
বৃন্দাবন দাস প্রথম যে লীলা বর্ণিল।
সেই সব লীলার আমি সূত্রমাত্র কৈল ॥ ৭৪ ॥
তাঁর ত্যক্ত-অবশেষ সংক্ষেপে কহিল।
লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ তথাপি বাঢ়িল ॥ ৭৫ ॥
অতএব সব লীলা নারি বর্ণিবারে।
সমাপ্তি করিল লীলা করি নমস্কারে ॥ ৭৬ ॥
যে কিছু কহিল এই দিগ্‌দরশন।
এই অনুসারে হবে তার আস্বাদন ॥ ৭৭ ॥
প্রভুর গম্ভীর লীলা না পারি বুঝিতে।
বুদ্ধি-প্রবেশ নাহি, তাতে না পারি বর্ণিতে ॥৭৮॥
সব শ্রোতা বৈষ্ণবের বন্দিয়া চরণ।
চৈতন্যচরিত-বর্ণন কৈল সমাপন ॥ ৭৯ ॥
আকাশ অনন্ত, তাতে যৈছে পক্ষিগণ।
যার যত শক্তি, তত করে আরোহণ ॥ ৮০ ॥
ঐছে মহাপ্রভুর লীলা, নাহি ওর-পার।
জীব হইয়া কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার ॥ ৮১ ॥

যাবত বুদ্ধির গতি তাবত বর্ণিল।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইল ॥ ৮২ ॥
নিত্যানন্দ-কৃপাপাত্র বৃন্দাবন-দাস।
চৈতন্যলীলার তেঁহো হয় আদি-ব্যাস ॥ ৮৩ ॥
তাঁর আগে যদ্যপি সব লীলার ভাণ্ডার।
তথাপি অল্প বর্ণিয়া ছাড়িলেন আর ॥ ৮৪ ॥
যে কিছু বর্ণিলা তাহো সংক্ষেপ করিয়া।
লিখিতে না পারি গ্রন্থে রাখিলা ধরিয়া ॥ ৮৫ ॥
চৈতন্যমঙ্গলে তেঁহো লিখিলা স্থানে স্থানে।
সেই বচন শুন, সেই পরম-প্রমাণে— ॥ ৮৬ ॥
'সংক্ষেপে কহিল, বিস্তার না যায় কথন।
বিস্তারিয়া বেদব্যাস করিব বর্ণন' ॥ ৮৭ ॥
চৈতন্যমঙ্গলে ইহা লিখে স্থানে স্থানে।
সত্য কহে—ব্যাস আগে করিব বর্ণনে ॥ ৮৮ ॥
চৈতন্যলীলামৃত-সিন্ধু দুগ্ধাব্ধি-সমান।
তৃষ্ণানুরূপ ঝারী ভরি তেঁহো কৈল পান ॥ ৮৯ ॥
তাঁর ঝারী-শেষামৃত মোরে কিছু দিল।
ততেকে ভরিল পেট, তৃষ্ণা মোর গেল ॥ ৯০ ॥
আমি অতি ক্ষুদ্র জীব—পক্ষী রাঙ্গাটুনি।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানি ॥ ৯১ ॥
তৈছে আমি এক কণ ছুঁইল লীলার।
এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার ॥৯২॥
আমি লিখি—এহো মিথ্যা করি অভিমান।
আমার শরীর কাষ্ঠপুতলা-সমান ॥ ৯৩ ॥
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে, মন বুদ্ধি নহে মোর স্থির ॥ ৯৪ ॥
নানা-রোগ-গ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি।
পঞ্চরোগ-পীড়ায় ব্যাকুল রাত্রিদিনে মরি ॥ ৯৫ ॥
পূর্ব্ব গ্রন্থে ইহা করিয়াছি নিবেদন।
তথাপি লিখিয়ে, শুন ইহার কারণ ॥ ৯৬ ॥
শ্রীগোবিন্দ শ্রীচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত শ্রীভক্ত আর শ্রীশ্রোতাবৃন্দ ॥ ৯৭ ॥
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথ শ্রীগুরু শ্রীজীব-চরণ ॥ ৯৮ ॥
ইহাঁ-সবার চরণ-কৃপায় লেখায় আমারে।
আর এক হয় তেঁহো অতি কৃপা করে ॥ ৯৯ ॥
মদনগোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি।
কহিতে না জুয়ায়, তবু রহিতে না পারি ॥১০০॥
না কহিলে হয় মোর কৃতঘ্নতা-দোষ।
দম্ভ করি কহি, শ্রোতা না করিহ রোষ ॥১০১॥
তোমা-সবার চরণ-ধূলি করিনু বন্দন।
তাতে চৈতন্যলীলা হৈল যে কিছু লিখন ॥১০২॥
এবে অন্ত্যলীলাগণের করি অনুবাদ।
অনুবাদ কৈলে পাই লীলার আস্বাদ ॥ ১০৩ ॥
প্রথম পরিচ্ছেদে রূপের দ্বিতীয়-মিলন।
তার মধ্যে দুই নাটকের বিধান-শ্রবণ ॥ ১০৪ ॥
তার মধ্যে শিবানন্দ-সঙ্গে কুক্কুর যে আইলা।
প্রভু তারে কৃষ্ণ কহাইয়া মুক্ত করিলা ॥ ১০৫ ॥
দ্বিতীয়ে ছোট হরিদাসে করাইল শিক্ষণ।
তাহি মধ্যে শিবানন্দের আশ্চর্য্য-দর্শন ॥ ১০৬ ॥
তৃতীয়ে শ্রীহরিদাসের মহিমা প্রচণ্ড।
দামোদর-পণ্ডিত কৈল প্রভুরে বাক্যদণ্ড ॥ ১০৭ ॥
প্রভু 'নাম' দিয়া কৈল ব্রহ্মাণ্ড মোচন।
হরিদাস কৈল নামের মহিমা-স্থাপন ॥ ১০৮ ॥
চতুর্থে শ্রীসনাতনের দ্বিতীয়-মিলন।
দেহত্যাগ হৈতে তাঁরে করিলা রক্ষণ ॥ ১০৯ ॥
জ্যৈষ্ঠমাসের ঘামে কৈল তাঁর পরীক্ষণ।
শক্তি সঞ্চারিয়া তাঁরে পাঠাইল বৃন্দাবন ॥ ১১০ ॥
পঞ্চমে প্রদ্যুম্ন-মিশ্রে প্রভু কৃপা কৈল।
রায়-দ্বারে তাঁরে কৃষ্ণকথা শুনাইল ॥ ১১১ ॥
তার মধ্যে বাঙ্গাল-কবির নাটক উপেক্ষিল।
স্বরূপ-গোসাই বিগ্রহ-মহিমা স্থাপিলা ॥ ১১২ ॥
ষষ্ঠে রঘুনাথ-দাস প্রভুরে মিলিলা।
নিত্যানন্দ-আজ্ঞায় চিড়ামহোৎসব কৈলা ॥১১৩॥
দামোদর-স্বরূপ-ঠাঁই তাঁরে সমর্পিলা।
গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জামালা তাঁরে দিলা ॥১১৪॥
সপ্তম পরিচ্ছেদে বল্লভ-ভট্টের মিলন।
নানামতে কৈল তাঁর গর্ব্ব-খণ্ডন ॥ ১১৫ ॥

অষ্টমে শ্রীরামচন্দ্র-পুরীর আগমন।
তাঁর ভয়ে কৈল প্রভু ভিক্ষা-সঙ্কোচন ॥ ১১৬ ॥
নবমে গোপীনাথ-পট্টনায়ক-মোচন।
ত্রিজগতের লোক প্রভুর পাইল দরশন ॥ ১১৭ ॥
দশমে করিল ভক্তদত্ত-আস্বাদন।
রাঘব-পণ্ডিতের তাঁহা ঝালির সাজন ॥ ১১৮ ॥
তার মধ্যে গোবিন্দের কৈলা পরীক্ষণ।
তার মধ্যে পরিমুণ্ডা-নৃত্যের বর্ণন ॥ ১১৯ ॥
একাদশে হরিদাস-ঠাকুরের নির্য্যাণ।
ভক্তবাৎসল্য যাঁহা দেখাইলা গৌর-ভগবান্ ॥১২০॥
দ্বাদশে জগদানন্দের তৈল-ভঞ্জন।
নিত্যানন্দ কৈল শিবানন্দের তাড়ন ॥ ১২১ ॥
ত্রয়োদশে জগদানন্দ মথুরা দেখি আইলা।
মহাপ্রভু দেবদাসীর গীত শুনিলা ॥ ১২২ ॥
রঘুনাথ-ভট্টাচার্য্যের তাঁহাই মিলন।
প্রভু তাঁরে কৃপা করি পাঠাইলা বৃন্দাবন ॥১২৩॥
চতুর্দ্দশে দিব্যোন্মাদ-আরম্ভ-বর্ণন।
শরীর এথা, প্রভুর মন গেলা বৃন্দাবন ॥ ১২৪ ॥
তার-মধ্যে সিংহদ্বারে প্রভুর পতন।
অস্থিসন্ধিত্যাগ-অনুভাবের উদ্গম ॥ ১২৫ ॥
চটকগিরি দেখি তাঁহা প্রভুর ধাবন।
তার মধ্যে প্রভুর কিছু প্রলাপ-বর্ণন ॥ ১২৬ ॥
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে উদ্যান-বিলাসে।
বৃন্দাবন-ভ্রমে যাঁহা করিলা প্রবেশে ॥ ১২৭ ॥
তার মধ্যে প্রভুর পঞ্চেন্দ্রিয়-আকর্ষণ।
তার মধ্যে কৈল রাসে কৃষ্ণ-অন্বেষণ ॥ ১২৮ ॥
ষোড়শে কালিদাসে প্রভু মহাকৃপা কৈলা।
বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট খাইবার ফল দেখাইলা ॥ ১২৯ ॥
শিবানন্দের বালকেরে শ্লোক করাইল।
সিংহদ্বারের দ্বারী প্রভুকে কৃষ্ণ দেখাইল ॥ ১৩০ ॥
মহাপ্রসাদের তাঁহা মহিমা বর্ণিল।
কৃষ্ণাধরামৃতের শ্লোক সব আস্বাদিল ॥ ১৩১ ॥
সপ্তদশে গাভী-মধ্যে প্রভুর পতন।
কূর্ম্মাকার-অনুভাবের তাঁহাই উদ্গম ॥ ১৩২ ॥
কৃষ্ণের শব্দ-গুণে প্রভুর মন আকর্ষিল।
'কাস্ত্র্যঙ্গ তে'-শ্লোকার্থ আবেশে করিল ॥১৩৩॥
ভাব-শাবল্যে পুনঃ প্রভু কৈল প্রলপন।
কর্ণামৃতের শ্লোকার্থ কৈল বিবরণ ॥ ১৩৪ ॥
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে সমুদ্রে পতন।
কৃষ্ণ-গোপী-জলকেলি তাঁহাই দর্শন ॥ ১৩৫ ॥
তাঁহাই দেখিল কৃষ্ণের বন্য-ভোজন।
জালিয়া উঠাইল, প্রভু আইল স্বভবন ॥ ১৩৬ ॥
ঊনবিংশে ভিত্তে প্রভুর মুখ-সঙ্ঘর্ষণ।
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্ত্তি প্রলাপ-বর্ণন ॥ ১৩৭ ॥
বসন্ত-রজনী পুষ্পোদ্যানে বিহরণ।
কৃষ্ণের সৌরভ্য-শ্লোকের অর্থ বিবরণ ॥ ১৩৮ ॥
বিংশতি পরিচ্ছেদে নিজ-শিক্ষাষ্টক পড়িয়া।
তার অর্থ আস্বাদিলা প্রেমাবিষ্ট হইয়া ॥ ১৩৯ ॥
ভক্তে শিখাইতে যেই অষ্টক করিলা।
সেই শ্লোকাষ্টকের অর্থ পুনঃ আস্বাদিলা ॥১৪০॥
মুখ্য মুখ্য লীলা তার করিল কথন।
অনুবাদ হৈতে স্মরে গ্রন্থ-বিবরণ ॥ ১৪১ ॥
একেক পরিচ্ছেদের কথা অনেক প্রকার।
মুখ্য মুখ্য কহিল, কহা না যায় বিস্তার ॥ ১৪২ ॥
শ্রীরাধা-সহ শ্রীল-মদনমোহন।
শ্রীরাধা-সহ শ্রীগোবিন্দচরণ ॥ ১৪৩ ॥
শ্রীরাধা-সহ শ্রীল-গোপীনাথ।
এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়ার প্রাণনাথ ॥১৪৪॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীযুত নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১৪৫ ॥
শ্রীরূপ শ্রীস্বরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীগুরু শ্রীরঘুনাথ শ্রীজীব-চরণ ॥ ১৪৬ ॥
নিজ-শিরে ধরি ইঁহা-সবার চরণ।
যাহা হৈতে হয় সব-বাঞ্ছিত-পূরণ ॥ ১৪৭ ॥
সবার চরণ-কৃপা গুরু-উপাধ্যায়ী।
মোর বাণী শিষ্যা তারে বহুত নাচাই ॥ ১৪৮ ॥

শিষ্যার শ্রম দেখি গুরু নাচান রাখিল।
কৃপা না নাচায়, বাণী বসিয়া রহিল ॥ ১৪৯ ॥
অনিপুণা বাণী—আপনে নাচিতে না জানে।
যত নাচাইল তত নাচি করিল বিশ্রামে ॥ ১৫০
সব শ্রোতাগণের করি চরণ-বন্দন।
যাঁ-সবার চরণ-কৃপা শুভের কারণ ॥ ১৫১ ॥
চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁহার চরণ ধুইয়া করোঁ মুই পানে ॥ ১৫২ ॥
শ্রোতা-পদরেণু করোঁ মস্তকে ভূষণ।
তোমরা এ অমৃত পিলে সফল হয় শ্রম ॥ ১৫৩
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৫৪ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শিক্ষাষ্টকশ্লোকার্থাস্বাদানং
নাম বিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণ।

উপসংহার

চরিতমমৃতমেতৎ শ্রীলচৈতন্য-বিষ্ণোঃ
শুভদমশুভ-নাশি শ্রদ্ধযাস্বাদয়েদ্ যঃ।
তদমল-চরণাব্জে ভৃঙ্গতামেত্য সোঽয়ং
রসয়তি রসমুচ্চৈঃ প্রেম-মাধ্বীক পূরং ॥ ১ ॥

যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রেমসেবারূপ-শুভপ্রদ ও অপরাধাদিরূপ অশুভনাশক এই চরিতামৃত আস্বাদন করেন, তিনি তদীয় শ্রীচরণ-কমলের ভৃঙ্গ হইয়া বিবিধ-বিষয়রসাদি-বিস্মারক প্রেমানন্দ-মধুরস আস্বাদন করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

শ্রীমন্মদনগোপাল-গোবিন্দদেব-তুষ্টয়ে।
চৈতন্যার্পিতমস্ত্বেতৎ চৈতন্যচরিতামৃতং ॥ ২ ॥

শ্রীচৈতন্যদেবে সমর্পিত এই "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত" গ্রন্থ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ-মদনমোহনের প্রীতি সম্পাদন করুক ॥২॥

পরিমলবাসিত-ভুবনং স্বরসোন্মাদিত-
রসজ্ঞরোলম্বং
গিরিধরচরণাম্ভোজং কঃ খলু রসিকঃ
সমীহতে হাতুং ॥ ৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের যে চরণকমল গন্ধ চতুর্দ্দশ ভুবনকে সৌরভান্বিত করে ও স্বমাধুর্য্যে রসজ্ঞ ভ্রমরগণকে আকর্ষণ করে, কোন্ রসিক ব্যক্তি সেই চরণ-কমল পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হইবে? ॥ ৩ ॥

শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যাহেঽসিত-পঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং
গতঃ ॥ ৪ ॥

এই গ্রন্থ ১৫৩৭ শকের জ্যৈষ্ঠমাসে রবিবারে কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে শ্রীবৃন্দাবনে সমাপ্ত হইল ॥ ৪ ॥

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ

গৌর-কৃষ্ণ-কথামৃত সদা কর পান।
সব দুঃখ দূরে যাবে, জুড়াবে পরাণ॥
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা লভিবে হেলায়।
পরম আনন্দে মগ্ন রহিবে সদায়॥

পরিশিষ্ট

শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের সংক্ষিপ্ত-সার

এই মহাগ্রন্থ তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত, (১) আদিলীলা, (২) মধ্যলীলা ও (৩) অন্ত্যলীলা। মহাপ্রভুর জীবনের তিন অংশ নিয়ে এই তিনটি ভাগ করা হয়েছে। আদি-লীলায় তাঁর জন্ম থেকে নবদ্বীপে শ্রীবাসের অঙ্গণে কীর্ত্তন-আসরের সূচনা পর্য্যন্ত বলা হয়েছে। এই অংশে সতেরোটি বিভিন্ন পরিচ্ছেদ আছে। মধ্যলীলায় আছে পঁচিশটি পরিচ্ছেদ এবং তা শেষ হচ্ছে মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-লীলায়। শেষ অংশ বা অন্ত্যলীলায় কুড়িটি পরিচ্ছেদ এবং তার প্রধান বক্তব্য হলো নীলাচলে গম্ভীরায় অন্তরঙ্গ-রসিকদের সঙ্গে তাঁর লীলা ও তাঁর অন্তিম বিরহ-দশা। এই অন্ত্যলীলার বর্ণনাই হলো কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামীর পরম বৈশিষ্ট্য।

আদি-লীলা

এই মহাগ্রন্থ পাঠে বোঝা যায় যে কৃষ্ণদাস গোস্বামী শুধু রসিক কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন সেই সঙ্গে মহা-পণ্ডিত। তিনি নিষ্ঠাসহকারে সংস্কৃত কাব্য, অলংকার ও শাস্ত্র পড়েছিলেন। তাই মহাপ্রভুর জীবন ও তার ভাব যেখানে ব্যাখ্যা করবার দরকার হয়েছে সেখানেই তিনি সংস্কৃত কাব্য ও শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি তুলেছেন, এবং সংস্কৃত-সাহিত্য মন্থন ক'রে তিনি যেভাবে এই সব উদ্ধৃতিগুলি তাঁর কাব্যের সঙ্গে সন্নিবেশিত করেছেন, তাতে এই উদ্ধৃতিগুলি তাঁর কাব্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছে। এই উদ্ধৃতিগুলি এমন সযত্নে ও এমন নিপুণভাবে সন্নি-বেশিত হয়েছে যে এই উদ্ধৃতিগুলির সঙ্গে পরিচিত হলে সমগ্র ভক্তি ও রস-শাস্ত্রের সারাংশের সঙ্গেই পরিচিত হওয়া যায়। তাই ভূমিকায় বলা হয়েছে, এই গ্রন্থপাঠে সর্ব্বশাস্ত্রপাঠের ফল হয়।

কৃষ্ণদাস গোস্বামী অলংকার শাস্ত্রের বিধান অনুসরণ করেই কাব্যের সূচনায় প্রথমে মঙ্গলাচরণ ও বস্তুনির্দ্দেশ করেছেন এবং সেটা করেছেন সংস্কৃত কবিতায়। অলংকার শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী কাব্যের আরম্ভে কবিকে তাঁর উপাস্যদেবতার মঙ্গলাচরণ করে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করতে হয় এবং তারপর বলতে হয় এই কাব্যের বিষয়-বস্তু কি, তাকেই বলে বস্তুনির্দ্দেশ।

তাই গ্রন্থের আরম্ভেই কবিরাজ গোস্বামী বলছেন, যাঁরা আমার গুরু তাঁদের প্রণাম করি, যাঁরা ঈশ্বর-ভক্ত তাঁদের প্রণাম করি, ঈশ্বরের অবতার-স্বরূপ যাঁরা তাঁদের প্রণাম করি, ঈশ্বরের শক্তি যাঁদের ভেতর দিয়ে প্রকট হয়েছে সেই দিব্য পুরুষদের প্রণাম করি, প্রণাম করি ঈশ্বরের শক্তিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যকে।

চোদ্দটি সংস্কৃত শ্লোকে তিনি এই মঙ্গলাচরণ করেন এবং বাংলায় যেখান থেকে এই কাব্য আরম্ভ হচ্ছে সেখানে তিনি এই চোদ্দটি সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা করেছেন। তারপর কয়েকটি পরিচ্ছদে তিনি কাব্যের বিষয়-বস্তুর ব্যাখ্যা করেছেন। এই বিষয়-বস্তুর মধ্যে প্রধান বক্তব্য হলো শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ঈশ্বরত্বের ব্যাখ্যা, এবং কি কারণে ঈশ্বরের এই নব-অবতরণের প্রয়োজন হলো তার ব্যাখ্যা ও বিবরণ এবং এই উপলক্ষ্যে অবতার-পুরুষের পার্ষদ হয়ে যাঁরা আসেন,

এক্ষেত্রে অদ্বৈত আচার্য্য, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস প্রভৃতিদের আবির্ভাব তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ থেকে মহাপ্রভুর জন্ম-বিবরণ সুরু হয়েছে।

চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নেতে হৈল অন্তর্দ্ধান ॥

১৪০৭ শক থেকে ১৪৫৫, মাত্র এই ৪৮ বছর তিনি দেহধারণ করেছিলেন। তার মধ্যে—

"চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস"। চব্বিশ বৎসরে তিনি সন্ন্যাস নিয়ে নবদ্বীপ ত্যাগ করে চলে যান। বাকি "চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস"। নীলাচলের এই চব্বিশ বছরের মধ্যে ছ বছর তিনি দক্ষিণ আর উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করে বেড়ান। নীলাচল পুরাকে কেন্দ্র করেই তিনি ভারত-পরিভ্রমণ করেন।

শৈশবে মহাপ্রভু অতি দুরন্ত ছিলেন। এমনি ছিল তার অসাধারণ প্রতিভা যে কৈশোরের মধ্যেই তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত হয়ে ওঠেন এবং তরুণ বয়সেই তিনি নিজে টোল করে ছাত্রদের পড়াতেন। তাঁর বিদ্যার খ্যাতি সেই সময় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং পণ্ডিত মহলে তিনি দাম্ভিকরূপে পরিগণিত হতেন। এই সময় পিতৃ-তর্পণের জন্যে তিনি গয়ায় তীর্থ-যাত্রা করেন। গয়া থেকে যখন তিনি নবদ্বীপে ফিরে এলেন তখন নবদ্বীপবাসীরা বিস্ময়ে দেখলো, এ এক সম্পূর্ণ আলাদা নিমাই· ·কোথায় সে বিদ্যার দম্ভ, কোথায় সে উন্নতশির পণ্ডিত··· শান্ত, স্থির, নির্ব্বাক· ·দীন ভিক্ষুকের মতন পথে পথে নামকীর্ত্তন করে বেড়ায়···জগাই মাধাই প্রহার করতে আসে কিন্তু মহাপ্রভুর দৃষ্টির সামনে তাদের ভেতরে নিমেষে কি হ'য়ে যায়, লুটিয়ে পড়ে মহাপ্রভুর পায়ে। ক্রমে ক্রমে নিমাই পণ্ডিতের সংকীর্ত্তনের দলে লোক বাড়তে থাকে। কাজী আদেশ করেন, প্রকাশ্য রাস্তায় কীর্ত্তন বন্ধ রাখবার জন্যে কিন্তু কাজীর আদেশ অমান্য করে রাত্রিতে মশাল জ্বালিয়ে কীর্ত্তন করতে করতে কাজীর বাড়ীর দিকেই অগ্রসর হন এবং সেই রক্তমশালের আলোয় মহাপ্রভুকে দেখে কাজীর বুঝতে দেরী হয় না যে, এ সাধারণ লোক নয়। এইখানেই আদিলীলার শেষ।

মধ্য-লীলা

মধ্য-লীলার মধ্যে আমরা দেখি, মহাপ্রভুকে ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ও প্রচারকরূপে। জাতি-ভেদের গণ্ডী ভেঙ্গে দেখি তিনি আচণ্ডাল সকলের মধ্যে নাম বিতরণ করে চলেছেন, এবং নীলাচলকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ আর উত্তর ভারতে নিজে পায়ে হেঁটে এই অভিনব ধর্ম্মের কথা লোকের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিচ্ছেন। শুধু মুখের কথায় নয়, "আপনি আচরি জীবে শিখাইল ভক্তি।" মহাপ্রভুর জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এখানে, তিনি যে সত্য লোকের কাছে মুখের কথায় প্রচার করলেন, নিজের জীবনে প্রত্যক্ষভাবে আচরণ করে তার সত্যতাকে জীবন্ত-ভাবে সকলের সামনে তুলে ধরলেন, এবং এই মধ্য-লীলায় দেখতে পাই, তার অপূর্ব্ব দিগ্-বিজয়। তিনি যখনি যেদেশে যেতেন, সেখানকার প্রধান ব্যক্তিকে আগে আকর্ষণ করতেন এবং নিজের অসামান্য শক্তির প্রভাবে তাঁকে নব-ধর্ম্মে দীক্ষিত করতেন। তার প্রতিনিধি হিসাবে সেই

নব-দীক্ষিতেরা তখন জনসাধারণের ওপর প্রভাব বিস্তর করতেন। এইভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সারা ভারতবর্ষে এই নতুন প্রেম-ধর্ম্মকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। কৌশলী সেনাপতির মতন তিনি জনতার ভেতর থেকে যোগ্য লোকদের ঠিক নির্ব্বাচন করে কাছে টেনে নিতেন এবং তাঁর প্রতিনিধিরূপে এক-একজনকে এক-এক দেশে প্রচারের জন্যে পাঠাতেন। তিনি নিজে বাংলাদেশে এই নতুন প্রেম-ধর্ম্ম প্রচার করবার জন্যে আর আসেন নি কিন্তু তাঁর যোগ্য প্রতিনিধিস্বরূপ নিত্যানন্দ প্রভুকে বাংলাদেশে পাঠিয়েছিলেন এই নতুন ধর্ম্ম প্রচারের জন্যে।

"নিত্যানন্দগোঁসাইরে পাঠাইল গৌড়দেশে
তেঁহো গৌড়দেশ ভাসাইল প্রেমরসে॥
চৈতন্য সেব, চৈতন্য গাও, লও চৈতন্য নাম
চৈতন্যে যে ভক্তি করে সেই মোর প্রাণ॥"

মহাপ্রভুর নাম এইভাবে নিত্যানন্দ গোঁসাই সারা বাংলাদেশে ছড়ালেন। বৃন্দাবনে তিনি রূপ আর সনাতনকে পাঠালেন। মহাপ্রভুর আদেশে রূপ আর সনাতন জীর্ণ বৃন্দাবনের সংস্কার করে সেখানে নব-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নতুন পীঠস্থান গড়ে তুল্লেন এবং মদনগোপাল গোবিন্দের নিত্যপূজার ব্যবস্থা আবার করলেন। শ্রীরূপের ওপর মহাপ্রভু আর একটি মহাদায়িত্ব অর্পণ করলেন, সমস্ত ভক্তি-শাস্ত্রকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করে ভক্তি-গ্রন্থের সার-রচনা করতে। এই ভাবে একান্ত কৌশলী নায়কের মতন তিনি এই নতুন ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠা করবার আয়োজন করলেন। মধ্য-লীলার এই হলো প্রধান বক্তব্য বিষয়।

অন্ত্য-লীলা

অন্ত্য বা শেষলীলায় এই কৌশলী ধর্ম্ম-প্রচারককে আবার আমরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আর একরূপে দেখছি। ধর্ম্ম-প্রচারের সে-উন্মাদনা আর নেই, লোক গড়বার সে-নিষ্ঠা আর নেই, এ যেন সম্পূর্ণ আলাদা আর এক লোক। অষ্টপ্রহর অর্দ্ধ-অচৈতন্য অবস্থায় থাকেন, যেন আপনার ভাবে আপনি বিভোর হয়ে আছেন। যে প্রেম-ধর্ম্মের কথা তিনি প্রচার করে এসেছেন, সেই প্রেম-ধর্ম্ম কি, তা নিজের জীবনের উদাহরণ দিয়ে মানুষকে বোঝাতে যান। যে একান্ত ভালবাসায় শ্রীমতী কৃষ্ণকে চেয়েছিলেন, সেই একান্ত প্রেম ছাড়া কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। জীবে কি সেই প্রেম সম্ভব? অন্ত্য-লীলায় মহাপ্রভুর জীবন হলো তার উত্তর। এই দিব্য প্রেমের উন্মাদনা তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, যার ফলে শ্রীমতীর মত কৃষ্ণ-বিরহে তিনি অহরহ কাঁদতেন, নীলাচলকে মনে হতো বৃন্দাবন। যেটুকু সময় তিনি চেতনায় থাকতেন, গম্ভীরার ভেতর রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে রস-তত্ত্বের আলোচনা করতেন। গম্ভীরার এই আলোচনার মধ্যে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ও ভক্তিতত্ত্বের সার-কথা আমরা দেখতে পাই। কবিরাজ গোস্বামী অপূর্ব্ব দরদ ও পাণ্ডিত্যের সঙ্গে এই তত্ত্বগুলিকে ভক্তি-শাস্ত্র-মন্থন করে বুঝিয়েছেন। তাই অন্ত্য-লীলার সার কথা হলো এই ভক্তি-তত্ত্বের আলোচনা। অন্ত্য-লীলার আরম্ভে মহাপ্রভু বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসে স্বরূপ গোঁসাইকে বাংলায় খবরা-খবর দিয়ে পাঠাচ্ছেন। এই লীলার শেষ তাঁর দিব্য অন্তর্দ্ধানে।